Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমার পরিব্রাজক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/157

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/157

9/24

LIBRARY
No. 9/24
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
Date 3/157

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/157

কুমার পরিব্রাজক গ্রন্থমালা—সংখ্যা ৩৬

কুমার পরিব্রাজক

(উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সনাতন-ধর্ম্মোদ্দীপনার
প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক, অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা,
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয়ের
ধর্ম্ম-সাধন ও প্রচার-কার্য্যের আমূল ইতিবৃত্ত।)

পরমহংস
শ্রীমৎ পূর্ণানন্দস্বরূপ স্বামি-মহোদয়
সঙ্কলিত।

পুরী 'গুরুধামের' প্রতিষ্ঠাতা, দিনচর্য্যা-অভ্যাসযোগ-বিল্বদল আদি গ্রন্থ-প্রণেতা
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল
সম্পাদিত।

LIBRARY
Sri Sri Anandamayee Ashram
3/157

শ্রীকামাখ্যাচরণ নাগ, এম. এ.,
(প্রিন্সিপাল, বাগেরহাট কলেজ)
কর্ত্তৃক
কাশী-যোগাশ্রম
হইতে প্রকাশিত।

—১৩৪৬ বঙ্গাব্দ—

মূল্য ৩৲ টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১—২৭২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত
কলিকাতা বিদ্যোদয় প্রেসে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাশ কর্ত্তৃক
এবং
অবশিষ্টাংশ
কাশী এংলো-ওরিয়েণ্টাল প্রেসে
শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—উৎসর্গ পত্র—

মা কৃষ্ণবালা !

আজ দীনাতিদীন অধম সন্তান আমরা তোমার আদরের ছেলের আদর্শ-জীবনের কয়েকটীমাত্র কথা একত্র করিয়া তোমাকে উপহার দিতে আসিয়াছি—তুমি দয়া করিয়া গ্রহণ কর। জানি মা, তোমার ছেলের সাধু-জীবনের প্রকৃত মাহাত্ম্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে কিছুই সমর্থ হই নাই; কিন্তু মা, তুমিই বুদ্ধিরূপিণী হইয়া যেমন বুঝাইয়াছ তাহাই লিখিয়াছি। বড় আশা, তোমার চরণ-স্পর্শে আমাদের এই মূল্যহীন উপহার অমূল্য হইয়া যাইবে। তোমার কৃপা-দৃষ্টিপাতে ইহাতে দিব্যশক্তি সঞ্চারিত হইবে, এবং আমাদের অজ্ঞানতা-জনিত সমস্ত ভ্রম সংশোধিত হইয়া যাইবে।

যেন এই জীবনী-পাঠে প্রত্যেকের হৃদয়ে ভারতের পবিত্র আর্য্যভাব, চরিত্রবল, ভগবদ্ভক্তি ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর মা !

ওঁ যোগেশ্বরি ! ত্বাং শিরসা নমামি।

তোমার চরণাশ্রিত
দীনাতিদীন সেবক
শ্রীপূর্ণানন্দস্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার-সংবিৎ-সুখসাগরেঽস্মিন্
লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থকারের ভূমিকা

শ্রীমৎ স্বামীজীর শৈশব ও কৈশোর জীবনের ইতিবৃত্ত তাঁহার নিজ লিখিত বিবরণ এবং পিতা, মাতা, আত্মীয়, শিক্ষক ও সহাধ্যায়িগণের নিকট হইতে আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। তাঁহার যৌবনের সাধন-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই তাঁহার কথিত বা লিখিত। তাঁহার প্রচার-কার্য্যের বিবরণ প্রধানতঃ 'ধর্ম্ম-প্রচারক' ও তাঁহার প্রণীত পুস্তকরাশি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কারাগার-কাহিনীর অনেক কথা তাঁহারই লেখা। আমরাও সুদীর্ঘকাল তাঁহার সাধু-সহবাসে থাকিয়া তাঁহার ভাব যেমন বুঝিতে পারিয়াছিলাম তাহাও যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কিরূপে চরিত্র গঠিত হয়, ধর্ম্ম-সাধনাই যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের উপায়, আপনাকে উন্নত করিতে হইলে যে সর্ব্বাবস্থায় দৃঢ়তার সহিত অভ্যাস আবশ্যক, মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে যে ভোগ, সুখ ও স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়, ধার্ম্মিক-হৃদয়ই যে আপদ্-বিপদ্ উপেক্ষা ও মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে পারেন, এবং সকলেই চেষ্টা করিলে নিজ নিজ চরিত্রের কতক পরিমাণে উন্নতি-সাধনে জীবনে সুখ-শান্তি ও ভগবদ্ভক্তি লাভে সমর্থ হইতে পারেন—ইহাই বিশেষ করিয়া এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমৎ স্বামীজীর হৃদয়ে যে দৈবী প্রকৃতি নিহিত ছিল, তাহা ক্রমে সাধন-প্রভাবে কিরূপে প্রস্ফুটিত হইল, তাহা যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার সাধু-জীবনের সদ্ভাবরাশি প্রকাশ করিবার উপযোগী ভাষা আমাদের নাই, তাই শ্রীমৎ চৈতন্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি—"সফল তাঁহার জন্ম! সাধু তাঁহার চেষ্টা!! ধন্য তাঁহার জীবন !!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা তো তাঁহার পবিত্র জীবন আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি ; এক্ষণে আমাদের সংগৃহীত সাধু-জীবনের এই অসম্পূর্ণ বিবরণ যদি ভারতীয় ভাবে পাঠক-পাঠিকাগণের চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন গঠনের সহায়তা করে, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইয়াছে জ্ঞান করিব।

শ্রীপূর্ণানন্দস্বরূপ
কাশী-যোগাশ্রম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশকের নিবেদন

"কুমার পরিব্রাজক" প্রকাশে নানা কারণে অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গেল। যদিও পরিব্রাজক মহোদয়ের দেহ-ত্যাগের অল্পদিন পরেই তাঁহার জীবন-চরিতের উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা আরম্ভ হয়, তথাপি তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের সঙ্গি-রূপে যাঁহারা অনুক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন তাঁহারাও একে একে তাঁহার অনুগমন করায় সঙ্কলয়িতাকে নিরতিশয় বেগ পাইতে হইয়াছে। উপাদানগুলি যথাসম্ভব সংগৃহীত হইলেও, মুদ্রণ ব্যাপারে এত বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় যে, গ্রন্থখানি আদৌ প্রকাশ করা যাইবে কিনা সে সম্বন্ধে আশঙ্কার উদয় হয়। তথাপি আজ যে বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাগণের সমক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল—ভগবদনুগ্রহই তাহার কারণ। হয়ত এই বিলম্বও ভগবদিচ্ছায় ঘটিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঞ্চবিংশতি বৎসর যিনি বিদেশীয় ভাব-বিপ্লুত পথভ্রষ্ট ভারত সন্তানকে ঋষি-প্রদর্শিত পথে পুনরানয়নের জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং দেহ-ত্যাগের সময় ভারতের চিন্তাস্রোত ঋষি-নিয়ন্ত্রিত খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন-কথা প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট সমাদৃত হইবার কথা। ভারতে প্রকৃত জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয়ের কৃতিত্ব কতখানি তাহার পরিচয় দিবার লোকের অদ্যাপি একান্ত অভাব হয় নাই। বিগত ত্রিংশৎ বৎসর ধরিয়া ভারতের উপর দিয়া যে বিপ্লবের বন্যা বহিয়া গেল—তাহাতে ভারতীয় মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইলেও তৎসঙ্গে কিছু মলিনতা আসিয়াছে। যে আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য পরিব্রাজক মহোদয় তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়া বহুল পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, আশা করি, বর্ত্তমান কালে যাঁহারা সেই আদর্শের প্রতি আস্থা হারাইয়াছেন, তাঁহারা এই জীবন-চরিত পাঠ করিয়া উহা পুনঃ

CC0. In Public Domain. Sri•Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত হইবেন। আমরা এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আবার ভারতবাসীকে সচেতন করিবার সময় আসিয়াছে। আজ পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ এই মর জগৎ হইতে অনেক দূরে। আশা করি, তাঁহার জীবন-চরিত পাঠ করিয়া এ সময়ে অনেকেই উপকৃত হইবেন।

যাঁহারা এই গ্রন্থের সঙ্কলনে, মুদ্রণে ও প্রকাশনে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তন্মধ্যে আমাদের সতীর্থ শ্রীমৎ পবিত্রানন্দ স্বামীজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য; তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অদম্য চেষ্টা ও যত্ন এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রধান সহায়। এই গ্রন্থের উপক্রমণিকা হইতে ১৭শ ফর্ম্মা (২৭২ পৃষ্ঠা) পর্য্যন্ত কলিকাতায় এবং অবশিষ্টাংশ কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। কলিকাতায় মুদ্রণকালে—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., শ্রীযুক্ত ব্রহ্মকিশোর মুখোপাধ্যায়, বি. এ., ও শ্রীমৎ সেবানন্দ স্বামীজী, এবং কাশীতে মুদ্রণকালে—শ্রীযুক্ত তারাচরণ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যাচার্য্য ও শ্রীমান্ যোগেশপ্রসাদ সেনশর্ম্মা, এম. এ., এল. টি.—পর পর প্রুফ-সংশোধন কার্য্যে সাহায্য করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

এরূপ সহস্রাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলনে ও মুদ্রণে, ইহাতে অষ্টাদশখানি হাফ্‌টোন ব্লক ছবি সংযোজনে এবং গ্রন্থখানি কাপড়ে বাঁধাইতে যে অর্থব্যয় হইয়াছে, তদ্তুলনায় ইহার মূল্য পাঁচটাকা ধার্য্য হইলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইত না—কিন্তু গ্রন্থখানির অধিকতর প্রচার উদ্দেশ্যে ইহার মূল্য তিনটাকা মাত্র ধার্য্য হইল। এই গ্রন্থের স্বত্ব কাশী-যোগাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতার সেবা-পূজায় সমর্পিত হইল।

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এই গ্রন্থে মুদ্রাকর-প্রমাদ কম ঘটে নাই; আশা করি, পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

কাশী-যোগাশ্রম
১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

শ্রীকামাখ্যাচরণ নাগ
—প্রকাশক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পাদকের নিবেদন।

কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর পুণ্য জীবন-কাহিনী আজ বঙ্গের সুধীমণ্ডলীর হস্তে পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত হইল। ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজী তাঁহার পার্থিব জীবনের কর্ত্তব্যরাশি শেষ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। অনেক পূর্ব্বেই তাঁহার বিচিত্র জীবনের অপূর্ব্ব কাহিনী প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বিলম্ব হইয়া গেল। তথাপি মহাজনের জীবনালোচনার সুযোগ বিলম্বে আসিলেও তাহা একান্ত বাঞ্ছনীয় ও শুভফলপ্রদ। স্বামীজী ভারতের অন্যতম গুণগরিষ্ঠ উপযুক্ত সন্তান ও কর্ম্মবীর ছিলেন। ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম অভিঘাতে এবং পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রথম বন্যাবেগে যখন নিবৃত্তিমূলক ভারতীয় সভ্যতা, রীতি-নীতি, সদাচার, ত্যাগ-ধর্ম্ম ও তপস্যাদি ডুবিতে বসিয়াছিল—সনাতন আর্য্যধর্ম্মের আস্তিক্য ও নিষ্ঠার উপর যখন চারিদিক্ হইতে নানা প্রকারের কঠোর আঘাত আসিয়া তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিতেছিল—তখন সেই সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে স্বামীজী যেন কোন মহাশক্তির ইঙ্গিতে বেদমূলক সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য বীরোচিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এ কথা প্রত্যেক সনাতন-ধর্ম্মীকেই কৃতজ্ঞতাবনত-মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে।

যাহারা মহাপুরুষের মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে দ্বেষ করে তাহাদের অধঃপতন যে কিরূপ অনিবার্য্য তাহা মনে হইলেও আতঙ্কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীর শিহরিয়া উঠে। একবার একজন খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক পাশ্চাত্য মনীষী একটী গৃহশূন্য য়ীহুদীর ছবি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—'এই ছবিটী তাহাদেরই মধ্যে একজনের যাহারা নিজ দেশের মহাপুরুষকে চিনিতে পারে নাই এবং তাঁহাকে অশেষভাবে নির্য্যাতিত করিয়াছিল; আজ পর্য্যন্ত তাই বংশানুক্রমে গৃহশূন্য হইয়া তাহারা স্বকীয় পূর্ব্বকৃত কার্য্যের ফলভোগ করিয়া আসিতেছে।' বাস্তবিকই মহাপুরুষের মহত্ত্ব বুঝিতে না পারার মত দুর্ভাগ্য জাতীয়-জীবনের ইতিহাসে আর কিছু হইতে পারে না।

বহুদিন অতীত হইল স্বামীজীর মর্ত্ত্য-জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি এক্ষণে সুখ্যাতি-অখ্যাতির বহুদূরে অবস্থিত; তথাপি আমাদের দিক্ হইতে তাঁহার পূত চরিত্র ও স্মৃতি-পূজার প্রয়োজনীয়তা কত অধিক তাহা ভারতের এই দুঃসহ ধর্ম্মগ্লানির দিনে বিশেষভাবেই স্মরণীয়, অন্ততঃ চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই এই মহাপুরুষের চরিতাখ্যান আলোচনা করিবার জন্য আমার স্বদেশবাসিগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়—তিনি কি করুণ-মন্ত্রে তাঁহার আত্মবিস্মৃত দেশবাসিগণের হৃদয়-দেশকে স্পর্শ করিয়া তাহাদিগকে জাগরিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আজও তাঁহার কণ্ঠের সেই মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ দেশের আকাশে ও বাতাসে মিলাইয়া রহিয়াছে। ভারতমাতার সাধক সন্তান এই আবাল-ব্রহ্মচারী সমস্ত ভোগসুখ ও আরামে জলাঞ্জলি দিয়া নিজ দেশের প্রতি ফিরিয়া চাহিবার জন্য আপনার দেশবাসিগণকে যে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা নিষ্ফল হয় নাই—ইহা অনেকেই বিদিত আছেন। তাঁহার প্রেম-ভক্তিপূর্ণ সাত্ত্বিকভাব ও তাঁহার শ্রুতিমধুর ওজস্বিনী ভাষার মন্ত্রশক্তিতে সত্য সত্যই একদিন ভারতের শবদেহে চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল, ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল, ভারত সন্তান জাগিয়া উঠিয়া আবার নিজের কথা, দেশের কথা, পূর্ব্বতন ঋষিদের কথা ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং পূর্ব্ব পিতামহ ঋষিদের সাধন-লব্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রকে সম্মান করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিলে মনে হইত যেন বীণাপাণি তাঁহার রসনাগ্রে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে দিয়া দেশের লোককে নিজ ঘরের কথা—শাস্ত্র-কথা শুনাইতে আসিয়াছেন; তাই তাঁহার মুখ দিয়া যে ব্যাখ্যান বা বক্তৃতা বাহির হইত তাহাতে আধ্যাত্মিক জগতের ভাব-তরঙ্গের বৈদ্যুতিক শক্তি নিহিত থাকিত এবং প্রেতগ্রস্ত সমাজ-শরীরে উহা দৈবশক্তির মত কাজ করিত—মৃত সমাজ-দেহে যেন প্রাণের সঞ্চার হইত। অবশ্য এই সদ্ধর্ম্ম-রক্ষাকার্য্যে বাঙ্গালা দেশের আরও কয়েকজন শাস্ত্রাভিজ্ঞ সুধীও সেই সময় প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের নিকটও আজ হিন্দু-সমাজ কম ঋণী নহে; কিন্তু এই সমস্ত আন্দোলনের মূল-কেন্দ্র ছিলেন **পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।**

এই গ্রন্থখানিতে তাঁহারই পুণ্য জীবনের কথা সঙ্কলিত ও আলোচিত হইয়াছে। স্বর্গত স্বামীজীর এই চরিতাখ্যায়িকার সঙ্কলয়িতা তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কনিষ্ঠ সহোদর ও সন্ন্যাসাশ্রমের সতীর্থ শ্রীমৎ পূর্ণানন্দস্বরূপ স্বামীজী। তিনিও আর ইহলোকে নাই। জীবনীর সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়া বহুপূর্ব্বে তিনি এই গ্রন্থখানির রচনা শেষ করিয়াছিলেন।

স্বরূপজী মহারাজ এই জীবনী গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়া অনেক কৃতবিদ্য সুযোগ্য ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ পরিব্রাজক মহোদয়ের ভক্ত সুধীজনদিগকে দেখিতে দিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহারা আরও বহু বিষয় ইহাতে সন্নিবদ্ধ করিয়া ভাব-সমৃদ্ধি দ্বারা গ্রন্থখানির কলেবর পরিপুষ্ট করিবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই অযোগ্য ব্যক্তির উপরই এই গ্রন্থ-সম্পাদনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। আমি কয়েক বৎসর ধরিয়া গ্রন্থখানি আলোচনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছি এবং প্রয়োজন মত বহু স্থানে নূতন তথ্য সংযোজিত করিয়া দিয়া ও বহু স্থানে ভাব ও ভাষা নূতন করিয়া দিয়াছি। আমার সৌভাগ্য যে, স্বরূপজী মহারাজের জীবিতকালেই এই গ্রন্থখানি শেষ করিয়া তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নানা কারণে তিনি তাঁহার জীবিতাবস্থায় গ্রন্থখানি মুদ্রিত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আজ আমাদের সে দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই। তবুও যে তাঁহার বড় আদরের এই জীবনীখানি প্রকাশিত হইতে পারিল—ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। আমার অনেক কৃতবিদ্য বন্ধু এই গ্রন্থ-সম্পাদনে নানারূপ উপদেশ দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন; আজ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। তন্মধ্যে পরিব্রাজক মহোদয়ের শিষ্য ও ভক্ত শ্রীমৎ পবিত্রানন্দ স্বামীজী, বাগেরহাট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ নাগ, এম. এ., ও 'ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী, বি. এ., এবং কাশীস্থ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম. এ., খুলনার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, বি. এল., এম. এল. এ., ফরিদপুরের সুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাশ, বি. এল., ময়মনসিংহের সুপরিচিত উকীল শ্রীযুক্ত নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., বি এল., ও কাশীস্থ এংলো-বেঙ্গলী কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল শ্রীমান্ যোগেশপ্রসাদ সেন, এম. এ., এল. টি. র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিব্রাজক মহোদয় জীবিত থাকিতে থাকিতেই স্বামীজীর সুযোগ্য শিষ্য সুলেখক ৺ পাঁচকড়ি রায় মহাশয় "ভারতে ধর্ম্মান্দোলন" নামক একটি প্রবন্ধ "ধর্ম্ম-প্রচারকে" প্রকাশিত করেন; সেই প্রবন্ধ হইতে এই গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা'র অধিকাংশ বিষয় সঙ্কলিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু আমার ও বন্ধুবর্গের বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও গ্রন্থখানি যে ভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইতে পারে নাই; ইহা আমি ব্যথিত-চিত্তেই স্বীকার করিতেছি। এরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়া যেরূপ পরিশ্রম করা উচিত ছিল, সেরূপ পরিশ্রম করিবার আমি অবসর পাই নাই। তবুও আমি বলিতে বাধ্য যে, আমি পরিব্রাজক মহোদয়কে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম এবং তিনিও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন; সুতরাং ইহাতে আন্তরিকতার অভাব কিছুমাত্র নাই, কিন্তু আমার যোগ্যতার অভাবই এই সকল ত্রুটীর মূল কারণ। এজন্য আমি সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পূজার পুষ্পপাত্র যে ভাবেই সাজাইয়া আমরা পুষ্পাঞ্জলি দিই না কেন, আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাটুকু দেখিয়াই অন্তর্য্যামী তাহা গ্রহণ করেন—ইহাই আমার একমাত্র ভরসা।

এই গ্রন্থখানিকে **পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর জীবন-যজ্ঞ** রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। যজ্ঞ ব্যাপারে যেমন—(১) সমিধ-আহরণ, (২) অগ্নি-চয়ন, (৩) যজ্ঞকার্য্য-সম্পাদন ও পরিশেষে (৪) পূর্ণাহুতি হইয়া থাকে, এই জীবনী গ্রন্থখানিকে ঐরূপ চারিখণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। **প্রথম খণ্ডে**—নিষ্ঠাবান্ ও ভক্ত পরিবার মধ্যে তাঁহার জন্ম, তাঁহার সুনীতিপূর্ণ বাল্যকালের শিক্ষা, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সংস্কার-সংগ্রহ—এই গুলি জীবন-যজ্ঞের "সমিধ-আহরণের" কার্য্য করিয়াছে। **দ্বিতীয় খণ্ডে**—যে মহৎ কার্য্যের জন্য স্বামীজীর জীবন নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইতেছিল, সেই ধর্ম্মের জন্য তাঁহার অন্তঃকরণের যে প্রবল আবেগ, সাধুসঙ্গ, সদ্‌গুরুলাভ, শাস্ত্রানুশীলন প্রভৃতিই "অগ্নি-চয়নের" কার্য্য করিয়াছে। **তৃতীয় খণ্ডে**—দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, দেশবাসীদের কল্যাণের জন্য তাঁহার যে অদ্ভুত তপস্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ত্যাগ এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তীর্থে তীর্থে, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া ভগবন্মাহাত্ম্য, শাস্ত্রমাহাত্ম্য, সাধন-মাহাত্ম্য শুনাইয়া তদ্‌বাসীদিগকে উদ্বোধিত করাই "যজ্ঞকার্য্য-সম্পাদন"। পরিশেষে **চতুর্থ খণ্ডে**—তাঁহার এই কার্য্য ও পরিশ্রমের জন্য তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ তো দূরের কথা, এজন্য তাঁহাকে কত যে অকথ্য নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, তথাপি তিনি দেশের ও দেশবাসীর হিতসাধনে বিরত হন নাই, এমন কি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত রোগক্লিষ্ট শরীরেও অক্লান্তভাবে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া দেশের মঙ্গল-সাধন করিয়াছিলেন, এবং সেই অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে দেহ ভগ্ন হইয়া অকালে কাল-কবলিত হইয়াছিল—তাহাই তাঁহার জীবন যজ্ঞের শেষ "পূর্ণাহুতি"।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী জীবনের প্রথম হইতেই দেশে ধর্ম্মভাব পুনঃ জাগ্রৎ করিবার জন্য আপনার অন্তঃকরণে যে একটা প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তিনি এই বিরাট অনুষ্ঠানে আপনাকে ব্রতী করেন। পরে এই কার্য্যে শ্রীগুরুদেবের অভিপ্রায় ও তাঁহার আদেশ পাইয়া আরও দৃঢ়তার সহিত প্রচার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু কালধর্ম্ম তাঁহার এই কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল না। তথাপি তিনি প্রাণপণে আর্য্য-ধর্ম্মের প্রাচীন ভগ্ন ভিত্তির উপরই যথাসম্ভব ধর্ম্মকে সুদৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহার জন্য যে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার স্বাভাবিক সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীরও ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে থাকে। তিনি দেখিলেন, সেই জীর্ণ শরীরে ও ভগ্ন স্বাস্থ্যে প্রচার-কার্য্য ইহার অধিক আর অগ্রসর হইবে না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহার অল্প দিন পরেই তিনি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আদেশ লাভ করিয়া শেষের দিনের জন্য যেন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহার ইঙ্গিত ও আভাস তিনি তাঁহার শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়ে রচিত একটী সঙ্গীতে* দিয়া গিয়াছেন। এই সঙ্গীতটী রচনার কয়েক মাস পরেই তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া যোগিজন-সুলভ গতি লাভ করেন।

স্বামীজীর তিরোধানের ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ পরে প্রকাশিত হইলেও এই পুণ্য জীবনী পাঠ করিয়া ভারতের শিক্ষিত সাধুসমাজ যথেষ্ট শিক্ষা ও আনন্দ পাইবেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে ভারতব্যাপী ধর্ম্মান্দোলন হইয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস তাঁহার জীবনের মধ্যে আমরা দেখিতে পাইব। ধর্ম্ম ও দেশের কল্যাণ-সাধনের জন্য পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দের কিরূপ আগ্রহ ছিল এবং সেই আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ভগবদ্‌বাণী

---

* কেন আর বারংবার ডাকিস তোরা ভাই,
মায়ের কোল ছেড়ে কেমনে যাই।
যায় ব'য়ে যে বেলা, আর ক'রবো না খেলা,
বুঝি সাঙ্গ হ'লো, বঙ্গভূমির শ্রীরাস-লীলা,
এখন মা'র ছেলে মা'র কোলে ব'সে
নাচি আর মা'র গুণ গাই ॥১॥
আমি খেলিতে গেলে, তোরা দিস্ ঠেলে ফেলে,
তাই মা ব'লেছে, কাজ কি বাছা ও খেলা খেলে।
আমি মা পেয়েছি, মা'র হ'য়েছি,
আমাতে আর আমি নাই ॥২॥
পরিব্রাজক ডাকে আয়, ওরে দিন যে ব'য়ে যায়,
আমার হাস্যমুখী মায়ের বাতাস লাগুক গায়।
ভেঙ্গে মিছে খেলা আয় এই বেলা
মা'র কাছে খেলবি সবাই ॥৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও মিথ্যা হয় না—এ পতিত যুগেও ধর্ম্মের স্থিতি ও রক্ষণের জন্য ভগবৎ-প্রেরিত মহাপুরুষেরা মরলোকে আসেন এবং ধর্ম্ম-স্থাপন রূপ কর্ম্ম করিয়া মহামায়ার লীলাপটের অন্তরালে যেন লুক্কায়িত হন। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীও সেই শ্রেণীর এক প্রতিভাবান্ ভগবৎ-প্রাণ কর্ম্মবীর এবং ভগবৎ-প্রেরিত মহাপুরুষ ছিলেন। ধর্ম্ম ও জগতের পোষণকর্ত্তা যিনি, তাঁহার দৃষ্টি কখনও আচ্ছন্ন হয় না; তাঁহার আদেশে মহাপুরুষ বা যুগাবতারের সময়মত আবির্ভাব পূর্ব্বেও হইয়াছিল, পরেও হইবে। অতি সত্য তাঁ'র অভয় বাণী—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

কাশী-যোগাশ্রম
রাস-পূর্ণিমা, ১৩৪৫

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সূচীপত্র—

বিষয়			পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা—ভারতে ধর্ম্মান্দোলন		...	১
প্রথম খণ্ড—সমিধাহরণ			
(৩৭—১২২)			
প্রথম অধ্যায়—জন্মস্থান		...	৩৮—৪৫
কৃষ্ণ-বাটী (শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির)		...	৪১
দ্বিতীয় অধ্যায়—বংশ-পরিচয়		...	৪৬—৫০
পিতা ঈশ্বরচন্দ্র	...	...	৪৮
মাতা ভবসুন্দরী দেবী	...	...	৪৯
তৃতীয় অধ্যায়—জন্ম ও নামকরণ		...	৫১—৫৬
জন্ম তারিখ	...	...	৫২
জন্ম কুণ্ডলী	...	...	৫৪
আনন্দোৎসব	...	...	৫৫
অন্নপ্রাশন	...	...	৫৬
নামকরণ	...	...	৫৬
চতুর্থ অধ্যায়—শৈশব		...	৫৭—৫৯
বিষ ভক্ষণ	...	...	৫৮
সত্যকার শ্রীকৃষ্ণ	...	...	৫৯
পঞ্চম অধ্যায়—বাল্যকাল ও বিদ্যাশিক্ষা		...	৬০—৭১
পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র	...	...	৬২
ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ		...	৬৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুসঙ্গে প্রবল স্পৃহা ৬৯

বঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও শ্রীকৃষ্ণের স্বাস্থ্যহানি ... ৬৯

অধ্যয়নের জন্য বহরমপুর গমন ... ৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কৈশোরে ... ৭২—৮৪

জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ—গায়ত্রী-মন্ত্রে দীক্ষা ... ৭৩

কৈশোরে লোকপ্রিয় চরিত্র ... ৭৩

চতুর্দ্দিকে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি খৃষ্টান ও ব্রাহ্মদের আক্রমণ ... ৭৪

রচনা-শক্তির বিকাশ ৭৬

বিদ্যানুরাগ ৭৭

সৌন্দর্য্য-বোধ ৭৮

কিশোর সঙ্গীত "সঙ্গীত মুঞ্জরী" প্রকাশ ... ৮০

গঙ্গাতটে অপূর্ব্বদর্শন, মায়ের অভয় বাণী ... ৮৩

পিতামাতার অর্থক্লেশ দূরীকরণার্থ সংকল্প ... ৮৪

সপ্তম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যৌবনের প্রারম্ভে ... ... ৮৫—৮৮

পিতৃ-মাতৃ সেবা জন্য বহরমপুর-ত্যাগ ও জামালপুরে কর্ম্ম-গ্রহণ ৮৬

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামী গম্ভীরানন্দ সরস্বতীর কথা ... ৮৭

অষ্টম অধ্যায়—সদ্‌গুরু-সমাগম, সাধনাভ্যাস ও শাস্ত্রানুশীলন ... ৮৯—৯৭

শ্রীমদ্দয়ালদাস স্বামীজীর মুঙ্গেরে শুভ সমাগম ... ৯১

কেশবচন্দ্র সেনের শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ... ৯২

শ্রীমদ্দয়ালদাসজীর সম্বন্ধে স্বামী গম্ভীরানন্দের উক্তি ... ৯৩

শ্রীকৃষ্ণের দীক্ষা-লাভ ৯৬

নবম অধ্যায়—সাধনা ও সিদ্ধি ... ৯৭—১১০

শ্রীকৃষ্ণের সাধনা ও ভগবদ্ভাবের বিকাশ ... ৯৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের তৎকালিক মনোভাব সংবলিত কবিতা ও গান ... ১০০
"প্রবোধ কৌমুদী" রচনা ও প্রকাশ ... ১০৫
দশম অধ্যায়—যৌবনে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ১১১—১১৭
মিতাচার ধর্ম্মজীবন-গঠনের প্রধান সহায় ... ১১৩
আহারে সংযম ১১৪
একাদশ অধ্যায়—কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ১১৮—১২২
পিতামাতা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বিবাহোদ্যোগ ... ১১৯
শ্রীকৃষ্ণের কৌমার ব্রত ধারণ ... ১২০

দ্বিতীয় খণ্ড—অগ্নিচয়ন

(১২৩—২২৮)

প্রথম অধ্যায়—স্বকীয় ধর্ম্ম-জীবন গঠন ও ভাবি-কর্ম্ম-জীবনের উপাদান সংগ্রহ ১২৪—১৩১
দেশের অবস্থা—ধর্ম্মের গ্লানি ... ১২৫
শ্রীকৃষ্ণের যুগব্যাপী কঠোর তপস্যা ... ১২৬
অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দেশ-ভ্রমণ ও তীর্থাদি-দর্শন ১২৬
পুষ্করতীর্থ ১২৭
দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রতিভার বিকাশ—প্রচার কার্য্যের সূত্রপাত ১৩২—১৫১
মুঙ্গেরে "আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা"র স্থাপন ... ১৩৩
মুঙ্গেরে "সদালোচনী সভা" ও "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" স্থাপন ১৩৪
খৃষ্টধর্ম্মান্বেষী একটী হিন্দু যুবকের সন্দেহ নিরসন ... ১৩৭
"আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা"য় ব্যাখ্যা ও উপদেশ ... ১৩৭
সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা—উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী ... ১৪২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়—"ধর্ম্ম-প্রচারক" প্রকাশ ও প্রচার কার্য্যের সূচনা ১৫২—১৬৪

"ধর্ম্ম-প্রচারক" প্রকাশারম্ভ ... ১৫৩

ভারতে ধর্ম্ম-প্রচারের উপক্রমণিকা পর্ব্ব ... ১৫৬

ধর্ম্ম-প্রচারের প্রণালী ১৬২

চতুর্থ অধ্যায়—ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ ১৬৪—১৯৩

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রচার—ভাগলপুর ও জামালপুর ... ১৬৫

একটী মহৎ কার্য্যের সূচনা ... ১৬৬

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা ১৭০

শ্রীকৃষ্ণের সাধু-মেলার অভিজ্ঞতা ও তাহার বর্ণনা ... ১৭১

হরিদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের গুরু-দর্শন লাভ ... ১৭১

হরিদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা ... ১৭৩

শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র দর্শন ১৭৩

শ্রীকৃষ্ণের লাহোর আগমন ও বক্তৃতা ... ১৭৫

অমৃতসরে শিখ গুরু-দরবার ... ১৭৭

দেববন্দে ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতা ... ১৭৭

আলিগড়ে বক্তৃতা ১৭৮

মতিহারী অভিমুখে ১৭৮

তথায় বক্তৃতা ১৭৯

মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্ত্তন ১৮০

ভাগলপুর "আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা" হইতে পত্র ... ১৮১

সৈয়দপুর "উন্নতি-বিধায়িনী সভা" হইতে শ্রীযুক্ত দীননাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পত্র ১৮২

নবদ্বীপ "হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার" সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত পত্র-ব্যবহার ... ১৮৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়—"ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা" সংস্থাপন ১৯৩—২০০

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মুঙ্গের প্রত্যাবর্ত্তন ও সাধারণ সভা আহ্বান ১৯৪

আর্য্যধর্ম্ম প্রচারার্থ রায়বাহাদুরের দান, ধন-সংগ্রহ ও "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা" সংস্থাপন ... ১৯৬

"ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা"র উদ্দেশ্য ও তৎকালিক ব্যবস্থাপক সভা ১৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায়—প্রচার কার্য্যের প্রকৃত আরম্ভ ... ২০০—২১১

গয়াধামে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের ধর্ম্মপ্রচার এবং বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা ২০০

গয়ায় "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" সংস্থাপন ... ২০৯

সপ্তম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের পিতৃ-বিয়োগ ও প্রচার-ব্রতাবলম্বন ২১১—২২৭

বোহারে বক্তৃতা ও তথাকার মুসলমান জমিদারের আনন্দ প্রকাশ ২১২

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের পিতার সহিত শেষ সাক্ষাৎকার ... ২১৩

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের পিতৃ-বিয়োগ ... ২১৪

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কর্ম্ম-ত্যাগ ... ২১৫

মুঙ্গের হইতে বিদায়-গ্রহণ ও ধর্ম্ম-প্রচারে জীবনোৎসর্গ ... ২১৬

ভাগলপুরে প্রচারার্থ গমন ও "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" স্থাপন ২১৮

বাঁকীপুর আগমন ও ভিক্না পাহাড়ীতে সভা ... ২২০

বহরমপুর গমন ও চারিমাস ব্যাপী ঐ সব অঞ্চলে ধর্ম্ম-প্রচার ২২১

বহরমপুরে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে বিদায় অভিনন্দন ... ২২৩

গঙ্গাধর কবিরাজের আশীর্ব্বাদ ... ২২৪

ডাক্তার রামদাস সেনের মন্তব্য ... ২২৪

সার কে, জি, গুপ্তের মন্তব্য ... ২২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় খণ্ড—জীবন-যজ্ঞ

(২২৯—৮৫৭)

প্রথম অধ্যায়—কাশীবাস ও কার্য্য-বিস্তার ২৩১—২৫৩

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কাশী গমন ... ২৩১

কাশী "হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা"য়, বাঙ্গালীটোলা স্কুলে ও "বৈবাহিক কুরীতি-নিবারিণী সভা"য় বক্তৃতা ... ২৩১

কাশী হইতে হরিহর-সত্রের মেলায় গমন এবং বাঁকীপুরে, ডুমরাউনে, বক্সারে, দানাপুরে ও মুঙ্গেরে গমন এবং বক্তৃতা ২৩২

মুঙ্গের হইতে রাজসাহীতে গমন এবং তথায় মদনগোপাল গোস্বামী ও শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব সহ সম্মিলন ... ২৩৪

রাজসাহী হইতে জামালপুর ও মুঙ্গের হইয়া কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কাশীতে কর্ম্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত ও মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবস্থা ২৩৫

সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাস ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রতিবাদ ... ২৩৭

কাশীধামে পৌরাণিক-শাস্ত্রী চতুর্ভুজ শর্ম্মা ও বীরভূম-বক্রেশ্বরের "লেঙটা বাবা" সহ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সাক্ষাৎ ও সদালাপ ... ২৪০

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার 'ধর্ম্মাচার্য্য' নিয়োগ ... ২৪১

"সুনীতি" পত্রিকা প্রকাশ ... ২৪২

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের পুনরায় প্রচারার্থ বহির্গমন এবং রামপুরহাট, মুর্শিদাবাদ, বাঁকীপুর, গুপ্তপাড়া, গয়া, ছাপরা প্রভৃতি স্থানে ক্রমাগত বক্তৃতা প্রদান ... ২৪৭

"The Mother Land" পত্রিকার প্রকাশ ... ২৫০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভারত মিত্র" পত্রিকার সহানুভূতি ... ২৫০

দ্বিতীয় অধ্যায়—কাশীধামে "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা"র প্রথম বার্ষিক উৎসব ২৫৪—২৬২

উৎসবান্তে বঙ্গদেশে যাত্রা—বর্দ্ধমানে বক্তৃতা ... ২৫৯

কলিকাতায় আন্দোলন ২৫৯

তৃতীয় অধ্যায়—মাতৃ-বিয়োগ, প্রব্রজ্যা, পীড়া ও পুস্তকাদি-প্রচার ২৬৩—২৮৪

জন্মাষ্টমীর উৎসবে সৈয়দপুর গমন ... ২৬৩

শ্রীকৃষ্ণের মাতৃ-বিয়োগ ২৬৪

শ্রীকৃষ্ণের প্রব্রজ্যা অবলম্বন ... ২৬৪

প্রচারার্থ ছাপরা গমন ২৭৩

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ও তাহা হইতে মুক্তিলাভ ২৭৪

"সুনীতি" ও "Mother Land" পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ ... ২৭৫

কবি হরিশ্চন্দ্রের অকাল প্রয়াণ ... ২৭৭

রাজা তারেশচন্দ্রের অকালে স্বর্গারোহণ ... ২৭৮

সশিষ্য কীর্ত্তিনাথ ঝাঁর মুঙ্গেরে আবির্ভাব ... ২৭৮

"গীতার্থ-সন্দীপনী" ও "ভক্তি ও ভক্ত" রচনা ... ২৭৯

জামালপুর সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উৎসবে গমন ও তথায় বক্তৃতা ২৭৯

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী বিষয় সমালোচনা ... ২৮০

চতুর্থ অধ্যায়—পরিব্রাজকের প্রচার ২৮৫—৪০৮

কাশীতে ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব ... ২৮৫

কাশীর উৎসবান্তে পরিব্রাজক মহাশয়ের রামপুরহাট গমন ও তথায় কয়েকটি বক্তৃতা ... ২৮৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথা হইতে বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, গোবরডাঙ্গা, ইছাপুর, গৈপুর, বারাসত, কলিকাতা, গুপ্তপাড়া ও পাকুড়ে গমন এবং বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা ... ২৮৭

অতঃপর কাশী প্রত্যাগমন এবং কাশী কারমাইকেল লাইব্রেরীতে হিন্দীভাষায় বক্তৃতা ... ২৯০

পুনরায় বাঁকীপুর, মুঙ্গের হইয়া দাঁইহাট হরিসভার বিরাট উৎসবে যোগদান ... ২৯১

তৎপর কালিকাপুর, আকরা ও কাটোয়ায় বক্তৃতা ও হরিসভা স্থাপন ২৯৪

অতঃপর কালনা, বীরভূম ও সাঁইথিয়ায় গমন এবং বক্তৃতা ... ২৯৫

পরিব্রাজকের প্রব্রজ্যা-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কথোপকথন ... ২৯৬

সংঘবদ্ধভাবে ভারতে ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্যোগ ... ২৯৭

পরিব্রাজকের কাশী প্রত্যাবর্ত্তন ... ২৯৯

ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেনের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রেরিত উপহার ও পত্র-প্রাপ্তি এবং তাহার উত্তর ... ২৯৯

ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার তৃতীয় বার্ষিকোৎসব ... ৩০৫

কাশীর উৎসবান্তে সাহেবগঞ্জে গমন, তথায় বক্তৃতা প্রদান ও "আর্য্য সভা"র প্রতিষ্ঠা ... ৩০৬

তথা হইতে রাজমহল, রামপুরহাট, বীরভূম ও নদীয়া-মেহেরপুরে গমন এবং বক্তৃতা ... ৩০৮

অতঃপর রামপুরহাট ও বাঁকীপুর হইয়া কাশী প্রত্যাবর্ত্তন ... ৩১১

কাশীতে "হরি-নাম" বিষয়ে বক্তৃতা ... ৩১১

পুনরায় প্রচারার্থ গাজীপুরে গমন ও কয়েকটী বক্তৃতা ... ৩১৪

কিছুদিন বিশ্রামান্তে নাকাশীপাড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ও নলহাটী গমন এবং বক্তৃতা ... ৩১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজসাহীতে বলিহার আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভায়
বিদ্যার্ণবের যোগদান ... ৩১৮
অনন্তর পরিব্রাজকের ছাপরা ধর্ম্মসভার উৎসবে গমন ... ৩১৯
ছাপরা হইতে গয়া হইয়া কাশী প্রত্যাবর্ত্তন ... ৩২০
নব ভক্তমাল গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উল্লেখ ... ৩২১
অতঃপর শিরাজগঞ্জ, পাবনা এবং ময়মনসিংহে গমন এবং বক্তৃতা ৩২৩
ময়মনসিংহ বাল্যাশ্রম হইতে "কুমার" পত্রের প্রকাশ ... ৩২৫
গুপ্তপাড়া, দাঁইহাট, আখরা, কালিকাপুর, কাটোয়া, বহরমপুর
ও রামপুর-বোয়ালিয়ার উৎসবে যোগদান এবং বক্তৃতা ৩২৫
বোয়ালিয়া হইতে কলিকাতায় আগমন এবং বৈদ্যসমাজ-সংরক্ষিণী
সভায় বক্তৃতা ও দৈনিকের মন্তব্য ... ৩২৬
কলিকাতা হইতে রামপুরহাট আগমন এবং তথায়
হরিসভা ও সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার উৎসবে ৪টী বক্তৃতা ৩২৮
অতঃপর বর্দ্ধমান "সনাতন আর্য্যধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা" সংস্থাপন
উপলক্ষে গমন ও বক্তৃতা ... ৩৩০
ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার চতুর্থ বার্ষিকোৎসব ... ৩৩০
কাশীর উৎসবান্তে পুনরায় প্রচারার্থ বহির্গমন এবং
সৈদাবাদ, বালুচর, মুর্শিদাবাদ, সাহেবগঞ্জ, মহম্মদবাজার,
খুলনা, মুলঘর ও বরিশালে গমন এবং বক্তৃতা ৩৪০
পুনরায় খুলনায় আগমন ও "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" স্থাপন ৩৪৫
খুলনা হইতে গোবরডাঙ্গা, বারাশত হইয়া কলিকাতা
আগমন ও এলবার্ট হলে বক্তৃতা ... ৩৪৬
কলিকাতা হইতে রাজসাহী-বিলমাড়ীয়া, রামপুরহাট,
নলহাটী ও জামালপুরে গমন এবং বক্তৃতা ... ৩৪৯
কাশী প্রত্যাবর্ত্তন ও কারমাইকেল লাইব্রেরীতে বক্তৃতা ... ৩৫১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনরায় প্রচারার্থ বহির্গমন এবং গয়া, বীরভূম-গণপুর, দুমকা, সিউড়ী, হুগলী, শিঙ্গুর, বলরামবাটী, গজা, পোড়াবাজার, মাকালপুর ও গোপালনগরে গমন এবং বক্তৃতা করিয়া কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন ... ৩৫৩

পুনরায় প্রচারার্থ বহির্গমন এবং ছাপরা ধর্ম্মসভার উৎসবে যোগদান ৩৫৯

চিত্রকূটে সিদ্ধবাবার ও কাশীধামে মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গস্বামীর সমাধি ৩৬০

অতঃপর বাঁকীপুর, মুঙ্গের, কালনা ও শিরাজগঞ্জে গমন এবং বক্তৃতা ৩৬১

কুমার পরিব্রাজক ও ক্যাথ্‌বার্ট ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্‌ সাহেবের কথোপকথন ৩৭২

শিরাজগঞ্জ হইতে বাগবাড়ী, খোকসাবাড়ী, সয়দাবাদ, স্থলবসন্তপুর, নহাটা, জোঁকনালা, সাজাহাদপুর, পোরজনা, চাটমোহর ও দ্বারিকুশীতে গমন এবং বক্তৃতা ... ৩৭৮

অতঃপর কলিকাতায় আগমন ও "স্বধর্ম্ম-রক্ষা" বিষয়ে বক্তৃতা ৩৮৪

শিবপুর ও শিমলায় বক্তৃতা ... ৩৮৮

অবিনাশচন্দ্রের মতি-পরিবর্ত্তন ও তাঁহার পত্র ... ৩৮৯

ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার বার্ষিক উৎসবের কাল এবং 'ধর্ম্ম-প্রচারকের' প্রকাশকাল ও আকৃতির পরিবর্ত্তন ... ৩৯৩

ধর্ম্মপ্রচারার্থে পরিব্রাজকের বঙ্গে পুনরাগমন এবং রামপুরহাট, সিউড়ী ও বর্দ্ধমানে গমন এবং বক্তৃতা ... ৩৯৪

অনন্তর কাশী প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় প্রচারার্থ যাত্রা এবং হাজিপুর, বাঁকীপুর, বীরভূম-মহম্মদবাজার ও ময়মনসিংহে গমন এবং বক্তৃতা ... ৩৯৬

ঢাকায় ধর্ম্মের মহান্দোলন ... ৩৯৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়—পরিব্রাজকের প্রচার ৪০৯—৫২৮

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মুক্তাগাছা, রাজসাহী-কাশিমপুর, নয়াগাঁও, বগুরা, কাকিনা, রঙ্গপুর, নাটোর ও পাকুড়ে গমন এবং বক্তৃতান্তে কাশী প্রত্যাবর্ত্তন ... ৩০৯

কার্ত্তিকীপূর্ণিমায় ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার (৫ম বর্ষিক) উৎসব ৪১৩

কাশীর উৎসবান্তে পুনরায় বহির্গমন এবং "ছাপরা ধর্ম্মসভার" উৎসবে যোগদান ... ৪১৬

ছাপরার উৎসবান্তে একাদিক্রমে ৩ মাস বঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার এবং বহরমপুর, ঢাকা, শ্রীহট্ট, জয়ন্তিয়া পাহাড় ও কাছাড়-শিলাচরে গমন ৪১৭

সাধু কুকুর ৪১৮

কাছাড় হইতে ইনাতগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবেড়িয়া ও সোনারগাঁ-আমিনপুরে গমন এবং বক্তৃতা ... ৪২২

ব্রাহ্মণবেড়িয়া হইতে ঢাকা হইয়া কলিকাতায় আগমন ও 'এলবার্ট হলে' ও 'খেলাত ঘোষের বাড়ী'তে বক্তৃতা করিয়া কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন ... ৪২৩

পুনরায় প্রচারার্থ বঙ্গে যাত্রা এবং বালী, কলিকাতা-শাঁখারীটোলা, বর্দ্ধমান-আমাদপুর ও বীরভূম-মহম্মদবাজারে বক্তৃতান্তে পুনরায় কলিকাতা আগমন ও এলবার্ট হলে বক্তৃতা ... ৪২৩

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার "ধর্ম্মাচার্য্যের" পদত্যাগ ... ৪২৫

"ধর্ম্ম-প্রচারক" পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে "বেদব্যাস" পত্রিকা প্রচার ৪২৯

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত পরিব্রাজকের সাক্ষাৎ ৪৩৩

চূড়ামণি মহাশয়ের স্থলে পণ্ডিত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "ধর্ম্মাচার্য্য" পদে নিয়োগ ... ৪৩৭

ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব ... ৪৩৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসবান্তে পরিব্রাজকের ছাপরা, গয়া. বীরভূম-কুণ্ডলা, নদীয়া-
লোকনাথপুর, চাকলা, বারাশত, মুলঘর, বরিশাল, রহমতপুর,
খুলনা, রতনপুর, মেহেরপুর ও ধুবড়ি গমন এবং বক্তৃতা ... ৪৩৮
ধুবড়ী হইতে পরিব্রাজকের কামরূপ-কামাখ্যা যাত্রা
ও পথে "টোকরেশ্বরী" দেবী দর্শন ... ৪৫১
কামাখ্যায় মাতৃ-মন্দির প্রাঙ্গণে বক্তৃতা এবং মা'র
অপূর্ব্ব বিভূতি ও কৃপার সাক্ষাৎকার ... ৪৫১
গৌহাটীতে তারাপীঠ দর্শন ও বক্তৃতান্তে বশিষ্ঠাশ্রম দর্শন ... ৪৭৩
গৌহাটী হইতে গোয়ালপাড়ায় গমন ও বক্তৃতা ... ৪৭৮
কুমার মেডেল ৪৭৮
দিনাজপুরে আগমন ও তথায় বক্তৃতা এবং
তথা হইতে ফুলবাড়ী গমন ও বক্তৃতা ... ৪৭৮
কুচবিহারে গমন—তথায় বিপুল ধর্ম্মান্দোলন ... ৪৭৯
ব্রাহ্মগণের উদ্বেগ ও মহারাজার উদারতা ... ৪৮১
জনৈক ব্রাহ্ম যুবকের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ ... ৪৮৮
কুচবিহার হইতে রঙ্গপুর ও কাকিনা হইয়া কলিকাতায়
আগমন এবং বক্তৃতা ৪৯১
তথা হইতে মহম্মদবাজার-কাঁইজুলী, বীরভূম-ভবানীপুর,
বীরভূম-কুণ্ডলা ও রামপুরহাটে গমন এবং বক্তৃতা ... ৪৯১
কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং নবনির্ম্মিত যোগাশ্রমে
মাতা ৺অন্নপূর্ণার শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা ... ৫০৭
পুনরায় বীরভূম-কুণ্ডলার হরিসভায় গমন ও বক্তৃতা ... ৫০০
কুণ্ডলা হইতে কাশী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লী)
ভারত ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের মহাধিবেশনে যোগদান ও
কয়েকটী বক্তৃতা ৫০০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হালিসহরে প্রসাদ-মেলায় যোগদান ও বক্তৃতা ... ৫০৮
ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার (৭ম) বার্ষিকোৎসব ... ৫০৮
উৎসবান্তে পরিব্রাজকের ছাপরা ধর্ম্ম-সভায় ও তেলেহাটী
আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভায় গমন এবং বক্তৃতা ... ৫১৪
কলিকাতায় সহবাস আইনের বিরুদ্ধে মহান্দোলনে
পরিব্রাজকের যোগদান ও উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা ... ৫১৪
ষষ্ঠ অধ্যায়—পরিব্রাজকের প্রচার
(উত্তরার্দ্ধ) ... ৫২৯—৫৮৯
হরিদ্বারে মহাকুম্ভমেলায় গমন ... ৫২৯
হরিদ্বারে শ্রীমদ্দয়ালদাস স্বামীজী ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মিলন ... ৫৩১
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের "শ্রীকৃষ্ণানন্দ" নামকরণ ... ৫৩২
হৃষীকেশ ও লছমনঝোলায় গমন ... ৫৩৩
জ্বালামুখী, কাঙ্ড়া-উপত্যকা প্রভৃতি দর্শন ... ৫৩৬
হরিদ্বারে "বালা-সরস্বতী" প্রসঙ্গ .. ৫৩৯
সৌদামিনী দেবীর দৈবাদেশে গুরু-দীক্ষা ... ৫৪২
জ্বালামুখী হইতে জলন্ধরে প্রত্যাবর্ত্তন ও কয়েকটী বক্তৃতা ... ৫৪৫
শিমলা-শৈলের দুইটী সভায় ৭টী বক্তৃতা ... ৫৪৬
কাশী প্রত্যাবর্ত্তন ও "হরিনাম-প্রদায়িনী সভা"য় বক্তৃতা ... ৫৪৭
পুনরায় প্রচারার্থ বহির্গমন এবং সাহেবগঞ্জ, বাহিন, ফুলবাড়ী,
রঙ্গপুর ও দিনাজপুরে গমন এবং বক্তৃতা ... ৫৪৭
দিনাজপুর হইতে সাহেবগঞ্জ হইয়া মল্লারপুরে 'মল্লনাথ শিব'
দর্শন ও তথায় "আনন্দ-মণ্ডলী"র মহাধিবেশন ... ৫৪৯
অতঃপর তারাপীঠে বামাক্ষেপার সহিত মিলন ... ৫৫০
কাশী প্রত্যাগমন এবং ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার অষ্টম বার্ষিক উৎসব ৫৫০
হাতুয়ায় গমন ও জগন্নাথদেবের মন্দির-সংস্কারার্থ অর্থ-সংগ্রহ ... ৫৫১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাপরা আঃ ধঃ প্রঃ সভা ও সুঃ সঃ সভার উৎসবে যোগদান ... ৫৫৩
বাঁশবেরিলী সদ্ধর্ম্মামৃত-বর্ষিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান ৫৫৩
এলাহাবাদ কর্ণেলগঞ্জ হরিসভার বার্ষিক উৎসবে যোগদান ... ৫৫৪
বীরভূম-সাঁইথা ষ্টেসনের নিকট ময়ূরাক্ষী নদীতটে
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দের মেলা ... ৫৫৫
কলিকাতা-চালতাবাগানে হরিসভার বার্ষিক উৎসবে যোগদান ৫৫৭
কলিকাতা-ভবানীপুর হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার উৎসবে যোগদান ৫৫৮
অনন্তর ঝাঁপড়দাতে গমন ও বক্তৃতা ... ৫৫৯
তথা হইতে ঝিংরায় ও তেলেহাটীতে গমন এবং বক্তৃতা ... ৫৫৯
দার্জ্জিলিংএ গমন ও অষ্টাহকালব্যাপী বক্তৃতা ... ৫৬০
স্বামীজীর ঢাকায় প্রচারার্থ গমন ... ৫৬২
কাশী প্রত্যাবর্ত্তন ও ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার (৯ম) বার্ষিক উৎসব ৫৬৭
উৎসবান্তে সারণ জিলান্তর্গত দিঘোয়ারা গমন-পথে বাঁকীপুরের
ধর্ম্মোৎসবে যোগদান ... ৫৬৭
অতঃপর স্বামীজীর প্রয়াগ, ছাপরা ও বাঁশবেরিলী ধর্ম্মোৎসবে
গমন এবং বক্তৃতা ৫৬৮
কানপুর হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার বার্ষিকোৎসবে
পরিব্রাজকের বক্তৃতা ৫৭১
বিঠুরে বাল্মীকির তপোবন ও খাণ্ডেরাও বাবাকে দর্শন ... ৫৭১
বীরভূম-সাঁইতা ষ্টেসনের নিকট ময়ূরাক্ষী নদীতটে
শ্রীকৃষ্ণানন্দের মেলা—(দ্বিতীয় বৎসর) ... ৫৭২
স্বামীজীর নববর্ষে পুনঃ প্রচার-যাত্রা—ঢাকায় গমন ... ৫৭২
কানপুর হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার বার্ষিকোৎসবে যোগদান
এবং তথায় শ্রীশ্রীগুরুদেবের দর্শন লাভ ... ৫৭৮
কাশী ধর্ম্ম-নিকেতনে ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার (১০ম) বার্ষিক উৎসব ৫৭৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীরভূম-সাঁইতা ষ্টেসনের নিকট ময়ূরাক্ষী নদীতীরে "ভৈরবীতলায়"
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দী মেলা—তৃতীয় বৎসর ... ৫৮৩
ভারতে সনাতন ধর্ম্ম-প্রচার ... ৫৮৪
সপ্তম অধ্যায়—ধর্ম্ম-প্রচার ৫৯০—৬২৮
কাশী-যোগাশ্রমে কিছুদিন বিশ্রামান্তে বীরভূম-মহম্মদবাজার
ও কুণ্ডলার হরিসভার বার্ষিক উৎসবে গমন এবং বক্তৃতা ৫৯১
তথা হইতে কলিকাতা হইয়া মেদিনীপুর-জাড়া হরিসভার
উৎসবে যোগদান ৫৯১
কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন ও টাউনহলে পরিব্রাজকের বক্তৃতা ... ৫৯৩
স্বামীজীর জন্মস্থান গুপ্তীপাড়া দর্শন ... ৫৯৩
পুনঃ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন ও ৺জয়নারায়ণ মিত্রবাটীতে বক্তৃতা ৫৯৫
কলিকাতা হইতে বৈঁচি গমন ও বক্তৃতা ... ৫৯৫
বৈঁচি হইতে মল্লারপুর, রামপুরহাট, নলহাটী, মুর্শিদাবাদ
ও বহরমপুর হইয়া কাশী প্রত্যাবর্ত্তন ... ৫৯৭
কাশী ধর্ম্ম-নিকেতনে ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার ১৬ (১১)শ বর্ষীয়
মহোৎসব ৫৯৮
পঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলান্তর্গত রামনগরে স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ৬০৮
"বেদব্যাসের" উক্তি ৬১৩
কাশী ধর্ম্ম-নিকেতনে ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার ১৭ (১২)শ বর্ষীয়
মহামহোৎসব ৬১৪
"সাধু-শুশ্রূষালয়" স্থাপনের উদ্যোগ ... ৬২০
রামপুরহাট, মহম্মদবাজার, কাঁইজুলী ও কুণ্ডলা হইয়া স্বামীজীর
কলিকাতায় গমন এবং ৺জয়নারায়ণ মিত্রবাটীতে অবস্থান ৬২১
কাশী ধর্ম্ম-নিকেতনে ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার ১৮ (১৩)শ বর্ষীয়
মহামহোৎসব ও বেদ-বিদ্যালয়ের মহাধিবেশন ... ৬২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়—যোগাশ্রম-প্রতিষ্ঠা ও বিভূতি-বিকাশ ৬২৯—৭০৪

কাশী-যোগাশ্রম স্থানটী কিরূপ ? ... ৬৩০

আশ্রমটী কত বড় ? ৬৩১

যোগাশ্রমে মা অন্নপূর্ণার শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা কেন হইল ? ... ৬৩২

এত ব্যয় সংকুলান হইল কিরূপে ? ... ৬৩৪

যোগাশ্রমের স্বত্বাধিকার ৬৩৪

শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার সংকল্প ৬৩৫

মায়ের অধিবাস ৬৩৫

শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা ৬৩৬

বিদ্বজ্জন সভা ৬৩৭

সেবা চলিবে কিরূপে ? ৬৩৮

কৃপাময়ীর প্রতিমা-সজ্জা ৬৩৮

মা যোগেশ্বরীর বিভূতি-বিকাশ ... ৬৬৫

যোগাশ্রমের সাজসজ্জা ৬৯৪

শ্রীমৎ স্বামীজী-কৃত যোগাশ্রম-বর্ণনা ... ৬৯৫

প্রতিষ্ঠা-বর্ষে রচিত মায়ের আগমনী ... ৭০২

মায়ের আদেশে রচিত গান ... ৭০৩

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-যোগেশ্বরী-স্তোত্রম্ ... ৭০৪

নবম অধ্যায়—বেদ-বিদ্যালয় ও ধর্ম্ম-নিকেতন প্রতিষ্ঠা ৭০৫—৭৫০

কাশীধামে মানমন্দিরে মহতী সভার অধিবেশন ... ৭০৫

পরিব্রাজক স্বামীজীর বক্তৃতার মর্ম্মাংশ—"বেদ-শিক্ষা" ... ৭০৬

বেদ-বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ হিন্দু গৃহস্থদিগের নিকট প্রেরিত ভিক্ষালিপি ... ৭১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ... ৭১৯
বেদ-বিদ্যালয়ের আচার্য্যগণের ও শিষ্যমণ্ডলীর কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ ৭১৯
মন্ত্রণামণ্ডল, সহানুভাবক ও পরিদর্শক এবং মন্ত্রণামণ্ডলের কর্ত্তব্য ৭২০
প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত বিবরণ ... ৭২৪
ব্যবস্থা ৭২২
সদ্‌গুরু-সমাগম ৭৩৩
মানস-সরোবর মঙ্গল-মঠে ভাণ্ডারা মহোৎসব ... ৭৩৬
পরিব্রাজকের পরমহংসাশ্রম-গ্রহণ ... ৭৪০
দশম অধ্যায়—পরিব্রাজকের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ ষড়যন্ত্র ও শত্রুতা-সাধন ৭৫১—৮০৭
সহবাস-সম্মতি বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন ৭৫১
পরিব্রাজকের সম্বন্ধে পত্রে ও সংবাদপত্রে বাদ-প্রতিবাদ ... ৭৫৩
পরিব্রাজকের বিরুদ্ধে অভিযোগের কয়েকটী তাৎকালিক প্রতিবাদ ৭৭১
"বেদব্যাস" পত্রিকায় পরিব্রাজকের মিথ্যা নিন্দা ও কুৎসা-প্রকাশ ৭৯২
পরিব্রাজকের প্রতি বিদ্বেষের মূল কারণ এবং নিন্দাবাদের গূঢ়রহস্য ৮০০
একাদশ অধ্যায়— ৮০৮—৮২৪
পরিব্রাজকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমার বিবরণ ... ৮১৬
দ্বাদশ অধ্যায়—পরিব্রাজকের কারাজীবন ৮২৫—৮৪৩
কাশী কারাগারে ৮২৫
বেরিলি সেণ্ট্রাল জেলে ৮৩০
"পারিজাত" পত্রে শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ... ৮৩৫
সংবাদপত্রের সমালোচনা ... ৮৩৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়—পরিব্রাজকের কারামুক্তি ও যোগাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন ৮৪৪—৮৫৭
"ধর্ম্ম-প্রচারকে" স্বামীজীর পত্র ... ৮৪৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজকের সঙ্গীত ৮৫১
বেরিলি জেল হইতে মুক্ত মনসেরুর বিবরণ ... ৮৫২
কারাগারে অবস্থিতি-কালে পরিব্রাজকের সঙ্গীত ও দোঁহা ... ৮৫৬

চতুর্থ খণ্ড—পূর্ণাহুতি

(৮৫৯-৯১০)

প্রথম অধ্যায়—প্রচার-ক্ষেত্রে আবার পরিব্রাজক ৮৬০—৮৭৫
"ধরণী" পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের পত্র ও পত্রোত্তর ... ৮৬০
প্রচার-ক্ষেত্রে পরিব্রাজক ৮৬২
অর্দ্ধকুম্ভে প্রয়াগে গমন ৮৬২
মুঙ্গেরের শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট পত্র ... ৮৬৪
শ্রীমৎ স্বামীজীর পাঞ্জাব ভ্রমণ ... ৮৬৬
দ্বিতীয় অধ্যায়—শ্রীমৎ স্বামীজীর শেষ প্রচার ... ৮৭৫—৮৮২
কলিকাতার অবস্থানান্তে বীরভূম-কুণ্ডলা গমন ও বক্তৃতা ... ৮৭৫
কুচবিহার-ঘুঘুমারী হরিসভার বার্ষিক উৎসবে যোগদান ... ৮৭৬
গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে যাত্রা ৮৭৭
কাশী-প্রত্যাবর্ত্তন-পথে বর্দ্ধমান-মহড়া গ্রামে উপদেশ ... ৮৭৮
ফণোগ্রাফে শ্রীমৎ স্বামীজীর বক্তৃতা—
ফণোগ্রাফের আত্ম-পরিচয় ... ৮৭৮
ভক্তি-বিষয়িণী একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা ... ৮৮০
তৃতীয় অধ্যায়—শেষ জীবন ও সমাধি ৮৮৩—৯১০
যশোহর-নওপাড়া হরিসভা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া
তথায় গমন ও কয়েকটী বক্তৃতা ... ৮৮৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথা হইতে কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিন অবস্থানানন্তর
বর্দ্ধমান, রামপুরহাট আদি স্থান হইয়া কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন ৮৮৪
শ্রীমৎ স্বামীজীর পীড়া ও তাহার উপশম ... ৮৮৪
রুগ্ন অবস্থায় মজঃফরপুর গমন ও তথায় বক্তৃতা ... ৮৮৬
পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে "ধর্ম্ম-প্রচারক" পত্রিকার অবসর-গ্রহণ ৮৮৬
ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার সভ্যগণ সমীপে শ্রীমৎ স্বামীজীর পত্র ৮৮৭
ফরিদপুর-খালিয়ায় পরিব্রাজক ... ৮৯২
খালিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পথে কলিকাতায় "খেলাতচন্দ্র
ইনষ্টিটিউসন" গৃহে স্বামীজীর বক্তৃতা ... ৮৯৯
কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পথে বীরভূম-কাঁইজুলী
হরিসভায় স্বামীজীর শেষ বক্তৃতা ... ৯০০
কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে শ্রীমৎ স্বামীজীর শেষ পীড়া ... ৯০০
উইলের প্রতিলিপি ৯০১
শেষ সময়—মহাসমাধির দিন ... ৯০৬
স্বামীজীর শেষ সঙ্গীত ৯০৯

জীবন-গ্রন্থের পুনরালোচনা ও
উপসংহার ... ৯১১—৯৪৪

পরিশিষ্ট

(৯৪৫—১০০৫)

প্রথম পরিশিষ্ট—পরিব্রাজকের গ্রন্থাবলী ৯৪৭
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ৯৮৪
তৃতীয় পরিশিষ্ট ৯৯৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—চিত্র সূচী—

চিত্র			পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ	... ...	মুখপত্র
২।	ভারতে ধর্ম্মান্দোলন প্রণেতা ৺পাঁচকড়ি রায়	...	১
৩।	শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির, গুপ্তিপাড়া	...	৩৯
৪।	কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—যৌবনের প্রারম্ভে	...	৮৫
৫।	সাধক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—মুঙ্গেরে	...	১২৪
৬।	পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন—ধর্ম্ম-প্রচারক	...	২৩১
৭।	পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী—ধ্যানস্থ	...	৫৩২
৮।	পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী—হাতুয়ায়	...	৫৫১
৯।	হাতুয়ার রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ সহ পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী		৫৫২
১০।	শ্রীমৎ রামানন্দ স্বামী	...	৬১৮
১১।	কাশী-যোগাশ্রম ...	...	৮৩০
১২।	শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতা ও শ্রীশ্রীযোগেশ্বর নাথ	...	৬৩৮
১৩।	সিদ্ধাবধূত বাবা দয়ালদাস স্বামী ও পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ...	...	৭৩৩
১৪।	সিদ্ধাবধূত বাবা দয়ালদাস স্বামী, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, বালানন্দ স্বামী এবং ভাস্করানন্দ স্বামী	...	৭৩৬
১৫।	৺তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	...	৭৫৮
১৬।	খালিয়ায় শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী—শেষ জীবন	...	৮৯২
১৭।	খালিয়ায় ভক্ত-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী		৮৯৬
১৮।	সিদ্ধাবধূত বাবা দয়ালদাস স্বামী, শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী. এবং শ্রীমৎ পূর্ণানন্দস্বরূপ স্বামী	...	৯১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

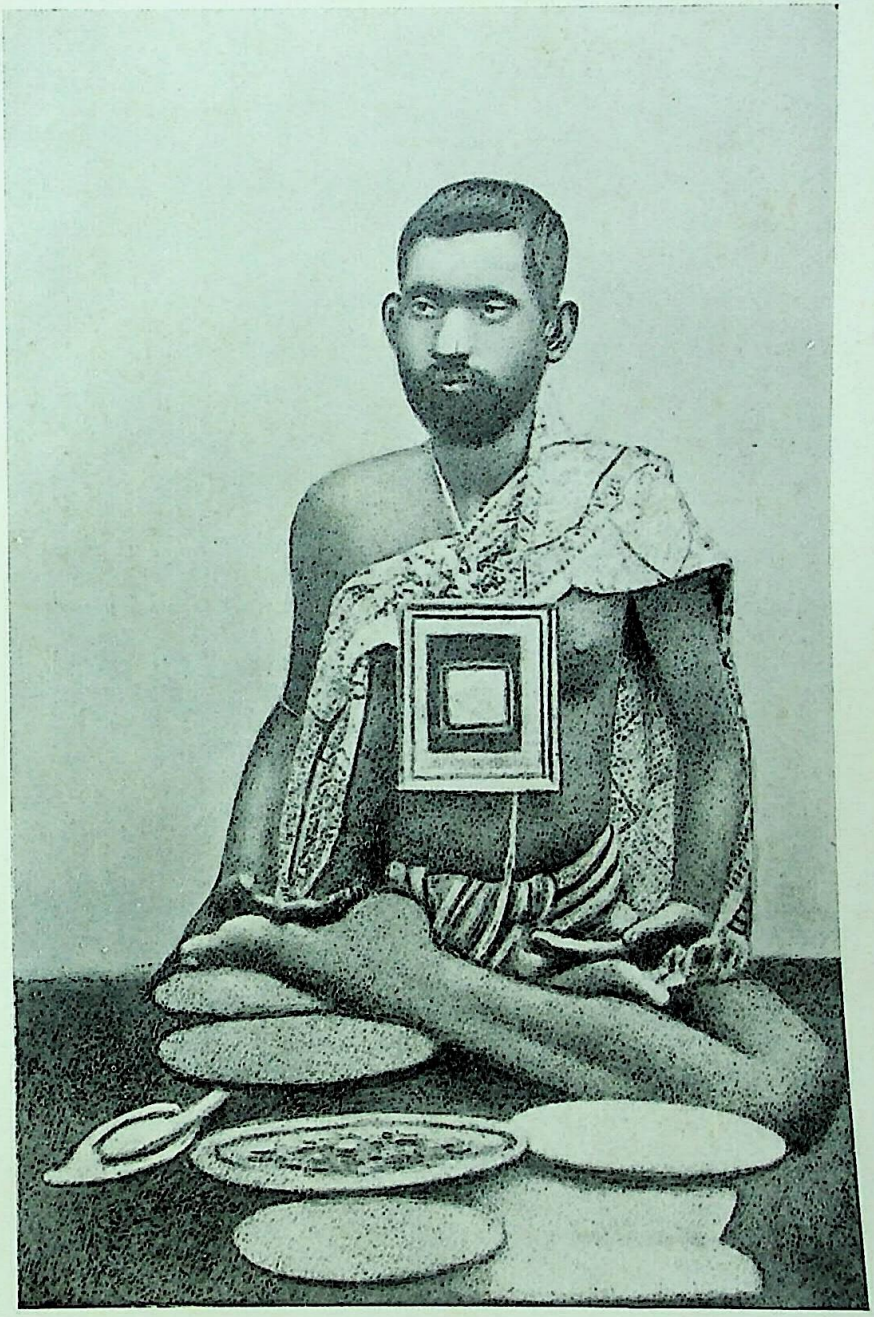

—"ভারতে ধর্ম্মান্দোলন" প্রণেতা—
৺পাঁচকড়ি রায়

পৃঃ ১]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 3/157
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

উপক্রমণিকা

—)০*০(—

ভারতে ধর্ম্মান্দোলন।

যখন তপন-তাপে জীবকুল সন্তপ্ত, যখন মরীচিমালা অনলরাশি বহন করিতে থাকে, যখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের দুরন্ত প্রতাপে পাদপকুল বিশুষ্ক, তখন সেই জীবকুলের পরিত্রাহি ধ্বনি এই সান্ত বাহ্য জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া কি জানি কোন অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বিশাল হৃদয়ে সংক্ষোভ উৎপন্ন করে; অমনি প্রকৃতির গুহাতিগুহ্য গর্ভ হইতে কি যেন কি প্রেরণা হয়! দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে সৌদামিনী-জননী নব কাদম্বিনী আসিয়া বিয়দ্বিলাসিনী হয়েন। অমনি সলিল-কণ-শীতল-সুখ-স্পর্শ-পবন আসিয়া জীবকুলের গাত্রদাহ নিবারণ করে; আর করুণার নির্ঝরিণী নব কাদম্বিনী অজস্রধারে করুণাবারি বর্ষণ করিতে থাকেন। জীবকুল জুড়াইয়া যায়। তপন-তাপ সন্তাপিত জীবদেহের জন্য যে ব্যবস্থা, পাপ-তাপ-তপ্ত মানব মনের জন্যও সেই ব্যবস্থা। একই অখণ্ড নিয়ম স্থূল ও সূক্ষ্ম, সান্ত ও অনন্ত রাজ্যে প্রসারিত। জড়দেহ নিবদ্ধ প্রাণের জন্য যেমন শীতলবারি সিঞ্চন করিবার বিধান আছে, অধ্যাত্ম-রাজ্যের প্রাণের পিপাসা মিটাইবার জন্যও তেমনি জল আছে এবং নব-দুর্ব্বাদল-শ্যাম-রুচি নবজলধরও আছে। সুতরাং জড়জগতে যেমন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখি, অধ্যাত্ম-জগতেও তেমনি। মলিন বিষ বায়ুরাশি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুৎপন্ন হইয়া যখন দেশকে মহামারী প্রভৃতি নানা বিপদ জালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন প্রবল ঝটিকা ও অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি কোথা হইতে যেন আসিয়া বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবাহ উৎপন্ন করতঃ পুনরায় প্রকৃতির গর্ভে লুক্কায়িত হইয়া যায়। অধ্যাত্ম-জগতেও ঐ ব্যবস্থা ; যখন কোনও দেশের মানবকুল পাপে তাপে অতি মলিন ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে, তখনই যুদ্ধ, ভূ-কম্প,জলপ্লাবন ও মহামারী প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া অধ্যাত্ম জগতের কলঙ্করেখা সদৃশ সেই জাতিকে ধরিত্রীবক্ষ হইতে অপসারিত করে। সকল দেশেরই পুরাবৃত্তে—বাইবেলে, পুরাণে, কোরাণে, "জলপ্লাবনের" কথা পাঠ করা যায়। কুরুক্ষেত্রের মহাসমর, ব্যাবিলন, সোডম আদির দুর্দ্দশা, বর্ত্তমান ইউরোপের মহাসমরও এই অধ্যাত্ম রাজ্যের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার পরিচায়ক। ইহারই নাম আন্দোলন। এতাবৎ আন্দোলনগুলি প্রায় সমস্তই সংহার-মূলক (Destructive)। ইহা প্রায় দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিস্থলেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাই সেই "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং"। ইহা অস্ত্র চিকিৎসা (Surgery)। ইহা ব্যতীত আর এক জাতীয় প্রতিক্রিয়া আছে, আর এক প্রকার চিকিৎসা আছে, তাহা স্থিতিমূলক (Constructive)। তাহা "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়", তাহা ধর্ম্ম ঘটিত, সুতরাং ইহার নাম ধর্ম্মান্দোলন। কিন্তু এই ধর্ম্ম কি, যাহার আন্দোলন স্থিতিমূলক? শ্রুতি বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা।
ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং॥"

ধর্ম্মই বিশ্ব ও জগতের প্রতিষ্ঠা বা মূল ভিত্তি স্বরূপ। সমুদয়ই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত! ধর্ম্ম বলিতে এখানে প্রত্যেক বস্তুর বিশিষ্টত্ব বুঝিতে হইবে, যাহার অস্তিত্বে প্রত্যেক বস্তুর তদ্বস্তুত্ব। সুতরাং শৈত্য জলের ধর্ম্ম, দাহিকাশক্তি এবং প্রকাশ শক্তি অগ্নির ধর্ম্ম। প্রাণিহিংসা ব্যাঘ্রাদির ধর্ম্ম, তেমনি মানবিক ধর্ম্মও আছে, এই ধর্ম্ম গুণ ভেদে ত্রিবিধ। ভক্তি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানালোচনা, পরোপকার প্রভৃতি সাত্ত্বিকের ধর্ম্ম ; লোভ, যুদ্ধ বিগ্রহাদি রজোগুণীর ধর্ম্ম ; ধর্ম্মে অনাস্থা, আলস্য প্রমাদাদি তমোগুণীর ধর্ম্ম। এইরূপে সত্ত্বপ্রধান জাতির ধর্ম্ম এক, রজঃপ্রধান জাতির ধর্ম্ম আর এক। সুতরাং প্রকৃতি ভেদে ধর্ম্মভেদ হয় বলিয়াই হিন্দুকেও মুসলমান হইতে দেখা যায়, এবং মুসলমানকেও হিন্দু হইতে হয়। ইহা প্রকৃতিগত ব্যাপার। বিশ্বের তাবৎ বস্তু ধর্ম্মাধিষ্ঠিত। সুতরাং ধর্ম্মরাজ্যেও কোন একটী শক্তি বা গুণের সবিশেষ আধিক্য ঘটিলে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার নিয়মে তদ্বিরোধী শক্তি বা গুণের বিপুল ক্রিয়া হয় এবং "আন্দোলিত" প্রকৃতি সাম্যাবস্থা লাভ করেন।

তাই দেখিতে পাই, যখন বহু পরিমাণে সর্ব্বদেশব্যাপী ও জগদ্ব্যাপী মলিনতা মানব সমাজকে আক্রমণ করে, তখন আর সর্পদষ্ট অঙ্গুলি ত্যাগের ন্যায় অংশ বিশেষ সংহার পূর্ব্বক সংশোধন করা সুবিধাজনক হয় না। কারণ বিষ যখন সর্ব্ব শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন আর অস্ত্র চালাইবে কোথায় ? তখন প্রকৃতির পবিত্রাতিপবিত্র গর্ভ হইতে "এক মহাপাবনী শক্তি আসিয়া" ঝটিকার মহান্দোলনে ধূলারাশির ন্যায় মলিনতা-রাশি বিদূরিত করে ও জগৎকে নবজীবন প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিতা হয়। ইহাই ভগবানের "তদাত্মানং সৃজাম্যহম্"।

ভগবদ্বাক্য এই :—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। ৪র্থ অঃ গীতা

"যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি।" তাই জগতের সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম সম্বন্ধে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চিরদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

"এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া নৈসর্গিক বিধি"। প্রয়োজনানুযায়ী এই প্রতিক্রিয়া শক্তির প্রকাশ কখনও পূর্ণরূপে, কখনও আংশিক ভাবে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও বা তাঁহার এক কলা মাত্র প্রকাশিত হইয়াই কার্য্যোদ্ধার করিয়া চলিয়া যায়। যখন পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে তাঁহার শক্তি আসিয়া কাজ করে, তখন মানব জগতে তাঁহাকে অবতার আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। যখন এই মহাশক্তির ক্রিয়া কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তির মধ্য দিয়া হয়, তখন আমরা তাঁহাকে "মহাপুরুষ" বা "প্রেরিত পুরুষ" বা "মহর্ষি" প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকি। ঈদৃশ পুরুষ সেই পূর্ণশক্তির কলা বা অংশ। এই সাধারণ জীবের মধ্যেই যখন কাহারও সাধন ও পুণ্য প্রভাবে জ্ঞানশক্তি ও যোগৈশ্বর্য্য প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে স্ফুরিত হয়, তখন আর আমরা তাঁহাকে সাধারণ মানবের পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারি না। শ্রীমদ্ভাগবতে বোধহয় এই জন্যই বলা হইয়াছে "অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ"। যুগধর্ম্ম বিপর্য্যয়ে যুগের প্রয়োজন মত সময়ে সময়ে একাধিক ব্যক্তির মধ্য দিয়াও এই শক্তির প্রকাশ হয়। অন্য ঋতুতে এক আধ পশলা বৃষ্টি হইলেই প্রচুর হয়, কিন্তু অত্যুষ্ণ সময়ে তাহাতে কুলায় না, তাই নিদাঘ ও প্রাবৃট সময়ে ঘন ঘন অশনি সম্পাতে বারি বর্ষণের সূচনা করে। এই পাপদুষ্ট ঘোর কলিযুগের পাপতপ্ত জীবনের জন্যও ঘন বারি বর্ষণের প্রয়োজন হয়, তাই এ যুগের পাপদগ্ধ জীবনের জ্বালা জুড়াইবার জন্য, বহুধা বিড়ম্বিত লোককে সুপথ দেখাইবার জন্য, মহাশক্তির বহুল লীলামূর্ত্তির প্রকাশের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মহাশক্তির এই মধুময়ী লীলা তাই জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতিবৃত্তের অতীত পৃষ্ঠার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দেখা যায় যখন ইহুদী জাতির হৃদয় ধর্ম্মের বাহ্য আবরণের শুষ্কতার মধ্যে পড়িয়া অতি নীরস ও কঠোর হইয়া উঠিতেছিল, তখন সেই মরুভূমির দাহিকাশক্তি নাশ করিবার জন্য জগৎপিতা ও মানব সন্তানে যে মধুর স্নেহ-বন্ধন আছে, তাহা প্রচার করিতে, ধর্ম্মের বাহ্য আবরণ প্রেমের স্রোতে ভাসাইয়া দিতে, দীন দয়াময়ের দীনহীন পতিত জনের প্রতি যে অপার করুণা আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা বজ্র নির্ঘোষে জগৎকে জানাইয়া দিতে, ইহুদাভূমিতে সেই বিশ্বসত্তার অন্তরতম প্রদেশ হইতে যে করুণার নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাই মানবদেহে ঈশা (Jesus)। বাৎসল্য প্রেমান্তর্গত পুত্রভাবের মধুরতা, ও আত্ম সমর্পণের শুদ্ধ শান্তরস আসিয়া ইহুদীর কঠোর হৃদয় গলাইল, সমস্ত য়ুরোপ মাতাইল এবং ক্রমে জগতের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। "কি অপূর্ব্ব প্রতিক্রিয়া"! কে বলিবে এই জগতের এমন কোনও আধুনিক সভ্য দেশ আছে যেখানে "আদর্শ তনয় ঈশা" তথাকার মানব মানবীর হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ভক্তিপুষ্প দ্বারা সংপুজিত নহেন? ইহাই ধর্ম্ম সংস্থাপন। ইহা সংহার নহে, নবজীবন দান।

আর ঐ নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, সূক্ষ্ম ধারণায় অক্ষম, জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপাসক আরব জাতির মধ্যে অদ্বিতীয় ও মহান্ বিশ্বপতি ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা প্রচার করিয়া জাতিগত জড়প্রবণতার বিরাম সাধন করিয়া যিনি আরব জাতিকে সূক্ষ্ম চিন্তার দিকে লইয়া গেলেন, জড়োপাসনা ছাড়াইয়া চৈতন্যকে ভালবাসিতে শিক্ষা দিলেন, উনি মূর্ত্তিমান "দাস্যভাব", "জড়পূজার প্রতিক্রিয়াধার"—উঁহার লৌকিক নাম—"**মহম্মদ**"।

মানব যতদিন এই বিশ্বপতিকে এক বলিয়া জানিতে না পারে, ততদিন তাহার গতি নাই।

আর ঐ নরপূজার বিষম প্রতিরোধী, পোপের অক্ষুণ্ণ আধিপত্যের অন্তরায়, অজ্ঞান রজনীর সুচারু চন্দ্রিকা "**লুথার**"ও মূর্ত্তিমান্ প্রতিক্রিয়া। ঐরূপ জগতের বিভিন্ন স্থানে কতবার প্রতিক্রিয়া হইয়াছে, তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই জানেন।

এইবার ভারতের কথা শুনুন। ইতিহাসের অস্ফুট উষায় ঋষিকণ্ঠ বিনির্গত সামগান লহরী যখন ভারতের পবিত্র গগনে প্রতিধ্বনিত হইত, যখন উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরের মূর্চ্ছনায় প্রাঙ্গণ বিহারিণী কুরঙ্গিণী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজন অরণ্যচারী শ্বাপদ এবং শাখীশাখে পক্ষিকুল পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিতবৎ হইয়া যাইত, যখন নিরন্তর মাতৃশক্তিতে অনুপ্রাণিত ব্রহ্ম সত্তায় পরিব্যাপ্ত, ধ্যান স্তিমিত নয়ন ঋষিগণ মর্ত্ত্যদেহধারী হইয়াও নিরন্তর ব্রহ্মলোকে বাস করিতেন, যখন তাঁহারা করতলস্থ আমলকের ন্যায় ব্রহ্মসত্তাকে অনুভব করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করিতেন, যখন ব্রহ্মবাদিনীগণ কেহবা বল্কলধারিণী, কেহবা দিগম্বরী হইয়া ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠগণের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব সমালোচনা করিতেন, সেই "সাম্যাবস্থার," সেই পুণ্যময় অবস্থার কথা বলিতেছি না। কিন্তু যখন বৈদিক যাগ-যজ্ঞের ক্রিয়া বাহুল্য আরম্ভ হইয়াছে, যখন "উদ্গীথ" আবার নীরব প্রায় হইয়াছে, যখন স্বর্গাদি ভোগ বাসনার মলিনা চেষ্টার সমীপে লক্ষ লক্ষ যজ্ঞীয় পশু বধার্থ যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়াছে, যখন অসংখ্য নিরীহ প্রাণীর হৃদয়শোণিতের তরঙ্গ বহিয়া স্বর্গের সোপান উত্থিত হইয়াছে, লোকের এই ধারণা নষ্ট করিবার জন্য মানব হৃদয় এত ব্যথিত হইয়াছে যে, পাছে আত্মা থাকিলে ও পরকাল মানিলে লোকে স্বর্গার্থে পশু হত্যায় প্রবৃত্ত হয় এই আশঙ্কায় যেন চার্ব্বাকগণ "নৈব আত্মা ন বা পারলৌকিকঃ," এবং যজ্ঞার্থে নিহত পশুগণের যদি স্বর্গ হয়, তবে যজমান আপন পিতাকে বধ করিয়া স্বর্গে কেননা প্রেরণ করেন, "স্বপিতা যজমানেন কিং তস্মান্নহন্যতে' ইত্যাদি মতের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, তখনকার কথা বলিতেছি। তখন স্বর্গ ও পুণ্য লাভের তীব্রাতিতীব্র বাসনা মানবকে ঘোর স্বার্থপর ও প্রাণীপীড়ক করিয়া তুলিয়াছে। যে বাসনা বিলোপ দ্বারা মুক্তি হয়, সেই বাসনার প্রাবল্যে নিশ্চয়ই বন্ধন। এই স্বর্গপ্রদ সকাম ক্রিয়ার নিন্দা করিয়াই গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্ম কর্ম্মফল প্রদাম্।
ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি॥ ২য় অঃ গীতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হে পার্থ! মূঢ়, বেদবাদরত, কামনাকুলিত চিত্ত, ইহা ব্যতীত আর কিছুই (উচ্চ তত্ত্ব) নাই—এইরূপ মত প্রচারকারী স্বর্গপরায়ণগণ আপাত মনোহর বাক্য কহিয়া থাকে।"

সেই ঘোর বাসনা, স্বার্থ ও নিষ্ঠুরতার মলিন তরঙ্গ যখন প্রকৃতির মর্ম্মদেশ আন্দোলিত ও ব্যথিত করিয়াছে; তখন দেখি সকাম ক্রিয়ার প্রতি অনাসক্তি, তত্ত্বজ্ঞান, ও সর্ব্বজীবে করুণা, প্রকৃতির পবিত্র হৃদয় হইতে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সেই "অনাসক্তি", "তত্ত্বজ্ঞান" ও "করুণা" এই তিনটী পবিত্র তরঙ্গ একীভূত হইল, পরে তাহা কেন্দ্রীভূত হইয়া কপিলাবস্তুর রাজকুমারে প্রকাশিত হইল। তিনটী আলোক তরঙ্গ কেন্দ্রীভূত হইবা মাত্র রাজকুমারের স্ফটিক স্বচ্ছ হৃদয়ে আত্মজ্ঞানের প্রদীপ্তাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। রাজকুমার "**বুদ্ধ**" হইলেন, অমনি প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সকাম দেবপূজা, সকাম যজ্ঞাদি ও তজ্জন্য পশুবধ, জাতিকুলের অভিমান, শূদ্রাদির ধর্ম্মহীনতা, সেই মহাগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে লাগিল। প্রশান্ত তড়াগ হৃদয়ে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ক্রমে তটভূমি স্পর্শ করে, সেইরূপ এই ধর্ম্মান্দোলনের বিশাল তরঙ্গমালাও সিদ্ধার্থ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া ক্রমে ভারতভূমি ছাইয়া ফেলিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই তরঙ্গ চলিল। অবশেষে জগতের সমগ্র নরনারীর এক তৃতীয়াংশ এই আন্দোলনের বিশাল উর্ম্মিমালায় নিমজ্জিত হইল। বুদ্ধের বিশাল বাহু ব্রাহ্মণ, শূদ্র, দীন দুঃখী, নরনারী, পাপী, তাপী, সাধু অসাধু, সকলকে আলিঙ্গন করিল। সন্ত্রস্ত জীবকুল অভয় পাইল। সর্ব্বজীবে করুণার বারিধারা জগৎকে শান্তিদান করিল। বুদ্ধ কহিলেন, "ভাই, এ জগতে আমরা সকলেই নিজকৃত কর্ম্ম ভোগ করিতে আসিয়াছি। সকলেই বদ্ধ। স্বর্গাদির বাসনাও স্বর্ণশৃঙ্খল। তবে অভিমান অহঙ্কার কিসের? সকলেই এক অবস্থাপন্ন। মুক্তি কাহারও হয় নাই। ইন্দ্র চন্দ্রাদি স্বর্গবাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবগণও বদ্ধ। অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? দেবোপাসনায় ফল কি? স্বর্গরূপ স্বর্ণময় শৃঙ্খল পরিধানের জন্য কেন প্রাণিহিংসারূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইতেছ? ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সকলেই বদ্ধ ও অজ্ঞানাভিভূত। বাসনালয়েই মুক্তি, তাহা জ্ঞান লভ্য। এস ভাই, হিংসা, দ্বেষ, অভিমান ত্যাগ করিয়া সর্ব্বজীবে ভ্রাতৃজ্ঞান করিয়া জ্ঞান লাভের চেষ্টা করি। বৃথা যজ্ঞাদির ভ্রমে পড়িয়া আয়ুঃ ও পুণ্য নষ্ট করিও না"। অমনি চারিদিকে সুখের হিল্লোল উঠিল; অধম পতিতগণ আবার আশার হিল্লোলে ভাসিল। যূপ কাষ্ঠ উৎখাত হইল, ছাগাদি পশুগণ নির্ভয়ে তৃণ ভোজন করিতে লাগিল। মূর্ত্তিমতী করুণা আসিয়া হিমগিরির গাত্র হইতে পশুশোণিতরূপ গৈরিক কলঙ্ক বিধৌত করিয়া রামধনুর উজ্জ্বল বর্ণে লিখিয়া দিলেন—

"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।"

কিন্তু বিমল বারিধারা যেমন পঙ্কিল ভূমি সংস্পর্শে কালক্রমে মলিন হইয়া পানের অযোগ্য হয়, সেইরূপ "করুণা" ও "তত্ত্বজ্ঞান" বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির কারণ হইয়াও অপাত্রে ন্যস্ত হইয়া ক্রমে বিকৃতি লাভ করিল, এবং ঘোর নাস্তিকতা, কুতর্ক, যথেচ্ছাচার, পাশব ব্যবহার এবং ব্যভিচার আসিয়া ভারতভূমি মলিন করিয়া তুলিল। বৌদ্ধ-বিহার সকল প্রকৃত "বিহারক্ষেত্র" হইল। একদল বামাচারী বৌদ্ধ দাক্ষিণাত্যকে কলঙ্কিত করিতে লাগিল; "কর্ম্মবাদ" অদৃষ্টবাদে পরিণত হইল। এই মলিনতার পূতিগন্ধ আবার "প্রকৃতি-হৃদয়" স্পর্শ করিল। আবার প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হইল। "আস্তিক্য" ও "বিমল ব্রহ্মজ্ঞান" এবং "শুদ্ধাচারের তরঙ্গ" প্রকৃতির সেই পবিত্রতম প্রদেশ হইতে আবার প্রবাহিত হইল।

আবার মহান্দোলন পড়িয়া গেল। এই আন্দোলন ধবলগিরি হইতে কন্যা-কুমারিকা এবং সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। আস্তিক্য, ব্রহ্মজ্ঞান ও শুদ্ধাচার কেন্দ্রীভূত হইল এক ব্রাহ্মণ কুমারে। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মান্দোলনের জীবন্ত উৎসের নাম শঙ্করোপম "শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য"। শঙ্করের অপূর্ব্ব প্রতিভার নিকট বৌদ্ধগণের কুতর্কজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। নাস্তিকতার পরিবর্ত্তে আস্তিক্য স্থাপিত হইল। "শূন্যবাদের" পরিবর্ত্তে বিমল ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারিত হইল। অনাচারের স্থানে সদাচার প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারত আবার জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের বিমল বিভায় বিভাসিত হইল। আবার সামগানের পবিত্র ধ্বনি আকাশ মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল, কিন্তু পশু শোণিত আর ভারত মৃত্তিকা কলঙ্কিত করিল না। এখন ভারত "বাসনা বিলয়ে মুক্তিলাভ" হয় জানিয়া, বাসনা বিসর্জ্জনে প্রাণ পণ করিয়াছে। ঐ দৈব প্রতিভা-সমুজ্জ্বল আয়ত লোচন মুণ্ডিত মস্তক আনন্দময় যুবা যে দিকে তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন, অরুণোদয়ে নিশাপগমের ন্যায় সেই দিকে যুগব্যাপী কুসংস্কার রাশি অমনি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এই ষোড়শবর্ষ ব্যাপী আন্দোলনের ন্যায় মহান্দোলন ভারতে আর কখনও হয় নাই। আজ ভারতবাসীর নিজস্ব বলিবার যদি কিছু থাকে, জানিও তাহা ঐ মহাত্মার কৃপা প্রসূত। আবার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার চক্র ঘুরিল। ঐ আস্তিক্য আবার কালক্রমে গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিণত হইল! প্রকৃত সাধনা নাই, বৈরাগ্য নাই, শুধু বেদান্তের শুষ্ক বিচারে হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আবার নির্ম্মল শুদ্ধবুদ্ধির পরিবর্ত্তে কপটাচার বাড়িয়া যাইতে লাগিল। মুখে ব্রহ্মজ্ঞানের ছড়াছড়ি হইয়া তাহা "অহংজ্ঞানে" পর্য্যবসিত হইল; এবং শুদ্ধাচারের স্থান জাত্যভিমান ও "শুচিবায়ু" অধিকার করিয়া বসিল। মায়াবাদের বাদ প্রতিবাদে আবার দেশ উত্তপ্ত ও উষ্ণ হইয়া উঠিল; আকাশ কৃজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইল; মানব হৃদয় শুষ্ক ও কঠোর হইয়া গেল; মহাদাবদাহে প্রকৃতি হৃদয় যেন সন্তপ্ত হইয়া পড়িল; আবার সেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল।

নিদাঘের প্রখর মার্ত্তণ্ড তাপে উত্তপ্ত হইয়া লোকে যখন পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে, তখন নৈসর্গিক নিয়মেই আকাশে শীতল জলবিন্দু সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার জমিতে থাকে। মানবের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া আবার সুশীতল সমীরণ বহিতে থাকে। সেই ঐশী নিয়মের অধীন হইয়াই ভারতবর্ষে একে একে তিনটি বারি পূর্ণ জলদখণ্ড আসিয়া গগন তলে দেখা দিল। একটী দক্ষিণ ভারতের শুষ্ক কর্ম্মকাণ্ডে ভক্তির শীতল বারি সিঞ্চন করিল; একটী পঞ্চনদের অজ্ঞান তাপ নষ্ট করিয়া জ্ঞান ভক্তির বিমল স্রোতে পার্ব্বত্য ভূমি প্লাবিত করিল; আর তৃতীয়টি ভাগীরথীর দুই কুল ভাসাইয়া সিন্ধুপানে ছুটিয়া গেল। সে বন্যার কি প্রচণ্ড বেগ। সেই কুলভাঙ্গা আকুল স্রোতে শুনিলাম,

"শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়"।

বহুদিনের শুষ্ক তৃষিত ভূমি সেই বিজলী কিরণ জড়িত নব জলধরের (অন্তঃ কৃষ্ণঃ বহি গৌরঃ) বারিধারা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিল। আর সেই বন্যার স্রোত বঙ্গদেশ ভাসাইয়া উৎকল ডুবাইয়া কন্যা কুমারিকা বেষ্টন করিয়া উজান বহিল, এবং শেষে তাহা কালিন্দীর কাল জলে মিশিয়া তবে ছাড়িল। ভারতে সর্ব্বত্র আবার আন্দোলনের অভিনব তরঙ্গ বহিতে লাগিল। দক্ষিণের সেই বারিদবর "স্বামী রামানুজ", আর পঞ্চনদের পয়োধর "গুরু নানক" এবং বঙ্গের নবজলধর "নবদ্বীপ চন্দ্র শ্রীগৌরচন্দ্র।"

নানকের জ্ঞান ও ভক্তি "রাম ও রহিম" মিলাইয়া এক করিল। মহম্মদীয় নিরাকার বাদের তীক্ষ্ণ তরবারি, আর্য্য "দ্বৈতাদ্বৈতবাদের" কোষে সংরক্ষিত হইল। পুরাণে কোরাণে আলিঙ্গন হইল। সেই আলিঙ্গনের ফল এই ধর্ম্মবীর শিখ জাতি।

ঋতুরাজ বসন্তের শুভাগমন বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য আম্রশাখে কোকিল কুলের কূজনে যেমন বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠে, বনে বনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বনফুল সব হাসিয়া ফুটিয়া উঠে, ঠিক তেমনি প্রেম ভক্তির বসন্তরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আগমনের শুভ সংবাদ প্রচার করিবার জন্য ভারতের দিকে দিকে ভক্ত কোকিল কুল গাহিয়া উঠিল। দক্ষিণে রামানুজ বহু অগ্রে আসিয়া জানাইয়া গিয়াছেন যে অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ শৈত্য তিরোহিত হইয়াছে, তুকারাম সেই সুরে সুর মিলাইয়া আকুল স্বরে গাহিয়া উঠিলেন। ভারতের উত্তর প্রান্তে পঞ্চনদের ভালে বসিয়া **"নানক"** ও উত্তর পশ্চিমে **"কবীর"** পঞ্চম স্বরে তান ধরিয়া শৈত্য বাতাহত জড় জীবকে আশার আশ্বাসে জীবন দান করিলেন। উৎকলে ভক্ত কবি জগন্নাথ ও বঙ্গে প্রেমের পুরোহিত অদ্বৈত আরতি জুড়িয়া দিলেন। এই শুভ সংযোগের পবিত্র মূহুর্ত্তে জগৎ আলো করিয়া জীবের পাপ তাপ মুছাইয়া দীন হীন কাঙ্গালকে বৈকুণ্ঠের পথ চিনাইবার জন্য প্রেমের কৌমুদী হৃদয়ে ভরিয়া নবদ্বীপ চন্দ্র শ্রীগৌর চন্দ্র সমুদিত হইলেন।

আচার্য্য রামানুজের ভক্তিভাবপূত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বারিধারায় অদ্বৈতবাদের শুষ্ক তরু পূর্ব্বেই মুঞ্জরিত হইয়াছিল। তার উপর শ্রীচৈতন্যের "ভেদাভেদ" বাদের উজ্জ্বল কিরণে মায়াবাদের অস্পষ্টতা তিরোহিত হইল। দাস্যভাবের দৈন্য আসিয়া কর্ম্মকাণ্ডের অভিমান নাশ করিল। আর সকল ভাব চূড়ামণি ধর্ম্মজগতের মুকুটমণি "মধুর ভাবের" স্বেদ ও কম্প, পুলক ও হাস্য, ক্রন্দন ও কুন্দন, নৃত্য ও মূর্চ্ছা, বিরহ ও মিলনের মহা তরঙ্গে পড়িয়া একুল ওকুল দুইকুল হারাইয়া শুচি ও অশুচি, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, জাতি ও বর্ণ, ধ্যান ও জ্ঞান, যোগ ও ভোগ, সবই হরিনাম সাগরের অতল জলে কোথায় যে তলাইয়া গেল কে জানে? সেই প্রেম মন্দাকিনীর জীবন্ত-উৎস শ্রীগৌরাঙ্গের মহাভাব বুঝি ধর্ম্মভাবের শেষ পরিণাম। বঙ্গবাসী তদবধি ধন্য হইয়াছে। এখনও মৃদঙ্গ ধ্বনি সহ হরিনাম কীর্ত্তন, বাঙ্গালীর যে কত মধুর লাগে অন্য জাতির তাহা ধারণায় আসে না। শ্রীচৈতন্যের প্রেম আলিঙ্গনে ব্রাহ্মণ শূদ্র, সাধু অসাধু, নরনারী, বালক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃদ্ধ সকলেই এক পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ হইল। ভগবৎ প্রেমের পবিত্র ধারা কত পাপী তাপীর প্রাণ জুড়াইল। মহাপ্রভু কত জগাই মাধাইরূপ অগতির গতি হইলেন। সেই পবিত্র আন্দোলন তরঙ্গের প্রত্যেক কণায় যেন ভগবান চন্দ্রের পূর্ণ প্রতিবিম্ব বিম্বিত হইতে লাগিল; আর ইন্দ্র ধনু যেন জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়া দিল —

"জীবে দয়া, নামে রুচি।"

এইরূপ কিছুদিন যাইতে না যাইতে আবার ভরা গাঙ্গে ভাঁটা পড়িল, কুসুম কোরকে কীট প্রবেশ করিল। শুচি অশুচি গিয়া কেবল অশুচি ফিরিয়া আসিল; ধর্ম্ম গিয়া অধর্ম্ম দেখা দিল; আচারের অন্তর্ধানে অনাচার প্রচারিত হইল; অগতির গতি হরিনামের অন্তরালে ব্যভিচার আসিয়া বিরাজ করিল; ভগবৎ প্রেমে পার্থিব আসক্তি মিশিল। সুধায় গরল পড়িল। আবার কপটতা ও ব্যভিচারের মলিন ধূলি ভারতাকাশকে ধূসরিত করিয়া দিল। আবার একবার সেই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার যন্ত্র বিঘূর্ণিত হইল। আবার আন্দোলন হইল। শান্তি ও পবিত্রতার খনি ইন্দ্রিয় চাপল্যের গন্ধ মাত্র শূন্য জীবন্ত মাতৃভাব তখন ভারতে প্রচারিত হইবার উপক্রম হইল।

বিশ্বের আদি কারণের সহিত আমাদের এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধ আছে; যাহাতে সহস্র অপরাধের মার্জ্জনা আছে; যাহাতে কামনা থাকিলেও মুক্তির আস্বাদন আছে; যাহাতে শিশুর সম্বল আদর, আব্দার, অভিমান, ক্রোধ আছে, দৌর্ব্বল্য থাকিলেও স্তন্য আছে; যাহাতে ক্লান্ত হইলে কোল আছে; যাহার জন্য "ভাব" শিখিতে হয় না, সে ভাব জন্মগত; যাহাতে মন্ত্র সাধিতে হয় না, সে নাম জীব জন্মিয়াই আপনা আপনি উচ্চারণ করে; যাহার কথা বলিতে গেলে জীবের কখনও ক্লান্তি বোধ হয় না; সেই সম্বন্ধ "মাতৃ সম্বন্ধ"। ভগবানের সহিত এই মাতৃ সম্বন্ধ ভাবরাজ্যের একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসামান্য বস্তু। ভক্তি ভাবের অনেক গুলি ভাবের ইহা অন্যতম, অথচ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও জটিলতা শূন্য। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" "যাহারা যে প্রকারে তাঁহাকে ভজনা করে, তিনিও তাহাদিগকে সেই প্রকারেই ভজনা করেন।" সুতরাং যে তাঁহাকে পিতা বলিয়া, মাতা বলিয়া, ভাই বলিয়া, বন্ধু বলিয়া অথবা প্রিয়তম কান্ত বলিয়া আরাধনা করে, তাহার সেই ভাব ভক্তিরসে পাক হইয়া অপূর্ব্ব উপাদেয় ভোগ্য বস্তুরূপে রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু এই রস পাকের মধ্যে মাতৃরসের পাকই খুব সহজ ও উপাদেয়। তাই অনেক ভক্ত তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া বড় তৃপ্তি পান। এই মাতৃভাবের সাধনা ভারতের নিজস্ব জিনিষ। এই ভাবের সাধনাতে তন্ত্র শাস্ত্র গুলি পরিপূর্ণ। বঙ্গদেশে ভক্তির মধুর ও দাস্য ভাব এক অভিনব রূপ ধারণ করিয়া যেমন চৈতন্য ও তাঁহার শিষ্য বর্গের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছিল, সেই রূপ মাতৃ ভাবের সাধনাতেও বঙ্গদেশে এক অপরূপ ভাব স্রোত প্রবাহিত হইল; এবং উহা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বানন্দ, রাজা রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের ও দাশরথীর জীবন মধ্যে হিল্লোলিত হইতে লাগিল। এই মাতৃ ভাবের অপূর্ব্ব সুষমা বঙ্গের ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। পতনোন্মুখ হিন্দু ধর্ম্মের বিশাল হর্ম্ম্যে আবার কয়েকটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল। মুমূর্ষু হিন্দু সমাজে আবার নবজীবন ফিরিয়া আসিল। পরন্তু হিন্দু সমাজের বৃদ্ধ, জীর্ণ শরীরে আঘাতের পর আঘাত আসিতে লাগিল। মুসলমানদের নিদারুণ অত্যাচারে হিন্দু ধর্ম্ম যায় যায় হইয়াছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল, এমন সময় সুচিকিৎসকেরা আসিয়া তাহাকে কতবার বাঁচাইলেন। কিন্তু বৃদ্ধদেহ যে রোগের ঘর, তাই সুচিকিৎসকের সুনিপুণ চিকিৎসাতেও স্থায়ী ফল হইতেছিল না। সুতরাং কালের অপ্রতিহত গতি রুদ্ধ করিবার জন্য ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কাল চক্র ঘন ঘন বিঘূর্ণিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে লাগিল। শাক্ত বৈষ্ণবের বিষম দ্বন্দ্বে জ্ঞান, ভক্তি ও উপাসনা দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিল, সময় পাইয়া খৃষ্টীয় প্রচারকগণ সুতীক্ষ্ণ যুক্তির অস্ত্রে তরলমতি দুর্দ্দান্ত যুবক বৃন্দকে সমাজ চ্যুত ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিলেন। পাদরীগণের ঘোর আন্দোলনে তখন শাক্ত বৈষ্ণব কিছুকালের জন্য গৃহ-বিবাদ ভুলিয়া নিজ নিজ দেবতার অস্তিত্ব বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিল। সাধারণ বিবাদে গৃহ-বিচ্ছেদ প্রশমিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল।

দৈব দুর্ব্বিপাকে চিকিৎসকগণ অসুস্থ অঙ্গ ছেদন করিয়া নিবৃত্ত হইলেন না; সুস্থ অঙ্গেও অস্ত্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। "পদোন্নতি", "উচ্চতর সভ্যতা" প্রভৃতি কত কি প্রলোভনে পড়িয়া দলে দলে লোক খৃষ্টীয়ান হইতে লাগিল। সমাজ হৃদয়ে মহা বিভীষিকার তরঙ্গ বহিয়া গেল, অমনি ঋষিগণের অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার সুধা কলস লইয়া অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন বহুভাষাবিদ্ উদার হৃদয় মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় আসিয়া দেখা দিলেন। বেদান্তে ও কোরাণে যাঁহার বিশিষ্ট অধিকার, খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের (Trinity) দোষ প্রদর্শন ও তাহাকে বহু ঈশ্বরবাদ রূপে প্রমাণিত করা তাঁহার পক্ষে বহু আয়াসের কথা নহে। তাহার সহিত তর্কযুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার "বহু ঈশ্বর বাদ" খণ্ডীকৃত হইল, এবং একেশ্বর বাদের বিমল কিরণ সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল করিল। যখন বঙ্গবাসী দেখিল নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রে একেশ্বর বাদের এমন উচ্চতম মীমাংসা ও উপাসনা পদ্ধতি রহিয়াছে, তখন তাহারা কি আর সেই ইহুদীগণের ত্রিত্ববাদ গ্রহণ করিতে পারে? খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের সমাধি ক্ষেত্রে শুভদিনে শুভক্ষণে ব্রাহ্ম সমাজের তুষার ধবল কেতন বায়ুভরে দুলিতে লাগিল। শুভক্ষণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে মন্দিরের আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই সমাজে আসিয়া যোগদান করিলেন। তৎকালে কেশব চন্দ্রের ন্যায় ইংরাজী ভাষায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাগ্মী ভারতে ও ইংলণ্ডে আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। ইনি পাশ্চাত্য দর্শনাদিতে সুপণ্ডিত, সুতরাং পাশ্চাত্য অস্ত্রেই পাদ্‌রীগণের যুক্তিজাল ছেদন করিতে লাগিলেন। যুবক সম্প্রদায় আর খৃষ্টীয়ান হইল না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মান্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ভারতবাসী কিন্তু কয়েকটী রত্ন লাভ করিল—(১) আদর্শ তনয় ঈশার পবিত্র জীবনের প্রতি ভক্তি, (২) ঈশ্বরের একত্বে দৃঢ়তর বিশ্বাস, (৩) ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃভাব। মথি লিখিত সুসমাচারের বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান হইল না বটে, কিন্তু বঙ্গের সাহিত্যিক খৃষ্ট চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া "ঈশাচরিতামৃত" (চিরঞ্জীব) ও "খৃষ্ট" (নবীন চন্দ্র) রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিলেন।

কিন্তু ভারতবাসী কিছুতেই লইল না—(১) ঈশ্বরের চিরশত্রু সয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস; (২) একটী ফল ভক্ষণের অপরাধে মানব জাতির চির নরকের ব্যবস্থা; (৩) ঈশার রক্তে সমুদয় পাপীর পাপ মোচন; (৪) তিন প্রকারের ঈশ্বর এবং (৫) খৃষ্টানী মত গ্রহণ না করিলে অনন্ত নরকের ব্যবস্থা; (৬) মৃত্যুর পর জীবের শেষ বিচারের পর অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক ভোগ। ভারতবাসী তুষ ত্যাগ করিয়া তণ্ডুল গ্রহণ করিল।

বহুদিন গতানুগতিক ভাবে চলিয়া সমাজ দেহে যে জড়তা ও অন্ধ কুসংস্কারের আবর্জ্জনারাশি আসিয়া জমিয়াছিল, সেই মুহ্যমান সমাজের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতারূপ মলিন ক্রিয়ায় যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, লৌকিক ভাষায় তাহার নাম "**খ্রীষ্টধর্ম্মান্দোলন**।" তাহার বিপক্ষে যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, তাহার নাম "**ব্রাহ্মধর্ম্মান্দোলন**"। আবার ইহার যে প্রতিক্রিয়া হইল, তাহার নাম "**হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান**"। এই প্রতিক্রিয়াই এখন সমালোচ্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মান্দোলনে হিন্দুর একেশ্বর বাদ ও ভ্রাতৃভাব যে ভাবে প্রচারিত ও গৃহীত হইতে লাগিল, তাহাতে যুগ যুগান্ত ধরিয়া শাস্ত্র বিশ্বাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দু তদবস্থায় তাহা গ্রহণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইলেন, এমন কি তাহার কিঞ্চিৎ উপকারিত্বও তাঁহারা স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। ইহার কারণ এই—সাধন শক্তিহীন শাস্ত্র-সদাচার-বর্জ্জিত, ও শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্মার্থ গ্রহণে অসমর্থ পুরুষেরা আচার্য্যের পদবী গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা অন্য দিকে প্রতিভা সম্পন্ন হইলেও শাস্ত্র জ্ঞান, ও সাধন বৈরাগ্য শূন্য ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা জন সমাজের সুপ্ত চৈতন্যকে জাগরিত করিতে পারেন নাই। বাহিরের সাজ সজ্জা ও বক্তৃতা প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে পারিল না. অন্ধকারে হাঁৎড়াইতে হাঁৎড়াইতে ছুটিয়া গিয়াও প্রকৃত বস্তুর তাঁহারা সন্ধান পাইলেন না। তাই তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় দূরদর্শী প্রবীণ শুভেচ্ছু ব্রাহ্ম পরে সদলবলে ব্রাহ্ম সমাজের গণ্ডী ছিন্ন করিয়া নিজ গৃহ প্রাঙ্গণের পানে ছুটিয়া আসিলেন। আবার হিন্দু সমাজে ঋষিদের প্রকৃত ধর্ম্মভাবকে উদ্দীপিত করিবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। সমস্ত সমাজের মধ্যে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া গেল। প্রকৃতির হৃদয় ক্ষেত্র উত্তপ্ত হইয়াই ছিল, এইবার ঝড় উঠিল, আর অমনি তাহার হৃদয় কেন্দ্র হইতে কত উৎস ছুটিয়া বাহির হইল। এবার আবার সেই শক্তি কেন্দ্রীভূত হইল একটী বাঙ্গালী বৈদ্য যুবায়, ও আরও কয়েকজন মনস্বী পুরুষ এই আন্দোলনের সহায়ক হইলেন।

রাম ও রহিম সমন্বয়কারী ভ্রাতৃভাব বন্ধনের স্বর্ণসূত্র স্বরূপ মহাত্মা কবীর, গুরু নানক, **সদ্‌গুরু স্বামী গরীবদাস** আদি, জ্ঞান ও প্রেমে মাখা-মাখি অথবা একাধারে জ্ঞান ও ভক্তি স্বরূপ অতি উদার হৃদয় সাধুগণ ভারতে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভাবানুগত ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তিতে মত্ত মাতোয়ারা আজানুলম্বিত বাহু, কেবল মাত্র ঈশ্বর কৃপা সম্বলকারী সিদ্ধাবধূত **"বাবা দয়ালদাস"** এই সময় সম্প্রদায় বর্ণ ও আশ্রম নির্ব্বিশেষে দীনহীন জীবগণের দেহ ও আত্মা উভয়ের অন্নদান করিয়া ভ্রমণ করিতে ছিলেন। সেই প্রতিভা সম্পন্ন মহাপুরুষ তাঁহার বিপুল শক্তি সেই বৈদ্য যুবক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত করিলেন। সেই শক্তির প্রবাহে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের জাতি, কুল, মান, বিষয় ব্যবহার আদি সকলই ভাসিয়া গেল। তাঁহার নব জীবন লাভের কথা জানাইবার জন্য শ্রীমদ্ গুরু বাবা দয়ালদাস তাঁহার পিতৃদত্ত নামটী পর্য্যন্ত লইয়া অন্য নাম দিলেন। এই মহাত্মা সুতীব্র অথচ সুমধুর তানে বুঝাইলেন, "ভারতে একেশ্বর বাদ" প্রচার "দেবতা ভাঙ্গিয়া" হইবে না, "মিলাইয়া" হইবে। ভ্রাতৃভাব প্রচার জাতি "ভাঙ্গিয়া" হইবে না, প্রেমে জাতি "গলাইয়া" হইবে। ঈশ্বরের পূজায় অধিকার তত্ত্ব প্রচার নারীজাতি "বিলাসিনী" বা "পিশাচিনী" বা "নরকের দ্বার" বোধ করিলে হইবে না, তাঁহাকে "জননীর জাতি" ও "বিশ্ব জননীর আদর্শ-স্বরূপিণী' বোধ করিলে হইবে ; কিন্তু সকলই শাস্ত্রীয় প্রণালীতে।

পবিত্র শক্তি সঞ্চার পূত, ব্রহ্ম মন্ত্রে দীক্ষিত, জাতি কুল সমাজ শূন্য সেই যুবা তখন প্রচার করিলেন, ঈশ্বর এক বই দুই নহেন। হিন্দু মাত্রেই একেশ্বর-বাদী। যেমন এক ব্যক্তি সম্পর্ক ভেদে একের পিতা, অন্যের পুত্র ; উহার ভ্রাতা, ইহার মাতুল ইত্যাদি এবং সেই ব্যক্তির অবিদ্যমানে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ভাবযুক্ত প্রতিমূর্ত্তি লইয়া তাহার অজ্ঞান আত্মীয়গণ যেমন "আমার মাতুল বড়" "তোর পিতা ছোট" ইত্যাদি বৃথা বিবাদ করে, তেমনি হিন্দু সমাজের পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায় সেই একই জগদীশ্বরকে কেহ নাথভাবে, কেহ মাতৃভাবে, কেহ প্রভুভাবে পূজা করিয়া "আমার কৃষ্ণ বড়" "তোর কালী ছোট" ইত্যাদি বৃথা বিবাদে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। এক এক শাস্ত্রে যে এক এক দেবতার প্রাধান্য আছে, ঈশ্বরের প্রত্যেক ভাবময় রূপ যে তাঁহারই, তিনি যে সর্ব্বদেব-পূজ্য, তাহাই জানাইবার জন্য। এই বিশ্বের আদি কারণ অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তিময়! জলের যেমন নির্দ্দিষ্ট আকার না থাকিলেও পাত্রের আকারে আকারিত হয় ; ঐশী শক্তি সেইরূপ স্বরূপতঃ নিরাকারা হইয়াও অনন্ত সৃষ্ট বস্তুর সত্তারূপে অনন্ত আকারে আকারিত হইয়াছেন। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানীর জ্ঞানোজ্জ্বল হৃদয়রূপ আধারে নিরাকার, এবং ভক্তের শীতল হৃদয়ে সাকার। তিনি নিরাকার ও সাকার উভয়ই। ভক্তগণ যে সকল রূপ হৃদয়ে দেখিয়াছেন ও যে সকল রূপে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই সকল রূপের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া লোকে পূজা করিয়া থাকেন। ঐ মূর্ত্তির অন্তরে ও বাহিরে সূক্ষ্মরূপে তিনিই আছেন। ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত প্রতিমার অস্তিত্ব কোথায়? প্রতিমা কল্পিত রূপ নহে, ভগবানেরই প্রতিরূপ। সুতরাং ভারতবাসী "প্রতিমা পূজক" হইলেও পৌত্তলিক নহেন। বহু প্রতিমা এক ঈশ্বরেরই, সুতরাং হিন্দু বহু মূর্ত্তির উপাসক হইলেও একেশ্বর-বাদী।

একজনের নানা ভাব ও বয়সের চিত্র (Photo) দেখিয়া মূর্খেই বহু ব্যক্তি জ্ঞান করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বহুতে একই দর্শন করেন।

(১) সাকার বাদ—

যখন সেই অবধূত শিষ্য (পরিব্রাজক) এইরূপ বুঝাইলেন,—ভগবানের বহুমূর্ত্তির পূজক বলিয়া, একেরই বহু বিকাশের পূজা করিয়া, হিন্দু একেশ্বর বাদী এবং সাকার পূজক বটে; কিন্তু জড়বাদী বা পৌত্তলিক নহে;

(ক) যখন লোকে বুঝিল, ব্রহ্মশক্তি স্বরূপতঃ নিরাকারা হইলেও বিশ্বের উপাদান কারণরূপে অনন্ত আকারে আকারিতা হইয়া সাকারা হইয়াছেন;

(খ) এবং ভক্ত হৃদয়ে ভক্তের ভাবাশ্রয় পূর্ব্বক পাত্রের আকারে আকারিত সলিলের ন্যায়, অথবা শৈত্য সংস্পর্শে কাঠিন্য ও আকার প্রাপ্ত বরফের মত, নানা সাকার রূপে প্রকাশিতা হইলেও, তিনি ব্রহ্ম-শক্তিই থাকেন—বহুতে একত্বই দৃষ্ট হয়—"সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী"—একথা যখন লোকে বুঝিল;

(গ) আর যখন তিনি বুঝাইলেন, তড়িৎশক্তি সুসূক্ষ্মা এবং নিরাকারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেও যৌগিক এবং বিয়োগিক (Positive & negative) তড়িৎ মিলিত হইলে যেমন সেই শক্তি মানব চক্ষুর গোচর দীপকলিকাকারে প্রকাশিত হয়, তেমনি ভগবান্ "যোগমায়ামুপাশ্রিত" হইয়া তাঁহার বিচিত্র লীলা বিলাসাদি সম্পন্ন করেন, এবং আপনাকে আপনি প্রকাশিত করিয়া অবতারাদিরূপে প্রকটিত হ'ন—"সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"; এইরূপে লোকসকল যখন দেখিল ভগবান্ (ক) "বিশ্বরূপে" (খ) "ভক্তহৃদয়ে ভাবময় রূপে" (গ) "অবতাররূপে" আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন বলিয়া হিন্দুগণ কল্পনা বা খেয়ালের আশ্রয় না করিয়া "রামকৃষ্ণাদি" অবতীর্ণরূপে, "ব্রহ্মাদি" ভাবময় রূপে, "শালগ্রাম গঙ্গাদি" বিশ্বরূপে অধিকার ভেদে তাঁহারই পূজা করিয়া থাকে, তখন তাহারা আর সাকার বিদ্বেষী থাকিল না। "অবাঙ্‌মনসগোচর" বলিয়া উপাসনার অতীত নির্গুণ ব্রহ্ম উপাস্যই নহেন—একথা যেমন তাহারা বুঝিল, তেমনি তাহারা "সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর" দয়া করিয়া আপনাকে যে তিনভাবে জানাইয়াছেন, প্রত্যক্ষ সেই তিন ভাবের আশ্রয়ে পূজাই যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করিল; এবং যে আধার মনের অতীত সেই আধার সম্বন্ধে "দয়াময় প্রেমময়" প্রভৃতি কতক গুলি বিশেষণ নিহিত ভাবালোচনা রূপ মানস ব্যাপারকে উপাসনার উচ্চ আসন দান করা যেন পাপ মনে করিয়া তাহা হইতে দূরে দাঁড়াইল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মান্দোলনের একেশ্বরবাদ নিরাকার-বাদ রূপে হিন্দু গ্রহণ করিল না; কিন্তু সাকার বাদ রূপে শাস্ত্রীয় মধু সহ-যোগে গ্রহণ করিল। শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন "একই কি তেত্রিশ কোটী?" হিন্দু এখন বুঝিয়া তদুত্তরে বলিল, হাঁ অনন্তদেব রূপেও অনন্ত; এবং সেই বিশ্ব জননীকে লক্ষ্য করিয়া পরিব্রাজক গাহিলেন—

"অন্নপূর্ণা" তুমি "মা", তুমি শ্মশানে "শ্যামা",
কৈলাসেতে "উমা" তুমি, বৈকুণ্ঠে "রমা",
ধর বিরিঞ্চি, শিব, বিষ্ণুরূপ সৃজন-লয়-পালনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর প্রকৃতি পুরুষ ভেদ মিটাইয়া বলিলেন, এক ঈশ্বরই স্ত্রী পুরুষ, শ্বেত, পীত নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন—

"তুমি পুরুষ কি নারী তত্ত্ব বুঝিতে নারি,
তুমি স্বয়ং না বুঝালে তা কি বুঝিতে পারি ?
তুমি আধা রাধা, আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে ॥"

একেশ্বরবাদ বুঝাইবার জন্য মুসলমান তরবারি ধরিয়া ভারতে কতই শোণিত পাত করিলেন ও কতই মূর্ত্তি চূর্ণ করিলেন ; পাদরী পৌত্তলিকতারোপ, ত্রিত্ববাদ প্রচার, সভ্যতার চটক, উচ্চপদের আকর্ষণ আদি কত মায়াজাল পাতিলেন, এবং ব্রাহ্মগণও কম চেষ্টা করিলেন না। ব্রাহ্মগণ খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের পথ নিরোধ এবং ত্রিত্ববাদরূপ অজ্ঞানের তিরোধান রূপ পরমোপকার করিয়াও সাধারণ লোকের পক্ষে নূতন ব্রহ্মোপসনারূপ তত্ত্বের আবির্ভাব করিয়া বিড়ম্বিত হইলেন ; অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্ম বলিতে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বুঝিয়া তাঁহার উপাসনা হয় বলিতে লাগিলেন ; কিন্তু লোকে ব্রহ্ম বলিতে নির্গুণ ব্রহ্ম বুঝিয়া, ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব বলিয়া প্রতিবাদ করিতে লাগিল ; কেহই কাহাকেও বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা না করায় এক মহা বিবাদ দাঁড়াইয়া গেল। ইহার কারণ, ব্রহ্ম শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ ত্যাগ এবং ভগবানের রূপ গ্রহণ সম্ভব ইহা অস্বীকার করা। ইহাও তত বেশী বিবাদ বাধাইতে পারিত না, যত বিবাদ বাধাইল ব্রাহ্মদের হিন্দু সদাচার ও চির আচরিত শাস্ত্র পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া। হিন্দুর সনাতন সমাজ বন্ধন ও শাস্ত্রাচার বর্জ্জন করিতে গিয়াই তাঁহারা সনাতন শাস্ত্র মার্গ হইতে আপনাদের সংযোগ ছিন্ন করিয়া লইলেন। এমন হইল যে পরস্পরে মিলিবার পথ বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু মিশনরী, মুসলমান ও ব্রাহ্ম এই তিনজন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও হিন্দুকে যে একেশ্বরবাদ লওয়াইতে পারিলেন না, সেই যুবা কেবল দেব-সমন্বয় দ্বারা এবং এক "বহুরূপীই" নানা সাজে সাজে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এ রূপের নাই যে আদি শেষ, এ রূপ স্বরূপের বিশেষ, যেন অরূপ গাছে রূপের লতা জড়িত এ বেশ," এবং "এ যে চেতন জলের ফুটন্ত ফুল"—ইহা জানাইয়া সেই একেশ্বরবাদ প্রচার ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নাশ করিতে সক্ষম হইলেন। কারণ, এ যে শাস্ত্রীয় মধু, এবং হিন্দু শাস্ত্র-গত প্রাণ। যেমন রোগী তেমনি অনুপান। ঔষধ এক। শিশু ঔষধ খায়না। কত লোক তিরস্কার প্রহারাদি দ্বারা যাহা না পারিল, চতুর আত্মীয় শিশুর প্রকৃতি বুঝিয়া মধু মৃক্ষিত করিয়া তাহা পারিলেন। শিশু হাসিতে হাসিতে খাইল। কেবল ঔষধ বোধে সিদ্ধি নাই, প্রকৃতি বোধ প্রয়োজন। এইরূপে একেশ্বরবাদ ও সাকার পূজার সমন্বয় হইল। সাকারের কোলে নিরাকার বিরাম লাভ করিল।

(২) জাতিভেদ—

এখন একটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা দেখিয়া অন্যান্য কূট প্রশ্ন সংশয়বাদী শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে মীমাংসার জন্য উত্থিত হইতে লাগিল। মানবের ভ্রাতৃত্বরূপ সত্যের সহিত বর্ণ বিভাগের মিল কৈ? ব্রাহ্ম সমাজে, খৃষ্টীয় গির্জ্জায় এবং ইসলামী মস্‌জিদে বর্ণ নির্ব্বিশেষে উপাসনার মিলনে যে ভ্রাতৃভাব প্রচারিত হয়, তাহা ত হিন্দু সমাজ গ্রহণ করেন নাই। হিন্দু সমাজ তবে কি ভ্রাতৃ ভাবে বঞ্চিত? এই প্রশ্নের উত্তরে সেই প্রচারক যাহা বলিলেন তাহাতে প্রশ্নকারিগণ কিছু চমকিত হইলেন। তিনি বলিলেন;—

"বিচিত্রতায় বিরোধ নাই," বিচিত্রতাই প্রাকৃতিক নিয়ম। "ভারতের বর্ণ বিভাগ প্রকৃতি প্রসূত ও প্রকৃতি ঘটিত", বিচিত্র-প্রকৃতিময় বর্ণ বিভাগে ভ্রাতৃভাবের বিরোধ না হইয়া ভ্রাতৃভাবের দৃঢ়তা হইয়াছে। তাহা এইরূপে;—এক শ্রমজীবী পরিবারস্থ মাতা পিতা তিনটি বালক ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুটী কন্যা, এই সকলকেই যদি পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, বয়ঃ ও সামর্থ্য এবং স্ত্রী পুমাদি জাতিগত তারতম্য বশতঃ পারিশ্রমিকের তারতম্য হইলেও তাহাদের যেমন কোনও বিরোধ হয় না ; কারণ তাহারা জানে, স্ত্রী ও পুরুষ, শিশু ও যুবা একরূপ সামর্থ্য বিশিষ্ট নহে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহার উপর জোর নাই ; এবং একথাও তাহারা বুঝে যে তাহারা সকলেই এক রক্ত মাংসে নির্ম্মিত, এক পরিবার। সুতরাং যে যাহা পায় তাহা আনিয়া দিন যাপন করে। বরং একত্রে পরিশ্রম ও সামর্থ্যানুযায়ী প্রাপ্তি বশতঃ তাহাদের মধ্যে স্নেহবন্ধন ও সন্তোষ প্রবলই হয়।

প্রকৃতি বিচিত্রতাময়ী, কারণ তাহা ত্রিগুণান্বিতা। সুতরাং যেমন আম্র একজাতীয় বৃক্ষ হইলেও দেশ কালাদি ভেদে, আম্রের মধ্যে ফজলী, বোম্বাই, ন্যাংড়া আদি অবান্তর ভেদ দেখা যায়, তেমনি স্থূলতঃ মানব এক জাতি হইলেও, সত্ত্বাদিগুণের তারতম্য বশতঃ সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানব, রাজসিক প্রকৃতির লোক, রজোযুক্ত তামস এবং তামস এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির মানব সম্প্রদায় রূপ অবান্তর বিভাগ সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য দেখি এক শ্রেণীর লোক চিন্তাশীল, (লেখক, অধ্যাপক, যাজক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বক্তা, কবি, আবিষ্কারক প্রভৃতি), এক শ্রেণী বীর্য্যরসামোদী সমরাভিলাষী (যোদ্ধৃবর্গ, শাসনকর্ত্তা, ও শান্তিরক্ষক), আর এক শ্রেণী অর্থাদি সঞ্চয়শীল (বণিক, ব্যবসায়ী, ক্ষেত্রকর্ষক প্রভৃতি) এবং অপর সম্প্রদায় সেবাকুশল (চাকরী-প্রিয় মাত্রেই)। এই রূপ শ্রেণী বিভাগ প্রাকৃতিক, ইহা মনুষ্য সমাজ মাত্রেই অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানপ্রধান প্রকৃতির ও কর্ম্মপ্রধান প্রকৃতির উন্নতি বিধায়িনী শিক্ষা একরূপ কখনই হইতে পারেনা। যে বীর সে কি বসিয়া বসিয়া মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব ভাবিতে থাকিবে? না কবিতা রচনা করিবে? সাত্ত্বিকী প্রকৃতির শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার—স্বতন্ত্র হওয়া চাই। তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থা (Environment) সেই প্রকৃতি পরিপোষণের অনুকূল হওয়া চাই। বীর কেশরীর শিক্ষা ক্ষেত্র সমরাঙ্গণ, বিপণি নহে। এই সাত্ত্বিকাদি জাতি সংরক্ষণ (Preservation of the species) আবার প্রকৃতির অভিপ্রেত। তাই পিতৃ মাতৃ লব্ধ শক্তির সংক্রমণও চাই (Heredity)। সুতরাং জ্ঞান প্রধান মানব সকল উৎপাদন ও রক্ষণ জন্য পিতা, মাতা, অবস্থা, বাহ্য শিক্ষা, দীক্ষা, আদি তদনুকূল করা চাই। সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানব রক্ষার জন্য, প্রকৃতির অনুকূল করিয়া সমাজ গড়িতে হইলে, এক সাত্ত্বিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। রাজসাদির সম্বন্ধেও ঐ কথা। সুতরাং মানব সভ্যতার উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়া যখন প্রকৃতির প্রকৃত মর্ম্মাববোধে সক্ষম হয়, তখন এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়া সমাজের উন্নতি করিতে বাধ্য হয়। এই সকল শ্রেণীকে অব্যভিচারী রাখিতে হয়, নতুবা প্রাকৃতিক ব্যভিচার ঘটে, ত্রিগুণ তত্ত্বের মর্য্যাদা থাকেনা। তাই এই সকল শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ আহারাদি বন্ধ রাখিতে হয়, ইহার মধ্যে অতিশয় সূক্ষ্ম গবেষণার বিষয় আছে। আজকাল অনেকের ধারণা ব্রাহ্মণেরা আপনাদের ভাগে সমস্ত উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়া লইয়া অন্যের যাহাতে উন্নতি না হয়, তাহার ব্যবস্থা আঁটিয়া গিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের স্বার্থপরতাই একমাত্র মন্ত্র হইলে এরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা অসম্ভব ছিলনা। কিন্তু নিঃস্বার্থ পরোপকারই যাঁহাদের ব্রত, আত্মধ্যানে মগ্ন হইয়া জগৎ ভুলিয়া যাওয়াই যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য, তাঁহাদের বিরুদ্ধে এইরূপ অসার মন্তব্য প্রকাশ করা ক্ষুদ্র হৃদয়েরই পরিচায়ক। তাঁহারা যে সমাজের সকলকে লইয়া, সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগাদি উপেক্ষা করিয়া দীন দরিদ্রের মত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন! আর্য্য সভ্যতার প্রবাহই যে অন্য রকমের। এখানে ঐশ্বর্য্য ভোগ, বিত্তোপার্জ্জনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনের লক্ষ্য নহে, বরং তাঁহাদের অভিলষিত জীবনের লক্ষ্য সম্পাদন করিতে হইলে ভোগৈশ্বর্য্যের প্রতি ঔদাসীন্য দেখানই স্বাভাবিক। যাহারা রজস্তম গুণ যুক্ত, যাহারা বৈশ্য, তাহারাই এই ধন সম্পত্তি লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাড়াচাড়া বেশী করে, তাহাও হিন্দু জীবনের আদর্শে যথেষ্ট সংযত হইয়া। ভারত সভ্যতার উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতবর্ষে এই প্রকৃতির অনুকূল বর্ণ বিভাগ দেখিতে পাই। ইহাতে শ্রেণী বিশেষের স্বার্থের লেশ মাত্রও নাই। এই বর্ণ বিভাগে প্রকৃতির প্রকৃষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করা হইয়াছে মাত্র। সত্ত্বগুণী শ্বেতবর্ণ জ্ঞানপ্রধান প্রকৃতির যে শ্রেণী তাহাই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়; লোহিত বর্ণ রজোগুণী বীর জাতির নাম ক্ষত্রিয়; পীতবর্ণ বা মিশ্রবর্ণ বণিক জাতির নাম বৈশ্য, এবং তমোগুণী কৃষ্ণবর্ণ সেবক জাতির নাম শূদ্র। বর্ণানুসারে এই বর্ণ বিভাগ প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট; ইহাতে কাহারও জোর বা স্বার্থপরতা নাই। প্রকৃতি থাকিলেই ত্রিগুণ থাকিবে, ত্রিগুণ থাকিলেই ত্রিগুণান্বিত জনগণের উন্নতির জন্য বর্ণ-বিভাগ প্রয়োজন হইবেই হইবে, নতুবা উন্নতি না হইয়া বিশৃঙ্খলতা ও অশান্তি, সমাজবিপ্লব, রাজদ্রোহাদি অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতি ভেদ হইলেই অধিকার ভেদ। সুতরাং ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের অধিকার ও কর্ম্ম একরূপ নহে। প্রয়োজনই বা কি? সুতরাং নিজ নিজ প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির উৎকর্ষই শ্রেয়ঃ। জ্ঞানপ্রধান বালককে জোর করিয়া ভূমি কর্ষণ করাইলে, অথবা কৃষককে জোর করিয়া যুদ্ধ করাইলে, অন্যায়ই হইবে। যাহার যাহা ক্ষমতা ও শিক্ষা, তাহাকে দিয়া তাহাই করান বিধি। সুতরাং বর্ণবিভাগ বুঝিলে, অসন্তোষ না হইয়া সন্তোষই আসিবে। এই চারি বর্ণ ত হিন্দুই, একই কর্ম্মভূমি ভারতের এক পরিবার ভুক্ত। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সামর্থ্য এক নহে, ইহা বুঝিলে কেন বিরোধ ঘটিবে? ব্রাহ্মণ শূদ্রে জেতা-বিজেতা সম্বন্ধ নহে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তবে মধ্য-এশিয়া হইতে হিন্দুগণের ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন এবং অনার্য্যগণকে পরাভব ও শূদ্রত্ব প্রদান রূপ অমূলক উপকথা প্রচার করিয়া কেন অশান্তি আন? "সংস্কৃতই সকল ভাষার জননী," "ভারতবাসী হিন্দু হইতেই ম্লেচ্ছ" যবনাদি জাতির উৎপত্তি, পুরাণ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবে। তবে ভাষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞান মিথ্যা নহে। মধ্য-এশিয়ার গল্পটা কল্পনা মাত্র। মধ্য-এশিয়া কি মধ্য-ইউরোপ, এখনও তাহারই নির্ণয় হইল না; আর এই বালির বাঁধের উপর এই অশান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা! বর্ণ বিভাগ প্রাকৃতিক এবং ভ্রাতৃভাব পরিপোষক। ব্রাহ্মণের বহু আয়াস সাধ্য তত্ত্বরাশি সরল কথায় তাঁহার সেবক শূদ্র শিখিয়া জ্ঞান লাভ করিত। ইহাতে শূদ্র আপনাকে কৃতার্থই জ্ঞান করিত। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানকে জ্ঞান দিবেন, ক্ষত্রিয় দুর্ব্বলকে অভয় দিবেন, বৈশ্য নির্ধনকে ধন দান করিবেন; তোমাদের ছোট ভাই শূদ্র, বড় আদরের ধন, তোমাদেরই আশ্রিত। পরিব্রাজকের এই উপদেশে ধীরে ধীরে সুধাতাস বহিতে লাগিল; দ্বিজাতিগণ অভিমান ও শূদ্রগণ ঔদ্ধত্য ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

(৩) জন্মান্তরবাদ—

কিন্তু এইখানে একটু গোল বাধিল। সন্দেহবাদিগণ প্রশ্ন করিলেন, যদি শূদ্রগণের মধ্যে সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক থাকেন, তাঁহাকে কি ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত করা হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষে সেই প্রাকৃতিক চারিবর্ণ আর নাই, বহুজাতি হইয়াছে। অধিকন্তু দ্বিজাতিগণ নিজ নিজ প্রকৃতির অনুকূল কর্ম্ম বা জাতি নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পরিত্যাগ ও অপরের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই শূদ্রের মধ্যে সাত্ত্বিক প্রকৃতির কথা উঠিতেছে। নতুবা কেহ সাত্ত্বিক প্রকৃতির থাকিলে আদৌ শূদ্র কুলে যাইবে কেন? কারণ, জননী জঠরই জাত্যন্তর লাভের প্রকৃত দ্বার। গুটি পোকা যেমন আপনার গুটিরূপ জঠরে আসিয়া ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রজাপতিত্ব লাভ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণের সেবা করিতে করিতে ব্রাহ্মণের প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, শূদ্র ক্রমে ক্রমে জন্মান্তর চক্রে পড়িয়া ব্রাহ্মণী জঠরে স্থান লাভ করে। বর্ণ বিভাগ সামাজিক হইলে, সমাজপতিগণ উচ্চ কুলে নীচকুলকে গুরুস্থান দিতে পারিতেন। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইবার নহে, কারণ ঐ বিভাগ প্রাকৃতিক। তবে বিশ্বামিত্রের কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কিন্তু সেখানেও দেখা গিয়াছে ব্রাহ্মণের শক্তি বিশ্বামিত্রের জননী গর্ভে এবং ক্ষত্রিয়ের শক্তি পরশুরামের মাতৃ কুক্ষিতে নিহিত হইয়াছিল বলিয়া, ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য প্রয়াসী ও ব্রাহ্মণ রাম ক্ষত্রিয়প্রকৃতি হইয়াছিলেন। নতুবা পরশুরাম ব্রাহ্মণ্য বলেই পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে পারিতেন, ক্ষাত্রবলের প্রয়োজন হইত না। সুতরাং যাহার যে প্রকৃতি তাহাকে সেই প্রকৃতির অনুরূপ বর্ণে আকৃষ্ট হইতে হইবে এবং সেই কুলেই জন্মিতে হইবে। এই প্রকৃতি লাভ অর্থাৎ "ত্রিগুণের আধিক্য বশতঃ" কেহ সাত্ত্বিক প্রকৃতির, কেহ রাজস, কেহ তামস এরূপ হয় কেন? ইহা কি স্বভাবের কর্ম্ম? অর্থাৎ ঈশ্বর কি এই প্রকৃতি বৈচিত্র্যের কারণ? অথবা ইহার অন্য কারণ আছে? ঈশ্বর যদি এই জগতে প্রকৃতি বৈচিত্র্যের, সুখ দুঃখাদি তারতম্যের, জন্মান্ধ, জন্ম-বধির ও মূকাদির হেতুভূত হয়েন, তবে তাঁহাতেও পক্ষপাতিত্ব দোষ স্পর্শ করে। তাহা ত ঈশ্বরে অসম্ভব। জড়া প্রকৃতি ত তাঁহারই নিয়ন্তৃত্বের অধীন; সুতরাং প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিতে গেলে, তাঁহার নিয়ন্তৃত্বে ও সর্ব্ব শক্তিমত্তায় ব্যাঘাত ঘটে। আমরা দেখিয়াছি, আমরা যে সকল কর্ম্ম করি, তাহার সংস্কার আমাদের মধ্যে থাকে। পুনঃ পুনঃ কর্ম্মঘটিত সংস্কারে লোকের চরিত্র গঠিত হয়। কর্ম্মই প্রকৃতি গঠনের হেতু। ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ইহ জীবনে জন্মকালীন যে প্রকৃতি লইয়া জীব জন্ম গ্রহণ করে, তাহার বহু কারণ থাকিলেও মাতৃ-প্রকৃতি, পিতৃ-প্রকৃতি, জন্মকালীন মাতৃ পিতৃ মানসিক ভাব, গ্রহাদির অবস্থান, তাৎকালিক নৈসর্গিক অবস্থা, কাল ভেদাদি এবং জন্মান্তরীয় সংস্কার আদি "সমুদায় কারণ গুলির প্রধান হেতু জন্মান্তরীয় কর্ম্মজন্য সংস্কার সমষ্টি"। কেহ সত্ত্বানুকূল কর্ম্ম করিলে তাহাতে সাত্ত্বিক সংস্কার রাশি উৎপন্ন হইয়া সাত্ত্বিকী প্রকৃতি গঠন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে। সত্ত্ব প্রধানা প্রকৃতির জীব সত্ত্ব-প্রধান কুলে, সত্ত্বপ্রধান পিতৃ মাতৃ সম্মিলনে, সত্ত্বাধিক্য ব্যঞ্জক গ্রহাদির অবস্থান কালে ও তদ্রূপ নৈসর্গিক অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিবে। এই ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ঈশ্বরের কার্য্য; কারণ তিনি নিয়ন্তা ও কর্ম্ম ফল বিধাতা। সুতরাং দেখিতে পাই নিজ নিজ কর্ম্ম জন্য প্রকৃতি লাভ করিয়া মানব তদনুকূল জাতিতে (যেখানে ঐ জাতি বিভাগ আছে) অথবা উচ্চকুলে (যথায় বর্ণ ভেদ নাই) জন্ম গ্রহণ করে। অতএব বুঝিতে হইবে এই সুখ দুঃখের তারতম্য ও প্রকৃতি বৈচিত্র্যের হেতু "কর্ম্ম"। সে কর্ম্ম ত ইহ জীবনে হয় নাই, সুতরাং প্রাগ্‌ভাব বা পূর্ব্ব জন্ম মানিতে হয়। এবং ইহ জীবনের কর্ম্মের ফল জন্য আবার পরজন্মও অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে জন্ম জন্মান্তর চলিতেছে।

(৪) অনাদি সৃষ্টিবাদ—

পুনরায় প্রশ্ন উঠিল "সৃষ্টির আদিতে তবে সৃষ্টি বৈচিত্র্যের হেতু কি?" উত্তর এই, "পূর্ব্ব সৃষ্টি কৃত কর্ম্ম"। তবে কি এই সৃষ্টির পূর্ব্বে আবার সৃষ্টি ছিল? অবশ্যই। ঈশ্বর নিত্য, তাঁহার শক্তিও নিত্যা। সুতরাং সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কারিণী শক্তিত্রয়ও নিশ্চয় নিত্যা। একটি বৃত্তের পরিধিস্থ তিনটী বিন্দুর ন্যায় চক্রধর ভগবানের সৃষ্টি স্থিতি লয় রূপ ত্রিভঙ্গ রহিয়াছে। অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি লয়, আবার সৃষ্টি স্থিতি লয়, পর্য্যায় ক্রমে এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে, চলিতেছে ও চলিবে। লয়ে জীবগণ কর্ম্মসহ প্রকৃতিতে লীন হইয়া ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করে। আবার সৃষ্টিকালে প্রকৃতির সহিত নিজ নিজ কর্ম্ম সহ উদিত হইয়া নিজ নিজ ফলভোগ করিতে থাকে মাত্র। "এই বিশ্বে ক্রমাবনতি ও ক্রমোন্নতি, এই দ্বিবিধ সৃষ্টিই রহিয়াছে।" একই বৃত্তের পরিধির একার্দ্ধ দিয়া উঠিলে ক্রমোন্নতি, আবার অপরার্দ্ধ দিয়া নামিলে ক্রমাবনতি। এই জন্য হিন্দু শাস্ত্রে যেমন এই পৃথিবীতে, মানব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টির আদিতে সমান শক্তি সম্পন্ন (খৃষ্টানের পুণ্য দেহ আদম) প্রজাপতি দক্ষাদির উৎপত্তির কথা দেখিতে পাই, এবং ক্রমে তাহা হইতে চতুর্ব্বর্ণের শেষে শূদ্রাদির উৎপত্তির কথাও আছে; তেমনি আবার বহু যোনি ভ্রমণানন্তর দুর্ল্লভ মনুষ্য দেহ লাভের কথাও আছে। প্রথমটি ক্রমাবনতির সৃষ্টি, দ্বিতীয়টী ক্রমোন্নতির সৃষ্টি। ভারতে প্রথমটি, আমেরিকাদিতে দ্বিতীয় জাতীয় (উন্নতি) দেখিতে পাই।

(৫) প্রথম জন্ম—

ক্রমোন্নতির (Evolution) কথা ধরিলে, আদিতে মানবোৎপত্তি অসম্ভব। ইহাতে অতি নিকৃষ্ট একজাতীয় প্রাণী (Protoplasm) হইতে দেশ কালাদির (Environment) বিভিন্নতা বশতঃ বিভিন্ন উৎকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টতর প্রাণী, পরে মনুষ্যের উৎপত্তি এবং মনুষ্যের মধ্যে এক এক জীবন ঘটিত বি ভন্ন অভিজ্ঞতা জন্য বিভিন্ন সংস্কার বা প্রকৃতি (Nature) প্রণোদিত কর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে বিচিত্রা প্রকৃতি (Character) এবং সুখ দুঃখাদির তারতম্যের কথা মীমাংসিত হয়। অপর দিক দিয়া ধরিলে একরূপ শক্তি বিশিষ্ট প্রজাপতিগণের সন্ততিগণের মধ্যে কাল ভেদ ও দেশ ভেদে বিভিন্ন সংস্কার; পরে বিভিন্না প্রকৃতি; বিচিত্রপ্রকৃতি প্রণোদিত কর্ম্ম; বিভিন্ন কর্ম্ম হইতে বিচিত্রা প্রকৃতি; পরে সুখ দুঃখাদির তারতম্য রূপ স্তর দেখিতে পাই। যে দিক দিয়া দেখ না কেন, বর্ত্তমান অবস্থাপন্ন মানব মানবী যে বহু জন্ম লব্ধ সংস্কারের ফল ভোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল মানব ও এই জগৎ সম্বন্ধে এই কথা নহে। এই উন্নতি অবনতির চক্র নিরন্তর সর্ব্বত্র বিঘূর্ণিত হইতেছে। "প্রবাহ রূপে সৃষ্টি অনাদি।"

(৬) পূর্ব্ব জন্মস্মৃতি—

যদি এত জন্মই থাকে তবে আমাদের পূর্ব্ব জন্ম কথা স্মরণ নাই কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ব জন্ম কেন, চারি বৎসরের কথা স্মরণ আছে কি? এই দুর্ব্বল মস্তিষ্ক রূপ যন্ত্র এবং উহার স্মৃতিশক্তি সসীমপ্রভাবশালী। তাই সংস্কারে থাকিলেও সকল কথা সকল সময়ে স্মৃতিশক্তির আয়ত্তাধীনে আসে না। তবে আসিবার উপায় আছে; যাঁহারা তাহা জানেন, তাঁহারা পূর্ব্ব জন্ম কথা স্মরণ করিতে পারেন। তাঁহারা জাতিস্মর অথবা যোগী। আবার মস্তিষ্ক শূন্য অবস্থায় (মৃত্যু ও জন্মের প্রাক্‌কালে) সকল কথাই স্মরণ হয়, কারণ তখন জড় সম্বন্ধ কম থাকে।

(৭) দ্বৈতাদ্বৈত—

তখন প্রশ্ন উঠিল—"জীব ও ঈশ্বর এক না ভিন্ন?"উত্তর হইল—"উভয়ই।" অর্থাৎ চৈতন্যাংশে এক, শক্তি অংশে ভিন্ন। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিময়, অনন্ত প্রভাব, জীব স্বল্পশক্তি; কিন্তু যে বস্তু থাকাতে জীব জানিতে পারে, অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান, যে তত্ত্বের অস্তিত্বে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সেই চৈতন্যের সহিত একজাতীয়। সুতরাং জ্ঞান, চৈতন্য বা আত্মা অংশে উভয়ে এক। যেমন মাতা ও শিশু দুইজনের দেহ একই রক্ত মাংসে নির্ম্মিত, কিন্তু মাতা পূর্ণশক্তি, শিশু অল্পশক্তি; মাতার আশ্রিত। জীব শিবে তাই শক্তি অংশে দ্বৈত, চৈতন্য অংশে অদ্বৈত। তাই বিশ্ব জননীর সহিত মানবের মাতা পুত্র সম্বন্ধ। আত্মা বা ব্রহ্ম অংশে উভয়ে এক জাতীয় (তাই এত টান)। কিন্তু মাতৃশক্তি পূর্ণ পরিস্ফুট, পুত্র শক্তি অস্ফুট; উন্নতি সাপেক্ষ। এই অস্ফুট প্রসূন প্রস্ফুটিত করাই ভবলীলা।

(৮) জ্ঞান ও ভক্তি—

পুনরায় প্রশ্ন আসিল—"জ্ঞান বড়, না ভক্তি বড়?" ভক্তি দ্বিবিধা—গৌণী ও পরা। জ্ঞানও দ্বিবিধ—সাধন ও সাধ্য। "গৌণী-ভক্তি"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপেক্ষা "সাধন জ্ঞান" শ্রেষ্ঠ। কিন্তু "সাধন জ্ঞান" দ্বারা যে আত্মানুভূতি বা "সাধ্যজ্ঞান" লাভ হয়, তাহারই পরিপক্কাবস্থার নাম "পরাভক্তি"। ইহার ক্রম এই :—বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিষ্ঠা ; নিষ্ঠা হইতে শ্রদ্ধা বা গৌণী ভক্তি ; তাহা হইতে উপাসনা, উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান, জ্ঞান দ্বারা মুক্তি ও ভগবৎ সাক্ষাৎকার। তৎপরে সাধকের প্রতি যদি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হয়, তাহা হইতে পরা ভক্তি জন্মে।

(৯) নাম সাধন—

যদি জ্ঞান ও ভক্তি লাভ এত কঠিন, তবে কলির জীবের উপায় ?— **"নাম সাধন"**। হরি এই কথাটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সিদ্ধ মন্ত্র। ইহার উচ্চারণ মাত্র পাপ নষ্ট হয়। এই নামই জীবকে অধিকার দান করে ও অধিকারীকে মুক্তি ও ভক্তি দান করিয়া কৃতার্থ করে। ইহা অন্ধের যষ্টি, তৃষ্ণার জল, দরিদ্রের নিধি। ইহার নিকট জাতি বিচার নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নর নারী সকলেই ইহার নিকট সমান। পরিব্রাজক তাই, হরিনাম সাধন রূপ সুগম পথ প্রচার করিয়া কহিলেন ;—

"যত যোগ যাগের সাধন, দেখ জপ তপ আরাধন, হরিনাম সাগরের অগাধ জলের বুদবুদ যেমন ; হরিনাম সাগরে মগ্ন যেজন, তার কি সাধন আরও চাই ?" এবং সমুদয় নরনারীকে অভয় দান করিয়া বজ্র নির্ঘোষে বলিলেন—

"পরিব্রাজক বলে সার, নামে নাইকো জাত বিচার। নামে মূর্খ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার ; তুলে নামের নিশান নাম কর গান, হরিবোল বল সবাই"।

(১০) নারী পিশাচিনী নহে—

তিনি আরও জানাইলেন নারীজাতি "পিশাচিনী" নহে, নারী জাতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বজননীর বিভূতি, জননীর জাতি, নরকের দ্বার নহেন। পিশাচ আমাদের মন, তাই দেবীকে পিশাচিনী বোধ করে। চক্ষুরোগ হইলে জগৎ পীত বোধ হয়, সেজন্য জগতে চূণ মাখাইলে চলিবে না, চক্ষুর রোগ সারাইবার জন্য প্রযত্ন কর। তাই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিলেন—

"নারী মাতা, সবিতা নারী
কেঁও নারী নরক মূল ?
নারী পিশাচী কহনা তেরা
মলিন মনকা ভূল ॥"
নারী যে আমার জননীরে,
নারী যে আমার প্রসবিতা
নারীকে পিশাচী বলা জেন
তোমার মনের মলিনতা ॥

এতদিনে একেশ্বর বাদ, ভ্রাতৃভাব ও নরনারীর অধিকার হিন্দুভাবে প্রচারিত হইল। সকল আপত্তির অবসানে, সকল বর্ণের নরনারী তাঁহার অভয় বাণী লাভে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও ভগবদারাধনায় নিবিষ্ট হইল। চারিদিকে হরিসভা সমূহ স্থাপিত হইতে লাগিল ও হরি সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। যেখানে শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিনামে গলদশ্রু ও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া গমন করিতেন, অগণ্য নরনারীর অগণ্য কণ্ঠ হইতে হরি হরি ধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিত। শিক্ষিত সম্প্রদায় এক্ষণে বিগত-সংশয় হইয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই ধর্ম্মান্দোলনে শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর কয়েকজন সহকর্ম্মী ছিলেন, তাঁহারা এই ধর্ম্মান্দোলন কার্য্যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম এইখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে ঋষিপ্রতিম পণ্ডিতাগ্রগণ্য সুবক্তা ৺শশধর তর্কচুড়ামণি, বরিশাল নিবাসী সুপ্রতিষ্ঠিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, পরম ভক্ত সুবক্তা পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী, পাটনার পণ্ডিতবর ৺অম্বিকা দত্ত ব্যাস, কুমারখালীনিবাসী সাধক ও সুবক্তা পণ্ডিত ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরি উক্ত প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতবর্গের সাহচর্য্যেই স্বামীজীর ধর্ম্ম প্রচার এত অত্যধিক ভাবে সফলতা লাভ করিয়াছিল, এবং এত দ্রুত এই ধর্ম্মান্দোলন ভারতের সমস্ত প্রান্তের জনগণের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ভারতের এই ধর্ম্মান্দোলন ব্যাপারে আর একটী মহাপুরুষের নাম সমধিক উল্লেখ যোগ্য। তিনি জগদ্‌বিখ্যাত পরমহংস রামকৃষ্ণদেব! সুরধুনীতট সমাশ্রিত রাণী রাসমণির উদ্যানে যে রাসরসেশ্বরীর শ্রীমূর্ত্তি আছে তাঁহারই চরণতলে এই অপূর্ব্ব কুসুমটী মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ইনি গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভগবানের মাতৃভাবের উপাসক ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে মহাত্মা তোতাপুরীর নিকট বৈদান্তিক সমাধি সিদ্ধি লাভে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। প্রাক্তন-পুণ্যে মন্দাকিনীর পবিত্র বেগধারার ন্যায় ভক্তির বিমল বেগে তাঁহার হৃদয় টলমল করিয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং ভাব সাগরে মগ্ন হইয়া অনেকের জীবনে যুগান্তর আনাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভাব সমাধিতে মগ্ন হইতে হইতে তাঁহার হৃদয়ে সারাবলোকিনী বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উদয় হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিলেন, সকল ধর্ম্মের লক্ষ্যই সেই এককে লাভ করা, এবং সেই একই "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—এই বিশ্বসংসারে আনন্দ ও অমৃতরূপে বিভাসিত হইতেছেন।

এই ধর্ম্ম বিপ্লবের যুগে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ এই দেশবাসিগণকে অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলিতেছিল তখন এই পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী দুইজনেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মভাব উদ্দীপনার জন্য প্রভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টাও যেমন অসাধারণ, তাহার ফলও তদ্রূপ অসামান্য।

রামকৃষ্ণদেব ও শ্রীকৃষ্ণানন্দের ধর্ম্ম প্রচারে মণি-কাঞ্চন যোগ ঘটিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণানন্দ শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত সকলের মধ্যেই এই ভাবটী স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—যে অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যাহাই হউক, হিন্দুর শাস্ত্র ও সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিলে হিন্দুর ধর্ম্মজীবন বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিবেই, এবং এজন্য অন্য কাহারও দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন নাই। হিন্দুর শাস্ত্রাদি জ্ঞানে ধর্ম্মে বিজ্ঞানে এত সমুন্নত যে তাহাকে কাহারও নিকট হইতে শিক্ষা লইতে হইবে না, নিজের দেশের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট যে কোন সাধন প্রণালীর অনুসরণ করিলেই জীবন কৃতকৃত্য হইতে পারিবে—এইজন্যই তিনি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিবিধ ধর্ম্মমত ও তন্নিহিত জ্ঞান বিজ্ঞানের কথাগুলি স্পষ্ট ও বিশদভাবে আলোচনা করিয়া তাহারই নিয়ম প্রণালী সকলকে পালন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; সমস্ত কূট প্রশ্ন ও সন্দেহের সদ্ব্যাখ্যা ও সদুত্তর দিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। ইহাই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের বিশেষত্ব। অবশ্য তিনি অন্য কোন ধর্ম্মমতের নিন্দা করেন নাই, এবং অপর কোন ধর্ম্মমতের বিশিষ্টতা কি তাহাও আলোচনা করেন নাই; কেবল স্বদেশের শাস্ত্রানুকূল ধর্ম্ম ও তাহার পালনে সকলকে সচেতন করিয়া তুলিলেন ও তাহার সাধন প্রণালীও কিরূপ উৎকৃষ্ট তাহাই সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। আর রামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনের অপূর্ব্ব সাধনা দ্বারা আমাদের ধর্ম্মমত যে কোন ধর্ম্মমত অপেক্ষা হীন বা দুর্ব্বল নহে, বরং কত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, তাহা নিজ সাধন জীবন দ্বারা দেখাইলেনই, অতিরিক্ত তিনি জগতের সকলকেই এক অপূর্ব্ব কথা শুনাইলেন যে, যে কেহ যে ধর্ম্মসমাজের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করুন না—তিনি খৃষ্টিয়ান হউন, মুসলমান হউন, বৌদ্ধ হউন—তিনি যদি নিজ ধর্ম্মে ও তাহার সাধনে মজিয়া যাইতে পারেন, তবে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন ত কৃতার্থ হইবেই, তাঁহাকে কখনও অন্য ধর্ম্মমতের আশ্রয় লইতে হইবে না, এবং তত্তৎধর্ম্ম পালনেই তিনি শুভগতি লাভ করিতে পারিবেন। তিনি আরও বুঝাইলেন প্রত্যেক ধর্ম্মমতের মধ্যেই মহাসত্য নিহিত আছে; তিনি স্বয়ং সাধন করিয়া নিজ জীবনে তাঁহার প্রমাণ লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাই নির্ভয়ে জগতের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়কেই অভয় দান করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহারই ধীমান্ শিষ্য বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ ভারত বর্ষের বাহিরে পাশ্চাত্য জগতে ভারতের এই মহামহিমান্বিত সাধকের অপূর্ব্ব উদার ধর্ম্মভাবের, তাঁহার সাধন ও মতের কথা পাশ্চাত্যবাসী দিগকে শুনাইয়া আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে বহু মনস্বী ব্যক্তির শ্রদ্ধা আকর্ষণে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন।

যখন শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর ধর্ম্মান্দোলনের ফলে দেশবাসী একবার আপনার দেশের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির প্রতি নেত্রপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময় দেশের সুসন্তান প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রও এই ধর্ম্মান্দোলনে স্থির থাকিতে পারেন নাই, তিনিও সেই সময় ধর্ম্মব্যাখ্যা ও গীতাব্যাখ্যায় মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাতেও বহুলোকের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এবং ঠিক এই সময়েই মহাত্মা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার সরকার, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সুধীগণ ধর্ম্মপথে ফিরাইবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছিলেন। তাঁহাদের সে আহ্বানবাণী যে নিষ্ফল হয় নাই, তাঁহাদের গ্রন্থাদির বহুল প্রচার তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইঁহাদের লেখা ও চিন্তার মধ্য দিয়া ভারতের এই যুগের ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাসের অনেক তথ্যই সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও রামকুমার বিদ্যারত্ন (পরে স্বামী রামানন্দ ভারতী) মহাশয়দ্বয়ের এবং কাশীর সুপ্রসিদ্ধ রাজযোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের নামও কম উল্লেখযোগ্য নহে। প্রথমোক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশয়দ্বয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া ধর্ম্মাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন ; পরিশেষে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ও হিন্দুধর্ম্মানুকূল সাধনপথ গ্রহণ করিয়া অত্যুচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, এবং বহু বিপথগামী ও ধর্ম্মপিপাসুকে সুপথে আনয়ন করিয়া তাহাদের জীবনকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। আর শেষোক্ত লাহিড়ী মহাশয় গীতার প্রচার ও যোগাভ্যাসের সাধনতত্ত্ব জনসমাজে প্রচার করিয়া দেশবাসীর যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন ; তাঁহার সাধনলব্ধ শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া এবং তাঁহার নিকট শাস্ত্রের নিগূঢ় ব্যাখ্যা শুনিয়া জনসমাজ আবার ঋষিসেবিত সাধনপন্থার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

হিন্দুধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন এমন দুইজন বিদেশী মহিলা ও পুরুষের নামোল্লেখ করিতে পারি। মহিলার নাম ম্যাডাম্ ব্লাভেটস্কি ও পুরুষটি মহামতি কর্ণেল অলকট্। ইঁহাদের সদ্দৃষ্টান্ত ও সদুপদেশেও বহু ধর্ম্মভ্রষ্ট শিক্ষিত হিন্দুসন্তান হিন্দুধর্ম্মের অন্তঃপুরের নিগূঢ় সমাচার অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইহাই "ভারতে ধর্ম্মান্দোলনের" সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহা ভাল করিয়া না বুঝিলে আমাদের লিখিত মহাপুরুষের জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য ও তাঁহার জীবনব্যাপী মহান্দোলন ও প্রচার কার্য্যের মর্ম্মস্থল ভেদ করিতে লোকে সমর্থ হইবে না, তাই এই বিষয়টি একটু বিস্তৃত ভাবেই আলোচিত হইল।

কিমধিমিতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম খণ্ড

—*—

—সমিধাহরণ—

শকাব্দ ১৭৭১—১৭৯১

বঙ্গাব্দ ১২৫৬—১২৭৬

খৃষ্টাব্দ ১৮৪৯—১৮৬৯

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

প্রথম অধ্যায়

জন্মস্থান

—ভাগীরথী-তীরে গুপ্তপল্লী বা গুপ্তিপাড়া—

পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর দক্ষিণ ও পশ্চিমতীরে গুপ্তপল্লী গ্রাম অবস্থিত। শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে এই স্বনাম-প্রসিদ্ধ গণ্ড গ্রামের ব্যবধান প্রায় সাত ক্রোশ হইবে। মধ্যে বর্দ্ধমানাধিপতির দেবালয়-শোভিতা কালনা। কালনা বর্দ্ধমান জিলার একটী সবডিভিসন বা মহকুমা। এক সময়ে ইহা একটী সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। কালনা হইতে পূর্ব্বদিকে তাকাইলে জাহ্নবী-তীরস্থ গুপ্তপল্লীর শ্যামল শাদ্বল শোভিত বেলাভূমি বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে গঙ্গার পর পারেই শান্তিপুর অবস্থিত। শ্রীগৌরাঙ্গের যে প্রেম-প্রবাহে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়"—সে প্রেমের তরঙ্গ গঙ্গাস্রোতে মিশিয়া শান্তিপুর ও গুপ্তপল্লী দু'টী কূলই প্লাবিত করিয়াছিল।

জননী জহ্নুতনয়া গুপ্তপল্লীর উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া যেন গুপ্তবৃন্দাবন গ্রামখানি স্নেহাঙ্কে ধারণ ও আলিঙ্গন করিয়া দক্ষিণ মুখে প্রবাহিতা। মায়ের স্নেহের আবেগ—গঙ্গার জোয়ার—এই গুপ্তপল্লী পর্য্যন্তই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

কালনা ও কলিকাতাগামী বাষ্পীয় পোতে গঙ্গার তটে তটে এই পথ অতিক্রম কালে অনেক সময়ই গুপ্তপল্লীর শ্যামল শস্যক্ষেত্র, গোচারণ-ভূমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

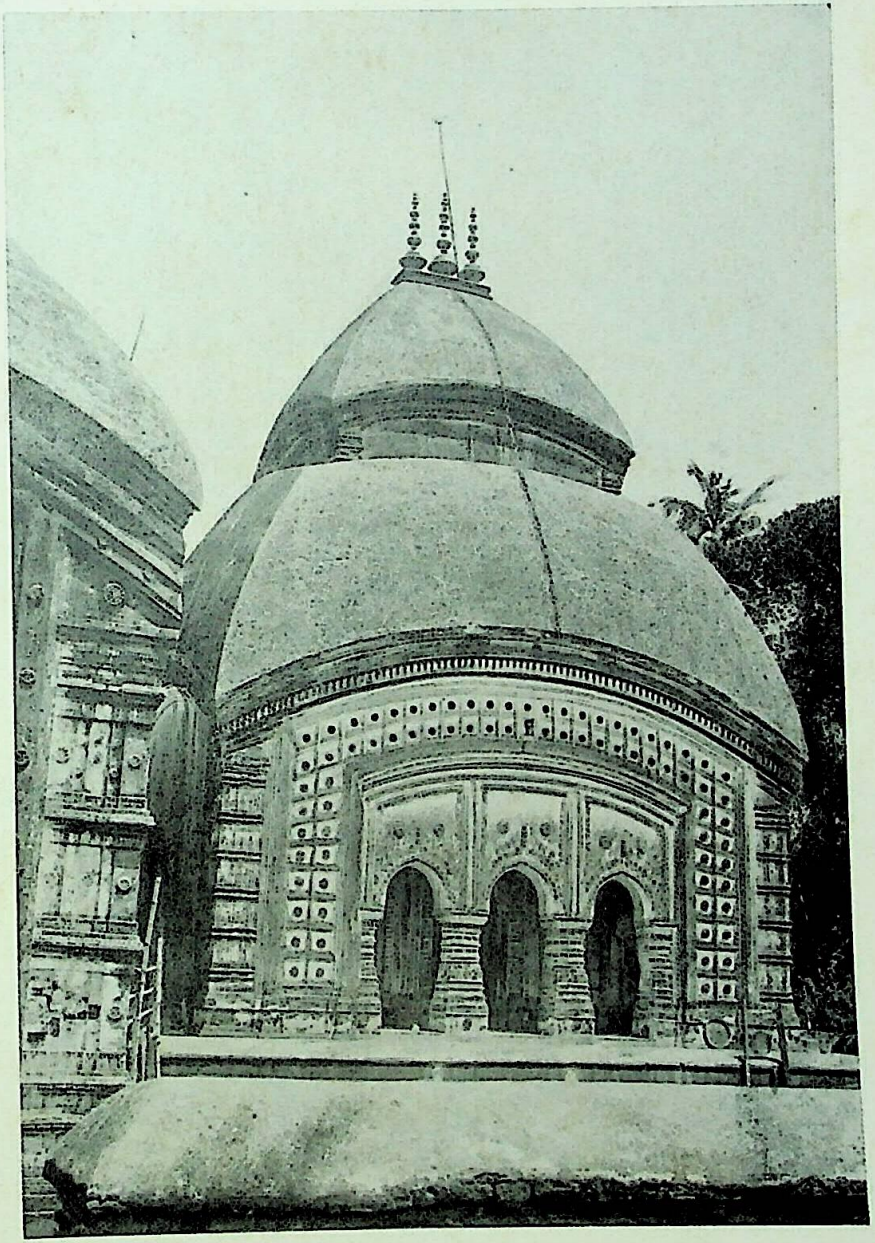

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির, গুপ্তিপাড়া

পৃঃ ৩৯]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও প্রাকারাকারে দণ্ডায়মান ঘন সন্নিবিষ্ট আম্রকানন গোমতী তীরস্থ নৈমিষারণ্যের শোভা ধারণ করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। আর সেই নিবিড় বনভূমির অন্তরাল হইতে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরাগ্রভাগ ও জগন্নাথ দেবের গরুড়ধ্বজ রথের অত্যুচ্চ শিখরদেশ উৎসুক দর্শকের নয়ন পথে পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ করিয়া দেয়। ঘটনাক্রমে সন্ধ্যা সমাগম হইলে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সন্ধ্যারতির শ্রুতিসুখকর শঙ্খধ্বনি আরোহিগণের উৎসুক হৃদয় ভক্তিভাবে আর্দ্র করিতে থাকে।

"মহাপুরুষ-চরিতম্" প্রণেতা কবি গুপ্তপল্লীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

তস্মিন্ হুগলি প্রথিতবিষয়ে গুপ্তপল্লীতি নাম
পল্লীরম্যা কুসুমদশনা নূত্নদূর্ব্বাম্বরী চ।
গঙ্গা যস্যা রজতসলিলা হার-শোভাং বিধত্তে
হিত্বা বৃন্দাবিপিনবসতিং বর্ত্ততে যত্র কৃষ্ণঃ॥

হুগলী জেলায় গুপ্তপল্লী নামক পল্লী আছে, ইহা সুন্দরী কুসুম-দশনা ও নূতন দূর্ব্বা-বসনা। রজত-সলিলা ভাগীরথী তাহার হারের ন্যায় বর্ত্তমান। বৃন্দাবন বাস পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে বর্ত্তমান আছেন।

গ্রামান্তর্ভাগ প্রধানতঃ নিবিড় আম্রকাননে আচ্ছাদিত। পথি পার্শ্বে অশ্বত্থ, বট ও নিম্বাদি বৃক্ষরাজি বিরাজিত, স্থানে স্থানে কদলীবন ও তিন্তিড়ী, তাল, নারিকেল বৃক্ষে পূর্ণ পুষ্করিণী, কমল কহ্লার সেবিত সরোবর এবং ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের লীলাস্থল ও শ্রীমান্ দিগের সৌধমালা। মধু মাসের সমাগমে যখন কুসুম-কুল মলয় পবনের অস্ফুট চুম্বনে বিকসিত হইতে আরম্ভ করে, বহুদূর বিস্তৃত ঘন সন্নিবিষ্ট রসাল পাদপের সর্ব্বত্র মুকুল সকল দেখা দেয়, পল্লবাভ্যন্তরে কৃষ্ণকায়া গোপন করিয়া কুহু কুহু রবে কোকিলকুল যখন কূজন করিতে থাকে, তখন গুপ্তপল্লীর নয়নমনোমোহন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিলে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বভাব সৌন্দর্য্যে এ স্থানটীকে ঠিক যেন বৃন্দাবন বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ এইখানে ভক্তজন-মনোহর শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিরাজ করেন বলিয়া লোকে ইহাকে 'গুপ্তবৃন্দাবন' নামে অভিহিত করিয়া থাকে; এবং ইহা একটুও অত্যুক্তি নহে। প্রকৃতই এই পল্লীটীর নৈসর্গিক শোভা মধ্যে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের দিব্য তেজঃপুঞ্জপূর্ণ মঞ্জুল-হাস্য বিকসিত শ্যাম-সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করিলে মনঃ প্রাণ বিমোহিত হইয়া যায়। গুপ্তপল্লীর যা কিছু গৌরব শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে লইয়া। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দূরাদ্দূরতর দেশ হইতে বহুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। নবদ্বীপ যাত্রিগণ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে দর্শন না করিলে আপনাদিগকে যেন কৃতার্থ বোধ করেন না, এইজন্য প্রায় অনেক সময়েই গুপ্তপল্লীতে সাধু সন্ন্যাসী, ভক্ত সাধকগণের সমাবেশ হইয়া থাকে। এইখানে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের আবির্ভাব—সে এক অপূর্ব্ব দেবলীলা। ন্যূনাধিক তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যোগীন্দ্র শ্রীমৎ সত্যদেব সরস্বতীর গুপ্তপল্লীতে শুভ সমাগম, স্বপ্নাবেশে তাঁহাকে বৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শন দান, শান্তিপুরস্থ ভক্ত গৃহস্থের আদর ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে বনমধ্যস্থ সন্ন্যাসীর কুটীরে আসিবার আদেশবাণী, ভক্তিমতী সাধ্বী সতীর আপনার প্রাণ-প্রতিম অভীষ্ট দেবতার চরণতলে আত্মবিসর্জ্জন—(পাদটীকায় উল্লিখিত) এ অপূর্ব্ব কাহিনী একবার ভক্তের ভাষায় পাঠ করিয়া দেখুন, ভগবৎ ভক্তি প্রেমে প্রাণ উছলিয়া উঠিবে। *

---

* শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ও স্বামী সত্যদেব সরস্বতী।

নিরবলম্ব সাধু সত্যদেব গঙ্গার পরপারে শান্তিপুরে গমন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটী ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহে লোকজনের বড় সাড়া শব্দ নাই, বালক বালিকার কোলাহল নাই, অথবা কেহ সে বাড়ীতে থাকে বলিয়া অকস্মাৎ বোধ হয় না। সরস্বতী স্বামী ধীরে ধীরে গৃহের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সেখানে পুরুষের নাম গন্ধও নাই, কেবল একটী সুরূপসী নারী বিজনে আসনে বসিয়া সম্মুখস্থ ত্রিজগন্মোহন একটী অপূর্ব্ব কৃষ্ণমূর্ত্তির পূজা করিতেছেন এবং মনের মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুপ্তপল্লীর যে বিজন বনে স্বামী সত্যদেব নিজ প্রাণ প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার চতুঃসীমাই "কৃষ্ণবাটী" নামে প্রসিদ্ধ। স্বামীজির শিষ্য বৈদ্যকুল-গৌরব রাজা বিশ্বেশ্বর গুপ্ত রায় নিজ দত্ত ভূমি খণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া সমস্ত ভূমি সম্পত্তি তাঁহারই সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিলেন। সৌভাগ্যবান্ বিশ্বেশ্বর অপুত্রক হইলেও সদ্‌গুরুকৃপায় পরের পুত্রকে পোষ্যপুত্র লওয়া বিড়ম্বনা মাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এবং যিনি পর হইতেও পরাৎপর, এবং যাঁহাকে পুত্র বলিয়া নন্দ যশোদা জন্ম জীবন সার্থক করিয়াছিলেন, তৎপ্রতি অপত্য বুদ্ধিতে সংসারের যাবতীয় বস্তু ও সম্পত্তি তাঁহারই সেবায় অর্পণ করিয়া বিশ্বেশ্বর পরম কৃতার্থ বোধ করিলেন।

কৃষ্ণবাটী

নৈবেদ্য সাজাইয়া ভক্তিভরে ভগবান্‌কে উৎসর্গ করিয়া দিতেছেন। নিভৃত কক্ষে সরস্বতী স্বামীজী দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের দিব্য মূর্ত্তি দর্শনে বিমোহিত হইলেন এবং দেখিলেন যেন প্রভু এ কামিনীর করকমল-সজ্জিত নিবেদিত মিষ্টান্ন রাশি ভোজন করিতেছেন। যাহা কেহ কখনও দেখিতে পায় না, যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয় না, ভগবান স্বয়ং না দেখাইলে যাহা জীবের কোন ক্রমেই দেখিবার উপায় নাই, তাহাই আজ কৃতকৃত্য সাধু দর্শন করিয়া নিজ নয়ন পরিতৃপ্ত করিলেন এবং তাঁহার যেন এইরূপ বোধ হইতে লাগিল যে ঐ যোগিজন-মনোমোহন বিগ্রহ তাঁহার সহিত আসিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন, এবং ইহাও বুঝিলেন—ইনিই স্বপ্নাদিষ্ট সেই "শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র"। সাধু দেখিলেন এ ভক্তিমতী যুবতী ভগবানের অকপট প্রেমে সাশ্রুলোচনে গদ্‌গদ বচনে ভগবচ্চরণে কতই স্তুতি করিতেছেন। সন্ন্যাসী ভকত-বৎসল ভগবান্‌কে এবং নিকটে অনুগত ভক্তকে দর্শন করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইলেন। ক্ষণ বিলম্বে সাধ্বী সতী আসন হইতে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন প্রাঙ্গণে একজন তেজঃপুঞ্জ-কলেবর সন্ন্যাসী বিরাজমান। অমনি তিনি সসম্ভ্রমে চকিত হৃদয়ে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভো! আপনি কে? কোথা হইতে কি জন্য এই দেবনিকেতনে আগমন করিয়াছেন?" সাধু ভগবানের ভোজন দর্শনে ও সাধ্বী সতীর ভক্তিভাবে বিমুগ্ধ হইয়া নিজেও প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন, ভক্তিমতীর সুমধুর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মা! আমি একজন ক্ষুদ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মহিমা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেবার ব্যবস্থাও ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল। বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে তালুক ও নানা দেবোত্তর সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া দিলেন। নবদ্বীপাধিপতিও ন-পাড়া গ্রামের জমিদারী স্বত্ব ভগবানের সেবায় সমর্পণ করিলেন। এইরূপে নানাদিক হইতে অর্থ ও ভূ-সম্পত্তি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবায় প্রদত্ত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ বিজনবিহারী বংশীধারী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বহু ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন।

জীব—সন্ন্যাসাশ্রমী, ভিক্ষা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি"। সাধ্বী এই কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন,এবং বলিলেন, "আপনি যথাভিরুচি ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া এই দুঃখিনীকে কৃতার্থ করুন"। ইহা শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, "আমি দণ্ডী, অগ্নি স্পর্শ করা আমার পক্ষে নিষেধ, অতএব আপনি যে অন্ন ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়াছেন, ঐ অন্ন ভিন্ন অপর কিছু ভিক্ষা করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই"। সাধ্বী তাহাই তাঁহাকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। সাধু কহিলেন, "এই ভিক্ষার দক্ষিণা চাই, কিন্তু আমি টাকা কড়ির প্রয়াসী নহি"। সতী বলিলেন, "বাবা! তবে কি দক্ষিণা দিব?" সাধু কহিলেন. "আপনার ঐ দেব-মূর্ত্তিটী"। সাধ্বী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, এইটী ভিন্ন যাহা চাহিবেন তাহাই দিব"। সন্ন্যাসী বলিলেন,"মা! তবে আমার ভিক্ষা গ্রহণ করা হইল না"। ব্রাহ্মণের কন্যা তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "প্রভু আজ আমাকে কি ঘোর বিপাকে ফেলিলেন, অতিথি সন্ন্যাসী অনাহারে গৃহ হইতে ফিরিয়া যাইবে, ইহাও ত মহাপাপ; প্রভুবিরহে আমি অনাথিনী হ'য়ে থাকিব সেও ভাল, তথাচ অতিথি সেবার অবহেলা করিব না"। প্রকাশ্যে বলিলেন, "নারায়ণ! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব, আপনি প্রসাদ গ্রহণ করুন"। সন্ন্যাসীকে পক্কান্ন প্রসাদ ব্যঞ্জনাদি সেবন করিতে দিয়া সাধ্বী সতী নিজ পূজার আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন ও ভগবানের কাছে কৃতাঞ্জলিপুটে ক'হতে লাগিলেন, "প্রভো! তুমি যে এখানে থাকিবে না,তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানি, তুমি উপরাম-যুক্ত সংযমী সন্ন্যাসীর সেবা বড় ভালবাস, তাই পিতাকে বংশ নাশের ভয় দেখাইয়া তোমাকে সন্ন্যাসীর কুটীরে পাঠাইতে বলিয়াছিলে, পিতা তাহাতেও ভয় না পাইয়া তোমার সেবা করিলেন; তোমার শ্রীমুখের বাক্য মিথ্যা হইবে কেন? একটী একটী করিয়া এ বাটীর সকলেই ইহলোক পরিত্যাগ করিল, আছি কেবল একাকিনী আমি;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায় শতাধিক বর্ষ হইল কলিকাতার বাগবাজার নিবাসী ৺গঙ্গা নারায়ণ সরকার মহাশয় বহু অর্থব্যয় করিয়া শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরের অত্যুচ্চ চূড়া সুদূর শান্তিপুরের পার হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রভো! বলিবার কিছুই নাই, চাহিবার কিছুই নাই, প্রাণ থাকিতে তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিব না, তাই কাঙ্গালিনীর প্রতি দয়া করিয়া নিজ চরণে বিলীন করিয়া লও।" গদ্‌গদ বচনে ভক্তিভরে বলিতে বলিতে সাধ্বী ভগবানের চরণ পদ্মের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল, অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে ক্ষণ মধ্যে ভক্তিমতীর নিঃশ্বাসের গতি অবরুদ্ধ হইয়া গেল; মহাযোগিনী মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

স্বামীজী এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ধন্য এই ভাগ্যবতী সতী যে ব্রহ্ম মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে তাঁহারই চরণ সমীপে ইহার প্রাণবায় উৎক্রান্ত হইল। এইরূপ মৃত্যু অমরগণেরও প্রার্থনীয়; কেননা এরূপ মরণে জন্ম, মরণ, জরা, যাতনা, রোগ, শোক, তাপ আর ভোগ করিতে হয় না। মহাপুরুষ এইরূপ ভাবনায় নিমগ্ন আছেন এমন সময় প্রসাদ পাইবার জন্য কতকগুলি লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সত্যদেব সরস্বতী এই ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত সমস্তই তাহাদিগকে বলিলেন। সত্যদেব সরস্বতীর পরিচয় পাইয়া এবং অদ্ভুত ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া ভদ্র ও অভদ্র বহু লোক সেই স্থানে সমবেত হইল; এবং সকলেই শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহকে সত্যদেব সরস্বতীর হস্তে সেবার্থ সমর্পণ করিলেন এবং ভক্তিমতী সাধ্বী সতীর ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া ও সৎকার জন্য তাঁহার দেহ গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। মহাযোগী সত্যদেব গদ্‌গদ ভাবে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া গুপ্তিপাড়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং পেতের বনে নিজ নির্জ্জন কুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং প্রেমের জলে নিত্য স্নান করিয়া প্রভুর নিত্য সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। ফলতঃ সিদ্ধ সাধক সেবিত জাগ্রৎ দেবতার চরণ স্পর্শেই গুপ্তিপাড়ার পূর্ব্ব মহিমা আরও বিশেষরূপে বিকসিত হইল। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রই গুপ্তিপাড়ার শ্রী ও সৌষ্ঠব, প্রতিষ্ঠা ও গৌরব। কৃষ্ণবাটীর অনেক লোকেই শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের ভোগ না হইলে স্বয়ং ভোজন করেন না। (শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-বিরচিত "শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র" হইতে উদ্ধৃত।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের দক্ষিণ পার্শ্বের সুবিশাল মন্দিরে মনোহর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সম্মুখস্থ বৃহৎ মন্দিরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও মহাবীরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং বামদিকে পৃথক্ মন্দিরে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রতিষ্ঠিত আছেন। দণ্ডী-স্বামীদিগের সেবায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূজা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। যে সকল বৈষ্ণব দণ্ডী সন্ন্যাসীর নাম শুনিলে সন্তপ্ত হয়েন, তাঁহারা গুপ্তপল্লীর দণ্ডী সন্ন্যাসী মহাত্মাদিগের পরম্পরাগত ব্যবহার দেখিয়া অবশ্যই নিজ নিজ কুসংস্কার পরিত্যাগ করিবেন।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ৺জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা গুপ্তপল্লীর একটী সর্ব্বপ্রধান পর্ব্ব। এরূপ অত্যুচ্চ রথ বাংলাদেশে আর কুত্রাপি নাই এবং পুরুষোত্তম ধাম ব্যতীত অন্য কোথাও কোন রথ এত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া যায় না। এই পর্ব্বোপলক্ষে লোক সমাগম বিংশতি সহস্রেরও অধিক হইয়া থাকে। শান্তিরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে পুলিশের সুব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই মেলায় বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্যের বিপণী শ্রেণীতে গুপ্তপল্লীর রথতলা মাসাধিক কাল ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হয়।

গুপ্তপল্লীর পশ্চিমোত্তর প্রান্তে শ্রীশ্রীরঘুনাথজীর পরম মনোহর মূর্ত্তি দেখিলে নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়। শ্রীরাম নবমীর দিন এইখানে বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে।

সুরতরঙ্গিণী তট বিহারী গুপ্তপল্লীর শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রজীকে দেখিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতে যেমন সাধু মহাত্মারা আসিয়া থাকেন, পূর্ব্বে সংস্কৃত শিক্ষার্থীরাও তদ্রূপ বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে গুপ্তপল্লীর মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণের চতুষ্পাঠীতে আগমন করিতেন। অন্ততঃ অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দর্শন শাস্ত্রাদির আলোচনায় গুপ্তপল্লী নবদ্বীপ হইতে অধিক ন্যূন ছিল না। তখন অধিকাংশ গ্রামের প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পল্লীতেই টোল ছিল। সজ্জনগণের সঙ্গগুণে সাধারণ লোকেও শাস্ত্রীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারিত। "গুপ্তিপাড়ার মাটীর গুণে দেবের ভাষা মানুষ জানে," "বিসর্গ ও অনুস্বার মুখে অবিরত। আর্ক ফলার লম্বা বোটা নেড়া মাথা যত॥" ইত্যাদি—গুপ্তপল্লীর সংস্কৃত চর্চ্চার প্রবাদ বাক্য সকল এক সময় ক্রীড়াকালে বালকের মুখেও প্রতিধ্বনিত হইত। বস্তুতঃ গুপ্তপল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, এবং ইহার সংস্কৃত চর্চ্চার খ্যাতি প্রতিপত্তি পশ্চিম বঙ্গে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। "শ্যামাকল্প-লতা" প্রণেতা শোভাকর বংশীয় সিদ্ধ মহাপুরুষ ভক্ত কবি মথুরেশ গুপ্তপল্লীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পণ্ডিত সভার শিরোমণি শ্রুতিধর পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের প্রতিভা ও বাক্‌পটুতায় গুপ্তপল্লী তদানীন্তন জন সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

গুপ্তপল্লীর সে সমৃদ্ধি আর নাই, এখন সে সব দিনের কথা যেন স্বপ্নতুল্য হইয়া গিয়াছে, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সিদ্ধ সেবকগণ শতবর্ষেরও অধিক হইল সমাধিস্থ হইয়াছেন। সংস্কৃত বিদ্যাও ক্রমে ক্রমে ঋষি-প্রতিম পণ্ডিতগণের তিরোধানের সহিত লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক হইল ম্যালেরিয়া জ্বর অসিয়া গুপ্তপল্লীকে জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছে। গৃহ বিচ্ছেদ, গ্রাম্য বিবাদ, মামলা মকর্দ্দমা ঈর্ষা দ্বেষ—কঙ্কালসার গ্রামকে আরও শ্রীহীন করিয়া দিয়াছে। আমরা ভগবান্‌কে ভুলিয়া ব্যর্থ আত্মোন্নতির চেষ্টায় উন্মত্ত হইয়া আছি, তাই আর গ্রামে শান্তি নাই, সে আনন্দ নাই। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের কৃপা দৃষ্টি ব্যতীত এ দুর্দ্দিনের বুঝি আর অবসান হইবার আশা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

বংশ-পরিচয়

(কবিরাজ গৌরীশঙ্কর সেন—কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্র সেন)

গুপ্তপল্লী গ্রামে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রতিভাসম্পন্ন বৈদ্য শ্রেণীর প্রাধান্য হেতু গ্রামের নাম গুপ্তপাড়া (১) বা চলতি কথায় গুপ্তিপাড়া হইয়াছে। বঙ্গাধিপতি বল্লাল সেনের অধিকৃত হুগলীজেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী তীরস্থ সপ্তগ্রাম সেনবংশীয়দিগের রাজধানী বলিয়া পরিচিত। গঙ্গাতটবর্ত্তী গুপ্তিপাড়া গ্রামটীও সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম। গুপ্তিপাড়ার বৈদ্যগণও সপ্তগ্রাম সমাজভুক্ত (২)।

---

(১) সেন বংশীয় বৈদ্যদিগের বাসস্থান নির্ণয়ে কুলপঞ্জিকায় উক্ত আছে ঃ—

পঞ্চকূটং গুপ্তপাড়া নাদোয়ালী বদীপুরম্।
পোড়াগাছা পোখরিয়া গৌড়ো মানকর স্তথা ॥—ইতি চন্দ্রপ্রভা।

(২) সপ্তগ্রাম সমাজটী ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ দ্বারাই বিনির্ণীত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ত্রিবেণী, কাঁচড়াপাড়া, কুমারহট্ট, সোমড়া, সুকড়িয়া, নাটাগড়, দিগড়া, বলাগড় ও গুপ্তপাড়া এই কয়টি স্থান সপ্তগ্রামের অন্তর্গত। ত্রিবেণীর দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে সরস্বতী নদীতীরে সপ্তগ্রাম অবস্থিত। সপ্তগ্রাম পূর্ব্বে অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। অধুনা জনশূন্য ভয়ঙ্কর শ্মশান-সদৃশ বন্য জন্তুর আবাস ভূমি হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যূন দুইশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের অন্তর্গৃহ কৃষ্ণবাটীর গঙ্গাতটে ধন্বন্তরী গোত্রজ (১) স্বধর্ম্মপরায়ণ কবিরাজ অযোধ্যানাথ সেন (২) বাস করিতেন। তাঁহার প্রভুরাম নামে একপুত্র জন্মে। বৈদ্যকুলভূষণ প্রভুরাম সেনের দুই পুত্র গৌরীশঙ্কর ও ব্রজশঙ্কর। জ্যেষ্ঠ গৌরীশঙ্কর স্থানীয় একজন প্রধান পুরুষ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রালোচনা এবং জাতীয় চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কবিরাজ গৌরীশঙ্কর শান্তিপুরের ভগবানচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যা হরসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। সহায়রাম ও ঈশ্বরচন্দ্র নামক

---

(১) ধন্বন্তরিশ্চ শক্তিশ্চ তথা বৈশ্বানরাত্মকৌ।
মৌদ্গল্যকৌশিকৌ কৃষ্ণাত্রেয়াঙ্গিরসোঽপিচ ॥
অষ্টৌ গোত্রাণি সেনানাং * * * —ইতি চন্দ্রপ্রভা।

(২) কবিরাজ অযোধ্যানাথ সেন

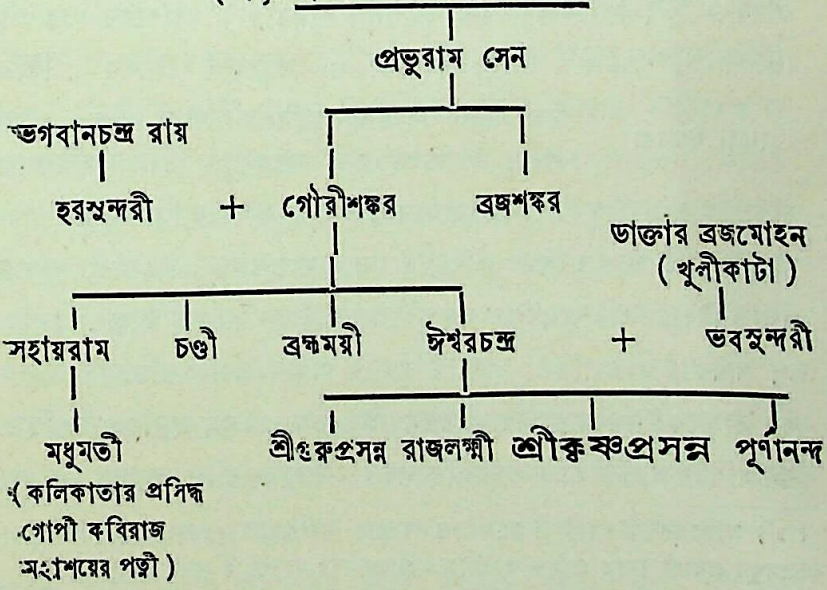

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের দুই পুত্র এবং চণ্ডী (১) ও ব্রহ্মময়ী নামে দুই কন্যা হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ ত্রিশ শালের (১২৩০) প্রবল বন্যায় কবিরাজ গৌরীশঙ্করের গঙ্গাতীরস্থ গৃহ ভগ্নপ্রায় হওয়ায় কৃষ্ণবাটী হইতে ঠাকুরপাড়ায় বর্ত্তমান বাসগৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কনিষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন ১২।১৩ বৎসর হইবে। কালবশে গঙ্গাস্রোত এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রজীর মন্দিরতল হইতে সরিয়া গিয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে প্রবাহিত হইতেছে। কেবল বর্ষাকালে বর্ষে বর্ষে মা একবার করিয়া ভগবানের চরণ সেবার জন্য সমস্ত গঙ্গাপুলিন প্লাবিত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির পার্শ্বের প্রাচীন পথে প্রবাহিত হইয়া থাকেন। কবিরাজ গৌরীশঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র সহায়রাম স্বীয় বুদ্ধিমত্তাগুণে বিষয়-কার্য্যে দক্ষ হইয়া কলাইঘাটা কুঠিতে ও কলিকাতা আদি স্থানে থাকিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক কৌলিক ক্রিয়া কলাপাদির অনুষ্ঠান নিরত ছিলেন। তাঁহার চারি কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা সাবিত্রীস্বরূপা ৺মধুমতী দেবী কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺গোপীমোহন রায় (গোপী কবিরাজ) মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র অতিশয় মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। তিনি

পিতা ঈশ্বরচন্দ্র

নিজ অধ্যবসায় ও প্রযত্নাতিশয় দ্বারা সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রভূত পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন, এবং সেই সময়ে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে ইংরাজি ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতকাব্য, অলঙ্কার, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন হইলেও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেই তাঁহার বিশেষরূপ অধিকার জন্মিয়াছিল। শাস্ত্রার্থ বিচারে প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ অনেক স্থলে তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া লইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র একজন সুকবি ও উপস্থিত-বক্তা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া

(১) প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী ও মহারাজ মুনীন্দ্রচন্দ্রের ভূতপূর্ব্ব গৃহ চিকিৎসক বহরমপুর প্রবাসী স্বনাম প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺শ্রীচরণ রায় মহাশয় ইঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল লোকই অতিশয় মুগ্ধ হইতেন। বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র "কবিভূষণ" উপাধি লাভ করেন এবং কলিকাতার পটোলডাঙ্গায় অবস্থিতি করিয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাৎকালিক কলিকাতার অবস্থা এখনকার কাল হইতে অন্যরূপ ছিল। তখনকার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় আজকালকার মত আয় না হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র নিজ ব্যবসায়ে ক্রমশঃ উন্নতি করিতে লাগিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ইঁহারা কবিভূষণ মহাশয়ের কলিকাতা ত্যাগের পর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ব্রতী হন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা নিবাসী ইংরাজ সরকারের সৈনিক বিভাগের সুদক্ষ অস্ত্র চিকিৎসক ঘৃতকৌশিক গোত্রজ ব্রজমোহন দত্ত শর্ম্মা মহাশয়ের দ্বাদশ বর্ষীয়া সুশীলা কন্যা ভবসুন্দরীর পাণি-গ্রহণ করেন। অস্ত্র চিকিৎসকের কন্যা বলিয়া স্ত্রীলোকেরা ভবসুন্দরীকে "খুলিকাটার মেয়ে" বলিত। ডাক্তার ব্রজমোহন দীর্ঘকায় ও বিশেষ বলিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পরিহিত লৌহ বর্ম্ম বহুদিন যাবৎ তাঁহার বাসগৃহে রক্ষিত ছিল। তিনি কয়েকটী যুদ্ধেও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সাহসিকতা ও আত্মনির্ভরশীলতা ভবসুন্দরীর অনেক কার্য্যে প্রকাশ পাইত। তাঁহার পিতা শক্তি উপাসক ছিলেন, এবং বৎসরের মধ্যে কয়েকবার তাঁহার আলয়ে শ্রীশ্রীকালী পূজার অনুষ্ঠান হইত। তাহাদের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্রীরক্ষাকালীর পূজা হইত। সেই পূজায় আমিষের পরিবর্ত্তে মাষকলাইএর বলি প্রদত্ত হইত।

মাতা ভবসুন্দরী দেবী
(খুলিকাটার মেয়ে)

ঈশ্বরচন্দ্র যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে অনেক সময়ে তিনি পরোপকার ব্রত সাধনের বিশেষ সুবিধা পাইতেন। উভয় ভ্রাতা একত্র কৌলিক ক্রিয়াগুলির নিয়মিত অনুষ্ঠান করিতেন এবং যথাসময়ে শান্তি-পুরের অদ্বৈত বংশীয় কুল গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুকূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার ব্যবহারের পালনে ত্রুটী করিতেন না। প্রতি বর্ষে জ্যেষ্ঠ সহোদরের বাটীতে উভয় ভ্রাতা বাগ্দেবতার প্রতিমার অর্চ্চনা করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র জীবনের শেষার্দ্ধ স্বগ্রামে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যাপারে অতিবাহিত করেন। দেশীয় স্বাস্থ্যোন্নতি, দুর্ভিক্ষদমন, শিক্ষাবিস্তার, দরিদ্র প্রজার করভারমোচন আদি অনেক জনহিতকর কার্য্যে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি সংসৃষ্ট ছিলেন। বিদ্যাবত্তার ন্যায় তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠাও অতি গভীর ছিল। হরিনামে তাঁহার অটল বিশ্বাস, এবং গঙ্গাস্নানে সর্ব্ব তীর্থ দর্শনের ফল হয়, ইহাই তাঁহার ধ্রুব ধারণা ছিল। শেষ বয়সে তিনি ইষ্টদেবের ধ্যানেই পরম শান্তি পাইতেন। প্রত্যহ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে দর্শন ও গঙ্গাস্নান তাঁহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র তাঁহাকে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন আদি প্রসিদ্ধ তীর্থ সমূহ দর্শন করাইবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেও তাঁহার "সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা" এই বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় ছিল, এবং তাঁহার জীবনের অন্তিম দিনটীতেও এবিষয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

(জন্ম ও নামকরণ)

সতেরশো একাত্তর শকাব্দার শ্রাবণ মাসে কবিরাজ মহাশয় কলিকাতা হইতে বাটী আসিয়াছেন। পত্নী পূর্ণগর্ভা এইজন্য কয়েকদিন বাটীতেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। বর্ষাকালে প্রতিবৎসরই শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের পাদদেশ পর্য্যন্ত সুবিশাল বাহু বিস্তার পূর্ব্বক গঙ্গাদেবী গুপ্ত-পাড়ায় আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। কবিরাজ মহাশয়ের বাটী হইতে ঠাকুর বাটী ও গঙ্গাতট অতি নিকট, তিনি প্রত্যহই জাহ্নবী জলে স্নান সন্ধ্যা সমাপন করিয়া ও শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। গুরুর নিকট উপদেশ লাভের পরই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয়, এই জন্য পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন শ্রীগুরুপ্রসন্ন। তৎপর তাঁহার কন্যা রাজলক্ষ্মীর জন্ম হয়। এই জন্য এবার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হইলে তিনি সৎপুত্র কামনায় নিজ ইষ্ট দেবতার নিকট প্রাণের প্রার্থনা নিবেদন করিতেন। তাঁহার এই সকরুণ প্রার্থনা বুঝি তাঁহার প্রাণের দেবতার চরণ স্পর্শ করিল। ভক্তের আর্ত্তি দেখিয়া, ভারতের প্রয়োজন বুঝিয়া ভক্তেরজীবন সখার সিংহাসন বুঝি নড়িয়া উঠিল।

শ্রাবণ মাস, ঝুলন দ্বাদশী
১৭৭১শক,।১২৫৬ সাল
১৮৪৯ খৃঃ অঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রাবণের শুক্লা একাদশীতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের হিন্দোলোৎসব (ঝুলন যাত্রা) আরম্ভ হইয়াছে। আকাশ ঘন ঘোর ঘটায় আচ্ছন্ন, কাল মেঘের উপর চড়িয়া বাদলের আনন্দোৎসবের যেন বিরাম নাই। কদাচিৎ দুই একবার বারিপাত একটু থামিয়া গেলে রাত্রিতে মেঘাচ্ছন্ন নীল আকাশের মধ্য দিয়া চন্দ্রের কৌমুদীরাশি কিশোরীর হাঁসির মত সহসা বিকসিত হইয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছে। মানবের হৃদয়ে যুগপৎ আশার ও নিরাশার আলোক অন্ধকারের এক অদ্ভুত খেলা ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে। ভারতের ভাগ্যাকাশে আজ অধর্ম্মের, নাস্তিক্যের, আলস্য ও জড়তার মেঘমালা খেলিয়া বেড়াইতেছে; চারিদিক অন্ধকার, কোন আশা নাই, ভরসা নাই, দিক নির্ণয় হইতেছে না। এমন সময় বিজলী চমকিয়া উঠিল, আবার লোকে পথ দেখিতে পাইল, গন্তব্যস্থান নির্ণয় করিতে পারিল; ঘনঘোর ঘটা ভেদ করিয়া আলোক দেখাইতে হইবে, পথভ্রান্ত পথিককে পথ দেখাইতে হইবে, তাই কি হে ভগবন্, তোমার বার্ত্তা বহন করিয়া আনিবার জন্য তোমার দেবদূতকে এই ঘনমেঘসমাকুল শ্রাবণের অজস্র বারিপাতের মধ্যে তুমি এজগতে প্রেরণ করিলে? সতেরই শ্রাবণ মঙ্গলবারের প্রাতঃকাল দেবতাদের মঙ্গল সঙ্গীতে ভরিয়া উঠিল। থাকিয়া থাকিয়া দেবমন্দিরের মঙ্গল আরতি ক্ষণজন্মা পুরুষের শুভাগমন সূচনা করিল। তাই আজ শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনিতে মানবের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিল, আরতির মঙ্গলদীপে দেবতার হাসি হাসি মুখ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই দিন প্রাতঃকালে কবিরাজ মহাশয় গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রকে দর্শন করিতে আসিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া ভগবানের সেই অরূপ রূপমাধুরী দর্শনে তাঁহার নয়ন মন পুলকিত হইয়া উঠিল, কি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল। দেবতার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাঁহার হৃদয় যেন আজ কাহার আগমন বার্ত্তা

১৭ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার
ঝুলন দ্বাদশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিতে পারিয়া আশ্বসিত হইল, অকারণ নয়নে অশ্রু উছলিয়া উঠিল, আনন্দরসে প্রাণকে যেন বিগলিত করিয়া দিল, দণ্ডীস্বামী শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীকে ঈশ্বরচন্দ্র প্রণাম করিতে গেলেন, তাঁহার চরণস্পর্শ করিবা মাত্র সাধুপুরুষ আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'সৎপুত্র লাভ হ'ক'। এসমস্তই ঈশ্বরচন্দ্রের মনে এক নৈসর্গিক ভাবের উদয় করিয়া দিল। তিনি প্রহৃষ্ট মনে ইষ্ট মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার সাধ্বী পত্নী ভবসুন্দরী দেবী মনের আনন্দে দেবপূজার আয়োজন করিতেছেন। তাঁহার মুখে রাত্রের স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের বুঝিতে বাকী রহিল না, যে এই সকল ঘটনার মধ্য দিয়া এক অপূর্ব্ব দেবলীলা চলিতেছে।

মধ্যাহ্নে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের ভোগারতির শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া তবে ঈশ্বরচন্দ্র আহার করিতে বসিলেন, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের চরণামৃত পান করিয়া গৃহিণীও পতির পাত্রে প্রসাদ পাইলেন, কিছুক্ষণ পরেই আবার জলদ জালে আকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল, অবিরল ধারায় বারিপাত হইতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় বিশ্রামান্তে উঠিয়াই পত্নীর প্রসব বেদনার সূচনা জানিতে পারিলেন। বৃষ্টি যেন আর থামিবে না বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ধাত্রীকে কিরূপে সংবাদ দেওয়া হইবে এই ভাবিয়া কবিরাজ মহাশয় কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে দিবা অবসান প্রায় দেখিয়া তিনি নিজেই এই দুর্য্যোগের মধ্যে ধাত্রীকে সংবাদ দিবার জন্য বহির্গত হইলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে অজস্র বারিপাত থামিয়া আসিল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যেন কাহার ইঙ্গিতে মেঘমুক্ত হইয়া নির্ম্মলরূপ ধারণ করিল। সোণার কিরণে সকল দিক রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য আবার সকলের নয়ন পথের সম্মুখে সমাসীন হইলেন। তখন সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়া পশ্চিমাকাশকে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র শোভায় অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। ওদিকে পূর্ব্বগগণে চন্দ্রমা অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাজাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্তার করিয়া, ভাবুকের মনে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। যাঁহার আবির্ভাবে দেশের ঘন ঘোর কাটিয়া যাইবে, যাঁহার ভক্তিভাবময়ী ভাষার অবিরল স্রোতে মানব হৃদয়ের সব পাপ তাপ ধুইয়া যাইবে—আবার আর্য্যভাব উদ্দীপিত করিয়া লোকের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিবে, যিনি নির্য্যাতিত হইয়াও মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় আবার লোক কল্যাণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন এবং যিনি সমাধিস্থ হইয়া লোক লোচনের অন্তরালে যাইলেও, যাঁহার উপদেশ বাণী ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিচিত্র ভাষায় ও শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় বঙ্গদেশের প্রতি সৎগৃহস্থের হৃদয় আলোকিত ও স্নিগ্ধ করিবে, প্রকৃতি দেবী তাঁহার আবির্ভাবের এইরূপ শুভ সূচনা করিলেন। ধাত্রী আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কবিরাজ মহাশয়ের পত্নী শুভলগ্নে একটী পুত্র প্রসব করিলেন। আর্য্য জ্যোতিষ

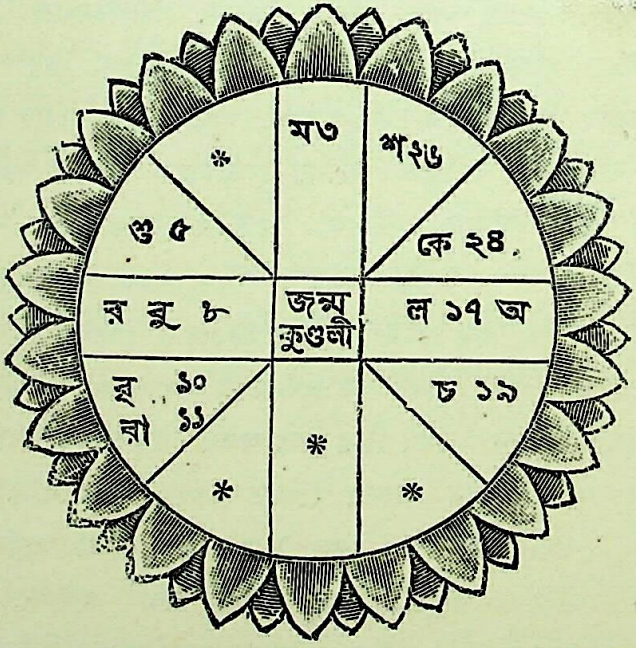

[শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের জন্ম কুণ্ডলী]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রমতে সেই মাহেন্দ্রক্ষণে ধনু রাশিস্থ চন্দ্র দ্বাদশ গৃহে প্রব্রজ্যা ও চন্দ্র-প্রভাযোগ, কেন্দ্রে বুধাদিত্য যোগ, নিধনস্থ বৃহস্পতি কনকছত্র যোগ ও সন্ন্যাস যোগ এবং বিদ্যাস্থানে শুভগ্রহ শুক্র শিশুর ভাবী কবিত্বময়ী বাক্য বিন্যাস শক্তির সূচনা করিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সন্ধ্যারতির নহবৎ বাঁজিয়া উঠিল। যাঁহার যশোগানে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইবে, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ সেবাই যাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে, যিনি বিশাল বঙ্গদেশ ভক্তি স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া পশ্চিমোত্তর ও পাঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্ত ভক্তি প্রবাহে প্লাবিত করিবেন, গুপ্ত বৃন্দাবনে তাঁহার এই শুভাবির্ভাবকাল সূচনার জন্যই যেন

আনন্দোৎসব

সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনিচ্ছলে বনভূমি আপনাদের আনন্দোৎসব বিজ্ঞাপিত করিল। আরতি দেখিয়া অনেকেই স্ব স্ব গৃহ প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে এই শুভ সংবাদ শুনিয়া আনন্দেও সোৎসুক চিত্তে নবকুমার দেখিবার জন্য কবিরাজ মহাশয়ের গৃহে আসিলেন, এবং শিশুর শ্যামবর্ণ, শুভ নক্ষত্রে জন্ম ও সহাস্য মুখ দেখিয়া সকলেই শিশুকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিললেন। পল্লীর প্রসিদ্ধ গুরু-মহাশয় স্বধর্ম্মপরায়ণ কুমার ব্রতী দ্বিজ গোবিন্দচন্দ্রও এই সময় আসিয়া শিশুকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন।

মাতা ভবসুন্দরী শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া সূতিকাগার হইতে বাহির হইলে পর, প্রায় প্রতিদিনই দলে দলে লোক সুকুমার শিশুকে দেখিতে আসিতে লাগিল। স্ত্রীলোক মাত্রেই একবার শিশুকে ক্রোড়ে না লইয়া বা একটু স্নেহ আদর না করিয়া যাইতে পারিত না। কেহ কেহ বালকের সহাস্য মুখ ও চক্ষের প্রফুল্ল চাহনি দেখিয়া বলিত যে, এ বালক বড় মধুর রসময়ী ভাষায় লোক সকলকে বিমোহিত করিবে। তাই কেহ কেহ শিশুকে রসিক বলিয়া ডাকিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উত্তর জীবনের কথা মনে করিলে তাঁহাদের এই ভবিষ্যদ্ বাণী একটুও ব্যর্থ বলিয়া মনে হয় না। ইহার একমাস পরেই কবিরাজ মহাশয়ের দাদা ৺সহায়রাম সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা দেবী মধুমতীর জন্ম হয়।

ক্রমে কয়েক মাস অতীত হইলে, শুভ তিথিতে পিতা পুত্রের অন্নপ্রাশনের দিন স্থির করিলেন; কিন্তু জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণ শিশুর কর চরণে শুভ চিহ্ন দেখিয়া এবং জন্মকালীন রাশিচক্রের গ্রহ সমাবেশ দর্শনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ অনুভব করিলেন। তাঁহারা অচিরে সাংঘাতিক শিশুরিষ্টি শঙ্কা করিলেন এবং দৈবাৎ এ বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতে পারিলে বালক কালে একজন প্রতিভাশালী সদ্বক্তা হইবে ও তাহাকে বহুদেশ ভ্রমণ করিতে হইবে বলিয়া অনুমান করিলেন। পুত্রের এই শুভাশুভ সংঘটনের বিষয় চিন্তা করিয়া পিতা কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং পুত্রের অন্নপ্রাশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না করিয়া যাঁহার প্রসাদে এই সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত সৎপুত্র লাভ করিয়াছেন সেই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ভক্তের ভগবান শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের প্রসাদ আনিয়া পুত্রের মুখে দিলেন, এবং নিয়মিত দৈবকার্য্য ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইলেন। শিশুর ধনুরাশিতে জন্ম, এই জন্য তাহার রাশি নাম হইল ধরণীধর। পিতামাতা শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা শুভলগ্নে পুত্রকে তাঁহারই প্রসাদ স্বরূপ পাইয়াছেন জানিয়া শিশুর নাম রাখিলেন **শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন**। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজের নাম শ্রীগুরু প্রসন্ন। তাঁহার পিতা নামকরণ সম্বন্ধে এক সময় বলিয়াছিলেন যে শ্রীগুরু প্রসন্ন হইলেই শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়েন।

অন্নপ্রাশন

নামকরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়।

(শৈশব)

শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণের পর হইতে কবিরাজ মহাশয়ের বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল, তাহাতে পিতা মাতা ও অন্য সকলে ছেলেটি যে সুলক্ষণাক্রান্ত তাহারই পরিচয় পাইতে লাগিলেন। ছেলেটিকে দেখিবার শুনিবার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পিতামাতা পীতাম্বরী নাম্নী একজন দাসীকে নিযুক্ত রাখিলেন। সে কৃষ্ণপ্রসন্নকে ক্রোড়ে করিয়া লালন পালন করিত ও এখানে সেখানে বেড়াইয়া আনিত। সে কখন কখন তাহাকে কোলে করিয়া শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে দেখাইয়া আনিত, এবং সেই সময় কোন কোন দিন শিশুটিকে স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দের চরণ প্রান্তেও লইয়া যাইত। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রজীকে দেখিয়া শিশুর বড়ই আহ্লাদ হইত, যেন একটি পরিচিত সুন্দর খেলার সাথী পাইয়াছে মনে করিয়া শিশু কোল হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত, আর নিজ অস্ফুট কথায়. ভাবের ভাষায় যেন কত কি হাসিয়া হাসিয়া বলিতে চেষ্টা করিত। সময়ে সময়ে মন্দির হইতে শিশুকে ফিরাইয়া আনাই কঠিন হইত। দাসী আবার রাঙ্গা ঠাকুর দেখাইবার প্রলোভন দেখাইয়া গৈরিক বাস শোভিত দণ্ডী স্বামীর নিকট তাহাকে লইয়া যাইত। স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ সস্নেহে শিশুকে মিষ্টান্ন প্রসাদ দিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিতেন। শ্রীকৃষ্ণকে অনেকেই দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহিত ও নিজ নিজ বাটী লইয়া গিয়া এইরূপ দুগ্ধ মিষ্টান্নাদি খাওয়াইয়া পরে বাটী পাঠাইয়া দিত।

বিষ ভক্ষণ

এইরূপ কিছুদিন গত হইলে শ্রীকৃষ্ণের জীবনে একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। শ্রীকৃষ্ণের পিতা আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করিতেন, এইজন্য দুরারোগ্য ব্যাধি সকলের চিকিৎসার্থ কালসর্পের বিষ তিনি সাপুড়িয়াদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিতেন। এই বিষ আতপতাপাদি নানা প্রকরণে সংশোধন করিয়া লইতে হইত। কোন সময়ে তিনি আটটী কালসর্পের হলাহল কাচের বাটিতে ছাদের উপর আতপতাপে রাখিয়া দিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন হস্তপদে ভর দিয়া চলিতে শিখিয়াছেন মাত্র। মাতা ভবসুন্দরী সেইদিন শ্রীকৃষ্ণকে ঘুম পাড়াইয়া দ্বিতল ছাদের পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে শোয়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে শিশুর ঘুম ভাঙ্গিলে, ছাদের দিকের দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া ধীরে ধীরে ছাদে চলিয়া গিয়া কাচের বাটিতে কি যেন রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। শিশু কৌতুহলবশতঃ অমনি তাহা উঠাইয়া নিজ মুখে ঢালিয়া দিলেন; এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার নিজ শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। বিষের শক্তি শিশুশরীরকে তখনই আচ্ছন্ন করায় সুষুপ্তের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ শয়ান রহিলেন। কে জানে যে কালবিষধরের বিষে অবোধ শিশুকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছে। মাতা জানেন, তাহার আদরের শিশু সুখে নিদ্রা যাইতেছে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পিতা যখন বিষের পাত্র উঠাইতে যান, দেখিলেন পাত্র শূন্য, তাহাতে বিষ বিন্দুমাত্র নাই, ঘরে শিশু আলু থালু অচেতন। মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে। অমনি তিনি "সর্ব্বনাশ হইয়াছে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উভয় বাটির সকলেই দৌড়িয়া উপরে আসিলেন, শিশুর চারিদিকে যেন একটা মৃত্যুর ভীষণ ছায়া দেখিয়া সকলে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। "এমন শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটিল" এইরূপ একটা বিষাদের রোল উঠিয়া গেল। অহো! ঊনবিংশ শতাব্দীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম মহাসমুদ্র মন্থন কালে যে বিষম বিপ্লব বিষ সমুত্থিত হইবে, তাহাই পান করিয়া ধর্ম্মামৃত উদ্ধারের জন্য যিনি ধন্বন্তরিকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তিনি সামান্য কালকূটে অকালে কলেবর ত্যাগ করিলে চলিবে কেন? পিতা শিশুর গলে অঙ্গুলি দিয়া বমন করাইতে লাগিলেন, অনেক মুষ্টি-যোগাদি প্রয়োগ করিলেন, এই সকল উপায় দ্বারা শিশুর চেতনা যেন একটু ফিরিয়া আসিল। নৈরাশ্যসাগরে সকলে যেন একটু আশার কূল দেখিতে পাইলেন। মাতা তখন শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বনপূর্ব্বক স্তন্য পান করাইবার চেষ্টা করাইতে লাগিলেন। শিশু যেন ধীরে ধীরে একটু স্তন্য টানিল বলিয়া বোধ হইল. অমনি সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে বহু শুশ্রূষার পর ভারতের ভাবী ভরসাস্থল শিশু শ্রীকৃষ্ণ আবার হাসিয়া উঠিল। সকলের মনের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া শিশু আবার খেলিতে লাগিল। জ্যোতির্ব্বিদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল।

সত্যকার শ্রীকৃষ্ণ

শিশু রক্ষা পাইল দেখিয়া পিতৃব্য সহায়রাম সেন মহাশয় বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কোন মহৎ কার্য্য সাধন জন্য জন্মিয়াছে। দাসী পীতাম্বরী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—"আমার শ্রীকৃষ্ণ সত্যকার শ্রীকৃষ্ণ, বিষ খাইয়াও কিছু হইল না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়।

(বাল্যকাল ও বিদ্যাশিক্ষা)

কবিভূষণ মহাশয়ের বাটীর সম্মুখেই গুরু গোবিন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাস করিতেন। পাঠশালা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে গোবিন্দ সরকার বলিত। তিনি শুদ্ধাচারী ও স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। প্রাতে পুষ্পচয়ন ও গো-সেবা সমাপনান্তে তিনি নিজ বাটীর বৃহৎ বিল্বতলে বসিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। পরে কুলদেবতা রাজরাজেশ্বরের পূজা করিয়া আহারাদি করিতেন। অপরাহ্ণে আবার পড়াইতেন, এবং সন্ধ্যা-কালে নিয়মিত ভাবে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের আরতি দর্শনে যাইতেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। বিদ্যাদান ও পূজার্চ্চনায় তাঁহার জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হইত। পাড়ার লোক পুত্র কন্যাদিগের বেতন ব্যতীত ব্রাহ্মণ-সেবার জন্য অনেক সময়েই পূজা পাঠাইতেন, তাহাতেই গোবিন্দ চন্দ্রের বাটীর আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ও চরিত্রবান্ শিক্ষকের উদাহরণ ও উপদেশের গুণেই শিশুর ভাবী চরিত্রের ভিত্তি সুগঠিত হইয়া থাকে। শৈশবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বালকেরা দেখিয়া শুনিয়াই শিখিয়া থাকে ; ভাবিয়া চিন্তিয়া বা দোষ গুণ বুঝিয়া শিখিবার শক্তি এ বয়সে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু দেখাদেখি যাহা অনুকরণ করে তাহাই তাহাদের ভাবী জীবনের সোপান। শৈশবের আদর্শানুরূপই কৈশোর কালে উপদেশ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। সাধু উদাহরণ, উপদেশ ও অভ্যাসের একত্র সমাবেশেই সাধু চরিত্র সংগঠিত হয়। ইহার একটীরও ব্যত্যয় ঘটিলে সাধু জীবন লাভ করা একেবারেই অসম্ভব। মনুষ্যত্ব লাভের ইহাই ভিত্তিভূমি বলিয়া আর্য্য জীবন গঠন জন্য গুরুগৃহে বাস ও ব্রহ্মচর্য্য বিধি পুরাকালে প্রচলিত ছিল। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও ঋষিপ্রতিম অধ্যাপক মণ্ডলীর সহবাসে বিদ্যার্থিবর্গের পঠদ্দশা অতিবাহিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তির প্রধান কারণ বালকের ভাবী জীবন গঠন বিষয়ে অভিভাবকগণের ঔদাসীন্য ও অদূরদর্শিতা। শিক্ষক চরিত্রবান্ হইলে তাঁহার প্রতি ইঙ্গিতে, প্রতি কার্য্যে বালকেরা আপনাদের চরিত্র গঠনে যথেষ্ট উপকরণ ও সাহায্য লাভ করে। এই সময়ে তাহারা যাহা দেখে শুনে ও ভাবে তাহাই তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে পরিচালনা করে, সেই জন্য বাল্যকালের এই অমূল্য শিক্ষাই তাহাদের ভাবী জীবনের ভিত্তিভূমি। পিতা মাতা অপেক্ষা শিক্ষাগুরুই যেন জীবনের আদর্শ, শিশুর কোমল অন্তঃকরণে স্বতঃ এইরূপ ধারণা জন্মে। এই চরিত্র শিক্ষার প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া আমরা আজকাল আদর্শ শিক্ষকের আবশ্যকতা অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইয়াছি। স্বল্প ব্যয়ে শুভঙ্করী ও হস্তলিপি শিক্ষা দিবার শক্তি দেখিয়াই আমরা গুরুমহাশয় নির্ব্বাচন করিয়া থাকি, ইহা একটী বিষম ভ্রম। সরল শিশুকে চরিত্রহীন শিক্ষকের হস্তে দিয়া বৎসরে কয়েকটা টাকা বাঁচাইতে গিয়া যে সহস্র সহস্র টাকা ক্ষতি করিয়া থাকি এবং একটী মহৎ জীবনের আদর্শ হইতে শিশুকে বঞ্চিত করিয়া তাহার ভবিষ্য জীবন কণ্টকময় করিয়া তুলি, তাহা আজ-কালকার কয়জন অভিভাবকই বা ভাবিয়া থাকেন ? ইহাতে নিজ সংসারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও জগতের কি পরিমাণ ক্ষতি করা হয় তাহা আমরা চিন্তাও করিতে পারি না, ইহাই আমাদের পরম দুর্ভাগ্য। ক্ষুদ্র ও মহান্ প্রায় সকলকেই প্রথমে গুরুমহাশয়ের নিকট শিক্ষালাভ করিতে হয়। কিন্তু গুরু-মহাশয়ের কার্য্যের গুরুত্ব বোধ আমাদের আদৌ নাই বলিলেই হয়। আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের ইহা একটী প্রধান অন্তরায় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সামান্য হইলেও যোগ বিয়োগই যেমন উচ্চ গণিত শিক্ষার মূল মন্ত্র, সেইরূপ পাঠশালার সামান্য শিক্ষাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মহোচ্চশিক্ষার প্রথম সোপান বা ভিত্তিভূমি। দৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত ভূগর্ভস্থ ভিত্তি অত্যুচ্চ প্রাসাদেরও একমাত্র আশ্রয়। সুদৃঢ় ভিত্তি ব্যতীত সৌধের শত সৌন্দর্য্যও কারুকার্য্যও তাহাকে প্রবল ঝটিকায় রক্ষা করিতে পারে না; সুতরাং গুরুমহাশয় ও সাধারণতঃ সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষকগণের উপর জীবনের উন্নতি কি পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, তাহা অনেকেই অনুমান করিতে পারেন। সমাজ শিক্ষকশ্রেণীর মর্য্যাদা লাঘব করায় কি বিষময় ফল হইতেছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। বালকের জন্মগত দুষ্প্রবৃত্তি সংযত ও প্রকৃতি নিহিত সৎ প্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত করিবার সামর্থ্য একমাত্র শিক্ষকের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। পিতৃসদৃশ শিক্ষাগুরুর যথাযথ সম্মান না করিয়া বর্ত্তমান সমাজ দেশের কতদূর অপকার করিতেছেন, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনও লোকের মন হইতে চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ অন্তর্হিত হয় নাই, তখনও গুপ্তপাড়া পণ্ডিত-প্রধান বলিয়া বিখ্যাত ছিল, তখনও গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে চতুষ্পাঠী বিদ্যমান ছিল, শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহারের তখনও বড় অধিক অপলাপ হয় নাই। গুরু গোবিন্দচন্দ্র পণ্ডিত না হইলেও ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণই শ্রীকৃষ্ণের ভাবী জীবনের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হইয়াছিল। তাঁহার উদাহরণ

পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরূপে ধীরে ধীরে শিশুর অন্তরের ভাব বিকশিত করিয়াছিল তাহা তাঁহার নিজের ভাষায় লিখিত হইল।

পঞ্চম বর্ষের প্রারম্ভেই শুভদিনে ও শুভক্ষণে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন গুরু মহাশয়ের পাঠশালে বিল্বতলে হাতে খড়ি দিয়া বিদ্যারম্ভ করিলেন। গুরু মহাশয় স্নেহের সহিত ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। গুরুর নিকট হইতে স্নেহ ও শিষ্যের শ্রদ্ধা এই দুইয়ের আদান প্রদানেই প্রকৃত শিক্ষার আরম্ভ হয়। গুরুর হৃদয়ে অগাধ স্নেহের উৎস না থাকিলে শিষ্যের হৃদয় কুসুম প্রস্ফুটিত হয় না, তাই শিক্ষাদাতাকে অসীম স্নেহশীল হইতে হয়। গুরুকে কৃতান্ত সদৃশ না দেখিয়া পিতা ও বন্ধুরূপে দেখিতে শিষ্য তখন অভ্যস্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার গুরু গোবিন্দ চন্দ্রেরও এইরূপ সম্বন্ধই স্থাপিত হইয়াছিল, তাই পাঠশালার ছুটি হইয়া গেলে যখন সকল বালকই বাড়ী যাইত, তখন শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বাড়ী না গিয়া গুরু মহাশয়ের পূজার ঘরে গিয়া বসিতেন। গুরুমহাশয় অনেকক্ষণ ধরিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা পাঠ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ স্থিরভাবে নীরবে বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেন ও শুনিতেন, কেহ ডাকিলেও উঠিতেন না। কে জানে বালকের মনে কি ভাব জাগিয়া উঠিত? ভবিষ্যৎ জীবনের কোন ইঙ্গিত এই সময়ে তাঁহার মনে অস্পষ্টভাবে উঠিত কিনা কে বলিতে পারে? আমাদের এখন মনে হয় বুঝি আপনার মনের মানুষের নীরব ভাষার সাড়া পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ গুরু মহাশয়ের পূজার ঘরে বসিয়া বসিয়া কি এক মহাভাবে ভাবিত হইতেন। গুরুমহাশয়ের পূজার পর কিঞ্চিৎ প্রসাদ সেবন করিয়া তবে বাটীতে আসিতেন। কোন দিন প্রসাদ খাইতে না পাইলে শিশু ক্রন্দন করিত। * সৎস্বভাব, তীক্ষ্ণমেধা ও পরিশ্রমের গুণে অন্যান্য বালকের ন্যায়

* গুরুমহাশয়ের বৃদ্ধা ভ্রাতৃজায়া কাশীবাস কালে যোগাশ্রমে আসিয়া গল্পচ্ছলে বলিয়া ছিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর পূজার পর প্রসাদ না দিলে' আমি ছোড়া (ছোলা) খাব বলিয়া কাঁদিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে কখনও গুরুমহাশয়ের নিকট তিরস্কৃত হইতে হয় নাই। পাঠশালায় তিনি সুন্দর লিখিতে শিখিয়া ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তিকাল হইতে জীবন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার মুক্তার মত সুন্দর অক্ষরগুলি বাল্যকালের লিখন নিপুণতারই পরিচায়ক। কিন্তু সাত আট বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কথার জড়তা ঘুচে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় সেই জড় ভাব ক্রমে মৃদু হইয়া তাঁহার লোক বিস্ময়কর মধুর ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। কিশোর বয়সের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা বিকাসের বিষয় কেহই বিশেষ কিছু বুঝিতে পারেন নাই। দুষ্ট বালকেরা তাঁহাকে বিরক্ত করিলেও তিনি কখনও কাহাকেও কটুবাক্য বলিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের শরীর যথেষ্ট সবল ছিল, তবুও তিনি কোন বালকের সহিত মারামারি করিতেন না। অতিরিক্ত রাগ হইলে কেবল নিজের স্বভাব সুলভ ভাষায় " টুই টপ্ট ঢুলো খা " (তুই তপ্ত ধুলো খা) বলিয়া তাহাদিগকে গালি দিতেন। এইরূপ নির্দ্দোষ নূতন গালি প্রদানও শ্রীকৃষ্ণের নূতন আবিষ্কার। বস্তুতঃ সকল বিষয়েই তাঁহার কিছু নূতনত্ব ছিল। যাহা তিনি বলিতেন তাহাই যেন মধুমাখা বলিয়া শুনাইত। উত্তরকালে যখন তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তখন আমরা শিশু আমার মনে আছে একদিন সাহেবগঞ্জে যখন তিনি একটি ঘরে সহাস্য মুখে স্থির ভাবে বসিয়া আছেন, আমরা বালকের দল তাঁহাকে ঘিরিয়া কত কি গোলমাল করিতেছি আমাদের সমস্ত দৌরাত্ম্য তিনি শান্ত ভাবে সহ্য করিতেছেন, কিন্তু তথাপি আমাদের চাপল্যের বিরাম নাই, ক্রমে তাহা কলহ ও গালাগালিতে গিয়া দাঁড়াইল। তিনি তখন আমাদের সকলকে ডাকিয়া তাঁহার মধুর কণ্ঠে একটি ছড়া শুনাইলেন।

" যে কহে মিষ্ট কথা
তার মাথায় সোনার ছাতা।
যে দেয় গালাগালি
তার মুখে চুণ কালী।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্ণছত্রের লোভেই হউক বা তাঁহার মধুর বাণীর আকর্ষণেই হউক আমরা বালসুলভ ধৃষ্টতা ত্যাগ করিয়া চুপটি করিয়া তাঁহার কাছটিতে বসিয়াছিলাম, আর কোন গোলমাল করি নাই এই টুকু মাত্র স্মরণ আছে।

জনৈক বন্ধু।

কোন বালক অসৎ কথা মুখে আনিলেও তিনি তাহাকে ঘৃণা করিতেন এবং তাহাকে সম্মুখ হইতে তাড়াইয়া দিতেন মাত্র, এইজন্য গ্রামের সকলেই তাঁহাকে বড় ভাল বাসিত। বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি বালক স্বভাব বশতঃ বিরক্ত হইলেও কাহাকেও কিছু বলিতেন না, কেবল যতক্ষণ রাগ থাকিত, কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। আহারের সময়েও কাহাকেও অন্নাদি আনিবার কথা না বলিয়া বা কাহাকেও না ডাকিয়া "ভাত এস, ডাল এস, জল এস" ইত্যাদি বলিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই নিজ জীবনের গুরুত্ব অনুভব করিতেন, কিন্তু কৈশোর বা যৌবন কালে কেহ তাঁহাতে অহঙ্কারের লেশমাত্রও দেখিতে পায় নাই। বাল্যকালে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বাটীর ছাদ হইতে লাফ দিয়া তাঁহার জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীর ছাদে (১) গিয়াছেন দেখিয়া জনৈক আত্মীয়া স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়া ও ছাদে গেলে"? শ্রীকৃষ্ণ নিজ মধুর ভাষায় হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের অসাধ্য কি আছে" (২)? এই সময়ে তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ ছিল, কোনরূপ কঠিন পীড়ায় তিনি কষ্ট পান নাই। বৈকালে বাটীর সম্মুখে রথের বিস্তৃত রাস্তায় পাঠশালার সহপাঠী যাদব গোপাল (উকীল), কালীচরণ (পাবনার উকীল), কাশীশ্বর, করুণা

---

(১) দুইটী বাড়ীর মধ্যে তিন চার হাত ব্যবধান হইবে।

(২) পুত্রাদির উপযুক্ত নাম করণে লাভ এই, বালক স্বনামের সার্থকতা সাধনে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, এবং এইরূপে অনেক মানবীয় মহদ্ভাবের শুভ সংস্কার অল্প বয়সেই সেই হৃদয়ে সুদৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিধান *, রামেশ্বর, রাজকৃষ্ণ (১), নীলকণ্ঠ, কনিষ্ঠ সহোদরদ্বয় দোলগোবিন্দ বা শ্রীশপ্রসন্ন আদির সহিত কখন কখন খেলা করিতেন, কিন্তু অন্যান্য বালকগণের ন্যায় তিনি ক্রীড়ামোদ বেশী ভালবাসিতেন না। অন্যে দৌড়াদৌড়ি খেলা করিতে থাকিলে তিনি দাঁড়াইয়া দেখিতেন মাত্র। খেলার সময়েও তাহার ভাবুকতা প্রকাশ পাইত; তিনি সাধারণ বালকের মত একেবারে খেলায় উন্মত্ত হইতে পারিতেন না।

তখনও গুপ্তপাড়ায় ইংরাজীর চর্চ্চা বিশেষরূপে আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং পাঠশালার বাঙ্গলা পাঠ শেষ হইলে আট নয় বৎসর বয়সে (১৮৫৭। ৫৮ খ্রীঃ) শ্রীকৃষ্ণকে পিতা যথাবিধানে সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও অমরকোষাদি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃষস্রেয় শ্রীচরণরায় মহাশয়ও মাতুলালয়ে থাকিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। তিনিই শ্রীকৃষ্ণকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতা মধ্যে মধ্যে বাটী আসিয়া পাঠের পরীক্ষা লইতেন, কিন্তু শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া কবিভূষণ মহাশয় পূর্ব্বাপর বিস্মৃত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণকে "ভোজা" বলিতেন। একদিন বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া মারিতে উদ্যত হইলে গৃহিণী বিরক্ত হইয়া "তোমাকে আর পড়াইতে হইবে না" বলিয়া ছেলেকে উঠাইয়া লইয়া যান। উত্তর কালে যাঁহার স্মৃতিশক্তি ও বাগ্মিতা অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাঁহার সে প্রতিভা বাল্যকালে যেন সুপ্ত ছিল। প্রতিভাবান্ পুরুষদের মধ্যে অনেকের বাল্যজীবন অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর মত লক্ষিত হইলেও তাঁহাদের সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হইবার জন্য যেন কোন বিশেষ কালের অপেক্ষা করে। কেন যে এমন হয়

* ইনিই বন বিভাগে বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম Asst. Conservator of Forests এর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১) ইনি কবিরাজ মহাশয়ের প্রতিবেশী এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদির অবৈতনিক গৃহশিক্ষক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। এই সময়ে রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে ও ডাফ্ সাহেব প্রমুখ মিশনরীদিগের চেষ্টায় গুপ্ত পাড়ায় একটী উচ্চ ইংরাজীস্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের পিতা পুত্রের শিক্ষোন্নতিতে সন্দিহান হইয়া প্রথমতঃ ইংরাজী পড়াইতে সম্মত হয়েন নাই। কিন্তু উপরি উক্ত ঘটনার পরদিনই মাতা ভবসুন্দরী স্বামীর অনভিমতেই যাতৃভ্রাতা যাদব গোপালের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে ইংরাজী স্কুলে পড়িতে পাঠাইয়া দেন। ভবসুন্দরী দেবীর বর্ণজ্ঞানও ছিলনা, সুতরাং পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে সমীচীন বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না, তবে পিতার স্বাধীন ভাব ও সৎসাহস তাঁহার অনেক পরিমাণে ছিল। তিনি বিশেষ কোন বিবেচনা না করিয়া নিজের বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাপথ সরল হইয়া গেল। কবিরাজ মহাশয় এই ব্যাপার অবগত হইয়া আর কিছুই বলিলেন না। কেবল যাদবগোপালকে বলিলেন, "দেখ্, যদি ওর্ কিছু না হয়, তারজন্য তুই দায়ী হ'রি; দিনকতক পরেই বুঝিতে পারিব, তখন ওকে আর কিছু বলিব না, তোকে ঠেঙ্গাইব।"

ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ (১৮৬২)

মাতার শুভাশীর্ব্বাদ লইয়া শুভক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। দিন দিন তাঁহার বুদ্ধি বিকশিত হইতে লাগিল। ভিতরের কি যেন একটী পরদা ছায়ার মত সরিয়া গেল। দশম বর্ষের সময় হইতেই তাঁহার স্বর্গীয় প্রতিভা বিকশিত হইতে লাগিল। তিনি অচিরেই শিক্ষকগণের প্রিয় হইয়া উঠিলেন, বিদ্যালয়ের বিবিধ পুরস্কার পাইতে লাগিলেন। পিতা আবার ব্যাকরণের পরীক্ষা করিলেন, এবং এবারে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া যাদব গোপালকে বলিয়াছিলেন "তোকে আর ঠেঙ্গা খাইতে হইল না, তোর্ চেষ্টায় ওর্ বুদ্ধি খুলিয়াছে।" তিনি তদবধি যাদব গোপালকে মধ্যে মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেন " উহাদ্বারা কোন বড় কার্য্য সিদ্ধ হইবে, আর তুই তার উত্তরসাধক হইয়া জন্মিয়াছিস্ "। কিন্তু সকল সুযোগ হইলেও আবার এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব দুর্ঘটনা রাশি শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষার বাধা উৎপাদন করিল। শ্রীকৃষ্ণের দুইটী কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীশপ্রসন্ন ও শ্রীপতিপ্রসন্ন উপর্য্যুপরি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাঁহার পিতা নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া কলিকাতার পসার প্রতিপত্তি ছাড়িয়া বাটী আসিয়া বসিলেন। সুযোগ্য জামাতা কবিরাজ গোপীমোহন রায় মহাশয়ের অনুনয় বিনয়েও আর কলিকাতায় গেলেন না। শীঘ্রই বৃহৎ পরিবারে অভাব দেখা দিল। ইতিপূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য সহায়রাম সেন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছিলেন, নতুবা শ্রীকৃষ্ণের পড়ার জন্য ভাবিতে হইবে কেন? এদিকে পাদরী সাহেবেরা দুই একটী ছাত্রকে খৃষ্টান করিবার জন্য চেষ্টা করায় বিদ্যালয়ে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইল। অবশেষে গ্রামের তদানীন্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী জমীদার যজ্ঞেশ্বর সেন মহাশয় মিশনরীদিগের হস্ত হইতে লইয়া স্কুলটী নিজ ব্যবস্থায় আনিলেন, এবং হিন্দু শিক্ষকদিগের দ্বারা বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাঁহারও অবস্থা পরিবর্ত্তনে স্কুলের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া পিতা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার মাতুলালয় কালনায় পড়িবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কখন মাতুলালয়ে থাকিতেন, কখন বা বাড়ী হইতে কালনা মিশনরী স্কুলে পড়িবার জন্য তিন চারি মাইল পথ পদব্রজে যাতায়াত করিতেন। বালক শ্রীকৃষ্ণ তখন পড়িবার জন্য ব্যস্ত, পথক্লেশ বা আহার আচ্ছাদনাদির অভাব তাঁহার অনুভব হইত না।

মিশনরী স্কুলে পড়িবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী তিনজন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও তখন ধর্ম্মকথা বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার মাতুল ডাক্তার রাজবল্লভ দত্ত শর্ম্মা মহাশয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একদিন শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা নিজ শ্যালককে লিখিয়া পাঠান যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তিনি যেন কোনও সন্দেহ না করেন, তাঁহার ছেলে খৃষ্টান হইবে না। পরে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মাতা অনেক ছেলেই খৃষ্টান হইতেছে শুনিয়া ভীত হইয়া উঠিলেন, এবং ছেলেকে বাড়ী না আনায় অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। অগত্যা তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্কুল ছাড়াইয়া বাড়ীতে আনিলেন।

সাধু সঙ্গে প্রবল স্পৃহা

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রজীর দর্শনার্থ সাধুসন্ন্যাসিগণ আসিয়া অনেক সময়ে দেশ-কালিকাতলার বট বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল সাধু সন্দর্শনে প্রত্যহ যাইবেনই। বিদ্যালয়ের ছুটীর পর অন্যান্য বালকেরা যখন খেলা করিত, শ্রীকৃষ্ণ তখন কালীতলায় গিয়া সাধুদিগের সদ্বার্ত্তালাপ শুনিতেন। বাল্য কালের সেই সাধুসঙ্গ যে কিরূপ ধীরে ধীরে তাঁহার প্রকৃতি নিহিত সদ্বৃত্তির উন্মেষ করিতেছিল, তাহা তখনও তাঁহার আত্মীয়গণ স্পষ্ট অনুভব করিতে পারেন নাই; সুতরাং পাদরীগণের কথায় মুগ্ধ হইয়া বালক হৃদয় বিচলিত হইবে ভাবিয়া তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। মিশনরীগণের সংশ্রবে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের জীবনে কিন্তু বিশেষ একটী লাভ হইল, তিনি ভাল করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ বাইবেল পড়িয়া লইবার সুযোগ পাইলেন! ইহাতে ফল হইল এই যে ভবিষ্যতে যখন তাঁহাকে পাদরীদের সহিত বিচার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল তখন তিনি তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম্মের অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহে ও তাহার প্রয়োগে যথেষ্ট নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এইরূপে অকালে পড়াশুনা বন্ধ হইল ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন।

বঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও শ্রীকৃষ্ণের স্বাস্থ্য হানি

বিদ্যাশিক্ষার বাধা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তজ্জন্য অধিক দিন আক্ষেপ করিতে অবসর পাইলেন না। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকেও পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী সহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক দিন ধরিয়া এই জ্বর রোগে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। রোগে শরীর এত জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিল যে অধ্যয়নের আশাতেও জলাঞ্জলি দিতে হইল। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। রোগের জন্য আনুসঙ্গিক অর্থাদি ব্যয় ও অর্থের অনুপার্জ্জন জন্য সংসারে অর্থ কৃচ্ছ্রতা আসিয়া উপস্থিত হইল। এই জন্য কিয়দ্দিবস তাঁহার পিতাকে গুপ্ত পাড়া হাইস্কুলে সংস্কৃত শিক্ষকের কার্য্য লইতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তখনও সংস্কৃত অধ্যয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মাতা গৃহস্থালীর ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য নিজ অঙ্গের অনেক অলঙ্কার বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এমন কি পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আপন হস্তের অঙ্গুরীয়টীও বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। এই সময় দোলযাত্রার উৎসব আরম্ভ হইল, এতদুপলক্ষে গুপ্ত পাড়ার একটি মেলা হইত। মেলাতে মনোমত কি সামগ্রী কিনিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মাতার নিকট কিছু পয়সা চাহিলেন, মায়ের হাতে তখন পয়সার একান্ত অভাব, সুতরাং আদরের ছেলের মুখের পানে চাহিয়া পয়সা নাই একথা বলিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। মায়ের চোখে জল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের আয়ত লোচন দুটীও অশ্রুতে আর্দ্র হইয়া উঠিল! তিনি ভাবিতে লাগিলেন কেন পয়সা চাহিয়া স্নেহময়ী জননীর অন্তঃকরণে ব্যথা দিলাম। ব্যথাবিদ্ধ হৃদয়ে মার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া নির্জ্জনে বসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই মনে যেন কি এক আশার আশ্বাস পাইলেন, কি এক অভিনব ভাব তাঁহার চিত্তে যেন খেলা করিতে লাগিল, এইবার প্রসন্ন চিত্তে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের দর্শনে গেলেন, মনে সেখানে নূতন বলের সঞ্চার হইল, কিন্তু পারিবারিক নানা বিষয় চিন্তা করিয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। প্রভাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া উঠিলেন পিতা মাতার ক্লেশ দূর করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। পিতৃ মাতৃ পূজা তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যদি পিতামাতাই কষ্ট পাইলেন, তবে আর বিদ্যা শিক্ষায় ফল কি? কিন্তু বার তের বৎসরের বালক, তাঁহার দ্বারা সংসারের কি সাহায্য হইতে পারে? নিজে নিজেই একটী উপায় স্থির করিলেন। তিনি তখন ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন, ইংরাজীতে কথঞ্চিৎ অধিকারও হইয়াছিল, লিখিতেও পারিতেন সুন্দর। ম্যালেরিয়ার অতি প্রাদুর্ভাব বশতঃ গুপ্তপাড়ায় তৎকালে গভর্ণমেণ্ট একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। ডিস্পেন্সারির ডাক্তার রামলাল সেন মহাশয় শ্রীকৃষ্ণদের প্রতিবেশী। তিনি ইংরাজী জানিতেন না, এইজন্য ইংরাজী লেখা পড়ার কাজ শ্রীকৃষ্ণই করিয়া দিতেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন "আমি কম্পাউণ্ডারী শিখিতে পারিলেও পিতামাতার সেবার কিছু সাহায্য করিতে পারিব"। এই সময়ে সিভিল সার্জ্জন ইলিয়ট সাহেব পরিদর্শনে আসিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজ অভিপ্রায় জানাইলেন, এবং তিনিও কম্পাউণ্ডারী শিক্ষা হইলেই কার্য্য দিবেন বলিয়া উৎসাহ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অনন্যোপায় হইয়া বিদ্যাশিক্ষার আশাভরসা ছাড়িয়া ডিস্পেন্সারিতে কম্পাউণ্ডারের কাজ শিখিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের পঠিত বিষয়ের পুনরালোচনা ব্যতীত তাঁহার আর তখন অধিক পড়িবার সুবিধা হইত না। কিন্তু এইরূপ ক্লেশে শ্রীকৃষ্ণকে অধিকদিন কালযাপন করিতে হয় নাই।

অধ্যয়নের জন্য বহরমপুর গমন

তাঁহার পিতৃষস্রেয় ৺তারানারায়ণ রায় ও ৺শ্রীচরণ রায় মহাশয়দ্বয় বহরমপুরে চিকিৎসা করিতেন। মেধাবী, সুবোধ ও শান্ত শ্রীকৃষ্ণ একে রোগ ভোগে শীর্ণ শরীর, তাহাতে আবার তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বাধা পড়িল, এই দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে বহরমপুর লইয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন—কৈশোরে

(বহরমপুর গমন, ১৮৬২।৬৩)

যেদিন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে গুপ্তপাড়া ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ করিলেন সেই দিন তাঁহার জীবন গ্রন্থের একটী নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছিল। আবার যেদিন তিনি বৎসরাধিক কাল রোগ ভোগ করিয়া হৃদয়ে যে নৈরাশ্য ও নিরুৎসাহ ভাব আসিয়াছিল তাহা অতিক্রম পূর্ব্বক নব আশা বুকে করিয়া পুনরায় অধ্যয়নের জন্য বিদেশে চলিলেন, সেদিনও তাঁহার ভাবী জীবনের একটী শুভদিন বলিতে হইবে। তাঁহার জীবনের এই শুভ পরিবর্ত্তন আনয়ন জন্য তাঁহার মাতুল যাদবগোপাল যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। তিনিই তারানারায়ণ কবিরাজ মহাশয়কে সম্মত করাইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতার অনুমতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের বহরমপুর যাইবার উপায় বিধান করিলেন। যাদব গোপালও তখন বহরমপুরে থাকিতেন। সকলে পরামর্শ করিয়া প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণও ভাবী আশায় উৎসাহিত হইয়া মন দিয়া পড়া শুনা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বৃত্তি পাইলেন এবং বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বিদ্যালাভার্থ শ্রীকৃষ্ণকে যে অনেক পরিমাণে নিজ সামর্থ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাঁহার জীবনের এই ভাবী ফল ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা

জল বায়ুর পরিবর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বয়স এখন ১৪।১৫ বৎসর, তাঁহার উপনয়ন সংস্কার হইয়া গিয়াছে। জীবনের কি মাহেন্দ্রক্ষণেই তিনি গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। শুভ অবসর পাইয়া পবিত্র ক্ষেত্রে অমোঘ বীজ অলক্ষ্যে অঙ্কুরিত হইল।

কৈশোরে লোকপ্রিয় চরিত্র

বিদ্যালাভের সহিত ধর্ম্মের পিপাসা তাঁহার দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কৈশোরসুলভ ভাব-প্রবণতার গুণে শ্রীকৃষ্ণ এখনও কল্পনার তুলিকায় ভাবী জীবনের কোনও অভিনব চিত্র অঙ্কিত না করিলেও চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষাই তখন তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। শিক্ষক, সহাধ্যায়ী ও আত্মীয়গণ সকলেই তাঁহার অনন্যসাধারণ সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে সকলে সরলতা ও বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি এবং সকল সদ্‌গুণের আকর বলিয়া জানিত।

বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলের তাৎকালিক প্রধান শিক্ষক ও পরে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্‌টারের পার্সোনাল য়্যাসিস্‌ট্যাণ্ট অম্বিকাচরণ বসু মহোদয় শ্রীকৃষ্ণের ছাত্রজীবনের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর সুযোগ্য চিকিৎসক শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্থস্রেয় শ্রীচরণ রায় কবিরাজ মহাশয় বলিতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বালক কাল হইতেই বড় সত্যবাদী ও মিষ্টভাষী ছিলেন; তিনি কোনও বালকের সহিত বৃথা আমোদ প্রমোদে মিশিতেন না, কখনও কাহারও সহিত তাঁহার বিবাদ হইত না। তাঁহার সরলতায় সকল লোকই মুগ্ধ হইত এবং সকলেই তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিত। অনেক প্রবীণ লোকেও বালক শ্রীকৃষ্ণের সহিত সদালাপ করিতে ভালবাসিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ কেবল পাঠের উন্নতিতেই সময়াতিপাত করিতেন না। যৌবনারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই তিনি প্রবৃত্তির সংযমে ও স্বীয় স্বাভাবিকী সৎ-প্রবৃত্তির পরিপুষ্টি সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম। তুদ্দিকে হিন্দুধর্ম্মের শ্রীকৃষ্ণের পাঠ্যাবস্থায় বঙ্গের চতুর্দ্দিকে খৃষ্টীয় প্রতি খৃষ্টান ও ব্রাহ্মদের আক্রমণ ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কিরূপ সংঘর্ষ ও তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, তাহাও একবার পাঠক এ ই সময়ে স্মরণ করিয়া দেখুন। আলোচনার অভাবে আর্য্যশাস্ত্রে অনেকের অনাস্থা জন্মিয়াছে। অখাদ্য ভোজনে ও সুরাপানে লোকের অত্যধিক আসক্তি হইয়াছে। প্রাচীন রীতি নীতি পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রতিষ্ঠার বৃদ্ধি হইবে, এইরূপ ধারণাই তখন ছাত্রবৃন্দের মধ্যে প্রবল। বঙ্গীয় যুবকগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য সময়ে একদিকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ও অপর দিকে খৃষ্টান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আদর্শানুরূপ সভ্যতার মধ্যন্দিন রেখায় আরূঢ় হইবার আকাঙ্ক্ষায় চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছেন, ধর্ম্ম জগতের এ তুমুল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে কিছুমাত্রও চঞ্চল না হইয়া শান্ত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ নীরবে জাহ্নবীর তীরে নিজ ভাবী জীবনের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে একান্ত উন্মুখ ও উৎসুক ছিলেন।

শ্রীচরণ রায় কবিরাজ মহাশয়ের গঙ্গাতটবর্ত্তী সুরম্য-ভবন তখনও নির্ম্মিত হয় নাই; বহরমপুর কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক রাজকৃষ্ণদাস মহাশয়ের বাটীতে কবিরাজ মহাশয়ের বাসা ছিল। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার সহিত সেইখানে থাকিতেন। বিদ্যালয় হইতে আসিয়া পাঠাদির পর অবকাশ কালে শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণের সহিত বৃথামোদে সময়াতিপাত না করিয়া কখন কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধাদি প্রস্তুত কার্য্যে সাহায্য করিতেন, কখনও বা চিন্তানিমগ্ন-চিত্তে একাকী গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেন। ভ্রাতৃ-জায়াদিগের সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে বড়ই স্নেহ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণও সময় পাইলেই বাড়ীর মেয়েদিগকে রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া শুনাইতেন। স্ত্রী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকেরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে এত ভালবাসিতেন, যে শ্রীকৃষ্ণ কিছু পড়িয়া তাঁহাদিগকে না শুনাইলে তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেই সকলের হৃদয় মন এক অপূর্ব্ব পবিত্র ভাবে আপ্লুত হইয়া যাইত। তিনি যৌবনেই যোগাবলম্বন করিয়া যোগমায়ার প্রিয় পুত্ররূপে পরিগণিত হইবেন, তাঁহার সেই দেবোপম ভাব এই কিশোর বয়সেই কিছু কিছু বিকশিত হইতেছিল। তখনও কিন্তু কেহই তাঁহার নিভৃত চিন্তার গভীরতা বুঝিতে পারেন নাই; এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজেও স্বীয় জীবন স্রোত কোন দিকে প্রবাহিত হইবে তাহা যে তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে ইহাও সত্য যে, যে বয়সে বালকেরা হাস্য পরিহাসে সময়ক্ষেপ করে, যে বয়সে জীবনের কর্ত্তব্য পথ নিরূপণ করিবার শক্তি অনেকেরই হয় না, মানবের সেই চাঞ্চল্যময় আবেগময় স্বভাবকে তরলকালে কি এক অন্তর্নিহিত দিব্যশক্তি ইন্দ্রিয় সুখে অনাসক্তি ও সর্ব্বপ্রকার সংযমে অভ্যস্ত করিয়া তাঁহার ভবিষ্যজীবনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছিল! সকলেই জানিতেন তাঁহার আমোদ আহ্লাদের একটা ধারা আছে, এবং তাহারও একটা সীমা আছে সে সীমা অতিক্রম করিতে কেহ কখনও তাঁহাকে দেখে নাই। তাঁহার চিন্তায় সংসারের কোন সংস্রবই ছিলনা; সংসারের কথা লইয়া যে তিনি ভাবিতেন না, তাহা তাঁহার মুখের প্রসন্নতাতেই পরিস্ফুট হইত। কথা বলা অপেক্ষা চিন্তায় যেন তিনি বেশী শান্তি পাইতেন, সে চিন্তা তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ। প্রকৃতি তাঁহাকে যে তাঁহার স্বকীয় গন্তব্য পথে অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে পরিচালিত করিতেছিল, তাহা বাহিরের কেহ লক্ষ্য করিতে না পারিলেও তাঁহার ভাব ও ভাষায় তাহা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল। কুসুমকলিকায় যেমন তাহার ভাবী শোভা ও সুগন্ধ মুদিত ও মগ্ন থাকে, তদ্রূপ যে প্রতিভা একদিন সমগ্র ভারত ভূমিকে প্লাবিত করিবে, তাহা তখন যেন অস্ফুট ভাবে ভবিষ্যৎ শক্তি সঞ্চয়ের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপোমগ্ন ও মুদিত। তাই বাহিরের কোন অসার আমোদ প্রমোদ তাঁহার সে ধ্যানমগ্ন চিত্তকে বিচলিত করিতে পারিত না। প্রতিভা স্বয়ং তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে গর্ভাশয়ে ভ্রূণের মত চারিদিক হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া আপনাকে আপনি রচনা করিতে প্রবৃত্ত। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সে অন্তর্নিহিত প্রতিভার অস্পষ্টালোকে বিমুগ্ধ হইতেন, চমকিত হইতেন। কিন্তু সে প্রতিভা কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে তাহার উপায় দেখিতে না পাইয়া আপনাতে আপনি যেন মগ্ন হইয়া যাইত, যেন আরও বেগে বহির্গত হইবে বলিয়া বল সঞ্চয়ের জন্য নিজ কেন্দ্রাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায় দিগন্ত আবৃত হইলেও চকিতের মত হাঁসিয়া দামিনী যেমন দিক্‌সমূহ আলোকিত করিয়া দেয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্নিহিত প্রতিভা অদৃষ্টের তিমিরাকাশ ভেদ করিয়া কখন কখনও চমকিত হইয়া উঠিত, সেই চপল আলোকের ক্ষণিক প্রকাশেই তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের গন্তব্য পথ বুঝি স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইতেন।

রচনা শক্তির বিকাশ

কলেজে ইংরাজী পড়িবার সময়েই শ্রীকৃষ্ণের গদ্য পদ্য রচনা শক্তি বেশ সুন্দর ভাবেই স্ফুরিত হইতেছিল। রাত্রিতে অনেক সময়েই তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইতেন, এবং চিন্তনীয় বিষয় গুলি পরে ভাষায় সুস্পষ্ট ও সুন্দর রূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন। তাঁহার ভাষার উপর যে অসামান্য অধিকার ছিল, এইখানেই তাহার মূল ভিত্তি স্থাপিত ও গঠিত হইয়াছিল। দিন দিন তাঁহার সুপ্ত প্রতিভা যেন জাগিয়া উঠিতেছিল। বলিবা মাত্র ছন্দোবন্ধে সমস্যা পূরণ ও সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে তাঁহার বেশ ক্ষমতা জন্মিতেছিল। এই সময়েই তিনি নানারূপ প্রহেলিকা রচনায় ও ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিক্ষায় বিশেষ আনন্দানুভব করিতেন। তাঁহার তাৎকালিক স্মারক লিখিতে এই সকল বিষয়ের নানারূপ সংগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্ব সংসারের সমস্যা সমাধানে যাঁহাকে তৎপর থাকিতে হইবে, বিচিত্র জগৎলীলার মূল সূত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসন্ধানে যিনি নিজ জীবন সমর্পণ করিবেন, তাঁহার ক্রীড়া কৌতুকও যে কতকটা সেই ধরণের হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যখন অন্য বালকেরা তাস পাশা খেলিয়া আনন্দ করিত তখন তিনি হয়ত প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কত অদ্ভুত শক্তির বিকাশ দেখিবার জন্য সমুৎসুক থাকিতেন, নিজ মনের কথা ভাষায় ব্যক্ত করিতে ব্যাপৃত থাকিতেন সুন্দর কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করিতেন। গভীর চিন্তা সে হাস্য পরিহাস অপেক্ষা তাঁহার অধিকতর চিত্তবিনোদক ছিল।

বিদ্যানুরাগ

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মন ক্রমশঃ অন্তর্মুখীন হইতে থাকিলেও বিদ্যাশিক্ষায় তিনি কোন অবহেলা করিতেন না। গণিতাদি সকল বিষয়েই তাঁহার সমান অনুরাগ ও অধিকার ছিল। যে কয়েক বৎসর তিনি পড়িয়াছিলেন, সকল বারই তিনি নিজ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ বালক বলিয়া পরিগণিত হইতেন, এবং প্রতিবারেই পুরস্কার পাইতেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলে (ইং ১৮৬৬।৬৭) "Many thoughts of many minds" নামক যে সুবৃহৎ সুন্দর সুবর্ণ-রেণু শোভিত পত্রযুক্ত পুস্তকখানি পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও যোগাশ্রমের পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত আছে। পুস্তকখানি যে তাঁহার তদানীন্তন ভাববিকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কলেজিয়েট স্কুলে পড়িবার সময়েই তাঁহার সহাধ্যায়ী ৺রাজা আশুতোষ নাথ রায় বাহাদুরের পিতা ৺রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সৌহৃদ্য জন্মে। সুখের বিষয় উভয়ের এই বন্ধুত্ব আজীবন স্থায়ী হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহার বাল্যবন্ধু অন্নদাপ্রসাদের সদ্‌গুণের বিষয় সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যাইত। শ্রীকৃষ্ণের প্রচারকার্য্যের প্রথমোদ্যমেই রায় অন্নদাপ্রসাদের সদাশয়তার বিশেষ পরিচয় পাঠক পরে পাইবেন।

ইং ১৮৬৬।৬৭ সালে প্রথম শ্রেণীতে পুরস্কার লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৌন্দর্য্য বোধ পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্য

যে বয়সে বালকদিগের স্বভাবতঃই বিলাসিতার বৃদ্ধি হইয়া থাকে ও শারীরিক সুখ ভোগের দিকে একান্ত অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের সেই কিশোর বয়সেও স্বাভাবিক লাবন্য ও সৌন্দর্য্য থাকা সত্ত্বেও পরিচ্ছদাদির পারিপাট্যের প্রতি লক্ষ্যই ছিল না, তাই বলিয়া অপরিচ্ছন্নতা ও অশোভন বেশ তিনি কখনই পছন্দ করিতেন না। জীবনের শেষ ভাগেও তাঁহার চরিত্রের এই বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইত। যোগাশ্রমের পারিপাট্য ও শোভন সজ্জা ও বিবিধ বিচিত্র দেবমূর্ত্তি-ছবিগুলির সংস্থাপন তাঁহার সুরুচি ও সৌন্দর্য্য বোধের নিদর্শন রূপে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইজন্য সর্ব্ববিষয়েই একটা সুশৃঙ্খলা তাঁহার সারা জীবনেই লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভাল বাসিতেন ও সুশৃঙ্খলতার আদর্শ স্বরূপ ছিলেন, ইংরাজী শিক্ষার্থীদের উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহাতে একেবারেই দেখা যাইত না। তিনি সৌন্দর্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু বিলাসিতাকে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার সৌন্দর্য্য-বোধ এত প্রবল ছিল যে তাঁহার দেহ মনও যেন সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আচারে-ব্যবহারে, ভাষায় ভাবে সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য যেন ফুটিয়া বাহির হইত। কবির মত তাঁহার হৃদয়খানি যেমন সুন্দর ছিল, তাঁহার বদন, নেত্র ও বাণী হইতে ও তেমনই সৌন্দর্য্য যেন শতধা বিচ্ছুরিত হইয়া তাঁহার নিজের ও অপরের মনে এক অপূর্ব্ব শান্তি রসের সৃষ্টি করিত। লোকে তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া যাইত, তাই তাঁহার কিশোর সঙ্গীরাও তাঁহাকে অত্যধিক প্রেমের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার নিজ হৃদয়ের অপার-স্নেহরস অন্যহৃদয়েও স্নেহ-প্রেম উদ্বোধিত করিয়া দিত। পঠদ্দশাতে তাঁহাকে দেখিয়া কখনও কাহারও মনে কোন মন্দ ভাব উদিত হইত না। তাঁহার সহাধ্যায়ী ও শিক্ষকগণ এখনও একথা একবাক্যে বলিয়া থাকেন। তাঁহাকে দেখিয়া বরং সকলের মনে সাধু ভাব ও সাধু সংকল্প জাগিয়া উঠিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যাঁহাকে দেখিলে হয় ভক্তির উদয়
তাঁহাকে জানিবে সাধু মহান্ত নিশ্চয়।"

সুতরাং তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতি যে কিশোর কাল হইতেই সাধু ও সুন্দর ছিল তাহা তাঁহার সহায্যায়িদের তাঁহার উপর গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়াই অনুমিত হয়। তিনি যে কোনও বিষয় লইয়া সুন্দর সুরুচিপূর্ণ কৌতুক করিতে পারিতেন, এবং তাহাতে কেহই এতটুকু অশোভন ভাব দেখিতে পাইত না। জীবনে যথেষ্ট সংযম ও শৃঙ্খলা না থাকিলে চরিত্র এত সুন্দর কাহারও হইতে পারে না। ইহার সহিত কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য বোধ গভীর মাত্রায় থাকায় তাঁহার উত্তর জীবন এত সুমধুর ও লোকরঞ্জক হইতে পারিয়াছিল। তাঁহার ভাষা যেমন সুন্দর ছিল, তাঁহার বলিবার ভঙ্গী তেমনই সুন্দর ছিল; তাঁহার হস্তলেখাও তদ্রূপ মুক্তার মত উজ্জ্বল ও সুন্দর ছিল। তিনি লোককে হাসাইতে পারিতেনও খুব, কিন্তু সে হাস্যরসের মধ্যে একটা স্বচ্ছ সরলতা ছিল, কোনরূপ বীভৎস-ভাবের গন্ধ মাত্র থাকিত না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তেমনই তিনি সৌন্দর্য্য মাখাইয়া তাহা কত সুন্দর করিয়া তুলিতে পারিতেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পাঠকদিগের কৌতুহল নিবারণার্থ তাঁহার বালক অবস্থার ইংরাজী-স্বাক্ষরের বিহঙ্গমরূপ প্রদর্শিত হইল।

পাঠক! তাঁহার অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার বিষয় আর অধিক শুনিয়া কি হইবে? যে শিক্ষাস্রোত শ্রীকৃষ্ণকে সংসার হইতে স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইতেছিল, যে আবেগে সংসারের মোহ মলিনতা হৃদয় হইতে ধৌত ও বিগলিত হইয়া মন্দার পারিজাতের সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছিল, যে চরণ ধ্যান করিয়া তিনি জগতের পরম কল্যাণ সাধনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, যে অপূর্ব্ব ভাবরাজ্যের চিন্তা তাঁহাকে ভোগ-বিমুখ করিয়া তাঁহার যোগজীবন গঠিত করিতেছিল, এখন তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পঠদ্দশাতেই তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক সময়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার মনের সে গূঢ় রহস্যের কেহই কোন পরিচয় পাইতেন না। তখন অন্তরঙ্গ উপাসনার কোন লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পাইত না বটে, কিন্তু ঐকান্তিকী ভক্তির যে অন্তঃসলিল স্রোত তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইত, তাহারই উচ্ছসিত তরঙ্গ যে সময়ে সময়ে ছুটিয়া বাহির হইত, শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী কিশোর সঙ্গীত হইতেই পাঠক তাহা কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণের ভাবী জীবনের অঙ্কুরাবস্থার অনুসন্ধান চিন্তাশীল পাঠক এই খানেই পাইতে পারিবেন। * "সঙ্গীত মুঞ্জরী" হইতে কয়েকটী তাঁহার কৈশোর সঙ্গীত পাঠকদিগের পরিতৃপ্তির জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(১) রাগ সিন্ধু—তাল ঠেকা

জগত জননী তারা জানি তোমায় যোগেশ্বরী।
যোগমায়ার মায়া বলে ভুবনে যোগাযোগ হেরি॥
তুমি মা করুণাময়ী, কর মা করুণা কই? না কর
তায় ক্ষতি নাই, কলঙ্ক রবে তোমারি॥
সুত হয়ে সই কেমনে মাতৃনিন্দা স্বশ্রবণে,
শ্রীকৃষ্ণে রাখ চরণে, যাচি তাই যমজিৎনারী॥

(২) রাগনী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান্।

কেন কাশী যাব (তীর্থ কারণে)
ভবেতে ভ্রমিলে মিছা দেখ্‌তে কি ভবে পাব?
দেখবো নিজ দেহে বসি, আছে মনো বারাণসী
তীর্থ ফল অবিনাশী অনায়াসে পাব সব॥
যার ভক্তি পর্য্যটনে, অন্নপূর্ণার নিকেতনে
দেখ্‌বো সে রাঙ্গা চরণে বিশ্বেশ ভবধব।

* শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রথম শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীতগুলি "সঙ্গীত মুঞ্জরী" নামক পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই পুস্তক "প্রবোধ কৌমুদী" প্রকাশের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) আউলের সুর।

বল্ না রে মন হরি হরি।
হবে যে ভবেতে পার, পেলেরে তাঁর (ও ভোলা মন) চরণ তরি ॥
পরের ঘরে মিছা ঘোর, করিলে হে নিশি ভোর,
আপন গৃহে ছ'জন চোর, নিল যে ধন (ও ভোলা মন) সকল হরি ॥
তব ঘরে ন'দ্বার মুক্ত; তুমি মোহ নিদ্রাসক্ত,
হয়ে জ্ঞান নয়ন যুক্ত দেখনা কেমন করি ;
উঠ উঠ সাবধানে, থাকরে অনুসন্ধানে, দণ্ড দেওরে সুবিধানে
সেই ছ'জনে (ও ভোলা মন) বলে ধরি ॥

—— ০ ——

(৪) রাগ বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

কাহারো ত নয়। (তুমি)।
জনক জননী কেবা, কে কার তনয় ॥
মায়া বশে আপন আপন, বলি'মন কর যতন,
কোথায় রহিবে স্বগণ, যবে হবে লয় ॥
এত যে সঞ্চয় ধন, বল এসব কি কারণ,
এ তনু ত্যজিলে মন, কেবা কার রয় ॥
প্রেয়সী প্রেম পাশেতে, অভিলাষ প্রাণ সহিতে,
অন্তিমে তব স্ব-হিতে, কি ফল উদয় ॥
মিছা আশা, অহঙ্কার, না জানিলে অহং কা'র।
এলে কাল ভয়ঙ্কর, ঘুচিবে নিশ্চয় ॥
অতএব শুন মন, অবশ্য হবে মরণ
কর তার আয়োজন, উচিত যা হয় ॥

—— ০ ——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৫) রাগ মল্লার—তাল কাওয়ালি।

আর মা দুখ দিবি কত ভুবনে।
আমি মরি গো এবার প্রাণে ॥
আমার ভবে আসা বৃথা হোল নরদেহ ধারণে।
দেখ নয়নে, ওমা এ দীনে,
দীনদয়াময়ী তুমি দয়া কর এ দীনে।
কারে করি আপনাপন, মায়াতে হই যে বন্ধন,
অপার মহিমা তোমার কে জানে ॥
করি মিনতি, দে মা সুমতি,
নহিলে ডুবিগো ভব সাগরের জীবনে।
চাইনা মা ধন জন, এ সকল অকারণ,
কি করিব রমণীয় ভবনে ;
আছে অন্তরে, ত্যজি সংসারে,
যাইব বনেতে, তারা তারা ব'লে বদনে ॥
চিরদিন আছে মন করিব মায়ের সাধন,
জীবন ত্যজিব তাহে গহনে ;
কর করুণা, নিদয় হোয়ো না,
শ্রীকৃষ্ণের যাবে কষ্ট, রেখ ইষ্ট চরণে ॥

——০——

শ্রীকৃষ্ণপ্রপন্ন বহরমপুরে পাঠ কালে পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ বর্ষের মধ্যেই এইরূপ শত শত সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি মাত্র এখন পাওয়া যায়। সব সঙ্গীতগুলিতেই বিষয় বৈরাগ্য ও ভগবৎ প্রীতি ওতপ্রোতঃ ভাবে মিশ্রিত। তিনি নীরবে এই যে গাথাগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার তাৎকালিক মনোভাবগুলি যেন স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে। বাহিরে কেহ জানিতে না পারিলেও, ভিতরে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় বাসনার উপশম হইয়াছিল, হৃদয়ে ভক্তির স্নিগ্ধধারা প্রবাহিত হইয়া মনকে শান্ত ও সুনির্ম্মল করিয়াছিল। যাঁহার কৃপার কথা ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ সংসারের সব সাধ ভুলিয়া প্রেমাশ্রু পূর্ণ নয়নে যেন পথ পানে তাকাইয়া থাকিতেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কত দিন, কত যামিনী যাপন করিয়াছেন সেই অন্তর্যামী প্রাণের দেবতা তাঁহার প্রাণের টান বুঝিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই নিম্নে লিখিত হইল।

গঙ্গাতটে অপূর্ব্ব দর্শন; মায়ের অভয় বাণী

ঐ সময়ে কোন একদিন তিনি একাকী একখানি নৌকায় যাইতেছেন, সঙ্গে অন্য কোন আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধব ছিল না। বালক স্বভাব বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের মনে হইল "যদি এ সময় কেহ আমাকে মারিয়া ফেলে, তবে কে রক্ষা করিবে"? নিমিষের মধ্যে চকিত হইয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চির-দিনের ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। এত দিন শ্রীকৃষ্ণ প্রাণের টানে যে মাকে ডাকিতে ছিলেন, যাঁহার অভাবে সংসারের কোন কিছুই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছিল না, সেই স্নেহময়ী জগজ্জননী স্বীয় সন্তানকে একবার দর্শন দিলেন। ক্ষণেকের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দিব্যচক্ষু খুলিয়া গেল—দেখিলেন, মা কালীরূপে বরাভয় হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে;—সে বিশ্বব্যাপী বিরাট-রূপ, সে অপার স্নেহোজ্জ্বল মুখকান্তি স্মরণ করিতেও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইত, বলিতে ভাষা গদ গদ হইয়া যাইত, নয়ন আনন্দাশ্রু ধারায় আপ্লুত হইত। জাহ্নবীর তৃণাচ্ছন্ন তট ভূমি মায়ের চরণ-যুগল তলে পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহার আলুলায়িত কেশপাশ আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, দিঙ্মণ্ডল যেন মুহূর্ত্ত জন্য নিবিড় মেঘবর্ণ ধারণ করিল, শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন—"ভয় কি আমি আছি."; শ্রীকৃষ্ণ অভয়ার চরণস্পর্শে নির্ভয় হইলেন, তাঁহার সকল সংশয় মিটিয়া গেল। এই খানেই শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার শেষ হইল, এবং সাধনার পথে যাইবার সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। এ যাত্রায় শ্রীকৃষ্ণ বাটী যাইতেছিলেন। বাড়ী হইতে আসিবার পরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটনাক্রমে তাঁহাকে পড়াশুনা ছাড়িতে হইল। যাহাকে লোকশিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাত্ম-বিদ্যার আলোচনা করিয়া আপনাকে প্রস্তুত হইতে হইবে, তাঁহাকে অধিক দিন আর বাহ্য শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিলে চলিবে কেন?

পিতামাতার অর্থ ক্লেশ

শ্রীকৃষ্ণ এখন প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন, ইংরাজী ভাষাতেও অনেকটা অধিকার জন্মিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার বিবাহের কথা উঠিতেছিল, অনেক সৎপাত্রী জুটিতে লাগিল, কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন তাঁহার পিতামাতা রোগ ভোগে কাতর ও অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন কষ্ট পাইতেছেন তখন তাঁহার পড়াশুনা বা বিবাহের কথা বার্ত্তা আর ভাল লাগিল না। তিনি পিতা মাতাকে দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি নৌকা পথে যে জগন্মাতার অভয়-বাণী শুনিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের মনে সুতরাং একটা সান্ত্বনা জাগিতেছিল, তথাপি বাড়ী গিয়া পিতামাতাকে অভাবগ্রস্ত দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। পল্লীগ্রামের চিকিৎসার আয়ে বৃহৎ পরিবারের প্রতিপালন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীগুরুপ্রসন্ন সংস্কৃত অধ্যয়ন শেষ করিয়া ডাক্তারী শিক্ষা করেন; তিনি তখন মাত্র ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন, পিতাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিবার সামর্থ্য তখনও তাঁহার হয় নাই। সুতরাং অবস্থার গুরুত্ব চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কি উপায় অবলম্বন করিবেন ও পিতা মাতার দুঃখের কি প্রতিকার করিবেন এই চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। পিতা-মাতার অভাব দূর করিবার জন্য তিনি বিদ্যালয় ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

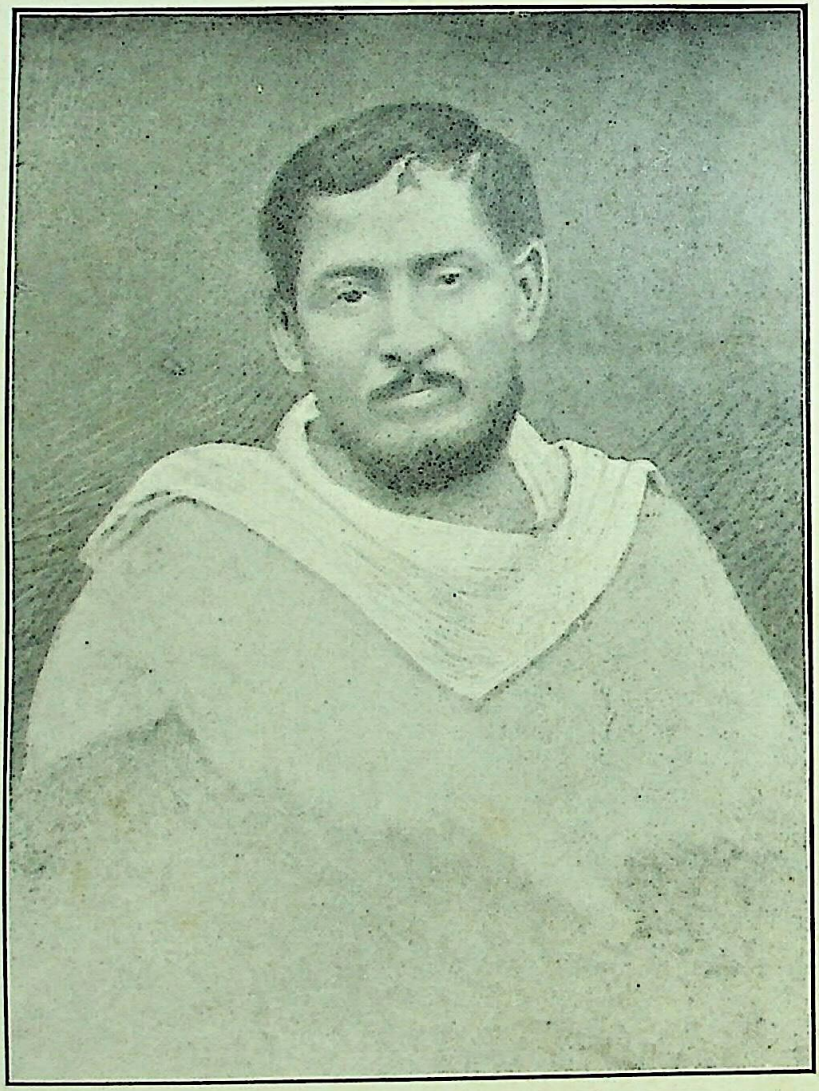

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন

(যৌবনের প্রারম্ভে)

পৃঃ ৮৫]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন —যৌবনের প্রারম্ভে।

(পিতৃমাতৃ সেবা)

পিতা মাতা কষ্টেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের আদরের ছেলে অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া এখন হইতে অর্থোপার্জ্জনে নিরত থাকিবে একথা ভাবিলেও তাঁহাদের দুঃখ দ্বিগুণ হইত। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উপর অনেক আশা রাখিতেন। রাখিবারই কথা। তাঁহার প্রতিভোজ্জ্বল মুখ, তাঁহার দেব-হৃদয় এবং তাঁহার অধ্যয়নে মনোযোগ ও বার্ষিক পরীক্ষায় সফলতার কথা মনে করিয়া কোন্ পিতামাতার হৃদয়েই বা ভবিষ্যৎ আশার সঞ্চার না হয়? ঈশ্বরচন্দ্র ও ভবসুন্দরীর সে কথা মনে হওয়া অসম্ভব নহে। তাঁহারা জানিতেন না তাঁহাদের পুত্রের প্রতিভা কোন্ মুখে প্রস্ফুটিত হইবার অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। যে দৈবী-সম্পদ লইয়া তাঁহাদের পুত্র এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে প্রতিভা রুদ্ধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। অগ্নিকে ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেও তাহা আত্মপ্রকাশ করিবেই। তাঁহাদের পুত্র যে অগ্নিময়ী প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার অমোঘ শক্তি ও পবিত্র দীপ্তিতে একদিন আর্য্যাবর্ত্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, তাঁহার জনক-জননী জন্মভূমি কৃতার্থ হইবে, তাহা কি কখনও অর্থোপার্জ্জনের নিবিড় ধূলির মধ্যে অন্তর্হিত থাকিতে পারে? তাই তাঁহারা পুত্রকে পাঠাভ্যাসে রত থাকিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহারা জানিতেন তাঁহাদের এ কষ্ট বেশী দিনের জন্য নহে, কিছুকাল পরে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দুইটি পুত্রই উপার্জ্জন-ক্ষম হইবে, সেই আশায় এই কয়েকটা বৎসর তাঁহারা সকল কষ্টই সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু মায়ের পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; আর ভবিষ্যৎ কল্পনার মোহ মরীচিকা তাঁহাকে অধ্যয়নে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। তিনি আর পঙ্গুর মত বাড়ীতে বসিয়া থাকা দুঃসহ বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, যদি এই দুঃখের দিনেই পিতামাতার কোন সাহায্য করিতে না পারিলাম তবে ইহার পর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিলেই বা আমার পৌরুষ কি? যে ব্যক্তি এই অর্থ সঙ্কটের সময়ে পিতা মাতার সেবা করিতে পারিল না, তাহার আবার মনুষ্যত্ব কোন্ খানে? পিতা মাতাকে তিনি যে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া জানিতেন; তাঁহাদের দুরবস্থা তিনি কোন্ প্রাণে সহ্য করিবেন? বাস্তবিকই পিতা মাতার কষ্টের কথা ভাবিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল। পিতৃ মাতৃ সেবাই পরম ধর্ম্ম, ইহাই স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার শীঘ্রই বহরমপুর চলিয়া আসিলেন। অধ্যয়ন ছাড়িয়া উপার্জ্জন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিছুদিন পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ কোথায় চলিয়া গেলেন। কেবল যাদব গোপাল গুপ্ত মহাশয় এ বিষয়টী জানিতেন। তিনি বলেন—"কলেজে একটা ছুটীর সময়ে একদিন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন, আমি বাড়ী যাইব, আপনি আমার সঙ্গে আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত চলুন। আমি তাহাই করিলাম; কিন্তু আজিমগঞ্জে গিয়া আমাকে বলিলেন, আমি অগ্রে জামালপুরে যাইব, তার পর বাটী যাইব আপনি ভাবিবেন না। জামালপুর হইতে আপনাকে পত্র লিখিব। ইহার দিন কতক পরে আমি তাঁহার এক পত্র পাই, ঐ পত্র জামালপুর হইতে লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল, আমি জামালপুরে আসিয়া অডিট অফিসে চাকরী পাইয়াছি। পিতা মাতার দুঃখ দূর করাই সন্তানের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সেই জন্য আমি চাকরী স্বীকার করিলাম, লেখা পড়া শিখিবার জন্য আর আপনাদের কাছে যাইতে পারিলাম না।

বিদ্যালয় ত্যাগ ও জামালপুর রেলওয়ে অফিসে কর্ম্মগ্রহণ
১৭৮৯ শক, ১২৭৪ শাল
১৮৬৭ খৃঃ অঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি আমার বিদ্যাশিক্ষার জন্য বাল্যকাল হইতে বিশেষ যত্ন ও অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছেন। আমি আর পাঠ্যাবস্থায় থাকিতে পারিলাম না, সে জন্য আপনি হয়ত দুঃখিত হইবেন, কিন্তু কি করিব যখন সাক্ষাৎ হইবে, তখন মনের সকল কথা বলিব। আপাততঃ কলেজ হইতে আমার সার্ট ফিকেট লইয়া পাঠাইয়া দিবেন।"

বিদেশে আসিয়া তথাকার জল বায়ুর গুণে শ্রীকৃষ্ণের শরীর সুস্থ সবল ও পুষ্ট হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত হইতে লাগিল। তাঁহার কাজকর্ম্মে কর্ত্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার স্মিত মুখের সুমধুর বিনয় নম্র ভাষায় সকলেই মুগ্ধ হইলেন। যে তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিত, তাহারই মনঃ প্রাণ যেন জুড়াইয়া যাইত। শ্রীকৃষ্ণের আর্থিক সাহার্য্য পাইয়া পিতা মাতার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল। আবার তাঁহারা গুছাইয়া উঠিলেন। আভরণাদি যাহা যাহা ঋণের দায়ে বন্ধক পড়িয়াছিল, সমস্ত গুলির পুনরুদ্ধার হইল।

কাশীর অদ্বিতীয় বেদান্তবিৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী স্বামীর শিষ্য পরমহংস শ্রীমদ্ গম্ভীরানন্দ স্বামী মহোদয় (পূর্ব্বাশ্রমের নাম ৺ কৈলাস চন্দ্র চক্রবর্ত্তী) তিনিও তখন জামালপুর অফিসে কর্ম্ম করিতেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণের এই সময়ের জীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথাযথ লিখিলাম। "আমি শ্রীকৃষ্ণের কিছু পূর্ব্বেই (১৮৬৫ খ্রীঃ) জামালপুরে আসিয়াছিলাম, এবং প্রথম হইতেই শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব সুলভ সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি; অল্পদিন মধ্যেই আমাদের পরস্পরের জানাশুনা হইয়াছিল। আমার বয়স তখন ৩০।৩২ বৎসর হইবে, শ্রীকৃষ্ণ ১৮।১৯ বৎসরের মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বালক হইলেও তাঁহার বিনীত ব্যবহারে ও বুদ্ধিমত্তার গুণে অফিসের অনেকেই মধ্যে মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তিনি অফিসের কাজ শেষ করিয়া অবসর সময়ে অধ্যয়নে

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে গম্ভীরানন্দ সরস্বতীর কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিবাহিত করিতেন। যে কালে জামালপুরের অধিকাংশ রেলওয়ে কর্ম্মচারী অবসর সময়ে মদ্য মাংস সেবা করিয়া ও নানারূপ কুৎসিৎ আমোদ প্রমোদে জীবনের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া, তাঁহাদেরই এক জন হইয়াও নিজ জীবনের কর্ত্তব্য ও লক্ষ্য হইতে কখনও ভ্রষ্ট হ'ন নাই। তাঁহার তৎকালীন জীবনের চেষ্টা সমূহ তাঁহার সহযাত্রীদের জীবন প্রণালী হইতেই একেবারেই ভিন্নমুখী ছিল। বাহ্যিক আনন্দ ও বাহ্যিক সুখ ভোগের ছলনায় তিনি জীবনের গন্তব্য পথ কখনও বিস্মৃত হ'ন নাই। তিনি তখন নিজ জীবনকে উন্নত করিতে এবং সাধ্য মত অপরের ধর্ম্ম জীবন গঠন করিতে সদা যত্নশীল থাকিতেন। সদালাপ ও সদনুষ্ঠান কালেই তিনি অন্য লোকের সহিত মিশিতেন; জন সমূহকে এই সকল সদনুষ্ঠানের মধ্যে আনিয়া তাহাদের চরিত্র শোধন ও ধর্ম্মময় জীবন গঠন করিয়া দেওয়া জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে তিনি গণ্য করিতেন। পীড়িতের শুশ্রূষা ও বিপন্ন জনের সহায়তা করা তাঁহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা কহিতে পাইলে, শ্রীকৃষ্ণ কাছে আসিলে সকল লোকেই এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিত। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের ধর্ম্মজীবন এবং বাহিরের কর্ম্মজীবন পরস্পর সমসূত্রে গ্রথিত ছিল; তাঁহার চরিত্রের সৌরভ ব্যক্তি মাত্রেরই মন মোহিত করিত, সে সহাস্যমুখ সকলেই পবিত্রতা মাখা দেখিতে পাইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়।

(সদ্‌গুরু সমাগম,

সাধনাভ্যাস ও শাস্ত্রানুশীলন)

কিছুদিন পরেই শ্রীকৃষ্ণ অডিট অফিসের কার্য্য ত্যাগ করিয়া লোকোমোটিভ অফিসে একটী কর্ম্ম পাইলেন। উক্ত অফিসের হেডবাবু ৺শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের বহু সদ্‌গুণ দেখিয়া তাঁহাকে বরাবরই স্নেহ করিতেন।

"শ্রীকৃষ্ণ চাকরী করিলেও অবকাশ কাল বৃথা আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিতেন না। চাকরী জামালপুরে হইলেও গঙ্গাতটিনী তীরবর্ত্তী মুঙ্গেরে তাঁহার বাসা ছিল। তাই তাঁহার অনেক উপযুক্ত কার্য্য সাধনের সুবিধা হইয়াছিল। তিনি অবকাশ কালে ইংরাজীতে বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক পুস্তকাদি পাঠ করিতেন এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের বিশেষরূপ আলোচনা করিতেন। তাঁহার বাল্যকালীন ব্যাকরণ অধ্যয়ন, উপনিষৎ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণাদি আর্য্যশাস্ত্র সমূহ আলোচনার বিশেষ সহায়তা করিত। কিশোর বয়সের ইন্দ্রজাল বিদ্যার অনুরাগ তাঁহাকে এই সময়ে প্রেততত্ত্ব বিজ্ঞানের গবেষণায় একান্ত অনুরক্ত করিয়াছিল। এই সময়েই তিনি সংবাদ পত্রে ও মাসিক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

তিনি সময়ানুরূপ আপনাকে সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া লইবার জন্য প্রবল প্রয়াস আরম্ভ করিয়াছিলেন। যে কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ব্রতী হইতে হইবে তাহারই আয়োজনের জন্য যেন তাঁহার সমগ্র শক্তি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখনও তিনি বুঝিতে পারেন নাই কাহার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাঁহার জীবন পরিচালিত হইতেছে। শাস্ত্রালোচনা ও ইংরাজী ভাষায় বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তকাদি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দী ভাষাও আয়ত্ত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছিলেন, এবং ভবিষ্যতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দীভাষায় লিখিতে ও বলিতে কিরূপ অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাঠক পরে জানিতে পারিবেন। হিন্দুস্থানী দিগেরও মধ্যে এরূপ বিশুদ্ধ ও সুমধুর হিন্দী অতি অল্প লোকেই বলিতে পারিতেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অবকাশ সময়ই তাঁহার মানসিক উন্নতি সাধনে ব্যয়িত হইত, কিন্তু কেবল মাত্র বিদ্যা ও জ্ঞানানুশীলন লইয়াই তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই, জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য যে আত্মজ্ঞান ও ভক্তিপ্রেমলাভ তাহা সদৈব তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। যখনই সহরে বা গঙ্গাতীরে কোন নূতন সাধুর সমাগম হইত, তাহা শ্রীকৃষ্ণের কখনই দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না; তিনি অবিলম্বে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন। এইরূপে সাধুসঙ্গ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের মনে সংসারের প্রতি ঔদাস্য জন্মিতে লাগিল, জন্ম জন্মান্তরের সাধন সংস্কারের মুকুল ফুটিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে বৈরাগ্যবেগ তীব্র হইতে লাগিল, আর চাকরী ভাল লাগে না। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে শ্মশানে শ্মশানে একাকী শ্রীকৃষ্ণ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকেন, কখনও আপনাপনি রোদন করেন, কখন বা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকেন, বন্ধু বান্ধবের সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না। সকলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। বাসার অন্যান্য লোকে বিরক্ত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রায় প্রতিদিনই গঙ্গাতীর হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিতে অধিক রাত্রি হয়, লোকে এই সব ব্যাপারকে ভাল চক্ষে দেখিতে পারিল না, কেমন যেন তাঁহার চরিত্রের প্রতি একটু সন্দেহ আসিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণের কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই; লাবণ্যপূর্ণ সহাস্য মুখখানি যেন একটু বিশুষ্ক বোধ হইতে লাগিল। মুখখানি সর্ব্বদাই রোরুদ্যমান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কিসের বিরহে যেন তাঁহার প্রাণ ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে চাহে, অথচ লোক লাজে তিনি কাঁদিতে পারেন না, থাকিয়া থাকিয়া ফুঁপাইয়া উঠেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই বুঝিল শ্রীকৃষ্ণকে যেন কি এক দুঃখের ঘন ঘোর মেঘ আসিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছে।

যখন তাঁহার মানসিক অবস্থা এইরূপ এক সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে বিপন্ন ও ক্লিষ্ট হইতেছিল, তখন যাঁহার মত ব্যথিতের ব্যথা বুঝিতে আর কেহ নাই, দীন দুঃখীর দুঃদ মিটাইতে যিনি ক্ষণার্দ্ধও বিলম্ব করেন না, সেই ত্রিভুবন জননীর প্রাণ সন্তানের বুক ফাটা মর্ম্মপীড়ায় বুঝি কাঁদিয়া উঠিল, তাঁহার সুরাসুর বন্দিত স্বর্ণ সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল। অচিরেই পশ্চিম গগনে জলভরা মেঘ দেখা দিল। অতি উত্তাপের পর যেমন শীতল বায়ু বহিয়া থাকে, গ্রীষ্মের জ্বালাময়ী সন্তাপের পরই যেমন সরস বর্ষার উদয় হয়, তেমনই বুঝি মানব হৃদয় বিরহ তাপে অতি সন্তাপিত হইলেই মিলনের সজল জলদের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। এখানেও তাহার অন্যথা হইল না। কি এক অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া হইল, যাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য, কিন্তু ইহা যে ভগবৎ কৃপা সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই এবং ইহার অধিক কিছু বলিবার অধিকারও আমাদের নাই। যিনি ধ্রুবের ক্রন্দনে কাতর হইয়া স্বয়ং নারদকে পাঠাইয়াছিলেন, সরল হৃদয়ের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা যাঁহার নিকট কোন দিনই উপেক্ষিত হয় না, সেই দীন ও আর্ত্তের পরম সুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের আর্ত্তিকে না মুছাইয়া থাকিতে পারিলেন না। ভগবদ্ কৃপায় এক শুভ যোগের উদয় হইল। পাঞ্জাব হইতে সিদ্ধাবধূত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্দয়াল দাস স্বামীজী বহু সাধু সন্ন্যাসী সহ ১৮৬৯ খ্রীঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে গঙ্গাসাগর গমনোদ্দেশে মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাষায় বাস পরিহিত শত শত পরমহংস সন্ন্যাসীর একত্র সমাবেশ বাঙ্গলা দেশে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধুমণ্ডলীতে কষ্টহারিণীর ঘাট পূর্ণ হইয়া গেল, ও গঙ্গাতট যেন অপরূপ শোভাধারণ করিল।

শ্রীমদ্দয়াল দাস স্বামীজীর মুঙ্গেরে শুভ সমাগম ১৮৬৯ খ্রীঃ ডিঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু সেবার জন্য স্থানীয় হিন্দু মহাজনগণ সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। লোক দলে দলে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশ লাভের আশায় "কষ্টহারিণী ঘাটে" ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কষ্টহারিণী ঘাটে একখানি রথ ছিল। রথের একদিকে শ্রীমদ্দয়ালদাস স্বামীজীর আসন ছিল, শিষ্যগণ চারিদিকে স্থানে স্থানে তাঁহাকে ঘেরিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। সাধুদের মধ্যে অনেকেই সেই প্রচণ্ড শীতেও অনাবৃত শরীরে যামিনী যাপন করিতেন। শীতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় কিনা জিজ্ঞাসা করিলে অনেকে বলিতেন নিদ্রা যত না আসে ততই ভাল, যতক্ষণ জাগ্রত থাকা যায়, ততক্ষণই ভগবৎ ভজনের সুবিধা।

এই সময়ে মুঙ্গের ও জামালপুরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ ধূম চলিতেছিল। মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, সাধু অঘোর নাথ, ব্রহ্ম ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও দীননাথ মজুমদার প্রভৃতি আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন অল্প বয়স্ক হইলেও বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের উৎসাহে তিনিই কেশব বাবুর সহিত ব্রাহ্ম-সমাজ গৃহে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং কেশব বাবুও তাঁহার বিচার শক্তি ও বাক্ পটুতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন, এবং তিনি যে কালে একজন প্রতিভা সম্পন্ন পুরুষ হইবেন, তাহাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। অঘোর নাথ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের দাদা। অঘোর নাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও তাঁহার সাধু চরিত্রের বিষয় সদৈব শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত থাকিলেও সিদ্ধাবধূত দয়ালদাস স্বামীজীর মণ্ডলী দর্শনে অনেকেই কষ্টহারিণী ঘাটে বেড়াইতে যাইতেন। স্বামীজীর শিষ্য-মণ্ডলী পূর্ব্বে কখনও বাঙ্গলা দেশে আসেন নাই, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থাও কিছু অবগত ছিলেন না। তাঁহারা ব্রহ্মবাদীর মুখে নিরাকার ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানের কথা ও আচার ব্যবহারে শাস্ত্রীয় বিধি বিপর্য্যয় দেখিয়া

কেশবচন্দ্র সেনের শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্মিত হইলেন। যাহা হউক স্বামী দয়ালদাসজীর অলৌকিক শক্তির বিষয় কিরূপে লোক সমাজে প্রচার হইয়া পড়িল, তৎসম্বন্ধে শ্রীমৎস্বামী গম্ভীরানন্দ সরস্বতী যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহারই উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

শ্রীমদ্ দয়ালদ সজীর সম্বন্ধে স্বামী গম্ভীরানন্দের উক্তি

"শ্রীমদ্ দয়াল দাস জীর মণ্ডলীতে বিভিন্ন সম্প্রসায়ের সাধু থাকিতেন। তাঁহার উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই তাঁহার অনুগমন করিতেন। একদিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা প্রায় সমাগত, কয়েকজন সাধুর ধুনীর কাষ্ঠ নাই দেখিয়া দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ কাষ্ঠ সংগ্রহে উৎসুক হইলেন; কিন্তু স্বামীজী তাঁহাদিগকে বলিলেন, কোন চিন্তা নাই, এক-ব্যক্তি কাষ্ঠ লইয়া আসিতেছে। কিছুক্ষণ পরে জামালপুর অফিসের একটী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ যুবক এক বোঝা কাঠ মাথায় করিয়া আসিয়া উপস্থিত। একজন ভদ্রসন্তান কাঠের বোঝা লইয়া আসিবেন ইহা কেহই আশা করেন নাই। যুবক বোঝা নামাইয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন, "আজ বৃষ্টি হইয়া গেল সাধুদের ধুনীর কাষ্ঠ আছে কিনা এই ভাবিয়া বাড়ী হইতে এক বোঝা কাষ্ঠ লইয়া আসিলাম।" অপর একদিন একজন সিপাহী স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শীঘ্র বাসায় গিয়া স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে হইবে বলায়, স্বামীজী বলিলেন "আজ গিয়া তুমি খাদ্য প্রস্তুতই পাইবে।" লোকটী তখন তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না, পরে বাসায় ফিরিয়া গিয়া দেখেন, তাঁহার একজন আত্মীয় আসিয়া রুটী প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার কোন আত্মীয়ের পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য চিন্তিত ছিলেন। কথোপকথন কালে স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, তাঁহার আত্মীয়ের এই মাত্র মৃত্যু হইল। পরে পত্র পাইয়া তিনি এই বিষয়ের সত্যাসত্য অবগত হইলেন। এইরূপ কতকগুলি ঘটনায় দয়ালদাসজীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধিশক্তির বিষয় মুঙ্গেরময় প্রচারিত হইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বদেশীয় লোক সৎসঙ্গ ও সাধু দর্শন জন্য আসিতে লাগিল।

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণও সাধু দর্শনে যাইতেন; কিন্তু দিবসে লোক সমাগমের সময় তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইত না। তিনি রাত্রি কালেই অধিক সময়ে যাইতেন। নীরবে প্রাণের কথা শুনিতেন এবং নির্জ্জনে প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতেন। একদিন এক সাধুকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের বাসায় লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "নদীই সাগরে গিয়া পড়ে, সাগর ত কখন নদীতে যায় না।" শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন "এ নিয়ম আপনাদের দেশে (পশ্চিম প্রদেশে) ঘটিতে পারে, কেন না তথাকার নদী গুলি সাগর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, কিন্তু আমাদের দেশে সমুদ্রের জল নদীতে (জোয়ারের সময়ে) আসিয়া থাকে, সাগর সঙ্গমেই ইহার সত্যাসত্য দেখিতে পাইবেন, সুতরাং আমার অনুরোধ অন্যায় হয় নাই।" সাধুটী এই নৈসর্গিক ব্যাপারের বিষয় অবগত হইয়া আহ্লাদ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ দয়াল দাস স্বামীজী কয়েকদিনে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের পিপাসা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে রূপকের ছলে নিম্ন লিখিত প্রশ্নটী করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণকে অল্প বয়স্ক বালক দেখিয়া শ্রীমদ্ দয়াল দাস স্বামী বলিলেন, "দেখ, একজন পথিক যাইতে যাইতে পথি মধ্যে রাত্রি উপস্থিত হওয়ায় একটী বৃক্ষতলে আশ্রয় লইল। সে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, দস্যু তাহার সঙ্গের সম্বল যাহা কিছু ছিল সমস্ত অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। সে প্রাতে উঠিয়া যখন দেখিল চোর তাহার সমস্তইঅপহরণ করিয়াছে তখন অনন্যোপায় হইয়া রাজার শরণাপন্ন হইল। রাজার আজ্ঞায় দস্যুগণ সমস্ত দ্রব্যই তাহাকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করিল, পথিকও নির্ব্বিঘ্নে নিজ দেশে চলিয়া গেল। ইহা হইতে তুমি কি বুঝিতে পারিলে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—"মানব জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি ফলে বিবেক, বৈরাগ্য, সত্য, সন্তোষ, দয়া ভক্তি আদি ভগবদ্দত্ত বহুবিধ সম্পত্তি সঙ্গে করিয়া এই সংসারে আইসে; কিন্তু জীবন পথে যাইতে যাইতে সংযমের অভাবে মোহবশতঃ সংসারে আসক্ত ও অজ্ঞান হইয়া পড়িলে কাম, ক্রোধ, লোভ মোহাদি রিপুগণ তাহার সমস্ত সদ্‌গুণ হরণ করিয়া লইয়া যায়। পরে আবার নিজ দুর্দ্দশার জ্ঞান হইলে হৃদয়ের সার সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে বুঝিয়া যখন সে অনন্যোপায় হইয়া কাতর প্রাণে নিরাশ্রয়ের ন্যায় ভগবানের শরণাগত হয় তখন ভগবৎ কৃপায় রিপুগণ শত্রুতা ত্যাগ করে এবং মানব জীবনের সমস্ত সদ্‌গুণই পুনরায় তাহাকে আশ্রয় করে, অর্থাৎ মানবের যতই কেন দোষ থাকুক না সে যদি অনুতপ্ত হৃদয়ে সংসার হইত মুক্ত হইবার জন্য একান্ত মনে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই তাহার হৃদয়ের দৈবী সম্পত্তি আবার আবির্ভূত হইবে, এবং সমস্ত মোহ নষ্ট হইয়া যাইবে। সে তখন নির্ব্বিঘ্নে নিজ ধামে যাইতে পারিবে—ভগবৎশরণাগতিই সকল পাপ শান্তির ও পরমানন্দ প্রাপ্তির একমাত্র অমোঘ উপায়।"

বালক শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ সদুত্তরে বাবা দয়াল দাস বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জন্ম জীবনের সকল কষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে কষ্ট হারিণীতটে তাঁহাকে মানব জীবনের পরম কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিয়া ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সদ্‌গুরু প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণ রাজযোগের রহস্য অবগত হইয়া চিরদিনের জন্য শোক মোহ নির্ম্মুক্ত হইলেন ও হৃদয়ে পরম শান্তি অনুভব করিলেন। কয়েক দিন পরেই শ্রীমদ্ গুরু স্বামীজী মহারাজ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে গমন করিবার সময়ে বলিয়া গেলেন "আর এখন আমি এখানে থাকিবনা, যে কার্য্যের জন্য এখানে আমার আসা তাহা হইল, তুমি আমার সহিত

দীক্ষা লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যস্ত হইওনা, আবশ্যক মত আমিই তোমাকে দর্শন দিব।

সিদ্ধ মহাপুরুষ পরমহংস দয়ালদাসস্বামী কষ্টহারিণী ঘাটে বালক শ্রীকৃষ্ণকে যে মহামন্ত্রের উপদেশ করিলেন, তাহাই শ্রুতি স্মৃতি সিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যালাভের শ্রেষ্ঠ-মার্গ এবং সনাতন কাল হইতে প্রচলিত বৈদিক দীক্ষা। দ্বিজ বালকগণ উপনয়ন কালে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে গায়ত্রী পুরশ্চরণ, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ দ্বারা এই মহোপদেশ লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। বর্ণাশ্রমোচিত সৎকর্ম্ম সমূহ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই সাত্ত্বিকভাব ও ভগবন্নিষ্ঠার উদয় হয়, এবং ক্রমে ভগবদ্বিরহে প্রাণ মন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেই সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন "তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" (মুণ্ডক-১।২।১২) পরমাত্মার সাক্ষাৎকারার্থ সমিৎপাণি হইয়া (অর্থাৎ যথাসাধ্য উপহার লইয়া) বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে। উপযুক্ত অধিকারী ভিন্ন অন্যত্র এ উপদেশ ফলপ্রসূ হয় না। গীতায় ভগবান্‌ও অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেনঃ—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৪।৩৪

গুরু সেবা না করিলে, গুরুমুখে উপদেশ না শুনিলে কেবল নিজ বুদ্ধি বিচারে কিম্বা জ্ঞান-গ্রন্থ পাঠে তত্ত্বজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যায় না, আমি কে? কিরূপে বন্ধন দশাগ্রস্থ হইলাম? কিরূপেই বা মুক্ত পাইব? শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করযোড়ে গুরুকে এই প্রশ্ন করিতে হয়। যে সে গুরুর নিকট প্রশ্ন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই বলিয়া ভগবান্ তত্ত্বদর্শী ও আত্মসাক্ষাৎ- কারবান্‌গুরুর নিকটেই উপদেশ লইতে আদেশ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা দয়াল দাস কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই সুগম সাধনমার্গে হঠযোগোক্ত আসন প্রাণায়ামাদির বিশেষ আবশ্যকতা নাই, তন্ত্রোক্ত জটিল ষটচক্র ভেদের কঠোরতা এবং কর্ম্মকাণ্ডের বিবিধ বিধানের ব্যহ্যাড়ম্বরও ইহাতে নাই ; ইহাতে আছে কেবল ঐকান্তিকী ভক্তির মধুরতার সহিত অপরোক্ষ-জ্ঞানের শুভসম্মিলন ! পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের কোন মতের সঙ্গেও ইহার কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না। এ সাধনে শুভ-কর্ম্মের নিষ্কামতা যোগমার্গের একাগ্রতা, ভক্তিপথের তন্ময়তা এবং জ্ঞান বিচারের বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে। ইহাই গীতোক্ত রাজবিদ্যা বা রাজযোগ।

নবম অধ্যায়।

(সাধনা ও সিদ্ধি)

১৮৬৯ খৃঃ হইতে

জন্ম জন্মান্তরীণ শুভ-সংস্কার বলে শ্রীকৃষ্ণ যৌবনের প্রারম্ভেই সদ্‌গুরু-কৃপালাভ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেক বৈরাগ্যাদি সদ্‌গুণ শোভিত শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র হৃদয়ে অচিরেই ভগবদ্ভাব বিকশিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ পিতৃ-মাতৃ সেবার জন্যই অর্থোপার্জ্জন করিতেন, নিজের অত্যাবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহোপযোগী অর্থমাত্র রাখিয়া সমস্তই পিতৃ-মাতৃ পূজার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। এই নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-সাধনায় তাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অর্থ অনর্থকর জানিয়া তিনি উহার অর্জ্জন চিন্তায় সময়ক্ষেপ করিতেন না। অফিসের কর্ত্তব্য পালন করিয়াই তিনি আর সাংসারিক চিন্তায় সময় অতিবাহিত না করিয়া নিজ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দিবা-রাত্রির অবশিষ্ট-সময় ব্যয় করিতেন। পারমার্থিক শান্তির প্রয়াসী হইলে যৌবনেও বিষয়-সুখ ভাল লাগে না। শ্রীকৃষ্ণ এখন চিন্ময়ী-মায়ের প্রেরণায় মনের মত গুরুলাভ করিয়া একাগ্র হৃদয়ে উপাসনা করিতে লাগিলেন। তিনি মুঙ্গেরে বাসকালে বারমাস প্রত্যূষে রাত্রি ৪টার সময় শৌচাদি সমাপন করিয়া কষ্টহারিণী ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন, পরে একান্তে বসিয়া সন্ধ্যোপাসনা শেষ করিয়া উপনিষদ্ ও অন্যান্যশাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিতেন। জামালপুর অফিসে কার্য্য করিবার জন্য ট্রেণে যাতায়াত করিতে হইত। প্রাতে ৭৷৷০ টার সময় আহার করিয়া অফিসে যাইতে হইত, এবং আসিতে দিবা প্রায় অবসান হইত। বাসায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ একবার মাঠে বা গঙ্গাতটে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। রাত্রিতে আবার নিশ্চিন্ত হইয়া উপাসনায় উপবিষ্ট হইতেন। সংসারের আর কোন সুখেই শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ ছিল না; সুতরাং একাগ্র হইয়া ভগবৎ সাধনায় তাঁহার মন মগ্ন থাকিত। যৌবনের সমস্ত উদ্যম তাঁহাকে স্বর্গ-রাজ্যের অভিমুখে অগ্রসর করিতে লাগিল। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইল। সে স্রোতের মুখে সাংসারিক কোন চিন্তাই স্থান পাইত না—কতদিন সমস্ত রাত্রিই শ্রীকৃষ্ণ একাসনে একাগ্রমনে ধ্যান-নিমগ্ন থাকিতেন, নিমেষের ন্যায় সুদীর্ঘ রজনী পরম-শান্তিতে কাটিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইত। মহাপুরুষদিগকেও কঠোরব্রত ধারণ করিয়া অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়। সদ্‌গুরু কৃপায় শ্রীকৃষ্ণও নির্ব্বিঘ্নে সাধন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে যে সামান্য যোগ-বিঘ্ন আসিতে লাগিল, যথাসময়ে কোন সাধু-মহাত্মার উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতেও উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণের এই অন্তরঙ্গ উপাসনার বিষয় অনেকেরই অগোচর থাকিত, অফিসে কেরাণীগিরী করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ কোন্ অলৌকিক রাজ্যের অনুসন্ধানে উন্মত্ত রহিয়াছেন, তাহা অন্য কেহই অবগত ছিলেন না।

যৌবনে যে সুচারুরূপে ভগবদুপাসনা হইতে পারে, ইহা অনেকেরই ধারণা নাই। সাধারণতঃ লোকে ইহা জীবনের বিলাসভূমি বলিয়াই জানে। কিন্তু যৌবনে পুরুষার্থ করিলে যেমন অর্থকরী বিদ্যাদি উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, সেইরূপ যৌবন কালে তন্ময় হইয়া ভগবদারাধনায় জীবন উৎসর্গ করিলেই প্রকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল ইহ-জীবনে অনুভব করিতে হইলে যৌবন কাল বিষয়-সেবায় ব্যয়িত করিলে হইবে না। যাহারা বাস্তবিক বিষয় ভালবাসে, এবং মুখে ধর্ম্মের কথা বলিয়া থাকে, তাহারাই বিষয় ভোগের পর ধর্ম্ম-সাধন করিবে বলিয়া অপেক্ষা করে, কিন্তু যাহার ফল ইহ জীবনেই অনুভব করিতে হইবে, তাহা পাইবার জন্য বাল্য ও যৌবন কালে পরিশ্রম না করিলে কখনই তাহা পাওয়া সম্ভব নয়। সামান্য সুখকর লৌকিক বিদ্যা ও ধনাদির জন্য যখন জীবনের অর্দ্ধেকেরও অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতে হয়, তখন অনন্ত কালের দুঃখ দূর করিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে হইলে কিরূপ আয়াস আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সুতরাং ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে জীবনের প্রভাত কাল হইতেই তাহার জন্য দৃঢ় পুরুষার্থ করিতে হইবে। আমরা বিষয়-সুখ লাভের জন্য গৌণ-পুরুষার্থ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু প্রকৃত পুরুষার্থ করিয়া আত্মার কল্যাণ পথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্রসর হইবার ইচ্ছা অতি অল্প লোকেরই দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু যৌবনে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে বিস্মৃত হন নাই। শ্রীকৃষ্ণের তাৎকালিক মনোভাব পাঠক তাঁহার রচিত নিম্নের দুইটী চিত্র পয়ারে দেখিতে পাইবেন—

"কে বলে যৌবন হরি সাধনার নয়"

(কে)ন বা নিন্দার কাল মধুর যৌবন।
স (ব) হৈতে সমাদৃত তরুণ জীবন॥
বিহ্ব (লে) র বাল্যকাল হইলে বিলয়।
জীবের (যৌ) তুক রূপ যৌবন নিশ্চয়॥
অজ্ঞতার (ব) শীভূত নাহি রয় আর।
সম্যগ্ দর্শ (ন) জ্ঞান উপজয় তার॥
সহজে নিপুণ (হ) য় শাস্ত্রের বিচারে।
অনায়াসে যুক্তি ক (রি) বুঝিবারে পারে॥
প্রখর জ্ঞানের তেজ (সা) হস বিপুল।
বুদ্ধিবৃত্তি, চতুরতা, বো (ধ) অনুকূল॥
হিতাহিত সুবিচার ত্রুটি (না) হি তায়।
জ্ঞানেতে ইন্দ্রিয় বশ কিবা আ (র) দায়॥
দম্ভ অহঙ্কার নাশে করিয়া বি (ন) য়।
কে বলে যৌবন হরি সাধনার ন (য়)?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কে বলে প্রাচীনকালে সাধন বিধান"

(কে) জানে কে কতদিন ধরিবে জীবন।
কে (ব) ল মনের আশা আয়ুর গণন॥
সলি (লে) বিম্বের মত জীবন নিশ্চয়।
কিরূপে (প্রা) ণের আশা দীর্ঘ দিন হয়॥
নীরবে অ (চি)ন্ত্য কাল দেয় দরশন।
জীবের মন (ন) পূর্ণ না হয় তখন॥
কি আছে ভরসা (কা) র কখন কি হয়।
বার্দ্ধক্য আসিবে ব (লে) বিলম্ব কি সয়॥
শিশু যুবা বৃদ্ধ সব (সা) মান্য গণন।
কালের নাহিক কাল নি (ধ) ন কারণ॥
নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নাই জীব (ন) সংশয়।
কিরূপে বার্দ্ধক্যে তবে আশার (বি) ষয়॥
যৌবনে সাধনে জীব হবে সাব (ধা) ন।
কে বলে প্রাচীন কালে সাধন বিধা (ন)? *

পূর্ব্ব সুকৃতিবলে ও সদ্‌গুরু কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের মন ক্রমশঃই একাগ্র হইতে লাগিল। যৌবনের সমস্ত উদ্যম লইয়া শ্রীকৃষ্ণ সাধনার পথে ধাবিত হইলেন—অনুরাগ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। একটীর পর একটী—করিয়া সাধনার ক্রমোচ্চ স্তর দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ দিন দিন আরও উৎসাহ সহকারে সাধনাভ্যাস করিতে লাগিলেন। সাধনার প্রথমাবস্থায় ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় জবাকুসুমের ন্যায় গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ

* বালকগণের চিত্তাকর্ষণের জন্যই কবিতাদ্বয়ের এ বিচিত্র রূপের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিত। সিদ্ধাসনেই তিনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। রাজযোগের প্রক্রিয়া বিশেষ অভ্যাস করিতে করিতে তিনি আত্মানুভব করিলেন, এবং দেহাতীত আত্মচৈতন্যে অভিন্নভাবে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার মন হইতে মৃত্যুভয় বিদূরিত হইয়া গেল। অনেক সময় পরস্পর কথাবার্ত্তা কালে তাঁহাকে বিশেষ সাহসের সহিত বলিতে শুনিয়াছি, "আর জন্মিতে হইবে না তাহা নিশ্চয়"। যোগবাশিষ্ঠে দেখিতে পাওয়া যায় স্ব-সম্বেদ-লক্ষণ জ্ঞানীর নিজ-দৃঢ়-নিশ্চয়ই অপরোক্ষানুভূতির একমাত্র অকাট্য প্রমাণ, উহা অপর কোন উপায়েই জানিতে পারা যায় না। ক্রমাগত ছয় সাত বৎসর অভ্যাস নিরত থাকিয়া রাজযোগের নিয়মে সাধন পূর্ব্বক তিনি যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত নিম্ন লিখিত সঙ্গীতটী হইতে বেশ অবগত হওয়া যায়।

(বাউলের সুর) ‡

(আমার) রূপ সাগরে যাওয়া নাওয়া কঠিন হ'লো।
এবার বা আসা হয় বিফল॥
ভাবি, তাই চুপে চুপে যাইবা কিরূপে,
ছ ঘাটে * ঘাঁটি বসিল।
নৌকা, পড়েছে বিপাকে গো—তে-মহানীর বাঁকে, †
সময় বুঝে তুফান ¶ উঠিল (ওগো বিষম রোলে)॥
ঘাটে, দলে দলে § একি, কত যে কি দেখি,
একই ঘাটে বুঝি দিন ফুরাল।

---

‡ সন ১২৮৫ (ইং ১৮৭৯ কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বার দর্শনে বিরচিত)

* ষট চক্র। † প্রত্যেক চক্রকে বেষ্টন করিয়া যেখানে যেখানে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না মিলিত হইয়াছে। ¶ মনের চঞ্চলতা। § ষট্ কমলের দল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথা, ডাকিনীর মেলা গো—বিদ্যুতের খেলা,
গগন ভেদী সব ছুট্‌ছে আলো (দেখি থেকে থেকে) ॥
আমি একাকী যাইতে এ গহন পথে,
*ত যে কি গোল উঠিল।
ঐ যে ছ'জনা * বোম্‌বেটে, গো—এলো বিষম ছুটে,
পথের খরচ ° সব লুটে নিলো
(নটা সিঁদের পথে) ॥
এখন ছ'ঘাটের মাশুল, কর্‌বে যে উশুল,
কোথা থেকে তা দিব বল।
বুঝি তেফেরা শিকলে ‡ গো—বাঁধা পড়বো জেলে ¶
এই ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল,
(আমার দেহ ছেড়ে) ॥
তাই, বলি কুণ্ডলিনী, হইয়া সঙ্গিনী,
গুপ্ত সোজা পথে লয়ে চল।
তথা কেহ দেখিবে না, গো—চুপে আনা-গোনা,
পরিব্রাজক সেই পথ ধরিল।
(সে ডুব্ জলের পথে)) ॥

বাউলের সুরে *

গুরু আমার নহর † কেটেছে—
তথায় প্রেমলহরী বইতেছে ॥

° ষড় রিপু। † ধৃতি, উপরতি, তিতিক্ষাদি। ‡ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ।
¶ মাতৃগর্ভ। * সন ১২৮৫ (ইং ১৮৭৯) কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বার দর্শনে রচিত।
† সাধন প্রণালী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহরের মূল হরিদ্বারে (মূলাধারে),
ত্রিধারা * বইতেছে জোরে,
ত্রিলোক † এক ক'রে—
আবার চিৎসলিলে ভয়ঙ্কর তায়,
নামরূপের ঢেউ উঠেছে ‡ ॥
ঐ দেখ কত লোক্ জুটে,
নাবে ব'লে যাচ্ছে ছুটে, নহরের ঘাটে—
তারা ঢেউ * দেখে ভয় পেয়েছে কেউ
সামাল্ সামাল্ ক'রতেছে ॥
গুরু বলেন ভয় কি তথা, পরিব্রাজক্ ভা'বিস্ বৃথা,
শোন্ কাজের কথা—
একবার ডুব দিয়ে দেখ্ ডুব্ জলে
মনের মানুষ্ রতন রয়েছে ¶ ॥
চেতন্ জলে থাক্‌বি ডুবে, আনন্দে প্রাণ শীতল হবে,
ত্রিতাপ না রবে—
ও তার ধন্য জীবন সেই মহাজন্
তথায় যে জন ডুবেছে ॥

---

* ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ীতে প্রবাহিতা শ্বাসময়ী গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ধারা।

† মূলাধারের নিম্ন হইতে পদতল পর্য্যন্ত পাতাল লোক, মূলাধার হইতে কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত পঞ্চভূতময় মর্ত্ত্যলোক, এবং তদুপরি সহস্রারবিন্দ পর্য্যন্ত দেবলোক।

‡ ব্রহ্মের স্বরূপ-সত্তায় নামরূপময় জগৎরূপতরঙ্গ পৃথক্ ভাসিত হইতেছে। জল ও তরঙ্গ এক পদার্থ হইলেও অবিদ্যা দৃষ্টিতে উহা পৃথক্‌রূপ প্রতীত হয়।

* মনোবিলাসময় মায়িক সংসার,

¶ গুরুদত্ত সাধন কৌশলে বহির্ম্মুখীন বৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখীন করিতে পারিলে আত্মস্বরূপ পরিলক্ষিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্‌গুরু কৃপায় ও সাধনাভ্যাসের বিশুদ্ধ প্রভাবে ক্রমে ক্রমে তাঁহার দিব্যবুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল। শিক্ষালব্ধ জ্ঞানাপেক্ষা তাঁহার সাধনলব্ধ জ্ঞান ও শক্তির সমধিক প্রস্ফুরণ হইল। বিনা উপদেশে শাস্ত্রীয়-গূঢ়রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনে তাঁহার সামর্থ্য জন্মিল। বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও অন্যের বুদ্ধি যে সকল কূটার্থ বুঝিতে না পারে, সদ্‌গুরু কৃপা বলে তত্তাবৎ তাঁহার পক্ষে অতি সুগম বোধ হইতে লাগিল। কবিতাশক্তি ও ধর্ম্মার্থপূর্ণ বক্তৃতার হৃদয়াকর্ষণী শক্তি ফুটিয়া উঠিল। তিমিরাচ্ছন্ন ভারতে আলোক প্রকাশের জন্য ও হতচেতন ভারতের চৈতন্য সঞ্চার করিবার নিমিত্ত সরস্বতী যেন তাঁহার কণ্ঠে সমাসীন হইলেন।

প্রবোধ কৌমুদী রচনা ১৮৭১

সদ্‌গুরুপদিষ্ট সাধন অভ্যাসকালে শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব কিরূপ হইতেছিল তাহা তাঁহার প্রণীত প্রবোধ-কৌমুদী গ্রন্থ হইতে অনেকটা অনুমান করিতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাবিংশ-বর্ষ বয়সে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া সুপাত্রবর্গকে বিতরণ করিয়াছিলেন। ভূমিকায় লিখিত আছে—পরমাত্মরূপী পরম পরাৎপর পুরাণ পুরুষের প্রধান বিহার-স্থান মানবদেহ পাইয়া আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদিতে অভিভূত হইয়াই কালাতিপাত করিয়া ক্রমশঃ কালের করাল-কবলবর্ত্তী হইতেছি, এতদ্দর্শনে স্বকীয় জীবনধারণের অবশ্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠান পরায়ণ হইবার মানসে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নিজ মনঃপ্রবোধ জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মন আদির প্রতি প্রার্থনাচ্ছলে পরমেশ্বরপরায়ণ পুণ্যবান্ প্রাজ্ঞপুঞ্জের আচরিত-পথ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় উপদেশ-রাশিভাষিত এই প্রবোধ-কৌমুদী রচিত হইয়াছে। নিম্নে চিত্তের প্রতি প্রার্থনাটী পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি—

"হে চিত্ত! এই দেহরূপ রাজ্যের অধিপতি, সম্যক্ স্বাধীনতা সহকারে তোমাকে সাম্রাজ্য-শাসন-ভার অর্পণ করিয়া রাজপ্রতিনিধির পদে প্রতিষ্ঠিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। পদদ্বয় তোমার দৌত্য-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া যথাতথা যাইতেছে, পায়ূপস্থ পয়োপ্রণালী হইয়া প্রকৃষ্ট-পদ্ধতিক্রমে গৃহাবর্জ্জনা-রাশি নিষ্কাসন করিতেছে, বলবীর্য্যশালী হস্তদ্বয় তোমার আদেশোপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অনুজ্ঞাধীন দাসের যথাবিহিত বিবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানে নিরত আছে, কর্ণদ্বয় পত্রবাহকের ন্যায় দিগ্দিগন্ত হইতে বায়ুবেগে তোমাকে বিবিধ সমাচার আনিয়া দিতেছে, চক্ষুর্দ্বয় নির্ম্মল-স্বচ্ছ-কাচ-ফলকের ন্যায় বহিস্থ দৃশ্যসমূহ তোমার বোধগম্য করিতেছে, জিহ্বা বিবিধ বিদ্যাবিশারদ সদ্বক্তার ন্যায় রসাবেশাভিনিবেশিত সুললিত-বচন রচনায় সভা-পণ্ডিতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, পরমায়ু রাজদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া দ্বারবানের কর্ত্তব্যসাধন করিতেছে, তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপময় প্রহরিত্বকালে জগদ্বিজয়ী যমও পুরপ্রবেশে সমর্থ নহে, প্রারব্ধ কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া আবশ্যকীয় বিষয় সকলের বিধিমত বিধান করিতেছে। হে চিত্ত! পরমাত্মা তোমার পিতা, মহামায়া তোমার মাতা। অবিদ্যা ও বিদ্যা তোমার দুই পত্নী; অবিদ্যার গর্ভে মহামোহ, কাম কোপাদি দুর্ব্বৃত্ত সন্তানরূপী গৃহভেদী পিতৃবৈরী ও বিদ্যার গর্ভে বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি পরমহিতার্থী কুলতিলক তনয় সকল জন্মিয়াছে; তাহাদের পরিবারও বহুসংখ্য হইয়াছে, যথা, মহামোহের পত্নী ভ্রান্তি, কামের ভার্য্যা রতি, ক্রোধের উগ্রদৃষ্টি, লোভের দুই নারী আশা ও ও তৃষ্ণা; দ্বেষের হিংসা, অহঙ্কারের মমতা, অহংকার হইতে দম্ভাভি-মানাদির উৎপত্তি হইয়াছে। অজ্ঞানের স্ত্রী বৃথা-চিন্তা; চিন্তার বহু পুত্র, তাহারা ক্লেশাদি নামে আখ্যাত। অজ্ঞানের বংশে জন্ম, শোক, জরা, মৃত্যু, আরও অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে বিবেকের সহধর্ম্মিণী শুদ্ধ-বুদ্ধি, বৈরাগ্যের তিতিক্ষা ও ব্রহ্মদৃষ্টি, শমের উপরতি, দমের ধৃতি, ধৈর্য্যের ক্ষমা, বৈরাগ্যেরপুত্র জ্ঞান, জ্ঞানের রমণী বিচারণা ও শান্তি, শান্তির গর্ভে সন্তোষ ও আনন্দ নামে দুই প্রভূত প্রভাবশালী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তান ও বিচারণার গর্ভে আত্মবোধ নামে এক অদ্বিতীয় পুত্র জন্মে। আত্মবোধের প্রিয়তমা ভার্য্যা মুক্তি ; মুক্তি বন্ধ্যা।

হে চিত্ত ! তুমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবিদ্যা পরিবারে পরিবৃত ও সংসক্ত হওত রাজ্যের কুশল রক্ষা করিতে পারিতেছ না। অবিদ্যার দুর্ব্বৃত্ত পুত্রগণের দৌরাত্ম্যে মহা-রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। আমি নিজা-নিষ্টপাতাশঙ্কায় তোমার শরণাগত হইলাম। এক্ষণে জ্ঞানবান্ মহীপতির ন্যায় যথাবদ্বিচার বিহিতানুষ্ঠান কর। যে অবিদ্যা তোমাকে মোহিনী-গুণে মুগ্ধ ও মন্মথবাণে বিদ্ধ করিয়া বিলাস-বাসনায় ব্যসনাসক্ত করিতেছে; যে কালরূপিণী তোমাকে বশীভূত করিয়া কখন প্রকোপিত কোপাগ্নি উদ্দীপন করত বহুল অনিষ্ট ঘটনায় প্রবৃত্তি দিতেছে, কখন বিবিধ বিষয় প্রলোভনে হতচেতন করিয়া কালের করাল কবলে নীত করিতেছে, যে তোমাকে অজ্ঞানাঞ্জনে অন্ধ করিয়া অনবরত বহুল কুক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দানে অশেষ বিশেষ ক্লেশে প্রপাতিত করিতেছে, যে প্রমাদকারিণী তোমাকে অচেতন করিয়া আশা, তৃষ্ণা. কল্পনা ও বৃথা চিন্তায় নিমগ্ন করত বিবিধ দুঃখ দিতেছে, তুমি সেই অবিদ্যার প্রণয় পাশ ছেদ কর। যে দুশ্চারিণী মুগ্ধচেতা নর-রূপ বিহঙ্গ-চয়কে কন্দর্প-কিরাত-কর্ত্তৃক বিস্তৃত কামিনী-রূপ-বাগুরাবদ্ধ করিতেছে, যে মায়াবিনী জন্ম-রূপ জলাশয়স্থ চিত্তরূপ কর্দ্দমচারী পুরুষরূপ মীনগণকে কুবাসনা রজ্জুতে নারীরূপ বড়িশপিণ্ড সংযোগে কালরূপ কৈবর্ত্তের অধিকারায়ত্ত করিতেছে, যে তোমাকে চারুচন্দ্রাননী কুহকিনী কামিনীর কার্ম্মুকাকার ভ্রূযুগল-ভূষিত বিশালায়ত লোচনের কটাক্ষপাতে, পরমসুন্দর পীনোন্নত পয়োধরে, ত্রিবলী-অলঙ্কৃত গভীর নাভিযুক্ত মৃগেন্দ্র-সদৃশ ক্ষীণ-কটিতে, মনোহর-মেখলা-মণ্ডিত গজরাজকুম্ভ বিনিন্দিত বিপুল নিতম্বে ও মৃদুমন্দ মরালগতিতে বিমুগ্ধ করিয়া মোক্ষার্থ পরমতত্ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট করিতেছে, তুমি সেই অবিদ্যার প্রণয়পাশ ছেদ কর। যে তোমাকে রস-লোভ প্রদর্শনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রসলিপ্সু বড়িশপিণ্ডগ্রাসী মীনের ন্যায়, সুস্বর শ্রবণেচ্ছা দিয়া ব্যাধ-বংশী-স্বর-মুগ্ধ মৃগের ন্যায়,রূপ-প্রিয়তা দানে দীপালোকদর্শী পতঙ্গের ন্যায়,পরিমল লালসা দানে মুদ্রিত-কমলদলবদ্ধ-মধুকরের ন্যায় ও স্পর্শ-সুখ বোধ প্রদানে মন্মথ-মোহ-মদান্ধ-মাতঙ্গের ন্যায় পতন করিতে উদ্যত রহিয়াছে, যে দুরাচারিণী মায়ামন্ত্রে ভ্রান্ত করিয়া স্বপ্ন সদৃশ সংসারের সত্যতা ও সার-বত্তার উপদেশ দিতেছে, তুমি সেই অবিদ্যার প্রণয়পাশ ছেদ কর। যে তোমাকে স্ত্রী-পুত্র-কলত্র-সহ একত্র বাসই ভগবদীপ্সিত এবং জ্ঞানিগণানু-মোদিত বলিয়া শিক্ষা দিতেছে. যে তোমাকে প্রতিনিয়ত জিগীষা, জিজীবিষা জিঘাংসাদিতে প্রবৃত্ত করিয়া জ্ঞানহীন উন্মত্তবৎ নাচাইতেছে, যে পরনিন্দা ও পরপরিবাদে তোমার নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে, তুমি সেই অবিদ্যার প্রণয় পাশ ছেদ কর। যে দুর্ব্বিধায়িনী সমস্ত-জগজ্জীবকে কর্ম্মফলানুরোধে নিগ্রহ জন্য বিবিধ বিগ্রহ পরিগ্রহ করাইয়া শৈশবাবস্থায় অজ্ঞান. বাঙ্‌নিষ্পত্তিরহিত. দৃঢ়স্থি বিহীন, চলৎ-শক্তি-শূন্য, একান্ত পরপরিপোষণাধীন, আত্মরক্ষায় অসমর্থ, উন্মত্তবৎ কখন রোরুদ্যা-মান ও কখন বা হাস্যযুক্ত ও বিহ্বল করিয়া জড়বদবস্থায় ক্লেশে নিপাতিত করে, যে জীবগণকে যৌবনান্বিত করিয়া ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত, ললনা-সম্ভোগ সুযোগাভাবে পরিতাপিত, ধন-জন-বল-মদে উন্মত্ত, উগ্র-প্রকৃতি, যথেচ্ছাচারী, বিবেক-বিচার বিবর্জ্জিত ও বিবিধাহিতানুষ্ঠানে বাধ্য করিয়া ভাবী বিপদ্‌যাতনা-জালে বিজড়িত করে,যে দুর্নিমিত্ত-রূপিণী, প্রাণি-পুঞ্জকে জরাগ্রস্থ করিয়া গলিতাঙ্গ, পলিত-কেশ দন্তহীন তুণ্ড, দণ্ডধৃত-কর, কম্পিতকলেবর, চক্ষুর্জ্যোতিঃ ও কায়িক বল-বীর্য্য-শৌর্য্য-সৌন্দর্য্য শূন্য, পুত্র-মিত্র-কলত্রাদি পূর্ব্বপোষ্য পরিজনের পরিপালনাধীন, শিথিলেন্দ্রিয়, মৃত্যু-ভয়-বিহ্বল, সদা চিন্তাযুক্ত ও স্নুষাদি তরুণীগণের একান্ত ঔদাস্যভাজন করিয়া ক্লেশ দান করে, তুমি সেই অবিদ্যার প্রণয় পাশ ছেদ কর। যে তোমাকে সুখাভিলাষ, দুর্ম্মতি, ভয়, লজ্জা. দম্ভাভিমানে ও অহঙ্কারসম্ভূত অহং-মমেতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা অভিভূত করিতেছে, যে তোমাকে ত্রিবর্গসাধনে প্রবৃত্তি দিয়া স্বর্গফলাদি প্রদর্শনে মোক্ষরূপ-চতুর্থ সাধন হইতে বঞ্চিত করিতেছে ও যে তোমাকে ক্ষণজন্যও পরিত্যাগ করিতে বাসনা করে না, তুমি সেই অবিদ্যার প্রণয় পাশ ছেদ কর।

তুমি সর্ব্বদা মহাবিদ্যার মহামতি মহাতেজা সন্তানগণের হিতযুক্তি অনুসারে কার্য্য কর। তাহাদের পরামর্শানুসারে বিদ্যাবিনাশকারিণী বিষয়-বিলাস-বিহার-বাসনা বিসর্জ্জন ও সদা সৎশাস্ত্রোক্ত ও সাধু-জন-কথিত সদুপদেশ ধারণ করিয়া নির্ম্মল ও প্রফুল্ল হও। দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয় ও কারুণ্য-রস-বশম্বদ চিত্তে অনর্থকারী ব্যর্থ-স্বার্থ-বর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরোপকার ও উপকারীর কৃতজ্ঞতাপাশে আত্ম-সমর্পণ এবং এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার ও বৈষয়িক ব্যবহার নিতান্ত বিনশ্বর, ইহা বিলক্ষণ বিচক্ষণতার সহিত বিবেচনা ও বিচারণায় বিনির্ণয় করিয়া নির্ম্মল ও প্রফুল্ল হও; তামসিক ও রাজসিকভাব পরিহার করিয়া সত্ত্বগুণাবলম্বনে কর্ম্মফল-কামনা পরিত্যাগ, শমদমাদির আশ্রয়ে দিন দিন চাঞ্চল্যশূন্য নির্ব্বাত-প্রদীপের ন্যায় স্থির হইতে অভ্যাস ও অধ্যাত্ম-জ্ঞানলাভে ব্রহ্মানুধ্যানে সংকল্প বিকল্প বিসর্জ্জন করিয়া নির্ম্মল ও প্রফুল্ল হও। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এতদবস্থাত্রয়াতীত, ত্রিগুণ রহিত, মায়াদি বর্জ্জিত, এক ও নিত্য-সত্য-ব্রহ্ম বোধে প্রবুদ্ধ, জঘন্য পৈশুন্যশূন্য সচৈতন্য মান্য সদ্‌গুরুর সাধূপদেশে কলুষিত বাসনা রাশি পরিহার পূর্ব্বক শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেমরস-পরবশতা, নির্ম্মমতা, নির্মৎসরতাদিকে আশ্রয় করিয়া নির্ম্মল ও প্রফুল্ল হও। দুগ্ধ হইতে মন্থন দ্বারা হবিরাহরণের ন্যায় বিবিধ বিজ্ঞান-বিচারণা-লোচনায় আত্মার সর্ব্বত্রৈকত্ব বোধে—'এ পর, সে আপন' এই ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ ও জন্ম, মৃত্যু, ভোগ, বৃদ্ধি, হ্রাসাদি-মায়াকল্পিত-মিথ্যা—ইহা অবধারণ করিয়া নির্ম্মল ও প্রফুল্ল হও। সদা আত্মজ্ঞান লাভার্থে নিরন্তর যত্নপর ও অনুরাগী এবং সদা সচেতন থাকিয়া চিদানন্দ-ভোগসুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লালসায় নিত্য আত্মযোগ সহযোগে প্রয়োগ-বিয়োগবিবর্জ্জিত একতান ভাবে হর্ষামর্ষোৎকর্ষাপকর্ষত্যাগে সদানন্দ হইয়া নির্ম্মল ও প্রফুল্ল হও। অনন্তর ভ্রময় কীটের ন্যায় নিগূঢ় গাঢ় যোগসমাধি বলে তুমি আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপতা প্রাপ্ত হইবে। তখন অস্তি, নাস্তি, হ্রাসোচ্ছ্বাস, বিনাশোৎপত্তি বিবর্জ্জিত "আত্মবোধ" ত্রিলোক অধিকার করিবেন। অনন্ত সুখের উৎস উৎসারিত হইয়া ত্রিজগৎ পরিপ্লাবিত করিবে। হে চিত্ত! তুমি আমার এই সকল প্রার্থনা পরিপূর্ণ কর। যেমন বিদ্যাদানে বিদ্যাবানের বিদ্যার বৃদ্ধি ব্যতীত ক্ষয় হয় না, তদ্রূপ এই প্রার্থনা পরিপূরণে তোমার নিত্য সুখ সৌভাগ্যই সমুদ্দিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায়।

(যৌবনে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন)

ভগবৎ কৃপায় যৌবনের প্রারম্ভেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সদ্‌গুরু সাক্ষাৎকার হয়। তাঁহার জন্ম পত্রিকায় লেখা ছিল, তাঁহাকে নিজ চেষ্টায় বিদ্যাধ্যয়ন করিতে হইবে। কার্য্যতঃও তাহাই হইল। আবার প্রকৃতি নিহিত অলৌকিক শক্তি গুণেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যৌবনে যোগাবলম্বন করিয়া মোক্ষ-মার্গের পথে ধাবিত হইলেন। সাময়িক প্রলোভন ও বৈষয়িক বিলাসিতা তাঁহার বিবেক বৈরাগ্যের বেগ ধারণে সমর্থ হইল না। ভোগ বিলাস বিমুখ হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নিবৃত্তি মার্গের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। গুরুদত্ত সাধনার পথে চলিতে চলিতে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখী হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তি শাসনে অসাধারণ শক্তি জন্মিতে লাগিল, তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের যৌবন জনিত মনশ্চাঞ্চল্য বা ইন্দ্রিয় বিকার আদৌ উদয় হইতেই পাইল না। সুতরাং ব্রত নিয়মাদি তপশ্চর্য্যা ও শৌচাচার সহযোগে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অনায়াসে উদ্যাপিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মচর্য্যের সহিত ভগবদুপাসনা সম্মিলিত হইয়া যেন মণি কাঞ্চনের সংযোগ হইল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের দেহ মন সবল, সতেজ, পবিত্র ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল। রেলওয়ে অফিসে সামান্য বেতনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তুষ্ট থাকিয়া প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা মাতার সেবার জন্য তিনি নিজ দেহ নিয়োজিত করিলেন। সদ্‌গুরু কৃপায় ও পূর্ব্বজন্মের সাধন-সংস্কার বশতঃ তাঁহার বিষয়াদির প্রতি আদৌ লোভ ছিল না, যে টুকু হইলে তাঁহার পরম-পূজ্য-জনক-জননীর সেবা কার্য্য ও তাঁহার জীবন যাত্রা অনায়াসে চলিয়া যায় তাহার অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না, ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে তাঁহার মত অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন পুরুষের পক্ষে লৌকিক পদ মর্য্যাদা ও অর্থাদি লাভ করা একেবারেই কঠিন ছিল না কিন্তু সেদিকে তাঁহার প্রবৃত্তি কোথায়? যে সময় লোকে সাধারণতঃ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় ব্যাকুল হয় তিনি যে সে সময়ে গোপনে গঙ্গাতটে তাঁহার মনের মানুষকে খুঁজিয়া বেড়াইতে ভাল বসিতেন, সুতরাং অর্থ লাভের দিকে মন দিলে তাঁহার জীবনের প্রবাহকে যে উল্টাইয়া ফেলিতে হইত। জন্ম জন্মান্তর যাঁহার অন্বেষণে তিনি ব্যাকুল ছিলেন, আজ সদ্‌গুরু কৃপালব্ধ সেই পরম কল্যাণের পথকে ছাড়িয়া দিয়া সাংসারিক অভ্যুদয়ের জন্য তিনি তীব্র প্রযত্ন করিবেন কি করিয়া? তাই তিনি সংসারের উন্নতি ও ঐশ্বর্য্যের দিকে একবার ও তাকাইলেন না, তাঁহার জীবন-নদী প্রেমসিন্ধু ভক্তের প্রাণের দেবতার চরণ-পদ্মে যেন শতমুখী হইয়া ছুটিতে চাহিল, তাই তিনি সংসারের শত বাধা অতিক্রম করিয়া হৃদয় দেবতার চরণপ্রান্তে সমুপস্থিত হইবার জন্য তাঁহার অবশিষ্ট সময়কে সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি পিতৃ-মাতৃ সেবার জন্য অর্থোপার্জ্জন রূপ নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ এবং বিবেক বিচারযুক্ত ভগবদুপাসনা দ্বারা জ্ঞানভক্তি মিশ্রিত রাজগুহ্য যোগাভ্যাসে নিরত থাকিলেন। এইরূপে ভগবানের অপার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন জীবনের সুকঠিন সমস্যা সমাধানে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিরূপ পৌরুষ প্রযত্ন ও ভগবদ্ নির্ভর দ্বারা জীবনকে সার্থক করিতে হয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সাধন পূত জীবন যজ্ঞই তাহার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন উপার্জ্জন অধিক করিতেন না বটে, কিন্তু তিনি বিলাস-ব্যসন প্রভৃতিতে কখনও অর্থের অপব্যয় করেন নাই, সেই জন্য কখনও তাঁহাকে অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। যাহা কিছু তিনি উপার্জ্জন করিতেন, আপনার আহারাচ্ছাদনের জন্য সামান্য মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই পিতাকে পাঠাইয়া দিতেন। অল্প অর্থে জীবন যাপন করিতেন বলিয়া তাঁহার বেশভূষা কখনই অশোভন হইত না, বা ভদ্র সমাজের অনুপযুক্ত হইত না। সামান্য আচ্ছাদন পরিচ্ছদাদি যাহা তাঁহার ছিল তাহা তিনি এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন যে তাঁহার স্বভাব সুন্দর দেহকে সুশোভিত করিবার জন্য অতিরিক্ত বেশ-ভূষার আবশ্যকই হইত না; স্বল্পের মধ্যে গুছাইয়া চলিলেও সৌষ্ঠব-সাধনাদিতে যে ব্যতিক্রম ঘটে না বা কিছুই অশোভন হয় না, তিনি তাহার এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। ভদ্র সমাজের উপযোগী পরিচ্ছদাদি তিনি সেই সামান্য আয়ের মধ্য হইতেই সংকুলান করিতেন, কারণ তাঁহার বিলাসিতা মোটেই ছিল না; সামান্য পান তামাকাদিও তিনি কখন ব্যবহার করিতেন না। সুতরাং ঐ ক্ষুদ্র আয় হইতেই প্রয়োজনীয় গাত্রবস্ত্রাদিও সংগৃহীত হইত এবং সময়ে সময়ে উহা হইতেই দুঃখীর দুঃখ মোচনেও যথাসাধ্য ব্যয় করিতেন। অতিরিক্তের মধ্যে তাঁহার হস্তে একটী স্বর্ণাঙ্গুরী ছিল, ইহা তাঁহার বিলাস বাসনা প্রযুক্ত নহে, সেই স্বর্ণাঙ্গুরীতে খোদিত ছিল "বিবেকী হও"। ইহাই মোক্ষাভিলাসী জনের প্রতি আর্য্য শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রথম উপদেশ। জীবনের যৌবনাকুলিত তরুণ অবস্থায় যখন ভোগ বাসনাই জীবনকে অনুক্ষণ ব্যাকুল করিয়া তুলে, তখন আপনাকে আপনি সতর্ক করিবার এমন মহামহোপদেশ আর নাই। আবার নিখিল বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদ্য অপরোক্ষজ্ঞান লাভার্থ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হইতে হইলেও সর্ব্ব প্রথমেই বিবেকবান্ হইতে হয়, আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকে

মিতাচার ধর্ম্মজীবন গঠনের প্রধান সহায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়তো ইহা স্বীকার নাও করিতে পারেন, কিন্তু এই অঙ্গুরীয় খোদিত উপদেশ বাণীটী পদে পদে প্রতি অঙ্গুলী সঞ্চালনের সহিতই যেন তাঁহাকে জীবনের গভীর লক্ষ্য পানে যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে ত্বরান্বিত করিত ও এই মানব জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা ও ততোধিক তাহার ভোগলালসাদির অস্থিরতা তাঁহাকে যেন নিঃশব্দে বুঝাইয়া দিত ও জীবনকে লক্ষ্যাভিমুখে চালাইবার জন্য যেন সতর্ক ও জাগ্রৎ করিয়া দিত।

বসন ভূষণে যেমন লোকে মিতাচার অবলম্বন করে না, আহারাদির নিয়মেও তেমনি লোকে যথেষ্ট অসংযম প্রকাশ করে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন আহারাদির নিয়ম প্রতিপালনেও বিশেষ সতর্ক ছিলেন *।

আহারে সংযম

তিনি কোনরূপ অপবিত্র আহার তো করিতেনই না, পবিত্র আহার সামগ্রী মুখরোচক হইলেও অতিরিক্ত গ্রহণ করিতেন না। তিনি

---

* বাঙ্গালা দেশে মৎস্য ভোজন প্রচলিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আমিষ ভোজন অতি কুৎসিৎ ও আসুরিক ভোজন বোধে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেকের সংস্কার যে, মৎস্য ভোজন না করিলে শীঘ্র চক্ষুর দর্শন শক্তি নষ্ট হয়। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মাতা শ্রীকৃষ্ণকে মৎস্য ভোজনার্থ বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন "আমার যে একটা সংশয় উদয় হইল। আমি জানিতাম, মা বড় স্নেহময়ী, আমাকে তুমি বড় ভালবাস. আমি বিদেশ হইতে আসিলে আমি যাহা খাইতে ভালবাসি, তাই মা এতদিন সংগ্রহ করিতে, এবার মা, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, যাহা খাইলে আমার বমন হইবে, তাহাই তুমি খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছ? কেন মা আর কি তুমি আমাকে স্নেহ কর না? শ্রীকৃষ্ণের কৌশলপূর্ণ সুমধুর সাধুবাক্যে মার মর্ম্মে আঘাত লাগিল—চেতনা হইল, অমনি মা বলিলেন "না বাবা, আমি আর কিছু বলিব না। তোমার যাহা ভাল লাগে, তাহাই ভোজন কর। শ্রীকৃষ্ণের মাতুলানী একদিন বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণ তুমি মৎস্য না খাইলে তোমার পরিণামে বড় কঠিন পীড়া হইবে"। শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "চিকিৎসকগণ তো অনেক পীড়াতে মৎস্য ভোজন নিষেধ করেন। সংসার ব্যাধি যাহাকে আশ্রয় করিয়াছে, মৎস্য সেবনাদি তাহার কুপথ্য।" মাতুলানী নিরুত্তর হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরূপ পরিমিতাহারী ছিলেন যে, শত অনুরোধ করিলেও অসময়ে সুখাদ্য পদার্থেরও কণামাত্র গ্রহণ করিতেন না। একবেলা অন্ন ও রাত্রিতে রুটী তিনি সাধারণতঃ আহার করিতেন। দুগ্ধ, ঘৃত অথবা কোনরূপ মিষ্টান্নও অধিক মাত্রায় আহার করিতেন না। তাঁহার জীবন মধ্যাহ্নে যখন যশঃ প্রতিপত্তি, অর্থ, সম্মান প্রচুর পরিমাণে তাঁহার সেবার্থ অপেক্ষা করিত, যখন তাঁহার সামান্য ইঙ্গিত মাত্রেও কত সুমিষ্ট খাদ্যাদি ভারে ভারে উপস্থিত হইত, তখনও দেখিয়াছি সেই সন্ন্যাসী সুলভ স্বল্প উপকরণে শুখনো রুটী খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন অথচ তাঁহাকে কত অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইত, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। দেখিয়াছি কেহ কিছু মিষ্টান্ন দিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বার বার উপরোধ করিলেও তিনি একা তো তাহা ভোজন করিতেনই না, উপস্থিত সকল লোককে তাহা বিলাইয়া অতি স্বল্প মাত্রায় তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিতেন। কোন খাদ্য বিশেষের প্রতি তাঁহার বিশেষ কোন আকাঙ্ক্ষা বড় দেখা যাইত না। তাঁহার দেহের পুষ্টি ও লাবণ্যবৃদ্ধি পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষা জীবনে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছিল। মনের পবিত্রতা, উদারতা, উদ্যম, উৎসাহ এ সমস্তই তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফল। ব্রহ্মচর্য্য পালনেই যে মনের উচ্চভাব ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জন্মে, দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এইগুলি পরিস্ফুট হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের অসীম শক্তি যেন প্রমাণিত করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কখনও অর্থের অপব্যয় করিতেন না, এইজন্য আপনার সামান্য আয় হইতেই অনেকের অসময়ে উপকার করিতে পারিতেন। তাঁহার মাতার উপদেশানুসারে তাঁহার প্রতিবেশী রামলাল সেন মহাশয়ের পরলোক গমনের পর তাঁহার পত্নী পুত্র-কন্যা লইয়া অসহায়া হইয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নিজ আবশ্যক ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া সেই অনাথ পরিবারকে নিয়মিত সাহায্য পাঠাইতেন। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ গুরু-মহাশয়কে ও গ্রামের অন্যান্য অসহায় ব্যক্তিদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে কখনও ত্রুটি করিতেন না। বাস্তবিকই ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে কি অপূর্ব্ব সুখ ও সৌন্দর্য্য লাভ হয়, মনে কিরূপ প্রফুল্লতা আত্মত্যাগ ও সৎসাহস ফুটিয়া উঠে, সুপ্তশক্তি জাগ্রৎ হইয়া কিরূপ অলৌকিক প্রতিভায় পরিণত হয়; পরিমিত ও পবিত্রাহারে শরীর কিরূপ সুস্থ সবল হয়, মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিলে কিরূপে অল্প আয়েও নিজ সুখ স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করিয়াও অপরের অভাব দূর করিবার সামর্থ্য থাকে, তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের যৌবনকালীন কার্য্যকলাপ হইতে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বেশ-বিন্যাসে বৃথা ব্যয় না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া কিরূপে শরীর মনে সৌন্দর্য্য লাভ করিতে হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং সেই শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করিয়া অনিয়মিত আহার জনিত রোগ ভোগ তাঁহাকে কখনও করিতে হয় নাই, আর অপব্যয় জনিত অর্থাভাবেও তিনি কখনও ক্লেশ পান নাই। এই সমস্ত বিষয় যে তিনি কাহারও নিকট উপদেশ পাইয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভায় মনুষ্যত্ব লাভের জন্য যেরূপ চরিত্রবান্ হওয়া উচিত তাহা যেন আপনা হইতেই তাঁহার মধ্যে বিকশিত হইয়াছিল। এতাদৃশী শিক্ষা সমাজে এখনও নাই, অর্দ্ধশতাব্দি পূর্ব্বেও ছিল না।

অতিরিক্ত আমোদ প্রমোদেও শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ ছিল না। নিরীহ আমোদ আহ্লাদই তাঁহার ভাল লাগিত। শ্রীকৃষ্ণের কথা বার্ত্তায় লোকে এত আকৃষ্ট হইত যে, তিনি যেখানে যাইতেন বা বসিতেন, তথায় তাঁহার কথা শুনিতে অনেক লোক একত্রিত হইত। যে প্রতিভা অনতিকাল বিলম্বে ভারতে যুগান্তর আনয়ন করিবে, ইহা তাহারই পূর্ব্ব সূচনা মাত্র। স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলিতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কোন বাড়ীতে আসিয়াছেন কিনা তাহা বাহির হইতেই লোকের হাসির রোলে বুঝিতে পারা যাইত। পূজার সময় যে ১২ দিন অবকাশ পাইতেন, তাহাতে প্রায় প্রতিবর্ষে পিতৃ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ চরণ দর্শন করিবার জন্য বাড়ী যাইতেন। শ্রীকৃষ্ণ বাড়ী আসিতেছেন শুনিয়া কেবল আত্মীয়েরা নহেন, প্রতিবেশী মাত্রেই আনন্দিত হইতেন। পল্লীর বালক বালিকা, স্ত্রী পুরুষ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে একবার কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে আসিবেনই। শুক্লপক্ষীয় রাত্রিতে পাড়ার স্ত্রী পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের হাসিমাখা কথা, শ্রীকৃষ্ণের রচনা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া থাকিত। অন্যকথা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকে অন্ততঃ একটা গল্প বলিতেও হইত। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা সত্বর গৃহকার্য্য শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রজাল খেলা দেখিবার জন্য আসিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐন্দ্রজালিকের দণ্ড স্পর্শ মাত্রেই কৌটা হইতে বর্ত্তুল অদৃশ্য করিয়া দিতেন, বিনাসূত্রে অঙ্গুরীয়কের নৃত্য দেখাইতেন, সচ্ছিদ্রপাত্রে জল স্থাপন করিয়া কাহারও মুখ হইতে বা শরীর হইতে বর্ত্তুল অথবা বিবিধ বর্ণের সূত্রাদি বাহির করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ যে কয়েকদিন গৃহে থাকিতেন, সে কয়েকদিন গৃহ উৎসবপূর্ণ হইয়া থাকিত, সাংসারিক কোনও অভাব বা ক্লেশ কাহারও স্মরণ পথে উদিত হইতনা।

যৌবনকালে চরিত্র-গঠনে ও সাধন-অভ্যাসে শ্রীকৃষ্ণের যেমন উৎসাহ ছিল, ইন্দ্রজাল ও প্রেততত্ত্ব বিদ্যালোচনাতেও তাঁহার বেশ আগ্রহ দেখা যাইত। চিন্তাশীল মাত্রেই ইহাতেও তাঁহার অতীন্দ্রিয় জ্ঞান পিপাসারই পরিচয় পাইতেন, পরিণামে সেই জ্ঞান পিপাসাই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের প্রবল-পিপাসাতে একদিন পরিসমাপ্তি হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ অধ্যায়

(কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন)

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিয়াছেন সত্য, কিন্তু মায়া তাঁহাকে সহজে ছাড়িবে কেন? শ্রীকৃষ্ণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার ভাব সম্পদ পরিস্ফুট হইতে লাগিল, তাঁহার বৈরাগ্য ও সংসারে অনাসক্তি ভাব দেখিয়া মোহমুগ্ধ আত্মীয়েরা সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। ভগবদ্ সাক্ষাৎকারের আকুল পিপাসা যখন তাঁহাকে শরাহত মৃগের মত ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার সে নিরন্তর অশ্রু প্লাবিত নয়ন, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে চিত্তের হাহাকার দেখিয়া আর একবার মায়া দেবীও বুঝি প্রাণপণ যুঝিয়া দেখিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিজ পল্লীতে নানারূপ জনশ্রুতি রটিতে লাগিল। কেহ বলিল শ্রীকৃষ্ণ আর গৃহে আসিতেছেন না, না বলিয়া কোন দিন কোথায় চলিয়া যাইবেন তাহারই আয়োজন করিতেছেন, কেহ বলিল শ্রীকৃষ্ণ আর চাকরীতে যায় না, কৌপীন পরিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াইয়া বেড়ায়—এই সকল জনবাদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাতা শোকাকুল হইয়া উঠিলেন, তিনি এমন সংপুত্র পাইয়াছেন, অথচ সে পুত্র সংসারী হইল না, কোথায় চলিয়া যাইবে, কোথায় না খাইয়া কষ্ট পাইবে, আর হয়তো তিনি শ্রীকৃষ্ণকে চোখের দেখাও দেখিতে পাইবেন না, এই সকল বিষয় মনে মনে নিরন্তর আলোচনা করিয়া জননী-হৃদয় দুশ্চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিল। তিনি যতই প্রতীকারের উপায়ান্তর দেখিতে পাইতেন না, ততই আরও কাঁদিয়া ব্যাকুল হইতেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে মানব জীবনের চরমলক্ষ্য সাধনে তৎপর দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার কার্যে কোনই বাধা দিতেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার চিরদিনই এইরূপ দৃঢ় ধারণা ছিল যে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কোন যোগভ্রষ্ট পুরুষ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথাবার্ত্তাতেও তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সে উদ্দেশ্য পরম পুণ্যময়, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সংসারী হইবার জন্য কোন উপদেশ দিতেন না বা কোন জেদ করিতেন না। তবে কখন কখনও যে শ্রীকৃষ্ণকে বিবাহ করিতে বলিতেন তাহা সংসারের মনস্তুষ্টির জন্য। কারণ অনেক সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, তুমি যে পথে চলিয়াছ তাহা অতি উচ্চ, ভগবান্ তোমার সহায় হউন, আমি তোমাকে যে সংসারী হইতে বলি, সে আমার প্রাণের কথা নহে, সমাজের নিয়মানুসারেই তোমাকে সংসারী হইতে বলিয়া থাকি, ইহা নিশ্চয় জানিও। তিনি অনেক সময়েই গ্রামস্থ ও সমাগত পণ্ডিত মহোদয়গণকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহে মত করাইবার জন্য বিচার করিতে অনুরোধ করিতেন, নিজে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিবাহ বিষয়ে কোন উল্লেখ করিতেন না। ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের ভগবদ্বিরহ ও বিষয় বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের পরীক্ষার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। সংসারের লোক শ্রীকৃষ্ণের এই ভগবদ্বিরহকে যৌবনের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের উচ্ছ্বাস বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল। এই সময়ে লোকের নানা কথায় শ্রীকৃষ্ণের পিতা মাতা তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। বিবাহের পাত্রী স্থির হইল। পিতা পুত্রের বিবাহের জন্য অন্য সমস্ত বিষয় স্থির করিয়া তাঁহাকে বাটী আসিতে লিখিলেন। পুত্র বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া পিতার পত্রের উত্তর দিলেন। পিতা মাতা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, বিদেশের অভিভাবকগণকে পুত্রের বিবাহার্থ উপরোধ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন, তাঁহাদের অনুরোধ উপরোধে শ্রীকৃষ্ণের মন ফিরিল না।

বিবাহোদ্যোগ

সংসারে প্রবেশ করিলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিবেনই না, এ বিষয়ে অপনার সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারের ভোগ বিলাস, সংসারের ক্ষণিক সুখ তাঁহার নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল। তিনি কিরূপে তাঁহার জন্ম জীবন সফল করিবেন, কিরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবেন এই চিন্তাতেই দিবা রাত্রি মগ্ন থাকিতেন, কখন নির্জ্জনে চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া যাইত, কখন গভীর ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন, এইরূপে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। দুর্গাপূজার অবকাশে শ্রীকৃষ্ণ পিতৃ-মাতৃ চরণ দর্শনে বাটী গমন করিলেন। পিতা, মাতা, আত্মীয় ও প্রতিবেশীবর্গ সকলেই তাঁহাকে বিবাহে সম্মতি দিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তা সহকারে সমস্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। যাঁহাকে কিছুদিন পরেই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া ভারতের দিগ্দিগন্তে ধর্ম্মপিযূষামৃত বর্ষণে ভারতের তাপিত প্রাণ শীতল করিতে হইবে, ভগবান্ তাঁহাকে একটী গৃহ পরিবারে আবদ্ধ হইবার বুদ্ধি দিবেন কেন? শ্রীকৃষ্ণের মাতা একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি আমার একটী কথা রক্ষা কর, তুমি বিবাহ কর। তুমি বিবাহ করিতে চাহনা বলিয়া লোকে তোমাকে কত নিন্দা করে ও আমাদিগকে গঞ্জনা দেয়। তুমি উপযুক্ত পুত্র, তোমার সকলই প্রশংসার, তবে এ নিন্দার ভাগী হও কেন?" শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "মা! লোকের ফুল ফলের বাগান থাকিলে, যত ফল হয়, সবগুলি কি গৃহস্থ স্বয়ং ব্যবহার করে? কতক তাহারা নিজে গ্রহণ করে, কতক বিক্রয় করে, কতক আত্মীয় কুটুম্ব ও রাজাকে উপহার দেয়, আর কতক বা অন্য লোকে কুড়াইয়া লইয়া গিয়া ব্যবহার করে। মা! তোমার গর্ভে (উদ্যানে) অনেক ফুল (কন্যা) ও অনেক ফল (পুত্র) জন্মিয়াছে। সব ফল কি মা আপনি গ্রহণ করিতে আছে? জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠ পুত্র তোমাদের নিজের জন্য রাখ, আমি মধ্যম সুতরাং শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদির তো উত্তমাধিকারী নহি, বৃক্ষতলে পতিত ফলের মত

কৌমার ব্রত ধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে লোককে কুড়াইতে দাও, আমি লোকের সেবায় আসিব। না হয় আমাকে উপহার স্বরূপ বিলাইয়া দাও, তোমাদের গৌরব বিঘোষিত হইবে। মা! আর আমাকে তুমি অনুরোধ করিও না—মা দেখো, মায়ের নাম যেন ঘোষণা করিতে পারি।" মা কাঁদিতে লাগিলেন—শ্রীকৃষ্ণের চক্ষেও জলধারা বহিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বিষয়ে সকল আশাই ফুরাইল, মা এইবার নিরস্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিলেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণের মাতুলানী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ তুমি বিবাহ করিলে না, ইহার পর পীড়াদি হইলে তোমার শুশ্রূষা করিবে কে"? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "যাহাদের স্ত্রী প্রথমেই মরিয়া যায়, তাহাদের শেষ শয্যায় সেবা করে কে? আমি যখন গর্ভবাসে ছিলাম সেই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন কারাগারে আমাকে যিনি নিঃসহায় দেখিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই আমার শেষ শয্যায় শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলেও তোমরা যখন তাঁহার কৃপায় আশ্রয় পাইয়া থাক, তখন আমি যে তাঁহার আশ্রিত হইয়া পরে কষ্ট পাইব, তাহাও কি কখন সম্ভব!" বাস্তবিকই তো "তার আবার কি ভয় ভাবনা, যার মা ত্রিলোক তারিণী"। পরিব্রাজকসঙ্গী ও প্রতিবাসীরা যখন বলিত, "কি শ্রীকৃষ্ণ, তুমি বিবাহ কর না কেন"? তখন তিনি হাসিয়া বলিতেন, "জন্ম জন্ম অনেকবার বিবাহ করিয়াছি, আমার বিবাহ করা ফুরাইয়া গিয়াছে, তাই এবার আর বিবাহ করিব না।"

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলে এবং কোন কোন বক্তৃতাস্থলেও তিনি নিম্নলিখিত উদাহরণটীর উল্লেখ করিতেন— "মনে কর কোন বড়লোক একজন মালীকে একটী বাগান তৈয়ার করিতে বলিলেন, কিন্তু সে উদ্যান স্বামীর অভিপ্রায়ানুরূপ উদ্যান প্রস্তুত করিতে আপনাকে অসমর্থ জানিয়া স্বীকার পাইল না; অপর আর এক ব্যক্তি বাগান করিয়া দিব বলিয়া স্বীকার করিল, কিন্তু শেষে উদ্যানস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিলেন যে, দ্বিতীয় ব্যক্তিও বাগান করিতে জানেনা, সে কেবল কতক-গুলা কাঁটাগাছ বসাইয়া তাঁহার বাগান আরও বিকৃত করিয়া দিয়াছে, এবং এই সকল আবর্জ্জনা উঠাইয়া পুনঃ সংস্কার করিতে আরও অনর্থক ব্যয় পড়িবে। এখন প্রভু কাহার উপর অধিক বিরক্ত হইবেন? প্রথম বা দ্বিতীয় মালীর উপর? প্রভু প্রথম ব্যক্তিকে অকর্ম্মণ্য মনে করিতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি না জানিয়া বাগান করিতে গিয়া অনর্থক অনিষ্ট করিল, তাহার উপর তিনি নিশ্চয়ই বেশী বিরক্ত হইবেন। সুতরাং সৃষ্টি বৃদ্ধি করাই যদি ভগবানের অভিপ্রায় হয়, তবে যে সৎসন্তান উৎপাদনে অসমর্থতা বশতঃ সংসারী হইতে অনিচ্ছুক, ভগবান্ কখনই তাহার প্রতি রুষ্ট, এবং যে অজ্ঞতা বশতঃ বৃথা কতকগুলি কুসন্তান উৎপাদন করিয়া সংসারের অনিষ্ট সাধন করে, ভগবান্ তাহার উপর সন্তুষ্ট হইতে পারেন না"। ফলতঃ গার্হস্থ্যাশ্রমের উপকারিতা ও অপকারিতা আলোচনা পূর্ব্বক দেশ কালের আবশ্যকতানুরূপ তিনি জননী জন্মভূমির সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিলেন, এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই থাকিয়া ভূদেবতা পিতা মাতার জন্য উপার্জ্জন রত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধন করিতে লাগিলেন; এবং ভাবী উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় স্বাধ্যায় ও সাধনার যুগপৎ অভ্যাসে রত হইলেন। এই যে দিন তিনি জীবনের নিজ পথ বাছিয়া লইয়া স্বকীয় লক্ষ্যের দিকে অটুট থাকিবার দৃঢ়-সংকল্প করিলেন এবং তপস্যা দ্বারা তপোবল সঞ্চয়ে সমধিক প্রযত্ন করিতে সচেষ্ট রহিলেন, সেদিন বঙ্গদেশের পক্ষে, ভারতবর্ষের পক্ষে এক স্মরণীয় শুভ দিন। এখন হইতে সকলে তাঁহাকে "কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন" বলিয়া সম্মানিত করিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় খণ্ড

—*—

—অগ্নি-চয়ন—

শকাব্দ ১৭৯২—১৮০৪

বঙ্গাব্দ ১২৭৭—১২৮৯

খৃষ্টাব্দ ১৮৭০—১৮৮২

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম অধ্যায়

স্বকীয় ধর্ম্মজীবন-সংগঠন ও ভাবি-কর্ম্মজীবনের উপাদান-সংগ্রহ।

জামালপুর 'লোকোমোটিভ' অফিসে কার্য্য গ্রহণের পর হইতেই শ্রীকৃষ্ণ মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অন্যূন দ্বাদশ বৎসর কাল তিনি এইখানে থাকিয়া স্বকীয় ধর্ম্মজীবন-সংগঠন ও ভাবি-কর্ম্মজীবনের উপাদান সংগ্রহ করেন। তখন পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া লোকে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে, নিজ গন্তব্য পথ স্থির করিতে অনেকেই অসমর্থ হইয়া আলোকাকৃষ্ট পতঙ্গের ন্যায় প্রায়ই উন্মার্গগামী হইয়া পড়িতেছিল। শাস্ত্রালোচনার অভাবে হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড অর্থশূন্য ও শ্মশানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কঙ্কাল-মালার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অস্পৃশ্য হইয়া উঠিতেছিল। স্বদেশীয় আহার ও আচার পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় ভাষা ও ভাবের স্রোতে তখন বঙ্গমাতার আশা-ভরসার স্থল কৃতী সন্তানগণ গা ঢালিয়া দিয়াছেন। মিশনারীরা এই সুযোগে হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি প্রচার করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন; তাঁহাদের সামান্য যুক্তিও শিক্ষিত হিন্দু-হৃদয় অনায়াসে অধিকার করিতেছিল; তখন এমন কেহ লোক ছিলেন না যিনি বিদেশীয় বিধর্ম্মীর আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ। তাই পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুগণ প্রকাশ্যে হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন, অনেকে পর-ধর্ম্ম গ্রহণও করিতে লাগিলেন। যাঁহারা তখনও হিন্দু-ধর্ম্মকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া থাকিয়া তাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটীও প্রতিপালন করিতেছিলেন, সেই সকল সদাচার-নিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াও পাশ্চাত্য যুক্তিজালকে খণ্ডন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

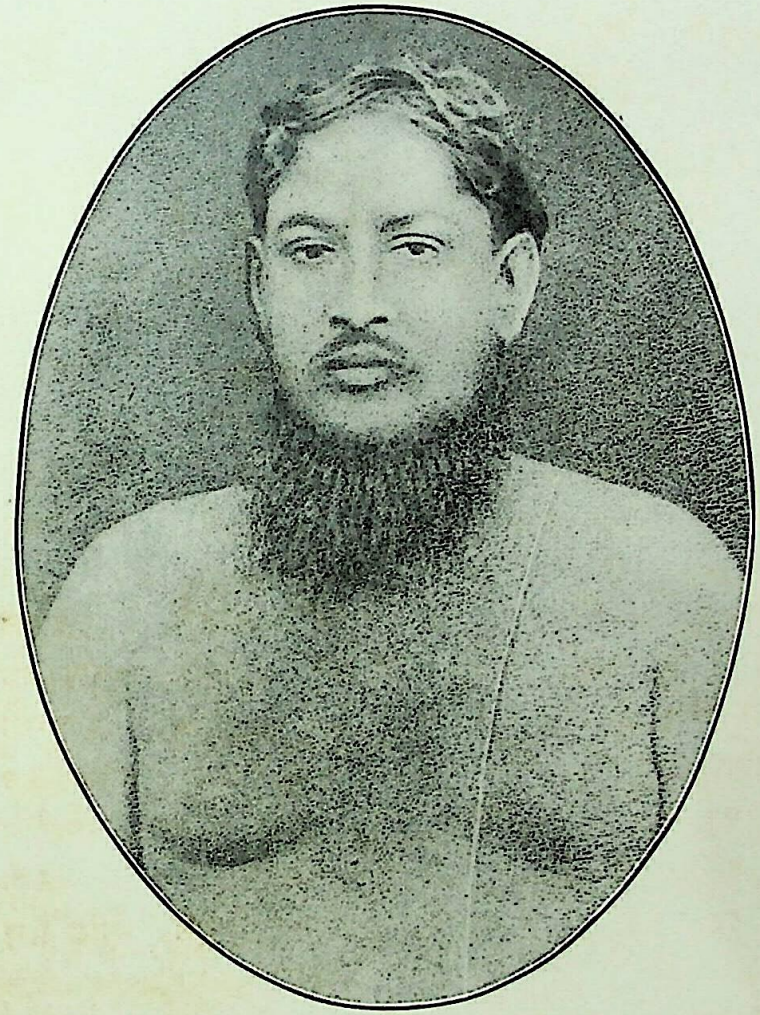

সাধক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন

(মুঙ্গেরে) [পৃঃ ১২৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশের অবস্থা, ধর্ম্মের গ্লানি

করিতে বা নিজ ধর্ম্মের সদর্থ সমাজে প্রচার করিতে কোন উপায় অবলম্বন করিলেন না, তাঁহারা ইহা কালধর্ম্ম বলিয়া এই সকল অনর্থপাতের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন, এবং আপনাদের সমাজ গণ্ডীকে আরও সুদৃঢ় করিবার জন্য গণ্ডীর উপর গণ্ডী রচনা করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে উদ্‌ভ্রান্ত যুবকগণ আপনাদের ধর্ম্মের মধ্যে কোন সারতত্ত্ব খুঁজিয়া পাইলেন না, সুতরাং মিশনারীদের যুক্তিজালে বিমূঢ় হইয়া নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করাকেই সকলে শ্রেয়ঃ পথ বলিয়া বুঝিতে লাগিলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহনের ও তদনুগত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রযত্নে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অনেকে ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যে আপনাদের মন গড়া ধর্ম্ম-সমাজ স্থাপন করিলেন তাহাতে হিন্দু সমাজের আশু উপকার হইল বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃগণের জ্ঞান-কাণ্ডীয় উপদেশ রাশি বঙ্গীয় হিন্দু সন্তানগণকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বনে বাধা দিয়াও তাহাদের হৃদয় সরস ও ধর্ম্মভাব পূর্ণ করিতে পারিল না। ঔপনিষদিক উপদেশ রাশি অনুষ্ঠান-হীন জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তাই নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞান বৃথা বাগাড়ম্বরে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়া জীবনকে নীরস করিয়া তুলিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজে পরবর্ত্তী আচার্য্যেরা ইহাকে সরস করিবার বহুতর চেষ্টা করিয়াও বিফল প্রযত্ন হইলেন। দেশের চতুর্দ্দিকেই তখন এই নৈরাশ্যময় দৃশ্যে পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তখন দেশের এইসকল দুর্দ্দশার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং ইহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ইহার ভবিষ্যতের প্রতি চাহিয়া তিনি আকুল হইতেন, কে যেন তাঁহাকে ধর্ম্মের এই সুমহৎ গ্লানি দূর করিবার জন্য বারম্বার উত্তেজিত করিত, কখন কখনও তিনি ধর্ম্মবিপ্লব হইতে ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য এক বিরাট কর্ম্মসাগরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য উদ্যত হইতেন, আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি মনে করিয়া কাহার আদেশের জন্য যেন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি সদ্‌গুরু কৃপায় সাধনার যে সহজ পথ পাইয়াছিলেন, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনে হৃদয় মন ধৌত হইলে জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তির মহিমায় মানব যে অলৌকিক সুখের অধিকারী হইয়া থাকে, তাহা দৃঢ় করিবার উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ তখনও দেশের আধ্যাত্মিক জড়তার প্রতীকার কল্পে সচেষ্ট না হইয়া উপাসনার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার সমগ্র চেষ্টা সেই দিকে নিয়োজিত করিলেন। কিছুদিন এইরূপ তীব্র সাধনার ফলে তিনি সম্যক্ অনুভব করিতে পারিলেন—

"বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে" ॥ গীতা ৫।২১

এই সময় তাঁহার দৈহিক জীবন কিরূপে অতিবাহিত হইত, তাহা ইতি পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তিনি একই নিয়মে এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া, ব্রহ্ম-যোগ-যুক্তাত্মা পুরুষ আত্মাতে যে পরম সুখ অনুভব করেন, তাহাই অনুভব করিতে লাগিলেন। হিন্দুধর্ম্মের সাধনপ্রণালীর কি অদ্ভুত শক্তি তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। এই যুগব্যাপী (১২ বৎসর) ব্রতানুষ্ঠান সময়ে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের যুগব্যাপী কঠোর তপস্যা

এক্ষেত্রেও শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ পর্য্যটন ব্যতীত কেবল পুস্তক পাঠে শিক্ষা সমাপ্তি হইতে পারে না। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্বে কতক অভিজ্ঞতা লাভও আবশ্যক. এইজন্য দেশ ভ্রমণ ইউরোপে শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ রূপে পরিগণিত। তীর্থযাত্রার মহদুদ্দেশ্য আমরা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছি; তাই জীবনের

অভিজ্ঞতা লাভের জন্য দেশ ভ্রমণ ও তীর্থাদি দর্শন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যা সময়ে তীর্থভ্রমণ করিতে গিয়া কেবল পথভ্রমণের ক্লেশ মাত্র ভোগ করিয়া থাকি, দেশ ভ্রমণ করিয়া জ্ঞানার্জ্জনের ফলে আমরা প্রায়ই বঞ্চিত হই। দারিদ্র্য নিবন্ধন বিদ্যাশিক্ষা কালে বালকেরা অবকাশ সত্ত্বেও দেশ-পর্য্যটনের উপকারিতা জানিতে পারে না; পরে বাল্য বিবাহের কৃপায় শিক্ষা সমাপ্তির পরই অর্থচিন্তায় ও পরিবার প্রতিপালনে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। এখন একমাত্র চাকুরীর চেষ্টায় লোকে দেশ বিদেশে যাইতে বাধ্য হয় মাত্র; কিন্তু অবকাশ কালগুলি কূপমণ্ডুকের ন্যায় প্রায়ই একস্থানে অতিবাহিত করে। যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই দেশ ভ্রমণ দ্বারা নিজ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ ভারতের ধর্ম্মভাব উদ্দীপনার অনুকূল শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাঁহার এই সদুদ্যমের ফলেই তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে পুনরায় আর্য্যভাব বিস্তারের সামর্থ্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের চিত্ত বিনোদনার্থ নিম্নে তাঁহার একটী ভ্রমণ বৃত্তান্তের কিয়দংশ সঙ্কলিত করিয়া দিলাম *।

(পুষ্করতীর্থ)

"আমি বিগত শারদীয়োৎসবকালে সর্ব্বতীর্থরাজ পুষ্কর-দর্শনে গমন করিয়াছিলাম। পুষ্করতীর্থ অজমীর * হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। শ্বাপদ সমাকুল বনাকীর্ণ উচ্চ-শিখর পর্ব্বত ভেদ করিয়া তীর্থ-দর্শনার্থিগণ গমন করিয়া থাকেন। পথিকগণ যখন পর্ব্বত শ্রেণীর

---

* ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণকালে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দিল্লী দর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহার দিল্লীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত "সোমপ্রকাশ" ও "হাওড়া-হিতকরী" আদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু ঐ সকল সংবাদ পত্র বহুদিন পূর্ব্বে বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও সে বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। তাহাতে "দিল্লীকা লাড্ডু" শীর্ষক প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দেশের তাৎকালিক সমাজ ও ধর্ম্মের যেরূপ চিত্র দিয়াছিলেন, তাহা অতীব মর্ম্মস্পর্শী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্য ভেদ করিয়া গমন করেন ও চতুঃপার্শ্ব নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হয়।

১৮৭৭ খ্রীঃ

নিকটে লোকালয় নাই, চারিদিকে প্রান্তর ও পর্ব্বত, নির্জ্জন ও ভয়ানক! এইজন্যই প্রবাদ আছে যে "পুষ্করং দুষ্করং তীর্থং" বিশেষতঃ পূর্ব্বকালে পরিষ্কৃত পথ না থাকায় এই ভয়ানক পর্ব্বত শ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিতে হইত বলিয়া আরও এই প্রবাদের যথার্থতা সম্পাদন করিত। ক্রমে পুষ্কর তীরে উপনীত হইলাম। পুষ্করের চতুঃসীমা প্রায় এক ক্রোশ হইবে। একদিকে অগস্ত্য, বামদেবাদি ঋষিগণের আশ্রমাবলি শোভিত উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা, অপর তিন দিকে, রাজা মহারাজ ধনাঢ্যগণ বিনির্ম্মিত প্রস্তরাদি গঠিত সুন্দর ঘাটশ্রেণী। পুষ্করের জল অত্যন্ত গভীর, নির্ম্মল ও পানসুখদ; একদিকে রক্তোৎপল মালায় পুষ্করের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন, অপর দিকে দীর্ঘকায় কুম্ভীরবর্গ জলের উপর ভাসিয়া সর্ব্বপাপ-মোচনাকাঙ্ক্ষী তীর্থজলে স্নানার্থিগণের ভয়োৎপাদন করিতেছে। আমরা পুষ্কর মহিমা স্মরণ পূর্ব্বক কুম্ভীর ভয় তুচ্ছ করিয়া অবগাহন ও সাময়িক তাবৎ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিলাম। অতঃপর বেদবিধাতা চতুরানন ব্রহ্মা ও বেদমাতা গায়ত্রী দেবী, দেবর্ষি নারদের প্রতিরূপ দর্শন করিলাম; বরাহাবতার রূপ, বদ্রীনাথ মহাদেবাদি দর্শনে সমুৎসুক নেত্র তৃপ্তিলাভ করিল। তীর্থস্থানের দেবালয়গুলির প্রভাবাদি দর্শনে চিত্ত চরিতার্থ হইল। কেবল এই সকল দর্শন করিয়াও স্থির থাকিলাম না, অপরাহ্নকালে অনতিদূরবর্ত্তী উত্তুঙ্গগিরি-শৃঙ্গোপরি সাবিত্রী দেবী দর্শনে গমন করিলাম। কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়াই একটী সুদীর্ঘ বালুকাময় ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সেটী ক্রমে উচ্চভাবে উঠিয়াছে। এই বালুকাময়ী ভূমি অতিক্রম করিতে অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল, ভাবিলাম বুঝি ইহা অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে সমর্থ হইব না। কিন্তু সাবিত্রী দর্শন বাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলবতী হইয়া চিত্তকে নবোৎসাহ যুক্ত করিল। অতঃপর গিরিমূলে উপস্থিত হইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে সাবিত্রীমন্দির দর্শন করিয়া মনে সাহস ও আনন্দোদয় হইল, ধীরে ধীরে গিরিশিখরে উঠিতে লাগিলাম, ষাট সত্তর হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, ভাবিলাম বুঝি সর্ব্ব ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিব না, কিন্তু নিরুৎসাহ না হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম পূর্ব্বক সমুত্তেজিত হৃদয়ে আবার উঠিতে লাগিলাম, আবার কিয়দ্দূর উঠিয়াই অত্যন্ত শ্রান্তি প্রযুক্ত বসিয়া পড়িলাম; এইরূপে কিয়দ্দূর উঠি পুনর্ব্বার বিশ্রাম করি, এই অবস্থায় পাঁচ ছয় স্থানে বিশ্রাম করিয়া অবশেষে গিরিশীর্ষে উপনীত হইলাম। আমার সহযাত্রিগণের মধ্যে কেহ বা আমার ন্যায় স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিলেন, কেহ কেহ বা আদৌ বিশ্রাম না করিয়া বরাবর সমবেগে ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেলেন। একটী অল্প বয়স্ক বালক আমাদিগের সহিত উঠিতেছিল, সে কিয়দ্দূর গিয়া এক স্থানে ঘূর্ণিত মস্তক ও পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল, আমার বলবান সহযাত্রিগণ তাহাকে ধরিয়া যত্নপূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়া গেলেন। ক্রমে সকলেই তথায় গিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলাম। অতঃপর শুভ্রমর্ম্মরময়ী পরম সুন্দরী সাবিত্রী মূর্ত্তি সন্দর্শনে সমস্ত ক্লেশ তুচ্ছ বোধ হইল, তাঁহার চরণ কমল সন্দর্শনে সমস্ত শ্রান্তির শান্তি হইয়া গেল। দেখিলাম পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ লইয়া তাঁহার আরতি করিতে লাগিলেন। মনোপ্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তথায় প্রচুর জনতা নাই। সাবিত্রী দেবীর মন্দির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দৃষ্টি করিলাম, লোকালয়টী একটী ক্ষুদ্র স্তূপবৎ বোধ হইল। ব্রহ্মাদির মন্দিরমালা ভূমিতে বিলীনবৎ দৃষ্ট ও বৃহৎ প্রাণীপুঞ্জ নিম্নভূমিতে অতি ক্ষুদ্রবৎ প্রতীত হইতে লাগিল; সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে কেবল অনন্ত আকাশ। এই স্থানটীতে আসিলে আর নামিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না; তথায় প্রকৃতি নিজ সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া নির্জ্জনে নৃত্য করিতেছেন। সাবিত্রী দেবীকে প্রণাম করিয়া মন পবিত্র হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু হৃদয়গণ! এইস্থানে আমি একটী জ্ঞানোপদেশ লাভ করিলাম, তাহা আপনাদিগের গোচর না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মনুষ্য যখন পাপতাপে বিদগ্ধহৃদয় ও সংসার যাতনায় অস্থির হইয়া পড়ে, যখন বিষয় পিপাসা মনুষ্যকে কাতর করিতে থাকে তখন মানবহৃদয় মনো-প্রাণ শীতল করিবার জন্য, পাপ তাপ মনোমালিন্যাদি দূর করিবার জন্য সাধুসঙ্গ-রূপ পুষ্করের সুগভীর নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিতে গমন করে কিন্তু লোভ মোহ দ্বেষাদি শ্বাপদ সমাকুল "অবিদ্যা" বনাকীর্ণ কুবাসনা, কুমন্ত্রণাদি দুর্গম পর্ব্বতমালা অতিক্রম না করিলে কেহই তথায় পৌছিতে পারে না। এইজন্য সাধুসঙ্গ অতি দুর্ল্লভ (দুষ্করং পুষ্করং তীর্থং)। ঋষিগণ (বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তৃগণের ন্যায়) শাস্ত্রপ্রণয়ন ও জ্ঞান কৌশল ব্যাখ্যা করিয়া যাওয়ায় (পর্ব্বত ভেদ পূর্ব্বক বর্ত্ম প্রস্তুতের ন্যায়) পূর্ব্বাপেক্ষা আজকাল পথ কিয়ৎ পরিমাণে সুগম হইয়াছে। পুষ্করের যেমন একসীমা অগস্ত্য বামদেবাদির আশ্রম-শোভিতগিরি, অপর ত্রিসীমায় উত্তমোত্তম ঘাট তদ্রূপ সাধুসঙ্গ করিতে গেলেই একদিকে তপোবনে ঋষি তপস্বিগণ অপর দিকে লোকালয়ে ধর্ম্মাত্মাদিগের সমাজ, ধর্ম্মসভা প্রভৃতি দৃষ্টি গোচর হয়। সাধু সমাগমকালে সাধুদিগের কঠোর ব্রত বৈরাগ্য প্রভৃতি দীর্ঘকায় কুম্ভীরগণ সৎসঙ্গেচ্ছ গণকে প্রথমতঃ ভয় প্রদর্শন করে বটে কিন্তু ভগবৎ প্রেমরূপ প্রফুল্ল কমল-কলাপ দর্শনে মোহিত হইয়া ও স্নানান্তে শান্তি সুখ শীতলতায় সমস্ত পাপ তাপ মোচনের অবশ্যম্ভাবিতা দর্শনে তাহাতে মগ্ন না হইয়া থাকিতে পারেন না। পুষ্কর স্নান করিয়াই যেমন ব্রহ্মা গায়ত্র্যাদির দর্শন করিতে হয়, সৎসঙ্গ করিলেই তদ্রূপ সদনুষ্ঠান বাসনা বলবতী হইয়া থাকে। সৎসঙ্গী সাধক এই স্থানেই স্থির হইয়া থাকেন না, তিনি পরমাত্মা বা পরমাদ্যাশক্তি (সাবিত্রী) দর্শনে গমন করিয়া থাকেন। তথায় যাইতে হইলে লোক নির্য্যাতন, নিন্দা, নির্ধনতা, বন্ধুবিচ্ছেদ, বিবিধ কষ্টসাধ্য কুম্ভকাভ্যাসরূপ বালুকাময় প্রান্তর অতিক্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হয়। কত সাধক এই স্থানের ক্লেশেই পশ্চাৎপদ হইয়া পড়েন, কিন্তু ধীমান ভক্তসাধক কখনই নিবৃত্ত হইবেন না, তিনি সহস্রারবিন্দে গিরিশিখরে পরমাত্মা দর্শনাভিলাষী হইয়া শরীর (গিরি) মূলে বা মূলাধার পদ্মে উপস্থিত হইয়া ক্রমে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাখ্য কমলে মধ্যে মধ্যে বিহার ও বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি শান্তি করিবেন। কোন কোন চঞ্চলচিত্ত সাধক (উপরে কথিত বালকের ন্যায়) হয়ত মধ্য হইতে ভ্রষ্টও হইয়া গিয়া থাকেন, আবার সহযোগী উত্তম সাধকগণ উপদেশ দ্বারা তাহাকে সাহায্য করেন। অতঃপর সাধক সহস্রারে (গিরিশীর্ষে) নির্ম্মল পরমাত্মাকে (তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ) দর্শন করিয়া সংসার ক্লেশ হইতে মুক্ত হয়েন। সেখানে আত্মা (পুরোহিত) যোগতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব (পঞ্চ প্রদীপ) জনিত দিব্যালোকে তাঁহার উপাসনা, ধ্যান, ধারণা সমাধি ও তুর্য্যাগতি লাভ করিয়া থাকেন। সাবিত্রী সমীপে যেমন প্রচুর জনতা নাই তদ্রূপ এই উচ্চ জ্ঞান ক্ষেত্রেও অতি বিরল যোগীই উপনীত হইতে পারেন। যেমন সাবিত্রী দেবীর মন্দির হইতে লোকালয় ও ব্রহ্মার মন্দিরাদির অতি ক্ষুদ্র ও ভূমিলীনবৎ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ তদবস্থ সাধক তাবৎ সৃষ্টি, ঐশ্বর্য্য এমন কি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত তুচ্ছ বোধ করিয়া থাকেন। এই স্থানে আনন্দের সীমা নাই, এখান হইতে সাধক বিচ্যুত হইতে বাসনা করেন না।

"ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥" (আত্মজ্ঞান নির্ণয়)॥

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত তাবজ্জগৎ মায়াবিজৃম্ভিত অর্থাৎ মিথ্যা। সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই একমাত্র সত্য তাঁহাকে বিদিত হইয়াই জীব সুখী হয়েন। অতএব পরমাত্মাকে বিদিত হইয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করা আমাদের প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। "ধর্ম্ম প্রচারক"—১২৮৪ বঙ্গাব্দ মাঘ ও ফাল্গুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(অগ্নি চয়ন)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রতিভার বিকাশ—প্রচার কার্য্যের সূত্রপাত।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন এতদিন পর্য্যন্ত আত্মোন্নতি সাধনের জন্যই অভিনিবেশ সহকারে যত্ন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার স্বাভাবিক পরোপকার প্রবৃত্তি সেই সাধনারই অঙ্গ স্বরূপ ছিল। কালে যে তাঁহাকে ভারতীয় ধর্ম্মভাব প্রচারে প্রধান প্রবর্ত্তক হইতে হইবে, এরূপ চিন্তা তখনও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মালোচনা উপলক্ষে তিনি প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন এবং খৃষ্টীয় পাদরীদিগের সহিত মুঙ্গেরে বসিয়া হিন্দু মণ্ডলীর পক্ষ হইতে বিচার করিতেন। ইতি মধ্যে মুঙ্গেরের জনপ্রিয় সরকারী ডাক্তার উমেশ চন্দ্র রায় মহাশয় ভাগলপুরে স্থানান্তরিত হন। এতদুপলক্ষে মুঙ্গেরের ভদ্রমণ্ডলী যখন তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের প্রদান করেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মুঙ্গের জিলা-স্কুল প্রথম বক্তৃতা গৃহে প্রথম বক্তৃতা করেন। এবং তাঁহার মধুর ভাষায় উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইয়া যান। পাদরী ইভান্স (Evans) সাহেব তাঁহার আবেগময়ী ওজস্বিনী ভাষায় মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন "Had I your eloquence, I would have christianised the world in a day" অর্থাৎ আপনার ন্যায় আমার বাগ্মিতাশক্তি থাকিলে আমি একদিনে সমগ্র জগৎকে খৃষ্টান করিতে পারিতাম।

মুঙ্গের এই সময় খৃষ্টীয়ান ও ব্রাহ্ম প্রচারকবর্গের একটী বিশিষ্ট কর্ম্ম-কেন্দ্র ছিল। আমরা শুনিয়াছিলাম এই স্থানেই নাকি ব্রহ্মানন্দ কেশব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্রের চরণ পূজা হইয়াছিল ও তদুপলক্ষে তাৎকালিক ব্রাহ্মসমাজে "নর-পূজার" বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। অদূরে জামালপুরে তখন রেলওয়ে কর্ম্মচারী বহু বাঙ্গালী বাস করিতেন। বাঙ্গালায় হিন্দু আচার ও সমাজনীতির উচ্ছেদ সাধনের জন্য নব্য শিক্ষিত যুবকগণ কেশব চন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে যে উদ্যম প্রকাশ করিতেছিলেন সামাজিক শাসন-বিমুক্ত এই বাঙ্গালী উপনিবেশটীতে তাহা বিলক্ষণ প্রসার লাভ করিতেছিল। এই সকল কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ সাধনশীল না হইলেও হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন। উন্মার্গগামী সহকর্ম্মীগণের আচরণে ইঁহারা নিরতিশয় মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতেন। এরূপ স্থলে প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ খুবই স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপরায়ণতার কথা ইঁহারা পূর্ব্বেই জানিতেন। এক্ষণে তাঁহার বাগ্‌বিভূতির পরিচয় পাইয়া সকলেই সমুল্লসিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের সাধু-জীবনে হিন্দু জীবনের আদর্শ দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা ও প্রচারের অভাব বশতঃই যে লোকে তৎপ্রতি আস্থাশূন্য হইতেছে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। এইবার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার স্থাপন

ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের উদ্যোগে ও মুঙ্গের স্কুলের সংস্কৃত-অধ্যাপক কাশী নিবাসী শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ভাইরাম অগ্নিহোত্রী, হেড্‌মাষ্টার অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, জমীদার রামপ্রসাদ দাস, জজের সেরেস্তাদার "নিত্য কর্ম্মেন্দু কৌমুদী" প্রণেতা কালীপ্রসাদ চৌধুরী এবং স্কুল ডিঃ ইঃ ভগবান্ প্রসাদ, ও গঙ্গাপ্রসাদ; গিরিধর লাল, বুলাকীলাল, অযোধ্যা প্রসাদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান মহাজনগণের সহায়তায় ১২৮২ শালে, ১৭০৭শকে (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে) মুঙ্গেরে আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। বাবু মহেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাথ ঘোষ, শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী বি এ, বি এল, কমলেশ্বরী প্রসাদ, মহেন্দ্র নাথ রায় প্রভৃতি সজ্জনগণ উহার মুখ্য সভাসদ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

সভার অধীনে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। প্রতি রবিবার সভায় সংস্কৃত অধ্যাপকগণ শ্রীমন্নারায়ণের সম্মুখে শাস্ত্র ব্যাখ্যান করিতে লাগিলেন, এবং তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নেরও শাস্ত্রীয় কোন কোন বিষয়ে বক্তৃতা হইতে লাগিল।

সভার কার্য্য প্রণালী

শিক্ষিত যুবকগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব দৃঢ় করিবার বাসনায় শ্রীকৃষ্ণ "সদা-লোচনী" সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বিদ্যালয়ের বালকগণকে আর্য্য রীতি নীতি শিক্ষা দিবার জন্য "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" স্থাপিত করিলেন।

মুঙ্গের সদালোচনী সভা ও সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপন

প্রতি শনিবার অপরাহ্নে ধর্ম্ম-সভা-গৃহে "সুনীতি সভার" এবং রাত্রিতে "সদালোচনী" সভার অধিবেশন হইত। সভার উপদেশকের কার্য্য সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণই করিতেন। সুনীতি সভার উপদেশের ভার অনেক সময় পণ্ডিত ভাইরাম অগ্নিহোত্রী, সুরেন্দ্র নাথ পাল, রাখাল চন্দ্র সেন ও মহেন্দ্র নাথ রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ উৎসাহ সহকারে গ্রহণ করিতেন।

সভায় সরস্বতী পূজা ও তাহার বৈচিত্র্য।

প্রতি বর্ষের মাঘমাসে বসন্ত পঞ্চমীতে সভার উৎসব কালে শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা হইল। শ্রীকৃষ্ণ দেশের দুরবস্থার দিকে চাহিয়া মাতৃ-মূর্ত্তিকে বীণাপানি রূপে না সাজাইয়া ধ্যানানুরূপ মূর্ত্তিতে *

---

* তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকর-কমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তকশ্রীঃ
সকল বিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কমলাসনে উপবিষ্টা বামহস্তে পুস্তক বা ভূর্জ্জপত্র ও দক্ষিণ হস্তে লেখনী সজ্জায় শোভিতা করিয়া মার শ্রীমূর্ত্তি গঠনে মনস্থ করিলেন। ভারতের ধর্ম্ম-দুর্দ্দৈব দূর করিবার জন্য মার এই মূর্ত্তিই অধিকতর শোভন ও সঙ্গত। মুঙ্গের ধর্ম্মসভায় অদ্যাপিও ব্রহ্ম বিদ্যার এইরূপেরই আরাধনা হইয়া থাকে (১)। ভারতে এখন বীণা ঝঙ্কারের সময় চলিয়া গিয়াছে,

---

যিনি নূতন চন্দ্র কলা ধারণ করিয়াছেন, যিনি শ্বেত বর্ণা, স্তনভারে যাঁহার অঙ্গ নত হইয়া পড়িয়াছে, যিনি শ্বেত পদ্মে উপবিষ্টা এবং যাঁহার নিজ করকমলে উদ্যত লেখনী ও পুস্তকের শোভা ফুটিয়া উঠিতেছে, সেই বাগ্‌দেবী (সরস্বতী) সকল বিভব সিদ্ধির জন্য (সমস্ত বিদ্যাধন লাভে অধিকারী করিবার জন্য) আমাদিগকে রক্ষা করুন"

(১) সাধারণতঃ কমলাসনে দণ্ডায়মানা বাণীর হস্তে বীণা দেওয়া হয় কিন্তু সভার প্রতিমার দক্ষিণ করকমলে লেখনী ও বাম হস্তে পুস্তক পত্রাকারে ভূর্জ্জপত্র দেওয়া হয় এবং কমলাসনে উপবিষ্ট দর্শন করিলে বোধ হয় যেন নিবিষ্ট চিত্তে দেবী কিছু লিখিবার উপক্রম করিতেছেন। অনেকে সভাকে এই অভিনব ভাবময়ী মূর্ত্তির অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করায় সভা এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন যে, আমরা সরস্বতীর ধ্যানের রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছি। সরস্বতী কেবল সঙ্গীত বিদ্যারই ঈশ্বরী নহেন; তিনি বুদ্ধিরূপে, জ্ঞান-রূপে, শব্দরূপে সর্ব্ব-বিদ্যাবিধাত্রী; যখন মনুষ্য সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে থাকে, যখন শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির কোন বিকলতা থাকে না, তখনই হৃষ্ট চিত্তে সঙ্গীত বিদ্যার অনুশীলনে মন ধাবিত হয়। সঙ্গীত বিদ্যা দুঃখের সান্ত্বনা, বীরত্বের উদ্দীপনা, শান্তির বিস্তার করিতে পারে সত্য, কিন্তু সুর রাগ তালের উৎস ও আশ্রয় স্থান ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন না করিলে ভাব ও উচ্ছ্বাস মনুষ্যকে গভীর হইতে গভীরতর স্থানে লইয়া যাইতে পারে না। বেদবিদ্যা পারদর্শী আর্য্যগণ যে সময়ে শাস্ত্রকীয় ও রাজকীয় কুশল ভোগে স্বাধীনভাবে আনন্দে দিন যাপন করিতেছিলেন, সেই সময় হইতেই বোধ হয় সরস্বতীর বীণাপাণিরূপের প্রচার অথবা কবিকল্পনারস রসিক সঙ্গীতবিদ্যা সুনিপুণ সেবক সমাদর পূর্ব্বক সরস্বতীকে স্বমনোমত সজ্জায় সম্মাননা করিয়া আরাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভারতের সে সুখের দিন অবসান হইয়াছে; পরাধীনতা, রোগ, শোক তাপ, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, বহুবৃষ্টি, অকাল মরণ, অজ্ঞানতা, দুর্ব্বলতা, বেদবিদ্যানুশীলন, পরভাগ্যোপজীবিকা, ভীতি, আত্মবিচ্ছেদাদি-বিঘ্ন বিপত্তি ভারতভূমিকে আচ্ছন্ন ও মূর্চ্ছিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন মা যাহাতে প্রতিগৃহে প্রতি হৃদয়ে স্থির হইয়া স্বদেশীয় ধর্ম্মভাব শিক্ষা দেন, তাহাই একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যখন শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ধর্ম্মসভা ও সদালোচনী সভার সভ্যগণ সহ সুনীতি সঞ্চারিণী সভার সভ্য-বিদ্যালয়ের বালকগণে পরিবৃত হইয়া বেদবাক্যে বাগ্দেবীর বন্দনা পাঠ করিতে করিতে ভক্তি ভরে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেন, সে দিনের সে শুভক্ষণের কথা স্মরণ পথে উদিত হইলেও মনে যেন কত আশার সঞ্চার হয়। তখনকার শোভা, কবির কল্পনা-কাননের কুসুম স্বরূপ, ভাবুকের ভাবতরঙ্গের উত্তাল উচ্ছ্বাস স্বরূপ, বিদ্বদ্বৃন্দের শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রধান লক্ষ্য স্বরূপ, জ্ঞানীর জ্ঞান সরোবরের মরালমালা স্বরূপ ও সূক্ষ্মদর্শীর তত্ত্ব দৃষ্টির সোপান স্বরূপ বলিয়া বোধ হইত। এইরূপে পবিত্র জাহ্নবী তীরে ভারতের ধর্ম্মভাব বিস্তারের সূত্রপাত হইল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বয়ঃক্রম এখন মাত্র ২৬ বৎসর হইবে।

১৮৭৬-৭৭ সভাগৃহে বাস

সভাস্থাপনের দুই এক বৎসর পরেই সভাসদ্‌গণ শ্রীকৃষ্ণের সদ্‌গুণে ও তাঁহার সুমধুর বক্তৃতা শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সভার উন্নতি কল্পে তাঁহাকে সভাগৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ একান্তে নিজ সাধন ভজনের সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া

করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে আমোদ প্রমোদ আনন্দের চিহ্ন ভারতীয় অঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে বেদবিদ্যার পুনরনুশীলনই এই দুঃখ দুর্দ্দিন নিরাকরণের একমাত্র মহামন্ত্র; অন্যান্য শুভচিহ্ন ইহার অনুগমন করিবে। এই জন্য ভগবতী ভারতী বীণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক্ষণে আর্য্য সন্তানগণের কল্যাণার্থ পুনর্ব্বার পত্র ও লেখনী গ্রহণ করিয়া ইঙ্গিতে ভারতবাসীকে বেদ বিদ্যার পুনরনুশীলন করিতে উপদেশ করিতেছেন। দেবী দণ্ডায়মানা প্রতিমার পূজা গ্রহণ করেন, ইহা বর্ত্তমান ভারতের প্রার্থনীয় নহে, দেখিলে বোধ হয় যেন ভারতী গমনোদ্যত কিন্তু যে বিদ্যাশক্তি প্রভাবে আর্য্যগণ সর্ব্ব সভ্যসমাজ চূড়ামণি হইয়াছিলেন. তিনি আমাদিগকে পরিহার করিলে আর ভারতের গত্যন্তর নাই, এইজন্য বিমলা কোমল কমলাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে কার্য্য তৎপরতার শিক্ষা দিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভার বাড়ীতে আসিয়া বাস করিলেন। সভাগৃহ সাধনা ও সদালোচনা উভয়েরই অনুকূল হইয়া পড়িল।

সভা গৃহের সম্মুখেই খৃষ্টীয়সম্প্রদায়ের একটী উপাসনালয় ছিল। একদিন অসুস্থতা বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ অফিসে যান নাই। দ্বিতলের সভামণ্ডপ হইতে তিনি দেখিলেন একটী ১৮।১৯ বর্ষ বয়স্ক হিন্দুস্থানী বালক তথায় বসিয়া রহিয়াছে। তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তথায় থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "আমি খৃষ্টান হইতে আসিয়াছি, আমি খৃষ্টান হইয়াছি বলিলেও হয়, কেন না হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং খৃষ্টান ধর্ম্মই সত্য বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। বালক তখনও দীক্ষিত হয় নাই জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কিছু সন্দেহ আছে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। বালক পাদরীদের নিকট যে সকল নিন্দাবাদ শুনিয়াছে তৎসমস্তই বলিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণও তাহার সকল সন্দেহ দূর করিতে লাগিলেন; বালক তৎপূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুই জানিত না। এক্ষণে নিজ পৈত্রিক ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক পাইয়া খৃষ্টান হইয়া আলোকের পরিবর্ত্তে অন্ধকারে যাইতেছে বুঝিতে পারিল, এবং নিজ দোষ স্বীকার করিয়া বাড়ী যাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ও কয়েকজন ভদ্রলোকের সাহায্যে তাহার পাথেয়ের ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি পাদরী সাহেব আর কোন ব্যক্তিকে খৃষ্টান করিবার জন্য সভার সম্মুখস্থ ভজনালয়ে রাখিতেন না।

খৃষ্ট ধর্ম্মান্বেষী একটী হিন্দু যুবকের সন্দেহ নিরসন

শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন তৎকালে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভায় যেরূপ উপদেশ দিতেন উদাহরণ স্বরূপ তাহার একটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

একজন মহাত্মা কবি গীতচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "মুষ্ঠি বাঁধকে আয়া বান্দা হাত পসারে যাও গে" অর্থাৎ হে জীব! তুমি যখন মাতৃগর্ভ হইতে জরায়ুজাল জড়িত হইয়া এই চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি প্রকাশিত ধরণীতলে পতিত

আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভায় ব্যাখ্যা ও উপদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিলে তখন তোমার করপুট মুষ্টি বদ্ধ ছিল, ভাবে বোধ হইয়াছিল যে তুমি কিছু সম্বল হস্তে করিয়া এখানে আগমন করিলে; কিন্তু শেষ শ্বাস ত্যাগ কালে যখন তোমার কর্ণ বধির, চক্ষু দৃষ্টিহীন, জিহ্বা নীরস, সর্ব্বাঙ্গ অসাড় নিস্পন্দ, ধমনী রক্ত চলাচল শক্তি-শূন্য ও প্রাণ বায়ু বহির্গত হইবার সময় হয়, তখন তোমার করপল্লব বিস্তৃত দেখিতে পাই; ভাবে বোধ হয় যেন তুমি নিঃসম্বল; ধরাধাম হইতে কিছু লইয়া যাইতে পারিলে না। যাহা কিছু সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলে, তাহার ব্যবসা দ্বারা ধন বৃদ্ধি করত পরম ধনে ধনী হইয়া স্বস্থানে প্রতি গমন করা দূরে থাকুক, বরং মূলধন পর্য্যন্ত ক্ষতি করিয়া গেলে। ইহা অতি আক্ষেপ ও লজ্জার বিষয়। ইহাপেক্ষা কাপুরুষতা আর কি আছে! তুমি আসিয়া এতদিন কি করিলে? যে জন্য এখানে আসিয়াছিলে তাহার কি করিলে? কে তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কোন্ কার্য্য সাধন করিবার জন্য তুমি এখানে সমস্ত জীবাধিরাজ মনুষ্য কলেবর ধারণ করিয়া ধরিত্রী-পৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়াছিলে; তাহা তো একবারও চিন্তা করিলে না। তিনি যে তোমার সমভিব্যহারে তোমার কার্য্য সৌকর্য্যার্থে বিবেক, বৈরাগ্য, ন্যায়পরতা, শমদমাদিকে সহচর করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন,তাঁহাদের সহিত তো কোন কার্য্যানুষ্ঠানের সময় পরামর্শ করিলে না। আপনার যাহা মনে হইল, তাহাই করিলে; যে পথে যাইতে ইচ্ছা হইল, সেই পথেই গমন করিলে। তোমার সুখ সম্বর্দ্ধনার্থ যে বিচারণা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, তিতিক্ষা, ব্রহ্মনিষ্ঠা, ধৃতি, উপরতি প্রভৃতি সহচরীগণকে পাঠাইয়াছিলেন, কৈ একবারও তো তাহাদের মুখাপেক্ষা করিলে না; একবার তো তাহাদের ঈষদ্ধাস্য বিকসিত চারুচন্দ্রাননচয়ের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তোমার সংসার শ্রান্তি শান্তি করিতে মনোযোগ করিলে না। এখানে আসিয়া সকলই ভুলিয়া গেলে! আমার কেহই নাই বলিয়া কতবার নির্জ্জনে রোদন করিলে। ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াও ভ্রান্তিক্রমে কৃতঘ্নের ন্যায় তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারম্বার দোষারোপ করিয়া নিজ জীবনে কলঙ্কচ্ছটা অঙ্কন করিলে। তিনি যে এই সংসাররূপ বাণিজ্য ক্ষেত্রে তোমার সৌভাগ্যশ্রীকে উজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত, তোমার জন্মকে সার্থক করিবার নিমিত্ত, তোমার মনুষ্য নামকে গৌরবান্বিত করিবার নিমিত্ত, তোমার সমস্ত সন্তাপ (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক) নিবারণ করিবার নিমিত্ত, তোমাকে জগন্মধ্যে উচ্চ আদর্শের একটী দৃষ্টান্তস্থল করিবার নিমিত্ত, তোমার সহিত সত্য, তপঃ, শৌচ, অধ্যবসায়, বিশ্বাস, প্রেম, উপচিকীর্ষা, পূপূর্জিষা (পূজনেচ্ছা) আত্মপ্রসাদ প্রভৃতি রত্নরাশি প্রদান করিয়াছিলেন, সে সকল তুমি কি করিলে? কৈ একদিনও তো সেই রত্নরাজি বাণিজ্যার্থ বাহির করিলে না। যেখানে রত্নবণিকগণ একান্তচিত্ত হইয়া স্থিরাসনে সুগভীর জ্ঞানময় ব্রহ্মবস্তু বিনিময়ে ব্যস্ত রহিয়াছেন, কৈ একদিনও তো তুমি তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে না, একদিনও তো তাহাদের বাণিজ্য বিজ্ঞাপনী (সৎশাস্ত্র) দর্শন করিয়া বাণিজ্যের অবস্থা ও কৌশলাদি বিদিত হইতে যত্নশীল হইলে না। তোমাকে ধিক্! ধিক্ তোমার জন্ম ও জীবনে! এবং শতধিক্ তোমার মনুষ্য নাম ধারণে! তুমি নিজ দোষে সমস্ত নষ্ট করিলে; আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিলে, তুমি কোষকীটবৎ (গুটী পোকার মত) আপন জালে আপনি বদ্ধ হইলে। তুমি আপনিই আপনার বৈরী হইয়া আপনার অনিষ্ট সাধন করিলে। তুমি কি জানিতে না যে তোমার সঙ্গে সঙ্গে জন কয়েক দস্যু আসিয়াছিল। তাহারা ভদ্রবেশ ধারণ পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে তোমার সহিত মিত্রতা করিতে ও ক্রমে ক্রমে তোমাকে বশীভূত করিয়া তোমার চিরদিনের যথার্থ পরমহিতৈষী সহচর বিবেকাদির প্রেম হইতে বঞ্চিত করত তোমাকে কুহকমুগ্ধবৎ তাহাদের একান্ত অনুগত করিয়া তুলিল; তাহাদের শ্রুতিমধুর, পরিণাম বিরস ও আপাত মনোরম, কথায় তুমি আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলে। রাজকুমার হইয়া তুমি নীচের প্রণয়ানুগত হইলে। তোমার তেজোবীর্য্য মহত্ব বিনষ্ট হইল;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতদ্দর্শনে দস্যুগণের জনয়িত্রী মায়া তোমার সহচরীগণকে প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক কোথায় লইয়া গেল তাহার সমাচার পর্য্যন্ত লইলে না। তাহারা নিঃসহায়ের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। তুমি কে, কোথা হইতে কোথায় আসিলে তাহা ভুলিয়া গেলে, কোথায় যাইবে, কি হইবে, এই বিদেশে পথের পরিচিত লোকজনের সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া কি ফল দর্শিবে, তাহা একবার বিবেচনা করিলে না। দস্যুগণ তোমাকে বৃথামোদ সুখপর্য্যঙ্কে শয়ন করাইল; মিথ্যা দৃষ্টি তোমার বিলাস ভোগের সহায় হইল; ভ্রান্তি তোমাকে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত করিল। দস্যুগণ উপযুক্ত অবসর পাইয়া তোমার সমস্ত রত্ন অপহরণ করিতে লাগিল। তুমি নিঃস্ব হইলে। আসিবার সময় কত রত্ন কত আশা করিয়া আনিয়াছিলে সে সব প্রায় আর কিছুই নাই। যাইবার সময় কেবল রোদন করিয়া পৃথিবীর বন্ধুগণকে, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রদিগকে কেন শোক সাগরে ভাসাইবে। এখনো সময় আছে. জাগ্রৎ হও, এখনও সহচরগণের শরণাগত হও, এই বেলা উপায় বিধান কর। দিন গত হইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। অতএব সাবধান! রত্ন সকল অপহৃত হইতে না হইতে বাণিজ্য বিজ্ঞাপনী পাঠ কর; আর ঐ যে গিরি গুহা মধ্যে, ঐ গহন কাননের ভিতরে তোমার সহযাত্রী (১) বণিক-গণ যে রত্নরাশি বিনিময়ে অমৃত পান করিতেছেন, উঁহাদের নিকট গিয়া তাহা গ্রহণ করিতে শিক্ষা কর। ঐ যে নিমীলিত নেত্রে প্রসন্ন বদনে নির্জ্জনে বসিয়া প্রভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার সুচতুর সহযাত্রীগণ (২) নিবিষ্ট চিত্তে বাণিজ্য বিস্তার করিতেছেন, যাও শীঘ্র যাও, উহাদের নিকট তোমার লাভালাভের বিষয় বিদিত হইয়া আইস। ঐ যে যুবা (৩) পুরুষটী দিগ্দেশীয় পণ্ডিত পুঞ্জকে বিচারে পরাজয় পূর্ব্বক দেশ বিদেশে বাণিজ্য দ্রব্য বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছেন, যাও, উঁহার নিকট হইতে বাণিজ্যক্ষেত্রের

---

(১) ঋষি তপস্বিগণ। (২) সমাধিস্থ যোগিগণ। (৩) শঙ্করাচার্য্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিগূঢ় তত্ত্ব বিদিত হইয়া আইস। ঐ যে একটী কৌপীনধারী গৌরাঙ্গ (৪) মহাজন প্রেমসাগরে বাণিজ্যতরী ভাসাইয়া সুলভ মূল্যে "হরের্নামৈব কেবলম্" বলিয়া গ্রাহকগণকে আলিঙ্গন ও প্রেমজলে শীতল করিতেছেন; যাও উঁহার নিকট হইতে অমূল্য রত্নের ব্যবহার শিক্ষা করিয়া আইস। ঐ শ্রবণ কর একজন মহাজন একটী বাণিজ্য বিজ্ঞাপনী ঘোষণা করিতেছেন যে "সত্য বল্ সুপথে চল্ আমার মন যদি পাবিরে গোলকের ধন। ফ'রে যারা, দিচ্ছে তারা বাট্‌খারাতে কম, তোদের উসুল করবে যম; আর গদীয়ান মহাজন যারা ব'সে কিন্‌চে প্রেম রতন।" অতএব যেখানে রত্ন রাশির ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, যাও সেইখানে গিয়া প্রেমের বাণিজ্য বিস্তার কর। তদ্বিনিময়ে তোমার ধ্যান নিমীলিত নেত্র-দ্বয় হইতে অবিরল ধারায় মুক্তামালা (প্রেমাশ্রুধারা) বিগলিত হইবে। সেই একটী মুক্তার মূল্য মহীতলে কোন মহাজনই স্থির করিয়া উঠিতে পারিবেন না। সেই মুক্তামালা দ্বারা তোমার ভবিষ্যন্নিবাস নিকেতন (নিত্য আনন্দধাম) সুসজ্জিত হইবে। দেখো যেন হট্টগোলে পড়িয়া আপনার কার্য্য বিস্মৃত হইও না। হস্তে নিধি পাইয়া হারাইও না, যাইবার সময় যেন পরমধন লইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে গমন করিও। তোমার বাণিজ্য লব্ধ অজস্র ধনরাশি বিতরণে যেন সমস্ত জগৎ ধনী হইয়া উঠে। যেন তুমি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সংসার নাট্যশালার তিরোভাব পটের অন্তরালে লুক্কায়িত হইও। যেন সংসার ক্ষেত্রে লোক সকল তোমার বিপুল বাণিজ্য বৃত্তির গুণ কীর্ত্তন করিতে পারে। যেন মনুষ্য নাম তোমার গুণে উজ্জ্বল হয়, ধরাধাম পবিত্র হয়। অলমতি বিস্তারেন। ধর্ম্মপ্রচারক ১২৮৪ বঙ্গাব্দ কার্ত্তিক ও পৌষ সংখ্যা।

মুঙ্গের অবস্থান কালে তিনি মধ্যে মধ্যে হরিনাম সংকীর্ত্তন জন্য সঙ্গীত রচনা করিতেন; এবং মুঙ্গের ও জামালপুরের শিক্ষিত

(৪) নবদ্বীপেন্দু শ্রীগৌরাঙ্গ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভদ্রলোক একত্র হইয়া নগর সংকীর্ত্তনে বহির্গত হইতেন। পরিব্রাজকের সঙ্গীত হইতে তৎকাল রচিত একটী সংকীর্ত্তন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

সুনীতি সঞ্চারিণী সভা।

(দেশের বালক ও যুবকদের চরিত্র সংশোধন ও নৈতিক বল বৃদ্ধির জন্য সুনীতি সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপন—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির অপূর্ব্ব পরিচয়)

নগর সংকীর্ত্তন

হরি হরি বোল্ বল আনন্দে সকলে মিলে।
হরি নিত্যধন, পতিত পাবন,
হরি দীনবন্ধু, অপার কৃপাসিন্ধু ;
হ'য়ে কর্ণধার, ভবপার করেন দীন কাঙ্গালে ॥
তোমার সম্পদ বিভব, অনিত্য এসব,
জাননাকি—কেবল হরিনাম শেষের গতি।
গেলরে মিছে কাজে দিন,
দিন দিন শমন নিকট হইল ;
তোমার জীবন তো ফুরালো, হরি হরি বল,
তোমায় বার বার করি এই মিনতি ॥
পারবেনা কণ্ঠ রোধ হ'লে, লইতে মধুর হরিনাম,
তাই দিন থাকিতে মন, হও সচেতন,
ভুল নারে রাখ তাঁর চরণে মতি ॥
হরিনাম সুধা সিন্ধু নীরে,
ডুবিলে পূর্ণেন্দু প্রেম উদয় হবে রে।
ও তাঁর আলোর ছটায় জগৎ আলো পুলকিত রে,
হরি বোল্ বলরে ভাই)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাতীয় সংস্কার কোথায় আরম্ভ করিতে হয়, কোন স্থানটী সুপবিত্র রাখিতে পারিলে সমগ্র জাতি ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতে পারে, জমীকে উর্ব্বরা করিতে হইলে তাহার কিরূপ পাট করিতে হয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। আধুনিক শিক্ষায় যে একটী বিশিষ্ট অভাব পরিস্ফুট, এবং তদভাবে যে কত অনিষ্টের উৎপত্তি হইতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াই, এই অনিষ্টের মূল উৎপাটনে সচেষ্ট হইলেন, তাই তিনি বালকগণকে নীতিমান্ করিবার উদ্দেশ্যে মুঙ্গেরে ধর্ম্ম সভা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটী সুনীতি-সঞ্চারিণী-সভা প্রতিষ্ঠিত করেন।

সুনীতি সঞ্চারিণী সভার প্রতিষ্ঠা

ও সে সুধাময় সুধাকরে সুধা ক্ষরে রে
(প্রেম সুধাকরে রে)
ও, সেই সুধাপানে শূলপাণি মৃত্যুঞ্জয় রে;
পিয়ে দিবা নিশি যোগী ঋষি সুধা রাশিরে
(সে যে শুধুই সুধারে)
(হরিবোল্ বলরে ভাই)
কত যে সাধন ফলে, মানব শরীর পেলে রে,
কর এই বেলা মন কৃষ্ণপদ কমল ভাবনা—
(এমন দিন হবে না) (ভব ভয় রবে না)॥
ও মন্, তবে কেন আর, ভাবনা তোমার,
একবার বদন ভরে হরি বল;
হরি দীন দেখিয়ে পার করিবেন,
চরণে দিবেন স্থান। (হরি) ও মন,
কি ভয় তাহার, রসনা যাহার,
করে হরিগুণ গান (ও মন) রে—
আজি হে উৎসবে মিলেছি সবে,
পরিব্রাজক তবে শরণ লই এবে
হরির অভয় চরণ কমলে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুঙ্গের ধর্ম্মসভার চতুর্থ বার্ষিক উৎসব কালে সুনীতি-সঞ্চারিণী-সভার অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন "পুত্রপালন বিষয়িণী" একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বালকদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যে পিতামাতা ও গুরুজনের কতদূর আবশ্যক তাহা বিষদরূপে বক্তৃতা মধ্যে কথিত হইয়াছিল; ফলে বক্তৃতা সভা মধ্যেই তাঁহার সুনীতি সভার বালক সভ্যের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছিল। ব্যবস্থা বিধানে ও সংগঠন কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের যে কত কৃতিত্ব ছিল এই ক্ষুদ্র সভাটী তাহার একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বালকগণের সুনীতি শিক্ষার্থ তিনি কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন সুনীতি সঞ্চারিণী সভার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে :—

সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উদ্দেশ্য

"গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এতদাশ্রম ত্রয়ের মূল সুদৃঢ় ভিত্তি স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রথা যে দিন হইতে আর্য্যভূমি ভারতবর্ষকে পরিহার করিয়াছে, সেই দিন হইতে এই পুণ্যভূমি শারীরিক দুর্ব্বলতা, দুরাগ্রহ, দুর্ব্যবহার, ভ্রষ্টাচার, ভীরুতা, চপলতা, অব্যবস্থিত-চিত্ততা আদি মানসিক মলিনতা ও ক্ষীণতার প্রধান নিকেতন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যগণের প্রভুত্বকালে বর্ণানুসারে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সামাজিকনীতি ও বিবিধ সাধারণ নীতি শিক্ষা পাইয়া ভারতবাসিগণ তপোবল, ধর্ম্মবল, বিদ্যাবল, ধনবলাদির গুণে জাতীয় প্রকৃতি উপার্জ্জন পূর্ব্বক এই পবিত্র ভূমিকে সভ্য সমাজ চূড়ামণি করিয়া তুলিয়াছিল। এক্ষণে শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের অভাবে সুকুমার মতি বালকগণ স্বেচ্ছা ও যথেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া বহুল দুঃখ দুর্গন্ধময় জীবন লাভ করতঃ পুণ্যশীল ভারতীয় সমাজকে কলঙ্কিত ও উপদ্রবগ্রস্থ করিতে প্রবৃত্ত ও স্বয়ং পরিণাম দুঃখাবহ দুর্ব্বহ দুর্দ্দশার ভার গ্রহণে অন্ধের ন্যায় ধাবমান হইতেছে দেখিয়া (ভারতবর্ষীয়) আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা ভবিষ্যৎ ভারতের পরমহিত সাধনার্থ স্নেহভাজন কোমলহৃদয় তরলমতি বালকবর্গকে কল্যাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পতরুর শীতল ছায়ায় সুখী করিবার নিমিত্ত সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা স্থাপনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর বালকবর্গের কোমল হৃদয় স্পর্শ করিয়া ভারতের মঙ্গল বিধান করুন। স্বর্গ নিবাসী আর্য্য মহাত্মগণ নিজ নিজ তৈজস শক্তিসহ ভারতের হৃদয়তন্ত্রী আকর্ষণ করুন।"

সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার নিয়মাবলী।

১। প্রতি সপ্তাহে একদিন [যে দিন স্থানীয় বালকবর্গের ও উপদেষ্টার সুবিধা বোধ হইবে] অন্যূন দুই ঘণ্টার জন্য এতৎ সভার নিয়মিত অধিবেশন হইবে।

২। অন্যূন ১২শ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত ও ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মাবলম্বি-কুল-জাত না হইলে কাহাকেও * সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হইবে না। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকগণ সভায় আসিয়া উপদেশ শুনিতে পারিবে মাত্র।

৩। সভার কার্য্যারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাম্বুল সেবন, পরস্পর হাস্য পরিহাস, সভার কার্য্য সম্পর্কশূন্য বার্ত্তালাপ ও সভার কার্য্যে অমনোযোগ প্রদর্শন করিবেন না।

৪। একজন কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র, সহৃৎসাহী, বাক্‌চতুর, আর্য্যধর্ম্ম-পরায়ণ পুরুষ উপদেষ্টৃ-পদে নিযুক্ত থাকিবেন।

৫। যাহাতে সভ্যগণ নিজ নিজ চরিত্র বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষা করিতে ও আর্য্যধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে পারেন, এতৎ সভায় তদুপযোগী উপদেশ প্রদত্ত হইবে। যাহাতে আর্য্য ধর্ম্মানুকূল রীতি নীতি সভ্যগণের হৃদয়গম্য

* মুঙ্গের জেলায় বেগুসরাই প্রভৃতি সভায় মুসলমান ছাত্রেরাও আগ্রহপূর্ব্বক সুনীতি শিক্ষার্থ উপস্থিত হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় ও তাঁহারা তত্তাবতের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, সরলভাবযুক্ত ঈদৃশী শিক্ষার দিকে উপদেষ্টা বিশেষরূপ মনযোগী থাকিবেন।

৬। বালকদিগের মধ্য হইতে একজন এতৎসভার কার্য্য সম্পাদক ও একজন সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইবেন।

৭। সম্পাদক নিজ ভাষাতে সভার সাপ্তাহিক কার্য্য বিবরণ লিখিবেন ও সভার প্রয়োজন মত বিজ্ঞাপনাদি দিতে ও অন্যত্র পত্রাদি লিখিতে হইলে স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইবেন।

৮। সহকারী সম্পাদক কার্য্যসম্পাদকের অনুপস্থিতি কালে সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিবেন। তিনি কোষাধ্যক্ষ্য হইয়া বালকগণের নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি সংগ্রহ ও রক্ষা করিবেন, এবং সভ্যগণের সম্মুখে একটী করিয়া ত্রৈমাসিক ধনাগম ও ব্যয়াদির বিবরণ পত্র প্রদান করিবেন।

৯। সংগৃহীত ধন এতৎ সভার জন্য কাগজ, লেখনী, পুস্তক বা অন্য কোন কার্য্যার্থ বিশেষ প্রয়োজন হইলে ব্যয়িত হইবে।

১০। প্রতি সপ্তাহেই একটী একটী সভ্য পর্য্যায়ক্রমে উপদেষ্টা মহাশয়ের আদেশানুসারে নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়া সভায় পাঠ করিবেন। চার সপ্তাহ পূর্ব্বে লেখককে প্রবন্ধের বিষয় বাচনিক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে।

১১। প্রবন্ধ নিজ ভাষাতেই লিখিত হইবে ও উপদেষ্টা উক্ত ভাষাতেই উপদেশ দান করিবেন।

১২। অপরিহার্য্য বিঘ্ন বা বাধা ব্যতীত সভ্যমাত্রকেই প্রতি অধিবেশনে সভায় উপস্থিত হইতে হইবে। আসিতে না পারিলে, না আসিবার কারণ লিপি বা লোক দ্বারা সভাকে জানাইতে হইবে।

১৩। যদি কোন সভ্যের চরিত্র বা প্রকৃতি দূষিত হইয়াছে শ্রুত হওয়া যায়, তবে একমাস কাল তৎ সংশোধনের জন্য অবকাশ ও শিক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেওয়া হইবে; তাহাতেও যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তবে তিনি সভায় আসিয়া প্রতি সপ্তাহে নৈতিক শিক্ষাদি লাভ করিতে পারিবেন, কিন্তু সভ্য শ্রেণীর মধ্য হইতে তাঁহার নাম কর্ত্তিত হইবে। পুনরুন্নতি লাভ করিলে নাম পুনর্ল্লিখিত হইবে।

১৪। কোন সভ্যই তামাকু আদি কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না। (চিকিৎসক দত্ত ঔষধের সহিত কোন মাদকদ্রব্য মিশ্রিত থাকিলে এ নিয়ম তাহার বাধা করিবে না।)

১৫। কোন সভ্যই ব্যায়ামকর ক্রীড়া ভিন্ন তাস, পাশা, দাবা, জুয়া আদি খেলিবেন না।

১৬। সভার অধিবেশন কালে প্রথমতঃ সকল সভ্যই উপদেষ্টা মহাশয়ের সহিত সমবেতস্বরে ক্রমান্বয়ে (ক) চিহ্নিত ভগবানের ও (খ) চিহ্নিত গুরুদেবের প্রণাম পাঠ ও নমস্কার করিবেন। তৎপরে সভ্যগণ (গ) চিহ্নিত "বালকগণের সঙ্কল্প" পাঠ করিবেন। তদনন্তর কার্য্য সম্পাদক কর্ত্তৃক সভ্যগণের উপস্থিতি অনুপস্থিতি আদি লিপিবদ্ধ ও তৎপূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে. নিরূপিত সভ্য কর্ত্তৃক প্রবন্ধ পঠিত হইবে। তদবসানে, লিখিত বিষয় সম্বন্ধে সভ্যমণ্ডলী নিজ নিজ মন্তব্য ব্যাখ্যা করিবেন, এবং উপদেষ্টা মহাশয় সে বিষয়ের বিশেষ উপদেশ ও সভ্যগণের মতভেদ থাকিলে তাহার সমাধান করিয়া দিবেন। তাহার পর সভ্যগণ কর্ত্তৃক (ঘ) চিহ্নিত প্রার্থনাটী সমবেত স্বরে পঠিত হইবে। পরিশেষে উপদেষ্টা ও সমস্ত সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে (ঙ) চিহ্নিত স্তুতি পাঠ পূর্ব্বক ভগবান্‌কে নমস্কার করিবেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুঃ সঃ সভার সভ্যগণের অনুষ্ঠেয়।

(সভ্যগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য)

যে সকল সভ্যের কর্ণবেধ, উপনয়ন বা যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার হইয়াছে তাঁহারা নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত বা গুরূপদেশ মত দৈনিক সন্ধ্যা বা ঈশ্বরোপাসনা করিবেন।

(ক) পরমেশ্বরের নমস্কার

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুত স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

(ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, দিব্য দিব্য স্তবের দ্বারা যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন, সাঙ্গোপাঙ্গ পদক্রম ও বেদোপনিষদাদি সহযোগে সামগাথাগায়কবৃন্দ যাঁহার মনোহর গুণ গান করিয়া থাকেন, ধ্যানাবলম্বিতাবস্থায় তদ্গতচিত্ত যোগিগণ যাঁহার অপূর্ব্ব দর্শন লাভ করেন এবং দেব দানব কেহই যাঁহার সীমা বা সম্পূর্ণ তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ নহেন, সেই পরম দেবতাকে নমস্কার করি।)

(খ) গুরুর প্রণাম

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥"

(গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম ও আনন্দস্বরূপ, বিশুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন পরম সুখদাতা, তিনি একমাত্র ও প্রকৃত জ্ঞানমূর্ত্তি, দ্বৈতবুদ্ধির অগম্য, আকাশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় নির্লিপ্ত ও নির্ম্মল; "তৎ+ত্বম্+অসি" আদি মহাবাক্যের লক্ষ্য পরম পদার্থ; তিনি এক, নিত্য, নিষ্কল ও নিশ্চল ও জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি অবস্থায় সাক্ষিস্বরূপ; তিনি ভাবাতীত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রহিত; সেই সৎস্বরূপ গুরুদেবকে আমি নমস্কার করি।)

বালকগণের সঙ্কল্প (গ) ও বালকদিগের প্রার্থনা (ঘ)—পরিব্রাজকের গ্রন্থাবলী সমালোচনায় ও নীতিরত্নমালা ৯৪।৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(ঙ) স্তব *

দেববৃন্দ-বন্দ্য, ভব-সিন্ধু-সেতো,
অনন্ত প্রশান্ত, গুণত্রয়াতীত।
ত্বং বিশ্ববিধাতা, কৃপাপার-সিন্ধো!
ভবন্তং নমামি প্রভো! দীনবন্ধো ॥১॥
মদীয়োঽন্তরাত্মা যথা ধর্ম্মমার্গে
প্রবর্ত্তেত নিত্যং তথা ত্বং বিধেহি।
সহায়শ্চ নিত্যং ভব ত্বং মদীয়ো
ভবন্তং নমামি প্রভো, দীনবন্ধো ॥২॥
বচো মে ক্রিয়া মে তথা ভাবনা মে
সদা সাধুতালঙ্কৃতা দোষহীনা।
যথা স্যাত্তথা ত্বং বিধেহীতি বাঞ্ছা
ভবন্তং নমামি প্রভো! দীনবন্ধো ॥৩॥
ন জানামি ভক্তিং ন জানামি পূজাং
কথং বা ভবন্তং সমারাধয়ামি।
স্বকীয়ৈর্গুণৌঘৈঃ কুরু ত্বং শুভং মে
ভবন্তং নমামি প্রভো! দীনবন্ধো ॥৪॥

*এই স্তবের প্রথম ৩টী শ্লোক মুঙ্গের জিলাস্কুলের হেড্ পণ্ডিত ৺রাজকুমার কবিরত্ন এবং ৪র্থটী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কর্ত্তৃক রচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(হে সুরগণ-বন্দনীয়, হে সংসার সিন্ধুর সেতুস্বরূপ, হে অনন্ত, হে শান্ত, হে ত্রিগুণাতীত, তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা; হে অপার করুণা সিন্ধো, হে প্রভো, হে দীনবন্ধো, আমি তোমাকে নমস্কার করি॥ ১

যাহাতে আমার অন্তরাত্মা সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত থাকে, তুমি তাহাই বিধান কর। তুমি আমার সহায়ক হও; হে প্রভো; হে দীনবন্ধো, আমি তোমাকে নমস্কার করি॥ ২

আমার বাক্য, আমার অনুষ্ঠান ও আমার চিন্তা যেন সদা সাধুভাব যুক্ত ও নির্ম্মল হয়, তুমি এইরূপ বিধান কর, ইহাই আমার প্রার্থনা। হে প্রভো, হে দীনবন্ধো, আমি তোমাকে নমস্কার করি॥৩

ভক্তির লক্ষণ কি, তাহা আমি অবগত নহি; তোমার শ্রীপাদপদ্ম পূজার বিধি কি তাহাও আমি জানি না; অতএব কিরূপে আমি তোমার আরাধনা করিব? তুমি নিজ গুণেই আমার কল্যাণ বিধান কর। হে প্রভো, হে দীনবন্ধো, আমি তোমাকে নমস্কার করি॥ ৪)

সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা।

(প্রশ্নোত্তর-মালা)

প্রশ্ন। তোমাদের সভার নাম কি?

উত্তর। "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা।"

প্রঃ। নীতি শব্দের অর্থ কি?

উঃ। গতি বা প্রাপ্তিকে নীতি কহে, অর্থাৎ যে কৌশলে কোন কার্য্যের ফল সুশৃঙ্খলে প্রাপ্ত হওয়া বা লাভ করা যায়, তাহার নাম "নীতি।"

প্রঃ। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

উঃ। যে উপায়ে রাজা রাজকার্য্য শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহার নাম "রাজনীতি"; যে উপায়ে সমাজ সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার নাম "সমাজনীতি" ; যে উপায়ে যুদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার নাম "সমরনীতি" ; যে প্রণালীতে গৃহের কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় তাহার নাম "গার্হস্থ্যনীতি" ; যে উপায় দ্বারা মনুষ্যগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন পুর্ব্বক জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ভগবানের চরণকমল লাভের উপযোগী হইতে পারেন, তাহার নাম "ধর্ম্মনীতি" ইত্যাদি।

প্রঃ। তোমাদের সভার নামে "নীতি" না দিয়া "সুনীতি" দেওয়া হইল কেন ?

উঃ। যাহাতে লওয়ায় বা প্রাপ্তি করায়, তাহাই "নীতি", সকল কার্য্যেরই নীতি আছে। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, দুষ্কর্ম্ম করা আদিরও মূলে নীতি অছে, কিন্তু তাহাকে দুর্নীতি কহে। যে পথ অবলম্বন করিলে মনুষ্যকে সুপথে লইয়া যায় বা সুফল দান করে, তাহার নাম সুনীতি। সুশিক্ষাই আমাদের সভার উদ্দেশ্য, এই জন্য "সুনীতি" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

প্রঃ। "সঞ্চারিণী" শব্দের অভিপ্রায় কি ?

উঃ। একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমনের নাম "সঞ্চরণ"। এই সভা দ্বারা শাস্ত্রীয় সদুপদেশ রাশি উপদেষ্টৃগণের মুখ হইতে আমাদিগের কর্ণে, ও কর্ণ হইতে হৃদয়ে, ও হৃদয় হইতে আমাদিগের প্রকৃতিতে, এবং প্রকৃতি হইতে আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্যে সঞ্চারিত হইবে ; আবার আমাদিগের কার্য্য দেখিয়া অন্যান্য বালকর্গের প্রকৃতি আদিতে সঞ্চারিত হইয়া পরিশেষে সমস্ত ভারতে ও জগতে সঞ্চারিত হইবে। এই জন্য এই সভার নাম "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(অগ্নি চয়ন)

তৃতীয় অধ্যায়।

'ধর্ম্মপ্রচারক' প্রকাশ ও প্রচার কার্য্যের সূচনা।

(কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, ১৭৯৯শক, ১২৮৪ শাল, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ)

শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ উদ্যোগে মুঙ্গের ও জামালপুর আদি নিকটবর্ত্তী স্থানে অচিরেই ধর্ম্মসভাদি স্থাপিত হইল। হিন্দু আচার নিষ্ঠা বিদ্বেষী ব্রাহ্ম-সমাজের তখন প্রচণ্ড প্রতাপ,তাহার প্রবল উদ্দাম বেগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইলে নিজেদের মধ্যে শক্তি বৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে আবশ্যক, সুতরাং এইরূপ ক্ষীণভাবে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে কিছুই ফল হইবে না বুঝিয়া তিনি দুই চারিটি সভা স্থাপন করিয়াই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। উত্তর গোগৃহে কুরুবাহিনীর বিপুলতা দেখিয়া অর্জ্জুনের চিত্ত যেমন যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় ও সমুদ্যত হইয়াছিল, সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদীদিগের বিপুল প্রয়াস দেখিয়া আজ শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তেমনই ভাবে নাচিয়া উঠিয়াছিল। যেন তিনি সর্ব্ব প্রকার গ্লানি ও অবমাননা হইতে আপনার ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য দুইটী পক্ষপুট বিস্তার করিতে সমুদ্যত, কি যেন অদৃশ্য ইঙ্গিত তাঁহাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে তাহা তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, দেশ জননীর সকরুণ রোদন ধ্বনি যেন তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, আর তিনি গৃহের কোণে অবরুদ্ধ হইয়া যেন থাকিতে পারেন না, তাঁহার সমস্ত হৃদয় সবেগে উল্লম্ফন দিয়া সমরাঙ্গনে উপনীত হইবার জন্য অতীব ব্যাকুল, কিন্তু পদে পদে কত বাধা আসিয়া পড়িতেছে। সংসারের অভাব অনটনই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তিনি তখনও পিতৃ মাতৃ সেবার জন্য সংসারে আবদ্ধ। তাঁহার অগ্রজ সুচিকিৎসক হইয়াও আয়ের বিশেষ স্বচ্ছলতা করিতে পারেন নাই। কয়েকটী কন্যার বিবাহ দিতে পিতা

শ্রীকৃষ্ণের সংসার ভার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু ঋণগ্রস্তও হইয়াছিলেন. সুতরাং কর্ম্মস্থানে থাকিয়া বঙ্গ, বিহার, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ সমূহে সনাতন ধর্ম্ম ভাবের উদ্দীপনা করিবার উদ্দেশ্যে সাময়িক পত্র প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলেন।

কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাকে সহায়তা করিবার কেহই ছিল না। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে লোকের যেরূপ অরুচি তাহাতে তাঁহার পরিচালিত পত্র সাধারণ্যে কিরূপ সমাদৃত হইবে তাহাও বিবেচ্য। পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে উৎসাহের অভাবে যদি বন্ধ হইয়া যায়, ইত্যাদি বিবিধ সংশয় তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল। তখনও তিনি মুঙ্গের সভার বাড়ীতে যান নাই। মুঙ্গের জিলা স্কুলের সম্মুখে একটী বাটিতে তাঁহারা কয়েকজন একত্র থাকিতেন। একদিন প্রাতে পূজাদির পর একাকী নিজ প্রকোষ্ঠে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ঐ বাসার শ্রীমান্ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক বিদ্যালয়ের ছাত্র সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের নিকট আসিয়াই বলিল "দাদা মহাশয়, যত্নেকৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ"। শ্রীকৃষ্ণ তখন কি ভাবিতেছেন তাহা প্রিয়নাথ জানিতেন না, নিজ বালক স্বভাব প্রযুক্তই কোন কিছু না ভাবিয়াই ঐরূপ বলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতেই আলোক দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সাধুহৃদয় ব্রাহ্মণবালকের উক্তি "নরাঙ্কিত" রূপে গ্রহণ করিলেন, এবং সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মুখপত্র প্রকাশ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১২৮৪ শালের (১৭৯৯ শকের) কার্ত্তিক পূর্ণিমায় বাঙ্গলা ও হিন্দী ভাষায় 'ধর্ম্ম-প্রচারকের' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। ধর্ম্মপ্রচারকের প্রথম সংখ্যায় যে প্রার্থনাটি লিখিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ধর্ম্মপ্রচারকের প্রার্থনা

"ভগবন্! ভারতবর্ষ তোমারই প্রসাদ লাভে একদিন সভ্য সমাজে শিরোমণি হইয়া সাগরাম্বরা বসুন্ধরাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল, তোমারই কৃপায় ভারতবর্ষে একদিন শুক, সমীক, বাল্মিকী, ব্যাস, বশিষ্ঠ আদিকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক তোমারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া ধরণীধামকে পবিত্র করিয়াছিল, তোমারই কৃপায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, স্মৃতি, তন্ত্রাদি তত্ত্ববাচক শাস্ত্রপুঞ্জ প্রকাশ ও গণিত-বিজ্ঞান-শিল্প বিদ্যাদির উন্নতি সাধন দ্বারা ভারতবর্ষ তাৎকালিক জগতের পণ্ডিত সমাজের উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিল, এই ভারতবর্ষ তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাশিক্ষা, জীবনধারণ ও সাংসারিক তাবৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান করিত। যে ভারতবর্ষ তোমাকে একদিন "করামলকবৎ" উপলব্ধি করিয়া তোমারই ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল, যে ভারতবর্ষ তোমাকে লাভ করিবার জন্য সংসারের সুখকর সকল কার্য্যই পরিত্যাগ করিতে সাহস করিত, যে ভারতবর্ষ তোমাকে বিদিত হইতে গিয়া তোমার পূর্ণসত্তা স্বরূপে সমাধি পূর্ব্বক ইহজগতের অনস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই, যে ভারতবর্ষ তোমার জন্য সন্ন্যাসী হইয়া পর্ব্বত-কন্দরে শ্বাপদ-সমাকুল গভীর কাননে, নিতান্ত নির্জ্জন নির্ঝর কূলে তোমার প্রেমোপভোগে নিমীলিত নেত্রে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিত, অন্তর্যামিন্! আজ সেই ভারতবর্ষের কি দুরবস্থা হইয়াছে, অবলোকন কর। তোমার চির-সেবক ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা দেখিয়া ভিন্ন-দেশীয় লোকসকল উপহাস করিতেছে। আজ সিংহকে মৃতবৎ ম্লান দেখিয়া মৃগশিশুগণও নির্ভয়ে তৎসমক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। নাথ! তোমার চির দাসের পরিণাম কি এই ভাবেই অতিবাহিত হইবে! আমি যে সাধুমুখে শুনিয়াছি "কি অভাব তার, যেবা একবার তোমার শরণ লয় হে"; তাহাতেই ভরসা হইতেছে যে চির শরণাগত ভারতের চিরদিন এই দুর্দ্দশা থাকিবে না। তোমার মঙ্গলময় করস্পর্শে যাহার মস্তক একবার পবিত্র হইয়াছে, তাহার আবার ভাবনা কি? হে ভক্তবৎসল! ভারতবর্ষ আবার তোমার বিমলানন্দ বারিধিগর্ভে অবগাহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে; আমিও উপযুক্ত সময় বিবেচনায় তোমারই অনুগ্রহে তোমারই মহিমা ঘোষণা করিতে প্রকাশিত হইলাম। হে পরমেশ! তুমিই আমার দুশ্চর কার্য্যের নেতা হও তুমিই আমার আশ্রয় স্বরূপ হইয়া তোমার সার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য সকল প্রচার করিতে আমাকে বল প্রদান কর, তোমার যে কৃপা-কল্পতরুর শীতল ছায়ায় বসিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ সংগ্রহ ও বাল্মিকী শ্রীরামচরিত ব্যাখ্যা করিয়া ভারতকে বিমোহিত করিয়াছিলেন, হে নারায়ণ! আমি যেন তোমার সেই দয়ায় বঞ্চিত না হই। তুমি যে আশীর্ব্বাদে শুক-দেবকে কুরুজাঙ্গল হইতে প্রায়োপবেশন ব্রতচারী পরীক্ষিতের মুক্তি বিধানার্থ আনাইয়াছিলে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে পুত্রহন্তা রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে শিখাইয়াছিলে, আমি যেন তোমার সেই শুভাশীর্ব্বাদ লাভে বঞ্চিত না হই। তুমি যে ভাবে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকে দেশে দেশে ভ্রমণ করাইয়া ভারতের কল্যাণ বিধান করিয়াছিলে, যে ভাবে রামানুজ, নানক, কবির, দাদু, চৈতন্যাদিকে মাতাইয়াছিলে, হে ভাবস্বরূপ! আমি যেন তোমার সেই ভাবে বঞ্চিত না হই। আমি যেন তোমারই ভাবে উন্মত্ত হইয়া তোমারই সত্য প্রচারার্থ তোমারই সন্তানগণের নিকট তোমার মুনিমনোমোহন-ভাব, তোমার ত্রিলোক-তৃপ্তিকরপ্রেম ও নিষ্কলঙ্ক যশোপূর্ণ সনাতন ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়া তেমোরই শরণাগত হইয়া থাকিতে পারি। তুমি ভিন্ন যেন বিদ্যা, ধর্ম্ম বা জ্ঞান জনিত অভিমান অথবা দুষ্পরিহার্য্য অহঙ্কার আমার অভীপ্সিত কার্য্যের নেতা না হয়। আমি যেন দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সাধারণের প্রীতি ও রুচির দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মধুর বাক্যে আমার উদ্দেশ্য প্রচার করিতে পারি, যেন আমার ভাব কোমল, বিশুদ্ধ, উন্নত ও উদার হয়, যেন তোমার নিষ্কলঙ্ক ভাবে আমি মূঢ়তা বশতঃ কলঙ্কারোপ না করি; গিরিবালা তরঙ্গিনীমালার সাগরাভিমুখে ধাবনের ন্যায় আমার গতি যেন তোমার ভাবসাগরের দিকে বেগবতী থাকে। হে দীননাথ! তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক একমাত্র তোমারই দিকে দৃষ্টি করিয়া আজ যাত্রা করিলাম। লোকে আমাকে "ধর্ম্মপ্রচারক" বলিবে, দেখ নাথ! যেন নামে কলঙ্ক না হয়। আমি অতি গুরুতর ভার বহনে প্রবৃত্ত হইলাম। তবে একমাত্র আশা এই 'যো যাকো শরণ লিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সো রাখে তাকো লাজ। উলট্ জলে মছলি চলে বহ যায় গজরাজ।" যে যাহার শরণাগত হয়, সে তাহার লজ্জা রক্ষা করে, যেমন জলের শরণাগত ক্ষুদ্র মৎস্য প্রবল প্রবাহের বিপরীত দিকে অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রবল পরাক্রম গজেন্দ্র স্রোতবেগে ভাসিয়া যায়। আমি তোমার শরণাপন্ন, তুমিই আমার লজ্জা নিবারণ করিবার একমাত্র কর্ত্তা; ক্ষুদ্র হইয়া মহান্ গণেরও দুষ্কর কার্য্যের ফলাকাঙ্ক্ষা করিতেছি, তুমি সহায় থাকিলে ভয় ভাবনা বিঘ্ন বিপত্তি স্রোতে আমার গতি রোধ করিতে পারিবে না; হে হরে! তোমাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি। যেন ভারতকে পাপ তাপ শোকাদির জন্য রোদনের পরিবর্ত্তে তোমার প্রেমে দুনয়নে অশ্রু ফেলিতে দেখিতে পাই, এই প্রার্থনা।"

ভারতে ধর্ম্ম প্রচারের উপক্রমণিকা পর্ব্ব

আর্য্য-ঋষি-মুনি-তপস্বিগণ বেদ বেদান্ত প্রকাশ ও অষ্টাদশ পুরাণ, সংহিতা তন্ত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা যে ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মপ্রচারক সেই পরম পবিত্র ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভারতে প্রকাশিত হইলেন। ঋষিগণের কঠোর তপঃ স্বরূপ অতিশয় দৃঢ় ও সুন্দর মর্ম্মরময় ভিত্তিভূমির উপর সত্য, আত্মনিষ্ঠা প্রভৃতি রূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্ফটিক স্তম্ভ পরিশোভিত, বিবিধ রত্নরাজিবেষ্টিত ব্রহ্মবোধরূপ কৌস্তুভমণি গৌরবান্বিত এই ধর্ম্মরূপ মন্দিরে কালস্বভাবপ্রযুক্ত যে মালিন্য রাশি পতিত হইয়াছে, ধর্ম্মপ্রচারক ঘোষণা করিলেন, তাহাই পরিষ্কার করিয়া ইহার স্বাভাবিক জ্যোতিঃ ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবেন মাত্র। তিনি বলিলেন মন্দিরের কোন অংশই ভগ্ন হয় নাই, ইহা সংস্কার করিবার কোন প্রয়োজনই দেখিতেছি না, তবে কোন কোন শিল্পী (সমাজ বা ধর্ম্ম সংস্কারক) ইতিপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এই লক্ষ্যসাধন করিতে গিয়া কোন কোন স্থানের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন ও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া আদিম গঠনের সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক মিলাইতে না পারায়, সেগুলি মনোহর মন্দিরের বিকৃতি প্রতিপাদন করিতেছে মনে করিয়া, কোন কোন ধর্ম্মমত-মল-মার্জ্জনাকারী অসাবধানতা ও ব্যস্ততাপ্রযুক্ত মার্জ্জন দণ্ডাঘাতে মন্দিরের কার্ণিস (ধর্ম্ম সাধনপ্রণালী) ফাটাইয়া দিয়াছেন, কোথাও বা বহুমূল্য বিশাল ঝাড় লণ্ঠন (সামাজিক প্রণালী) ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, ও বর্ত্তিকা উত্তেজনা দ্বারা দীপশিখা উজ্জ্বল করিতে গিয়া উহা নির্ব্বাণ করিয়া বসিয়াছেন। অশিক্ষিত চিকিৎসক কখন কখনও স্ফোটক অস্ত্র করিতে গিয়া অসাবধানতা প্রযুক্ত প্রধানা রক্তবাহিনী নাড়ী ছেদন করিয়া ফেলে। মশক মারিতে চপেটাঘাত করিলে অনেক সময় উহা উড়িয়া অন্য শরীরে বসে এবং চপেটাঘাত প্রথম ব্যক্তির শরীরকেই বেদনাযুক্ত করে। অনেক ধর্ম্মমন্দির-সংস্কারক এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া মন্দিরের মনোহর শোভার বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে হানি করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় দীর্ঘসূত্রী হইয়া ধীরে ধীরে একটি কার্য্য যদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যায়, তাহা বরং উত্তম; তথাচ উদ্যমশীলতা দেখাইতে গিয়া ব্যস্ততাবশতঃ কার্য্যের হানি করা কর্ত্তব্য নহে। তাই ধর্ম্মপ্রচারক সঙ্কল্প করিলেন বৃদ্ধ ঋষিগণের নিকট জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সাধারণের হিতার্থ বোধসুলভ উপায় দ্বারা তাঁহাদের গভীর ভাব ভারতে প্রচার করিবেন। তিনি বলিলেন, পুরাকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সনাতন ধর্ম্মের প্রভূত প্রচার ছিল ও আপাততঃ সর্ব্বস্থানেই ইঁহার দুরবস্থা ঘটিয়াছে; তাহার পুনরুদ্ধার অর্থাৎ সাময়িক উপদ্রবরাশি দূর করিবার জন্য এক একটী প্রধান স্থানে এক একটী সভা স্থাপনমাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। কারণ এক্ষণে কেবল কতকগুলি সভার মুখাপেক্ষা করিয়া আর্য্যসমাজের নিশ্চিন্ত থাকিবার আর সময় নাই। যাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, তাহার এক অঙ্গে একটু প্রলেপ দিলে আশা পূর্ণ হইতে পারে না। যাহাতে সর্ব্বাঙ্গে ঔষধ প্রযুক্ত হয় তদ্বিষয়ে যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মভাবকে পুনরুদ্দীপিত করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচার সম্বন্ধে তৎকালে যে সকল আপত্তি উঠিয়াছিল, "ধর্ম্মপ্রচারক" তাহার উত্তরে বলিলেন—অনেকে বলিয়া থাকেন যে, "আর্য্যধর্ম্ম আধুনিক নহে, অপ্রতর্ক্য সময় হইতেই ইহার গৌরব অব্যাহত আছে, অতএব খৃষ্টধর্ম্মাদি প্রচারের ন্যায় উহা প্রচার করিবার চেষ্টা করিলে সনাতনধর্ম্মের গৌরব হ্রাস হইবে"। কেহ কেহ বা বলিয়া থাকেন যে, "ধর্ম্ম সভা বা বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করা প্রাচীনকালে ছিল না, এটী বর্ত্তমানকালের ইংরাজদিগের অনুকৃতি পদ্ধতি"।

এ সকল কথা কত দূর সারবান্ তাহা বিচক্ষণগণ বিচার করিবেন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষীয় পুরাতন ধর্ম্মবীরবর্গ ধর্ম্ম প্রচারের এত আবশ্যকতা বোধ করিয়াছিলেন যে অন্যত্র ততদূর আদৌ এখনও উদয় হইয়াছে কিনা সন্দেহ। পূর্ব্বতন ঋষিগণ সাধারণ্যে ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা অশেষ কল্যাণ-সাধন জন্য সর্ব্বদাই সযত্ন ছিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে বোধ হয় বটে যে তাঁহারা কেবল সমাজের প্রতি উদাসীন হইয়া একান্তে তপস্যা করিতেন ও অন্যের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। কিন্তু বিশেষরূপ প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সামাজিক লোকগণ অপেক্ষা তাঁহারা অধিক পরিমাণে পরহিতৈষী ছিলেন। যেমন লোকসকল নিজ পরিবারগণকে প্রতিপালন জন্য অর্থোপার্জ্জনোদ্দেশে একাকী বিদেশে বাস করে, ঋষিগণও প্রায় তদ্রূপ জীবের মঙ্গল জন্য নির্জ্জন কাননে বাস করিয়া তপস্যাদি করিতেন। তাঁহাদের ইহা সম্পূর্ণ ধারণা ছিল, যে সাধারণকে মহান্ করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথম আপনাকে মহত্ত্ব লাভ করিতে হইবে, অন্যকে শিক্ষাদান করিতে হইলে প্রথম আপনাকে সুশিক্ষিত হইতে হইবে, অপরকে উন্নত করিতে হইলে প্রথম আপনার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। এই জন্যই তাঁহারা প্রথম আপনাদিগের উন্নতি সাধন জন্য তপস্যা করিয়া অবশেষে সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন উপায় অবলম্বন করিতেন। ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদিগের কার্য্যপ্রণালীর ইতিহাস উচ্চস্বরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে স্বার্থপর, অনুদার, চেষ্টাশূন্য বা ধর্ম্মপ্রচার পরাঙ্মুখ বলিয়া দোষারোপ করা ন্যায়সঙ্গত বোধ হয় না। তাঁহারা ভগবৎ সাধনা দ্বারা যে অমূল্য জ্ঞানরত্নরাশি উপার্জ্জন করিতেন, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা ও মধ্যে মধ্যে কৃপাপরবশ মানসে রাজসভা বা যজ্ঞক্ষেত্রাদিতে সমাগত হইয়া উপদেশ দানাদি দ্বারা সাধারণকে উপকৃত করিতেন। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে তীর্থস্থান বিশেষে যাত্রার পুণ্যমহিমা বর্ণনাও ধর্ম্মপ্রচারের একটী প্রশস্ত উপায় স্থির করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তীর্থ সমাগমচ্ছলে সময়ে সময়ে এক একটী মহতী সভার আবাহন করিতেন; দিগ্‌দিগন্ত হইতে ধর্ম্মপিপাসু গৃহস্থ ও ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা সাধুগণের একত্র সম্মিলনে ভগবদ্বিষয়ের আলোচনা ও তদনুকূল ক্রিয়ানুষ্ঠান হইত। ঋষিগণ স্ব স্ব মহদ্‌গুণে ভূপতিগণকে একান্ত অনুগত করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারাই রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতি ও চিকিৎসকগণের স্বাস্থ্যবিধান শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ প্রচার করিতেন। ধর্ম্মবিপ্লবের প্রশস্তকাল কলিযুগ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নৈমিষারণ্যে শ্রদ্ধাস্পদ মহর্ষি ও সাধকগণের সমারোহপূর্ব্বক এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। যে শাস্ত্রে ধরাতলে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে মধ্যে মধ্যে স্বর্গধামে দেবতাগণেরও সভা হয় বর্ণিত আছে, যে শাস্ত্রে পাপকর্ম্মা দুরাত্মা দৈত্যগণের দুষ্ক্রিয়ায় ধরা মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া ব্রহ্মার নিকট আবেদন করেন ও চতুরানন পাপভারাবতরণ জন্য বিষ্ণু শিবাদির সহিত পরামর্শ করেন কথিত আছে, যে শাস্ত্রে অধর্ম্ম নাশ ও সত্যধর্ম্ম প্রচার জন্য বারম্বার ঈশ্বরকেও ভূতলে অবতীর্ণ হইবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সেই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ও ধর্ম্মগতপ্রাণ আচার্য্যগণ যে ধর্ম্ম প্রচারের কত দূর আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন, তাহা আমরা ধারণা করিতেও অসমর্থ। বিচক্ষণ ও পরিণামবিবেকী ঋষিগণ ধর্ম্মপ্রচারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি অমোঘ উপায় সকল অবলম্বনপূর্ব্বক জনসমাজকে ক্রমে ধর্ম্মসমাজ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম প্রচারকগণের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিবার আবশ্যকতা হইত না। এক্ষণে তাদৃশ মহাত্মগণের অভাব ও স্বদেশবাসী ও এতদ্ধর্ম্মাবলম্বী স্বাধীনরাজা না থাকা প্রযুক্ত ধর্ম্ম প্রচারের পথ রুদ্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছে। কেবল কথকত মাত্র এক সামান্য পথ উন্মুক্ত আছে, ইহা ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের কিয়ৎ পরিমাণ ধর্ম্ম ভাবোত্তেজনা করে সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের সম্পূর্ণ সুচারু চিত্র সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শন করিতে পারে না। বর্ত্তমান ভারতের এই অভাব দূর করিবার উপায় নির্দ্ধারণ জন্য সম্প্রতি প্রায় সর্ব্বত্রই একটী নূতন তরঙ্গ উঠিয়াছে; কালসহকারে ভূতভাবন ভগবান্ করুণা বিতরণ পূর্ব্বক এই কঠিন প্রহেলিকার অবশ্যই মীমাংসা করিয়া দিবেন। তাঁহার করুণালাভের জন্য যেন আমাদিগের চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি না হয়।

কিরূপে ধর্ম্মপ্রচার সাধিত হইবে তাহার উত্তরে "ধর্ম্মপ্রচারক" বলিলেন—ভারতবর্ষীয় মহরাজা, রাজা, জমীদার, ধনাঢ্য, ধর্ম্মাত্মা, সাধু, বিদ্যাবান্, বিষয়ী ও দেশহিতৈষী মাত্রেরই নিকট বিনয় সহকারে প্রার্থনা যে—তাঁহারা ভারতের ও নিজ নিজ গৌরব রক্ষা ও ভারত সৌভাগ্য লক্ষ্মীকে প্রসন্না করিবার নিমিত্ত ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনার্থ যাহা কিছু ক্ষমতা আছে, তাহা নিয়োজিত করুন; অর্থদ্বারা, বিদ্যাদ্বারা, পরাক্রমদ্বারা, উপদেশদ্বারা, সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে সাধারণকে উত্তেজনা দ্বারা. যিনি যে কোন উপায়ে হউক সনাতন ধর্ম্মের বহুল প্রচারের সহায়তা করুন। যদি কাহারও পীড়া হয় তবে তাহার পিতা অর্থ ও চেষ্টাদি দ্বারা, মাতা যত্নদ্বারা, সেবক শুশ্রূষাদ্বারা, বন্ধুবান্ধব সতর্কতা ও সান্ত্বনাদি দ্বারা, চিকিৎসক ঔষধ ব্যবস্থাদ্বারা, ঔষধ বিক্রেতা ব্যবস্থানুযায়ি উত্তমৌষধ প্রদান দ্বারা, পীড়িতের ব্যাধিনাশের সহায়তা করিয়া থাকেন, কেবল একজনের সাহায্যে তাহার পীড়ারোগ্য দুরাশামাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতদ্রূপ মলিনীভূত আর্য্যসমাজকে পুনরুজ্জ্বল করা প্রত্যেকের সাহায্য সাপেক্ষ।

ভূপালগণ স্ব স্ব রাজ্য মধ্যে লুপ্তপ্রায় পূর্ব্বতন আর্য্যজাতীয় ভগবদ্ভাবোদ্দীপক ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহাতে সাধারণের হৃদগত করিতে পারেন এবং ক্রমশঃ ধর্ম্মোন্নতি সাধন সহকারে তাহাদের চিত্তোৎকর্ষ সম্পাদন করতঃ গার্হস্থ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক কুশল ও সুখ সম্বর্দ্ধন করিতে পারেন তাহার উপায় করুন। শিক্ষা ও অনুষ্ঠানাভাবে আর্য্যধর্ম্ম আজকাল আড়ম্বরাবশেষ মাত্র হইয়াছে। ধর্ম্মের উন্নতি হইলে দেশের হীনতা দূর হইবেই হইবে। সাধারণ জনগণ যদি এই সুযোগে নীতিশিক্ষা, হিতোপদেশলাভ, জ্ঞানালোচনাদি করিয়া নির্ম্মলচেতাঃ হইতে পারেন, না জানি তাহা হইলে দেশের কিদৃশী শোভা হয়। সাধারণে ধর্ম্মোৎসাহী হইলে, সমুদয় ভারতবাসী একটী মনোহর অধ্যাত্মভাব-সূত্রে বদ্ধ হইয়া আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবে। আশা করি সমুদারচেতাঃ মহারাজ, রাজা ও ধনাঢ্য দেশ-হিতৈষিগণ আমাদের এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন। অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন, যে ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ এক্ষণে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাহাদের প্রত্যেকের "মত পোষক" ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে হইলে প্রত্যেক মতের এক একজন ধর্ম্মপ্রচারক আবশ্যক। অন্যথা সাধারণের রুচির উপযোগী উপদেশ দান করিতে "ধর্ম্মপ্রচারক" কখনই সমর্থ হইবে না। এতদুত্তরে অধিক কথা বলিতে সাহস হয় না; তবে এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, এক্ষণে আর ধর্ম্মমতের পোষকতা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, তাহা ইতিপূর্ব্বে অনেক মহাত্মাই করিয়া গিয়াছেন; আপাততঃ আমাদের সমাজে যে ধর্ম্মভাবের বহুল পরিমাণে ন্যূনতা হইয়াছে, তাহারই উত্তেজনা করা আবশ্যক। ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন বা সাধুজীবন সংগঠিত হইলে যিনি যে মতাবলম্বী হউন তিনি তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবৎ প্রেমের অধিকারী হইয়া শান্তি সুখ ভোগ করিবেন। যেমন শীতকালে সমস্ত বৃক্ষের পত্র শুষ্ক হইয়া পতিত হইয়া যায়, আবার বসন্ত বায়ু প্রবাহে প্রত্যেক পল্লবে নবীন পত্রের প্রকাশ হয়; কিন্তু বসন্ত বায়ু বহিল বলিয়া যে সকল বৃক্ষের একরূপ পত্র হইবে তাহা কখনই আশা করা যায় না, যে তরুর যে প্রকৃতি ও যে জাতি তদনুসারে সেইরূপ পত্র হইবে, এই ধর্ম্মপ্রচারকও তদ্রূপ বসন্ত বায়ুর ন্যায় ভারতে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া সকল সাম্প্রদায়িক হৃদয়ে মনুষ্যের প্রকৃতিগত ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা করিতে চেষ্টা ও যত্ন করিবেন।

ধর্ম্মপ্রচারের প্রণালী।

এক্ষণে কোন্ প্রণালীতে ভারতে ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে আমাদের কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে "ধর্ম্ম প্রচারক" বলিলেন—

"অনেকে বলিয়া থাকেন, যে অগ্রে কাম, ক্রোধ লোভাদিকে দমন কর, তবে ধর্ম্মের আলোচনা করিও; কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে, ধর্ম্মের আলোচনা ও কার্য্য করিতে করিতে কাম ক্রোধাদির দৌরাত্ম্য আপনিই নিবৃত্ত হইবে; অন্ধকার চলিয়া যাউক, তবে সূর্য্যোদয় হইবে একথা সারবান্ নহে, সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকার আপনিই অপসৃত হইয়া যাইবে। শান্তিরক্ষক আসিলেই চৌর পলায়নপর হইবে। প্রথমে ভ্রান্তি শান্তি করিয়া পরে জ্ঞান প্রচারিত হইবে, ইহা কখনই হইতে পারে না; জ্ঞান প্রচার প্রথমেই প্রয়োজন, কেননা, ভ্রান্তি শান্তি করিতে গেলেই জ্ঞানের সহায়তা চাহিতে হইবে; তাই বলি নির্ব্বিরোধে মানবের নির্ম্মল প্রকৃতিজাত ধর্ম্মভাব-কুসুমের-সৌরভে ভারতকে মত্ত করিতে পারিলে বর্ত্তমান কালে যথেষ্ট উপকার হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতে কিরূপে ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইবে, তাহা যদিও আমরা বিশেষরূপ স্থির করিতে সম্পূর্ণরূপ পারগ নহি, তথাচ আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে কতিপয় সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি মত ভাবপ্রচার যথার্থ ধর্ম্মপ্রচার নহে। সমস্ত জাতির প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের জন্য ধর্ম্ম একমাত্র সহায়। ধর্ম্মের যেরূপ প্রচারে সেই মহোচ্চ লক্ষ্য সাধনে সমর্থ হইবে, আমরা তাহাকেই ধর্ম্মের প্রকৃত প্রচার বলিব। কিরূপে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মরাজ্য পুনর্জ্জীবিত হইবে, কি উপায়ে ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ প্রচারিত হইয়া ভারতবর্ষকে ভগবদ্ভাবোন্মত্ত করিবে,ইহা ভারতের কল্যাণেচ্ছু মাত্রেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের বাহ্য লক্ষণ ভারতবর্ষকে ভুলাইতে পারিবে না। কেবল বক্তৃতা, ঈশ্বরলাভেচ্ছা-শূন্য হইয়া শাস্ত্র পাঠ, কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা ভারতীয় ধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইবে না। যেমন স্পন্দ রহিত, হিমকলেবর রোগীকে কতকগুলি মণিমুক্তাজড়িত স্বর্ণাভরণ দ্বারা সজ্জিত করিলে তাহার প্রীতিকর হয় না, তদ্রূপ মুমূর্ষু ভারতবর্ষকে কতিপয় সাম্প্রদায়িক ভাবালঙ্কারে সজ্জিত করিলে কিছু হইবে না। যেরূপ ধর্ম্মপ্রচারে ভারতবর্ষের অগুকার নিস্তেজ হৃদয়ে তেজঃসঞ্চার করিতে, নিদ্রিত ভারতবর্ষকে জাগ্রৎ করিতে, শতধা বিভক্ত ভারতবর্ষকে প্রণয় ও দেশহিতৈষণার নামে এক করিতে পারিবে; যেরূপ ধর্ম্মপ্রচারে ভারতবর্ষীয়দিগের অন্তঃকরণে দেবব্রতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরের সত্যানুরাগ, লক্ষ্মণের জিতেন্দ্রিয়তা, বশিষ্ঠের সৌম্যতা ও ক্ষমা, ভীষ্মের গাম্ভীর্য্য জ্ঞানবত্তা ও বীরত্ব, ও পুরাতন তাপসগণের ব্রহ্মচর্য্যের পুনরানয়ন করিতে পারিবে, যেরূপ ধর্ম্ম প্রচারে ভারতবর্ষ ঊর্দ্ধে ঈশ্বর ভক্তি ও লৌকিক জগতে লোকস্থিতি এই স্থির তারকের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বতোমুখ উন্নতি সহকারে ক্রমে পৃথিবীর জাতি সমাজে প্রাচীন ভারতবৎ প্রধান আসন গ্রহণ করিতে অধিকারী হইবে, তাহাই ভারতে ধর্ম্ম প্রচার; সংক্ষেপে বলিতে গেলে যেরূপ ধর্ম্ম প্রচারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকের শরীর সুস্থ ও সবল হইবে, মন উদ্যম ও উৎসাহযুক্ত, সৎসাহস ও নির্ভীকতাদীপ্ত, বিশ্বাসী ও ভগবদ্ভক্ত এবং কার্য্যকুশল ও সরল হইবে, তাহাই ভারতে প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার।"

(অগ্নিচয়ন)

চতুর্থ অধ্যায়

(ভারতে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ—১৭৯৯।১৮০০ শক)

"ধর্ম্মপ্রচারক" পত্রের প্রকাশ আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি সনাতন ধর্ম্মের ধর্ম্ম প্রচারার্থ শ্রীকৃষ্ণের যে গভীর ভাব উদ্দীপনা জন্য অগ্রসর হইলেন কঠোর পরিশ্রম তদুপযোগী লেখক তখন বিরল। সুতরাং তিনি স্বয়ংই সমস্ত প্রবন্ধাদি লিখিতেন। অফিসে সামান্য অবকাশ পাইলেও তিনি তাহা বৃথা নষ্ট করিতেন না। মনে যখন যে সচ্চিন্তার উদয় হইত তাহা লিখিয়া রাখিতেন, অবশিষ্টাংশ রাত্রিতে বসিয়া লিখিতেন। প্রাতের সমস্ত সময় উপাসনায়, দিবাভাগ পিতৃমাতৃ-সেবার্থ জীবিকার্জ্জনে এবং রাত্রির অনেকাংশ উপাসনা ও ধর্ম্মপ্রচারকের প্রবন্ধাদি রচনায় অতিবাহিত হইত। এই সময় হইতে তাঁহার অমানুষিক পরিশ্রম আরম্ভ হইল, কিন্তু ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্যের পুনরুদয়ের তীব্র অভিলাষে তিনি এই নিদারুণ তপশ্চর্য্যার কঠোরতাকে গ্রাহ্যই করিলেন না। ইহাই প্রকৃত পক্ষে গীতোক্ত সাত্ত্বিক ত্যাগ। কি যেন নেশারঘোরে শ্রীকৃষ্ণ তখন বিভোর, দেহ যাত্রাদির প্রতি লক্ষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিবারও বুঝি তাঁহার অবসর নাই! হে পাঠকবর্গ এরূপ স্বদেশ প্রেমিকের কথা আপনারা আর কি কখনও শুনিয়াছেন?

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের যৌবন কাল সদ্‌গুরুপদিষ্ট সাধন অভ্যাস ও স্বদেশের ধর্ম্ম-জীবন গঠনে অতিবাহিত হইতে লাগিল। যত প্রকার দান আছে অভয় দানই তন্মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। জীবকে অভয় দান করিতে হইলে তাহাকে ধর্ম্মামৃত পীযূষ পান করাইতে হয়, নচেৎ জীবের অন্তর জ্বালা কিছুতেই প্রণষ্ট হইবার নহে।

তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং,
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ।

শ্রীভাগ, ১০ম স্কঃ, ৩১ অঃ ৯ শ্লোক।

তোমার অপূর্ব্ব কথামৃত তপ্তজনের জীবন স্বরূপ ও পাপ নাশন। ঐ কথামৃত শ্রবণ করিলেই জীবের মঙ্গল হইয়া থাকে। এইজন্য ব্রহ্মাদিও তোমার অমৃত কলুষাপহারী পুণ্য-কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে যাঁহারা তোমার গুণানুকীর্ত্তন করেন তাঁহারাই সকল দানীর শ্রেষ্ঠ দানী। শ্রীকৃষ্ণ দেশবাসীর মস্তকে এই ধর্ম্মামৃত সিঞ্চনে বদ্ধপরিকর হইলেন।

এ দিকে ধর্ম্মপ্রচারক পত্রে সমাজ ও ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা করাই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন না। তিনি প্রথমতঃ মুঙ্গেরের নিকটস্থ জামালপুর, ভাগলপুর আদি স্থানে হরিসভা ও ধর্ম্মসভা প্রভৃতিতে এবং কোন কোন স্থানের জমীদার ও ভদ্রলোকগণের ভবনে গিয়া লোকের হৃদয়ে প্রসুপ্ত ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন আলোচনা ও অভ্যাস বশতঃ এবং কার্য্যোপলক্ষে সাহেবদিগের সহিত প্রত্যহ

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রচার স্থান ভাগলপুর ও জামালপুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাবার্ত্তায় ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্মভাব স্বদেশীয় ভাষায় সর্ব্বসাধারণে সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে জানিয়া তিনি হিন্দী ও বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। * তাঁহার মধুর ভাষার আবরণে শাস্ত্রীয় ভাব সকল যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া শ্রোতাদিগের হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রাচীন ঋষিদিগের অতি আদরের রত্নরাজি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই আহ্লাদ ও উৎসাহ সহকারে স্বধর্ম্ম সেবারত হইয়া জীবনে কৃতার্থতা লাভ করিতে লাগিলেন।

একটী মহৎ কার্য্যের সূচনা

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নও নিজ সাধূদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার জন্য ধর্ম্মপ্রচারকে "একটী মহৎ কার্য্য সূচনা" (ভারতে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচার) শীর্ষক নিম্ন লিখিত প্রবন্ধটী প্রকাশিত করিলেন। "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শোচনীয় অবস্থা নিখিল ভারত শুভাকাঙ্ক্ষীর হৃদয়রূপ দ্বারে আঘাত পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। ভারতবাসি! একবার হৃদয়দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখুন যে সদা নব-লাবণ্যযুক্ত ভারতপ্রকৃতির মুখশ্রী কিরূপ মলিন হইয়া গিয়াছে। ঘোর দুর্দ্দশারূপ মেঘমালা ভারতভূমিকে আচ্ছন্ন করতঃ অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছে। যে ভারতের ধন, যে ভারতের বিদ্যা, যে ভারতের বিজ্ঞান, যে ভারতের সভ্যতা, যে ভারতের ধর্ম্ম পৃথিবীর তাবৎ পুরাতন জাতির ধন, বিদ্যা, বিজ্ঞান, সভ্যতা ও ধর্ম্মের উপরে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে, আজ সেই ভারতভূমি আপনাদিগের কোমল-অন্তঃকরণে আশ্রয় প্রার্থনা

* তাঁহার মুখে শুনিয়াছি তিনি জামালপুরের Young Men's Association এ ও অন্যান্য Clubএ প্রথমতঃ ইংরাজীতেও বক্তৃতা করিতেন। সম্পাদক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছে। বৃদ্ধা জননীকে সেবা করা তো ভারতের সন্তানের মুখ্য ধর্ম্ম; তবে কেন ভারতভূমির এই কাতর কণ্ঠধ্বনিতে কেহই কর্ণপাত করিতেছেন না? ভারতভূমির প্রকৃত সন্তান কি কেহ নাই? আর্য্য ভূমিকে "মাতর্ভারতভূমি" বলিয়া সম্মান করে এমন কি কেহই বর্ত্তমান নাই? দুঃখিনীর দুঃসময়ের সহায় পরম যত্নের প্রিয়পুত্র কি কেহ জীবিত নাই? ভারতভূমি যে কোটী কোটী মহাত্মা, ধর্ম্মাত্মা, বীর পুরুষের জনয়িত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা কি অদ্য মিথ্যা হইল! আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যভূমি কি অবশেষে অকূল দুঃখ পারাবারে ডুবিয়া গেল! রাজমাতা কি কাঙ্গালিনী হইলেন? যেখানে বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণাদির উদ্ভব, সেই ভূমি আজ ধর্ম্ম বর্জ্জিত হইতে চলিল! যেখানে যাগ যজ্ঞের ধূমে পর্জ্জন্য বারি বর্ষণ করিয়া সুভিক্ষের সঞ্চার করিত, সেই দেশ আজ দুর্ভিক্ষ দুঃখদাহে বিনষ্ট প্রায়! যে ভূমি যোগী, ঋষি, ঋত্বিক্ আদিকে গর্ভে ধারণ করিল, তাহা আজ ভ্রষ্টাচারবর্গের প্রতাপে নির্জীব! হা আর্য্যতনয়গণ! তোমরা কি সকলেই নিদ্রিত? তোমরা যদি ভারতভূমিকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার না কর, তোমরা যদি এখনও পুণ্যভূমির নয়নাশ্রু মোচন না করিয়া নিশ্চিন্ত থাক, তোমরাও যদি এখনও ভারতের প্রাণস্বরূপ সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা না কর, তবে ভারতের আর গতি নাই, আর আশা নাই, আর ভরসা নাই। হা! তোমরা কি অবশেষে সামান্য যত্নের অভাবে, সামান্য অর্থের লালসায়, সামান্য সুখের জন্য আলস্য, ঔদাস্য ও উপেক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া অনপনেয় মাতৃ-হত্যাপাপে কলঙ্কিত হইবে? ভারতভূমির রোদনধ্বনি হিমাচল ভেদ করিয়া সপ্ত সমুদ্র পার হইয়া পৃথিবীর পাশ্চাত্য খণ্ডের হৃদয়েও আঘাত করিতেছে। আজ দেখ সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য, সনাতন আর্য্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য, সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত সংসারে প্রচার করিবার জন্য আমেরিকা হইতে 'থিয়সপিক্যাল্' সভার সভ্যগণ ভারতে পদার্পণ করিলেন। জার্ম্মানি বেদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। খৃষ্টধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম নাম গ্রহণ করিল; কিন্তু ভারত নীরব, ভারত নিশ্চিন্ত—যেন সনাতন ধর্ম্মের সহিত ভারতের কোন সংস্রব নাই! সনাতন ধর্ম্ম যে ভারতের ধর্ম্ম, তাহা যেন কাহারও স্মরণ নাই! হা ধর্ম্ম! তোমার কার্য্যক্ষেত্র ভারতের অবস্থা দেখ; যে ভারতই কেবল সর্ব্ব প্রথমে তোমার চরণ বন্দনা করিয়াছিল, আজ সেই ভারত আত্মবিস্মৃত হইল! সিংহ শিশু আপনাকে শৃগাল বলিয়া অবধারণ করিল! কলিকলুষ তরঙ্গে ভারত ভাসিয়া গেল! ভারত-বাসি! একবার সচেতন হও, ভারতের রোদনে কর্ণপাত কর; ভারতকে বিপদ হইতে রক্ষা কর; ভারতভূমির ক্রোড়ে পালিত হইয়া ভারতভূমির শস্যে জীবন ধারণ করিয়া ভারতের কল্যাণ সাধন কর। আলস্য পরিত্যাগ কর; কথঞ্চিৎ ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া জন্মভূমির গৌরব রক্ষা কর।

সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম যে প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইতেছে না তজ্জন্য ব্যভিচার, দুর্নীতি, ধর্ম্মবিপ্লবাদি সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সনাতন ধর্ম্ম এক্ষণে কেবল পুস্তক মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। সাধারণ্যে সনাতন ধর্ম্মের আলোক প্রায়ই প্রকাশিত নাই। ধর্ম্ম হানির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ক্লেশের পর ক্লেশ, বিপদের পর বিপদ আসিয়া আমাদিগকে পরিপীড়িত করিতেছে। প্রজা সকল অত্যন্ত উৎপীড়িত হইতেছে। এক্ষণে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, ভারতের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত আর্য্যধর্ম্ম প্রবল প্রতাপের সহিত প্রচারিত না হইলে, প্রত্যেক লোক ধর্ম্ম পরায়ণ না হইলে, ভারতের আর কল্যাণ নাই! সেই জন্য বলি একবার ভারতভূমির প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ভারত হিতৈষিগণ! ভারতের অশ্রু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোচন করুন। ভারতভূমির মস্তকে আবার মণিরাজ ভূষিত ধর্ম্মময় কিরীট স্থাপন করিয়া মাতৃভূমির মলিন বেশ উজ্জ্বল করুন। এক্ষণে ভারতের দিগ্দিগন্তে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার জন্য কতকগুলি সদ্বক্তা, শাস্ত্রজ্ঞসৎপ্রকৃতি ও ধর্ম্মগত-প্রাণ ধর্ম্মপ্রচারক নিযুক্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ইঁহাদিগের ভরণ পোষণ ও পাথেয় প্রভৃতি ভার সাধারণ ধর্ম্মোৎসাহিগণকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণ দেশ, তাহাতে আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে অত্রস্থ মহারাজা, রাজা, জমীদার, ধনাঢ্য ও ধর্ম্মোৎসাহী মাত্রেই সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন। আপাততঃ এক লক্ষ টাকা মূলধন সংগৃহীত হইলে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা। যে ভারতের লোক ধর্ম্মরক্ষার জন্য উপবাস করিতে পারেন, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইতে পারেন, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সতী পতিসহ চিতা প্রবেশ করিতেন, যে ভারতবাসী ধর্ম্ম রক্ষার জন্য নিজ শরীর পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যে ভারতে একটী বিধবাও ৺কাশীধামে শিব স্থাপন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতে পারেন, সেই ভারতে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে ভারতবাসী মহাত্মগণ যে অকাতরে যথাসাধ্য ধন দান করিবেন তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। যাঁহারা ভারতের এই ভাবী কল্যাণের পথ পরিষ্কারের সহায়তা করিবেন, তাঁহারাই ধন্য! যিনি যাহা কিছু দান করিবেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী-সভায় অত্র পত্র সম্পাদকের নামে পাঠাইলেই সভা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন। বার্ষিক অথবা এককালীন দান, দাতা যেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন, আমরা তাহার ধর্ম্ম সেবকের ন্যায় কৃতজ্ঞতা সহ তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের একটী স্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক ভারতের মুখোজ্জ্বল করিতে কায়-মনোবাক্যে যত্ন করিব"। ধর্ম্ম প্রচারক, ১৮০০ শকাব্দা, মাঘ ও ফাল্গুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিদ্বারে কুম্ভ মেলা

(সন ১২৮৫, ইংরাজী ১৮৭৮ এপ্রিল মাস)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মধ্যে মধ্যে অবকাশ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেশ ভ্রমণে যাইতেন। এই সময় সেইরূপ একটী সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৮০০ শকাব্দার শেষ দিনে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে হরিদ্বারে মহাকুম্ভ মেলার সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল। শাস্ত্রানুসারে গঙ্গার মাহাত্ম্য থাকিতে থাকিতে আর এই যোগের সংঘটন হইবে না শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নও হরিদ্বার যাত্রার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হরিদ্বার যাওয়ার উদ্দেশ্য তাঁহার নিজের ভাষাতেই লিখিত হইল।

"হরিদ্বার আমার গুরুস্থান, এজন্য উক্ত পূণ্যক্ষেত্র দেখিতে আমার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা বলবতী। কিন্তু প্রিয়তম ব্যক্তিকে যেমন সর্ব্বদাই বিবিধ বেশভূষায় অলঙ্কৃত দেখিতে বাসনা হয়, তদ্রূপ কোন বিশেষ সমারোহ সময়ে হরিদ্বার দর্শন করিব ইহাই সঙ্কল্প ছিল, এইজন্য অন্য সময়ে তথায় যাই নাই। এই কুম্ভমেলা, তাহাতে আবার শেষ কুম্ভ, সমারোহের সীমা নাই। এইটী আমার মনোমত সময় বলিয়া বোধ হইল। আবার ঐশ্বর্য্যশালিনী জননী গঙ্গালাভ কালে পুত্রগণকে নিজ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া যান, এই বিশ্বাসে ভাবিলাম, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণা ভগবতী ভাগীরথীকে আমরা চিরদিন "মাতর্গঙ্গে" বলিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি; শাস্ত্রানুসারে এইবার গঙ্গার গঙ্গাযাত্রা বলিতে হইবে। কেননা ইহাই শেষ মেলা। আমি তাঁহার একজন অকিঞ্চন সন্তান। তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাগ (পবিত্রতা, সদ্ভাব) পাইতে পারিব, এ লালসাও বেগবতী হইল। হরিদ্বার যাত্রায় প্রস্তুত হইলাম। সংক্রান্তির পাঁচদিন পূর্ব্বে আত্মরূপী ভগবান্‌কে মনন করিয়া, শ্রীমদ্‌গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া, অন্যান্য মিত্রগণের নিকট বিদায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া ভাগীরথীকে উদ্দেশ্য করিয়া মুঙ্গের হইতে হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণের হরিদ্বারে সাধুমেলার অভিজ্ঞতা ও তাহার বর্ণনা

সাধুগণ গঙ্গার পরপারের ক্রোশত্রয়াধিক স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। সাধুদিগের সহিষ্ণুতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। গঙ্গাকূলে উত্তপ্ত ধবল বালুকাসনে সহস্র সহস্র সাধু আনন্দে বিহার করিতেছেন। কেহ জপ, কেহ ধ্যান, কেহ শাস্ত্রপাঠ, কেহ ভজনগান, কেহ কেহ বা সদ্বার্ত্তালাপ করিয়া প্রফুল্লমনে বিরাজ করিতেছেন। শত শত সাধু সুদীর্ঘ শ্মশ্রু ও পিঙ্গল জটাজুটধারী তপস্তেজে শোভায়মান, সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী শ্মশ্রু ও শিরোকেশাদি বর্জ্জিত গৈরিকবসন ও কমণ্ডলুধারী, কত শত সাধু কুটীর মধ্যে, কত শত সাধু তরুমূলে, কত শত সাধু গিরিমূলে ও গুহায় অবস্থিতি করিতেছেন। কোন কোন সাধুকে দেখিয়া বোধ হইল যেন জ্বলদঙ্গারোপম তপস্তেজের অবতার সদৃশ; তাঁহাদের ভাব মাধুর্য্য, পুণ্যপ্রভাব আদি হরিদ্বারকে অধিকতর পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। ইহাঁরা আপনাপন আসন পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার্থ গমন করেন না। ভগবদ্ভক্তের ভোজনার্থ আবার ভাবনা কি! তাঁহারা বলেন, "ভজন করনা মেরা কাম, ভোজন দেনা মালিক কা কাম হ্যায়" ধন্য তাঁহাদের বিশ্বাস! বাস্তবিকও তাহাই দেখিলাম। হরিদ্বারে তৎকালে ধনাঢ্যগণের ভাগ্যে যে সকল দ্রব্য দুর্লভ, সাধুগণ তখন তাহা অনায়াসে লাভ করিতেছেন। শ্রীমদ্‌গুরুদেবের আশ্রমে গিয়া দেখি, তথায় সহস্রাধিক পরমহংস ও অবধূত বাস করিতেছেন। তাঁহারা অগ্নি ও মুদ্রা স্পর্শ করেন না, যাচ্ঞাও তাঁহাদের নিয়মবিরুদ্ধ, অথচ ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাদিগের জন্য উত্তম ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন আদি আয়োজন করিয়া দিতেন। তখন তথাকার দৈনিক ব্যয় অন্যূন দুইশত (২০০৲) টাকা। যিনি কল্পতরুমূলে বাস করেন তাঁহার অভাব কি? গুরুদেব নানা উপদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দানের পর একটী সারগর্ভ উপদেশ দিলেন, "বৎস! **যদি অরূপের রূপ দেখিতে চাও, দৃষ্টিকে অন্তর্মুখিশীল কর।**" অতঃপর তিনি বাৎসল্য ও কৃপাপূর্ব্বক একজন লোক সমভিব্যাহারে অপর এক অবধূত দর্শনে প্রেরণ করিলেন। তিনি গিরিমূল প্রবাহিত ভাগিরথীর একান্ত স্থানে একটী কুটীরে তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার দুইটী শিষ্য আছে, দুইটী সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তি। অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার নিকটস্থ হইলে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'বৎস! মনুষ্যে বলিয়া থাকে যে চক্ষু-রুন্মীলন করিলে বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমি বলি তাহা ভ্রম; যখন আমি মাতৃগর্ভে ছিলাম ও এই দুইচক্ষু মুদিত ছিল, তখন "বস্তু" দেখিতে পাইতাম, যে দিন হইতে এই দুইটি চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে কেবলই "অবস্তু" অর্থাৎ মায়াময় জগৎ দৃষ্টি হইতেছে, যে "বস্তু" দেখিতেছিলাম তাহা আর দেখিতে পাই না; তাই বলি, বৎস! গুরূপদেশ পাইয়াছ আবার চক্ষু মুদিত কর (ধ্যানস্থ বা সমাধিস্থ হও)। "বস্তু" দেখিতে পাইবে' ইত্যাদি নানা উপদেশ দিলেন। সেই সকল মহামনা সাধুগণকে স্মরণ হইলে সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা হয়। দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞে রাজসভা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তদপেক্ষা হরিদ্বারের সাধুসমাজ সমধিক রমণীয় বলিয়া বোধ হইল। যিনি সেই সাধু সমাজের রমণীয় দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাঁহার জীবন সফল বলিতে হইবে।

হরিদ্বারের পথপার্শ্বে সর্ব্বত্রই বিজ্ঞাপন দেখিলাম। কোন বিজ্ঞাপনে শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীর মত প্রচার, কোনটীতে তন্মত খণ্ডন জন্য পণ্ডিত-দিগের স্থানে স্থানে মহতী সভা হইবার কথা। শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রণীত "সত্যার্থ প্রকাশ" নামক পুস্তকের মত খণ্ডন করনাশয়ে অনেক পণ্ডিত একত্রিত হইয়া বিচারার্থ সমাগত, ২৩এ চৈত্র হইতে ২৯এ পর্য্যন্ত এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় কাশীধাম হইতে বিশুদ্ধানন্দ স্বামী ও আলিগড় হইতে পণ্ডিতরাজ পৌরাণিক শাস্ত্রী চতুর্ভুজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শর্ম্মা, জলন্দরের অন্তর্গত ফিলৌর হইতে পণ্ডিত শ্রদ্ধারাম স্বামী, অমৃতসর হইতে গিরিধারীলাল পণ্ডিত, গড়মুক্তেশ্বর হইতে ব্রহ্মাগিরি প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিত সকল হরিদ্বারে উপস্থিত। হরিদ্বারে কেবল সভার কথা লইয়া অনেকের আন্দোলন পড়িয়াছে। সকলেই সভা সভা বলিয়া ব্যস্ত। শ্রীযুক্ত সুখরাম বল্লবীর আখড়ায় গিয়া দেখি, সহস্র সহস্র লোকে সভাস্থান পূর্ণ করিয়া বসিয়াছে, মধ্যস্থানে পণ্ডিতবর্গ, সম্মুখে পুঞ্জায়মান গ্রন্থ। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সকলেই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতগণের বিশেষ অনুরোধে আমি "সনাতন ধর্ম্ম" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা (হিন্দী-ভাষায়) করিতে বাধ্য হইলাম। বক্তৃতাবসানে অনেকে আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেন ও সদালাপান্তে তাঁহাদের প্রত্যেকের দেশে এক একবার যাইতে অনুরোধ করিলেন।"

হরিদ্বারে সাধু ও পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা

"ধর্ম্মপ্রচারক" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন আর্য্যাবর্ত্তবাসী হিন্দুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এক্ষণে হরিদ্বারের এই বিরাট সাধু মেলায় হিন্দুধর্ম্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার সকল সংশয় তিরোহিত হইল, এবং ভারতীয় ধর্ম্মরাজ্যের দিক্‌পালগণের সহিত তিনি বিশেষ ভাবে পরিচিত হইলেন। সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল এবং প্রভূত উৎসাহের সহিত স্বকীয় সঙ্কল্পিত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

হরিদ্বার ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কুরুক্ষেত্র দর্শনে গমন করেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় মন আলোড়িত হইয়া উঠিল। তাই বড় আবেগভরে তিনি লিখিয়াছিলেন—"ইহা ভারতবাসীর চিরস্মরণীয় পুণ্যভূমি! আমাদের বীর নাটকের প্রকাণ্ড পরিচ্ছেদ এইখানেই অভিনীত হইয়াছিল। দিগ্দিগন্ত

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কুরুক্ষেত্র দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে সমাগত হস্তী, রথী, সারথী, পদাতিক, অশ্বারোহী সেনাগণের পদভরে এইস্থান কম্পিত হইয়াছিল। উভয় পক্ষীয় বীরগণের হুঙ্কারে, ধনুষ্টঙ্কারে এখানকার আকাশমণ্ডল অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। আগ্নেয়াস্ত্র, বারুণাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, ঐন্দ্রাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, বায়বাস্ত্র আদির তেজে এখানকার দিগ্‌দাহ করিয়াছিল। নরশোণিতে এ স্থানে একদিনে নদী বহিয়া গিয়াছিল। এ স্থানেই অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-তেজ, এই স্থানেই ভীমের গদা গৌরব, এই স্থানেই যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মবল প্রদর্শিত হয়। এই স্থানেই মোহ-মদান্ধ-মর্দ্দন মথুরাধিপের আশ্চর্য্য সমর নীতির কৌশল বিস্তার, এই খানেই ভীষ্মের বীরবিক্রমের বিস্ময়কর ব্যাপার, এইস্থানেই দ্রোণাচার্য্যের মরণ মূর্চ্ছা, এইস্থানেই জয়দ্রথের যমালয় যাত্রার প্রকৃত অভিনয় হইয়াছিল। এই স্থানেই কর্ণার্জ্জুনের মহারণ, এই স্থানেই ভীষ্মের শরশয্যা, এই স্থানেই কৃপ শল্য আদির পতন, এই স্থানেই সপ্তরথীর ব্যূহচক্রে সুভদ্রা কুমারের স্বর্গারোহণ ঘটিয়াছিল, এই স্থানেই দুঃশাসনের দুর্গতি, এইস্থানেই মহারাজ চক্রবর্ত্তী দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধনের দর্পদলন ও উরুভঙ্গ, এইস্থানেই দ্রুপদরাজবালা মনোদুঃখ দূর করিবার মহৌষধ লাভ করিয়াছিলেন, এইস্থানেই ভীষ্মদেব দেব ঋষি প্রমুখ শ্রোতৃগণকে নীতি, ধর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন ; এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ আত্মমন্ত্রে দীক্ষাদান পূর্ব্বক পার্থকে সমর গঙ্গায় অবগাহন করাইয়া, ধর্ম্মের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। উঃ! কি ভয়ানক স্থান! এই ক্ষেত্রেই অগণ্য বীরাঙ্গনাকে বিধবা, ভারত-ভূমিকে বীরশূন্য, তাবৎ রাজ্যকে বিশৃঙ্খল ও বিদেশীয় ভাবী-ভারতাধিকারী-গণের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছিল। দ্বাপর ও কলির সন্ধিস্থলে এই ক্ষেত্রের অভিনয়ে আর্য্যগণের তেজঃসূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। উঃ! এ কি সেই ভূমি! যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সহ অর্জ্জুন রণমদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন! অর্জ্জুন কি এই ভূমি ভেদ করিয়াই ভীষ্মকে জল পান করাইয়াছিলেন! হা বীর ভূমি! তোকে ধিক্! তুই সেই বীর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্গের রঙ্গভূমি হইয়া তাঁহাদের অভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছিস; হা নির্লজ্জে! হা হতভাগিনী! কেন তুই রসাতলগামিনী হইলি না! একাকী যাইতে যদি ক্লেশ হয়, তবে সমস্ত ভারত ভূমিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যা!

হা শ্রীকৃষ্ণ! তুমি এখন কোথায়, তুমি তো দীনবান্ধব, এমন দুর্দ্দিনে দীনগণকে পরিত্যাগ করা তো তোমার প্রকৃতি নহে। একবার ভারত-রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া প্রত্যেকের মনোরথে উপবিষ্ট হও, অর্জ্জুনের ন্যায় আমাদিগকে আত্মমন্ত্রে উত্তেজিত জীবিত করিয়া আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর।"

কুরুক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন লাহোর যাত্রা করেন। ভারতের ধর্ম্ম-গগনে যে জলভরা মেঘের আয়োজন হইতেছিল তাহা তাঁহার তাৎকালিক ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে বেশ বুঝা যায়। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাহা উদ্ধৃত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের লাহোর আগমন ও বক্তৃতা

"কুরুক্ষেত্র হইতে লবপুর (লাহোর) পৌঁছিয়া তত্রস্থ ধর্ম্মপ্রচারকের এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু সেন মহাশয়ের বাসা বাটীতে অবস্থিতি করিলাম। তাঁহার যত্ন ও অনুরাগ আমাকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছিল। সেখানে মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন উচ্চপদবীস্থ মহাত্মা আমার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের যত্নে তথাকার কালীবাড়ীতে আমি বাঙ্গালা ভাষায় "ভারতহিত সাধিনী" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলাম। বক্তৃতাবসানে তাঁহারা আমার প্রতি যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করিলেন। তৎপর দিন "ডিব্বি বাজার বাওলি সাহেব" নামক স্থানে তথাকার রইস্ মান্যবর ও প্রিয়বর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্বালাদত্ত প্রসাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও "মিত্র বিলাস" পত্রের সম্পাদক প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ মহোদয়ের অনুরাগে "মূর্ত্তিপূজা" বিষয়িণী হিন্দী ভাষায় আর একটী বক্তৃতা করিলাম। যখন বীরভূমি লবপুরে বক্তৃতার্থ দণ্ডায়মান, তখন মনে হইল এই পাঞ্চালরাজ্য অর্জ্জুনের ধনুর্ব্বিদ্যার পরীক্ষাস্থল, এই স্থানেই আর্য্যদিগের প্রথম বাসভূমি, এই স্থান হইতেই আর্য্যধর্ম্ম সমস্ত ভারতে ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, আজ এই ক্ষেত্রে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য শত শত পঞ্জাবী ধর্ম্মপিপাসার্ত্ত-হৃদয়ে সমবেত; আনন্দের, উৎসাহের উৎস হইতে বক্তব্য বিষয় বিবৃত হইল।

বক্তৃতাবসানে যখন আমি তাঁহাদের নিকট বিদায় লই, তখন অগাধ সমুদ্রে প্রবাহমান মনুষ্য যেমন একখানি সামান্য কাষ্ঠফলক পাইলেও তাহা অবলম্বন করে ও ছাড়িতে চাহে না, তদ্রূপ আমাকে ধর্ম্মবিপ্লব-বিত্রস্ত অনেকগুলি লোকে পরিবেষ্টন করিয়া, তথায় ক্রমাগত একমাস ধর্ম্ম প্রচারার্থ অনুরোধ করিলেন, তাঁহাদের সবিনয় বাক্য, ব্যাকুলতা ও প্রার্থনা আমাকে অন্ততঃ একদিনের জন্যও তথায় থাকিয়া আর একটী ব্যাখ্যান দিতে বাধ্য করিল। দ্বিতীয় দিনে "ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা" *

---

* এই বক্তৃতাকালে হৃদয়ের আবেগে যখন কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন—তখন শিখদিগের শিরায় শিরায় শোণিত প্রবাহ ছুটিতেছিল, কেহ কেহ বীর দর্পে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন।

যে দিন প্রাতে এই বক্তৃতা হয় তৎপূর্ব্ব রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তীব্র জ্বরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। প্রাতেও প্রবল শিরঃপীড়া বশতঃ বক্তৃতা দিবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি শয্যা হইতে উঠিতে সমর্থ হইবেন এ আশাও ছিল না। ক্রমে লোক সমাগমে সভাস্থল পূর্ণ হইয়া গেল, সকলে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া যাইবেন দেখিয়া বাবু তোতারাম তাঁহাকে অশ্বশকট যোগে সভাস্থলে লইয়া গেলেন। তিনি আসনে বসিয়া ও প্রথমতঃ দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন নাই। অবশেষে সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর মনোক্লেশ না হয় ভাবিয়া উঠিলেন এবং দুই ঘণ্টারও অধিককাল হিন্দী ভাষায় অনর্গল সুমধুর বক্তৃতায় সকলের মন আনন্দে ও উৎসাহে মোহিত করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ে ব্যাখ্যান করিলাম। পঞ্জাবীগণের হৃদয় বীরদর্পে যেমন উৎসাহপূর্ণ, ধর্ম্মভাবে তেমনই কোমল ও ভক্তিবিনম্র। তাঁহাদের বিনয় বিজৃম্ভিত কথাগুলি আমার চিরদিন স্মরণ থাকিবে।

বীরভূমি লবপুর (লাহোর) হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অমৃতসরে প্রসিদ্ধ "দরবার-সাহেব" (যেখানে মহামনা নানকের ধর্ম্মোপদেশ গ্রন্থ "গ্রন্থ-সাহেব" রক্ষিত রহিয়াছে) দর্শনার্থ আসিলাম। দেখিলাম সম্মুখেই একটী সরোবর সদৃশ দীর্ঘায়তন জলাশয়, জল অতি নির্ম্মল, স্থানে স্থানে কমল প্রস্ফুটিত সরসীর মধ্যস্থলে "দরবার-সাহেব" যেন একটী কনক কমল ফুটিয়া রহিয়াছে। দেখিতে অতি মনোহর ও নয়নরঞ্জন। কুরুক্ষেত্রের আদর্শানুসারে দরবার-সাহেব জলপূর্ণ সরসীর মধ্যস্থলে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

অমৃতসর পরিত্যাগ করিয়া দেববন্দের মুন্সেফ মিরাট-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদের আমন্ত্রণ ও বিশেষ অনুরোধ জন্য তৎপরদিন প্রাতে দেববন্দ ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। দেখিলাম অশ্ব শকট সহ একজন চাপরাশী ও বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র অভ্যর্থনার্থ ষ্টেশনে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি তৎসহ তাঁহার বাসাবাটীতে পৌঁছিলাম। স্নান, পূজা ও ভোজনাবসানে একটী ধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা করিতে বাধ্য হইলাম। তদনন্তর তত্রস্থ অনেকগুলি পণ্ডিত ও নবশিক্ষিত দলের সহিত সদালাপ হইল এবং তথায় একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় ও আর্য্যধর্ম্ম সভা স্থাপন জন্য প্রস্তাব করিলাম (সম্প্রতি সংবাদ পাইয়াছি যে বিদ্যালয় ও সভা স্থাপিত হইয়াছে, সুচারুরূপে কার্য্যও চলিতেছে) এবং সেই

দেববন্দে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা

বক্তৃতাকালে পীড়ার বিষয় তাঁহার কিছুমাত্র মনে ছিল না, পরিপূর্ণ উদ্যমে শিক্ষিত শ্রোতাদিগের হৃদয় উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বক্তৃতাবসান আসন গ্রহণ করিবার ক্ষণ পরেই পুনরায় অতিবেগে জ্বর আসিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনই তথা হইতে আলিগড়ে যাত্রা করিয়া রাত্রিশেষে আলিগড়ে পৌঁছিলাম।

আলিগড়ে যাত্রা ও তথায় "ভারতের রোগ-শান্তি" বিষয়িণী বক্তৃতা

প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের ধর্ম্মে আস্থা, আমার প্রতি অনুরাগ, সহানুভূতি, সুশীলতা ও সৌজন্য জন্য পূর্ব্ব স্বীকৃত মত তাঁহার বাসাবাটীতে গমন করিলাম। তাঁহার সমাদর ও আগ্রহ আমার চিরস্মরণীয় থাকিবে। আলিগড়ে "ভারতবন্ধু" পত্র সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু তোতারামের সহযোগিতায় তথায় "ভারতের রোগশান্তি" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করিলাম। ভারতের সনাতন-ধর্ম্ম প্রচারার্থ অনেকে সাহায্য করিবেন স্বীকার করিলেন। বাবু তোতারাম একজন কৃতবিদ্য, বিচক্ষণ ও সদাশয় পুরুষ। স্থানীয় সাধারণ হিতার্থ তাবদ্বিষয়ের সূচনাই প্রায় তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকে। আলিগড়ে তিন দিবস থাকিয়া তথা হইতে মতিহারী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

মতিহারী অভিমুখে

আলিগড় হইতে বরাবর বাড়ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, তৎপর দিন বাষ্পীয় জলযানে গঙ্গা পার হইয়া ত্রিহুৎ রাজকীয় লৌহবর্ত্মীয় শকটে আরোহণ পূর্ব্বক মোজাফরপুরে উপস্থিত হইলাম। মতিহারী হইতে কোন প্রকার যান আসিয়া ষ্টেশনে থাকিবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা দেখিতে পাইলাম না। অগত্যা তথায় স্নানাহারাদি সমাপন পূর্ব্বক একখানি একা ভাড়া করিয়া মতিহারী যাত্রা করিলাম। তথা হইতে মতিহারী ৫২ মাইল পথ। দুই পার্শ্বেই অতীব বিস্তৃত হরিতক্ষেত্র। নীলকরদিগের প্রতাপে তাহাতে অন্য শস্য হইবার প্রায় অবসর নাই। ভূম্যধিকারিগণও অর্থলোভে প্রজাদিগকে শস্যোৎপাদনে বঞ্চিত করিয়াছেন। সহস্র সহস্র বিঘা ভূমি এইরূপে শস্যোৎপাদন বিহীন থাকিলে প্রজাপুঞ্জ দুঃখী হইবে না কেন? এরূপ হতভাগ্য দেশকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্ভিক্ষ আর কোন্ প্রদেশকে আশ্রয় করিবে! মতিহারীর পথ অতীব দুর্গম; মধ্যে মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুরাত্মগণের হস্তে প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে। স্থানে স্থানে নীল-কুঠী ও সামান্য সামান্য জনপদ দৃষ্ট হয়। আহার সামগ্রী ভদ্র ভোজনোপযোগী কিছুই পাওয়া যায় না। সাধারণ পথিকবর্গের গো-যান বা অশ্ব-যান রাজপথের উপর দিয়া যাইতে পায় না। সর্ব্বদা পথ নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কায়, তথায় এইরূপ রাজকীয় আদেশ প্রচারিত আছে। রাজকর্ম্মচারিবর্গের শকটগুলির কেবল রাজপথ দিয়া যাইবার অধিকার আছে। একস্থানে একজন রাজকীয় পথ প্রহরী আমাকে এই আদেশ শুনাইয়া আমাকে নিম্নপথ অবলম্বনপূর্ব্বক যাইতে বলিল, আমি বলিলাম যে আমি রাজরাজেশ্বরের একজন কর্ম্মচারী, রাজকীয় কার্য্যে (ধর্ম্মপ্রচারার্থ) মতিহারী যাইব, তাহাতে সে আর কিছু বলিল না, আমি চলিয়া গেলাম। তৎপরদিন দিবা তৃতীয় প্রহরাবসানে মতিহারীতে পৌঁছিলাম। এই পথটুকু যাইতে আমার যেরূপ ক্লেশ হইয়াছিল, বোধ করি আমার জীবনে কখন সেরূপ হয় নাই। মতিহারীর মুন্সেফ্ প্রিয়বর ও মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়া তথায় তিন দিবস বাস করিয়াছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম যে আমার জন্য মোজাফরপুরে স্থানীয় উত্তম যান (সাম্পনী) প্রেরিত হইয়াছে, অথচ আমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। দেখিলাম আমার সুখে আগমনের জন্য মানবের ব্যবস্থা কার্য্যকারী হইল না, ঐশী-ব্যবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখকে সুখজ্ঞানে আসিয়া পৌঁছিলাম। জানিলাম, "হরেরিচ্ছা গরীয়সী"।

সনাতন আর্য্যধর্ম্মের কলঙ্ক মোচন

শ্রীযুক্ত বাবু দরবারিলাল প্রভৃতি তথাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ক্রমে সৎকার ও অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। তথাকার ধর্ম্মোৎসাহি-বর্গের অনুরোধে তৎপরদিন "সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের কলঙ্কমোচন" বিষয়িণী একটী হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিলাম। এই বক্তৃতায় খৃষ্টীয় ও ব্রাহ্মসমাজ আর্য্যধর্ম্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গূঢ় মর্ম্মার্থানবগতিজন্য যে যে কথা ও বিজ্ঞগণের হাস্যোদ্দীপক দোষারোপ করিয়া থাকেন, তত্তাবৎ যুক্তিপ্রমাণাদিসহ খণ্ডন করা হইল। এই বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দকে দ্বিতীয় বক্তৃতা শ্রবণার্থ উৎসুক ও উৎসাহযুক্ত করিয়া তুলিল। আমিও স্বীকৃত হইলাম। তৎপর দিন তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী "তুরকুলিয়া" নামক স্থান দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলাম। তথাকার নীলকুঠীর দেওয়ান মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ মহাশয়ের মিত্রোচিত সৎকারে অনুগৃহীত হইলাম। তিনি অতি উদার, সরল চিত্ত ও জনরঞ্জন। সকলের অনুরোধে তথায় একটী আর্য্যভাবোদ্দীপনী বক্তৃতা-করিলাম। * * * তৎপর দিন মাতিহারীতে প্রত্যাগত হইয়া অপরাহ্নকালে "ভারতের উন্নতি" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করিলাম। বক্তৃতাকালে শ্রোতৃবর্গ অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ও দরবারিলালবাবু বক্তৃতার পোষকতা করিয়া ধন্যবাদাদি দিলেন। তাঁহারা আমাদিগের কার্য্যের বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া অনেকেই সেই স্থানেই "ধর্ম্মপ্রচারকের" গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলেন ও "ধর্ম্মপ্রচারার্থ" অর্থসাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

অবশেষে দরবারিলালবাবু অর্থ ও নূতন বস্ত্রাদি দ্বারা আমার সৎকার করিলেন। এই উত্তেজনার পর তথায় "মতিহারী আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী" নাম্নী একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং সভার যত্নে কতকগুলি বালক সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছে। তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে বারা, মতিপুর ও কাঁটী হইয়া মোজাফরপুরে উপস্থিত হইলাম। মোজাফরপুরের মুন্সেফ সাধুহৃদয় শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুরোধে তথায় একদিন অবস্থিতি করিয়া ভগবৎ কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে মুঙ্গেরে আসিয়া পৌঁছিলাম।"

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মুঙ্গের আসিয়া ভাগলপুর হইতে নিম্নলিখিত পত্র পাইলেন :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সম্পাদক মহাশয়! ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাবস্থায় প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমাদের আহ্লাদের আর পরিসীমা নাই। ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মগান একতন্ত্রে গীত হইতেছে। বোধ হইতেছে যে, ভারতের সুপ্রভাত সন্নিকট। আর্য্যধর্ম্মের মাসিকপত্র নিয়মিত বাহির হইতেছে, স্থানে স্থানে ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হইতেছে, পশ্চিম দেশবাসী, বেহারবাসী, বাঙ্গালী আজি এক তন্ত্রে ও উৎসাহে পরস্পরে মিলিত হইতেছে। সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচার জন্য অর্থ সংগ্রহ হইতেছে। ধর্ম্ম একতা বন্ধনের মুখ্য উপায় বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, না জানি তাঁহাদের মনে কতই সুখের আশা বলবতী হইতেছে।

বিগত গ্রীষ্মকালে আপনি এখানে আগমন করিয়া এখানকার রাজকীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ে হিন্দীভাষায় "ভারতের ধর্ম্ম রক্ষা" বিষয়িণী যে একটী বক্তৃতা করেন, তাহা বোধ হয় আপনার স্মরণ থাকিবে। বক্তৃতা শ্রবণান্তে অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া বেহারবাসী শ্রোতৃবর্গ অত্র ভাগলপুরে একটী ধর্ম্মসভা সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা করেন। অতঃপর এই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিত মান্যবর শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ মিশ্র মহাশয়ের প্রযত্নে ছটফটীতলাও নামক স্থানে একটী সভা হইয়াছে। প্রথমতঃ বৃক্ষতলেই সভা সংস্থাপিত হয়। পরে সভ্যগণের উৎসাহে ও যত্নে একটী সভাগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার নাম আপনাদিগের মুঙ্গেরের সভার নামানুসারে "ভাগলপুর আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" রক্ষিত হইয়াছে। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে ভক্তি শাস্ত্রাদি পাঠ হইয়া থাকে। উপরোক্ত পণ্ডিত মহাশয় ও সভার অপরাপর কতকগুলি সভ্যদিগের সহিত আমাদের কথোপকথন হইল। তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, মহাশয় মধ্যে মধ্যে এখানে আগমন করিয়া বক্তৃতাদি করেন। আপনার প্রতি ইঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও

ভাগলপুর আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা স্থাপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস দেখিলাম, সুতরাং সময়ে সময়ে আপনার আগমন হইলে উক্ত সভার বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।"

সৈয়দপুর উন্নতিবিধায়িণী সভা হইতে শ্রীযুক্ত দীন নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পত্র

কুমার মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে লাইনের অন্তর্গত সৈয়দপুর "উন্নতি বিধায়িনী সভা" হইতে শ্রদ্ধেয় বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একখানি উৎসাহপূর্ণ সুদীর্ঘ পত্র পাইয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন। ধর্ম্মপ্রচারকে কুমার পরিব্রাজক লিখিত "একটী মহৎকার্য্যের সূচনা ভারতে সনাতন আর্য্যধর্ম্মে প্রচার" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সৈয়দপুর "উন্নতি বিধায়িণী সভার" সভ্য মহোদয়গণ এই মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য এককালীন ও বার্ষিক দান স্বাক্ষর করিয়া, এই পত্রখানি পাঠাইয়াছিলেন। দীননাথবাবু বিচক্ষণতার সহিত বিশদ ভাবে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে ধর্ম্মসভা ও তদধীনে চতুষ্পাঠী স্থাপন, কথকতার পদ্ধতিতে ধর্ম্মব্যাখ্যান, বিদ্যালয়ের বালকদিগের চরিত্রগঠন, গৃহস্থগণের আদর্শজীবন লাভ করিবার আবশ্যকতা এবং এতৎ সাধু কার্য্য সাধনায় রাজা মহারাজা অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণের সহায়তা যে অধিক প্রয়োজনীয়, এই সমস্ত বিষয়ই বিস্তৃত ভাবে উক্ত পত্রে আলোচিত হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচারক ২য় ভাগে উহার আদ্যোপান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রের শেষ কয়েক পংক্তি আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

"মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা আমাদের সনাতন আর্যধর্ম্ম প্রচার জন্য সচেষ্ট হইতেছেন এবং তৎপক্ষে সহায়তা জন্য সাধারণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। আসুন, সত্বরে আসুন, আমরা তাঁহাদের এই মহৎ কার্য্যে যোগ দিই। আর আলস্য, ঔদাস্য ও উপেক্ষা করা উচিত হয় না, চারিদিকে উন্নতির চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। আমরাই কি জড়প্রায় থাকিব? এই ভারতেই উন্নতিসূর্য্য উদয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া ক্রমে পাশ্চাত্য প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। এতদিন ঘোর অন্ধকারে আমরা আচ্ছন্ন ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে চিররজনী কখনই সম্ভবে না, সুতরাং পুনরায় ভারতে উন্নতি-রবি দেখা দিতেছেন। এখন আলস্য শয্যায় শয়ন করা কি উচিত? জাগ্রত হউন, উত্থান করুন। মুঙ্গের হইতে আমাদের আর্য্য ভ্রাতারা কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন। *

এতদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ধর্ম্মপ্রচারকে তাঁহার প্রচার কার্য্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"উন্নতি-বিধায়িণী-সভা" যে আমাদিগের প্রস্তাবিত কার্য্যের সহানুভূতি পূর্ব্বক অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে পত্র লিখিয়াছেন ও নিয়মিত সহায়তা দানে স্বতঃপ্রস্তুত হইয়াছেন, ইহা বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অসামান্য গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে। ভারতে যে কোন দেশে যে কোন প্রকার দেশহিতকর সভা আছে, আমরা সকলের নিকট হইতে এইরূপ আশা করিয়া থাকি। উন্নতিবিধায়িণী সভা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, "কেবল ধর্ম্ম প্রচার করিলে সুফল ফলিবে না, ইহার আনুসঙ্গিক আরও কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।" এতদ্বাক্যে সভা যত্ন ও হিতাকাঙ্ক্ষার সহিত যাহা কিছু সৎপরামর্শ দিয়াছেন, তাহাতে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া এইমাত্র বলিতেছি যে আমরা "ভারতে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচার" এই ধ্বনিতে তত্তাবদ্বিষয়ই অভিনিবিষ্ট রাখিয়াছি। মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র তাহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত স্থল; মহাভারত, রামায়ণাদিতেও তাহা সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা, গার্হস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি,

*এই সময় হইতে দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রচারকার্য্যে ঘনিষ্ঠরূপে সংসৃষ্ট ছিলেন। তাঁহার লিখিত ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধাদিও ধর্ম্মপ্রচারকে নিয়মিত এই সময় হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণব্যবহার, শরীর-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ব্রহ্মবিজ্ঞান আদি মনুষ্য জীবনের যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা সমস্তই আমাদের ধর্ম্মপ্রচারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ।" * * *

"আরও লিখিত হইয়াছে যে "শুষ্ক-উপদেশ" অপেক্ষা আখ্যায়িকা সকল হৃদয় মধ্যে সমধিক অঙ্কিত থাকে। কিন্তু আমরা আলোচনা দ্বারা ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধফল দ্বারা দেখিয়াছি যে বর্ত্তমানকালের অনেকেই পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলিকে উত্তম সাধু দৃষ্টান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াও, নিজে যাহা তাহাই রহিয়াছেন। কোন ভাবুক ও সাধুজীবন সদ্বক্তার মুখনির্গলিত উক্ত "শুষ্ক"-উপদেশ গুলি যখন জীবন্ত উত্তেজনার সহিত শ্রোতার মর্ম্মদেশকে অধিকার করে, তখন আখ্যায়িকা বাখ্যান অপেক্ষা যে আশ্চর্য্য সুফল ফলিয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ কি! যদি সাধুহৃদয় চিন্তাশীল ও উদ্ভাবনী শক্তিশালী সদ্বক্তাগণ বাখ্যা করেন, তাহা হইলে শুষ্ক উপদেশকে তাঁহারা "রসাল" করিয়া তুলিতে পারেন। উপযুক্ত বক্তাগণ শ্রোতৃবর্গকে প্রেমভাব বাখ্যান কালে আপ্লুত, ভক্তিরসে বিগলিত-হৃদয় ও সজল-নয়ন, বীরভাব ব্যাখ্যান কালে উৎসাহিত ও উন্মত্ত এবং রাশি রাশি শ্রোতাকে নিজ উপদেশানুবর্ত্তী করিতে পারেন। বক্তার উত্তেজনা ও মনোপ্রভাব যদি শ্রোতার মর্ম্মদেশ স্পর্শ করিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই শুষ্কতরু মঞ্জরিত হয়। যাহাই হউক সংশোধিত কথকতা-প্রণালীও আমাদিগের প্রচার কার্য্যের একটী অন্যতর পদ্ধতি বলা যাইতে পারে।" ধর্ম্মপ্রচারক ১৮০১ শঃ আষাঢ়।

এই সময়েই নবদ্বীপধামের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক-প্রধান শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথবিদ্যারত্ন মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উৎসাহিতান্তঃকরণে মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে নিজ গূঢ়মন্তব্য প্রকাশ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তিনি সেই পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন, ঐ দুইখানি পত্রই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পত্র।

পরম কল্যাণীয় ধার্ম্মিক সুজন শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন
আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা সম্পাদক মহোদয়েষু :—

শুভানুধ্যায়ি শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণঃ
পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষঃ।

মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, পরন্তু লোক পরম্পরায় মহাশয় কর্ত্তৃক অস্মদাদির আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের অনুষ্ঠান শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিয়াছি! এক্ষণে মহাশয়দিগের ধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সকলকেই পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়াই কয়েকটী প্রস্তাব করিতেছি, ভরসা করি এ বিষয়ে সত্বরেই মনোযোগ করিবেন।

মহামহোপাধ্যায় ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের পত্র

১। বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যধর্ম্মের নিতান্ত হীনাবস্থা দর্শন করিয়া তৎপ্রচার ও রক্ষা বিষয়ে কতকগুলি সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং ৭।৮ বৎসর যাবৎ নবদ্বীপে শ্রীশ্রীহরিভক্তি প্রদায়িনী সভা সংস্থাপন করিয়া কতক কার্য্যারম্ভ করিয়াছি। এখানে অস্মদাদির সহকারী পরামর্শদাতা দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। বিগত ৺পূজার সময় অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলাম, কোন প্রকারে জীবন রক্ষা হইয়াছে। এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা, বয়ঃক্রম প্রায় অশীতি হইতে চলিল। শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, আর কত কালই জীবিত থাকিব। আমার অবর্ত্তমানে মৎপুত্র স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীমান্ মথুরানাথ পদরত্ন বাবাজীর অস্মদাদির জগদীশ্বর দত্ত পদ (অর্থাৎ বঙ্গদেশের প্রধান সমাজ নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থাপকের পদ) রক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ যোগ্য বটেন পরন্তু দেশ কালের অবস্থা ক্রমে যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অনুমান হয়, বাবাজী বিদ্যাতে আমা অপেক্ষা উন্নত হইলেও আমি যেরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্মানের সহিত পিতৃপদ রক্ষা করিয়া আসিলাম, উত্তর কালে, তিনি কোন ক্রমেই তদ্রূপ সম্মানের সহিত তাঁহার পিতৃপদ রক্ষা করিতে পারিবেন না। ধর্ম্মপ্রচার ও রক্ষা বিষয়ক অস্মদাদির অনুষ্ঠিত ও আরব্ধ কার্য্য কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আত্মীয় ব্যক্তির নিকট বিদিত করিয়া উক্ত বাবাজীর হস্তে ভার সমর্পণ না করিলে চিরকাল কার্য্যকারী থাকিবেক না বিবেচনায় আপাততঃ অন্য কোন উদ্যমশীল স্বধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি দর্শন না করিয়া মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করা ও অস্মদাদির সমস্ত হৃদ্‌গত ভাব ব্যক্ত করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিতেছি। এ বিষয়ে মহাশয়ের সহিত যত সত্বরে সম্ভবে সাক্ষাৎ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। সম্প্রতি শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল না হইলে শ্রীমান্ ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী ভায়াকে সঙ্গে লইয়াই মুঙ্গের যাইতাম। অতএব অনুরোধ, আগামী বৈশাখী পূর্ণিমাতে হরিসভার সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নবদ্বীপে আত্মীয়বর্গ সহিত আগমন করিয়া ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন করিবেন।

২। সমস্ত বঙ্গদেশ মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবস্থাপন পক্ষে নবদ্বীপ একমাত্র স্থান। যে সময় হইতে এখানে ধর্ম্ম মীমাংসা গ্রন্থাদির উদয় হইয়াছে, সেই অবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর চতুষ্পাঠী ও বহুল পরিমাণে ধর্ম্ম গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইয়া আসিতেছে। পরন্তু ক্রমে শোচনীয় অবস্থা ঘটিবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। কাল প্রভাবে বহুদর্শী প্রবীণ সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মীমাংসাবিৎ অথচ ধর্ম্মগত প্রাণ এরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ক্রমেই বিরল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়িদের আজি কালি উদরান্ন চলে না এবং বিদেশীয় ভাষা অর্থকরী দর্শন করিয়া অধ্যাপক বংশের সন্তানেরাও তরুণ বয়সে অনার্য্য ভাষা ও পরধর্ম্মোপদেশের অনুশীলন করিতেছে। সংস্কৃত ভাষার রীতিমত গাঢ় চর্চ্চা ও স্বধর্ম্ম শিক্ষা একেবারেই লোপ হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। বঙ্গে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের মূল স্থান নবদ্বীপেই এইরূপ ঘটিল, ক্রমে সমস্ত দেশ কিরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইবে তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীর্ঘদর্শী মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন, এক্ষণে নির্ব্বাণোন্মুখ নবদ্বীপের ধর্ম্ম প্রদীপে তৈল দান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এ বিষয়ে কর্ত্তব্যাবধারণ আশু প্রয়োজনীয়।

৩। ধর্ম্ম প্রচার জন্য কালের রুচি অনুসারে বিগত বর্ষ হইতে সাধ্যাতীত অর্থব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক "আর্য্য বিদ্যা সুধানিধি" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ করিয়াছি। বোধ হয় মহাশয়েরা দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন এই পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ের সহকারিত্ব করিবার জন্য এবং নবদ্বীপে বেদ ও বেদান্তাদি প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র সমূহের অধ্যাপনা পুনরুদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত শ্রীমান্ ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী ভায়াকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ বাস করিতে পরামর্শ দেওয়ায় তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া নবদ্বীপে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী হইয়াছেন। এ বিধায় তাঁহার প্রকাশিত "সামবেদ" ও "শ্রীমদ্ভাগবত" প্রচার বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। এক্ষণে নবদ্বীপে মুদ্রাযন্ত্র নাই। কলিকাতা হইতে প্রকাশ করিলে এতগুলি কার্য্য নিয়মিত রূপে শৃঙ্খলা পূর্ব্বক সম্ভবে না। এজন্য এখানে একটী রীতিমত মুদ্রাযন্ত্র করা আবশ্যক হইয়াছে এবং অস্মদাদির যে কার্য্য আছে, তাহাতেই একটী প্রেস্ রীতিমত চলিতে পারে। এ বিষয়ে কতকগুলি বক্তব্য আছে সাক্ষাৎকারে নিবেদন করিব।

৪। অস্মদাদির সভা নবদ্বীপস্থ হওয়ায় বঙ্গদেশস্থ প্রায় সমস্ত সভাই একপ্রকার ইহার অধীন আছে। আপনাদের সভাও বঙ্গদেশ ও পশ্চিম প্রদেশ, উভয় সংযোগ স্থলে থাকায় অধিক ব্যাপক হইয়াছে। অতএব পরস্পর একবাক্য হইয়া যাহাতে স্বধর্ম্মের উন্নতি হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। আপনাদিগের প্রচারিত "ধর্ম্মপ্রচারক" পত্রিকা উপযোগী হওয়ায় আমরা আর তদ্রূপ অন্য পত্রিকা বাহির করা অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়াছি। পরন্তু আপনাদিগের ও অস্মদাদি প্রচারিত ধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকা ও পুস্তকাদি একস্থানে মুদ্রাঙ্কিত হইলে কার্য্যের গৌরব বৃদ্ধি ও অনেক উন্নতির সম্ভাবনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। আরব্ধ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বিশেষ অর্থ সংস্থান করা আবশ্যক। এ বিষয়ে অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, সাক্ষাৎকারে পরামর্শ করিব।

৬। আবশ্যক হইলে শ্রীমান ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী ভায়াকে মুঙ্গের পাঠাইতে পারি। তিনিই এক্ষণে আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, এবং উত্তর কালেও তিনি পদরত্ন বাবাজীর পক্ষে তদ্রূপই থাকিবেন। ইতি সন ১২৮৬, তাং ১৩ই চৈত্র

চলিত নবদ্বীপ,
শ্রীশ্রীহরি ভক্তি প্রদায়িনী সভা হইতে।

———০———

শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের উক্তপত্রের উত্তর পত্র

পরম পূজনীয়াগ্রগণ্য শ্রদ্ধাভাজন
শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন
নবদ্বীপ হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার সম্পাদক
ও বঙ্গীয়পণ্ডিত কুল চুড়ামণি সাধুহৃদয় মহোদয়
শ্রীশ্রীচরণাম্বুজেষু—

প্রণাম পূর্ব্বক সবিনয় নিবেদনম্

১৩ই চৈত্র শকাব্দা ১৮০১ দিবসীয় শ্রীমন্মহাশয়ের কৃপালিপি নিয়মিত সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রের তাবদ্বৃত্তান্ত পাঠে সভার সভ্য মাত্রেই পরম পরিতুষ্ট ও নিতান্তানুগৃহীত হইয়াছেন।

যখন বিপুল দুর্ব্বিপাকগ্রস্ত বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিত সমাজের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি তখন আপনারই বিদ্যা, যশ ও জ্ঞানপ্রতিভা সমাজের শীর্ষদেশকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে দেখিতে পাই। বয়স, বিদ্যা, বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, ধর্ম্মোৎসাহ, দেশানুরাগ, পরহিতপরায়ণতা আদি সদ্‌গুণরাশি আপনাকে বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজের শিরোমণি করিয়া রাখিয়াছে। বঙ্গদেশ যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে, তাহাতে ভবাদৃশ মহাত্মার দীর্ঘায়ু ভারতের নিতান্ত প্রার্থনীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর্য্যগণ ভারতের সুখ সম্পদ সমস্তই ভোগ করিয়া বিদ্যা, জ্ঞান ও সভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, কিরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হয়, তাহার বিবিধ উপায় শিক্ষা দিয়া, জগতের চিরস্মরণীয় হইয়া স্ব স্ব বীর্য্য, শক্তি ও জ্ঞানের আদর্শ মাত্র শাস্ত্রপুঞ্জ রক্ষা করিয়া ভারত পরিহার করিয়াছেন। যে দিন হইতে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়, যে দিন অকালে শঙ্করাচার্য্য কলেবর পরিত্যাগ করেন, যে দিন হইতে যবন প্রতাপে আর্য্যগণ "হিন্দু" অর্থাৎ "কাফের" নাম গ্রহণ করিলেন, যে দিন হইতে বিপ্লবের পর বিপ্লব আসিল ও ভারত ম্লেচ্ছ শাসনাধীন হইয়া পড়িল, যে দিন হইতে বিহিত ব্রহ্মচর্য্য প্রথা ক্ষীণবল হইয়া গেল, হা! সেই দিনই ভারতকে কাল রাহু আলিঙ্গন করিয়াছে। যে দিন হইতে ভারতে ধর্ম্মাপেক্ষা বিদ্যার, ও বিদ্যাপেক্ষা ধনের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, যেদিন হইতে ধর্ম্মগত প্রাণ আর্য্যসন্ততিগণের চিত্ত অমূল্য ধর্ম্মরত্নাভরণ উন্মোচন করিয়া সামাজিক মর্য্যাদা ও সাংসারিক সুখরূপ শৃঙ্খল আদর পূর্ব্বক পরিধান করিতে শিখিয়াছেন, যে দিন হইতে স্বাধীন, উচ্চ ও উদার ভাবের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বতন্ত্রতা আসিয়া বিদ্বদ্বৃন্দের মন বিমোহিত করিয়াছে, যে দিন হইতে "সত্যমত" প্রচারাপেক্ষা "নিজমত" প্রচার পণ্ডিতগণের সারব্রত হইয়াছে, যে দিন হইতে পণ্ডিতগণ অর্থলোভে শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ গোপন করিয়া রাজা বা পোষণকর্ত্তার অনুরোধে তাহার বিপরীতার্থ ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যেদিন হইতে "সাংসারিক-স্বার্থ" উপদেষ্টা পণ্ডিত মণ্ডলীকেও নিজ প্রবল পদাঘাতে মূর্চ্ছিত করিয়াছে, হা! সেই অশুভ দিন হইতেই ভারতকে কাল রাহু গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে দিন হইতে সংস্কৃত শাস্ত্রানুশীলন রাজপ্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইল, যে দিন হইতে তেজঃ, বীর্য্য, নীতি, ধর্ম্ম, একতা ক্রমে ক্রমে ভারতের নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিল, যে দিন হইতে ভারত ঋষিগণের শাস্ত্রোপদেশ রাশি মত্ততাবশতঃ অবহেলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিল, হা! সেই দিন হইতেই ভারতের মঙ্গল সূর্য্যকে কালরাহু গ্রাস করিয়াছে! কি কুক্ষণেই গ্রাস করিল!! আর মোচন হইল না !!!

ভারতের এই দুর্দ্দিনে ভারতের সহায়তা করিবার জন্য ভারতের কয়টী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ভারতের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া ভারতীয় জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যে ব্যক্তি ভারতের কল্যাণার্থ জীবন মন সমর্পণ না করিবেন ভারত তাঁহাকে নিশ্চয়ই কৃতঘ্ন বলিয়া সম্বোধন করিবে। ঘোর অধর্ম্ম স্রোতে, ঘোর ব্যভিচারে, ভারত ভাসিয়া চলিল এবং দুঃখের পর দুঃখ, বিঘ্নের পর বিপত্তি আসিয়া ভারতকে পরিপীড়িত করিতে লাগিল। যদি ভারতে পুনর্ব্বার আর্য্যদিগের পরম প্রিয় ধর্ম্মের প্রচার ও উন্নতি হয়, যদি নীতি ও আত্মজ্ঞান মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারত সভ্য হয়, যদি একমাত্র ভগবান্‌কে তাবদ্দুঃখের অবসানকারী বলিয়া ভারত তাঁহার শরণাগত হয়, যদি সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক ভারত দেশ-হিতার্থ আত্ম বিসর্জ্জন রূপ মহাপুরশ্চরণের অনুষ্ঠান করে, তবেই আমাদিগের মঙ্গল সূর্য্য পুনর্ম্মুক্ত হইতে পারে।

পূজ্যতম! আপনাকে এই বৃদ্ধাবস্থায় বঙ্গদেশের হিতার্থ ধর্ম্মসংস্থাপনে বদ্ধ পরিকর দেখিয়া অত্র সভার আহ্লাদের সীমা নাই। বাস্তবিকই ধর্ম্মসংস্থাপন যেরূপ গুরুতর কার্য্য, তাহা ভবাদৃশ মহামনা মহাত্মার দ্বারা ভিন্ন সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনার যত্ন, উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া আমাদিগের মনে উৎসাহাগ্নি দ্বিগুণিত হইল। নিঃসহায়ক ভারতের দুর্দ্দিন রূপ এই অকূল সমুদ্রে আপনার সুস্পষ্ট, সরল এবং সাহস-ব্যঞ্জক স্বর শ্রুতিগোচর করিয়া আশা বলবতী হইল। আপনার সাধু জীবন, সারবত্তা, উচ্চ ও উদার জ্ঞান, বিচক্ষণতা, বিপুল-দর্শিতা আমাদিগের (ভারতীয় আর্য্য সমাজের ভরসাস্থল বলিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমার চাক্ষুষ নাই, কিন্তু আপনার নাম, যশোকীর্ত্তি, ধর্ম্মপ্রচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য, আমার অবিদিত নাই, আপনার আশীর্লিপি পাইবার পূর্ব্বেও আমি আপনার কার্য্য স্মরণ করিয়া মনে মনে আপনাকে প্রণাম করিতাম ও ধন্যবাদ দিতাম। আগামী পূর্ণিমায় আপনার সভার বার্ষিকোৎসব হইবে শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম, কিন্তু সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও নানা কার্য্য বশতঃ সে সময়ে শ্রীমন্মহাশয়ের শ্রীচরণারবিন্দাবলোকনে কৃতার্থ হইতে পারিলাম না। আমার একান্ত বাসনা রহিল, যে সময় বিশেষে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে বিশেষ যুক্তি ও পরামর্শ করিব। ভগবান করুন যেন সেই শুভদিন শীঘ্রই সমাগত হয়।

বঙ্গে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের মূলস্থান নবদ্বীপের দুরবস্থার কথা শুনিয়া বাস্তবিক দুঃখিত হইলাম। অনার্য্য রাজশাসনে ভারতের সার-সর্ব্বস্ব ধর্ম্মরত্নও ক্রমে ক্রমে অপহৃত হইল। পশ্চিমোত্তর প্রদেশেরও আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের প্রধান প্রধান স্থান কাশী, প্রয়াগ, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ (লক্ষ্মণাবতী) দিল্লী (ইন্দ্রপ্রস্থের সান্নিধ্য) লাহোর (লবপুর), কুরুক্ষেত্র আদি যে যে স্থানে আমি ধর্ম্মোদ্দীপনার্থ পর্য্যটন করিয়াছি সর্ব্বত্রই শোচনীয় অবস্থা দৃষ্ট হইল। ভারতের সর্ব্বাঙ্গেই ক্ষত, সুচিকিৎসকগণ যদি সর্ব্বাঙ্গেই ঔষধ প্রলেপ দেন, তবেই কল্যাণ হইবে নতুবা সত্বরেই ভারত মহাপাপ পিশাচের বিচিত্র বিলাসভূমি হইয়া দাঁড়াইবে। সমস্ত ভারতে (ভারতের সর্ব্বাঙ্গে) ধর্ম্ম প্রচারার্থ (অমোঘ মহৌষধ প্রলেপনার্থ) কতকগুলি উপযুক্ত "ধর্ম্ম-প্রচারক" ব্রতী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এজন্য ভগবানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ও ভবাদৃশ মহাত্মগণের শুভ কামনা ও শুভাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া অর্থ সংগ্রহে প্রযত্ন করিতেছি। ভগবান্ সহায়তা করিলেই আশা সুসিদ্ধ হইবে। ধন সংগৃহীত হইলে কার্য্যারম্ভকালে আপনাদিগের পরামর্শ লইব। আশা করি, মধ্যে মধ্যে পত্র দ্বারা তাবদ্বিষয়েরই সদ্যুক্তি উপদেশ করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবদ্বীপ "হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার" স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তিত হইবেন না। নবদ্বীপ বঙ্গের হরিভক্তির উৎসস্বরূপ। ভগবান্ স্বয়ংই নবদ্বীপের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। নবদ্বীপ যে সৌভাগ্য বলে শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিল এবং অধুনা আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ভাগ্য-বলই নবদ্বীপের মঙ্গলসাধন করিবে; তথাচ আমাদিগকে তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইতে হইবে। আবার যখন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় তথাকার কার্য্যের সহায়ক হইয়াছেন, তখন তাহার ভাবী উন্নতি অবশ্যই সম্ভবনীয়; আপনি এবং তিনি একত্রিত হওয়ায় বাস্তবিক মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছে। ইহাই নবদ্বীপের শুভ লক্ষণ।

আপনাদিগের সভার সহিত অত্র সভার একান্ত সহানুভূতি রহিয়াছে। এ সভা বঙ্গ ও পশ্চিমপ্রদেশের মধ্যস্থলে স্থাপিত হওয়ায় বাঙ্গালা হিন্দী উভয় ভাষাতেই ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। আপনারা ইহার প্রতি একটু দয়া রাখেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

আপনার সম্পাদিত "আর্য্যবিদ্যা সুধানিধিঃ" পাঠ করিয়াছি! বিষয়গুলি অতি উপাদেয়রূপে লিখিত হয়, অত্র সভা এক্ষণে এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন যে আমাদিগের সহিত আপনাদিগের সহানুভূতির চিহ্নস্বরূপ "আর্য্যবিদ্যা সুধানিধি" এবং "ধর্ম্মপ্রচারকের" পরস্পর বিনিময় হয়। ধর্ম্ম-প্রচারক কার্য্যালয়ে এবিষয় লিপিবদ্ধ রহিল, আপনি আর্য্যবিদ্যা সুধানিধি কার্য্যালয়ে পুস্তক প্রেরণের অনুমতি করিলে পরম সুখী হইব। ধর্ম্মপ্রচারক ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্ববিভাগেই আদরপূর্ব্বক গৃহীত হইতেছে।

নিজ অধিকারে একটি মুদ্রাযন্ত্র না থাকিলে বাস্তবিক সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদি প্রকাশিত হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়ে। এজন্য আমাদিগকেও চিন্তিত হইতে হইয়াছে। আপাততঃ কলিকাতা হইতে কার্য্য চালাইতে হইয়াছে। সময়ক্রম আমাদিগেরও একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিবার ইচ্ছা আছে, যতদিন না হইতেছে, অঙ্গীকারানুসারে কলিকাতা হইতেই কার্য্য চালাইতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎ না হইলে অনেক যুক্তি স্থির করিতে পারা যায় না। আপনাদিগকে ক্লেশ স্বীকার করিয়া এখানে আসিতে হইবে না, সময়ানুসারে আমিই শ্রীমন্মহাশয়ের শ্রীচরণদর্শনার্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হইব। নিকটস্থ হইলে মনের সকল কথা বলিব ও শুনিব।

অত্র আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী-সভা এক্ষণে বিদায় চাহিতেছেন। মধ্যে মধ্যে পত্র দ্বারা কুশলাদি জানাইলে ও ধর্ম্মপ্রচার ও উন্নতিকল্পে সময় সময় পরামর্শ দান করিলে সভা অনুগৃহীত হইবে। অলমতি বিস্তরেন।

একান্তানুগত ও বিনয়াবনত
শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন
সভার সহযোগী সম্পাদক ও
"ধর্ম্ম প্রচারক" পত্র সম্পাদক।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী-সভা

অতঃপর এতদুত্তরে একখানি সহানুভূতিকর পত্র এবং কয়েক খণ্ড "আর্য্যবিদ্যা-সুধানিধি" প্রাপ্ত হইয়াছি।

(অগ্নিচয়ন)

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা সংস্থাপন

শকাব্দা ১৮০১, ১২ই মাঘ ইং ১৮৭৯ জানুয়ারী।

১৮০০ শকাব্দার শেষ দিন, মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরম পবিত্র তীর্থ হরিদ্বার ক্ষেত্রে কুম্ভ-মেলার মহামহোৎসব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালে শুভদিনে শুভলগ্নে তত্রোপস্থিত দেশ বিদেশীয় মহাত্মগণের নিকট ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা এবং তজ্জন্য সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পুনঃ প্রচারার্থ প্রস্তাব করিয়া সকলের নিকটেই যথোচিত সহানুভূতি লাভ করেন। তিনি তথা হইতে লাহোর, অমৃতসর, দেববন্দ, আলিগড়, মতিহারী আদি স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া আসিবার সময় স্থানে স্থানে অনেকগুলি ধর্ম্মার্থ-যুক্ত বক্তৃতা করেন ও সর্ব্বত্র এই অতীব গুরুতর কার্য্যের আবশ্যকতা ঘোষণা করিয়া আসেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অচিরে "ধর্ম্মপ্রচারক", "ভারতী", "ন্যাস্‌ন্যাল পেপার", "এডুকেশন গেজেট", "ভারতবন্ধু", "মিত্রবিলাস", "ভারত-মিত্র" আদি প্রকাশ্য সংবাদ পত্রাদিতে এই শুভসংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ফলতঃ এই ভারতীয় ভাবী মঙ্গলের ভাবতরঙ্গ ভাগীরথীর অনিবার্য্য তরঙ্গের ন্যায় ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের হৃদয়ে প্রবল রূপে উদ্ভাসিত হইতে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্ত্তন ও সাধারণ সভা আহ্বান

অতঃপর ১৮০১ শকাব্দার ১২ই মাঘ রবিবার অপরাহ্নে বেলা ৩টার সময় মুঙ্গের-আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণীসভা মণ্ডপে একটী বৃহতী বিশেষ সভার অধিবেশন হয় এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহাধ্যায়ী কাশীমবাজার নিবাসী জমীদার মান্যবর রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর মহাশয় প্রধানতম সভাসদের আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার অনুরোধানুসারে সভার সহযোগী সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন "ভারতীয় ধর্ম্মরক্ষা" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতা মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন কালীন ধর্ম্মের উন্নতাবস্থা কিরূপ ছিল, কি কি কারণে এত অবনতি হইল ও কিরূপে ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন হইতে পারে তাহা বিশদ-রূপে বিবৃত হইল। বক্তা অবশেষে এইরূপ প্রস্তাব করিলেন যে, ভারতের দিগ্দিগন্তে (বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, মধ্য ভারতবর্ষ, দাক্ষিণাত্যাদিতে) সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ভাব পুনরুদ্দীপিত করিবার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মপ্রচারক বা উপদেষ্টা নিযুক্ত করা বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত আবশ্যক। উক্ত মহাত্মগণ ভারতের দেশে দেশে ধর্ম্মভাব উদ্দীপনা পূর্ব্বক ভারতের কল্যাণ উপযোগী শাস্ত্রের প্রকৃত ভাব ব্যাখ্যা করিবেন। স্থানে স্থানে ধর্ম্ম সভা ও তৎসহ সংস্কৃত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবেন। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও সনাতন আর্য্যধর্ম্ম আলোচনা ও অনুশীলন দ্বারা জাতীয় প্রকৃতি সংগঠিত হইবে। প্রচারকগণ দেশ বিদেশের সভায় গমনাগমন ও ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা সমস্ত দেশকে ধর্ম্মভাবে একতাসূত্রে বদ্ধ করিতে পারিবেন; সময়ে সময়ে ভারত হিতসাধক পুস্তকাদি প্রণীত ও শাস্ত্রাদি অনুবাদিত হইবে। এতদ্বিধ কার্য্য সূচনার্থ অন্ততঃ একলক্ষ টাকা মূলধন প্রয়োজন। সভার পক্ষ হইতে তিনি আরও বলিলেন, আমরা ভারতের বর্ত্তমান সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দুরবস্থা অবলোকন করিয়া অতিশয় মর্ম্মবেদনাগ্রস্ত আছি। আর্য্যভূমির প্রতিনিধি হইয়া ভারতের কল্যাণার্থ প্রত্যেক ভারতবাসীকেই উত্তেজনা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি। ভারত অনেক দিন তপস্যা, বিজ্ঞান চর্চ্চা, বিবিধ বিদ্যার উদ্ভাবন, ধর্ম্মসংগ্রাম, গভীর চিন্তনাদির জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আপাততঃ নিদ্রিতের ন্যায় বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছেন। এরূপ সময় নিদ্রা ভঙ্গ করিতেছি বলিয়া হয়তো অনেক নব্য সভ্যতাভিমানী বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন; কিন্তু কি করি, আর্য্যদিগের অতিশয় পরিশ্রমের ও সাধনার ধনরত্নরাশি বর্ত্তমান ভারতের আলস্য ও ঔদাস্যে বিনষ্ট হইতে চলিল। এতদ্দর্শনে আমরা বারম্বার চীৎকার করিলেও অল্প সংখ্যক সহৃদয় ও সদাশয় মহাত্মা ভিন্ন কেহই তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না। ধর্ম্মপিপাসু ভারতবর্ষ সনাতনধর্ম্মের গুহ্যরহস্যরাশির কথা শুনিতে পান না বলিয়া অবশ চিত্ত হইয়া পড়িয়াছেন; ব্যভিচার, স্বার্থপরতা, জড়বুদ্ধি, নির্ব্বেদাদি তাঁহার ব্যাধি স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মভাবই ইহার অমোঘ ঔষধ। আর্য্য মহাত্মগণ উক্ত মহৌষধ ধারণ করিয়া চিরসুখী হইয়াছিলেন। ভারতের ধর্ম্মহানিই বিবিধ ক্লেশের সূত্রপাত করিয়াছে। এই ধর্ম্মভাব পুনরুদ্দীপনার্থ ভারতের দেশ দেশান্তরে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

বক্তৃতাবসানে মান্যবর রায়বাহাদুর মহাশয় সমুৎসাহিত চিত্তে বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া সর্ব্বসাধারণকে এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিলেন, এবং স্বয়ং ৪০০০৲ চতুঃসহস্র মুদ্রা দানার্থ স্বাক্ষর করিলেন। উৎসাহ ও আনন্দ কোলাহলে সাধুবাদ ও ধন্যবাদে সভা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রায় বাহাদুর মহাশয়ের বদান্যতায় সকলেই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলেন। আজকাল ভারতে রাজকীয় সম্মান ও শূন্য উপাধি প্রত্যাশায় কত কত ধনী অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন; কিন্তু সার্থক তাঁহার জীবন ও ধন, স্বার্থক তাঁহার পৌরুষ ও প্রকৃতি, স্বার্থক তাঁহার সম্মান ও দান, যিনি মাতৃভূমি ভারতের কল্যাণার্থ, আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনার্থ, ইহ পারলৌকিক মঙ্গল সাধনার্থ ও ভারতে চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপনার্থ ধন দান করেন।

আর্য্যধর্ম্ম প্রচারার্থ রায় বাহাদুরের দান।

এই সময় হইতেই এই অভিনব ব্যাপারের সূত্রপাত ও যথাসম্ভব কার্য্যারম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের যত্নে দেশবিদেশ হইতে ধন সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং তিনি নিজ ব্যয়ে দেশদেশান্তরে কোথাও স্বয়ং প্রবৃত্ত কোথাও বা আহূত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতেই এই কার্য্য ক্ষেত্রের "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" নাম করণ হইল ও সভার উদ্দেশ্য নিয়মাবলী এবং ধর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ ও অবধারিত এবং ভারতের দিগ্দিগন্ত হইতে নির্ব্বাচিত অধ্যক্ষ মণ্ডলীর দ্বারা কার্য্য প্রবাহ চলিতে থাকিবে নিরূপিত হইল।

ধন সংগ্রহ

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা সংস্থাপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী

সভার উদ্দেশ্য

১। ভগবদ্বাণী বেদাদি বোধিত সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন এবং আশ্রমোচিত ধর্ম্মোপদেশাদি দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে মুক্তিমার্গে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

২। ধর্ম্মভাব সূত্রে ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বাসস্থান, ভাষা, পরিচ্ছদ ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে মিত্রতা ও একতা দৃঢ় করিতে হইবে এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত যাহাতে কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত না হয়, বরং একদেশে বাস জন্য সহানুভূতি প্রদর্শিত হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। ভারতবর্ষে আর্য্য বা সংস্কৃত ভাষার প্রতি সাধারণের অনুরাগাকর্ষণ এবং তদনুশীলনের উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

৪। ভাব কবিত্বের অবগুণ্ঠনে ইতিহাস, পুরাণ, তন্ত্রাদিতে যে বৈদিক উজ্জ্বল জ্ঞানোপদেশ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নিগূঢ়তত্ত্বসমূহ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তত্তাবৎ উন্মোচন পূর্ব্বক সরলভাবে সাধারণকে সদ্ধর্ম্ম পথ প্রদর্শন করিতে হইবে।

তাৎকালিক ব্যবস্থাপক সভা।

সভাধিনায়ক—*

শ্রীযুক্ত রাজা তারেশ চন্দ্র পাণ্ডে, পাকুড়।

---

* সদাশয় মহাত্মা ৺রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর অকস্মাৎ অকালে পরলোক গমন করায়, তাঁহার স্থানে পাকুড়াধিপতি সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাধিনায়ক—

শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসাদ চৌধুরী, মুঙ্গের।

কার্য্য সম্পাদক—

কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন (ধর্ম্মপ্রচারক সম্পাদক), মুঙ্গের।

সভাসদ—

শ্রীযুক্ত বাবু কমলেশ্বরী প্রসাদ (ভূস্বামী), মুঙ্গের।

„ বাবু দেবী প্রসাদ (ডেপুটী কলেক্টর), মুঙ্গের।

„ বাবু শ্যামল দাস চক্রবর্ত্তী, বি. এ, বি. এল, মুঙ্গের।

„ বাবু ভগবতী চরণ ঘোষ, মুঙ্গের।

„ বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ (শিক্ষক), মুঙ্গের।

„ বাবু তোতারাম বর্ম্মা (ভারতবন্ধু সম্পাদক), আলিগড়।

„ বাবু মহেন্দ্র নাথ ঘোষাল কাণপুর।

„ বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দপুর।

„ বাবু দরবারি লাল, মতিহারী।

„ বাবু হরিশ্চন্দ্র, কাশীধাম।

„ পণ্ডিত গোপীনাথ (মিত্রবিলাস সম্পাদক) লাহোর।

(অন্যান্য নিয়মাবলী পরিশিষ্টে লিখিত হইল)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত মহাত্মা রায় অন্নদা প্রসাদ রায় বাহাদুর যে ৪০০০ সহস্র মুদ্রা দান স্বীকার ও স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বর্গারোহণান্তে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানাধীন হইলে পর উক্ত প্রতিশ্রুত অর্থ প্রাপ্তির জন্য সভার পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মুঙ্গেরের কলেক্টরের নিকট আবেদন করেন এবং বোর্ড কর্ত্তৃকও তাহা গ্রাহ্য হয়। শেষে কুমার (পরে রাজা) আশুতোষ নাথ রায়ের বৈষয়িক কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় আপত্তি উত্থাপন করিলে এতৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে অনেক পত্র ব্যবহার করিতে হয়। অবশেষে তিনি কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ হইতে সভার জন্য স্বাক্ষরিত সম্পূর্ণ সাহায্যই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বর্ষ পরে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া প্রচারার্থ বহরমপুরে গিয়া তথায় যে দীর্ঘকালব্যাপী তুমুল ধর্ম্মান্দোলন করেন, তাহা তদ্দেশবাসীদিগের চিরদিন স্মরণ থাকিবে। রায় বাহাদুরের ধর্ম্মার্থদানের যে পূর্ণ সফলতা হইয়াছিল, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন।

ভারতে সনাতনধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের জন্য সভা সংস্থাপিত হইল বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারেন নাই। এখনও তাঁহার স্কন্ধে গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে। বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবার্থ তিনি অর্থ সাহায্য না করিলে তাঁহার অগ্রজের আয়ে বৃহৎ পরিবারের ব্যয় সংকুলন হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িত। কর্ম্ম ত্যাগ করিলে ভূদেবতা পিতামাতার ক্লেশ, তাহা দেখাও তাঁহার পক্ষে অসহ্য, অন্যদিকে কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া থাকিলে স্বদেশের ধর্ম্মভাব বিনষ্ট-প্রায় দেখিয়া তাহা দূরীকরণে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে না পারিলেও তাঁহার অন্তঃকরণ আকুল হইয়া উঠিত, এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া তিনি এতই নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইতেন যে, সময়ে সময়ে নির্জ্জনে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। জানিনা ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য প্রকৃত নীরবে অশ্রুপাত কয়জনে করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন ? যাঁহারা পারেন তাঁহারাই প্রকৃত মহাপুরুষ। এবং এইরূপ মহাপুরুষের অশ্রুসিক্ত উদ্বেগে আকৃষ্ট হইয়া তন্মোচনার্থ ঐশী শক্তি সেই দেশের ও লোকের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া কার্য্য করে, এবং তাহাতেই দেশের ও জনসমূহের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। ঈর্ষ্যা রোষ বশতঃ যাহারা তাঁহার শেষ জীবনে শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ যদি একবারও দেশের জন্য শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যাকুলতা দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় কদাচই তাঁহাদের আক্রোশের উদ্রেক হইতে পারিত না। মনের সাধে স্বদেশের উন্নতি ও স্বধর্ম্মের সেবা করিবার জন্য সত্বর সুযোগ হইতেছে না বলিয়া সত্য সত্যই আমরা শ্রীকৃষ্ণকে একান্তে অনেকবার বালকের ন্যায় রোদন করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার সে সময়ের মনোভাব স্মরণ হইলেও অশ্রু সম্বরণ করা যায় না।

———

(অগ্নিচয়ন)

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রচার কার্য্যের প্রকৃত আরম্ভ

শকাব্দাঃ ১৮০৩, পৌষ মাস (১৮৮২ জানুয়ারী মাস)

গয়াধামে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের ধর্ম্ম প্রচার।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারণী সভা সংস্থাপনের পর ১৮০৩ শকাব্দার শীতকালে ৺গয়াধামে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সপ্তাহকাল ব্যাপী প্রচার কার্য্যই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্বিবরণ "থিয়সফিষ্ট", "ধর্ম্ম-প্রচারক" প্রভৃতি পত্র হইতে সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া দিলাম :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮ই পৌষ রবিবার প্রাতঃকালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদক ও আর্য্যধর্ম্মপ্রচারক কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের অভ্যর্থনার্থ পরমোৎসাহী সদরআলা বাবু মাতাদীন, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু রামানুগ্রহনারায়ণ, গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু ভূপসেন সিং, বাবু ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী উকীল, সহৃদয় গয়ালী বাবু দাতুলাল কুটী, বাবু অঘোরনাথ পাল, বাবু বিহঙ্গনাথ দাস প্রভৃতি গয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বেলা দশ ঘটিকার সময় কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাষ্পীয় শকট হইতে অবতরণ করিলে সকলেই সম্মান ও সমাদরসহ তাঁহাকে বাসা বাটীতে লইয়া গেলেন। স্থানীয় ভদ্রগণের সহিত সদালাপ, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনাদি করিতে করিতেই সেদিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা বিষয় "প্রকৃত-উন্নতি সাধন।"

সোমবার বেলা ৩টার সময় রাজকীয় বিদ্যালয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন হিন্দী ভাষায় "প্রকৃত উন্নতি সাধন" বিষয়িণী একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। আর্য্যদিগের অসাধারণ সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর উন্নতি এবং আমাদিগের বর্ত্তমান যৎপরোনাস্তি অবনতি ও দুর্গতি বিশদরূপে বিবৃত হইল। কিরূপে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি পরস্পর অবিরোধে সুসম্পন্ন হইতে পারে এবং তত্তাবৎদ্বারা কি প্রকারে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সংসাধিত হয় আর্য্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ অভিনব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পদ্ধতিতে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইল। প্রাতঃস্নান, পুষ্পচয়ন প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলিরও অত্যাবশ্যকতা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইল। আর্য্য ঋষিগণ সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত নিয়ম উদ্ভাবন ও প্রণয়ন করিয়াছিলেন জীবনকে ধর্ম্মময় করিবার জন্য। শয্যা হইতে উঠিয়া নিদ্রা যাওয়া পর্য্যন্ত, গর্ভাধান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোনটীকেই তাঁহারা ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ করিয়া দেখেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থ সকল, উপদেশ সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মাগ্নির তেজময়ী প্রতিভায় পরিপূর্ণ। তাঁহারা যাহা বলিতেন, যাহা করিতেন, ধর্ম্মই তত্ত্বাবতের লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ; অগত্যা ধর্ম্মানুরঞ্জিত না হইলে কিছুই তাঁহাদের ভাল লাগিত না। প্রকৃতিই আর্য্যধর্ম্মের আধার ভূমি, সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিনানুমোদনে তাঁহারা কোন ব্যবস্থাই বিধিবদ্ধ করিতেন না। তাঁহারা সত্য-স্বরূপের আশ্রিত, সত্যই তাঁহাদের জীবনাবলম্বন ছিল, তাঁহারা সত্যব্রত থাকিয়া সর্ব্বদা পরমসত্য পরমাত্মা সত্তারই উপলব্ধি করিতেন; তাহাতেই তাঁহারা প্রকৃত উন্নতির শিখর দেশে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন; তাহাতেই তাঁহাদের নাম প্রতিভা চিরস্মরণীয় ও বিশ্ববিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সত্য হইতে কখন তাঁহারা বিচ্যুত হইতেন না, অখণ্ড জগৎকে এক সত্যময় দেখিতেন; আমরা যদি ভ্রান্তিক্রমেও তাঁহাদের উপদেশ ও বিধি সমূহকে অসত্য ও ভ্রমসঙ্কুল মনে করি, তাহা আমাদের ঘোরতর ও ভয়ানক পাপ বলিয়া গণ্য হইবে। পূজ্যপাদ আর্য্যদিগের উপদেশানুসারে না চলিলে, সনাতন আর্য্যধর্ম্মের আশ্রয় না লইলে, আর্য্যভাবে হৃদয় সুসংগঠিত না করিলে ভারতের "প্রকৃত উন্নতি" হইবে না, অধোগতি ঘুচিবে না। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন স্বীয় বক্তৃতায় এতাবৎ অতি বিস্তৃতরূপে ও বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভারতের প্রেতত্ব মোচন

মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর গয়াধামের সুপ্রসিদ্ধ "বিষ্ণুপাদ" পীঠের প্রস্তর বিনির্ম্মিত নাট-মন্দিরে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত হিন্দী-ভাষায় "ভারতের প্রেতত্ব মোচন" বিষয়িণী বক্তৃতা হয়। নাটমন্দিরটী আলোক মালাদি দ্বারা অতীব সুসজ্জিত হইয়াছিল। গয়ার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ ও মান্যগণ্য ব্যক্তি ও সাধারণ লোকের সমাগমে নাটমন্দির ও গৃহপ্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত জনাকীর্ণ হইয়াছিল। বক্তার বক্তব্য বিষয়টীও স্থানোচিত হইয়াছিল। পট্টবস্ত্রাদি ভূষিত বক্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমতঃ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বিষ্ণুপাদে প্রণাম ও স্পর্শ করিলে ধর্ম্মোৎসাহী গয়াল শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বারিক ও দাদুলাল কুটী আদি সাধুহৃদয়গণ কুমার শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে সুরভিকুসুমরাজি রচিত আপাদ বিলম্বিত বনমালা পরাইয়া দিলেন। বক্তা উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবৎ স্তোত্র পাঠপূর্ব্বক বক্তব্য বিষয়ের চমৎকার সূচনা ও ব্যাখ্যা করিলেন। বক্তৃতাটী প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। প্রথমতঃ আর্য্যদিগের নির্ম্মল জাতীয় প্রকৃতি, ধর্ম্মভাব ও সামাজিক উত্তমোত্তম রীতি নীতি পরিবর্ণিত হইল এবং ইহাও বিশদরূপে প্রদর্শিত হইল যে আর্য্যদিগের রাজ্য-হানির সঙ্গে সঙ্গে যাবনিক ও ম্লেচ্ছভাবরূপপ্রেত ভারতকে আশ্রয় করিয়াছে। যদি কোন পুং প্রেত কোন স্ত্রীলোককে আশ্রয় করে, তবে সেই স্ত্রীর মুখ হইতে পুরুষোচিত ভাষা নির্গলিত হয়। প্রেতগ্রস্ত "কমলা" কে নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে প্রেতের নামানুসারে বলিবে যে আমার নাম "রামচাঁদ"। তাহার রীতি প্রকৃতিও পুরুষের ন্যায় হইয়া যাইবে, অর্থাৎ সে পুরুষবৎ নির্লজ্জ ভাবাদি যুক্ত হইয়া পড়িবে, কেননা এক্ষণে সে প্রেত প্রকৃতি যুক্ত। আজকাল আমাদিগের মধ্যে অনেক মহাত্মা যবন ও ম্লেচ্ছানুকরণে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; তাঁহাদের ভোজন ভাষা, রীতি, নীতি আদি বহুতর বিষয় ম্লেচ্ছাদি বিজাতীয় ভাব রূপে প্রেতের রীত্যনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এমন কি সন্তানের নাম রক্ষাকালে জয়সিং না রাখিয়া ফতেসিং রাখিয়া থাকেন। ধর্ম্মানুশীলনও প্রেতভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সিদ্ধ বিশ্বাস এই যে এতৎ বিষ্ণুপাদে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃগণের প্রেতত্ব বিমোচন হয়, এজন্য অদ্য আমরা বিষ্ণুপাদে সকলে সমবেত হইয়াছি। আলস্য, ঔদাস্য, উপেক্ষা, শাস্ত্রানভিজ্ঞতা, পরাধীনতা, ভীরুতা, ব্যভিচার, বিজাতীয় ব্যবহার, সুরা সেবনাদি প্রচণ্ড প্রেতমণ্ডলী আসিয়া ভারতকে আশ্রয় করিয়াছে, এতাবৎ প্রেতাপসরণ জন্য আমাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ্ণুপাদের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্মবল লাভ করিতে না পারিলে আমাদিগের হৃদয়ের তেজ বৃদ্ধি হইবে না। বিষ্ণুই একমাত্র রক্ষক, আর্য্য ধর্ম্মভাবোত্তেজনা দ্বারা তিনি আমাদিগকে মহান্ অনর্থজাল হইতে মুক্ত করুন। বিষ্ণু পাদাশ্রয়ই জীবের সমস্ত বলের সূচনা করিয়া দিবে। শ্রোতৃবর্গ বক্তৃতার আদ্যোপান্ত নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ কখনও নয়নাশ্রুতে অভিষিক্ত হইতেছিলেন, আবার কখনও বা আনন্দ ও উৎসাহে ঘন ঘন করতাল ধ্বনিতে মন্দির প্রতিধ্বনিত করিতেছিলেন। গয়ার জনমণ্ডলী তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ গভীরভাব ব্যঞ্জক বক্তৃতাতে বিমুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

বক্তৃতার বিষয়—"ভারতীয়-ধর্ম্মের দুর্দ্দশা-শান্তি"

বুধবার উত্তর মানসের নিকট স্থানীয় ধর্ম্মসভা-মণ্ডপে মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার প্রধান পণ্ডিত শ্রীমদ্ অম্বিকা দত্ত মিশ্র মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিলে পর কুমার শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন বহু জনাকীর্ণ সভার অনুরোধে "ভারতীয়-ধর্ম্মের দুর্দ্দশা শান্তি" বিষয়িণী একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। প্রথমে আর্য্যধর্ম্ম বর্ত্তমানে নিষ্প্রভ হইবার বিবিধ কারণ প্রদর্শিত হইল। তৎপরে সংস্কৃত ভাষার বহুল চর্চ্চা ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার নিয়মানুসারে ধর্ম্মাচার্য্য মণ্ডলী নিয়োগপূর্ব্বক দেশ দেশান্তরে সর্ব্বসাধারণের নিকট সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ও উপদেশ-দানাদির আবশ্যকতা প্রকৃষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইল।

বৃহস্পতিবার গয়ার প্রসিদ্ধ জমীদার মান্যবর রায় শ্যামলাল মিত্র মহোদয়ের সুবিস্তীর্ণ ভবনে বঙ্গভাষায় "ধর্ম্মসাধন" বিষয়িণী বক্তৃতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল। জড়ের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ, প্রাকৃতিক জগৎ আমাদিগের শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদির উপর কিরূপ আধিপত্য করে, দেশ কালাদি ভেদে মনের উৎকর্ষ ও স্থিরতা সম্পাদনার্থ কিরূপ প্রাকৃতিক উপাদানের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষাদি অবস্থা, জাতি ও প্রকৃতি ভেদে ধর্ম্মসাধন প্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যে প্রাকৃতিক নিয়মানুমোদিত, এতাবৎ বক্তামহোদয় অতীব দুর্জ্ঞেয় বৈজ্ঞানিক (আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক) প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা বিস্তার পূর্ব্বক পরমাত্মার জীবাত্মার সমাধানই সকল কার্য্যের বা ধর্ম্ম সাধনের শেষ লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীস্বাধীনতা ও বর্ণভেদ বিচারেরও যথোচিত সমালোচনা হইয়াছিল। স্ত্রী-প্রকৃতি যে স্বভাবসিদ্ধ পরাধীন ও স্ত্রীদিগকে স্বাধীনতা দিলে স্ত্রীভাব বিনষ্ট হইয়া কিরূপে ধীরে ধীরে পুরুষ-ভাব তাঁহাদিগকে আশ্রয় করে, এবং যে পর্য্যন্ত জীব আত্মসমাধি দ্বারা পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না করে—তাবৎকাল বিভিন্ন বা তমো-রজো গুণাদি বিদূষিত হীনবর্ণের স্পৃষ্ট বা দত্ত দ্রব্যাদি ভোজন করিলে সাধনকালে যে বিবিধ বিঘ্ন হইতে পারে, তত্তাবৎ বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইল। ইহাও এস্থলে অবশ্য বক্তব্য যে স্বয়ংসিদ্ধ কতিপয় বৃথা জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি ভিন্ন সহৃদয় মাত্রেই বক্তৃতার সূক্ষ্ম দার্শনিক যুক্তিগুলিকে প্রণিধান করিয়া বক্তাকে যথোচিত সাধুবাদ দান না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

"ধর্ম্মসাধন" বিষয়িণী বক্তৃতা

মূর্ত্তিপূজা

শ্রোতৃসংখ্যা দিন দিন অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া ও সর্ব্বসাধারণের শ্রবণ-সুগমার্থ রাজকীয় বিদ্যালয়ের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে শুক্রবারে সভা হইল। সুবিশাল চন্দ্রাতপে ও প্রশস্ত আস্তরণ বিস্তারে প্রাঙ্গণ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। অদ্যকার সভায় গয়ার সম্ভ্রান্ত, মান্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চপদস্থ প্রসিদ্ধ ভদ্র কোন মহাত্মাই প্রায় অনুপস্থিত ছিলেন না। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, অদ্য লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন আর্য্যধর্ম্মার্থী ও অন্যান্য সাধারণ লোকের সংশয়-অপনোদনার্থ অদ্য হিন্দীভাষায় পৌত্তলিকতা বা "মূর্ত্তি-পূজা" বিষয়িণী একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা মধ্যে ইহা সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন, যে মূর্ত্তি-পূজক আর্য্যগণ মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর বা দারু প্রভৃতির পূজা করেন না, তাঁহারা স্থূলে সূক্ষ্মে ক্ষুদ্রে বৃহতের মধ্যে এমন কি অণু পরমাণুতেও সর্ব্বাধিষ্ঠিত পরমাত্মারই পূজা করিয়া থাকেন। মূর্ত্তি দর্শনে বা অর্চ্চনায় কিরূপে ধারাবাহিক রীতিতে মন ব্রহ্মাত্ম-সোপানে অধিরোহণ করে, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইল। মূর্ত্তিগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতা মাত্রেই পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন পরিশেষে অত্যন্ত উৎসাহ পূর্ণ বাক্যে বক্তা প্রত্যেক হৃদয়ে আঘাত পূর্ব্বক দেখাইয়া দিলেন যে, যে পর্য্যন্ত জীব ভগবৎ সাধনা দ্বারা আত্মাকে প্রাকৃতিক শক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করাইতে না পারে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত মন, বুদ্ধি, চিত্তাদির সাহায্যে ঈশ্বরোপাসনা করিতে হয়, সাধক খ্রীষ্টান হউন, মুসলমান হউন, বৌদ্ধ হউন, ব্রাহ্ম হউন, জৈন হউন, দয়ানন্দী হউন, অথবা যে কোন ধর্ম্মমতাবলম্বী হউন,তাবৎকাল তিনি মূর্ত্তির উপাসক বলিয়া গণ্য। কেহ রূপ, কেহ গুণ, কেহ শব্দ, কেহ অবস্থা, কেহ ভাব ইত্যাদি, কোন না কোন জড়ের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। কেবল সমাধি সিদ্ধ পুরুষই নিরাকার নির্ব্বিকার, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক। অদ্যকার বক্তৃতায় বক্তা অন্যদিন অপেক্ষাও শ্রোতৃবর্গের অধিকতর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাঙ্‌নৈপুণ্যে বিষয়ের জটিলত্ব ও গুরুত্ব সহজ বুদ্ধিগম্য হওয়ায় শ্রোতৃবর্গের আজ তৃপ্তির সীমা ছিল না। তাঁহার আজিকার বক্তৃতা বিদ্বান ও ইতর সাধারণ সকলের উপরই যে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল সেরূপ প্রভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতিপূর্ব্বে আর কোন প্রচারকেরই বক্তৃতায় অনুভূত হয় নাই, একথা সকলের মুখেই আলোচিত হইতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে মূঢ়চিত্ত মূর্ত্তিপূজার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া উহাকে উপহাসের বিষয় মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, আজ তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের অকাট্যযুক্তি, তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও বাগ্ বিভূতির সমক্ষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ফলে অনেকে আপনাপন চিরপোষিত ভ্রম সঙ্কুল ধারণাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

ধর্ম্ম সংস্থাপন

রাজা রণ বাহাদুর সিং ভবনে বক্তৃতা।

রবিবারে প্রাতঃকালে আট ঘটিকার সময় শ্রীমদ্ রাজা রণবাহাদুর সিং মহোদয়ের ভবনে একটী সভা আহূত হয়। সভাতে তথাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি মাত্রেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। রজতমণ্ডিত-দণ্ড শোভিত সুচারু চিক্কণ চন্দ্রাতপের নিম্নে বক্তার আসন সুসজ্জিত হইয়াছিল। তথায় সোৎসাহচিত্ত নির্ভীক-হৃদয় বক্তা "ধর্ম্মসংস্থাপন" বিষয়িণী একটী অতীব সারগর্ভ উপ-দেশপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ব্যবহারিক ও আভ্যন্তরিক ভেদে তিনি ধর্ম্মের একই মূর্ত্তির দুইটী দিক পৃথক্ করিয়া দেখাইয়া সকলকে বুঝাইলেন যাহার যেরূপ অধিকার তাহার পক্ষে ধর্ম্মের সেই সেই অঙ্গই উপাসিতব্য। ধর্ম্মানুষ্ঠান হীন হইয়া থাকা কাহারও পক্ষেই কর্ত্তব্য নহে। যে গূঢ়-অধ্যাত্ম ভাবের অধিকারী সে সেই ভাবকেই সাধন দ্বারা পুষ্ট করুক, যে অন্তর্পূজার অধিকারী নহে, সে ধর্ম্মের বাহাঙ্গ লইয়া খেলা করিলেও একদিন না একদিন তাহার চিত্ত অন্তর্ম্মুখী হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া গুরু সমীপে উপস্থিত হইবে, ভগবৎ কৃপায় সে একদিন নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইয়া যাইবে। তবে তিনি মনুষ্য মাত্রকেই বাহ্যব্যাপারে সদাচারী ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ম্মল চরিত্র এবং অন্তরে ভগবচ্চরণানুরক্ত হইতে উপদেশ করিলেন। যাহারা মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত এবং প্রতিনিয়ত জগতের ও জীবের অমঙ্গল কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বাহিরে হিন্দু ও ভিতরে ম্লেচ্ছ, তাহাদিগকে তিনি জন-সমাজের বিশেষ অনিষ্টকারী বলিয়া স্থির করিলেন। যিনি বাহ্যাভ্যন্তরে ধর্ম্ম সাধন করিতে পারেন, তিনিই ধর্ম্মাত্মা। যিনি লোক সমাজকে সৎপ্রকৃতিস্থ ও আপনাকে ভগবন্নিষ্ঠ করিতে পারেন, তিনি ধর্ম্ম সংস্থাপনে সমর্থ। এতদ্বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে পবিত্র গয়াধামে সংস্কৃত শাস্ত্রের বিধিমত আলোচনা ও ধর্ম্মার্থ চর্চ্চার জন্য একটি বৈদিক বিদ্যালয় ও একটি সংস্কৃত পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রত্যেক সাধুহৃদয়কে যথোচিত উত্তেজিত করিয়া বক্তৃতার উপসংহার করিলেন। সেই সভামধ্যেই প্রধান প্রধান মহাত্মগণ তৎক্ষণাৎ এতৎ সাধু প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত ও অগ্রসর হইলেন। রাজা রণবাহাদুর মহোদয় তন্মুহূর্ত্তেই নগদ ১০০০৲ এক হাজার টাকা দান করিলেন। অন্যান্য মহাত্মগণ যথোচিত সাহায্যার্থ দানাঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই সময় কোন কোন ব্যক্তির মুখে বক্তা শুনিলেন যে ব্রাহ্মগণ তাঁহার শুক্রবারের বক্তৃতার বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া জন-সাধারণের মনে বিবিধ সংশয় উৎপন্ন করিয়া দিয়াছেন। তিনিও সমর নিপুণ সাহসী বীরের ন্যায় তাঁহাদের সহিত প্রকাশ্য সভায় অদ্যই অপরাহ্নে তাবৎ সংশয় নিরসন করিয়া দিবার জন্য ঘোষণা করিলেন।

রাজকীয় বিদ্যালয়ের বিস্তৃত প্রাঙ্গণই বক্তৃতার জন্য নিরূপিত হইল। শত্রু মিত্র দুই পক্ষকেই বক্তৃতাস্থলে আহ্বান করা হইল। সময়াভাবে বিজ্ঞাপন পত্র প্রচার করিবার আর অবসর হইল না, কেবল লোকমুখে এতৎ সমাচার বিঘোষিত হইয়া গেল। তথাপি বক্তৃতা শুনিতে সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতার ও বাহ্যপূজা

"অবতার ও বাহ্যপূজা" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল। সূক্ষ্মতম শক্তি হইতে কিরূপে স্থূল পদার্থ উৎপন্ন হয়, পার্থিব জগতের উপকারার্থ কিরূপে ঐশী শক্তি উত্তেজিত ও স্থূল জগতের উপযোগী হইয়া অবশ্যম্ভাবী স্থূল ভাব ধারণ করে, পৃথিবী পাপভারাক্রান্ত হইয়া কিরূপে বিধাতার নিকট রোদন করিলে বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার মোচন করেন, এতাবৎ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া বাহ্যব্যাপারদ্বারা মনের সূক্ষ্মতা সাধনের উপায় ও রীতি, বিষয়বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাহ্যপূজার অত্যাবশ্যকতা, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানানুমোদিত যুক্তি-দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী ভাবময়ী ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা অনেক অবিশ্বাসীর মত পরিবর্ত্তন করিয়া দিল, অর্দ্ধবিশ্বাসী যাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে নূতন ভাব প্রদান করিয়া তাঁহাদের অর্দ্ধসুপ্ত বৃত্তিকে জাগ্রৎ করিয়া ভগবন্মুখী করিয়া দিল, আর যাঁহারা ধর্ম্মানুরাগী তাঁহাদের চিত্ততো প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অপরাহ্ণ তিনটার পর বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছিল, সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে তখন বক্তৃতা শেষ হইল। *

সুনীতি সঞ্চারিণী সভা ও নীতিশিক্ষা।

বর্ত্তমান শিক্ষা বিভাগের অব্যবস্থা বশতঃ বিদ্যালয়ের পঠন পরায়ণ আর্য্য-বালকবর্গ আর্য্যদিগের নীতি ও ধর্ম্মভাব কিছুই শিখিবার অবকাশ পায় না। আর্য্য-বালকগণ এই সময় হইতে নিজ নিজ চরিত্র ও প্রকৃতি সংগঠনের উপদেশ না পাইলে ভবিষ্যৎ ভারতীয় সমাজ বর্ত্তমানাপেক্ষা

* বক্তৃতাবসানে সব্‌জজ্‌ মাতাদীন বাবু বলিয়াছিলেন—"আপ্‌ তো বড়া চোখা চাকু চালাতে হৈ" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সহাস্যে বলিলেন—"যহ ডাক্তারকী চাকু, হালাল কা নহী"। ইহা চিকিৎসকের অস্ত্র, কসাইয়ের নহে। চিকিৎসকের অস্ত্রাঘাতে ক্লেশ হইলেও তাহা ক্ষত আরোগ্যের জন্যই ব্যবহৃত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় দূরদর্শী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কয়েক বৎসর হইল মুঙ্গেরে বালকবর্গের নীতি শিক্ষার্থ "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" সংস্থাপন করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্যে এখানেও তৎসভার নাম ও নিয়মানুসারে একটী সভা সংস্থাপন মানসে রবিবার সন্ধ্যার পর মান্যবর রায় শ্যামলাল মিত্র মহাশয়ের ভবনে একটী সভা আহূত হইল। অধিকাংশ বালক ও কিয়দংশ প্রবীণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। নীতিশিক্ষা লাভে বালকদিগের কিরূপ হৃদয়ের প্রশস্ততা, উচ্চমনস্কতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় ও তদভাবে কিদৃশী হানি হয়, বক্তা উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে সরলভাবে তত্তাবৎ প্রদর্শন করিয়া বালকবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিলেন। সুবোধ ও উৎসাহিত চিত্ত বালকগণের উদ্যোগে সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। আর্য্য ধর্ম্মানুরাগী সুযোগ্য উকীল মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল মহাশয়ের হস্তে সভাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টার ভার সমর্পিত হইল। ইহার পর সর্ব্বসাধারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বক্তা ভগবদ্ভক্তি ভাবোদ্দীপনী একটী সুমধুর উপদেশ প্রদান করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলেন।

গয়ার এই সপ্তাহকালব্যাপী ধর্ম্মান্দোলন উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সম্বন্ধে তৎকালে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা যেরূপ সারবান ও প্রাঞ্জল তদ্রূপ হৃদ্য ও সুললিত ; তাঁহার বক্তৃতায় যথেষ্ট মাধুর্য্য আছে। তিনি অনর্গল ৪।৫ ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াও বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা করেন না, বা পিপাসার অধীন হন না। বিশেষতঃ রবিবার দিবস তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে তিনটী বক্তৃতা করিতে দেখিয়া সকলেই অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা কেবল মধুর শান্তিরসোদ্দীপক নহে, তন্মধ্যে উৎসাহ উত্তেজনার জ্বালা উদ্গীরণ করে। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে লোকের চিত্ত যেরূপ ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া যায়, বৈরাগ্যে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়, আবার তেমনই উৎসাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্যমে হৃদয় উন্মাদিত হইয়া উঠে। তাঁহার লোকচিত্ত আকর্ষণের অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, সুতরাং ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, জ্ঞানী সকলেই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। তিনি বালক বৃদ্ধ যুবা ত্রিবিধ লোকেরই প্রিয়পাত্র ও বিশ্বস্ত বন্ধু, এমন কি আর্য্যধর্ম্মবিদ্বেষ্টৃবর্গও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছেন, এবং এজন্য সকলে যে তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী একথাও সকলে স্বীকার করিয়াছেন। ধন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন! আজ তুমি আর্য্যবংশীয়-দিগের দুর্দ্দশায় দুঃখিত হইয়া ধর্ম্মোত্তেজার জন্য, স্বদেশের পরম কল্যাণের জন্য, ভারতের দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলে। আজ তুমি স্বধর্ম্মের নিমিত্ত, লোকহিতের নিমিত্ত, আত্মোন্নতির নিমিত্ত, এই ভোগ প্রধান ঊনবিংশ শতাব্দীতে কঠোর চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিলে। তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ! ভগবান্ তোমাকে দীর্ঘজীবী ও কুশলে রক্ষা করিয়া আমাদিগের কল্যাণ বৃদ্ধি করুন।"

(অগ্নিচয়ন)

সপ্তম অধ্যায়

[পিতৃবিয়োগ ও প্রচার ব্রতাবলম্বন]

শকাব্দা ১৮০৩ চৈত্র মাস

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রায় প্রতিবর্ষে পূজার সময় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পিতৃ মাতৃ দর্শন জন্য বাটী যাইতেন। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে বঙ্গের পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অতি প্রবল হইয়া থাকে। সুতরাং পূজায় বাটী গেলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে প্রায়ই প্রতি বৎসর মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্ত্তনের পর একবার জ্বর ভোগ করিতে হইত। তিনি যে কয়েকদিন বাটীতে থাকিতেন, তাহাও সদালোচনা ও ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত হইত। তিনি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়া অবধি যে যে সময়ে বাটী যাইতেন, সে সময় গুপ্তপাড়া ও তৎসন্নিহিত স্থানেও ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতাদি করিতেন। তাঁহার এই সাধু উদ্যমে গুপ্তপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামধন বিদ্যালঙ্কার ও গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন মহোদয় বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বসাধারণ লোকেই আগ্রহ সহকারে ইহাতে যোগদান করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবায়ত দণ্ডীস্বামী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। গুপ্তপাড়ার স্কুলগৃহে ও বাজারের চাঁদনীতে অনেকবারই তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন। সময় সময় বাজারের বহির্প্রান্তরে বক্তৃতাকালে তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় আকৃষ্ট হইয়া সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া তাহা একাগ্রচিত্তে শুনিয়াছে। তাঁহারই উত্তেজনায় গুপ্তপাড়ার ধর্ম্মসভা স্থাপিত ও সভাগৃহ নির্ম্মিত হয়। তাঁহারই উদারতা ও উদ্দীপনায় গুপ্তপাড়ার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সমাজ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় বহন করেন। তাঁহারই উৎসাহে প্রসিদ্ধ ভাগবত ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় সাধারণ্যে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারই আগ্রহাতিশয়ে ও ব্যবস্থায় পণ্ডিত রামধন বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও জয়পুর প্রভৃতি গমন কালে মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়া তথাকার ধর্ম্ম সভায় উপদেশ দান করিতেন।

১৮৮১ খৃঃ পূজায় সময় বোহারে বক্তৃতা ও মুসলমান জমীদারদের আনন্দ প্রকাশ।

১৮০৩ শকাব্দার (১৮৮১ খ্রীঃ) পূজার সময় বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বোহারের মুসলমান জমীদারগণ তাঁহার ধর্ম্মার্থপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোহারে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের অগ্রজমহোদয় চিকিৎসা করিতেন। সুতরাং তিনি বোহার হইয়া গুপ্তপাড়ায় গেলেন। বোহারের মুন্সীগণ তাঁহার নিরপেক্ষ ধর্ম্মভাবোদ্দীপক বক্তৃতায় পরমপ্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন অগ্রজের সহিত বাটী আসিলেন। অবশিষ্ট কয়েক দিবস পিতামাতার নিকট থাকিয়া অবকাশান্তে মুঙ্গেরে গমন করেন। এইবার পিতার সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাৎকার হয়। পিতার বয়ঃক্রম তখন ৭২ বৎসর হইয়াছিল। শরীর বিশেষ অশক্ত হয় নাই বলিয়া কাহারও কোন আশঙ্কা হইত না। শ্রীকৃষ্ণ মুঙ্গেরে গিয়া ম্যালেরিয়ায় কিছু কষ্ট পাইলেও পুনরায় সুস্থ শরীরে কার্য্য করিতেছেন জানিয়া পিতা আশ্বস্ত আছেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মধ্যে মধ্যে হৃদ্বেদনা হইত, তজ্জন্য পিতা তাঁহাকে অর্জ্জুনঘৃত সেবন করাইয়া সুস্থ করেন, পুনরায় তাহা প্রস্তুত করিবার চেষ্টায় আছেন। পরে শীতকালে গয়া হইতে আহূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তথায় যেরূপ ধর্ম্মান্দোলন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা জানিয়া পিতা পরম আনন্দিত হইয়া শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক পুত্রকে পত্র লিখিলেন। ক্রমে চৈত্র মাসের প্রারম্ভে কবিরাজ মহাশয়ের সামান্য জ্বর প্রকাশ হইল। বাটীতে পুত্রেরা কেহই উপস্থিত নাই। সামান্য জ্বরে কোন সন্দেহ না হওয়ায় কেহ পুত্রদিগের নিকট সংবাদও দেন নাই। কয়েকদিন পরে কবিরাজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী মধুমতী দেবী শ্বশুরালয় হইতে পিতৃব্যকে দেখিতে আসিলেন। কেহ পাছে ভীত হয়, এইজন্য কবিরাজ মহাশয় মধুমতীকে সাহস দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া মধুমতীর সন্দেহ হইল। তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগুরুপ্রসন্নকে আনিবার জন্য আট ক্রোশ দূরে বোহারে লোক গেল এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে পত্র দেওয়া হইল। অপরাহ্নে অবস্থা আরও সন্দেহজনক দেখিয়া মধুমতী অন্য ব্যবস্থা না হইলে নিজে যে পাল্কীতে আসিয়াছেন, তাহাতেই খুল্লতাতকে তীরস্থ করিবেন মনে করিতেছেন, ইতিমধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বজাতীয় প্রতিবেশিগণ গ্রামের শীর্ষস্থানীয় কবিভূষণ মহাশয়কে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। খট্টাও প্রস্তুত হইল। কবিরাজ মহাশয় প্রয়াণকাল আসন্ন হইতেছে জানিয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বলিলেন, অমনি সকলে হরিধ্বনি দিয়া খট্টা স্কন্ধে করিয়া বহির্গত হইলেন। বাটীর বাহিরে আসিয়া কবিরাজ মহাশয় তাঁহার প্রাণের দেবতা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং নিজহস্তে পাখা লইয়া বাতাস খাইতে খাইতে চলিলেন। এক ক্রোশ দীর্ঘ পথের দুই পার্শ্বে লোক দাঁড়াইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল, তিনি সকলের নিকট সম্বন্ধানুসারে প্রণাম, নমস্কার, আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিদায় লইতে লাগিলেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতার হৃদয়ে সে দিনকার দৃশ্য চিরতরে অঙ্কিত হইয়া গেল। দিবাবসানে সকলে গোকুলগঞ্জের গঙ্গাতটে খট্টা নামাইলেন, পর পারেই শান্তিপুর, কবিরাজ মহাশয়ের গুরুস্থান। সজ্ঞানে গঙ্গাতটে আসিয়া কবিরাজ মহাশয় আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন, এবং ইষ্টদেবের নাম স্মরণে রত হইলেন। রাত্রি আট ঘটিকার সময় ইহজীবনের শেষ মুহূর্ত্তটী উপস্থিত হইল, তিনি নিজ বিশ্বাস ও ভক্তিবলে অমরধামে গমন করিলেন। পুত্রাদির অনুপস্থিতিতে তাঁহার কোন অভাবই হইল না। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগুরুপ্রসন্ন রাত্রিতে তীব্র জ্বরে শয্যাগত, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নও অতিদূর দেশে অবস্থিত; কেহই অন্তিম সময়ে পিতার সমীপস্থ হইতে পারিলেন না। প্রেম ও ভীম নামে দুই ভাই (চাষী বাগ্দী) কবিরাজ মাশয়কে 'ধর্ম্মবাপ' বলিত। তাহারা দুই জনেই রাত্রিতে চিতার কাষ্ঠাদি আনয়ন করে এবং রক্ষক রূপে থাকিয়া শ্মশানবন্ধুদিগের সম্পূর্ণ প্রকার সহায়তা করিয়াছিল। নিজ ধর্ম্ম বলে তিনি পুণ্যাত্মাদের যে দুর্ল্লভ গতি তাহাই লাভ করিলেন। কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে "ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলম্" সম্পূর্ণ সফল হইল। লোকে নিজ কল্যাণের পথ নিজে করিলে পুত্রাদির অপেক্ষা করিতে হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজে ধর্ম্ম সাধনা না করিয়া পরলোকে সদ্গতির জন্য পুত্রাদির উপর নির্ভর করা, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিজ দুর্ব্বলতা গোপন করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। দৈহিক সুখ দুঃখ প্রারব্ধাধীন ধারণা থাকিলে রুগ্ন শয্যায় সেবা শুশ্রূষার কি হইবে বলিয়া ভাবিতে হয় না। নিজ পুণ্য বলেই ঈশ্বরচন্দ্রের পার্থিব জীবনের শেষ সময় শান্তিতেই অবসান হইয়া গেল।

কয়েকদিন মধ্যেই সকলে বাটী আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সাহঃ তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতা অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বাড়ীতে সংকীর্ত্তন হইতেছে, বৃষোৎসর্গের যূপকাষ্ঠ উত্তোলন করিয়া দেশ-কালিকাতলায় লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় জামালপুর হইতে সংবাদ আসিল শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন প্রার্থিত অতিরিক্ত অবকাশ পাইবেন না, তাঁহাকে তৎপর দিবসই অফিসে উপস্থিত হইতে হইবে। পত্র পাঠান্তে শ্রীকৃষ্ণ দাসত্ব পিতৃকার্য্যেও কণ্টক হইল ভাবিয়া অশ্রুপাত করিলেন এবং অচিরে কার্য্য ত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি সেই দিনই মাতৃচরণে প্রণামানন্তর কর্ম্মত্যাগে মাতার অনুমতি লইয়া জামালপুর যাত্রা করিলেন। কয়েকদিন পরেই তিনি চিরদিনের জন্য অর্থের দাসত্ব ত্যাগ করিলেন।

কর্ম্মত্যাগ

অফিসের উপরিতন কর্ম্মচারী সাহেবেরাও তাঁহার সদ্‌গুণে বিশেষ প্রীত ছিলেন, সকলেই তাঁহার কর্ম্মত্যাগে যেমন দুঃখিত, আবার তাঁহার জীবনের মহদ্‌ব্রতের কথা শুনিয়া, তিনি ধর্ম্মার্থ জীবন উৎসর্গ করিতেছেন জানিয়া সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর হইয়াছে। রেলওয়ে প্রভিডেণ্ড ফণ্ড হইতে যে কয়েক শত টাকা পাইলেন, তাহা পিতার ঋণ ও শ্রাদ্ধাদির ব্যয় জন্য ঋণ পরিশোধেই গেল; তবুও তিনি যে জ্যেষ্ঠ সহোদরকে অঋণী করিতে পারিলেন ইহাতেই তিনি যেন শান্তি লাভ করিলেন। একমাত্র "ধর্ম্মপ্রচারক"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পত্রের যৎকিঞ্চিৎ আয় মাতৃসেবার সম্বল থাকিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন আর কালবিলম্ব করিলেন না, এক্ষণে তিনি ভগবৎ প্রেরণা পরতন্ত্র হইয়া দেশে দেশে স্বাধীন ভাবে ভারতের স্বধর্ম্মভাব ও পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

মুঙ্গের হইতে বিদায় গ্রহণ ও ধর্ম্ম প্রচারে জীবনোৎসর্গ। শকাব্দা ১৮০৪, ৮ই বৈশাখ

মুঙ্গেরবাসিগণের অভিনন্দন

শকাব্দা ১৮০৪, ৮ই বৈশাখ, ১৮৮২ এপ্রেল।

শকাব্দা ১৮০৪, ৮ই বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিবস অপরাহ্ণ ৫টার সময় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বিদায় গ্রহণ জন্য মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভামণ্ডপে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইল। মুঙ্গেরের ধর্ম্মোৎসাহী বাঙ্গালী বেহারী অনেক ব্যক্তিই সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমে একটী প্রার্থনা সূচক আর্য্য-সঙ্গীত গীত হইলে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন উৎসাহপূর্ণ বাক্যে ভারতবর্ষীয়-আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী-সভার গুরুতর ও গম্ভীর উদ্দেশ্য তৎপরে আর্য্যধর্ম্ম যে আমাদের শুশ্রূষাভাবে দিন দিন অবসন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহার পুনরুত্তেজনার্থ সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য কি, কিরূপে আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ পূর্ণাঙ্গ হইয়া আমাদিগকে অশেষ ক্লেশ হইতে নিস্তার করিতে পারেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর এতাবৎ কার্য্য সাধনার্থ মুঙ্গেরের নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। এই সময় তাহার বিনীত, গম্ভীর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে মুগ্ধ হইয়া বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হইয়াছিল। তৎপরে ভারতবর্ষীয়-আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী-সভার উপাধি নায়ক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় উক্ত সভার মুখপাত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণের জন্য অনেক সাধুবাদ দিয়া, বিবিধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম্ম মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক সকলকে ঈশ্বরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের কুশলার্থ ও সঙ্কল্প পূরণার্থ শুভ কামনা করিতে বলিলেন, এবং মুঙ্গের হইতে তাঁহার বিদায় গ্রহণ যে ভারতের গুরুতর কল্যাণার্থ তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের গলে পুষ্পমাল্য প্রদান করিলেন। তদনন্তর মুঙ্গের আর্য্য ধঃ প্রঃ সভার কার্য্য সম্পাদক ভক্তিভাজন পরমোৎসাহী পণ্ডিত ভাইরাম অগ্নিহোত্রী স্থানীয় সভার মুখপাত্র হইয়া পূর্ব্বে কুমার যখন উক্ত সভার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন, তখন সভার কিরূপ উন্নতি সাধন ও মুঙ্গেরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহা উত্তেজনা পূর্ণ বাক্যে ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি এক্ষণে উক্ত সভার কার্য্যভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতের কল্যাণার্থ আরও সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার গুরুতর কার্য্য সাধনে ব্রতী হওয়ায় স্থানীয় সভা যে নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তত্তাবৎ বাষ্পাকুল নেত্রে বলিতে বলিতে অনেক সময় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার কুশল কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের গলে বিজয়মাল্য প্রদান করিলেন। তৎপরে "সদালোচনী সভার" অন্যতর সভ্য মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সরকার মহাশয় সদালোচনী সভার সভাসদ্‌গণের স্বাক্ষরিত একখানি শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্ণ অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন। পাঠাবসানে বিদায় সূচক একটী পরম হৃদ্য সংগীত গীত হইল। তাহার পর বালকদিগের "সুনীতি সঞ্চারিণী সভার" অন্যতর সভ্য শ্রীমান্ জগবন্ধু রায় ও শ্রীমান্ শরধারীলাল বঙ্গীয় ও হিন্দী বিভাগের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া বাঙ্গালা ও হিন্দীতে ক্রমান্বয়ে দুইখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন। কুমারের অনুজ পূর্ণানন্দ ভ্রাতৃবৎ বালকদিগের প্রতি স্নেহ, প্রীতিসহ নীতি উপদেশ ও সদ্ভাবাদির বিষয় পাঠকালে বালকবর্গের নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। বালকগণ সভাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিল। তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম্লান ও অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকাইয়া সকলেরই হৃদয় বেদনাযুক্ত হইয়াছিল। তৎপরে প্রত্যেক বালক শ্রদ্ধার উপহার স্বরূপ কুমারের গলে ভক্তিমাল্য দান করিতে লাগিল, কুমারও তৎপরিবর্ত্তে প্রত্যেকের গলে স্নেহ মাল্য ও হস্তে মিষ্টান্ন দান করিলেন। তদন্তর মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচন্দ্র সেন মহাশয় সাধারণের মুখপাত্র হইয়া উৎসাহপূর্ণ বাক্যে অনেক সাধুবাদ ও ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার কার্য্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা এবং মান্যবর শ্রীযুক্ত জগন্মোহন ঘোষ মহাশয় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ তাঁহার এক মাসের বেতন দান করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন প্রেমাশ্রুপূর্ণ নেত্রে প্রত্যেকের আশীর্ব্বাদ, সদ্ভাব, ভক্তি ও প্রেম কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া সভা-সমূহকে অধিকতর উৎসাহের সহিত স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদনার্থ অনুরোধ করিয়া বালক, যুবা ও বৃদ্ধগণের সহিত প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ আলিঙ্গন করিলেন। সেই সময় সভা প্রেমাশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডলীতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। এ দৃশ্য অতীব মনোহর ও চিরস্মরণীয়। সে ক্ষেত্রে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সে দৃশ্য জীবনে কখনই ভুলিতে পারিবেন না। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মুঙ্গের জনসমাজের কিরূপ হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এই ঘটনাটি হইতে তাহার অত্যুত্তম প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। কুমারের সেই বিদায় কালের উদ্দীপনাপূর্ণ ও ধর্ম্মভাবযুক্ত কথা স্মরণ হইলেও হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে ভরিয়া উঠে। অক্ষয় তৃতীয়ায় সত্য-যুগের উৎপত্তি, সে দিনও সত্য সত্যই সত্যযুগোৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ সকলের মনে হইয়াছিল।

ভাগলপুরে প্রচারার্থ গমন

সেইদিনই আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভাগলপুরে ধর্ম্মোদ্দীপনার্থ যাত্রা করিলেন। তাঁহার এই উদ্যম সম্বন্ধে ভাগলপুর আর্য্য ধঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রঃ সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত রূপে লিখিয়াছিলেন। "আর্য্য ধর্ম্মের দৈনন্দিন মলিন দশা দর্শনে ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া ধর্ম্মোভাবোদ্দীপনা দ্বারা জাতীয় গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সংস্থাপক ও কার্য্য সম্পাদক শ্রীমান্ কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় বৈষয়িক সুখকে উপেক্ষা করতঃ ৮ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ভারতে ধর্ম্মোদ্দীপনার্থ শুভযাত্রা করিয়া প্রথম আমন্ত্রিত হইয়া ভাগলপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এই দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। উক্ত মহাত্মার এই শুভ যাত্রায় কি ভারত পুনর্ব্বার সত্যযুগের ভাব ধারণ করিবে! যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে পরমোৎসাহ ও তৎপরতা সহ বিবিধ বিঘ্নবরূপ উত্তাল তরঙ্গমালা পূর্ণ বর্ত্তমান ভারতীয় ধর্ম্মার্থ মহোদধি মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ! অন্তে অমৃত নিষ্কাশিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অসুর ভাবাপন্ন ব্যক্তিবৃন্দের বিকট মুখভঙ্গী, অনাস্থা, উৎপীড়ন, উপদ্রব আদিরূপ বিষম বিষবহ্নি সমুত্থিত হইলেও যেন তিনি অটল ও অক্ষুণ্ণ থাকেন। দেবাদিদেব তাঁহার সহায়ক, সমস্ত জ্বালামালাই উপশম হইয়া যাইবে।"

"ইতি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নেরই উত্তেজনায় ভাগলপুরে আঃ ধঃ প্রঃ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণে বঙ্গদেশী ও বেহারবাসী সহৃদয় মাত্রেরই চিত্ত এতদভিমুখে আকৃষ্ট হইয়াছে। রাজকীয় বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিষ্ণু শাস্ত্রী মহাশয় সভার প্রতি অধিবেশনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মনুসংহিতাদির সুললিত ও মনোহারিণী ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতা মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। এইবার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শুভসমাগমে সুকুমার মতি বালক বর্গের সুনীতি শিক্ষার নিমিত্ত "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" সংস্থাপিত হইয়াছে"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ক বক্তৃতা

"মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভারতের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। পিতা, মাতা ও শিক্ষক কর্ত্তৃক নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ না পাইয়া বালকগণের মনে যে বিধর্ম্ম ভাব অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগে প্রবৃত্ত ও নানা পাপাচারে বিশুদ্ধ আর্য্যকুলকে কলঙ্কিত করিয়া থাকে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। অনন্তর অপরাহ্ন বেলা ৪টার সময় আঃ ধঃ প্রঃ সভায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন আর একটী অমৃতময়ী বক্তৃতা করিলেন। "আর্য্যধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা ও ধর্ম্মের জন্য নির্ম্মল প্রকৃতির আবশ্যকতা" ব্যাখ্যা করিয়া পাপভারাক্রান্ত পৃথিবীর আর্ত্তনাদে করুণার্দ্র হইয়া কিরূপে ভগবান্ স্থূলদেহ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হয়েন, ইহা বৈজ্ঞানিক রীতিতে বুঝাইয়া দিলেন। শ্রোতা মাত্রেই হর্ষোৎফুল্ল হইয়া স্বর্গসুখানুভব করিয়াছিলেন এবং সভার ও বক্তার যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয় এইরূপ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বাকীপুর আগমন।

ভিক্না পাহাড়ীতে সভা।

"আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃতমর্ম্ম" বিষয়ক বক্তৃতা।

বাঁকীপুর ধর্ম্মসভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভাগলপুর হইতে বাঁকীপুর আগমন করেন। তথাকার ধর্ম্মসভার উৎসাহশীল সম্পাদক শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ ঘোষ মহাশয়ের প্রযত্নে ভিক্না পাহাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতার্থ একটী বৃহতী সভার সমাবেশ হইয়াছিল। সভায় অনেক কৃতবিদ্য বঙ্গদেশী ও বেহারবাসী বিদ্যমান ছিলেন। বক্তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসাহপূর্ণ ও যুক্তিপূর্ণ অথচ শাস্ত্রানুমোদিত "আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম" বিবরিণী বক্তৃতা প্রকৃতই শ্রোতাদিগের মর্ম্মস্থানে স্পর্শ করিয়াছিল, তাই তাহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়াই যেন বক্তার মুখ নিঃসৃত সুললিত বাক্য গুলি শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতেছিলেন। সভার সভাপতি মান্যবর কুমার সুখরাজ বাহাদুরের অনুরোধে বাগ্মীবর একদিন পাটনাতেও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তার ধর্ম্মোত্তেজনা বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া শ্রোতৃবর্গ মাত্রেই প্রীতভরে বক্তাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বিপুল ধর্ম্মান্দোলন

অতঃপর কুমার বহরমপুরে আগমন করেন। তথাকার সংবাদ-দাতা লিখিয়াছিলেন:—"বিলুপ্তপ্রায় সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পুনরুত্তেজনার জন্য, আর্য্যশাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, সংস্কৃত ভাষার পুনরুন্নতি সাধনার্থ ও ভারতের দিগ্দিগন্তে মিত্রতা ও একতা বর্দ্ধনের শুভোদ্দেশ্য সাধনে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মহোদয় প্রায় চারি মাস কাল মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পর্য্যটন করিলেন। তিনি এখানে আসিবার পর আহূত হইয়া লালবাগ, রামপুরহাট, বীরভূম, কান্দী, গোকর্ণ, বেলডাঙ্গা, দাঁইহাট, সিঙ্গী, জঙ্গীপুর, পাকুড় আদি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই আর্য্যোচিত ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়া শ্রোতৃবর্গকে স্বধর্ম্মপালনে আকর্ষিত করিতেছিলেন। আশ্চর্য্য তাঁহার বাগ্মিতা ও উত্তেজনা শক্তি! তিনি যেখানে যেখানে বক্তৃতা করিয়াছেন, ধর্ম্মের উৎসাহে সেখানে লোক উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে। যেখানে তিনি গিয়াছেন সর্ব্বত্রই তিনি সসম্মানে গৃহীত হইয়াছেন। তাঁহার মধুরস্রাবী বক্তৃতায় সর্ব্বোপরি তাঁহার চরিত্র মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া লোকে যেন তাঁহাকে আপনাদের কত প্রিয়জন বোধে সমাদর ও তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিত। তিনি

বাঁকীপুর হইতে বহরমপুর গমন চারি মাস ব্যাপী ঐ সব অঞ্চলে ধর্ম্ম প্রচার। ৫৮টী বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে (বহরমপুরে) ১৪টী, লালবাগে ১০টী, রামপুরহাটে ৫টী, কান্দীতে ৬টী, গোকর্ণে ১টী, বীরভূমে ২টী, হেতমপুরে ১টী, দুবরাজপুরে ১টী, বেলডাঙ্গায় ৪টী, দাঁইহাটে ৪টী, সিঙ্গীতে ১টী, জঙ্গীপুরে ৭ টী, ও পাকুড়ে ২টী ধর্ম্মার্থ পূর্ণ বক্তৃতা করেন। যেখানেই বক্তৃতা হইয়াছে, সেইখানেই লোকে লোকারণ্য, স্থানে স্থানে স্ত্রী শ্রোতৃ সংখ্যাও দুই তিন শত হইত। বক্তার আগমনোপলক্ষেও স্থানে স্থানে অতীব ধুমধামের সহিত নগরকীর্ত্তনাদি হইত। বক্তৃতার পর অধিকাংশ স্থানে নগর সংকীর্ত্তনের ধুম লাগিয়া যাইত। কীর্ত্তনের সুরে ও ভক্ত মণ্ডলীর উদ্দাম নৃত্যে দেশ যেন টলমল করিয়া উঠিত। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য যেন ভুলিবার নয়। তাঁহার বক্তৃতায় উৎসাহিত হইয়া বহরমপুরে ও মুর্শিদাবাদে দুইটী আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী-সভা সংস্থাপিত হইল, এবং দাঁইহাট, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ ও বহরমপুরে বালকবর্গের সুনীতি শিক্ষার্থ সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার শুভ সঙ্কল্প সংসাধনার্থ যে এক লক্ষ টাকা মূলধন আবশ্যক, তজ্জন্য কাশীমবাজারের দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী এক কালীন দুই সহস্র মুদ্রা দান করিলেন ও অন্যান্য স্থান হইতেও উক্ত মূলধনের জন্য প্রায় সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হইল।

ইতিপূর্ব্বে এখানে খ্রীষ্টিয়ান্‌গণের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ও উপদ্রব হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণ, থিয়সফিষ্টগণ যথেষ্ট যত্ন করিয়াও বালকবর্গের মনের গতি রোধ করিতে পারেন নাই, কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম ব্যাখ্যাতার উত্তেজনা পূর্ণ ভাবময়ী বক্তৃতাচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার সহিত কথোপকথনে মনের সংশয় মিটিয়া যাওয়ায়, আর কেহই খ্রীষ্টিয়ান্ হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেন না। আশা ভঙ্গে মিশনরীগণের মুখ ম্লান হইয়া গেল। বলিতে কি এ প্রদেশে যেন একটী যুগপ্রলয় হইয়া গেল। সনাতন ধর্ম্মের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করাই যাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনব্যাপী সঙ্কল্প, যে জন্য তিনি কত তপস্যা করিয়াছেন কত চিন্তা করিয়াছেন, আজ মানবের অদৃষ্ট গগনে ভারতের ঋষিসেবিত ধর্ম্মের অরুণোদয় হইতেছে, অবিশ্বাস রাত্রির ঘনান্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে দেখিয়া কাহার না হৃদয় আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তাই আজ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইতেছে জানিয়া তিনি আরও উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন ধর্ম্মের অমৃত সঞ্জীবনী শক্তিতে ভারতের মৃত শরীরে প্রাণ সঞ্চার করা কঠিন হইবে না। সমাজের চতুর্দ্দিকে তাই তিনি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নকে বিদায় অভিনন্দন

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের এই প্রদেশ ত্যাগ কালে অত্রস্থ সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উৎসাহশীল সভ্যমণ্ডলী এক বৃহতী সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার বিদায় সূচক স্বর্ণাক্ষরিত অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলেন। কুমারকে বিদায় দিবার সময় অনেক সহৃদয় ব্যক্তির নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এই বহরমপুর কলেজেই রাজভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, বহরমপুরেই তাঁহার ভগবদ্ভাব বিকাশের সূত্রপাত হয়, এইখানেই মায়ের করুণা প্রার্থী হইয়া তিনি শত শত সঙ্গীতে "সঙ্গীতমুঞ্জরী" পূর্ণ করিয়াছিলেন, মায়ের অপার কৃপার প্রকাশও তিনি এখানেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বহরমপুরে চতুর্দ্দশ বৎসরের পর আবার তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার সহাধ্যায়ী ও পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই পরম প্রীত হইলেন। ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায় তাঁহার দেহে তখন অপূর্ব্ব কান্তি, ভগবৎ প্রেমে তাঁহার দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও হৃদয় উদার, সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত আত্মীয় ও বন্ধু মাত্রেই তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পাইয়া সকলেই যেন পরমাত্মীয়ের সমাগম সুখের ন্যায় স্ব স্ব হৃদয়ে এক পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে অতি উচ্চ ও উদার প্রকৃতির ব্রাহ্ম, থিয়সফিষ্টগণ তাঁহাকে উচ্চযোগমার্গের সাধক জানিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিলেন। পণ্ডিত সমাজও তাঁহার সদ্‌যুক্তি পূর্ণ সহজ শাস্ত্রমীমাংসা শুনিয়া পরম প্রীতিলাভ ও বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করিলেন। ধন্বন্তরি সদৃশ বঙ্গের বৈদ্যকুল-গৌরব স্বনাম প্রসিদ্ধ ষড়দর্শন, চরক ও মনুস্মৃতি প্রভৃতি বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাকার এবং বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণেতা, অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় কবিরাজ গঙ্গাধর রায় কবিরত্ন মহাশয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া প্রশংসা ভাজন হইতেছ, এবং বৈদ্য সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতেছ, ইহাতেই আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া এই সুমহদ্ব্রত পালন করিয়া স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি কর"।

গঙ্গাধর কবিরাজের আশীর্ব্বাদ

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেন মহোদয় বালকদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উপদেশ শুনিয়া বলিয়াছেন, "এখন হইতে বালকেরা যদি ইহার একটা উপদেশ অনুসারেও কার্য্য করিতে পারে, তবে তাহারা নিশ্চয়ই আমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল লোক হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ডাক্তার মহোদয়ের সুযোগ্য জামাতা মুর্শিদাবাদ-কাহিনী প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীমান্ নিখিলনাথ রায় বি, এ, বি, এল, বহরমপুর কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক মোহিনীমোহন রায় এম, এ, জয়পুর রাজ-কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ নবকৃষ্ণ রায় বি, এ, অধ্যাপক শ্রীমান্ সাতকড়ি এম, এ, মহোদয় প্রভৃতি তখন কলেজের ছাত্র। তাঁহারা ও তাঁহাদের ছাত্রবন্ধুগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের অলৌকিক প্রতিভায় উদ্দীপিত হইয়া যখন যে কার্য্য উপস্থিত হইত তাঁহারা বিদ্যুদ্‌বেগে সেই সমস্ত কার্য্যে উদ্যুক্ত হইতেন। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ছাত্রগণ বক্তৃতার বিজ্ঞাপন পথে পথে আটিয়া দিতেন ও

ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের মন্তব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভাস্থান সজ্জিত করিয়া রাখিতেন। ছাত্রগণের সে অসাধারণ উৎসাহ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে অনুরাগের বশে বালকেরাও যাহা করিয়াছেন, তাহা এখনও স্মরণ হইলে হয়ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু তাহা জাগ্রৎ সত্য। ঐশীশক্তি অন্তরালে থাকিলে বালকের হৃদয়েও অলৌকিক তেজের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। * দাঁইহাটের ভগবদ্ভাব-পরায়ণ শ্রদ্ধেয় জমীদার ৺হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাই মনের আবেগে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে বলিয়াছিলেন "আপনার স্পিরিট্ আমাকে দিন্ আমি তা হলে সমগ্র ভারতে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া দিই"।

---

* উল্লিখিত শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ৺শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মৃত্যুতে গত ১৩৩৪ সনের ১২ই ফাল্গুন তারিখের বঙ্গবাসীতে "মহাপুরুষের স্মৃতি" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি এই সময়ের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"সেই সময়ে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের নাম সকলের মুখেই শুনা যাইত। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া বিদিত ছিলেন। এমন কি অনেকে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতার প্রশংসা করিতেন। তখন কেশবচন্দ্রও জীবিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন 'ধর্ম্মপ্রচারক' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেন। তাহাতে বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় প্রবন্ধ লিখিত হইত। "ধর্ম্মপ্রচারক" শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রতিষ্ঠিত "আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা"র মুখপত্রস্বরূপ ছিল। দেশে তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বড়ই প্রাদুর্ভাব। যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া আপনাদিগকে মনে করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়াই পরিচয় দিতেন। ব্রাহ্ম না বলিলে, তখন কেহ শিক্ষিত বা সভ্য মনে করিত না। অবশ্য খৃষ্টান হওয়ার যোগও তখন অল্প বিস্তর ছিল। * * * হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতি তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আস্থা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মনে ইহার প্রতিকারের ইচ্ছা জন্মে। তাই তিনি মুঙ্গেরে "আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" স্থাপন করিয়া, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি স্থানে স্থানে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। "ধর্ম্মপ্রচারকেও" সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখিত হইত। আমরা মনোযোগের সহিত সেই সকল প্রবন্ধ পড়িতাম, কিন্তু তাহার সমস্তই যে ভাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই তুমুল ধর্ম্মান্দোলনকালে উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব কমিশনার, ভারত সম্রাটের রাজমন্ত্রীসভার সভাসদ, রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর সার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত আই, সি, এস্, মহোদয় তখন বহরমপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতাকালে শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ পরিতোষ লাভ করেন, এবং একান্ত আগ্রহের সহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে বলেন, "আপনার ন্যায় উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মবক্তার সম্মান করিতে আমাদের

সার, কে, জি, গুপ্তের মন্তব্য

করিয়া বুঝিতে পারিতাম তাহা নহে। তবে "ধর্ম্মপ্রচারক" পড়িবার জন্য আমাদের সকলেরই বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল।

ধর্ম্মপ্রচারক পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে হইল, একবার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে আমাদের 'জ্ঞানবিকাশিনী সভা''য় নিমন্ত্রণ করিয়া আনা যাক্। আমরা তাহাই করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন আমাদের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিলেন। * * * দেশে তখন কত বড় বড় লোক। কিন্তু দেশের দুরবস্থা দেখিয়া সেই ক্ষুদ্র কেরাণীর মনে তাহার প্রতিকারের যে ইচ্ছা জন্মিয়াছিল তাহা আর কাহারও মনে উদয় হয় নাই। * * * শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে "আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার অধীনে বালকদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিবার জন্য তিনি স্থানে স্থানে "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" ও স্থাপন করেন। বালকদিগের চরিত্রগঠন এবং যাহাতে তাহাদের স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে, তাহাই "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা"র উদ্দেশ্য ছিল। কেবল তাহাই নহে, বালকদিগকে গঠিত করিতে পারিলে, পরে তাহারা যে সমাজ গঠন করিতে পারিবে ইহাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। "আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" সাধারণতঃ প্রৌঢ় ও যুবকদিগের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন আসিবেন বলিয়া আমরা নানা রূপ উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলাম। বহরমপুরে তখন একটা বেশ সাড়া পড়িয়া গেল। উদ্যোগ আয়োজন শেষ করিয়া, আমরা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে আসিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলাম। তিনিও যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন আসিয়া আমাদিগকে লইয়া পড়িলেন। "জ্ঞান-বিকাশিনী-সভা"য় প্রবন্ধ বক্তৃতায় কেবলই সাহিত্য চর্চ্চা হইত। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যখন তাহাকে "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা"য় পরিণত করিলেন, তখন তাহাতে নীতি ও ধর্ম্ম চর্চ্চার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশের লোক এখনও শিখে নাই। আজ ইউরোপে আপনাকে পাইলে কিরূপে মহাপুরুষের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাঁহারা দেখাইতে পারিতেন।"

সহিত সাহিত্য চর্চ্চারও ব্যবস্থা হইল। "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" গঠন করিয়া, তিনি তথায় উপদেশচ্ছলে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদিগকে ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির চরিত্র শুনাইয়া, কিরূপে তাঁহারা ভগবদারাধনা করিয়া ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিলেন, তাহাই বুঝাইতে লাগিলেন। আমাদের সভায় তখন দলে দলে সভ্য আসিয়া জুটিতে লাগিল। কাজেই সভাকে ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ের গৃহ হইতে বালিকা বিদ্যালয়ের বৃহত্তম গৃহে আনীত হইল। সুনীতি সভায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের লিখিত একটী নীতি কবিতা সকলকে পড়িতে হইত। একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শাস্ত্র হইতে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। তাহার পর সভ্যদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় আপনাদের লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া সে সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিতে হইত। ইহাতে নীতি ও ধর্ম্মের উপদেশ লাভের সঙ্গে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিবার এবং বক্তৃতা করিবার শক্তি জন্মিত। তাহা অবশ্য সকলে বুঝিতে পারিতেছেন।

"সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" গঠনের পর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বহরমপুরের কোন কোন প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য দলে দলে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার সুললিত বাক্যচ্ছটায়, ভাষায় পারিপাট্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিত।" * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় খণ্ড

—*—

—জীবন-যজ্ঞ—

শকাব্দ ১৮০৪—১৮২১

বঙ্গাব্দ ১২৮৯—১৩০৬

খৃষ্টাব্দ ১৮৮২—১৮৯৯

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

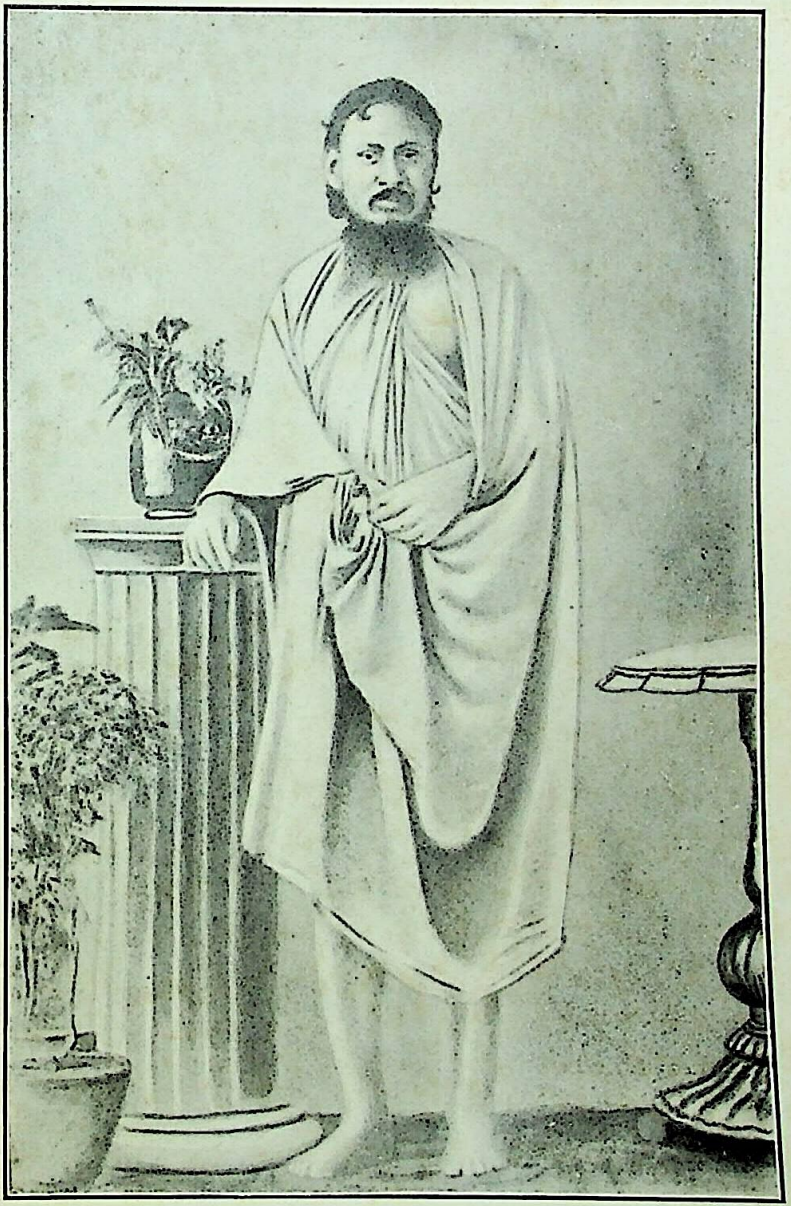

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন

(ধর্ম্ম-প্রচারক)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম অধ্যায়

কাশীবাস ও কার্য্যবিস্তার

প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার কার্য্যস্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বুঝিয়া বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশী-ধামে গমন করেন। তথায় তাঁহার পরম মিত্র ও ভারতবর্ষীয় আঃ ধঃ প্রঃ সভার সভাসদ্ সুকবি রইস্ ভারতেন্দু বাবু হরিশ্চন্দ্র তাঁহার অভ্যর্থনা করেন।

কাশী গমন

তিনি কাশী অবস্থান কালে দুই দিন স্থানীয় হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় দুইটী ভক্তিরসপূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। পরে বাঙ্গালীটোলার বিদ্যা-মন্দিরে "সনাতনধর্ম্মের অবনতি ও পুনরুন্নতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার ভাষা, ভাব ও যুক্তি প্রভৃতি শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ রূপে বিমোহিত করিয়াছিল এবং অনেকেরই নয়নে প্রেমাশ্রু বহিয়াছিল।

কাশী হরিভক্তি প্রদায়িনী সভায় ও বাঙ্গালী টোলার স্কুলে বক্তৃতা।

তৎপরদিন "বৈবাহিক কুরীতি নিবারিণী" সভার অধিবেশন উপলক্ষে একটী সুদীর্ঘ বাচনিক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা মধ্যে সুশিক্ষিত (পাশ করা) পাত্রে কন্যাদান করিতে যে বরকর্ত্তা বিপুর অর্থের দাবী করেন, যাহাতে এই রীতিটী অবস্থানুসারে সংশোধিত হয়, ইহাই পরিপাটী রূপে বিবৃত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে পরিহাস বার্ত্তা যেমন শ্রোতৃগণ মধ্যে হাস্যস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, তদ্রূপ বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথাগুলি বিশদভাবে বিবৃত করায় অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

বৈবাহিক কুরীতি নিবারিণী সভায় বক্তৃতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন হরিহরক্ষেত্রের মেলা দর্শনে গমন করেন, এবং তথা হইতে বাঁকীপুরে আসিয়া বাবু মথুরানাথ বর্ম্ম মহাশয়ের বাটীতে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাতে অনেকেরই আর্য্যঋষিগণের প্রতি ভক্তি ও আর্য্যধর্ম্মে অনুরক্তি এবং তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি হয়।

হরিহর সত্রের মেলায় গমন ও বাঁকীপুরে বক্তৃতা

এখান হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ডুমরাউন গমন করিয়া উপর্য্যুপরি হিন্দী ভাষায় তিনটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে তথাকার মহারাজা হইতে অতি সামান্য দীন ব্যক্তি পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন, এবং বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই পরম সন্তোষ লাভ করেন। এই বক্তৃতার পর তথাকার লোকের আর্য্যধর্ম্মের প্রতি এত উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে সাধারণ জনগণ পর্য্যন্ত বলিয়াছিল কেশববাবু, দীনবাবু* শিবনাথবাবু প্রভৃতির বক্তৃতা দ্বারা কাহারও কাহারও মন সনাতন আর্য্যধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতেছিল, কিন্তু সে সমুদয় উপদ্রব এক্ষণে দূর হইয়াছে, এবং আগামী ৮।১০ বৎসরের মধ্যে উহার কলুষিত হইবার আশঙ্কা আর নাই। আর্য্য-ধর্ম্মের আলোচনা অথবা প্রচারের অভাবই যে আর্য্যধর্ম্মের বিকৃতির প্রধান কারণ, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সম্মানার্থ একশত টাকা ও এক থান কাপড় দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি টাকা নিজে গ্রহণ না করিয়া উহা প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থে দান করিলেন। পরে কতকগুলি ভদ্র লোক কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিনি বক্সারে যান, এবং তথায় একটী বক্তৃতা করেন। বাঁকীপুরের ভদ্রমণ্ডলীর

ডুমরাউন এ তিনটী বক্তৃতা

বক্সারে বক্তৃতা

* তখন পর্য্যন্ত দীনবাবুর ব্রাহ্মভাব ছিল। পরে স্বামীজীর বক্তৃতায় ও সঙ্গলাভে দীনবাবুর মতের পরিবর্ত্তন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা শুনিয়া এত আর্দ্র হইয়াছিল যে আবার তাঁহার মুখ হইতে ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা শুনিবার জন্য সকলের অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে তাঁহারা পুনরায় আহ্বান করিলেন। তিনি তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে বাঁকীপুরে আসিয়া বাবু ভুবনেশ্বর দত্ত মহাশয়ের বাটীতে আর্য্যধর্ম্ম বিষয়িণী আর একটী বক্তৃতা করেন। এবার শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক হইয়াছিল। বক্তৃতাটী পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের হৃদয়-অধিক আকর্ষণ করিয়াছিল। বক্তৃতার সময়ে অনেকেই ভাবে গদগদ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বাঁকীপুরে পুনরায় বক্তৃতা

তৎপর দিন প্রাতঃকালে "বালক চরিত্র সংগঠনী সভা" কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি একটী নীতিগর্ভ বক্তৃতা করেন। সে সভায় কেবল বালকগণ নহে, তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের মধ্যে অনেকেই ও অন্যান্য অনেক যুবক উপস্থিত ছিলেন। বালক গণকে নীতি উপদেশ দিবার পূর্ব্বে তিনি বালক গণের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের কর্ত্তব্য কি, তাহা উত্তেজনা পূর্ণ বাক্যে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেই দিনই আবার দ্বিপ্রহরের সময় দানাপুরের ধর্ম্ম-সভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বক্তৃতা করিবার জন্য তথায় গমন করেন। বাঁকীপুরের কতকগুলি ভদ্রলোক তাঁহার বক্তৃতায় এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন, যে বাঁকীপুর হইতে দানাপুর ছয় মাইল দূর হইলেও তাঁহারা বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য বক্তার অনুগমন করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতাটীও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

বালক চরিত্র সংগঠনী সভায় বক্তৃতা

দানাপুরে বক্তৃতা

বাঁকীপুরে আবার তাঁহার ডাক পড়িল। সেখানকার ভদ্রমণ্ডলী তাঁর বক্তৃতা শ্রবণে এত বিমুগ্ধ হইয়াছেন, পুনঃ পুনঃ তাই তাঁহার মুখ হইতে ভাগবতী কথা শ্রবণ করিবার জন্য সকলের হৃদয় নিতান্ত অধীর ও উৎসুক হইয়া উঠিল। তাঁহাদের অনুরোধে বাধ্য হইয়া আবার বাঁকীপুরে

পুনরায় বাঁকীপুরে বক্তৃতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে আর একটী হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিতে হইল। বাকীপুরের কৃতবিদ্য অধিকাংশ যুবকই এ স্থলে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বক্তৃতা শ্রবণে আশানুরূপ প্রীতি লাভ করিলেন।

মুঙ্গেরে বার্ষিক উৎসবে "মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধন' সম্বন্ধে বক্তৃতা

তৎপর দিন বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় তিনি তথা হইতে মুঙ্গের যাত্রা করেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে পাইয়া মুঙ্গেরের জনমণ্ডলীর হৃদয় উদ্যম ও উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিল। এবার তাঁহার বক্তৃতা সময়ে সভা এত জনাকীর্ণ হইয়াছিল যে অনেকে দাঁড়াইয়া শুনিবার স্থানও পায় নাই। কিরূপে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, এতৎ প্রতিপাদনই বক্তৃতার সার মর্ম্ম ছিল। *

রাজসাহীতে গমন ও তথায় মদনগোপাল গোস্বামী ও শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব সহ সম্মিলন

মুঙ্গের সভার উৎসবান্তে বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভায় সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে উক্ত ধর্ম্মসভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন রাজসাহী গমন করেন। তথায় সহস্রাধিক শ্রোতার সম্মুখে "দুর্দ্দশাগ্রস্ত আর্য্যধর্ম্ম," "আর্য্যসমাজ ও আর্য্যধর্ম্ম" প্রভৃতি বিষয়ক কয়েকটী বক্তৃতা করেন। বিশেষরূপে একদিন সভাপ্রাঙ্গণে আর্য্যনীতির বিপ্লব ও ভবিষ্যতের আশা ভরসাস্থল বালকবর্গের নৈতিক জীবন গঠনের জন্য তথায় একটী "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে একটী যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ ও সর্ব্বজন হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন, এবং তদনুসারে একটী সভাও স্থাপিত হয়। এই খানেই শান্তিপুরের পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহোদয় দ্বয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা

* কাশী, বাঁকীপুর, ডুমরাউন প্রভৃতি স্থানে পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতার বিবরণ তৎকালে "সোম প্রকাশ" পত্রিকায় যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিয়া কোনও পত্র প্রেরক লিখিয়াছিলেন "ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত অত্র ধর্ম্মসভা মন্দিরে কেবল "ঘটত্ব" "পটত্ব" শুনিয়া আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম ও আমাদিগের ধর্ম্মজীবন গঠনের উপদেশ না পাইয়া নিরাশ হইতেছিলাম, এবার যুক্তিগর্ভ উদ্দীপনাপূর্ণ ও হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা শুনিয়া আমরা নিতান্ত কৃতার্থ হইয়াছি। এই অধিবেশনে বাস্তবিক অনেক উপদেশ পাইয়াছি, সনাতন আর্য্যধর্ম্ম যে কি অমূল্য রত্ন তাহা অনেক দূর বুঝিতে পারিয়াছি।

জামালপুর সভার উৎসবে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন।

এখান হইতে জামালপুর উৎসবে তাঁহাকে যাইতে হয়, এবং সেই উপলক্ষে মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ত্বরায় সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ১৮০৪ শকাব্দার শেষভাগে চৈত্র মাসে (ইং ১৮৮৩ এপ্রিল) শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কাশীধামে কার্য্যস্থান পরিবর্ত্তিত করিলেন। সভাধিনায়ক পাকুড়াধিপতি রাজা তারেশচন্দ্র পাণ্ডেয় মহোদয় ১৫০০৲ টাকা ব্যয়ে সভার জন্য মুদ্রা-যন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কার্য্য বিস্তারের এই শুভ সুযোগ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন "আমাদের কাশীবাস" প্রবন্ধে বৈশাখের ধর্ম্ম প্রচারকে কাশী আসিবার উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা বিষয়ে এইরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন—

কাশীতে কর্ম্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত ও সভার নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবস্থা

ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা ও ধর্ম্মপ্রচারক কার্য্যালয় প্রথমাবধি মুঙ্গেরে (মুদ্গলপুরে) প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ নিজোচিত কার্য্য সাধনে সাধ্যানুসারে পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া আসিতেছিলেন। বিগত অগ্রহায়ণ মাসে উক্ত সভার একটী বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ উক্ত সভার মুখ্যস্থান মুঙ্গের হইতে ৺বারাণসী ধামে স্থাপন করা স্থিরীকৃত হয়, যথা—

১ম। ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভা যখন সমগ্র ভারতে ধর্ম্মোত্তেজনার্থ সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন উহার প্রধান স্থান আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যস্থানে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেখানে ভারতের সর্ব্বদেশীয় লোকের সমাগম হয়, সেইখানে থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

২য়। একটী সাধারণ স্থান অপেক্ষা কোন প্রসিদ্ধ পুণ্য ক্ষেত্রেই সভার পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী।

৩য়। সভার কার্য্যার্থ বিবিধ আর্য্যশাস্ত্রের নিতান্ত প্রয়োজন। অথচ সমস্ত পুস্তক সংগ্রহার্থ প্রচুরার্থ ব্যয়েও সভা এক্ষণে অসমর্থ সুতরাং যেখানে সমস্ত শাস্ত্রই বিনাব্যয়ে চেষ্টা বা যত্ন মাত্র করিলেই অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই স্থানই সভার অনুকূল।

৪র্থ। যেখানে বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রবিৎ মীমাংসিকা বুদ্ধিশীল, সদ্ব্যবস্থাপক, সাধু সুপণ্ডিত মণ্ডলীকে অনায়াসে আবশ্যকমত একত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানই অত্রসভার পূর্ণানুকূল। এইরূপ বিবিধ গুরুতর কারণের বশীভূত হইয়া আমরা মুঙ্গের পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্র পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে কার্য্যালয় সংস্থাপন করিলাম। উক্ত কয়েকটী কারণ প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার করিলে দৃষ্ট হয় যে মুঙ্গের বা ভারতের অন্যান্য সর্ব্বস্থান হইতেই ৺কাশীধাম আমাদিগের পরমানুকূল। ধর্ম্ম জগতের ইতিবৃত্ত পাঠেও দেখা যায় যে প্রবোধচন্দ্রোদয় রচয়িতা কাশীক্ষেত্রকেই মহামোহ ও বিবেকাদির রণভূমি করিয়াছিলেন; পরমধর্ম্ম প্রচারক পরিব্রাজক প্রবর শঙ্করাচার্য্যও সূক্ষ্ম শরীরে প্রকাশিত মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশোপদেশ গ্রহণ করিয়া ৺কাশীধাম হইতেই দিগ্বিজয়ে বিনির্গত হইয়াছিলেন; পরম ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গস্বামী পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত তুমুল বিচার করিয়া এই কাশীধামেই ভক্তি শাস্ত্রের আশ্চর্য্য মহিমা প্রথমে ঘোষণা করেন, ও বর্ত্তমান সময়ে বেদের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যাতা শ্রীমৎ পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী ৺কাশীধামেই মহতী সভার মধ্যে বেদ বিচারে মহাত্মা শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট অবনত মস্তকে পূর্ণ পরাভব স্বীকার করেন। কাশীক্ষেত্র দুর্জ্জন দলের অশাস্ত্র শস্ত্রাহত আর্য্যধর্ম্মের দুর্জ্জয় দুর্গ স্বরূপ বলিতে হইবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাস ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রতিবাদ

কাশী আসিবার অব্যবহিত পরেই কলিকাতা হাইকোর্টে জষ্টিস্ নরীশ সাহেব কর্ত্তৃক শালগ্রাম শিলা আনয়ন জনিত আন্দোলনে বিচার বিভ্রাট বশতঃ শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাস সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্রই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের স্বধর্ম্ম সংসৃষ্ট আন্দোলনে কতদূর অনুরাগ তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তিনি অধীন জাতির শিক্ষা ও চরিত্র সুদৃঢ় হইবার পূর্ব্বে রাজনীতির অন্দোলনে অনর্থক গরল উৎপাদনের আশঙ্কায় ভারতবাসীর মনের অবস্থার দিকে তাকাইয়া সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিতেন না; কিন্তু সুরেন্দ্র বাবু স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া বিপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ব্যথা পাইলেন, এবং কাশী রাজকীয় কলেজের দর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত একযোগে সভা আহ্বান করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা ও সুরেন্দ্র বাবুর মহৎ কার্য্যের আবশ্যকতা সর্ব্ব সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে লাগিলেন। যে দিন কাশ্মীরাধিপতির ধর্ম্মশালায় সভা আহূত হয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সে দিন সুরেন্দ্রনাথের জীবনব্রতের কথা উল্লেখ করিতে করিতে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বর্ণনা কৌশলে সকলেই যেন সুরেন্দ্রবাবুর বিপদ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। সভান্তে সহানুভূতি সূচক তারের সংবাদ প্রেরিত হইল। এইরূপে কাশীর স্থানে স্থানে সভা সমিতিতে সুরেন্দ্র বাবুর জন্য শোক সভা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, ধর্ম্ম প্রচারকের "সাময়িক ঘোর আন্দোলন" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি তৎকালে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দেখিতে দেখিতে সুরেন্দ্রবাবুর কারাদণ্ডাজ্ঞা বিষয়ে আন্দোলনটী কিছু গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। একটী প্রবল ঝড় যেন কলিকাতা হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত ভারতের উপর দিয়া বহিয়া গেল। দেশে দেশে গৃহে গৃহে এই আন্দোলন ভিন্ন অন্য কথা নাই। নরীশের দারুণ দণ্ডাজ্ঞা যেন ভারতকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। ভারতের মুখ ম্লান; বিষাদ বেদনায় ভারত জর্জ্জরীভূত। ভারতের অন্তঃকরণে যেন একটী প্রবল অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া মর্ম্মদাহ করিতেছে। ভারতের একসীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত বালক বৃদ্ধ যুবা বিচার না করিয়া, স্ত্রী পুরুষ, দুঃখী, ধনী বিচার না করিয়া, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক ইহার দিকে দৃষ্টি না করিয়া ঐ অগ্নিশিখ প্রচণ্ড দাবানল শিখার ন্যায় সকলকে সমান দগ্ধ করিতেছে।

আজ ভারতে এত গোল, এত ধূম, এত চীৎকার কেন? সুরেন্দ্র বাবু কারাগারে প্রেরিত হইয়াছেন বলিয়া নহে। সুরেন্দ্র বাবু যে সূত্র অবলম্বন করিয়া জাতীয় সম্মান রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ভারতের লক্ষ্য স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের সহানুভূতির জন্য বক্তৃতা কালে আমাদের চক্ষে অশ্রুধারা বহিল কেন, দেখিলাম, সুরেন্দ্রনাথ স্বার্থের জন্য নহে, সমস্ত হিন্দুদিগের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য, বীরবেশধারী সামরিকের ন্যায় যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু দৈব বশাৎ বিপক্ষের কূটযুদ্ধে আহত হইয়া বন্দী হইয়া পড়িলেন। প্রকৃত বিচার কর ভারত! আজ সুরেন্দ্রনাথকে কারাবরোধ করায় কি সমস্ত হিন্দু জাতিকে বিতাড়িত বিত্রাসিত ও পদ বিদলিত করা হইল না? সুরেন্দ্রতো ভারতের কৃতী পুত্রের ন্যায়, বীর তনয়ের ন্যায়, সমর ভূমিকে স্বর্গভূমি জ্ঞান করিয়া কারাবাসী হইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি হাইকোর্ট অন্যায় বিচার করিলেন, সুরেন্দ্র নাথকে কারামুক্ত করিতে হইবে, কেবল এই কথা লইয়া আন্দোলন করিলে কি হইবে, ভারত! এই গোলে পড়িয়া সুরেন্দ্র নাথ যে সুর ধরিয়াছিলেন, সে সুর ছাড়িও না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্ভাগ্য ভারত! তোমার তো সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে! ধর্ম্ম ভিন্ন তোমার নিজ ধন বলিবার আরতো কিছুই নাই। আজ বুঝি তাহারও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতে বসিলে! আজ উচ্চতম বিচারাসনে বসিয়া বিচারপতি সন্ধিপত্রের বিরুদ্ধে (শ্রীমন্নারায়ণ মূর্ত্তিকে অপবিত্র বিচারাগারে আনয়ন করাইয়া) আমাদের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। উচ্চ বিচারাগারে যাহা একবার হইয়া যায়, তাহা অন্য সময় অন্যত্র বিচার কালে আদর্শ স্বরূপ গৃহীত হয়। নাগা, বৈরাগী, মহান্ত, শিখ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি গৃহী ও গৃহত্যাগী হিন্দুগণ জাগ্রৎ হও, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ, নরীশ সাহেব তোমার জাতীয় স্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জৈন, মুসলমান আদি অন্যান্য ভারতবাসিগণ! তোমরাও নিশ্চিন্ত থাকিওনা, কালে এই দৃষ্টান্ত তোমাদিগকেও আক্রমণ করিতে পারে, যাহাতে এই গুহ্য প্রহেলিকার সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়, তাহা আজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে করিয়া লও। সতী দাহ, চড়ক পূজা আদি বিষয়গুলি উঠাইবার জন্য কত দেশ দেশান্তরীয় পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল! আজ নরীশ সাহেব ইণ্টারপ্রেটর ও এটর্ণিকে জিজ্ঞাসা করিয়াই কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, কাশী আদি পণ্ডিত সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন? হিন্দু প্রেট্রিয়ট নরীশ সাহেবের ঐরূপ জিজ্ঞাসাই যথেষ্ট বলিয়া নরীশ সাহেবকে নির্দ্দোষ প্রমাণ পূর্ব্বক সাধারণকে প্রবোধ দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যদি নরীশ সাহেব নিজাপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক নিজ অস্ত্রের প্রত্যাহার করেন তবেই বুঝিব এই ব্যাপারটী গভর্ণমেণ্ট বা লর্ড রিপণের অনুমোদিত নহে। আর যদি অপ্রতিবাদে এইটী চলিয়া যায়, তবে এইটী যে ভবিষ্যৎ কালে আদর্শ হইবে না তাহার প্রমাণ কি? যাহা হউক রাজা মহারাজ, ধনী দুঃখী, অথবা যাহাদের স্বীয় ধর্ম্মে আস্থা আছে, যাঁহাদের জাতীয় স্বত্ব রক্ষা করিতে কিছু মাত্রও আগ্রহ আছে, তাঁহারা ন্যায়পর চিত্তে অগ্রসর হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই সমস্যার চূরান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া লউন। সন্ধি পত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করুন। হিন্দু পেট্রিয়টের ন্যায় সুশীতল জল সিঞ্চন করিলে ভবিষ্যতে বিপদে পড়িতে হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কাশীধামে কার্য্যস্থান প্রতিষ্ঠিত করিলে সনাতন ধর্ম্মের সত্যার্থ প্রচার ও কলিযুগ সুলভ বিরুদ্ধ ধর্ম্মবাদিবর্গের মত মর্দ্দনার্থ শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতরাজ পৌরাণিকশাস্ত্রী চতুর্ভুজশর্ম্মা ৺কাশীধামে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর স্বকপোল কল্পিত বেদার্থ ভাষ্য খণ্ডন করাই তাঁহার প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য কাশী নরেশ তাঁহাকে দয়ানন্দ "গজ ব্যাঘ্র" উপাধি অধিকৃত পদক উপহার দিয়াছিলেন।

পৌরাণিক শাস্ত্রী চতুর্ভুজ শর্ম্মা

এই সময় বীরভূম বক্রেশ্বরের সিদ্ধ মহাত্মা "লেঙটা" বাবা পর্য্যটন করিতে করিতে কাশী-ধামে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই কুমারকে বিশেষ অনুরাগ করিতেন। তাঁহার সমাগমে কুমারের শুভকার্য্য সূচনা আরও সুদৃঢ় হইল। তিনি কয়েকদিন কুমারের সহিত সদালাপে অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার ত্যাগশীলতা ও সাধন তৎপরতা দেখিলে জীবের প্রত্যক্ষ চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে।

বীরভূম বক্রেশ্বরের লেঙ্‌টা বাবা।

এই সময়েই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার ধর্ম্মাচার্য্যরূপে নির্ব্বাচিত করিলেন।*

---

* নির্ব্বাচন সময়ে "ধর্ম্মপ্রচারকে" যে বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিবোধিত সনাতন আর্য্যধর্ম্ম পুনরুদ্দীপিত এবং ভাব ও কবিত্বের অবগুণ্ঠন উন্মোচনপূর্ব্বক, শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া ভারতে আর্য্যভাবের পুনরুত্তেজনা করিবার জন্য, ধর্ম্মভাবসূত্রে ভারতের দেশ দেশান্তর নিবাসি-গণের মধ্যে একতা ও মিত্রতা বর্দ্ধনার্থ, সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচার দ্বারা আর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে আঃ ধঃ প্রঃ সভার ধর্ম্মাচার্য্য নিয়োগ ১৮০৫ শকাব্দা

এবং তিনি বঙ্গবিভাগে শাস্ত্রের নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক রহস্য প্রচার জন্য সময়োপযোগী কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে কাশীর প্রসিদ্ধ পরমহংস শ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ বাং ১২৯০ শাল, বৈশাখ। সরস্বতী স্বামীর শিষ্য পরিব্রাজক শ্রীমৎ স্বামী আত্মা-হংসজী মহারাজ সভার কার্য্যে নিতান্ত প্রীত ও উৎসাহিত হইয়া, সনাতন ধর্ম্মের প্রচারার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি ইতি পূর্ব্বে একজন বিভবশালী

ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধির নিমিত্ত এবং ভারতীয় বিবিধ প্রচলিত ভাষায় শাস্ত্রানুবাদ পূর্ব্বক প্রচারের অভিপ্রায়ে ভাঃ, আঃ, ধঃ, প্রঃ, সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ পূর্ব্বক আর্য্য শাস্ত্রের উপদেশ ও বাচনিক বক্তৃতাদি দ্বারা লোকের কল্যাণ সাধনার্থ আপাততঃ একজন "ধর্ম্মাচার্য্য" (ধর্ম্মপ্রচারক) প্রয়োজন হইয়াছে। সচ্চরিত্র, শান্তপ্রকৃতি, সদুৎসাহপূর্ণ, আর্য্যশাস্ত্রনিপুণ, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ও হিন্দীভাষাবিৎ, ত্যাগশীল, বাক্‌পটু, ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মহাত্মা ভিন্ন কাহারও আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই। আবেদনকারী মহাত্মা কোন্ কোন্ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও বর্ত্তমানে কি বৃত্তি করিয়া থাকেন তাহা যেন লিখিত থাকে। বেতনাদির বিষয় নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন। সভার প্রার্থনা এই যে আবেদনকারী আবেদন সহ নিম্নলিখিত প্রশ্নটীর সদুত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন, নতুবা আবেদন গৃহীত হইবে না। উত্তরটী শাস্ত্রোক্তি, লৌকিকযুক্তি, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণীকৃত হওয়া চাই। যে উত্তরটী সর্ব্বাপেক্ষা সারগর্ভ হইবে তাহা "ধর্ম্মপ্রচারক" পত্রে প্রকাশ করা যাইবে।

প্রশ্ন। শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিলে মৃত পিতৃগণ কিরূপে তাহা লাভ করেন? তাহাতে তাঁহাদের কিরূপ কল্যাণ সাধিত হয়?

আগামী শ্রীশ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত আবেদন পত্র গৃহীত হইবে। আপাততঃ সভার প্রধান কার্য্যস্থান "মুঙ্গেরে" আছে।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা।

একান্তানুগত
শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন,
সংস্থাপক ও কার্য্যসম্পাদক।

১৮০৪ শকাব্দার আশ্বিন পূর্ণিমায় (৫ম ভাগ, ৬০ সংখ্যা) ধর্ম্মপ্রচারকে এই বিজ্ঞাপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূস্বামী ছিলেন। বিষয়কার্য্য তাঁহার তপস্যা পথের অর্গল স্বরূপ বোধে, ইনি তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করেন। কাশী-নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যাচার্য্য পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস "বৈষ্ণব পত্রিকা" সম্পাদক মহাশয়ও ধর্ম্মাচার্য্যের পদগ্রহণ করেন। ব্যাসজী একজন সদ্বক্তা ও সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত এবং গণিত শাস্ত্র কলাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শ্রীমৎ হংসস্বামীজী ও ব্যাসজী পশ্চিমোত্তর ও বেহার প্রদেশ কার্য্যক্ষেত্র স্থির করিলেন।

বালক ও যুবকবৃন্দের হৃদয়ে আর্য্য রীতি-নীতির প্রবর্ত্তনা ও আর্য্যভাবের উদ্দীপনা করিবার উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন "সুনীতি" নাম্নী একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্থানের সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বালকবৃন্দেরও এই পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য উৎসাহ হইল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ১৮০৫ শকাব্দার ভাদ্র পূর্ণিমার ধর্ম্মপ্রচারকে "সুনীতি" প্রকাশের এইরূপ সূচনা করিলেন—

"সুনীতি" পত্রিকা প্রকাশ ইং ১৮৩৩। অক্টোবর

"বর্ত্তমান ভারতবর্ষ চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, হস্ত পদ থাকিতে পঙ্গু ও জীবন থাকিতে মৃত। ভারত দেখিয়াও দেখিবে না, শুনিয়াও শুনিবে না, কার্য্য করিতে পারিলেও করিবে না, বুঝিয়াও বুঝিবে না, জাগিয়াও উঠিবে না। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক

বাহির হয়। ১৮০৫ শকাব্দার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় (৬ষ্ঠ ভাগ, ১-২ সংখ্যায়) "ধর্ম্মাচার্য্য নিয়োগ" বিজ্ঞাপনে প্রচারিত হয়—"গত আশ্বিন মাসের বিজ্ঞাপনানুসারে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় অত্র সভার কার্য্যার্থ 'ধর্ম্মাচার্য্য' রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। ইনি শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শনাদিতে বিচক্ষণ, শাস্ত্রের নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক রহস্যভেদে পরম পটু, প্রকৃতি অতি শান্ত, ভক্তিবিনম্র ও ধর্ম্মোত্তেজনা পূর্ণ। ইনি আপাততঃ বঙ্গবিভাগে কার্য্য করিতে থাকিবেন।" ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবিষ্যৎ ভারতের চিন্তা করিলে, চিন্তাশীল মহাত্মা মাত্রেরই চিত্ত চকিত হইয়া উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই চারিটী উপাধি, কিছু ঐশ্বর্য্য ও রাজকীয় সম্মানসূচক দুই একটী পদবী লব্ধ হইলে বর্ত্তমান ভারত নিজ জন্ম সার্থক ও জীবন সফল মনে করেন। এগুলি ভিন্ন জীবনের অন্য কিছু বিশেষ কর্ত্তব্য আছে কিনা, তাহা চিন্তা করিবার অবকাশ নাই। ভারত বাল্যকালে জীবিতাশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত সংকীর্ণ শিক্ষা সোপানে আরোহণার্থ কঠোর পরিশ্রম সহ দিবানিশি যত্নবান্, পরীক্ষার ক্রমাগত কঠোর শ্রমে ক্লান্ত হইয়া ভারত যৌবনাবস্থায় প্রবেশ করিয়াই শিক্ষার অপেক্ষাকৃত উন্নত সোপানে অধিরোহণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়েন; আরও অগ্রসর হইলে শিক্ষার যে দিব্য মনোহর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা প্রায় অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। শীতার্ত্ত ইন্ধন আহরণ করিল, কিন্তু ভাগ্যদোষে যত্ন ও অবধানের অভাবে অগ্নিতাপ সেবন করিতে পাইল না। জীবনের গূঢ় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া—কিরূপে কিছু ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, কি উপায়ে মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয়, নব্যভারত তজ্জন্য ক্ষিপ্ত প্রায়; বৃদ্ধগণ গত জীবনের সংস্কারের বশীভূত, অগত্যা তাঁহারাও শিক্ষার পরম সুখাস্বাদে বঞ্চিত। বিনা চিকিৎসায় ও অসাবধানতায় ভারতের বিষম ব্যাধি বাড়িতে লাগিল—পরমায়ু সত্ত্বে বুঝি ভারতের আসন্ন কাল উপস্থিত।

"ভারত-নিবাসিগণ পুরাকালে ব্রহ্মচর্য্যের পরম সমাদর করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস না করিয়া তাঁহারা গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতেন না। ব্রহ্মচর্য্য কালে তাঁহারা বিদ্যা, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্যগুলি বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়া গুরুগৃহ হইতে লোক সমাজে প্রবিষ্ট হইতেন। এই ব্রহ্মচর্য্যের প্রথা যে দিন হইতে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহা দুর্ব্বলতা, দুরাগ্রহ, দুর্ব্যবহার, ভ্রষ্টাচার, ভীরুতা, চপলতা, অব্যবস্থিতচিত্ততা আদি ক্ষীণতা ও মানসিক মলিনতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রধান নিকেতন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যগণের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি কালে বর্ণানুসারে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও বিবিধ সাধারণ নীতি শিক্ষা পাইয়া ভারতবাসিগণ তপোবল, ধর্ম্মবল, বিদ্যাবল, বাহুবল, বিত্তবল আদির গুণে জাতীয় প্রকৃতি লাভ করিয়া এই পবিত্র ভূমিকে সভ্য সমাজের শিরোভূষণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর দোষে ও পিতামাতা আদি গুরুগণের তত্ত্বাবধান ও যত্নের অভাবে সুকুমারমতি বালকবর্গ স্বেচ্ছাচার ও যথেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া সমাজকে কলঙ্কিত ও বিষম উপদ্রবগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। পিতামাতা সন্তানের শৈশব হইতেই যদি নীতি-শিক্ষার দিকে মনোযোগী হয়েন, তবে তাঁহারা ও সন্তানগণ চিরসুখী হইতে পারেন ও সমাজও নিরুপদ্রব থাকে। প্রথম হইতেই বালকের হৃদয় যে উপাদানে গঠিত হইয়া যায়, "বয়োপ্রাপ্ত হইলে, তাহা আপনা আপনিই সংশোধিত হইয়া যাইবে" পিতামাতার এই বিষম ভ্রম দূর না হইলে ভারতের কল্যাণ নাই। পিতামাতার ঔদাস্য ও উপেক্ষা বালক-বর্গের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। পিতামাতা যদি সন্তান হইতে সুখী হইতে ও সন্তানকে সুখী করিতে চাহেন তবে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া বালকগণের সুনীতি শিক্ষার উপায় বিধান করুন। নীতি-শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে সাধারণ সমাজে প্রচলিত হইলে বৃথা কলহ, বিবাদ, বিসম্বাদ, অসভ্যতা, মূর্খতা, ধৃষ্টতা, ধূর্ত্ততা, কপটতা, প্রবঞ্চনা আদি সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়; বিচারালয়ে এত মিথ্যা অভিযোগ ও তজ্জন্য অযথা অর্থ ব্যয়ও হয় না; দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, বেশ্যালয় গমন, মদ্যাদি সেবন জন্য মহাপাপ ও সমাজে দারিদ্র্যদুঃখ বৃদ্ধি হয় না; সামান্য প্রভুত্ব লাভের জন্য নরশোণিতে রণস্থল প্লাবিতও হয় না; অধিক কি সমাজ নিতান্ত নিরুপ-দ্রব হইয়া উঠে। নীতি-শিক্ষা দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারা যায়। পারিবারিক, সামাজিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দতাই সুনীতি শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নীতি-শিক্ষার অভাব যে বর্ত্তমান ভারতকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে, তাহা অবশ্যম্ভাবী-সত্য। রাজকীয় শিক্ষাভবনে ও অনুশাসন-মন্দিরে ইহার কোন বিধান হইল না দেখিয়া "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা" ভবিষ্যৎ ভারতের ভূষণস্বরূপ স্নেহভাজন কোমলহৃদয় তরলমতি বালকবর্গকে কল্যাণকল্পতরুর শীতল ছায়ায় সুখী করিবার নিমিত্ত "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" স্থাপনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই অনেক স্থানে উক্ত সভা স্থাপিত হইয়াছে। এতৎসভা সমূহের শিক্ষা ও উপদেশগুণে বালকবর্গের প্রকৃতি ও চরিত্র অনেক পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছে ও হইতেছে। যে সকল বালক ও যুবা সন্ধ্যা ও গায়ত্রী পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিতেন না, এই সভা সমূহের উত্তেজনায় তাঁহাদের প্রকৃতি আজকাল আর্য্যভাবাপন্ন হইয়াছে, সকলে শুনিয়া অবশ্যই সুখী হইবেন যে এই সভা সমূহের উৎসাহ ও উদ্যোগেই 'সুনীতি' নাম্নী পাক্ষিক পত্রিকা আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে প্রকাশিত হইবে। ভগবান্ এই সভার সংখ্যা ও মঙ্গল বৃদ্ধি করুন। স্বর্গ নিবাসী আর্য্যমহাত্মগণ নিজ নিজ তৈজস শক্তি সহযোগে ভারতের হৃদয় তন্ত্রী আকর্ষণ করুন। আর্য্য রীতি-নীতি ভারতে পুনঃ প্রচারিত হইলে ভারতের মলিন-মুখ নবশ্রী ধারণ করিবে। মনের বল, হৃদয়ের উত্তেজনা ও ভাবের পবিত্রতা ভারতে পুনরাগত হইয়া এই মলিন ভূমিকে পুনঃ পুণ্য ভূমি করিয়া তুলিবে। আবার আমরা আর্য্যদিগের জাতীয় গৌরব পুনরধিকারে সমর্থ হইব। স্বয়ং ভগবান্ পবিত্র হৃদয়ের পরম সখা আমাদের নেতা হইয়া পরমধামে লইয়া যাইবেন।"

রামপুরহাট হরিভক্তি প্রদায়িণী সভায় বক্তৃতা

কয়েক মাস কাশীতে কার্য্যালয়ের সুব্যবস্থা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পুনরায় প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন। প্রথমতঃ রামপুরহাট হরিভক্তি প্রদায়িনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভার বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে আহূত হইয়া তথায় হিন্দীভাষায় একটী সুললিত ও সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতাটী এত উৎকৃষ্ট ও হৃদয়-গ্রাহিণী হইয়াছিল যে বেহার ও বঙ্গবাসীরা অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ব্রাহ্মণেরা "কুমার দীর্ঘজীবী হও," বেহারীরা "জীতে রহিয়ে," মুসলমানেরা "খোদা দোওয়া করে" ইত্যাকারশব্দ করিতে লাগিলেন; সেই শব্দে স্থানটী পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বক্তাও অচল, অটলভাবে দুই ঘণ্টার অধিককাল উত্তেজিত চিত্তে বক্তৃতা করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

পৌত্তলিকতা

সেদিন রাত্রিতে পুনরায় "পৌত্তলিকতা" বিষয়ে তিনি শাস্ত্র বিজ্ঞান ও যুক্তি সহ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সকলের চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে আমরা স্থূলদর্শী পৌত্তলিক নহি, উহা আর্য্য ঋষিদের তপস্যালব্ধ দিব্যদৃষ্টির ফল।

সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা জড়োপাসনা নহে। এই বক্তৃতাটী এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে শ্রোতৃবর্গের বদনে একবারও হর্ষের বিরাম দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সকলেই (অবশ্য ব্রাহ্মগণ ভিন্ন) হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে "কুমারের জয় হউক" "জয় হউক" বলিয়া বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে সভা ভঙ্গ হইল।

মানব প্রকৃতি

তৎপরদিন সন্ধ্যাবসানে কুমার বঙ্গভাষায় "মানব প্রকৃতি" বিষয়িণী আর একটী সারবান বক্তৃতা করিলেন। শেষ দিন প্রাতে সুনীতি সঞ্চারিণী সভার অধিবেশন কালে কুমার বালকদিগকে যে নীতিগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এতই উত্তেজনাপূর্ণ যে শ্রোতৃমণ্ডলী তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন,

সুনীতি সভায় বক্তৃতা

বালকদের হৃদয় হর্ষোৎফুল্ল উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার লোচন অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। বালকদিগের প্রতি পিতা মাতা শিক্ষকাদি গুরুজনের কর্ত্তব্য ও বালকবর্গের নিজ নিজ কর্ত্তব্য কি এবং নীতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষার অভাবে ভারতের কিরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে ইত্যাদি বিষয় বক্তৃতার লক্ষ্য ছিল। বক্তা বালকদিগকে এত উৎসাহিত করিয়াছিলেন যে তাহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। পুনরায় বৈকালে ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বক্তা বাঙ্গলা ভাষায় "প্রবাসী জীব" বিষয়িণী একটী ভক্তি ও বৈরাগ্যপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতা-বসানে গম্ভীর নিনাদে তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ, করতাল ও বিবিধ তান লয় যুক্ত যন্ত্র সহকারে অগ্রে অগ্রে কুমার আর্য্য জয়পতাকা হস্তে, পশ্চাতে প্রায় তিন চারি শত লোক সমারোহের সহিত নগর সংকীর্ত্তনে বহির্গত হইলেন। অহো সে অপূর্ব্ব দৃশ্য জীবনে কে বিস্মৃত হইতে পারে? এতদুপলক্ষে সাহেবগঞ্জ, পাকুড়, নলহাটী, মল্লারপুর, বোলপুর, মাড়গ্রাম, আখিরা, রামরামপুর, শ্রীফলা, সাদিপুর, নারায়ণপুর, শ্রীতোষপুর, বড়গ্রাম, গুস্‌করা ও কলিকাতা প্রভৃতি বহুস্থান হইতে উৎসাহী আর্য্যসন্তানগণ আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

"প্রবাসী জীব" সম্বন্ধে বক্তৃতা। নগর সংকীর্ত্তন।

মুর্শিদাবাদ আগমন

মুর্শিদাবাদ আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার প্রথম বাৎসরিক উৎসবোপলক্ষে শ্রদ্ধেয় চূড়ামণি মহাশয় ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সম্মিলিত হইলেন। চূড়ামণি মহাশয় "ঈশ্বরোপাসনা" বিষয়িণী একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে যিনি যে ভাবে উপাসনাই করুন না কেন সকলেই সাকারের উপাসনা করিয়া থাকেন। তারপর কুমারের "আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়িণী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। পরে বহরমপুর সুনীতি সভার উৎসব কার্য্য শেষ করিয়া বাঁকীপুর আর্য্যধর্ম্ম-সভার উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীযুক্ত শশধর

"আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়িণী বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঁকীপুরে "আমাদের উৎসব" বিষয়িণী বক্তৃতা।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় ও কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যথাক্রমে "ধর্ম্মের আবশ্যকতা" ও "আমাদের উৎসব" বিষয়িণী উৎসাহ সূচক বক্তৃতা করেন। ভাগলপুর আঃ ধঃ প্রঃ সভার সভাপতি পণ্ডিত নিত্যানন্দ মিশ্র মহাশয় ও কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যথাক্রমে হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় "আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি" বিষয়িণী একটী উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। সেই জ্বলন্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় আর্য্যভাবে উত্তেজিত হইয়াছিল। সুনীতি সঞ্চারিণী সভায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন "সুনীতি" সম্বন্ধে আবার একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সভার সম্পাদক বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সভার ধন্যবাদ আর্য্যঋষিগণকে উৎসর্গ করণান্তর সনাতন আর্য্যধর্ম্ম অনুশীলন করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন।

গুপ্তপাড়ায় আগমন ও তথায় বক্তৃতা

গয়ায় আগমন ও বক্তৃতা

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাঁকীপুর হইতে গুপ্তপাড়া ধর্ম্মসভায় কয়েকদিন বক্তৃতা করিয়া গোবরডাঙ্গা "সুনীতিসঞ্চারিণী সভা" কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় গমন করেন। তথায় ও তন্নিকটস্থ ইছাপুর, গৈপুর, খাঁটুরা, প্রভৃতি স্থান সমূহে ক্রমান্বয়ে ছয়টী সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতা করিয়া তথাকার সর্ব্ব-সাধারণ লোককে অত্যন্ত উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তথা হইতে ৺গয়াধামে আগমন করিয়া ক্রমান্বয়ে হিন্দী ভাষায় ৫।৬টী বক্তৃতা প্রদান করেন।

ছাপরায় গমন

অতঃপর ছাপরার সব্‌জজ্‌ রায় মাতাদীন বাহাদুরের আহ্বানে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তথায় গমন করেন। ভারতবর্ষীয় আঃ ধঃ প্রঃ সভার অন্যতম ধর্ম্মাচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ আত্মাহংস স্বামীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন হিন্দী ভাষায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২টী ও বাঙ্গালায় ১টী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা সভায় প্রায় তিন সহস্র শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। অশ্বশকট হইতে উক্ত মহাত্মদ্বয় সভাসমীপে অবতরণ করিবামাত্র বক্তৃতা শ্রবণোৎসুক সমস্ত শ্রোতা এককালে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান বিচারপতি, উকীল, কৃতবিদ্য জমীদার ও সাধারণ ব্যক্তি মাত্রেই বক্তার উত্তেজনা, প্রেম ও সাধুভাবে পরিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। জীবের পরম কল্যাণ স্বরূপ মুক্তিলাভ করিতে হইলে আর্য্যশাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম্মসাধন যে নিতান্ত আবশ্যক ও আর্য্যধর্ম্ম যে ভারতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল তাহা বক্তা তাঁহার কয়েকদিনের বক্তৃতায় সুন্দর রূপে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। এখানে বক্তৃতার ফলে একটী আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। স্থানীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি মাত্রেই ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। সভার মুখ্য পণ্ডিতজী নিম্নলিখিত শ্লোকে বক্তৃ-মহোদয়গণকে সম্মানসহ অভিনন্দন করিয়াছিলেন।

"জীবানাং ভারতে হস্মিন্ কলিপর কলিতা
নামহো মুক্তিরেষা।
হাতাহধর্ম্ম প্রচারৈঃ কলিগজ নমিতা
ধর্ম্ম নিঃশেষিতোহভূৎ।
দৃষ্ট্বা দুঃখং জনানাং পরম করুণয়া
চাঙ্কুশোহভূৎ সুবৈদ্যঃ।
শ্রীকৃষ্ণসেন-নামা কলি করি মথনে
যেন ধর্ম্ম প্রচারঃ॥

[এতদ্ ভারতবর্ষে অধর্ম্মের বহুল প্রচার জন্য কলুষিতচিত্ত জীবগণের মুক্তি সুদূরপরাহত ও কলিরূপ হস্তীর পদপীড়নে ধর্ম্ম নিঃশেষিতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। জনগণের দুঃখ দর্শনে নিতান্ত করুণার্দ্রহৃদয় সুবৈদ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় কালরূপ প্রমত্ত মাতঙ্গমথনের অঙ্কুশ স্বরূপ হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।]

কার্য্যক্ষেত্রের ক্রমে বহুলপ্রসার হইতেছে দেখিয়া ভারতের সর্ব্বদেশে আর্য্যধর্ম্মের উদ্দীপনা ও ভারতবর্ষীয় আঃ ধঃ প্রঃ সভার কার্য্য বিবরণ প্রচার মানসে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন "The Mother Land" নামে একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র এক পয়সা মূল্যে প্রচার করিবার সূচনা করিলেন। শ্রদ্ধেয় দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় পুনা হইতে উহার প্রধান লেখকের ভার গ্রহণ করিলেন। অযোধ্যা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্‌-পেক্‌টর স্বর্গীয় ডাক্তার রামচন্দ্র সেন Ph. D. মহাশয় পত্রখানির ভাষার সৌষ্ঠব সাধনের সাহায্য করিতেন। ইংরাজীতে এত সুলভ মূল্যে আর্য্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনার সুযোগ পাইয়া ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতেই লোকে আগ্রহের সহিত গ্রাহক হইতে লাগিলেন। ফলতঃ সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের এরূপ সুলভ ব্যবস্থা এই প্রথম হইল।

The Mother Land প্রকাশ

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কলিকাতার হিন্দুস্থানী মহলের মুখপত্র "ভারতমিত্র" "আর্য্য-ধর্ম্মের উন্নতি" শীর্ষক একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তাহা হইতেই পাঠকগণ তৎকালীন ধর্ম্মভাব ও প্রচার-প্রণালীর আবশ্যকতা বুঝিতে পারিবেন। নিম্নে উহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল:—

ভারতমিত্র পত্রিকার সহানুভূতি।

"দেখা যাইতেছে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই উন্নতির চিহ্ন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা সকলেই উন্নতির পশ্চাতে ধাবমান, এক দেশ অপর দেশের গতি অতিক্রম করিতে যত্নবান রহিয়াছে। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রীতি, নীতি সমস্ত বিষয়েই অগ্রসর হইতে সকলের সবিশেষ চেষ্টা, আমাদিগের ভারতভূমি যদিচ পৃথিবীর বহির্ভূত নহে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদিচ ভারতবর্ষ এসিয়ার একটী প্রকাণ্ড খণ্ড, কিন্তু ইহার উন্নতির বেগ সকল দেশ হইতেই পশ্চাতে পড়িয়া আছে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করুন,যে বিষয় অবলোকন করুন, দেখিবেন ভারতের গতি ধীর ও যত্ন শিথিল। জড়তা, আলস্য, দুর্ব্বলতা ও দিবা রাত্রি তন্দ্রা বা বিশ্রাম সুখসেবা ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সমাজ নীতির প্রচুর প্রচার, ধর্ম্মনীতির সংস্কার, সদসদ্বিচার, ব্যবসায়ের উন্নতি, সামাজিক সুখ বিধানের চেষ্টা, যত কিছু কার্য্যই কেন হউক, ভারত তাহা সুখ শয্যায় শুইয়া নিদ্রিতাবস্থায় সাধন করিতে চাহে। ভারতের নিদ্রা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাকেও পরাভব করিয়াছে। নিদ্রিতের ধন চোরে অপহরণ করিলে সে জানিতেও পারে না। নিদ্রিত ভারতের ধন বিদেশিগণ লইয়া গেল, ভারতের তন্দ্রা ভাঙ্গিল না, বিদেশিগণ ভারতের ধর্ম্ম নষ্ট করিল, ভারত জাগিল না, বিদেশিগণ ভারতের বিদ্যার প্রতিভা হানি করিল, ভারত তথাচ নিদ্রিত, বিদেশিগণ ভারতের ধনে ধনী হইয়া ভারতকে তাহাদের পাদুকার ছায়ায় আশ্রয় দিল, অচেতন ভারত তাহাও আনন্দ পূর্ব্বক মানিয়া লইল, ভারতকে মূর্খ বলিল, ভারতকে বিধর্ম্মী বলিয়া তিরস্কার করিল, দুর্ব্বল বলিয়া ঘৃণা করিল, ভারত এতাবৎ অবনত মস্তকে স্বীকার করিল। যে ভারতের ধর্ম্ম প্রশান্ত মহাসাগর হইতেও সুগভীর, যে ভারতের ধর্ম্মে ভক্তি, জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্য, প্রেম, ঈশ্বরোপাসনা আদি কোন বিষয়েরই অভাব নাই. ভারতের নিদ্রিত সন্তানগণ বিদেশীয়ের কথানুসারে ঈদৃশ সর্ব্বোত্তম নিজ ধর্ম্মকে অসার ও যুক্তিহীন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিল।

এক্ষণে ভারতের এই ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ করিবার কি কোন উপায় নাই? ভারত কি চিরকাল নিদ্রিতই থাকিবে? এতৎ প্রশ্নোত্তরে হয় তো কেহ বলিবেন যে যখন সকলেই নিদ্রিত তবে জাগাইবে কে? তন্মধ্যে যে ২।৪ জন জাগ্রৎ হইল, তাহারাও আবার ভ্রাতৃগণের শোচনীয় অবস্থার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে লাগিল। ভ্রাতৃগণের প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে অপমান করিতে আরম্ভ করিল, আর যদি বা জাগাইতে চেষ্টা করিল, তাহাও গালি দিয়া, তিরস্কার করিয়া ও পদাঘাত করিয়া! হা! এই কৌশলে কি নিদ্রিত ভারত পুনরুত্থিত হইবে? ভৎর্সনা করিলেই কি ভারত নিজ ধর্ম্ম সমালোচনা ও তন্মহত্ত্ব বিচারার্থ প্রবৃত্ত হইবে? ভারতের ধর্ম্ম পুনরুদ্দীপিত করিবার জন্য এক্ষণে সাধু সদ্বক্তার প্রয়োজন হইয়াছে। যিনি সুললিত বক্তৃত্ব-শক্তি সামর্থ্য বিশিষ্ট, নিজ ভ্রাতৃগণের অবস্থার তাবত্তত্ত্বজ্ঞ ও তাহাদিগকে সৎপথে আনিবার সদুপায় উত্তমরূপ বিদিত আছেন, তিনিই ঈদৃশ গুরুতর কার্য্যে সুপটু হইবেন। ধর্ম্মার্থ প্রচারের জন্য আমাদের আধুনিক ধর্ম্মপ্রচারকগণকে কোন নূতন নিকেতন নির্ম্মাণ করিতে হইবে না। আমাদিগের পূর্ব্বতন আর্য্য মহাপুরুষগণের বিরচিত ধর্ম্মমন্দির সুসজ্জিত সুশোভিত করিবার জন্য ইউরোপ হইতে ঝাড়, দেওয়ালগিরি আনাইতে হইবে না, মন্দির আলোকিত করিবার জন্য গ্যাস বা তাড়িতালোকের প্রয়োজন হইবে না। আর্য্যধর্ম্ম নিকেতনে জ্ঞান-সূর্য্য উদ্ভাসিত থাকিয়া এরূপ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, যে উহার নিকট সমস্ত দীপ্তিই মলিন হইয়া যাইবে। ইহার তেজ, নির্ম্মলতা, ইহার শোভা দেখিলে বিদেশীয় সজ্জা নিতান্ত লজ্জা পাইবে।

আমরা কত বক্তাকে নিজ শাস্ত্র ছাড়িয়া বিদেশীয় শাস্ত্র হইতে উপমা দিতে শুনিয়াছি. নিজ শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য আমরা কত ব্যক্তিকে কঠোর শব্দ ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি, ব্যাখ্যান দিবার সময় কত লোককে সুদীর্ঘ সমাস যুক্ত উৎকট ও কঠোর সংস্কৃত পদ প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছি। ইহার পরিণাম ফল ইহাই দৃষ্ট হয় যে, শ্রোতা উপদেষ্টার কথা গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে তৎসহ বাগ্বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, নতুবা বিরক্ত হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া যায়, বক্তা অবশেষে নিরুপায় হইয়া বসিয়া পড়েন, এবং মরুভূমিতে বৃষ্টিপাতের ন্যায় তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম নিরর্থক হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানবর্দ্ধিনী সভায় আমরা পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। তাঁহার সমস্ত মতের সহিত আমাদের ঐকমত্য না হউক, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা শুনিলেই যে একপ্রকার আনন্দ অনুভূত হয়, ধর্ম্মভাব সকলের মনে উদ্দীপিত হয়, ও আর্য্যধর্ম্ম সংক্রান্ত শাস্ত্রাদি পাঠে রুচি পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন ইহা তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহা কি সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে মাড়োয়ারি জাতি ব্যবসা ভিন্ন অন্য কথাই কিছু শুনিতে জানে না, যাহারা একমাত্র গুরুর পূজাই ধর্ম্মের চরম সীমা স্থির করিয়া রাখিয়াছে, যাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান সময়েও ধুতি, ঘৃত, চিনির দর বিস্মৃত হয় না তাহারাও দেড়ঘণ্টা কাল স্তব্ধ হইয়া ধর্ম্মার্থ বার্ত্তা শুনিতেছিল ও ক্ষণ জন্যও চঞ্চল হয় নাই? এতদ্দর্শনে আমাদের বিশেষ আশা হইতেছে যে সেন মহাশয় যদি মধ্যে মধ্যে নিজ বক্তৃতা দ্বারা কলিকাতাস্থ হিন্দুস্থানী সমাজের উপকারার্থ যত্ন করেন, তাহা হইলে যে যে কার্য্যের অভাব বশতঃ কলিকাতা কলঙ্কিত আছে, তত্তাবৎ সদনুষ্ঠান অনায়াসে সংসাধিত হইতে পারে।" (ভারতমিত্র)।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(জীবন যজ্ঞ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার প্রথম বার্ষিক উৎসব।

(১৮০৫ শকের ২৯ এ চৈত্র হইতে
১৮০৬ শকের বৈশাখ মাস ; ইং ১৮৮৪)

কাশী আসিয়া এক বৎসর অবসান সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনের ব্যবস্থা করিলেন। এতদধিবেশনে বাঙ্গালা, বিহার ও পশ্চিমোত্তর যুক্তপ্রদেশের প্রধান প্রধান স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন, এবং পঞ্জাব ও দক্ষিণ ভারত হইতে সভার সভ্যগণ পত্র দ্বারা সহানুভূতি সূচনা করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী, পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি, ভারতেন্দু বাবু হরিশ্চন্দ্র ও কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন শাস্ত্রব্যাখ্যা ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

উৎসবের অনুষ্ঠান

(১) উৎসবের প্রারম্ভে সমগ্র ভারত-সন্তানের ধর্ম্মভাব উদ্দীপনার উদ্দেশে সংকল্প করিয়া শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার পূজা হইল।

(২) নগরের রাজপথে ও জলযানে ভাগীরথী বক্ষে সমগ্র কাশীপুরী প্রদক্ষিণ করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন হইল।

(৩) সভাগৃহে, গঙ্গাতটে ও রাণী শরৎসুন্দরীর সত্রালয়ে কয়েক দিবস ব্যাপিয়া বক্তৃতা হইল। শাস্ত্রীজী "জ্ঞান ও ভক্তি" বিষয়ে, চূড়ামণি মহাশয় "জাতিভেদ ও মূর্ত্তিপূজন" বিষয়ে, কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মহোদয় "ভারতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মপ্রচার", "বিশ্বাস ও ভক্তি" আদি সময়োচিত আবশ্যকীয় বিষয়ের সারগর্ভ সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সর্ব্বদেশীয় শ্রোতাদিগের সন্দেহ নিরসন ও ধর্ম্মোৎসাহ উদ্দীপনা করিয়াছিলেন।

১লা বৈশাখ বৈকালে সভার সুযোগ্য প্রতিনিধিগণ ও স্থানীয় সজ্জনগণ সম্মিলিত হইয়া "আমাদের সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অবনতি হইবার হেতু কি ও তাহার পুনরুন্নতি করিবার সদুপায়ই বা কি, সভাতে এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিলেন। অবশেষে ধীমান্ চিন্তাশীলগণের সিদ্ধান্ত এই হইল যে বালককালে বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পিতা মাতা গুরুগণ আর্য্য-ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষাদানে উপেক্ষা করেন, তাহাতে শিক্ষার্থীর হৃদয়ে আর্য্যভাব একেবারে শুষ্ক হইয়া পড়ে। মনুষ্য অগত্যা স্বেচ্ছাক্রমে আহার, আচার, ব্যবহারাদি করিতে থাকে, আর্য্যজনোচিত হোম, ব্রত, পূজা অনুষ্ঠানাদিতে তাহার প্রবৃত্তি থাকে না। তাহাতে আবার গুরু, পুরোহিত ও পণ্ডিত মহাশয়গণ শাস্ত্রের যথার্থ অভিপ্রায় ও গূঢ় তাৎপর্য্য লোকসমাজে ব্যাখ্যা করেন না, সুতরাং ধর্ম্ম বুঝিতে না পারায় সকলে সহজেই এ ধর্ম্মের আচরণে বীতরাগ হইয়া পড়ে। এক্ষণে পুনরুন্নতি করিতে হইলে লোক সমাজ ও সভা এ উভয়েরই দায়িত্ব দৃষ্ট হইতেছে। সভা নানাবিধ বাদ, যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা লোককে শাস্ত্রীয় মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন ও সমাজ নিরভিমান চিত্তে জাতীয় প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া প্রণিধান করিবেন। মনের গতি ফিরিলে ক্রিয়া-পদ্ধতি আপনিই ফিরিবে।"

উৎসবের প্রারম্ভে ঘট স্থাপনকালীন কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উপদেশের সার মর্ম্ম "ধর্ম্মপ্রচারক" হইতে সংগ্রহ করিয়া দিলাম :—

"সভ্যগণ! কোন সঙ্কল্প সাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ মঙ্গল স্বরূপের চিন্তা করা ধর্ম্মিষ্ঠ ভারতবর্ষের চির অভ্যাস। একখানি পুস্তক রচনা করিতে হইলেও নির্ব্বিঘ্নে উহা সমাপ্ত করিবার জন্য গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। এইরূপ কোন ব্যাপককাল

মঙ্গল ঘট স্থাপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধ্য বা ক্ষণকাল সাধ্য সদনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মাঙ্গলিক আচরণ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানপরায়ণ ভারতবর্ষের স্বভাব সিদ্ধ। আজ হইতে ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার বার্ষিক উৎসব আরব্ধ হইয়া সপ্তাহ পরে শেষ হইবে। ইহার মধ্যে উৎসবের কোন বিঘ্ন না হয়, ও ইহার সাধু সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হয়, এই জন্য অদ্য মঙ্গল ঘট স্থাপিত হইল। ইহাতে বিঘ্নবিনাশ কর্ত্তা ও সিদ্ধিদাতা বিশ্ব বিধাতার আবির্ভাব ও অধিষ্ঠান অনুভব করিতে হয়। হয় তো নব্য শিক্ষিত সমাজ ভাবিবেন যে একটী জলপূর্ণ কলস স্থাপন করা কুসংস্কার মাত্র। কিন্তু বুদ্ধিমান সাধকর চক্ষু এই পূর্ণ কুম্ভে পূর্ণ স্বরূপের বিদ্যমানতা দর্শন করে। সাধু সঙ্কল্পের তীব্র বেগরাশি পূর্ণকুম্ভে সাধনসিদ্ধি শক্তিকে আহ্বান করিয়া লয়। শ্রদ্ধাসহ নিত্য এই পূর্ণ ঘটের পূজা করিলে সাধকের কামনা অপূর্ণ থাকে না।

সভ্যগণ! উৎসবের এই অনুষ্ঠানটীকে আমাদের জীবনের একটি প্রধান আদর্শ করিয়া লইতে হইবে। পরমাত্মার সহিত প্রেমালিঙ্গন করা জীবাত্মার চিরসংকল্প। তাঁহাতে অহং-মমেতির পূর্ণাহুতি প্রদান করা জীবাত্মার পরম ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য জীব কত দেহে কত ভাবে কতবার কত অনুষ্ঠান করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু বহু বিঘ্ন বিড়ম্বনায় এই মহৎ ব্রত সুসম্পন্ন হয় নাই। এইবার সংকল্প সাধনের জন্য মানব-দেহরূপ ঘট স্থাপনা করা হইয়াছে। আমাদের সকলের ঘটে যে বিশুদ্ধ জ্ঞান-গঙ্গাজল আছে, তাহা বোধ হয় না। ঘটের মধ্যে নানা প্রকার আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধময় দ্রব্য ভরা রহিয়াছে। বিবেকবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া হিংসা, নিন্দা আদি ঘৃণ্যকারজনক দ্রব্যরাশি ও মলিনা বাসনার আবর্জ্জনা রাশি ফেলিয়া না দিলে তাহাতে সুশীতল জল ধরিবে কেন? এই ঘট যদি বিশুদ্ধ বারিতে পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে এই ঘট মধ্যেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী সাধনসিদ্ধি শক্তির পূর্ণাবির্ভাব ও জলন্ত অধিষ্ঠান পরিদৃষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহোদয়গণ! যদি প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা এই মানব ঘটের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মহাব্রত ও চিরদিনের সাধুসঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ঘট যে অভিমুখে স্থাপন করিতে হয়, যে মহামন্ত্রে ইহার অভিষেক ও প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা যদি এই ঘটকে বিষয়াভিমুখী না করিয়া ভগবচ্চরণাভিমুখে স্থাপন করিতাম, যদি কর্ম্মদোষজনিত মোহমন্ত্রে এই ঘটের অভিষেক না করিয়া গুরুদত্ত মূলমন্ত্রে ইহাকে সচেতন করিতাম, তাহা হইলে আমাদের সঙ্কল্প অসিদ্ধ হইবে কেন? সাধু হৃদয়গণ! ভগবদ্দত্ত এই পবিত্র ঘট যতদিন পর্য্যন্ত অমৃতরূপী জ্ঞান-গঙ্গাজলে পরিপূরিত না হইবে, ততদিন ইহাতে প্রাণসত্ত্বেও ইহা শূন্য। ততদিন ইহার কিছু-মাত্র মূল্য নাই। ততদিন ইহা জীবিত বলিয়াও গণনীয় নহে। কেননা—"সজীবতি মনোযস্য মননেন হি জীবতি"—সেই ব্যক্তিই জীবিত, যিনি সর্ব্বদা আত্মার মনন করিয়া জীবনধারণ করেন।

একজন সপ্ততিবর্ষীয় মহাত্মাকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে আপনার বয়ঃক্রম কত? তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, সাত বৎসর মাত্র। জিজ্ঞাসু বৃদ্ধ মহাত্মার বাক্য শুনিয়া হাসিতে লাগিল। তাহাতে তিনি বলি-লেন, তুমি হাসিও না লোকে আমাকে সপ্ততিবর্ষীয় বলিয়া জানে। কিন্তু ত্রিষষ্টি (তেষট্টি) বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত আমি আমোদ প্রমোদ বিষয়ভোগ আদি দ্বারা সংসারের সেবা করিয়া পশুবৎ জীবন যাপন করিয়াছি প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমি কে, কিরূপে দেহধারী হইলাম, তাহার কিছুমাত্র সমাচার জানিতাম না। তৎপরে শ্রীমৎ গুরুদেবের সাক্ষাৎ লাভে সফল-জন্মা হইয়াছি। তিনি যে দিন আমাকে আত্মজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন, সেই দিন হইতেই আমি আমার অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছি। সুতরাং সেই দিন আমার জন্মদিন। সেইদিন হইতে আমার হৃদয় অমৃতরসে পরিপূর্ণ। তাই সেইদিন হইতে গণনা করিয়া বলিয়াছিলাম আমার বয়ঃক্রম সাত বৎসর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধকগণ! শূন্যহৃদয়ে আমরা আর কতকাল থাকিব? সম্মুখে সৎসঙ্গরূপ গঙ্গা প্রবাহিতা, ইচ্ছা করিলেই তথায় অবগাহন করিতে পারি। তথা হইতে জ্ঞান-গঙ্গাজল আনিতেও পারি। আহা? না জানি সে ঘট কত সুশীতল, সে ঘট শীতল সলিলে পরিপূর্ণ। ঐ দেখুন, এক একটী ঘট যেমন পূর্ণ হইল, আর উহা ক্ষুদ্র বায়ুতে বিচলিত হয় না। ঐ দেখুন কাল যুগে যুগে এক একটী পূর্ণ ঘট কক্ষে লইয়া বেগে পলায়ন করিতেছে। আর কুম্ভোচ্ছলিত যে দুই এক ঝলক জল ভূমিতে পড়িল তাহাই পান করিয়া জগতের লক্ষ লক্ষ জীব সুশীতল হইল। জ্ঞানের স্রোতে প্রেমের প্রবাহে ভাবের তরঙ্গে জগতের কত লোক ভাসিয়া গেল, তাহারা আর ফিরিল না। মহাত্মগণ! এমন সুবর্ণ ঘট পাইয়া আলস্যে, ঔদাস্যে ও উপেক্ষায় দিন কাটাইবেন না। ঘট পূর্ণ করিয়া লউন, দীক্ষামন্ত্রে অভিষেক করুন, আত্মজ্ঞান-গম্ভীর রসের সুখাস্বাদন করুন। জীবনের সংকল্প সিদ্ধ হইবে। চিরদিন উৎসবে কাটিয়া যাইবে।

জাতকর্ম্ম হইতে এ দেহে কত উৎসব দেখিলাম, কিন্তু তাহার সকল গুলিই পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী পুত্রদিগকে লইয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমি একাকী কোন অনুষ্ঠান করিতে পারি নাই। আহা! একটী মাত্র অনুষ্ঠান আমাকে একাকী করিতে হইবে। সেই মহাব্রতের—মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি কালে সকলেই রোদন করিবে। আমিও রোদন করিতে করিতে নিরুৎসাহ সহ নিরুৎসব নিকেতনে যাত্রা করিব। চিরদিন উৎসব করিয়া শেষ দিনের উৎসবটী যদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোরম না হয়, তবে সমস্ত উৎসবের আয়োজন, উদ্দীপনা, ব্যবস্থা আদি সকলই ব্যর্থ হইবে। তাই বলি মহোদয়গণ! আসুন সকলে মিলিয়া গৃহে গৃহে মঙ্গল ঘট স্থাপনা করি। মনুষ্য জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মহাব্রত মহামহোৎসবে সুসম্পন্ন হইবে।”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্দ্ধমানে বক্তৃতা

সভার উৎসবান্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বঙ্গদেশে ধর্ম্মোদ্দীপনার্থ যাত্রা করিলেন। প্রথমতঃ বর্দ্ধমানে কয়েকটী ব্যাখ্যান ও বক্তৃতায় শিক্ষিত সমাজের উৎসাহ ও আগ্রহ উদ্দীপিত করিয়া তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

কলিকাতায় আন্দোলন

কলিকাতায় আসিয়া তিনি যে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন, তাহার ফল পাঠক! সেই সময়ের সংবাদ পত্রের মুখেই শুনুন:—"দৈনিক" বলেন—"দেবতার বলে আমরা আবার আধিদৈবিক সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি। কপিল ও শাণ্ডিল্যের, শঙ্কর ও চৈতন্যের শাণিত অস্ত্র সকল, ধীরে ধীরে তুলিবার চেষ্টা করিতেছি। যদি বাস্তবিকই আমরা সেই সকল দেব অস্ত্রের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি, সেই সকল দিব্যাস্ত্র চালনা করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে সত্য সত্যই আমরা আধিদৈবিক বলে জগজ্জয় করিব। কৃষ্ণকেশ তর্কচূড়ামণি শশধর শর্ম্মা হইতে চারুচিকুর রসিক চূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত ধর্ম্মের আলোচনায় বিব্রত, ব্যাপৃত—অন্যদিকে তেমনই আস্তিকপ্রবর বৃদ্ধ বসুজ হইতে নাস্তিক-প্রসিদ্ধ যুবক বসুজ তাঁহাদের আলোচনার, আন্দোলনের বিরোধী। কাজেই বিধির বিড়ম্বনায় আজি আমাদের ঘরে ঘরে বিবাদ, ভাই ভাই লড়াই। বিশ্বাস আছে, ভরসা আছে, এ বিবাদে উভয় দলের কেবল বল বৃদ্ধি হইবে, কাহারও বলক্ষয় হইবে না; অস্ত্রের পরীক্ষার পর সকল শ্রেণীর হিন্দু সম্মিলিত হইয়া একযোগে ভুবন বিজয়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন।"

"ধর্ম্মপ্রচারক" বলেন—"ধর্ম্ম লইয়া বঙ্গ বিহার ও পশ্চিমোত্তর (যুক্ত) প্রদেশে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সংস্থাপক-সম্পাদক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ও ধর্ম্মাচার্য্য পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, কলিকাতা আদিতে এবং সভার সহযোগী পণ্ডিত মহাত্মগণ (শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, মদন গোপাল গোস্বামী, কীর্ত্তিনাথ ঝাঁ, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় আদি) বঙ্গের নানাস্থানে বিজ্ঞান, যুক্তি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ, ভক্তি ও উত্তেজনা সহ বহুতর ব্যাখ্যান ও আন্দোলন করিয়াছেন। এই তুমুল ধর্ম্মান্দোলনের প্রভাবেই কলিকাতার নাট্যশালা সমূহে চৈতন্য লীলা, প্রহ্লাদ চরিত্র, ধ্রুব চরিত্র আদি অভিনয়ের সূত্রপাত হয় ও সাধারণের রুচি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে 'নবজীবন', 'প্রচার', 'আলোচনা', 'পতাকা'—আদি প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়া বঙ্গে ধর্ম্মচর্চ্চার পুষ্টিবর্দ্ধন করিতেছে।"

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা এই সময়ে ভারতে যে তুমুল ধর্ম্মের আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে সভার ধর্ম্মাচার্য্য ও সম্পাদকের স্থানে স্থানে উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে অনেকে আর্য্যধর্ম্মে পুনরাস্থাবান হইতে আরম্ভ করেন। সহস্র সহস্র লোক পুনর্ব্বার নিয়মিত শাস্ত্র বিহিত সন্ধ্যা আহ্নিকাদি করিতে লাগিলেন, শত শত লোক একাদশী ব্রত ও হবিষ্যান্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকে অপেয় পান, অভক্ষ্য ভোজন পরিত্যাগ করিলেন; আবার শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা অনেকের মনকে পবিত্র করিয়া তুলিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এই "সময়ের ফল" যেরূপ লিখিয়াছিলেন তাহাই যথাযথ উদ্ধৃত হইল:—

"কলি কালে ধর্ম্ম এক পদ, সুতরাং শত চেষ্টাতেও ধর্ম্মের পূর্ণ স্বরূপ লোক সমাজে কখনই পরিলক্ষিত হইবে না, ইহা একটী শাস্ত্রোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী। যাঁহারা প্রাচীন, এই ভবিষ্যদ্বাক্যই তাঁহাদের কাল হইয়াছে, তাঁহারা আশা ভরসা ছাড়িয়া 'দেশ ডুবিল' বলিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম ও নিরাশ। নব্যভারত বৃদ্ধদিগকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়াও তাঁহাদের এই নিরাশার কথায় পূর্ণ সহযোগিতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারিলেন না। নব্যভারতের যুক্তি এই যে, বালক যখন জন্মিয়াছে, তখন আজ হউক, কাল হউক, শতবর্ষ পরেই হউক, সে মরিবেই মরিবে। মরিবে বলিয়া তাহার বালসা হউক,জ্বর হউক,উদরাময় হউক, অচিকিৎসায় মরিতে দিব না। বোধ হয় নব্যদিগের এই যুক্তিতে বৃদ্ধগণও অনাদর করিবেন না। কলির কলুষ-স্রোত নানাদেশের আবর্জ্জনা ভাসাইয়া দুর্ভাগ্য ভারতের গর্ভে টানিয়া আনিতেছে। নব্য ভারত দুই হাতে আবর্জ্জনা সরাইয়া দিবে, আর মনের সাধে ধর্ম্মসলিলে অবগাহন করিবে। আবর্জ্জনা যত অধিক পরিমাণে চলিয়া আসিতেছে, ভারতের উত্তেজনা ও বলও তদ্‌যথোচিত বাড়িতেছে। যখন খ্রীষ্টীয় আবর্জ্জনা আসিয়াছিল তখন ধীমান্ রাজা রামমোহন রায় তত্তাবৎ পরিষ্কার করিতে কৃতোদ্যম হয়েন, তাঁহার সাধনের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, বঙ্গদেশে মান্যবর বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যে পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী তাহা নিঃশেষ করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টীয়ানগণের আশাতরু শিক্ষিত সমাজ হইতে উন্মূলিত হইয়াছে। এক্ষণে আবার ইঁহারা স্ব স্ব হস্তস্থ যে সমস্ত দুর্গন্ধ তৃণরাশি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও ভারতকে রক্ষা করা আবশ্যক বোধে ভারতের চারিদিকে প্রবল আন্দোলন উঠিয়াছে। আর্য্য সভা, ধর্ম্মসভা, হরিসভা আদি সমিতি সমূহের উৎসাহপূর্ণ মহাত্মগণের উত্তেজনায় ভারত জাগিয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, হিন্দী, উর্দ্দু সংবাদপত্র সমূহ প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের প্রার্থী হইয়া সকলকে কার্য্যক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছেন। শাস্ত্রের নিভৃত স্থানে কি কি অমূল্য গুহ্য কথা আছে তাহা জানিবার জন্য লোকের কৌতূহল জন্মিয়াছে। লোকে আবার আপনার ধন হৃদয়ে রাখিতে যত্নবান্ হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারণী সভার বাগ্মী আচার্য্য ও অন্যান্য সভার উপদেষ্টৃগণ সমস্ত আপদ বিপদ মস্তকে করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রীয় তত্ত্ব প্রচারে দেশকে সজাগ করিয়া দিতেছেন ও বিরুদ্ধবাদিগণের বিপুল বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাণবেগে চলিয়া যাইতেছেন।

আর্য্যধর্ম্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যান করিবার জন্য প্রথমতঃ "ধর্ম্মপ্রচারক" আবির্ভূত হয়েন। একটী নিঃসহায় বীর বক্ষঃ পাতিয়া বিপক্ষের তীক্ষ্ণ শেল সহ্য করিয়াও কার্য্য করিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে "ব্রাহ্মণ" আবির্ভূত হইলেন। ইনি স্বধর্ম্ম রক্ষণে বিশেষ পটু, যথাসাধ্য আর্য্যভাব রশ্মিবিকীরণে বঙ্গদেশকে প্রফুল্ল করিতেছেন। "ব্রাহ্মণ" (মাসিক পত্র) শ্রীতেজশ্চন্দ্র বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। তৎপরে গত বৈশাখ মাস হইতে "সৎসঙ্গ" জন সমাজে উপস্থিত হইলেন। সৎসঙ্গ সহজ ভাষায় নানা প্রসঙ্গে সাধুকথা উপদেশ করিতেছেন। সৎসঙ্গের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনীয়। কিন্তু "বিধবা বিবাহ" আদি ম্যালেরিয়া ব্যাধি ইহাকেও স্পর্শ করিয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। এই মাসিক পত্রখানি বেলভাঙ্গা হইতে শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত। তদনন্তর দেখিতে দেখিতে তিন দিক হইতে একেবারে 'নবজীবন', 'প্রচার' ও 'জাহ্নবী' মহাপ্রলয় রোলে ভারতীয় নাট্যশালায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিন খানিরই হস্তে আর্য্যধর্ম্মের জয় পতাকা। 'জাহ্নবী' পরম পবিত্র শক্তি সঞ্চারে বঙ্গদেশকে পবিত্র করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয়ের সাধুযত্ন অতীব প্রশংসনীয়। নবজীবন ও প্রচারের লেখকগণ সকলেই কৃতবিদ্য ও প্রতিষ্ঠাপন্ন, নিজ নিজ মত পূজ্য আর্য্য আচার্য্যগণের ভাবরসে ডুবাইয়া জনসমাজে প্রকাশ করিলে আরও অধিকতর সামাজিক কল্যাণ হইবে। সকলগুলিই এখন আমাদের সময়ের ফল, কোনটী কচি, কোনটী পক্ক, কোনটী একটু টক হউক না কেন, সময়ের ফল বলিয়া আমরা সকলগুলিকেই আদর করিব। সুবাতাস পাইলেই সময়ের ফলগুলি সকলকেই সুরস দান করিবে। প্রার্থনা করি যেন আমাদের সময়ের ফলগুলিতে অসময়ের কালকীট প্রবেশ না করে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(জীবন যজ্ঞ)

তৃতীয় অধ্যায়

মাতৃ বিয়োগ, প্রব্রজ্যা, পীড়া ও পুস্তকাদি প্রচার।

১৮০৬ শকাব্দার উৎসবান্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন জননীকে গুপ্তপাড়া হইতে কাশীবাস করাইবার জন্য আনিয়াছিলেন। 'ধর্ম্মপ্রচারক' পত্র তাঁহার নিজস্ব ছিল, সুতরাং তাহার আয়েই তাঁহার স্বীয় ও আত্মীয়গণের আহার আচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইত। তিনি কলিকাতা হইতে আসার পর মায়ের কাশীবাসের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া কিছুদিন পরে পুনরায় চার করিলেন। জন্মাষ্টমীর সময় শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মদনগোপাল গোস্বামী ও দাঁইহাটের জমীদার হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সহিত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সৈয়দপুর 'আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন (স্বামী রামানন্দ) মহাশয় তখন ঐ প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। বক্তৃবর্গের ভক্তিভাবপূর্ণ ব্যাখ্যান শ্রবণে একদিকে নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বহিয়াছে, আবার জ্ঞান ও সদাচারগর্ভ ব্যাখ্যান শ্রবণে হৃদয় অপর দিকে উন্নত ও আলোকিত হইয়াছে। নগর সঙ্কীর্ত্তন কালেও পথে ও বাজারে বক্তৃতা হইতেছিল। পত্রপ্রেরক লিখিয়াছিলেন—"সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উৎসব দিনে সভামধ্যে যে মধুর ভাবের স্রোত বহিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে এখনও শরীর রোমাঞ্চ হয় ও আনন্দে মনঃপ্রাণ নাচিয়া উঠে।"

১৮০৬ শকের জন্মাষ্টমীর উৎসবে সৈয়দপুর গমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কাশীত্যাগের কিছুদিন পরেই তাঁহার মাতা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে গ্রহণীর সূত্রপাত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পিতার রোগ শয্যায় শুশ্রূষা করিতে পান নাই, তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন এবার সাধ মিটাইয়া মায়ের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সুচিকিৎসা সত্ত্বেও মাতা ভবসুন্দরী দেবীর পীড়া আরোগ্য হইল না। তিনি সম্মুখে উপস্থিত পুত্রদ্বয়কে শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সজ্ঞানে কাশীলাভ করিয়া মুক্তি ভাগিনী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও পূর্ণানন্দ ভ্রাতৃদ্বয় মণিকর্ণিকায় মায়ের শেষ কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক যথা কালে কাশীতেই শ্রাদ্ধ করিলেন। অচিরেই শারদীয়া মহাপূজা আসিল। এইবার মায়ের মহাপূজার পরই কুমারের জীবনে আর একটী পরিবর্ত্তন ঘটিল।

১৮০৬ শকে পূজার পূর্ব্বে মাতৃবিয়োগ

মাতৃসেবা হইতে অবসর পাইয়া এখন তিনি নিজ অবশিষ্ট জীবন ভগবৎ সেবায় উৎসর্গ করিবার শুভ সুযোগ উপস্থিত জানিয়া ৩৫ বর্ষ বয়সে কাশীধামে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। শরীর ধারণের কতক গুলি লৌকিক কর্ত্তব্যের অবসান হইল, এক্ষণে স্বাধীন ভাবে স্বকীয় সাধনা ও স্বদেশের সেবা করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রব্রজ্যা অবলম্বন ১৮০৬শকে, ইং১৮৮৪ পূজার পর।

অনন্তর ভারতবর্ষীয় আঃ, ধঃ, প্রঃ, সভার কার্য্য ব্যবস্থা জন্য যে পত্রাদি লিখিত হইয়াছিল, তাহার কয়েকখানি এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

নং ১০৫৭

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার
সুযোগ্য সভাধিনায়ক ও সভাসদ্ মহোদয়গণ
মাননীয়াস্পদেষু।

সম্মান পূর্ব্বক সবিনয় নিবেদনম্—

আর্য্যদিগের ধর্ম্মভূমির সেবা করিতে করিতে আমার ক্ষুদ্র জীবনের অনেক সময় অতিবাহিত হইল। বর্ত্তমান ভারতে আর্য্যধর্ম্মের প্রতিভা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিত হয়, এই লক্ষ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সূচনা করি। কিছুদিন যথাসাধ্য তাহারও সেবা করিলাম। সভা দেশ দেশান্তরে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতকে আর্য্যমন্ত্রে পুনর্দ্দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দের বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে এই ক্ষুদ্র হৃদয় পরিণাম-বিরস বিষয় সংসর্গ ও সাংসারিক কার্য্যকলাপ হইতে অবসর লইতে প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে সভার কার্য্যভার হইতেও অবকাশ প্রার্থনীয়।

এতৎসভার যে অতীব গুরুতর কার্য্যভার এতদিন ৺কৃপায় মস্তকে বহন করিয়া আসিয়াছি, তাহা ভবিষ্যতে সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হয়, ইহাই আন্তরিক স্পৃহা। অতএব সুযোগ্য পাত্রে এতৎ কার্য্যভার বিন্যস্ত করিবার যথাযোগ্য সুমন্ত্রণা প্রকাশ ও সদ্ব্যবস্থা করিয়া কৃতার্থ করিবেন। ইতি ২২এ আশ্বিন, শঃ ১৮০৬।

অনুগত—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন
কার্য্য সম্পাদক।

পত্রোত্তর।

মান্যবর শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন
ভাঃ, আঃ, ধঃ, প্রঃ, সভার সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

আপনার ২২এ আশ্বিন তারিখের ১০৫৭ নং পত্র পাইয়া অবগত হইলাম।

যে মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, যাহার জন্য সাংসারিক আশা ভরসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাহার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, যাহার জন্য প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কোনই ক্লেশ বোধ করেন নাই, এত প্রয়াস, এত উদ্যোগ, এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদিনে যাহার ভিত্তি স্থাপন ও সম্যক্ সাধিত বলিয়া বোধ করিয়া সেই আর্য্যধর্ম্ম প্রচার কার্য্য আপনি কোন্ প্রাণে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ?

আপনি বিষয় কার্য্য হইতে অবসর লইতে চাহেন, কিন্তু কি আপনি অনুভব করিতেছেন না যে আপনি যে দিন হইতে সনাতন ধর্ম্মের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন, যে দিন হইতে আর্য্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন সেই দিন অবধি আপনার দেহ বিক্রীত হইয়াছে। আপনি কোন প্রকার যুক্তি মতে আর এ কার্য্য হইতে অবসর লইতে পারেন না। আমার অনেক লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কার্য্য ব্যপদেশে এবার পারিলাম না।

পাকুড় } (রাজা) শ্রীতারেশচন্দ্র পাণ্ডে
সভাধিনায়ক।

আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনীয়ম্—

আপনার ২২এ আশ্বিনের পত্র পাঠ করিয়া হর্ষ বিষাদে অভিভূত-হৃদয় ও নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি। বিরস বিষয় সংসর্গ পরিত্যাগ ইচ্ছু মানস যেমন হর্ষের কারণ, আপনার সংসর্গ রহিত সমাজও তদ্রূপ বিষাদের কারণ হইবে সন্দেহ নাই। আপনি সত্য সত্যই কি দেবর্ষি নারদের ন্যায় মাতৃবিয়োগের অপেক্ষায় অস্মদাদির রসহীন সংসর্গে দিনাতিপাত করিতেছিলেন ? বোধ করি তাহা নয়, অন্য কোন দৈবী কারণ হইবে, যেহেতু বিষয়ে বৈরক্তি তো আজন্ম হইতে ছিল, এত দিন সভার কার্য্যভার হইতে অবসর লইতে মানস প্রকাশ করেন নাই কেন ? তখন যে কারণ বশতঃ কার্য্যে অনুরক্ত ছিলেন, এখন কি সে কার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পূর্ণ হইয়াছে ? না, বোধ করি কেবল আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। প্রিয়তম ! এই সুকুমারাবস্থ আর্য্য সমাজকে—ভবাদৃশ ধর্ম্মপ্রাণ দেশোন্নতি-প্রিয় কুমারের আশ্রয়চ্যুত করা কি উচিত ? না, এখনও সে সময় উপস্থিত হয় নাই,—এখনও সমাজের যৌবনাবস্থাও নয়, প্রৌঢ় ত অনেক দূর ;···এ সময় এই কৌমারাবস্থায় সমাজ শ্রীকৃষ্ণহীন···কুমারের আশ্রয়হীন হইলে পিতৃহীন বালকের মত অবসন্ন হইবে সন্দেহ নাই। যদিচ এখন সর্ব্বত্রই সমাজের মিত্র সংখ্যা অধিক, সমাজ স্নেহ মমতার সহিত সেবিত হইতে পারিবেন, তজ্জন্য কোন আশঙ্কা নাই, তথাপি নির্ব্বিঘ্ন জীবনাশায় সংশয় আছে। বিশেষতঃ সমাজ স্বয়ং আত্মরক্ষায় অসমর্থ ও প্রতিপক্ষ দানব দলনে অনুপযোগী। গৃহবিপ্লব, অভিমান, লোভ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি অসুরগণ যেরূপ প্রবল, ব্রাহ্ম সমাজের দুরবস্থা দর্শনে তাহা প্রমাণ হইতেছে। অতএব হে প্রিয়তম কুমার ! বর্ত্তমান আনন্দ চিহ্ন যাহা সমাজের কোমল কলেবরে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাহা যাহাতে চিরস্থায়ী হয় এমত চেষ্টা করাই আপনার উচিত, এ সময় পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে মহান্ বিপৎ পাতের সম্ভাবনা। ভীষণ অসুর সংঘ সংঘাত কালে শ্রীকৃষ্ণ হীন আর্য্যসমাজের নিরানন্দের কথা আশ্চর্য্য কথা নয়। সে সময়ে—সে দুঃসময়ে শ্রীকৃষ্ণ হীন সুর সংঘ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কেহই কোন কার্য্যে আসিবেন না। এই প্রকার ভাবী চিন্তা পরায়ণ মদীয় ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ আপনার প্রশস্ত ভাব নিমগ্ন হৃদয়ের সহিত একবাক্য হইতে কোন প্রকারেই অগ্রসর হইতেছে না। তাই কাতর হইয়া পরামর্শ প্রদান কি প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি যে, সৌভাগ্য ক্রমে অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীক্ষেত্রই যখন আপনার কার্য্যক্ষেত্র, তখন তথা হইতে অন্যত্র গমনেরও ত প্রয়োজন হইতেছে না ? যদি এক পন্থায় দুই কার্য্য হয়, তবে আপনার সদৃশ সাধুজন তাহা সাধন করিতে কখনই বিরত হইবেন না। "অন্তরে অকর্ত্তা এবং বাহিরে কর্ত্তা" হইবার দৃষ্টান্ত রাম ও কৃষ্ণতেই প্রসিদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি বশিষ্ঠের তাদৃশ অমূল্য উপদেশানুসারে আর্য্য সমাজে একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। দ্বাপরযুগেও বসুদেব কুমার শ্রীকৃষ্ণও লোক সংগ্রহার্থ তাহাতে প্রবৃত্ত ছিলেন; এক্ষণে বর্ত্তমান কলিযুগে যদি কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বিরত হইবেন, তবে অস্মদাদির আদর্শ স্থান আর কৈ থাকে? মহর্ষি বশিষ্ঠের এই স্বর্গীয় বাক্যটীর ফল রক্ষা করাই আর্য্যনাম রক্ষার একমাত্র উপায়। তাহাতে পরাঙ্মুখ হইলে সমাজের মুখ উজ্জ্বল না হইয়া বরঞ্চ মলিন হইবার সম্ভাবনা। অহো প্রিয়তম! সভার কার্য্যভার কারে দিয়া কোথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। নিশ্চয় জানিবেন অন্যের মনোনীত মনুষ্য আপনার মনোনীত না হইলে আমারও মনোনীত হইবে না। কোথায় নির্জ্জনে গমন করিবেন? এখনও আপনার নির্জ্জন বাসের সময় হয় নাই। যদিচ জীবনের নিশ্চয় নাই, তথাচ আপনি অনিশ্চিত বস্তু নহেন। নিত্য বিদ্যমান্ বস্তু। আহা! যাহার প্রাপ্তি কামনা মুমুক্ষু জীবমাত্রের হৃদয়াক্রমণ করিয়া রহিয়াছে, সেই "তিনিই" "তুমি" (তত্ত্বং)। আমাদের শ্রীকৃষ্ণ অপরিত্যজ্য বস্তু। ইত্যলং, ৯ অক্টোবর—১৮৮৪।

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল,
কানপুর।

আপনার ২২এ আশ্বিনের পত্রখানি পাঠ করিলাম। আপনি আর্য্যগণের সেবা যৎপরোনাস্তি করিয়াছেন এবং আপনারই সবিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে আর্য্য ধর্ম্মের ভাব অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, একথা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। এ পরিশ্রমের পর, আপনি ব্রহ্মানন্দ উপভোগে জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিতে যে উৎসুক হইবেন ইহা অসঙ্গত নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি সভার কার্য্যভার হইতে অবসর হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন এবং কোন্ সুযোগ্য পাত্রে এতদ্ভার বিন্যস্ত করা যায় তাহার পরামর্শ চাহিয়াছেন।

আমার সামান্য বিবেচনায় এ সময়ে যদি আপনি সভার কার্য্য হইতে অবসর লয়েন, তাহা হইলে আর্য্যধর্ম্ম প্রচার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইবে। আমার ধারণা এই যে, আপনার অবসর লওয়া দূরে থাক্, আপনার আরও ২।৪ জন সহকারী হইলে সভার কার্য্য আরও উত্তমরূপে চলিবে।

বশম্বদ—শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
পুনা।

আপনি ভগবানের ইঙ্গিতে যে বৃক্ষটী রোপণ এবং যাহার সেবার জন্য তিনি আপনাকে নিয়োগ করিয়াছেন সে বৃক্ষটি এখন রোগে শোকে এবং পাপভারে প্রপীড়িত, ভারত-সন্তানগণের আশানুরূপ পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। তাহার ছায়ায় শান্তিলাভ করিবে বলিয়া সকলেই প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময় বলুন দেখি, আপনি কাহার হস্তে এই ভার ন্যস্ত করিতে পারেন? লোকে বলে দশমুখে ধর্ম্ম, আমরাও সকলে মিলিয়া বলিতেছি, যে আপনি ভারতবর্ষীয় আঃ, ধঃ, প্রঃ, সভার এরূপ অপূর্ণ অবস্থায় ইহার কার্য্যভার হইতে অবকাশ লইতে পারেন না, এবং ভগবানেরও ইচ্ছা নয়। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, এবং আমরাও আপনাকে হাসিতে হাসিতে বিদায় দিতাম।

শেষ কথা আমি আপনাকে এই বলিতে চাই, যে এই আর্য্যধর্ম্ম প্রঃ, সভার সূত্রপাত হইতে আমি আপনার শরীরের ছায়ার ন্যায় আপনার সঙ্গে সঙ্গে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। সুতরাং আপনার মূল্য কি তাহা আমি জানি। আপনার শত্রু অনেক আছে সত্য, তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহাই কেন বলুক না, যাঁহারা আপনাকে জানেন, তাঁহারা আপনার নিকটে চিরঋণে আবদ্ধ থাকিবেন, এবং তাঁহাদের এই কথা যে আপনি এখন আঃ, ধঃ, প্রঃ, সভার কার্য্যভার হইতে অবকাশ লইবেন না, আপনি সভার সম্বন্ধে যে কিছু কার্য্য করিতেছেন সে সমস্তই প্রায় ধর্ম্মকার্য্য। তবে যদি এতৎ সভার কোন কার্য্য নিতান্তই সাংসারিক বলিয়া মনে হয়, আপনার পার্শ্ববর্ত্তী কোন অনুগত লোককে সে সকল কার্য্যের ভার দিলেই চলিবে।

মুঙ্গের } আপনার অনুগত—
শ্রীভগবতী চরণ ঘোষ।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনম্—

মহাত্মন্! বর্ত্তমান কলিযুগে সদুপদেশাভাবে অজ্ঞানান্ধকার ক্রমশঃই ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীব সকলকে মহামোহিত করিয়াছিল। এ মোহের হস্ত হইতে জীব যে কোন সময়ে পরিত্রাণ পাইবে এ আশা ছিল না। ভগবৎ কৃপায় শুভক্ষণে আপনার জগতে জন্ম পরিগ্রহ হয়। তদবধিই আর্য্য ধর্ম্মরূপ কল্প-বৃক্ষের দিন দিন অবয়ব বৃদ্ধি হইয়া ফলস্বরূপে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার প্রকাশ হইয়াছে। যাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় দেশে দেশে ধর্ম্মালোক উদ্দীপ্ত হইয়া জীবগণের দিন দিন চৈতন্য উদয় হইতেছে, যাঁহার যত্নে এ আশাতিরিক্ত ফল ফলিল, তিনি অবসর গ্রহণ করিলে যে সভা স্থির থাকিবে ইহা আমার মত ক্ষুদ্র লোকের হৃদয় ধারণা করিতে অসমর্থ। সুতরাং এ বিষয়ে পরামর্শ আমা দ্বারা কি হইতে পারে? অতএব প্রার্থনা আপনার রোপিত এ কল্পবৃক্ষ, যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে আপনিই সমর্থ।

দাঁইহাট } শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ইংরাজী ও হিন্দী হইতে অনুবাদিত)

মহাত্মন্! আপনার পত্র পাইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। আপনার সংস্রবের অভাব হইলে সভা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আপনি কোন মতেই সভা পরিত্যাগ না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। সদ্ব্যবস্থা করা আপনারই সদ্বিবেচনার উপর নির্ভর করিলাম। ইতি—

মুঙ্গের

অনুগত—শ্রীদেবীপ্রসাদ
(ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর)

শ্রীযুক্ত বিজ্ঞবর,

আপনার কৃপাপত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে অনেক চিন্তার উদয় হইল। আপনি স্বয়ং অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছেন। এতদ্দ্বারা আমাদের অনেক শুভ ফলোদয় হইয়াছে। কিন্তু তাবৎ ফল এখনও পরিপক্ক হয় নাই। আপনাকেই এতাবতের রক্ষক বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। যদি আপনি এক্ষণে একটু পৃথক্ হইয়া পড়েন, তবে গুরুতর কার্য্যভার সম্পাদন করে কাহার সাধ্য! আপনার সংকল্প অতি শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব সাধারণের কল্যাণদায়ক। আপনার অভাবে ধর্ম্মপ্রচারের বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা। অতএব কৃপাপূর্ব্বক এরূপ যুক্তিজাল অবলম্বন করিবেন, যেন ভারতের পুনরুত্থানোন্মুখ মস্তক পুনরবনত হইয়া না পড়ে। ইতি—

আলিগড়

ভবদীয়—শ্রীতোতারাম বর্ম্মা
(হাইকোর্টের উকীল ও 'ভারতবন্ধু' পত্র সম্পাদক)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রিয়বর! আপনার সাংসারিক ঔদাস্যপূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছি; কি উত্তর দিব, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি যে জ্বলন্ত উৎসাহ ও নিঃস্বার্থতার সহিত ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন, অন্যের পক্ষে ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এই সভার সহিত আপনার সংশ্রব বিচ্ছিন্ন হইলে, সভার বা দুর্দ্দশাগ্রস্ত বর্ত্তমান ভারতের কল্যাণ দেখিতেছি না। যে ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত হইয়া আপনি সাংসারিক বিষয় সংসর্গে জলাঞ্জলি দিতেছেন, সেই ধর্ম্মভাবই আমাদের ভরসা স্থল—তাই আশা করিতেছি, এই ধর্ম্ম সভার ধর্ম্ম কার্য্য-ভার আপনার হস্তেই চিরদিন স্থির থাকুক। ইতি—

লাহোর } (পণ্ডিত) শ্রীগোপীনাথ
('মিত্রবিলাস' পত্র সম্পাদক)

করুণাকর! সভার কার্য্যে আপনার ঔদাস্য দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলাম। আপনার অভাবে সভার ভাবী দুর্দ্দশার আশঙ্কা করিয়া ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শনার্থ যাইব মনে করিয়াছি। আপাততঃ এই মাত্র বক্তব্য যে যদি আপনি সভা হইতে চিরাবকাশ গ্রহণ করেন তবে সভার দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। আপনার সভার কার্য্যত্যাগ বাসনা আর্য্য সন্তানগণের দুর্ভাগ্য চিহ্ন বলিতে হইবে। দুর্দ্দশা সাগরে ভাসমান আর্য্যসন্তানদিগকে আপনিই "ধর্ম্মপ্রচারক" পত্র আদি দ্বারা "মা ভৈঃ" শব্দে উৎসাহ ও সাহস দিয়াছিলেন, এবং স্থানে স্থানে সভারূপী পয়োধি পার পারগ পোতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আপনার অভাবে নাবিক বিহীন নৌকার ন্যায় সভার অবস্থা হইবে। কৃপানিধান! সভাকে পরিত্যাগ করিবেন না। ইতি—

শ্রীদরবারি লাল
(জিলা সারন)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যুত্তর

ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার সুযোগ্য ব্যবস্থাপক মহোদয়গণ

ধর্ম্মপরায়ণেষু—

মহাত্মগণ! সংসারের দুঃসহ তাপে আমি সন্তপ্ত; মানবোচিত ভগবৎ-সাধনার অভাবে নিতান্ত নির্ব্বেদগ্রস্ত, তাই এইক্ষণে পরমারাধ্য সিদ্ধাবধূত শ্রীমদ্‌গুরুদেব-দত্ত মন্ত্র সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জন্ম সফল করিব, এই ইচ্ছায় পিতৃ ও মাতৃকুলের তাবদ্বিষয়ই পরিত্যাগ করিলাম, গৃহ পরিবারের সম্পর্ক ছাড়িলাম, যথাযোগ্য পাত্রে ভারার্পণ করিয়া "ধর্ম্ম-প্রচারকের" সম্পাদকীয় কার্য্য হইতে অবসর লইলাম; কিন্তু এখনও কি এ দুঃখীর প্রতি দয়া করিয়া আপনারা সভার কার্য্যভার হইতে মুক্ত করিবেন না? আপনাদিগের একান্ত অনুরোধে ও সভার ভাবী-অবস্থা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহাই আপাততঃ স্থির করিলাম যে, স্থানীয় সমিতির সম্মতি ক্রমে সভার কার্য্যালয়ের ও যন্ত্রালয়ের কার্য্যকলাপ বেতনভোগী ভারার্পিত লেখাধ্যক্ষ দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। যে কিয়দ্দিন সভা সুযোগ্য সম্পাদক নির্ব্বাচন না করিতে পারিতেছেন, ততদিন আমি পরিব্রাজক হইয়াও সভার অবৈতনিক সেবক থাকিয়া সভার উন্নতি কল্পে মন্ত্রণা ও ব্যবস্থাদি দ্বারা যথা-সাধ্য সহায়তা করিব মাত্র। আবদ্ধের ন্যায় আর কার্য্য করিতে পারিব না। সভার উন্নতির যাহাতে ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য দৃষ্টি করিব। কিন্তু মহাত্মগণ দুঃখীকে শীঘ্রই পূর্ণাবকাশ দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন। ইতি—

অনুগত—শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

কাশীর কার্য্যালয়ের সুব্যবস্থা করিয়া পৌষমাসে পরিব্রাজক-মহোদয় ছাপরা ধর্ম্মসভার উৎসবে গমন করেন। "প্রতিদিনই সভায় অন্যূন তিন সহস্র লোক তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে উপস্থিত হইত। সময়ে সময়ে তাঁহাকে দেখিবার জন্য এত গোলযোগ হইত, যে পুলিশ দ্বারা সাময়িক

প্রচারার্থ ছাপরা গমন পৌষ, ১৮০৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তি রক্ষা করিতে হইয়াছিল। বক্তা তিন দিন হিন্দীভাষায় যে উৎসাহপূর্ণ, সারগর্ভ ও তেজস্বিনী তিনটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ের মর্ম্মস্থল-স্পর্শী হইয়াছিল। অত্রস্থ বাঙ্গালী-মহোদয়গণের অনুরোধে তিনি আর একদিন বঙ্গভাষাতেও একটী বক্তৃতা করেন।" উৎসবান্তে কাশী প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথি মধ্যেই পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পীড়িত হইয়া পড়িলেন। কাশী আসিবার পর পীড়ায় পক্ষাঘাতের লক্ষণ (Hemiplegia) প্রকাশ পাইল। কটীদেশ হইতে পাদতল পর্য্যন্ত শরীরের সমুদয় নিম্ন অর্দ্ধাঙ্গ সম্পূর্ণ অবশ হইয়া গেল—বসিবার ও দাঁড়াইবার শক্তিও ক্রমে লোপ পাইল। পরিব্রাজকের প্রচার কার্য্য এই বুঝি শেষ হইল, তাঁহার ইহ জীবনের যবনিকা বুঝি এইখানেই পতিত হইল, এইরূপ সন্দেহ কেহ কেহ করিতে লাগিলেন। দারুণ শীতকালের রাত্রিতে যন্ত্রণা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে প্রারম্ভ হইতেই প্রবীণ এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন্ কাশীবাসী শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় ধর্ম্মানুরক্ত হৃদয়ে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পরিব্রাজক মহাশয়কে চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি সকলকে স্থিরভাবে শুশ্রূষার জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তাঁহারই ভরসায় আত্মীয়েরা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ লইয়া যাইতে বিরত হইলেন। ক্রমাগত প্রায় তিন মাস সুচিকিৎসায় রোগ অনেক পরিমাণে উপশম হইয়া আসিল; কিন্তু সেই অবধি তাঁহার শরীরের অধোভাগ আর সম্পূর্ণ সরলতা লাভ করিল না। চিকিৎসকেরা তাঁহাকে দ্রুতগামী যানারোহণ ও দীর্ঘকাল দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু এই দুইটী নিষেধই তিনি প্রায় পালন করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য তাঁহাকে জীবনের অবশিষ্টকাল পাদদেশে জ্বালা ও সামান্য শৈত্যাদি লাগিলেই নিম্নার্দ্ধভাগে বেদনায়

পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। * অবশেষে প্রচার কার্য্য ব্যপদেশে অতিরিক্ত অনিয়ম বশতঃ ইহার পর হইতেই ধীরে ধীরে বহুমূত্র পীড়া প্রাদুর্ভূত হইল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলে সভার কার্য্যের বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, এবং নানা অসুবিধা বশতঃ "সুনীতি" ও "The Mother-land" নামক সভার সংবাদ পত্র দুখানি প্রকাশ করা স্থগিত করিতে হইল।

"সুনীতি" ও "Motherland" পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হইল।

এ বৎসর বাসন্তী পঞ্চমীর শুভদিনেও পরিব্রাজক রোগশয্যায় শায়িত,—মনের আবেগে মাকে মানস পটে আবির্ভূত দেখিয়া কুমার যে স্তুতি দ্বারা মাতৃপূজা করিয়াছিলেন তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম ঃ—

"ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।"

কে গো শ্বেত শতদল সরোজ-আসনে
কুন্দ-বিনিন্দিত কান্তি বসন্ত বসনে,
শোভিছ, কৌমুদী যেন ঝলকে প্রভায়
আলো করি দশদিক্ নিজ প্রতিভায় ?
তরুণ অরুণ যেন চরণের শোভা,
ও পদ দুখানি কেন এত মনোলোভা ॥
রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু বাজে কত পায়।
পদ পরশেতে প্রাণ জুড়াইয়া যায় ॥
শ্রীকর কমলে বেদ, লেখনীর সাজ।
ভারত আকাশে পুনঃ কে এলিগো আজ ?
মায়ের মাধুরী মাখা দেখি মুখ খানি
হাসিতে মোহিত ধরা সুমধুর বাণী ॥

* বহু বৎসর ব্যাপিয়া কবিরাজ শ্রীচরণ রায় মহাশয় ও কবিরাজ গোপী মোহন রায় মহাশয়দ্বয়ের ঔষধাদি ব্যবহারে পীড়া যাপ্য ছিল মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(চিনেও চিনিতে নারি কেবা এই সতী)।
তুই কি মা ভারতের পুরাণ ভারতী ?
কেন মা আবার হেথা আইলি এখন,
কে তোরে পূজিবে দিয়া কুসুম চন্দন ?
আছে কি সে বেদব্যাস, আছে কি বাল্মীকি,
বেদাভ্যাসী মুনিগণ আর মা আছে কি ?
আছে কি মা কালিদাস বিদ্যায় বিভোর,
আছে কি ভারত আর ভারতে মা তোর ?
আছে কি মা চণ্ডীদাস, শ্রীকবিকঙ্কণ,
আছে কি মা কাশী, কৃত্তি, পূজিবে চরণ ?
আছে কি মা গার্গী খনা লীলাবতী আর,
আছে কি তুলসীদাস সেবক তোমার ?
আমরা মা ভুলিয়াছি পূজা উপচার।
ছাড়ি দিয়া ব'সে আছি বেদ ব্যবহার ॥
কিরূপে আদর তোরে করিতে যে হয়।
ভুলিয়া গিয়াছে মা এ মলিন হৃদয় ॥
কদাচারে কলুষিত দেহ প্রাণ মন।
কেঁপে উঠে পরশিতে ও রাঙ্গা চরণ ॥
অহঙ্কারে ঊর্দ্ধগ্রীবা সদাই মা রয়।
তব পদে প্রণমিতে নত নাহি হয় ॥
সাধিয়া বিলাতী বাণী জিহ্বা জড়বাদী।
উচ্চারিতে বেদ মন্ত্র না চাহে আস্বাদি ॥
পূজিতেন তোরে আর্য্যগণ প্রাণ ভরি।
তাঁদের সন্তান বলি কত গর্ব্ব করি ॥
দেখ মা পাষাণ দ্বার হৃদয়ের খুলি।
মাখিয়াছি কত পাপ তাপ কালী ঝুলি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুছাইয়া দে মা তোর ছেলেদের মলা।
অঞ্জনে করিয়া দে মা নয়ন উজলা॥
বেদ বিধি স্তন্য দে মা করাইয়া পান।
সংসার ক্ষুধার জ্বালা হ'ক অবসান॥
স্পর্শ করি গঙ্গাজল হব সুশীতল।
তবে তো পূজিব গো মা ও পদ কমল॥
আয় গো মা একবার করি দরশন।
নয়নের জল দিয়া ধুয়াই চরণ॥
আমাদের সম্বল মা আর কিছু নাই।
"দেহি নো বিমলাং ভক্তিং" এই ভিক্ষা চাই॥ *

কবি হরিশ্চন্দ্রের অকাল প্রয়াণ

বিপদ বিপদের সহগমন করিয়া থাকে। পরিব্রাজক-মহোদয় সুস্থ হইয়া উঠিতে না উঠিতেই তাঁহার প্রিয়সখা ভারতেন্দু কবি হরিশ্চন্দ্র অকালে কাশীলাভ করিলেন। ভারত-বর্ষীয়-আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী-সভা তাঁহার সহায়তা হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। হরিশ্চন্দ্র অতি উৎসাহী, উদ্যমশীল, প্রিয়ভাষী ও হিন্দী ভাষায় অদ্বিতীয় কবি ছিলেন। ৩৫বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমের মধ্যে তিনি শতাধিক পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু, আসামী, ইংরাজী, মহারাষ্ট্রী আদি দশ বারটী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি আর্য্য-শাস্ত্রবেত্তাগণকে সদৈব সৎকার করিতেন। তিনিই বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষার জন্মদাতা। তিনি কুল-প্রথানুসারে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরমানুরাগী ছিলেন। তিনি ধর্ম্মকে বিশ্বাস-মূলক মানিতেন। যুক্তির দ্বারা ধর্ম্মস্থাপনের অনুমোদন করিতেন না।

---

* এই প্রাণের প্রার্থনাটীতে দেশের শিক্ষিত সমাজের মতিগতি ও প্রবৃত্তির বিষয় ইঙ্গিতে বিবৃত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবি হরিশ্চন্দ্রের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরেই "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা"র ব্যবস্থাপক-স্তবক হইতে আর একটী পরম উজ্জ্বল মহারত্ন অকালে খসিয়া পড়িল। সভার প্রধানতম অধিনায়ক স্বাধ্যায়-নিরত পরিব্রাজকের পরম বন্ধু পাকুড়াধিপতি ধীমান্ রাজা তারেশচন্দ্র পাঁড়ে মহোদয় ত্রিংশৎবর্ষমাত্র বয়ঃক্রমকালে বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হইয়া পত্নী, শিশুপুত্রদ্বয় ও প্রজাবর্গকে অনাথ করিয়া এবং সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন।

রাজা তারেশচন্দ্রের অকালে স্বর্গারোহণ

পরিব্রাজক মহাশয় পীড়িত হইয়া যখন কাশীধামে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, এবং আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের যেন কিঞ্চিৎ বিরাম পড়িয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে দৈবাদেশ বশে মিথিলা প্রদেশ হইতে কীর্ত্তিনাথ ঝাঁ নামক জনৈক মহানুভব পণ্ডিত শিষ্যমণ্ডলী সহ মুঙ্গেরে আসিয়া আর্য্য ধর্ম্মভাবের অত্যন্ত উদ্দীপনা পূর্ব্বক কি বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানী সকলকেই মাতাইয়া তুলিলেন। তাঁহার ভাবগম্ভীর ভক্তিরসপূর্ণ ব্যাখ্যান শ্রবণে শ্রোতা মাত্রই বিমোহিত হইয়াছিলেন। তিনি বেদ, পুরাণ, দর্শন, জ্যোতিষ, স্মৃতি আদি শাস্ত্রে সুনিপুণ পণ্ডিত। তাঁহার তীব্র উপদেশ রাশি কঠোর পাষাণ হৃদয় ভেদ করিয়াও লোক সকলকে আর্য্যধর্ম্মে আস্থাবান করিয়াছিল। তাঁহার উপদেশে সহস্র সহস্র লোক একাদশী ব্রত ও রামকৃষ্ণাদি ভগবানের পবিত্র নাম জপাদিতে রত হইয়াছিল।

সশিষ্য কীর্ত্তিনাথ ঝাঁর মুঙ্গেরে আবির্ভাব

মুঙ্গের! তুমি ধন্য! আর্য্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রচারের তুমিই সূচনা ক্ষেত্র। তোমার ক্রোড়েই ব্রাহ্ম সমাজের "নরপূজা" কলঙ্ক রটিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পতন পথের সূত্রপাত হয়। তুমিই মাতৃবৎ স্নেহে প্রথমতঃ কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের অন্তঃকরণে দিগ্‌দিগন্তে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীজমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলে। মুঙ্গের! তুমিই পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণিকে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে উত্তেজিত ও অভিমন্ত্রিত করিয়াছিলে। আবার তুমিই মহাত্মা কীর্ত্তিনাথ ঝাঁকে নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া ধর্ম্ম প্রচারের স্রোত প্রবলতর করিয়াছিলে।

মুঙ্গের ধর্ম্ম সভার উৎসব কালে ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার ধর্ম্মাচার্য্য পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাসজীর বক্তৃতা সংকীর্ত্তনে ও কীর্ত্তিনাথ ঝাজীর যোগদানে নগর এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।

পরিব্রাজক-মহোদয় পক্ষাঘাত রোগে পীড়িত হওয়ার পর হইতে কাশীর শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বেচারাম সার্ব্বভৌম মহাশয়, অযোধ্যা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর ডাক্তার রামচন্দ্র সেন, লণ্ডনমিশন কলেজের প্রফেসর বাবু গোপাললাল মিত্র বি. এল. মহোদয় প্রভৃতি তাঁহার স্থানীয় কার্য্যক্ষেত্রের সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া অনেক বিষয়ে তাঁহাকে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কুমার পরিব্রাজক কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া ফাল্গুন মাসে আবার জামালপুর সুনীতি-সঞ্চারিণী-সভার উৎসবে গমন করেন। প্রায় বর্ষকাল তাঁহার প্রচার কার্য্য বন্ধ ছিল। কিন্তু রোগ শয্যায় পড়িয়া থাকিয়াও তিনি দেশের—জন্য ধর্ম্মের জন্য পরিশ্রম করিতে বিরত হন নাই। তাহারই ফলে দেশবাসী তাঁহার গীতার অপূর্ব্ব সুললিত ব্যাখ্যা "গীতার্থ-সন্দীপনী" প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সময়ে তিনি অপূর্ব্ব ভক্তিভাবপূর্ণ "ভক্তি ও ভক্ত" গ্রন্থ প্রণয়নেও প্রবৃত্ত হয়েন।*

"গীতার্থ সন্দীপনী" ও "ভক্তিভক্ত" রচনা।

জামালপুরে বক্তৃতা—আমাদের ধর্ম্মভাবের অবনতির কারণ কি?

তিনি জামালপুরে সুনীতি সঞ্চারিণী সভায় বক্তৃতা কালে "আমাদের ধর্ম্মভাবের অবনতির কারণ কি" সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার স্থূল মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে :—

* পরিব্রাজকের সমগ্র গ্রন্থাবলীর সমালোচনা পৃথক্ স্থানে প্রদত্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে ঋষিগণ যে আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের সংখ্যা অধিক না হউক, আজও তাঁহাদের অভাব হয় নাই। আজও ভারতবর্ষে বেদ, দর্শন, স্মৃতি আদি শাস্ত্রের প্রভূত আলোচনা হইতেছে। যে যে উজ্জ্বল রত্নের গৌরবে ভারত গৌরবান্বিত, তাহার জ্যোতিঃ আজও ভারতে বিকীর্ণ হইতেছে। ভারতবর্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী, ভারতীয় ভাবের পক্ষপাতী বক্তার আজকাল অভাব নাই। কিন্তু তথাপি আমাদের অবনতি হইতেছে, ইহার কারণ কি? এত চেষ্টা বিফল হইতেছে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ প্রধানতঃ চারিটী আমাদের দৃষ্টি পথে প্রতীয়মান হইতেছে।

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী বিষয় সমালোচনা।

প্রথম—শিক্ষা বৈষম্য। আমাদের দেশে এক্ষণে অসংখ্য বিদ্যালয়, অসংখ্য পাঠশালা। এই সকল বিদ্যালয়ে অসংখ্য বালক, বালিকা, যুবা বিদ্যালাভ করিতেছেন, এবং আমরাও ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি। ইংরাজ রাজত্বে বিদ্যার আদর অধিক, এ কথা আমরা শত মুখে ও শত উপায়ে ব্যক্ত করিতেছি। কিন্তু কে কি শিখিতেছে তাহা কি আমরা দেখিয়া থাকি? কাহার কোন্ পুস্তক পাঠ করিলে বিশেষ উপকার হইবে তাহা কি আমরা বিবেচনা করিয়া থাকি? বৃদ্ধের পাঠোপযোগী পুস্তক বালক পাঠ করিতেছে, বালকের পাঠোপযোগী পুস্তক বৃদ্ধ পাঠ করিতেছে। স্ত্রীলোকের উপযুক্ত পুস্তক পুরুষে পাঠ করিতেছে, এবং পুরুষের উপযুক্ত পুস্তক স্ত্রীলোকে পাঠ করিতেছে। আমরা বলিয়া থাকি জ্ঞান লাভ করিলেই হইল, কিন্তু কাহার কিরূপ জ্ঞান হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি নাই। বালক যোগবাশিষ্ঠ, পঞ্চদশী পাঠ করিতেছে দেখিয়া আমরা বিবেচনা করি সে জ্ঞান লাভ করিতেছে। কিন্তু বালক অপ্রাপ্ত বয়স্ক, এই সকল আত্মতত্ত্ব-যোগ সাধনের উপযোগী উচ্চতত্ত্বের বিষয়ে কি জ্ঞান লাভ করিবে? সে কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতকগুলি অসম্বদ্ধ কথা শিখিতেছে এই মাত্র। বালককে এ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা যাইতেছে না। যে নিয়মক্রমে—যে রীত্যনুসারে বাল-প্রকৃতিতে জ্ঞান লাভ হইতে পারে, সে নিয়মানুযায়ী পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে না, বালকও পাঠ করিতে পাইতেছে না। বালকের জ্ঞান শিক্ষার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাকে উপযুক্ত পুস্তক না দিতে পারিলে সে অনুপযুক্ত পুস্তক অগত্যা পাঠ করিবে। আর্য্য-শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে স্বকীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যের অগ্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করা উচিত, পরে গুরু ও বেদান্ত বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ কারয়া ক্রমশঃ অধ্যাত্ম রাজ্যে—অনুভবের রাজ্যে—প্রবেশ করা উচিত। এই রীতিক্রমে যিনি আপনার উন্নতি কামনা করিবেন, তিনিই কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমেই বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনা করিল, তাহার কি আর পরে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে শ্রদ্ধা হইতে পারে? তত্ত্বমস্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া কি আর অত্রিসংহিতাতে কাহারও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে? আবার অত্রিসংহিতার লিখিত নিয়মাদি পালন না করিলে শরীর ও চিত্ত শুদ্ধিও হয় না, এবং তত্ত্বমস্যাদি বাক্য-জ্ঞানের প্রকৃত স্ফূর্ত্তিও হয় না। এই জন্যই আমাদের দেশে আজকাল বচন-বিজ্ঞের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে, ফলতঃ তাঁহাদের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না।

দ্বিতীয় কারণ—বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা রীতি। যখন এই রীতি আমাদের দেশে—বিদ্যালয় সমূহে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, তখন ইহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। তখন বিদ্যালয়ে এত অধিক পরিমাণে লোক পাঠাভ্যাস করিতে যাইত না। তখন চতুষ্পাঠীতেও কতকগুলি লোক পাঠাভ্যাস করিত। এক্ষণে চতুষ্পাঠীর সংখ্যা অতিশয় অল্প, এবং রাজকীয় বিদ্যালয় ও তদনুকরণে স্থাপিত অপর বিদ্যালয়ের সংখ্যা অধিক হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে শীঘ্র শীঘ্র বালক যাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল শাস্ত্রের কিছু কিছু শিক্ষা করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা হয়। কোন এক শাস্ত্রে বালকের বিশেষ ব্যুৎপত্তি হইল কিনা তদ্বিষয়ে শিক্ষকদিগের দৃষ্টি নাই, কিন্তু সকল শাস্ত্রের আস্বাদন বালক পাইয়াছে কিনা, সেই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি। বাল্যকালে স্মৃতিশক্তি প্রবল থাকাতে বালকেরাও অনায়াসে দর্শনাদি দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্র সকল কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভে আপনাদিগকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করে। কিন্তু শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করা এক কথা, এবং উহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা আর এক কথা। এইরূপে সুন্দর ব্যুৎপত্তি লাভ না হওয়াতে শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসও দৃঢ় হইতেছে না এবং শাস্ত্রবিহিত কার্য্যেও কাহারও প্রীতি হইতেছে না।

তৃতীয় কারণ—বিদ্যালয়ে আজকাল প্রকৃতির বিচার নাই। কাহার কিরূপ মানসিক বৃত্তি, কাহার কতদূর অধিকার, তাহার বিবেচনা করিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। এক শ্রেণীর পঞ্চাশৎ বা একশতটী ছাত্রকে একভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং তাহাদের প্রকৃতিগত যতই কেন বৈষম্য থাকুক না, সকলকেই একরূপে শিক্ষিত হইয়া, এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এই সকল ছাত্রদিগের বয়স বা বুদ্ধির তারতম্য বিচার করা হইবে না। ঈশ্বরের রাজ্যে যে এত সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ ইহার বিচিত্রতা—ইহার বিবিধত্ব। বিবিধ মনুষ্যের বিবিধ প্রকৃতি। এইরূপ শিক্ষাতে সেই বিবিধত্বের, সেই সৌন্দর্য্যের নাশ করা হইতেছে। সেইজন্য কোন ব্যক্তির শিক্ষাতেই মানসিক ভাবের পূর্ণ বিকাশ হইতেছে না।

চতুর্থ কারণ—মানসিক ও শারীরিক শিক্ষার সামঞ্জস্য নাই। সুখের বিষয় বটে যে, এক্ষণে বিদ্যালয়ে মানসিক শিক্ষার সঙ্গে শারীরিক চেষ্টার শিক্ষাও অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু তত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি মানসিক শিক্ষায় পারদর্শী, শারীরিক ব্যায়ামাদিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ব্যক্তি একেবারে অনভ্যস্ত। আবার যে ব্যক্তি ব্যায়ামাদিতে বিলক্ষণ পটু, সে মনোবিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। মন ও শরীরকে সমভাবে রক্ষা করিতে না পারিলে মনুষ্যের প্রকৃত সুখ হয় না। কেবল মানসিক বল অথবা কেবল শারীরিক শক্তি লাভ করিয়া প্রকৃতরূপে কে সুখী হইয়াছে? যে ব্যক্তির মন অত্যুন্নত এবং শরীর অত্যন্ত হীন, সে কি মনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে? এবং যাহার মন এক রাজ্যে, এবং শরীর আর এক রাজ্যে, সে কি প্রকারে সুখের আশা করিবে? এস্থানে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে এ সকল নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষার কথা। আমাদের দেশে পূর্ব্বে ব্যায়ামাদির অনুশীলন ছিল না, এক্ষণে হইতেছে, ইহা সুখের বিষয় বলিয়া আনন্দানুভব করা উচিত। হায়! আমরা অধুনা এমনই আত্ম-বিস্মৃত বটে। একথা আমাদের বলিবার সময় আসিয়াছে বটে। আমাদের আচার ব্যবহার, আমাদের কার্য্যকলাপ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। পূর্ব্বে যোগাদি আধ্যাত্মিক সাধনের সঙ্গে ঋষিরা যে আসনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। এই এক একটী আসন আমাদের এক একটী ব্যায়াম এবং মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষার অনুকূল ব্যাপার ছিল। আধুনিক ব্যায়ামে শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু আসনানুষ্ঠান-রূপ পূর্ব্বতন ব্যায়ামে শরীর পুষ্ট, দীর্ঘকাল স্থায়ী ও অনেক রোগের নিবৃত্তি হইয়া থকে। এই সকল আসনকে যেন সকলে সহজ মনে করিবেন না। অধুনাতন ব্যায়াম-কুশল ব্যক্তিগণও যদি ইহার এক একটী আসনের অভ্যাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও বিশেষ পরিশ্রমে শিক্ষা করিতে হয়। তাই বলিতেছি ঋষিদিগের প্রসাদে আমাদের দেশে কোন তত্ত্বই অনাবিষ্কৃত ছিল না। যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বলের সম্যক্ সঞ্চার হয়, তাঁহারা সে সকল বিদ্যারই বিশেষ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের হতভাগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তান আমরা তাহার আলোচনা ত্যাগ করিয়াছি। নিত্য পূজা উপাসনার সময় প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, আসন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করাতে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও চেষ্টার সামঞ্জস্য হইত। এই দুই চেষ্টার পরস্পরের সহিত এরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, একটীর অভাবে আর একটী অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। ইহা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সুন্দররূপে জানিতেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। তাঁহারা আসন না করিয়া প্রাণায়াম ইত্যাদি করিতেন না। তাঁহারা এতাবৎ যোগাঙ্গ সাধন বলে সুস্থ শরীর, দীর্ঘায়ু, পরিণত ও নির্ম্মল-বুদ্ধি, এবং আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানশীল হইয়া সংসারের সমস্ত বিঘ্ন বিড়ম্বনা হইতে মুক্ত হইতেন। এখনকার বিদ্যালয়ে প্রচলিত ব্যায়ামকে আমরা মন্দ বলিতেছি না, কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অনুকূল নহে, ইহাই বলিতেছি।

ভারতবাসিগণ! আর্য্য সন্তানগণ! একবার চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখ, তোমাদের আত্মীয়ময় সমাজে কি ঘোর বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমরা ধীরে ধীরে কোন্ দূরদেশে যাইতেছ, তাহা দেখ, দেখিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হও, জাতীয় ভাব রক্ষা কর। বাল্য হইতে তোমরা বিদেশীয় রীতি নীতি শিক্ষা করিয়া তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ—ঋষিদিগের উপাদেয় শাস্ত্রের উপাদেয় উপদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছ সত্য, কিন্তু তোমরা এক্ষণে তোমাদের অন্যায় কার্য্যকে অন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ। যাহাতে তোমাদের সন্তান সন্ততি তোমাদের মত বিপথে না যায়, তাহার চেষ্টা কর। যাহাতে তোমাদের ভাবী বংশধরেরা জাতীয়ভাবে উদ্দীপিত হইয়া জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় উপাসনা, জাতীয় আচার ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া জগতে পুরুষার্থ সাধন করিতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। তোমাদের কামনা এক্ষণে তাহাদের শক্তিতে সঞ্চার করিয়া নিশ্চিন্ত হও, হতাশ হইও না—হতাশ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(জীবন যজ্ঞ)

চতুর্থ অধ্যায়

পরিব্রাজকের প্রচার।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া ছাপরা ধর্ম্ম সভার উৎসবে কিরূপ ধর্ম্মোদ্দীপনা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। মধ্যে কেবল কয়েক মাস পীড়ায় শয্যাগত থাকায় প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের যে গৌরবশ্রী বৃদ্ধির জন্য তাঁহার জন্ম, এখন তাহার সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে। সুতরাং ভগবান্ যেন ভারতের কল্যাণ কামনায় তাঁহার নিজ কার্য্য সাধনের উদ্দেশে আবার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে নিরাময় করিলেন। পরিব্রাজক মহোদয়ও নূতন বৎসরের প্রারম্ভেই পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব ১৮০৭শক, বৈশাখ

শকাব্দা ১৮০৭, বৈশাখ মাসে "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা"র বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। নগর সঙ্কীর্ত্তনে কাশীর প্রতিষ্ঠিত সজ্জনবর্গ এবং রইসগণও মাতিয়া উঠিলেন—কাশীর পাষাণ বুক বহিয়া প্রেমের ধারা ছুটিতে লাগিল। কাশীর কারমাইকেল লাইব্রেরীতে "এখন কর্ত্তব্য কি?" বিষয়িণী পরিব্রাজকের হিন্দী বক্তৃতা নিশ্চেষ্ট হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে উৎসাহের জ্বলন্ত জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল। দশাশ্বমেধ ঘাটে পরিব্রাজকের মর্ম্মভেদী বক্তৃতা সহস্র সহস্র শ্রোতৃহৃদয়ে শান্তিসুধা ঢালিয়া দিল। এই উৎসব সময়ে পুঁটিয়ার মহারাজার সত্রালয়ে কুমার পরিব্রাজক "বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ" ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরির লুট" এই দুই বিষয়ে দুই দিন বক্তৃতা করিলেন। প্রথম দিন বক্তা হিন্দু সমাজের তীব্র সমালোচনার সহিত হিন্দু-সমাজ-সংস্কারের উপায়াদি বর্ণন করিয়াছিলেন। যখন তিনি বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইয়া হিন্দু সমাজের শোচনীয় দশা বর্ণন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ও শ্রোতৃবৃন্দের নয়ন হইতে অশ্রু দরদর ধারায় বিগলিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় তন্ত্র ও পুরাণাদির বৃথাপবাদ অপনোদন করিয়া ধার্ম্মিকগণকে আনন্দিত ও ভক্তির পবিত্রভাবে ভক্ত হৃদয় আপ্লুত করিয়াছিলেন।

রাম নাম লুটনেকা হ্যায় লুটনা হো তো লুট্।
আখেরী পস্তাবেগা জব তন্ মন্ জায়গা ছুট॥

এই ভিক্তির উপর হরি প্রেম রত্নরাশি লুটিবার বিষয় প্রেমবিহ্বলভাবে ব্যাখ্যা করিলেন, ঘন ঘন হরিধ্বনিতে সে দিন সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অন্তরের ভাবের সহিত বাহিরের "হরির লুট" সকলকে আরও মাতাইয়া তুলিয়াছিল।

'সুনীতি সঞ্চারিণী সভা'র উৎসবোপলক্ষে কাশীর মাননীয় রইস্ রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুর বালকগণকে উপদেশ দিলেন, এবং প্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক ভারত-গৌরব পণ্ডিতবর বাপুদেব শাস্ত্রী সি. আই. ই. সভার সভ্যগণকে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। অযোধ্যা বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ইন্‌স্‌পেক্টর মাননীয় ডাক্তার রামচন্দ্র সেন পি. এইচ. ডি. মহোদয় উৎসাহসহকারে নিজ আবাসে বালকদিগের এই 'সুনীতি সঞ্চারিণী সভা'র উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া সকলকেই বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

১৮০৭শক, জ্যৈষ্ঠ পরিব্রাজক মহাশয়ের রামপুরহাট গমন।

কাশীর উৎসবান্তে পরিব্রাজক মহোদয় জ্যৈষ্ঠ মাসে রামপুরহাটে 'সুনীতি সঞ্চারিণী সভা' কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় গমন করেন। তথাকার ষ্টেশনে বাষ্পীয় শকট উপস্থিত হইবামাত্র সভ্যগণ ও স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুললিত-সংস্কৃত-সঙ্গীত সহ কুমার পরিব্রাজক মহোদয়কে সাদরে সম্বর্দ্ধনা ও অভ্যর্থনা করিলেন। প্রথম দিন তিনি একটী সুললিত ভক্তিরসপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন, দ্বিতীয় দিন বালকগণকে "শিক্ষা" বিষয়ক একটী গভীর চিন্তাপূর্ণ উপদেশ দান করেন। শেষ দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল—"উৎসবের উদ্দেশ্য কি এবং ভারতবর্ষে কি প্রকার উৎসব হওয়া উচিত"।

"শিক্ষা", "উৎসবের উদ্দেশ্য" এবং "ভারতবর্ষে কি প্রকার উৎসব হওয়া উচিত" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

এই দিবস তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সাহেবগণও উপস্থিত ছিলেন। এই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহারাও সভার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। এমন কি যাঁহারা আদৌ সহানুভূতি দেখাইতেন না তাঁহারাও সে দিন বক্তৃতা শ্রবণে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

পুনরায় অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে পরিব্রাজক মহোদয় ধর্ম্ম প্রচারার্থ বঙ্গ দেশে গমন করিলেন। তিনি বহরমপুর সুনীতি সঞ্চারিণী সভায় প্রথম দিন প্রাতে "শাস্ত্রালোচনা" ও সায়াহ্নে "শিক্ষার নিগূঢ় তত্ত্ব", দ্বিতীয় দিন প্রাতে "মৃত্যুর অভয় ভাব" ও সায়াহ্নে "কিরূপে তাঁহাকে পাব" দুই দিনে এই চারিটী বক্তৃতা করেন। শেষ দিনের বক্তৃতা কালে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এমন লোক খুব কম ছিলেন, যাঁহাদের চক্ষু অশ্রুজলে সিক্ত হয় নাই। দুই দিনই স্থানীয় বিস্তর গণ্যমান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল, এবং শেষ দিন অপরাহ্নে অনেকেই সভাগৃহ হইতে নগর সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

১৮০৭ শকের অগ্রহায়ণ ও পৌষ বহরমপুর সুঃ সঃ সভায় "শাস্ত্রালোচনা" "শিক্ষার নিগূঢ় তত্ত্ব," "মৃত্যুর অভয়ভাব" "কিরূপে তাঁহাকে পাব" সম্বন্ধে বক্তৃতা ও নগর সংকীর্ত্তন।

পরিব্রাজক মহোদয় বহরমপুর হইতে মুর্শিদাবাদ আসিয়া "ভক্তিই ভগবৎলাভের মূল" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করেন। ভাবের উচ্ছ্বাসে তৎসময়ে সে স্থানে স্বর্গীয় বায়ু বহিয়াছিল। তৎপরে পরিব্রাজকমহাশয় গোবরডাঙ্গা সুঃ সঃ সভার

মুর্শিদাবাদে "ভক্তিই ভগবৎলাভের মূল" বিষয়ে বক্তৃতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহ্বানে তথায় যাত্রা করেন। প্রথম দিন তত্রস্থ জমীদার মহাশয়দিগের গৃহে "জীবনের সার্থকতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। দ্বিতীয় দিন প্রাতে পরিব্রাজক মহোদয় ইছাপুর গ্রামে "স্বাধ্যায়" বিষয়ে উপদেশ দান করেন। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় গোবরডাঙ্গায় "যাহা চাই তাহা কোথা পাই" বিষয়ক একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে এমন লোক দেখা যায় নাই, যিনি বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত নিজ হৃদয় না মিশাইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। ঐ দিবস বক্তৃতা শুনিয়া অনেক বেশ্যাসক্ত মদ্যপায়ী ব্যক্তি স্বকৃত কুকর্ম্মরাশির প্রায়শ্চিত্তার্থ অনুতাপ করিয়াছিলেন। পর দিবস প্রাতে গৈপুরে "সাধনসিদ্ধি" বিষয়িণী বক্তৃতা হয়।

গোবরডাঙ্গায় "জীবনের সার্থকতা"

ইছাপুরে 'স্বাধ্যায়' এবং গোবরডাঙ্গায়—"যাহা চাই তাহা কোথা পাই" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

গৈপুরে "সাধন সিদ্ধি" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বারাসতস্থ কতিপয় সাধু সদাশয় মহাত্মার অনুরোধে তিনি সেই দিন বারাসত গমন করেন। তথায় তৎপর দিন "আর্য্য ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ" বিষয়ক একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা হয়। সভাস্থল অত্যন্ত জনাকীর্ণ হইয়াছিল, তবুও সমবেত জনমণ্ডলী-নীরবে সেই সুদীর্ঘ কাল বক্তার মুখনিঃসৃত উপদেশগুলি ভক্তি রসাপ্লুত হৃদয়ে শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রোতৃবর্গের হৃদয় উল্লাস ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

বারাসতে "আর্যধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ" বিষয়ে বক্তৃতা।

পরিব্রাজক মহাশয় তথা হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় একদিন সিমলা ষ্ট্রীটের জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থের প্রাঙ্গণে "ধর্ম্মই সার" বিষয়ক বক্তৃতা হয়। অপর একদিন প্রাতে বাল্যাশ্রমে "আর্য্যনীতি" ও অপরাহ্নে আলবার্ট হলে "এখন উপায় কি" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। এই দিন শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়

কলিকাতায় "ধর্ম্মই সার" "এখন উপায় কি" বিষয়ে বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভাপতির আসনে আসীন ছিলেন। সে দিন অনবরত বৃষ্টি হইলেও সভাস্থল ধর্ম্ম-পিপাসু শ্রোতৃমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

গুপ্তপাড়ায় গমন "ধর্ম্মের অনুষ্ঠান" ও "নির্ম্মলা ভক্তিই সাধনের নিগূঢ় উপাদান" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

কলিকাতা হইতে পরিব্রাজক মহাশয় গুপ্তপাড়ায় যাইয়া দুই দিন অবস্থিতি করেন। তত্রস্থ ধর্ম্ম-সভায় প্রথম দিন "ধর্ম্মের অনুষ্ঠান", দ্বিতীয় দিন "নির্ম্মলা ভক্তিই সাধনের নিগূঢ় উপাদান" এই মর্ম্মে উপদেশ দান করিলেন।

পাকুড়ে "সগুণ ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা" বিষয়ে বক্তৃতা।

গুপ্তপাড়া হইতে পরিব্রাজক মহোদয় রামপুরহাটে উপস্থিত হয়েন। তত্রস্থ হরিসভায় জ্ঞান, বিচার ও ভক্তিভাবে পূর্ণ বক্তৃতা করিয়া তৎপরদিন পাকুড়ে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তত্রস্থ সজ্জনগণের নিতান্ত অনুরোধে "সগুণ ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা" বিষয়িণী একটী সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া সেই রাত্রিতেই কাশীধাম যাত্রা করেন। *

---

* পরিব্রাজক মহোদয়ের বঙ্গদেশে প্রচারকালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার ধর্ম্মাচার্য্য পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় আমন্ত্রিত হইয়া বাঁকীপুর যাত্রা করেন। তৎকালে তথায় দয়ানন্দ স্বামীর মত-প্রচারক সহজানন্দ স্বামী আসিয়া মূর্ত্তি পূজাদির বিরুদ্ধে বিষম বক্তৃতানল জ্বালিয়া দিয়াছিলেন। ব্যাসজী মহাশয় উপস্থিত হইলে তত্রস্থ ধর্ম্মাত্মা কুমার রামদীন সিংহ ও আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সভ্যগণের প্রযত্নে প্রথমতঃ কয়েকদিন কলেজে মহতী সভার অধিবেশন হয়। তথায় ব্যাসজী শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্তি ও ব্যবহার বাক্যাদি দ্বারা দয়ানন্দপ্রচারিত বৈদিক ব্যাখ্যায় ভূরি ভূরি দোষ ও অশুদ্ধি দেখাইয়া মূর্ত্তি পূজাদির আবশ্যকতা সংস্থাপন করেন। মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ও সহস্র সহস্র সাধারণ লোক নির্ব্বাক হইয়া আর্য্যধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া কৃতকৃত্য হয়েন। এই সময় স্থানীয় দয়ানন্দী দল বিষম বিভ্রাট বুঝিয়া প্রয়াগ হইতে ভীম সেন নামক তাহাদের অপর নায়ককে আহ্বান করিলেন। প্রকাশ্য সভায় ব্যাসজীর সহিত শাস্ত্রার্থ করিবার জন্য স্থানীয় ভদ্র সমাজ তাহাদিগকে আমন্ত্রণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশী প্রত্যাগমন। ১৮০৭ শকের ২৮শে পৌষ কাশী কারমাইকেল লাইব্রেরীতে হিন্দী ভাষায় "নীতি শিক্ষা" বিষয়িণী বক্তৃতা।

২৮শে পৌষ সায়াহ্নে বারাণসী কারমাইকেল লাইব্রেরীতে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মৈন্‌পুরির রাজা-বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ও পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় হিন্দী ভাষায় ক্রমান্বয়ে "নীতি শিক্ষা" বিষয়িণী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃ-বর্গের অত্যন্ত জনতা হইলেও সকলেই নিঃশব্দে অতি আগ্রহপূর্ব্বক বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। সেই দিনের উত্তেজনায় হিন্দুস্থানী ছাত্রগণের নীতি শিক্ষার্থ একটী সুনীতি সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপিত হইল।

বাঁকীপুরে "আর্য্যনীতি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা

মাঘ মাসের শেষে শ্রীযুক্ত কুমার পরিব্রাজক ও সভার ধর্ম্মাচার্য্য পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাসজী বাঁকীপুর আর্য্যধর্ম্ম সভার উৎসবোপলক্ষে আহূত হয়েন। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন প্রথম দিন প্রাতে সুনীতি সঞ্চারিণী সভায় "আর্য্যনীতি শিক্ষা" বিষয়িণী একটী অতীব সারগর্ভ হিন্দী বক্তৃতা করেন, এবং অপরাহ্নে বঙ্গ ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনে ব্যাসজী শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি করেন। তৃতীয় দিনে পরিব্রাজকের "গার্হস্থ্য ধর্ম্ম" বিষয়িণী বক্তৃতা হয়। কোনও পত্রপ্রেরক লিখিয়াছিলেন "বক্তৃতার প্রথমে উদ্দীপনার প্রবল উচ্ছ্বাসে সভা টলমল করিল, মধ্যভাগে গৃহীর

করিলেন, শাস্ত্রার্থ করা দূরে থাকুক মহাত্মাদ্বয় বাঁকীপুর আঁধার করিয়া উধাও হইয়া কোথায় গমন করিলেন। আর শব্দ শুনা গেল না। ব্যাসজীর ব্যাখ্যানে প্রবুদ্ধ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া আবার নিজ নিজ সনাতন ধর্ম্মের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। এই বিভ্রাট মিটিয়া গেলে ব্যাসজী তথায় আরও কিছুদিন থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। বাঁকীপুরের কার্য্য শেষ হইলে ব্যাসজী ছাপরা আর্য্য ধঃ প্রঃ সভায় বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে গমন করেন। সেখানে চারি দিন বক্তৃতা ও উপদেশাদি হইয়াছিল। প্রত্যহই প্রায় তিন চারি সহস্র শ্রোতা একত্রিত হইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তব্য নিষ্ঠার গম্ভীর উপদেশে সভা স্তম্ভিত হইল, শেষভাগে ভগবদারাধনায় ভক্তি সাধনের কি আশ্চর্য্য অমিয়পূর্ণ হিল্লোল উঠিল ; সে কি স্বর্গীয় দৃশ্য ! সভামণ্ডপ লোকে লোকারণ্য, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই নীরব, বক্তা ও শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়নে অবিরল ধারা, বক্তার স্বর গদ্গদ রুদ্ধপ্রায়। এরূপ সুমধুর পবিত্র ভাবপূর্ণ বক্তৃতা আমরা আর শুনি নাই।"

সরস্বতী পূজার সময় মুঙ্গেরে গমন

বাঁকীপুর হইতে শ্রীশ্রী৺সরস্বতী পূজার সময় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসবোপলক্ষে পরিব্রাজক মহাশয় মুঙ্গেরে গমন করিলেন। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া ধর্ম্ম প্রচারকের পত্রপ্রেরক মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সংশয়, তর্ক, নাস্তিকতার তুমুল শিলাবৃষ্টির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি (পরিব্রাজক) যে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাসকে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া গেলেন তিনি জলন্ত উৎসাহে ভক্তি-গদ্গদ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে যে ভক্তির বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইলেন, তাহা দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। শত শত পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তখন ভাবিলাম, ভগবৎ লাভের জন্য কাজ কি আমাদের বৃথা যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান ও প্রমাণে! মনে মনে বলিলাম দীনবন্ধু আমাদিগকে ভক্তি দাও, প্রেম দাও, কৃতার্থ কর, আমরা আর কিছুই চাই না। ধন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন! আমরা তোমার অনেক উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু এবার যে স্বর্গের মাধুরী দেখাইলে, ইহা আর কখনও দেখি নাই! একদিন এই মুঙ্গের সহরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জয় পতাকা উড়িয়াছিল, আজ আবার আর্য্যধর্ম্মের জয় পতাকা মুঙ্গেরে পুনরুড্ডীন হইল।"

দাঁইহাট বিরাট উৎসব

মুঙ্গের হইতে পরিব্রাজক মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দাঁইহাট হরিসভার উৎসবে গমন করেন, তথাকার উৎসব সম্বন্ধে জনৈক বিচক্ষণ ডাকবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রদ্ধেয় আনন্দগোপাল সেন বি, এ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শক যাহা লিখিয়াছেন তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল :—"আমি একজন বিদেশী। হরিসভার মহামহোৎসব দেখিবার জন্য দাঁইহাটে কয়েকদিন উপস্থিত ছিলাম। স্থানে স্থানে ধর্ম্মসভাদির উৎসব দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ স্থানীয় সার্ব্বজনিক উৎসব কোথাও দেখি নাই। অন্যান্য স্থানে উৎসবে সভাগৃহই সুসজ্জিত হয়, কিন্তু এখানে দেখিলাম উৎসবের কয়েক দিন কেবল সভা নহে, দাঁইহাটের অধিকাংশ গৃহস্থের বহির্দ্বার কদলী বৃক্ষে ও আম্রপল্লবে সুশোভিত। হাট বাজারের দোকান সুসজ্জিত। মহামেলায় যেমন নাগরদোলাদি আসিয়া থাকে তাহাও আসিয়াছিল; ভোজবাজী, ছায়াবাজীও এ মেলায় প্রদর্শিত হইতেছিল। দাঁইহাটের যে পথে যখনই যাই. পথে লোকারণ্য ৮।১০ খানি নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক এই উৎসব দেখিতে গমনাগমন করিতেছে। দাঁইহাটের এমন গৃহস্থ অল্পই ছিলেন, যাঁহার গৃহে এই উপলক্ষে প্রত্যহ ২০।২৫ জন সমাগত কুটুম্বকে অন্ন দিতে না হইয়াছে। সভার সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার কয়েকটী মিত্র অতিশয় উৎসাহী ভক্তিচিত্ত ও ঔদার্য্যযুক্ত; তাঁহাদেরই যত্ন ও আগ্রহে এই মহামহোৎসব। এই উৎসবোপলক্ষে বিল্বপুষ্করিণী, পূর্ব্বস্থলী, কলিকাতা, বর্দ্ধমান ভবানীপুর, নবদ্বীপ আদি হইতে পণ্ডিত মণ্ডলী আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। একটী স্থানে ২৪ প্রহর কীর্ত্তন হইতেছিল; চারিদল উত্তম কীর্ত্তনগায়ক দিবা রাত্রি ক্রমান্বয়ে অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন গাহিতেছে, ও শত শত লোক স্থিরভাবে শুনিতেছে, অন্যত্র প্রাতঃ হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যাত্রা হইতেছে, আসরে থরে থরে লোক বসিয়াছে, আসরের চারিপার্শ্বে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়াছে অবাক হইয়া সকলেই জানকী রামচন্দ্রের লীলা গান শ্রবণ করিতেছে, ইহা আর এক দৃশ্য। আবার রাত্রিতে রঙ্গশালায় ভক্ত ভগীরথ ও প্রহ্লাদের সাধন চরিত্রের অভিনয়; লোকের নিদ্রা নাই, উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে, উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতেছে, আবার সময়ে সময়ে কাঁদিয়া আকুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে। এদিকে ভারতের অলঙ্কার হিন্দুকুলের গৌরব ধর্ম্মার্থতত্ত্ব ব্যাখ্যাতা প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বক্তা উপস্থিত। তাঁহাদের মধুময়ী বক্তৃতা শুনিবার জন্য শিক্ষিত অশিক্ষিত, স্ত্রী ও পুরুষ বালক ও বৃদ্ধ সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের ব্যাখ্যানে দেশ ধন্য হইয়াছিল। বিদ্যারত্নের শাস্ত্র-সার-গর্ভ গম্ভীর উপদেশ, সামাধ্যায়ীর মধুর স্তুতি পাঠ বেদান্তবাগীশের সংশয়-রাশি-বিনাশি তত্ত্ব কথা ন্যায়রত্নের কবিত্বপূর্ণ বাক্যচ্ছটা, ইন্দ্রবাবুর সমাজ সংস্কারের গম্ভীর চিন্তাপূর্ণ প্রস্তাবনা ও কুমারের ধর্ম্ম শিক্ষা, অনুষ্ঠান ও ভক্তি সাধনের অমৃতময়ী উক্তিগুলি ধর্ম্ম পিপাসুর প্রাণ শীতল করিয়াছিল। হরিনারায়ণ বাবুর আবেশপূর্ণ বক্তৃতা শ্রোতৃহৃদয়কে বিশেষরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিল।

"এ আবার কি দেখিলাম! এ স্বর্গীয় দৃশ্য আর কখন দেখি নাই। এ দৃশ্য জীবন থাকিতে ভুলিব না। সভার শেষ দিন ধুলট; দলে দলে সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহর, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, দলে দলে লোক হরিগুণ গাইতে গাইতে উন্মত্তের ন্যায় বাজার, হাট, পথ ও হরিসভার চারিদিক ছাইয়া ফেলিল। স্ত্রী পুরুষ, যুবক যুবতী, বাল বৃদ্ধ, কে কত তাহা কে গণনা করে। হরিনামের রোলে আকাশ পরিপূর্ণ, আবার হরিরলুটের মিষ্টান্নের বৃষ্টি হইতে লাগিল। হরিবাবুর উত্তেজনায় ও সকল লোকের আগ্রহে বালব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মধুময়ী কথা শুনিবে বলিয়া শত শত লোক নীরব হইল।

"শেষ দিনের উৎসব" বিষয়িণী বক্তৃতা

উৎসবের শেষদিনে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন "শেষদিনের উৎসব" বিষয়িণী বক্তৃতা করিলেন। বক্তা ১০।১৫ মিনিট বলিতে বলিতে কাঁদিয়া আকুল। সাধকের ভক্তি ও ভগবানের কৃপার কথা যতই বলিতে লাগিলেন বক্তার দুটী নয়ন দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। ভক্তি গদ্গদস্বরে তাহার পর যত কিছু বলিলেন, শুনিতে শুনিতে বোধ হইল আমরা যেন আর এ পৃথিবীতে নাই। হা! কি শুভক্ষণ! প্রত্যেকের প্রেমাশ্রুতে স্থান পবিত্র হইয়া গেল, কত ভক্ত পুরুষ ও ভক্তিমতী নারী সেই সময়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; তখন ভক্তি ভাব ও প্রেমের আশ্চর্য্য তুফানে যে কি হইয়াছিল, তাহা আর আমি চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পারিলাম না, প্রাণ মন যেন কি হইয়া গিয়াছিল। ক্ষণ বিলম্বে কেবল এই দেখিলাম যে বক্তার দু নয়নে কেবল হু হু করিয়া ধারা বহিতেছে, প্রেমাশ্রুপূরিতনেত্র ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া সকলে আলিঙ্গন করিতেছেন। অন্যান্য নরনারীগণ অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে (যুবতী ও বৃদ্ধানারীগণ গলে অঞ্চল দিয়া ও পুরুষগণ দণ্ডবৎ হইয়া) তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতেছে। বালক বালিকাগণ গড়াগড়ি দিতেছে। বলিতে কি তাঁহার পদধূলি লইতে লইতে বস্তুতঃ সে স্থান যেন পূত হইয়া গিয়াছিল। বক্তা সমস্ত ভক্তবৃন্দকে প্রতি প্রণাম ও নমস্কার করিয়া বলিলেন,—ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি কর, সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবে। এ মনোহর দৃশ্য আমার ভাগ্যে এই দেখিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা যথারীতি লিখিতে পারিলাম না, এই বড় আক্ষেপ রহিল।”

কালিকাপুর, আকরা ও কাটোয়ায় বক্তৃতা ও হরিসভা-স্থাপন।

উৎসবের কার্য্য শেষ করিয়া কুমার মহোদয় কালিকাপুর, আকরা ও কাটোয়া এই তিনটী স্থানে তিনটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উৎসাহে দেশ মাতিয়া উঠিল; এবং বিভিন্ন স্থানে তিনটী নূতন হরিসভাও প্রতিষ্ঠিত হইল। তথা হইতে পরিব্রাজক মহোদয় কালনা ধর্ম্মসভার উৎসবে গমন করিলেন। কোনও পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন—“প্রথম ও দ্বিতীয় দিন পণ্ডিত কৃষ্ণদাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্তবাগীশ মহাশয় সভাস্থলে "সাকার ভিন্ন নিরাকারের উপাসনা হইতে পারে না" এই কথা সমস্ত সভ্যমণ্ডলীকে উত্তমরূপে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া অনেক ব্রাহ্মের ধর্ম্মমত ফিরিয়া গিয়াছিল। তৎপর কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সভাস্থলে উপর্য্যুপরি তিনদিন উপরি উক্ত বিষয়ে ও "হিন্দু ধর্ম্ম সাধনা করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত" এবং "জাতিভেদ" সম্বন্ধে প্রভূত যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া শ্রোতৃবৃন্দের সংশয় গ্রন্থি মোচন এবং সনাতন ধর্ম্মের সিদ্ধান্তসমূহ সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতা শুনিয়া এখানকার নরনারীগণের মন ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে কি পর্য্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিল তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মনোহারিণী বক্তৃতা শুনিয়া কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি আমাদের অন্তরে এমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন যে, যেন সর্ব্বদাই তাঁহার সেই মধুমাখা বক্তৃতা শুনিতেছি। কুমারের উপদেশে এখানে একটী "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

কালনায় বক্তৃতা।

অতঃপর পরিব্রাজক মহোদয় বীরভূমিতে উপনীত হইয়া ১৭ই ও ১৮ই ফাল্গুন দুইদিন তথায় অবস্থান করেন। এই দুই দিনই অত্রস্থ বঙ্গ বিদ্যালয়ে তাঁহার দুইটী বক্তৃতা হইয়াছিল। এখানকার সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সভায় উপস্থিত ছিলেন। "আচার্য্য ও শিষ্যের অধিকার" সম্বন্ধে প্রথম দিনের বক্তৃতা শাস্ত্রীয় গবেষণায় পূর্ণ ছিল। দ্বিতীয় দিন তিনি "উপাসনা" সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র সমূহের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব এমন সুন্দর ভাবে শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেই প্রেমপূর্ণ তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া

বীরভূমে "আচার্য্য ও শিষ্যের অধিকার" এবং "উপাসনা" বিষয়ে বক্তৃতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের চিত্ত বিমুগ্ধ ও ভক্তিভাবে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে এইরূপ উপদেশ শুনিতে পাইলে বীরভূমবাসীর বিশুষ্ক হৃদয় যে ভক্তিরসে বিগলিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাঁইথিয়ায় বক্তৃতা।

১৯এ ফাল্গুন পরিব্রাজক মহোদয় সাঁইথিয়াতে একটী বক্তৃতা দেন। তাঁহার অমৃতবর্ষিণী ও হৃদয়োন্মাদিনী বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং অনেক পাষাণ হৃদয়ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছিল।

জনৈক জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরিব্রাজকের প্রব্রজ্যা পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কথোপকথন।

এই সময় পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত জনৈক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের তাঁহার প্রব্রজ্যার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্ত হয় তাহা "ধর্ম্মপ্রচারক" নামক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

প্রশ্ন—আপনি গৈরিক বসন পরিধান করিলেন কেন ?

উত্তর—শ্রীমদবধূত গুরুপ্রসাদাৎ।

প্রঃ—বাহির রং করা অপেক্ষা ভিতর রং করা তো ভাল।

উঃ—না, বাহিরে যাহা হউক ভিতরে রং করা কখনই উচিত নহে, ভিতর শাদা থাকাই ভাল, বরং কোন প্রকারে রং লাগিয়া থাকিলে বৈরাগ্যের জলে ধুইয়া ফেলিবে।

প্রঃ—এ মলিন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া কোন সহরে বা সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট যাইতে আপনার লজ্জা বোধ হয় না ?

উঃ—না, এ যে অযাচকের পরিচ্ছদ। যাচ্ঞা-হীন ব্যক্তি সর্ব্বথা নির্ভীক, সপ্রতিভ ও আনন্দ যুক্ত।

প্রঃ—আপনাকে দান সংগ্রহ করিতে তো শুনিয়াছি, উহা কি যাচ্ঞা নহে ?

উঃ—উহার এক কপর্দ্দকও নিজার্থ নহে। উহা ভারতের হিতার্থ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা যাঁহারা দান করেন, তাঁহাদের কার্য্যার্থ সভায় সংগৃহীত হয় মাত্র। সুতরাং উহা আমার যাচ্ঞা নহে। এ স্থলে ভারতবর্ষ স্বয়ং যাচক এবং স্বয়ংই দাতা।

প্রঃ—গৈরিক বসন পরিধানে কি কিছু বিশেষ লাভ আছে?

উঃ—আছে বৈ কি? যখন শাদা কাপড় পরিতাম, তখন ছাতা বা জুতা, জামা বা চাদর না থাকিলে পরিচ্ছদ অপূর্ণ ও অমানান হইত। এক্ষণে উহার অন্যতরটী বা সবগুলি না থাকিলেও অমানান হয় না, এমন কি একটী গৈরিক কৌপিন মাত্রই আমাদের পূর্ণ পরিচ্ছদ হইতে পারে। এখন আর ভাল ছাতা, ভাল জুতা, ভাল কাপড়ের ভাবনা ভাবিতে হয় না। এই লাভ।

প্রঃ—ইহা ছাড়া আর কোন লাভ নাই?

উঃ—আরও আছে। সেই জন্যই সাধুগণ উহা ধারণ করেন। ব্রহ্মচারী ও ঋষিগণ সাধারণতঃ গহন বনে বা গিরি গুহাতে নিবাস করিতেন। ঋষি কুমার, ব্রহ্মচারী আদি তাপসগণ গিরিমৃত্তিকায় বস্ত্র রঙাইয়া ব্যবহার করিতেন। মৃত্তিকা গাত্রে মর্দ্দন করিলে শরীর হইতে যে তৈজস পদার্থ সদা নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহা নিরুদ্ধ হইয়া যায় এবং তাহাতে শরীরের ওজোগুণের বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবের আত্মাতে সমাধি করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়। গৈরিক বসন পরিয়া থাকিলে পবিত্র গিরি মৃত্তিকার কণারাশির সহযোগে সাধনার্থীর শরীরে উক্ত শক্তির বৃদ্ধি হয়। সাধুগণ এই জন্যই গৈরিক ব্যবহার করেন, বস্তুতঃ লোকের নিকট সাধুসাজ দেখাইবার জন্য নহে।

সংঘবদ্ধ ভাবে ভারতে ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্যোগ।

আজকাল অনেকে মনে করেন সংঘবদ্ধ ভাবে ধর্ম্ম প্রচারের বিধান ভারতে ছিল না, কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধান করিলে জানা যায় যে ভারতে বহু প্রাচীন কাল হইতেই সংঘবদ্ধ ভাবে ধর্ম্ম-প্রচারের প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে, সাধারণ জন-মানবের চিত্তে ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্য যে সকল অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দেব-মানব যুগপ্রবর্ত্তকের আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সংঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ভগবান্ বুদ্ধদেব ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তৎপরেও শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য, স্বামী রামানন্দ প্রভৃতি বহু আচার্য্য এবং মহামনীষী প্রেম ভক্তির অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধর্ম্মামৃত জনসমাজে বিতরণ করিয়া ভারতবর্ষকে ধন্য ও পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে বর্ত্তমান সময়ে যিনি অনেক পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষায় প্লাবিত মোহ-নিদ্রাতুর ভারতের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, অধুনাতন ধর্ম্ম-প্রচারকদের ন্যায় যিনি কেবল মাত্র পরিচ্ছদে সন্ন্যাসী ছিলেন না, যাঁহার আহার, বিহার, পরিচ্ছদ ও সাধনায় হিন্দুর হিন্দুত্ব পরিস্ফুটিত হইয়া উঠিত, যিনি স্বধর্ম্ম-প্রচারের অজুহাতে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ ও বেদানুকূল আচার ব্যবহারকে ছুঁতমার্গের ধর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করিতেন না, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের ধর্ম্ম-প্রচারের সফলতার কারণই সংঘবদ্ধ ভাবে ধর্ম্ম-প্রচার। এই যুগে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন যে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে না পারিলে, এই বিশাল ভারতক্ষেত্রে ধর্ম্ম-প্রচারের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। তাই তিনি ১৮০৭ শকাব্দার শেষ ভাগে ভারতের সর্ব্বত্র যাহাতে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিত হয় তজ্জন্য "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা"র কতিপয় বিশিষ্ট সভ্যের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ সভার পক্ষ হইতে ধর্ম্ম-প্রচারের প্রান্ত বিভাগ করিয়া প্রত্যেক প্রান্তের ভার উপযুক্ত আচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করেন। তাহাতে এই স্থির হয়, শ্রদ্ধাস্পদ সদাচারী ও বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী বঙ্গ প্রান্তে; সুবক্তা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় বিহার ও ত্রিহুতে; পণ্ডিত দীনদয়াল পাঞ্জাব প্রান্তে; মাননীয় পাগাডালা মথুস্বামী নাইডু মাদ্রাজ বিভাগে; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্বালাদত্ত শর্ম্মা, বি, এ, বি, এল, বোম্বাই বিভাগে; এবং পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বঙ্গ, বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পর্য্যটন পূর্ব্বক বক্তৃতা ও উপদেশ দানাদি দ্বারা হিন্দু জনমণ্ডলীকে ধর্ম্ম সাধন বিষয়ে উৎসাহিত করিবেন। ১৮০৮ শকাব্দার বৈশাখ মাসের ধর্ম্মপ্রচারকে আমরা এই সকল মহাত্মার কৃত কার্য্যের বর্ণনা দেখিতে পাই! সকলেই এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং "ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" ইঁহাদের উদার আনুকূল্য লাভে ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন।

পরিব্রাজকের কাশী প্রত্যাবর্ত্তন।

পরিব্রাজক মহাশয় বঙ্গদেশে প্রচার কার্য্য সমাপন করিয়া কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার কাশীর বন্ধুবর্গ আনন্দিত হইলেন। তখন "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার তৃতীয় বার্ষিক উৎসব সমাগত প্রায়; তাঁহার সমস্ত আয়োজনাদির জন্য আবার বিপুল উৎসাহে প্রস্তুত হইতে হইবে। পরিব্রাজক মহাশয় তখন দেশে ধর্ম্মস্রোত ফিরাইবার জন্য যে সমস্ত উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করা প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই

ডাক্তার রাখাল চন্দ্র সেনের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রেরিত উপহার ও পত্রপ্রাপ্তি এবং তাহার উত্তর।

সময় তিনি দুইখানি পত্র ও একটী পার্শেলে নিম্নলিখিত শ্লোকাঙ্কিত একটী পিত্তল ঘট ও এক জোড়া পট্টবস্ত্রসহ একখানি উপহার পত্র প্রাপ্ত হইলেন। উহার প্রেরক কলিকাতার ডাক্তার রাখাল চন্দ্র সেন। পরিব্রাজককে দেশের লোকে তখন কিরূপ চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাই পাঠকবর্গকে বুঝাইবার জন্য ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে উল্লিখিত হইতেছে। ঘটের উপর খোদিত শ্লোকটী এই :—

"আর্য্যধর্ম্মাধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনঃ,
আত্মার্য্যাণাং স্বধর্ম্মামৃতবিতরণতোঽধ্যাপকো "ব্রহ্মচারী"
যঃ "শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নো" ভবজনশুভকৃৎ সেনবংশ্যঃ "কুমারঃ"।
দত্তস্তস্মৈ ময়াতঃ সবিনয়মিতি মৎ পৈত্র আদ্যে তু কৃত্যে
গ্রাহ্যঃ স্বল্পোঽপি ধীর প্রকৃতিগুণগণেনানুকম্প্যোপহারঃ॥

উপহার সহ প্রেরিত পত্র।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য!

আমার পূজনীয় পরলোকগত পিতৃদেব, ইহ লোকে আমার পরম গুরু হইয়া আমাকে যে ভাবে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার যত্নে ও সাহায্যে আমার আত্মা অবস্থাপন্ন হইয়াছে তাহাতে আমি তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে দিন হইতে আপনার পরিচয় পাইয়াছি, সেইদিন হইতেই আপনি আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন এবং জন সমাজের হিতের জন্য আপনার কর্ত্তব্য বোধ ও কার্য্য নিষ্ঠার বিবরণ যে পরিমাণে আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেই পরিমাণে আপনাকে গুরুত্বে, ব্রাহ্মণত্বে বরণ করিয়াছি। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞাতসারে আপনাকে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছিলাম। কিন্তু অদ্য বহুকাল প্রচলিত প্রথানুসারে আপনাকে বরণ করিবার অবসর পাইয়া সেই শ্রদ্ধা কথঞ্চিৎ রূপে প্রকাশ করিলাম।

কলিকাতা ওল্ড বৈঠকখানা রোড্,
১৫৮ সংখ্যক ভবন।
তারিখ ১৭ পৌষ, ১৮০৭ শক।

শ্রীরাখালচন্দ্র সেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9. 3. 86.

My dear Sir,

Kindly accept the parcel containing a few articles as a token of my reverence to you for your indefatigable exertions in reviving and propagating the *Truths and principles of our Aryan Religion.* May Bharatmata (ভারত মাতা) have a few more promising children like yourself that she may once again see her bright days.

yours obediently
Sd/ RAKHAL CHANDRA SEN,
L. M. S.
158, Old Baitakkhana Bazar Road.

পরিব্রাজক মহোদয় ব্যতীত আরও দশজন মহাত্মাকেও রাখাল বাবু পৃথক্ পৃথক্ শ্লোক সমন্বিত উপর্য্যুক্ত উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১। "আর্য্যধর্ম্মমূলবিজ্ঞানাধ্যাপকঃ" শ্রীযুক্ত কর্ণেল অল্‌কট্।

২। "দীনহিতব্রত সত্যকার্য্যাধ্যাপকঃ"
শ্রীমদ্ ব্রহ্মর্ষি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরঃ।

৩। "অধ্যাত্মবিদ্যাধ্যাপকঃ" শ্রীমদ্ ব্রহ্মর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ।

৪। ধর্ম্ম নৈতিকাধ্যাপকঃ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্তঃ।

৫। "ধর্ম্মযুক্ত রাজনৈতিকাধ্যাপকঃ" শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেনঃ।

৬। "ধর্ম্মবিজ্ঞানাধ্যাপকঃ" শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারঃ।

৭। "বেদাধ্যাপকঃ" শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী।

৮। "অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপকঃ" শ্রীযুক্ত মোক্ষমূলরঃ।

৯। "সংস্কৃতাচার্য্য ধর্ম্মাধ্যাপকঃ" শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০। "ব্রহ্মনিষ্ঠাধ্যাপকঃ" শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়িঃ।

ষোড়শোপহারের অবশিষ্ট পাঁচটী উপহার শ্রদ্ধেয় ডাক্তার রাখাল বাবু নিম্নানুরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন ঃ—

১। পরমাত্মন্! যাঁহার পবিত্র স্নেহে জন্মাবধি প্রতিপালিত হইয়াছি, তিনি আজ কয়েক দিবস তোমার অখণ্ড নিয়মে ও শুভ ইচ্ছায় পরলোকে তোমার চরণতলে অবস্থান করিতেছেন। ইহলোকের পরমগুরু ও পরম বন্ধু পরলোকবাসী হওয়াতে আমার হৃদয় পরলোকের দিকে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইতেছে। প্রভো! আমার চিত্তকে সংযুক্ত কর ও অন্তর্দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল কর। আমি যেন তোমার প্রসাদে সংসারের অনিত্যতা স্মরণ রাখি, ও সত্যজীবন ধর্ম্মজীবন সহকারে ইহলোকেই পরলোকের নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করি। পরমেশ্বর! তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

২। ভক্তিভাজন আর্য্য ঋষিগণ, তাঁহাদের প্রদর্শিত শ্রাদ্ধ প্রণালী দ্বারা আত্মার অমরত্ব প্রতিপন্ন করিয়া আমার হৃদয়কে পরলোকের গভীরতা ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিতে শিক্ষা দিতেছেন, চিত্ত সংযমের ব্যবস্থা দিয়া আমার জীবনের মলিনতা বিদূরিত করিতেছেন এবং পিতৃ পুরুষ গুরুজনকে যথোচিত শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিতে অনুমোদন করিয়া পরম পিতার পবিত্র সহবাসের উপযুক্ত করিতেছেন। তাঁহাদের পবিত্র জীবন্ত জলন্ত দৃষ্টান্ত যেন আমার জীবনের নেতা হয়। তাঁহারা আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

৩। আমার পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষেরা আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠাদি সদ্‌গুণ সমূহের অধিকারী হইতে পারি। তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা ও আমাদের ব্যাকুলতা, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে আমাদের যে পবিত্র সম্বন্ধ তাহা মধুময় করুক। তাঁহাদের অজস্র স্নেহ অবিরত আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করুক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। স্বদেশস্থ নিষ্ঠাবান্ মহোদয়গণ, যাঁহারা ভারতের প্রকৃত মঙ্গলোদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, একমাত্র কর্ত্তব্য বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবাসীর জ্ঞান ধর্ম্ম ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি বিধানে ব্রতী হইয়াছেন. এবং নিঃশব্দে প্রাণপণে ভারতেব বিলুপ্ত প্রায় ঐতিহাসিক প্রাচীন গৌরবের উদ্ধার করিতেছেন, তাঁহারা আমার অন্তরের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

৫। বিদেশস্থ উন্নতমনাঃ সত্যপরায়ণ মহাজনগণ, যাঁহারা সত্যের অনুরোধে ভারতের মঙ্গলের জন্য কৃত সংকল্প হইয়াছেন। বর্ত্তমান আর্য্য জাতির দুর্গতি দেখিয়া সহৃদয়তা সহকারে আর্য্যজ্ঞান ও আর্য্যধর্ম্মকে পুনর্জীবিত করিতেছেন, স্বদেশস্থ অদূরদর্শীদিগের হতাদর ও বিদ্রূপে দৃক্‌পাত না করিয়া ভারতের সংস্কৃত ধর্ম্ম, সংস্কৃত বিজ্ঞান ও সুসংস্কৃত আচার ব্যবহারে বিমুগ্ধ হইয়া ভারতের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন; যাঁহাদের আর্য্যোচিত ব্যবহারে পথভ্রান্ত অনেক ভারতবাসীর চৈতন্য হইতেছে সেই সকল বিদেশীয় বর্ত্তমান কালীন আর্য্য ঋষিগণ আমার ভক্তিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন।

পরিব্রাজকের উত্তর।

ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন

সাধু হৃদয় মহোদয় মান্যবরেষু—

শ্রীমন্মহাশয়ের প্রেরিত একটী পার্শেল মধ্যে একটী পিত্তল ঘট, পট্টবস্ত্র ও উপহার পত্র এবং তৎপরে একখানি কার্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রাদি পাঠে ও আপনার স্বর্গীয় পিত্রাদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে দিগেদশীয় ভারতহিতৈষীবর্গের প্রতি সম্মান সহ অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখিয়া আপনার স্বদেশ স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থার যথোচিত পরিচয় পাইলাম। আপনি পক্ষপাত পরিশূন্য হৃদয়ে পরগুণ গ্রহণে পটু দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম। ভগবান্ ভবাদৃশ সাধু হৃদয় ভারতানুরাগিগণকে চিরকুশলে রক্ষা করুন। আপনি বর্ত্তমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শতাব্দীর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া একটী সৎপদ্ধতির পন্থা মার্জিত ও মুক্ত করিলেন।

যে সমস্ত সাধু-হৃদয় ব্যক্তি নিজ নিজ উদ্যম, চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা ভারতের হিত সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, শ্রদ্ধাযুক্ত উপহার দ্বারা আপনি তাঁহাদের রক্ষা করিয়া ভারতীয় আর্য্য প্রতিভার যথাযোগ্য পরিচয় দিয়াছেন। আপনি এ জন্য সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু মহাত্মন্! সেই মহাত্মগণের শ্রেণীতে আমাকে ভুক্ত করিয়াছেন কেন? ভারতের জন্য আমার নিজ হৃদয়গত শ্রম ও উদ্যম কৈ? ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম্মের দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয় ব্যাকুল হয় প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তাই আর্য্যদিগের দুশ্চর তপস্যার অমূল্য নিধির গুণগৌরব ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। নীরবে বসিয়া থাকিলে আর্য্য প্রকৃতি যেন আমাকে তিরস্কার করে, আমি তাই আর্য্য ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বের জয় ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাত্রার দলে বেহালাদার যেমন পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সুর দেয় ও সম্মুখে বালকগণ সেই সুরে সুর মিলাইয়া গান গাইয়া যায়, আমারও অন্তর্জ্জগতে যেন মোহন সুর ধরিয়া যন্ত্র বাজাইতেছে, আমি সেই সুরে স্বর মিশাইয়া গাইয়া যাইতেছি মাত্র; তাই বলি মহাত্মন্, আমি স্বয়ং যখন কৃতী নহি, আর্য্যগণের সেবক হইয়া আর্য্যজাতির সুরে গান গাইতেছি তখন আমি কোন মতেই আপনার উপহার পাইবার ও লইবার উপযুক্ত নহি। আর্য্যকুলে জন্মিয়া, আর্য্য ধর্ম্মের সেবা করিয়া, আর্য্য জনোচিত কর্ত্তব্যের দাস হইয়া কার্য্য করিতেছি, আমি কোন প্রাণে এ জন্য উপহার গ্রহণ করিব? আমি উপহার গ্রহণ করিলে (অন্যের প্রাপ্য সম্পত্তি গ্রহণ জন্য) আমার চৌর্য্যবৃত্তি করা হয়। এ সকল উপহার আর্য্যাচার্য্য ঋষিগণের যোগ্য, এতাবৎ তাঁহাদেরই নামে প্রেরণ করিলে ভাল করিতেন, এই উপহার গুলি কি শ্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে? ঈদৃশ উপহার দান শ্রাদ্ধের অঙ্গ স্বরূপে না হইয়া যদি শ্রাদ্ধ "উপলক্ষে" প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহ্লাদের বিষয়। ভারতানুরাগিন্! আমি ব্যক্তিগত মর্য্যাদানুসারে উপহার লইতে নিতান্ত সঙ্কুচিত হই জানিবেন।

ভগবচ্চরণানুগত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার তৃতীয়-বার্ষিকোৎসব।

১৮০৮ শক বৈশাখ।

পরিব্রাজক মহোদয় কাশী আসিলে বৈশাখ মাসে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসব আরম্ভ হইল। ধর্ম্মপ্রচারক সম্পাদক মনের আবেগে লিখিয়াছিলেন :—

"এই উৎসবে দেখিলাম কি! দেখিলাম বালক, বৃদ্ধ, যুবা, অধ্যাপক সন্ন্যাসী নিজ নিজ অবস্থার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নিজ নিজ অভিমান ভুলিয়া ভগবানের গুণ গাইতে গাইতে ধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তীহস্তে চলিয়াছেন, উৎসাহে, আনন্দে, প্রেমে বিভোর হইয়া শিক্ষিত যুবকদল তালে তালে নাচিতেছে, মান সম্ভ্রম পায়ে ঠেলিয়া ধূলি-ধূসরিত-গাত্রে নগ্নপদে প্রাণ ভরিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। আর দেখিলাম কি! পথের দুইধারে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া প্রেমার্দ্র হৃদয়ে এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতেছে, পথের ধূলি—পদধূলি লইয়া অঙ্গে মাখিতেছে, দোকানদার দোকান পাট বন্ধ করিয়া সঙ্গে চলিয়াছে, দ্বিতলে ত্রিতলে গবাক্ষদ্বার দিয়া কুলাঙ্গনাগণ বাতাসা, পুষ্প, মালা, গোলাপ জল বর্ষণ করিতেছেন। এই তো গেল পথের দৃশ্য সভায় দেখিলাম কি—যাঁহারা ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া সম্বৎসর নাস্তিক সাজিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াছেন তাঁহারা ধর্ম্মসারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে বিমোহিত, উৎসাহের প্রেমের তুফানে ভাসমান। দেখিলাম—যাঁহারা আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারাও ঈশ্বরের করুণায় আকৃষ্ট হইয়া অবাক্—নিস্পন্দ তুল্য, ভক্তির আবেগে নয়নের জল সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। আর দেখিলাম বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী মৈথিলী, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, দ্রাবিড়ী সকলে একত্রে মিলিত, একসুরে সকলের হৃদয়তন্ত্রী বাজিতেছে—সকলে সকলকে আপনার লোক ভাবিতেছে। এই উৎসব সময়ে পরিব্রাজক মহোদয় কাশী টাউনহলে "ধর্ম্মের সহিত সভ্যতার বিবাহ"* দশাশ্বমেধঘাটে ও পুটিয়া মহারাজার সত্রালয়ে "মনুষ্যত্ব" এবং "জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সাধন" বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রীজী "মানবের বিশেষ কর্ত্তব্য" ও "ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতা" বিষয়ে এবং রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুর সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বালকদিগকে "নীতি ও ধর্ম্মের সম্বন্ধ" বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। টাউনহলের বক্তৃতার আদি অন্তে হরিনাম সংকীর্ত্তনে প্রাসাদটী প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।"

কাশীর উৎসবান্তে সাহেবগঞ্জে গমন। তথায় "ভারতবর্ষের পবিত্র ধর্ম্মভাব" ও "মানবের ধর্ম্ম সাধনের আবশ্যকতা" বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা প্রদান ও "আর্য্যসভার" প্রতিষ্ঠা।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসবান্তে পরিব্রাজক মহোদয় ধর্ম্মপ্রচারার্থ সাহেবগঞ্জে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যথোচিত আয়োজন হইয়াছিল। পরিব্রাজক মহাশয় সাহেবগঞ্জে আসিতেছেন শুনিয়া রামপুরহাট প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও কতিপয় ভক্ত সাহেবগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয়ের সাহেবগঞ্জে গমন ও অবস্থান সম্বন্ধে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবরণ জানাইয়াছিলেন—

"আমরা দেখিয়াছি যেখানে তিনি থাকিতেন সকল সময়েই যেন উৎসব লাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হইত। কেহ তাঁহার উপদেশ শুনিতেছে কেহ গান গাহিতেছে, কেহ কত কি প্রশ্ন করিতেছে। বৃদ্ধ

* এই বক্তৃতাটীর সারাংশ ১৮০৮ শকাব্দের বৈশাখ মাসের ধর্ম্ম প্রচারকে দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুবা এমন কি বালকদেরও ভিড় সেখানে কম নহে। কি একটা আনন্দে যেন সেখানকার আকাশ ও বাতাস পূর্ণ। পরিব্রাজক মহাশয় আহারের পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময়ে একটী ভদ্র লোক আসিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে পাখার বাতাস দিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মধুমাখা কণ্ঠে গাহিতেছেন "জীবনবল্লভ তুমি দীন শরণ"। আবার একটী লোক আসিল সেও সেই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে অনেকগুলি লোক আসিয়া সমবেত হইল এবং সকলে মিলিয়া উচ্চ কণ্ঠে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। নাম সংকীর্ত্তনের আনন্দ প্রবাহ বহিয়া গেল। পরিব্রাজক মহাশয়ও উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অল্পক্ষণ সেই হরিনাম শ্রবণ করিলেন, তারপর গম্ভীর ধ্বনিতে হরি হরিবোল বলিয়া সেই সংকীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। তারপর উদ্দণ্ড নৃত্য। সে মধুর দৃশ্য আজ কতকাল হইয়া গেল তবুও যেন চোখের সামনে ভাসিতেছে। সে দৃশ্য যাঁহারা দেখে নাই তাঁহাদিগকে ভাষা দ্বারা ইহা বুঝাইবার নহে। সে যে কি স্বর্গীয় দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সাহেবগঞ্জে তিনি দুইদিনে দুইটী বক্তৃতা করেন। প্রথম দিন "ভারতের পবিত্র ধর্ম্মভাব" ও দ্বিতীয় দিন "মানবের ধর্ম্ম সাধনের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ইহাতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তিভাবের স্রোত বহিয়াছিল। এখনও মনে আছে সে অবিশ্রান্ত বাক্য সুধা বর্ষণ হইয়া যাইতেছে, বক্তার সে প্রতিভাপূর্ণ শ্যামল মুখমণ্ডল ও গণ্ডস্থল প্রেমাশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছে, শ্রোতৃমণ্ডলী কখনও কাঁদিতেছে, কখনও উৎসাহে হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিতেছে। এইরূপে বক্তৃতা শেষ হইল। কত লোক বক্তার সহিত কোলাকুলি, কতলোক তাঁহার পদধূলি লইল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সে যে অলৌকিক ব্যাপার। এই সময় তথায় একটী "আর্য্য ধর্ম্ম সভা" ও প্রতিষ্ঠিত হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহেবগঞ্জ হইতে আহূত হইয়া তিনি রাজমহলে যাত্রা করেন। তথায় একটী বক্তৃতা হইয়াছিল। অনেক শিক্ষিত ও উচ্চ পদস্থ শ্রোতা তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাটী এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তাকে সকলেই শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাহার চিহ্ন স্বরূপ সেখানে একটী "আর্য্য ধর্ম্ম সংরক্ষিণী" সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজমহলের তৎকালীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার ব্যবস্থাপক ও সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

রাজমহলে যাত্রা বক্তৃতা ও সভা স্থাপন।

রাজমহল হইতে পরিব্রাজক মহোদয় রামপুরহাট সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উৎসবোপলক্ষে যাত্রা করেন। তথায় ক্রমাগত তিনি ৫ দিন সদ্ব্যাখ্যাদান ও সদ্বার্ত্তালাপ দ্বারা ভক্ত জিজ্ঞাসুবর্গকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। প্রথম দিন "নীতি ও ধর্ম্মের সম্বন্ধ" বিষয়ে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দিন "জাতি বা বর্ণভেদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। বর্ণবিভাগ যে স্বাভাবিক, মনুষ্যকল্পিত নহে এবং ইউরোপীয় কাষ্ট্ সিস্টেম (Caste system) হইতে স্বতন্ত্র, ইহা বহুবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ, লৌকিকযুক্তি এবং ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন। তৃতীয় দিন "জন্মান্তরবাদ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা হয়। এ বক্তৃতাটী চিন্তাশীল স্থিরমস্তিষ্ক শ্রোতৃবৃন্দের অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল। যাঁহারা শাস্ত্রের নিগূঢ় গর্ভে প্রবেশ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা বক্তৃতার বিষয়টী ঠিক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তবে বক্তার বুঝাইবার শক্তি অসামান্য, এইজন্য তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অনেকেরই মনে জন্মান্তর সম্বন্ধীয় যে সকল

রামপুরহাট গমন সুঃ সঃ সভার উৎসব। "নীতি ও ধর্ম্মের সম্বন্ধ" "জাতি বা বর্ণভেদ" ও "জন্মান্তরবাদ" আদি সম্বন্ধে বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরুদ্ধ ভাব ছিল তাহা যে অপনোদিত হইয়াছিল, একথা মুক্তকণ্ঠে অনেকে স্বীকার করিয়াছিলেন। চতুর্থ দিন সদ্বার্ত্তালাপ করিবার জন্য একটী সভা হয়। সে দিন পরিব্রাজক মহাশয় সভ্যগণের অনেক গুলি কঠিন প্রশ্নের এমন সদুত্তর প্রদান করিলেন যাহা শুনিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এবং তাহার মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন আমাদের অনেক দিনের সংশয় রাশি আজ আপনার কৃপায় দূরীভূত হইল। পঞ্চম দিনে অপরাহ্ণে বহুজনসমাকীর্ণ সভামণ্ডপে পরিব্রাজক মহোদয় "প্রেম ও ভক্তি" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া কোন পত্র প্রেরক লিখিয়াছিলেন "তাঁহার বক্তৃতায় সভাস্থ লোক কেবল যে ভক্তিতত্ত্ব বুঝিলেন তাহা নহে—ভক্তির রস আস্বাদন করিতেও বোধ হয় কাহারও বাকী ছিল না। বক্তা দশ পনর মিনিট কাল ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে করিতে ভগবৎ প্রেমাবেশে বিগলিতাশ্রুনেত্রে ভক্তির মধুর মূর্ত্তির অবতারণা করিলেন। প্রেমাশ্রুবারিতে কেবল তাঁহারই বক্ষঃস্থল সিক্ত হইল তাহা নহে, শ্রোতা মাত্রেই প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অবিরল প্রেমাশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিয়া কৃতকৃত্য জীবন হইলেন। সভায় স্বর্গীয় দৃশ্য লক্ষিত হইল। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য জগদ্বাসিগণ! প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লও। সাধু ভক্তের জীবনই ধন্য! বক্তৃতাবসানে সুসজ্জিত দলবল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া নগর সংকীর্ত্তন করিতে যাত্রা করিলেন। সংকীর্ত্তনের আনন্দোৎসবে রামপুরহাট দেবভূমিতে পরিণত হইল। কয়দিন ধরিয়া সাধুসঙ্গ ও সদালাপে সকলের চিত্ত পবিত্র হইয়া গেল।"

"প্রেম ও ভক্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

এইবার পরিব্রাজক মহাশয়ের বিদায়ের পালা, সকলে সাশ্রুনেত্রে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু সেই দিনের আনন্দস্মৃতিতে অনেকের চিত্ত প্রেমাবিষ্ট হইয়া রহিল। নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া পরিব্রাজক মহোদয় রামপুরহাট হইতে বীরভূম যাত্রা করেন ও তথাকার আর্য্য ধর্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচারিণী সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার বাগ্মিতা শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলী প্রত্যেকেই সমান ভাবে উত্তেজিত, আনন্দিত ভাবে গদ্‌গদ হইয়া সময় সময় অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। পরে তাঁহার বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, আমাদের জীবনে কখনও এরূপ প্রাণোন্মাদকারিণী, ভাবোচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতা শুনি নাই। আমরা আজ ধন্য হইলাম।

বীরভূমে বক্তৃতা।

বীরভূম হইতে পরিব্রাজক মহোদয় মেহেরপুর আর্য্য-ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার উৎসবোপলক্ষে গমন করেন। তথায় তিন দিন সভামণ্ডপে, একদিন তত্রস্থ বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় দিগের ঠাকুর বাটীতে, আর একদিন সুপ্রসিদ্ধ মল্লিক মহাশয় দিগের পূজার বাটীতে তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছিল। জনৈক পত্রপ্রেরক সে সময় এ সম্বন্ধে ধর্ম্ম প্রচারকে যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন পরে মেহেরপুর হইতে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক কাশীতে আসিয়া স্বামীজীর বক্তৃতার যে বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম এই ঃ—পরিব্রাজক মহাশয়ের এই কয়েক দিনের বক্তৃতাতেই মেহেরপুরে ধর্ম্মভাবের যে একটী আনন্দস্রোত বহিয়া গিয়াছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই যেন প্রাণে স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। পরিব্রাজকের হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সদ্‌যুক্তি সদুপদেশ পূর্ণ সুললিত বক্তৃতা গুলি শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিয়াছে এবং অনেকের প্রাণ নবীন উৎসাহে ভরিয়া দিয়াছে। যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন ছিলেন, যাঁহারা কুতর্কবাদী ছিলেন, তাঁহাদের যুক্তির সুদৃঢ় খুঁটাগুলি তাঁহার ভাব তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার ভক্তিভরা তেজোদীপ্ত ভাষার এমনই এক মোহিনী শক্তি আছে, যে শুনিয়াছে তাহারই হৃদয় ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কি ইতর, কি ভদ্র,

নদীয়া মেহেরপুরে বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি সুশিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলেই প্রাণের টানে উৎসবে যোগদান না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ইহা যে ঐশ্বরিক শক্তি তাহা না বলিয়া থাকা যায় না। ভগবৎ প্রেরণা ভিন্ন ইহাকে অন্য কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না। ধন্য তাঁহার মনুষ্য জন্ম, ধন্য তাঁহার প্রচার। পরিব্রাজকের হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সদ্‌যুক্তি ও সদুপদেশপূর্ণ বক্তৃতাগুলি এতই মনোহর ও উৎসাহজনক হইয়াছিল যে সভাস্থ কেহই প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। উৎসবের শেষ দিনে আবাল বৃদ্ধ সকলেই হরিনাম সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। আরও গৌরবের বিষয় এই যে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত লুসন বাহাদুর সাগ্রহে উৎসবে যোগদান করিয়া সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে শ্রোতাগণও প্রীতিলাভ পূর্ব্বক উৎসাহিত হইয়াছিলেন। সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরও বক্তৃতা ও হিতোপদেশ শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করতঃ বক্তাকে ধন্যবাদ জানাইয়াছিলেন।

রামপুরহাট ও বাঁকীপুর হইয়া কাশী প্রত্যাবর্ত্তন।

কাশী প্রত্যাবর্ত্তনকালে পরিব্রাজক মহোদয় রামপুরহাট সুনীতি সঞ্চারিণী সভায় আর এক দিন উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং বাঁকীপুরে নামিয়া তত্রস্থ আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার কতিপয় কূট প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়া শিক্ষিত সভ্যবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

কাশীতে "হরিনাম" বিষয়ে বক্তৃতা।

পরিব্রাজক মহাশয় কাশী আগমনের পর ১৯এ আষাঢ় শ্রীযুক্ত কবিরাজ শীতলাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের নিকেতনে "হরিনাম" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্ত ভাগ জ্ঞান ও ভক্তির যুগল মিলনে, বিজ্ঞান ভাবোচ্ছ্বাসের অপূর্ব্ব মিশ্রণে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে এমন একটা আবেশ সঞ্চার করিয়াছিল যে সকলেই ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। তেমন সৌন্দর্য্য বুঝি পৃথিবীর অন্য কোন ব্যাপারে পরিলক্ষিত হয় না। "পরিব্রাজকের" মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিনামের কথা, জ্ঞানীর মুখে প্রেমের কথা, বেদান্ত-বিচার-পূর্ণ জ্ঞানভূমি কাশীধামে ভক্তির কথা, এ বড় নূতন, এ বড় সুন্দর। এমন একাধারে দুই বিরোধী শক্তির অদ্ভুত মিলন কেহ কোথাও দেখিয়াছ কি? একদিকে জ্ঞানাগ্নি স্ফুরিত হইয়া মায়িক সংসার পুড়াইবার উপক্রম করিতেছে, অপর দিকে ভক্তির শীতল শান্তিধারা প্রবাহিত হইয়া সংসার মরুভূমে বিকীর্ণ হইতেছে এবং জীবের সন্তাপ দূর করিয়া দিতেছে। এমন একটী স্বর্গীয় প্রস্রবণ আর কোথাও দেখিয়াছ কি? পরিব্রাজক মহাশয় যখন ভক্তির বিচিত্র চিত্র আঁকিতে আঁকিতে ভাবের সাগরে ডুবিয়া গেলেন, যখন শ্রীমন্ত সওদাগরের বিপত্তির কথা তুলিয়া ভগবতীর ব্যাকুলতার বর্ণন করিতে লাগিলেন তখন শ্রোতৃমণ্ডলী যেরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা বর্ণনীয় নহে! যখন ভগবতী পদ্মাকে বলিতেছেন:—

"বল্ পদ্মা বল্ প্রাণ চঞ্চল, কেন হলো বল, কিসের কারণ!
কে বুঝি কান্দে, পড়িয়া বিপদে, প্রাণভয়ে আমার লয়েছে শরণ!"

তখন সকলের কেশ হইতে নখ পর্য্যন্ত সমগ্র শরীর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, গাত্র কণ্টকিত হইয়াছিল, শ্রোতৃবর্গ আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন।

পরিব্রাজক মহাশয় নিজ বক্তৃতায় ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রে "হরিনাম" কীর্ত্তনের যে গুরুতর ফল সকল লিখিত হইয়াছে তাহা "রোচক" নহে, "যথার্থ"। শব্দ জড় পদার্থ হইলেও তাহার আচরণে যে মহীয়সী শক্তি নিহিত আছে, তাহার তেজ অতি আশ্চর্য্য। মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অবস্থায় ভাবের উচ্ছ্বাসে এই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বিশিষ্ট শব্দ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যের উগ্র সাধনা কালে যেরূপ শব্দের স্ফুরণ হয় শান্তাবস্থায় তাহা হয় না। মহাদেবকে যখন একটী বিল্বদল দিলে ও তিনবার বম্ বম্ বম্ বলিলে তিনি ভক্তের উপর সদয় হন, সেই সময় তাঁহাকে "ধুর্জ্জটি" "মহারুদ্র" বলিয়া সম্বোধন করা স্বাভাবিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবোচ্ছ্বাসের স্ফুরণ বলিয়া বোধ হয় না। এত সামান্য বিষয়ে যখন তাঁহার আনন্দ তখন "আশুতোষ" নামটী উচ্চারিত হওয়া সাধকের বিগলিত হৃদয়ের সাময়িক ও স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস! "মহারুদ্র", "বিরূপাক্ষ" নাম শুনিলে যেন হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে এবং মূর্ত্তিটী যেন ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয়, তাই সে নামগুলি দক্ষযজ্ঞ নাশাদি বর্ণন কালে সাধু হৃদয় হইতে আপনা আপনিই উৎসারিত হইয়া আসিয়াছে। সাধক যখন সমাধি সাগরে ডুবিবার উপক্রম করিতেছেন সেই সময়েই এই "হরি" শব্দটী গদ্‌গদ্ ভাবের উচ্ছ্বাস হইতে স্ফুরিত হইয়াছে। মলিনতার সমস্ত স্তর গুলি অতিক্রম করিয়া যাঁহার আত্মা উজ্জ্বল বিকাশ যুক্ত হইয়াছে, তাঁহারই হৃৎসরোবর হইতে এই কমলটী ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন মাতা শিশুকে নিদ্রিত করিবার জন্য তৎকালোচিত স্বরে একটী গান গাইলে বা ছড়া কহিলে শিশু ঘুমাইয়া পড়ে, তেমনি সাধক সাধনার ফলে প্রণবময় প্রবাহের একতান শব্দ শুনিতে শুনিতে সমাধিতে বিভোর হইয়া যান। হায়! যে দিন হইতে সাধকের প্রেমের সামগ্রী "হরি" শব্দ সাধকের হৃদয় হইতে আমাদের হাতে পড়িয়াছে, সেই দিন হইতেই উহা শক্তি হীন ও কলঙ্কিত হইয়াছে। আহা! যে শব্দ শুনিয়া সাধক যোগনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছেন, যে শব্দের তেজে চৈতন্যদেব কঠোর দর্শন শাস্ত্র-বেত্তা হইয়াও আপনি মাতিয়া জগৎকে মাতাইয়াছেন, আজ সেই শব্দ শুনিয়া আমাদের মন গলে না কেন? আমাদের মন বড় কলুষিত, তাই আমরা অন্তর্দ্দেশ ভেদ করিয়া "হরি" বলিতে পারি না। পারি না বলিয়াই আজ হরিনামের প্রতি এত অশ্রদ্ধা! সাধক! হরিনাম করুন, নামের গুণে পাষাণ হৃদয় গলিবে, নামে মরুভূমে সবেগে বাণ ডাকিতে থাকিবে, হরিনামে হরিভক্তির উদয় হইতেই হইবে।"

বক্তৃতান্তে সঙ্কীর্ত্তন ও হরির লুট হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সময়ে দয়ানন্দী সম্প্রদায়ের প্রচারক সহজানন্দজী পূর্ব্বে বাঁকীপুরে বিফল মনোরথ হইয়া কিছুদিন হইতে গাজীপুরে আসিয়া বৈদিক ধর্ম্মের ভাণ করিয়া সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি দুই চারিটী বক্তৃতা করিয়া কয়েকটী অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি ভিন্ন কোন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান বা সম্পন্ন পুরুষের সহানুভূতি পান নাই। অধিকন্তু তথাকার প্রধান প্রধান বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী রইসগণ তাঁহার স্বেচ্ছাচার ব্যঞ্জক ব্যাখ্যানে বিষম বিরক্ত হইয়া শান্তিসুধারস পূর্ণ ধর্ম্মকথা শ্রবণে তৃপ্ত হইবার জন্য পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়কে বারংবার পত্র লেখেন ও অবশেষে তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া আহ্বান করেন। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকিলেও পরিব্রাজক মহাশয় নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া ২১এ শ্রাবণ গাজীপুরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ অনেকগুলি সম্ভ্রান্তলোক ষ্টীমার ঘাটে উপস্থিত ছিলেন।

"দেশোন্নতি বিষয়ে গাজিপুরে বক্তৃতা

২২এ শ্রাবণ সায়াহ্নে গাজীপুরের ভিক্টোরিয়া স্কুল গৃহে একটী মহতী সভা আহূত হয়। তথায় পরিব্রাজক মহাশয় "দেশোন্নতি" বিষয়িণী একটী অতি ওজস্বিনী ও হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ জন্য নগরস্থ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ একত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি সমবেত জনমণ্ডলীকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম তত্ত্বানুকূল বিচার দ্বারা দেখাইয়া দেন যে ভারতীয় প্রকৃতির উপযোগী সংস্কার প্রণালী অবলম্বন না করিলে আজকালের ন্যায় বিজাতীয় ও বিদেশীয় প্রণালীতে চলিলে ভারত দিন দিন আরও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া সমাজ ও বৃত্তি ব্যাপার আদি প্রচলিত করিতে হইবে। এইরূপ যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ ব্যাখ্যানে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের যুক্তিগুলি প্রবল বাত্যাহত কদলী পত্রের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আনন্দ কোলাহলে সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

২৩এ শ্রাবণ সায়াহ্নে কলকল প্রবাহিত ভাগীরথীতীরে (কলেক্টরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঁধা ঘাটের উপর) "ধর্ম্মোন্নতি" বিষয়িণী বক্তৃতা হয়। বৈদিক ধর্ম্মই বিশুদ্ধ প্রকৃতি-নিহিত নিত্যধর্ম্ম, ব্রতাচরণ, তপস্যা, যোগাদির দ্বারা প্রকৃতির নির্ম্মলতা সাধিত হইলে মনুষ্য প্রকৃত ধর্ম্মিষ্ঠ হয়; বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণাদিতে যে অপূর্ব্ব কৌশলে সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে, বহিরঙ্গ সাধনাপেক্ষা অন্তরঙ্গ সাধনের দ্বারাই অধিকতর ধর্ম্মভাবের বিকাশ হয় পরিব্রাজক মহাশয় এতাবৎ অতি সুন্দর রূপে সুতীক্ষ্ণ যুক্তি ও বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে বুঝাইয়া দেন। সেদিন সুবিস্তীর্ণ লোকাকীর্ণ ঘাটে যে উৎসাহ ও আনন্দ প্রবাহ বহিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে।

"ধর্ম্মোন্নতি" বিষয়িণী বক্তৃতা।

২৪এ শ্রাবণ সায়াহ্নে গাজীপুরের প্রধান রইস বাবু শিবনাথ সিংহ মহাশয়ের সুবৃহৎ ভবনে "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃত হয়। প্রকৃতি সত্তাসাগরের সত্ত্ব, রজঃ, তমোরূপ জলরাশি হইতে কিরূপে ব্রাহ্মণাদি রূপ বুদ্‌বুদ উঠিল, কেন ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও সৃষ্টি বৈচিত্র্য জন্য পক্ষপাত দোষে দোষী নহেন, বর্ণ ধর্ম্ম রক্ষিত না হইলে যে মানবের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয় না, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য আদি আশ্রম ধর্ম্ম কিরূপে পালন করিতে হয়, এই বক্তৃতায় সেই সকল বিষয়ে শ্রোতাদের সন্দেহ নিরসন পূর্ব্বক পরিব্রাজক মহাশয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতি সকলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। বক্তৃতার সময় শ্রোতৃবর্গের অত্যন্ত জনতা হইলেও সকলে স্থির হইয়া তাঁহার বক্তৃতা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন।

"বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২৫এ শ্রাবণ প্রাতে বহুতর ভদ্রলোক মিলিত হইয়া গাজীপুরে একটী ধর্ম্মসভা স্থাপনের মন্ত্রণা করেন। মধ্যাহ্নে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী বালক ও যুবকবর্গের নীতি শিক্ষার্থ একটী "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" স্থাপিত হয়। অপরাহ্নে সুবিশাল "হরশঙ্করী" তলায় (রামলীলাভিনয়

গাজীপুরে "ধর্ম্মসভা" ও "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" স্থাপন ও "মূর্ত্তি পূজা" বিষয়ে বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেত্র) এক বিরাট সভায় পরিব্রাজক মহাশয় "মূর্ত্তি পূজা" বিষয়ে সুযুক্তি পূর্ণ একটী বক্তৃতা করেন। সহস্র সহস্র লোকে সেই সভামণ্ডপ ভরিয়া গিয়াছিল। মণ্ডপে কিঞ্চিদধিক সহস্র লোকের বসিবার আসন ছিল; অবশিষ্ট কত লোক যে কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা কঠিন। অনেকে বলিতে লাগিল রামলীলার শেষ দিনেও এখানে এতলোক দেখা যায় না। ধর্ম্ম প্রধান হিন্দু হৃদয়! আজ হিন্দু ভিন্ন ধর্ম্ম কথা শুনিবার জন্য কে গলদ্ঘর্ম্ম কলেবর হইয়াও অশ্রুসিক্ত নেত্রে নীরবে দুই ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া থাকিবে? আজ মূর্ত্তিপূজার নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যান। শ্রুতিতে ভগবানের রূপ ধারণের কথা আছে, সাধকগণ স্ব স্ব ভাবানুসারে ভগবানের রূপ দর্শন করেন, রূপ মনুষ্যের নিজ কল্পনা নহে, মূর্ত্তি পূজন কালে কেহই ভগবানের ভিন্ন মৃত্তিকা, দারু বা পাষাণের পূজা করে না, সংকল্প প্রভাবে কিরূপে চিন্ময় ব্রহ্ম জড়াকারাকারিত হয়েন ও কিরূপে জড়ে চিৎ শক্তির ক্রিয়া হয়, কাতর প্রাণে ডাকিলে কিরূপে ভগবান ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হন, এই সকল গূঢ় রহস্য এই ব্যাখ্যানে বর্ণিত হয়। শ্রোতৃগণ কখন উৎসাহে আনন্দিত কখন বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম বিচার কালে গম্ভীর ভাবযুক্ত, কখন উল্লাসে উৎফুল্ল ও কখনও প্রেমাশ্রু জলে সিক্তনেত্র হইলেন! বলিতে কি কয়েক দিনের ব্যাখ্যানে গাজীপুরে একটী নূতন স্রোত বহিয়া গেল। এই কয়েক দিন হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা হওয়ায় তত্রস্থ বঙ্গবাসী মহাত্মাবর্গের একটী বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বক্তার শরীর কিছু অসুস্থ হওয়ায় তাহা হইয়া উঠে নাই।*

কিছুদিন বিশ্রামান্তে পরিব্রাজক মহাশয় নদিয়া জেলান্তর্গত নাকাশী-

---

* এই কারণেই বরিশাল, সৈয়দপুর, রংপুর, বাঁকীপুর আদি অনেক স্থানের আহ্বান সত্বেও পরিব্রাজক মহাশয় কোথাও যাইতে পারিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাড়ায় হরি সভার উৎসবে গমন করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য ১০।১২ খানি গ্রাম হইতে অন্যূন নয় সহস্র শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। বক্তৃতার উত্তেজনা, সারবত্তা ও ভক্তিমাখা রসমাধুরীতে শ্রোতৃগণের প্রাণ সুশীতল হইয়া গিয়াছিল। সকলেই আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন। নাকাশী-পাড়ার জমীদার বাবু কৃষ্ণনাথ সিংহ রায় মহাশয়ের যত্নে ও ব্যয়ে এই মহোৎসব হইয়াছিল। তিনি অন্নদান, বস্ত্রদান ও অর্থদানের সঙ্গে সঙ্গে পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রণীত "ভক্তি ও ভক্ত" নামক পুস্তক এক সহস্র সুপাত্রে বিতরণ করিয়াছিলেন। ভারতের এই দুর্দ্দিনে তাঁহার এই উৎসাহ ও সদনুষ্ঠান জন্য সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়াছিলেন।

নাকাশীপাড়ায় বক্তৃতা।

পরিব্রাজক মহাশয় নাকাশীপাড়া হরিসভার উৎসব সম্পাদন করিয়া ষ্টীমার যোগেই বহরমপুর আসিয়া ১ ঘণ্টাকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অবকাশ সময়ে তথাকার "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা"র সভ্যবৃন্দ ও অনেকগুলি ভদ্র মহাত্মার সহিত বহুবিধ সদ্বার্ত্তালাপ হয়। তৎপর দিন মুর্শিদাবাদে গিয়া তিনি নবাব হাইস্কুলের শিক্ষক বাবু মতিলাল সেন মহাশয়ের বহির্বাটীতে একটী গভীর গবেষণা ও ভক্তিরসপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দিত করেন। তাহার পর দিন নলহাটীতে আসিয়া তিনি তথাকার "সুনীতি সঞ্চারিণী সভায়" "প্রকৃত শিক্ষা পদ্ধতি" বিষয়িণী একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় নলহাটী ষ্টেট ম্যানেজার বাবু রামগতি মুখোপাধ্যায় আদি অনেক শিক্ষিত ও ভদ্র মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই পরিব্রাজক মহাশয়ের সুশিক্ষা ও সদুপদেশ পূর্ণ বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তৎসহ সদালাপে বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরদিন পরিব্রাজক মহাশয় পাকুড় আসেন। তথাকার রাজা শ্রীমান্

বহরমপুরে গমন ও মুর্শিদাবাদে বক্তৃতা।

নলহাটীতে বক্তৃতা "প্রকৃত শিক্ষা পদ্ধতি"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীতেশচন্দ্র পাঁড়ে বাহাদুর ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীবর্গ তাঁহার ভক্তিভাব পূর্ণ সদ্বার্ত্তালাপ শ্রবণে নিতান্ত বিমুগ্ধ হয়েন। অবকাশ না থাকায় নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়াও পরিব্রাজক মহাশয় তথায় বক্তৃতা করিতে পারেন নাই। তথা হইতে বরারর কাশীধামে আসিয়া কয়েক দিন থাকিয়াই আবার ছাপরা আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে গমন করেন। তদ্বিবরণ পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভায় বিদ্যার্ণবের যোগদান।

এই সময়ে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার শাখা কার্য্যক্ষেত্র স্বরূপ রাজসাহীতে বলিহার আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা স্থাপিত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত ও সুবক্তা শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় ইহার সংস্থাপক সম্পাদক ও ধর্ম্ম প্রচারক। বলিহারের সুপ্রতিষ্ঠিত অধীশ্বর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর সভাধিনায়কের পদ স্বীকার করেন। কুমার পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত একযোগে উত্তর বঙ্গ প্রদেশে সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের মলিনীভূত প্রভিভা পুনরুজ্জ্বল করিবার উদ্দেশে রাজা বাহাদুর ও বিদ্যার্ণব মহাশয় সমবেত হইলেন। পরিব্রাজক মহাশয়ও প্রচারক্ষেত্রে উপযোগী সহযোগী পাইয়া পরমোৎসাহ সহকারে এই শুভ সম্মিলন আদরের সহিত স্বীকার করিলেন। বিদ্যার্ণব মহাশয় সভার অনুষ্ঠান পত্র লিখিয়াছিলেন—"ইহা বলা অতিরিক্ত যে আর্য্য ধর্ম্মের বিখ্যাত বক্তা চিরকুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহোদয় এই মহাসভার (ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভা) সংস্থাপক, সম্পাদক ও প্রচারক। তিনি নামতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন হইলেও আমরা তাঁহার কার্য্যতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বলিয়াই জানি। ভগবান প্রসন্ন হইয়া তাঁহার বিস্তৃত হৃদয় ক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত মাতৃভূমির জন্য এই মৃতসঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত না করিলে অনার্য্য-ধর্ম্ম বিপ্লবে আর্য্য সমাজের দশা এতদিন কি হইত বলিতে পারি না। আজ আমরা পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, শশধর তর্কচূড়ামণি অম্বিকাদত্ত ব্যাস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মদনগোপাল গোস্বামী, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি আর্য্য ধর্ম্মোপদেশক মহাত্মগণের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি সে সমস্তই যে এই মূল সভার সাধু উত্তেজনার ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" (১৮০৮ শকাব্দের পৌষ মাসের ধর্ম্ম প্রচারক হইতে উদ্ধৃত)।

সোম প্রকাশ সম্পাদক "জাতীয় কন্‌গ্রেস্" শীর্ষক প্রবন্ধে পরিব্রাজকের প্রতিষ্ঠিত আর্য্য ধর্ম্ম সভা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন:—

* * * "কাশীর আর্য্য সমাজ (ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা) এই জাতীয়তা সাধনে তৃতীয় কারণ। আর্য্য সমাজ পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বঙ্গ, বিহার এবং উত্তর পশ্চিমের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া যেন দুইদিক হইতে দুইটী সম্প্রদায়কে একত্র আনিয়া উভয়ের চরণে জাতীয়তার শৃঙ্খল পরাইয়া আবদ্ধ করিতেছেন। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে মুঙ্গেরে যখন "আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" নামে এই প্রকাণ্ড আর্য্য সমাজের প্রথম জন্ম হয় তখন আমরা একখানি বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি। বিজ্ঞাপন খানির একপৃষ্ঠে বঙ্গ ভাষায় এবং অপর পৃষ্ঠে হিন্দী ভাষায় বিবৃত ছিল যে বঙ্গ, বিহার ও উত্তর পশ্চিম এক আর্য্য ধর্ম্মের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা স্থাপন, পরস্পর আনুগত্য বৃদ্ধি এবং এক জাতীয়তা সম্পাদন করাই ঐ সভার উদ্দেশ্য। সভার সাধু উদ্দেশ্য! সাধু উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছে। ভগবান্ ক্ষুদ্র সভাকে প্রকাণ্ড সমাজে পরিণত করিয়াছেন। আর্য্য সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ ও সমগ্র আর্য্যাবর্ত কল্যাণের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।"

১৮০৮ শকাব্দার শ্রাবণ মাসের পর ছাপরা ধর্ম্ম সভার উৎসবে গমন এখানকার সভায়

অনন্তর পরিব্রাজক মহোদয় পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের সহিত ছাপরা আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসব কালে তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রায় চারি সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে পরিব্রাজক মহাশয় ও ব্যাসজী আপনাপন সাধু, সরল ও চিত্তোন্মাদিনী ভাষায় কয়েকটী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর উৎসাহ ও ভগবদ্ভক্তি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পরিব্রাজকের প্রেমসুধাসিক্ত ললিত হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা শুনিয়া যখন সহস্র সহস্র হিন্দুস্থানী দরবিগলিতাশ্রু নেত্রে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া বিদায় লইতে লাগিল, তখনকার সে দৃশ্য কি মনোহর, সে দৃশ্য মনে করিলে হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বাঙ্গালী হইয়াও তখনকার দিনে হিন্দুস্থানীদিগেরও শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন, বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী ভেদবুদ্ধি কোথায় যেন উড়িয়া গিয়াছিল। ইহা তাঁহার অসামান্য শক্তিত্বেরই পরিচায়ক। তাঁহার হৃদয়ের নিরাবিল প্রেমধারা যে সমস্ত প্রদেশকেই প্লাবিত করিতে পারে, বাহিরের সমস্ত অনৈক্য বন্ধনকে ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় তাহার প্রমাণ তখনই পাইয়াছি, যখন তাঁহার বাক্যামৃত আস্বাদন করিয়া মুসলমানগণও প্রেমাশ্রুনেত্রে ভক্তের ভক্তিকথা শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত বিদ্বেষ ও ভেদের কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা হিন্দুদের সহিত একসঙ্গেই বক্তৃতা সুধা পান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছিল। ধন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন! বুঝিলাম তুমি প্রেম ডোরে ভারতের সমস্ত প্রদেশকে এক করিতে সমর্থ।

কেবল মাত্র অর্থবলে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য সফল হয় না। জীবন্ত উদ্দীপনা না হইলে কাহারও হৃদয়ে ধর্ম্মভাব দৃঢ় হইতে পারে না। পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রথম আন্দোলনে গয়াধামে উৎসাহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া ছিল এবং তথায় অর্থ সংগৃহীত হইয়া চারি সহস্র টাকা ব্যয়ে আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার গৃহও নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু উৎসাহের অভাবে তথাকার সভার কার্য্য কলাপ আবার শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, এইজন্য পরিব্রাজক মহাশয় ছাপরা হইতে গয়ায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম দুইদিন সভা গৃহে ক্রমান্বয়ে "শাস্ত্র শিক্ষা" ও সুনীতি শিক্ষা" বিষয়িণী দুইটী সারগর্ভ ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। শ্রোতার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় তৃতীয় ও চতুর্থ দিন সভার সুবিশাল প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপ টাঙ্গানো হয়। পরিব্রাজক মহোদয় সেইখানে "গৃহীর কর্ত্তব্য" ও "ধর্ম্ম সাধনা" বিষয়ে উৎসাহ, শাস্ত্রীয় যুক্তি ও ভগবৎপ্রীতি পূর্ণ সুজনহৃদয়রঞ্জিনী, শ্রোতৃমনোহারিণী হিন্দী ভাষায় দুইটী বক্তৃতা করেন। তাঁহার এই বক্তৃতা শুনিয়া গয়াবাসিগণ যেন পুনর্জাগরিত ও মৃতসঞ্জীবনী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভগবৎকৃপায় গয়ার হাকিম, উকীল, জমীদার, রইস আদি সভার কার্য্যাধ্যক্ষগণকে লইয়া সভার উন্নতি কল্পে তিনি তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে বহু আলোচনা করেন। পরিব্রাজকের বক্তৃতায় বিমোহিত ও উৎসাহিত হইয়া বাবু ব্রজমোহন লাল মুন্সেফ, বাবু রাজকিশোর নারায়ণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বাবু ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী বি. এল. উকীল, বাবু রামনারায়ণ সেন জমীদার, বাবু বিহঙ্গনাথ দাস প্রভৃতি অনেকেই উৎসাহ সহকারে সভার কার্য্যে বিশেষ রূপে মনোযোগী হইলেন। গয়া সাহেবগঞ্জের উচ্চ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সত্ত্বাধিকারী সাধু হৃদয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "সুনীতি সঞ্চারিণী সভার" সমগ্র ভার গ্রহণ করিলেন।

গয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরিব্রাজক মহাশয় কয়েক দিন কাশীধামেই ছিলেন। বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি শিরাজগঞ্জ, পাবনা, ময়মনসিংহ, দাঁইহাট, বহরমপুর আদি সভার উৎসব উপলক্ষে পুনর্যাত্রা করিলেন। কিন্তু অনবকাশ বশতঃ বাঁকীপুর, মুঙ্গের, বীরভূম, বরিশাল আদি বহুতর স্থান হইতে অনুরুদ্ধ হইয়াও যাইতে পারিলেন না।

নব ভক্তমাল গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উল্লেখ।

এই সময়ে বৃন্দাবনবাসী শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ষট্‌পদ ছন্দে হিন্দী ভাষায় "নব ভক্তমাল" গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পুরাতন ভক্তবৃন্দের জীবন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরিত সংগ্রহ করিয়া নাভাজী ইতিপূর্ব্বে অনেক দিন হইল "ভক্তমাল" গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী যে সকল ভক্ত ভারতের আদর্শ পুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সাধু জীবনের সুচরিত্র চিত্র কবিতাকারে গোস্বামী মহাশয় "নব ভক্তমালে" সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি প্রণয়নে কবি পরগুণগ্রাহিতা ও সাধুতার যথোচিত পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে একশত জন ভক্তের চরিত্র ত্রিচিত হইয়াছে। ভক্তগণের মধ্যে রাজা রাধাকান্তদেব, লালাবাবু ও পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন আদি ৪।৫টী বাঙ্গালীও গৃহীত হইয়াছেন। শ্রীলালাবাবু ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বিষয়ক কবিতা দুইটী পাঠকগণের গোচরার্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীলালা বাবু।

"লালাবাবু কলি কাল মে, অম্বরীষ অবতার।
গেহ দেহ সম্পতি বাঁত লোঁ ত্যাগন কীনী।
শ্রীবৃন্দাবন্ বাস্ আস্ রসিকন্ কীলীনী॥
দৃঢ় মন্দির বনোয়ায় কৃষ্ণচন্দ্রমা বিরাজে।
লক্ষণকে পুরগ্রাম ভোগ রাগাদিক্ কাজে।
ঘর ঘর পুনি মাঙ্গ্ মধুকরী কন্থা করু আধার"॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন।

"শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন প্রসন্ন মতি আর্য্যধর্ম্ম রক্ষা রসিক্।
খণ্ড খণ্ড পাখণ্ড চণ্ড মুরতি সো ব্যাপে।
কলি প্রতাপ প্রচণ্ড ধর্ম্মকর্ম্মাদিক্ কাপে॥
ছোড়ি সকল ঘরবার উদাসীন্‌কো ব্রত ধারো।
নগর নগর মে জায় ধর্ম্ম গহি হাত উবারো।
ভক্তিভাব ভারত ভরো হরিনাম ধ্বনি সাহসিক"॥

পরিব্রাজক মহাশয় এই সময় মাঘ মাসের প্রারম্ভ হইতে প্রায় দেড় মাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ নিয়ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, আর্য্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় কামনায় দিগ্‌দিগন্তবর্ত্তী লোক সকলের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া এ সময় ধর্ম্ম প্রচারক পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ব্যাঘ্র-বিতাড়িত ব্যক্তি যেমন সাহায্যার্থ ব্যাকুল হৃদয়ে চীৎকার করিতে থাকে, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজও অনার্য্য আচার ও অধর্ম্ম উপদ্রবে কাতর হইয়া ধর্ম্মার্থ বক্তৃবর্গের সাহায্য প্রার্থনায় পুঞ্জ পুঞ্জ পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠাইতেছেন। যে কয়জন ধীমান্ বক্তা এক্ষণে প্রচার কার্য্যে ব্রতী আছেন, ইঁহাদের সময় সংকুলন হয় না, পিপাসু ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু-বর্গের অনুরোধ মত যথা সময়ে সর্ব্বত্র উপস্থিত হওয়া ইঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান মানবের সত্য সনাতন ধর্ম্মের পিপাসা আরও বৃদ্ধি করুন। পূর্ব্বে যাঁহারা স্বেচ্ছাচারকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আজ শত শত ব্যক্তি ধর্ম্ম পিপাসায় কাতর হইয়া পরিতৃপ্ত হৃদয়ে সনাতন ধর্ম্মরূপ শীতল গঙ্গাজলে স্নান ও পান করিয়া পুনঃ পবিত্র হইতেছেন—আর্য্যভাবের সুস্নিগ্ধ প্রবাহ সরস্বতী নদীর ন্যায় অবরুদ্ধ পথ ভেদ করিয়া গুপ্ত ধারায় লোকের অন্তরে অন্তরে পুনর্ব্বার বহিয়া চলিয়াছে। আর্য্য হৃদয় আবার প্রাচীন সুরে বলিতেছে :—

"পুনর্মনঃ পুনরায়ু-র্মা আগন্ পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা,
মা আগন্ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রম্ মাআগন্।"

আমাদের সেই মন, সেই আয়ু, সেই বল, সেই সদ্‌বুদ্ধি, সেই চক্ষু, সেই কর্ণ ফিরিয়া আসুক, যাহা আমাদের নষ্ট হইয়াছে তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হই।"

পারব্রাজক মহাশয় প্রথমতঃ শিরাজগঞ্জে আহূত হয়েন। তথায় তিন দিন সভার বার্ষিক মহোৎসব হয়। পরিব্রাজকের প্রতিদিনের জ্ঞানগর্ভ ও ভগবদ্ভক্তি পূর্ণ বক্তৃতা শ্রোতৃমাত্রকেই পরম সুখী ও উৎসাহিত করিয়াছিল। তাঁহারই দ্বারা নবীন সভা গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

শিরাজগঞ্জে বক্তৃতা ও সভা গৃহের ভিত্তি স্থাপন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নগর সংকীর্ত্তনও মহা ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। পরিব্রাজকের মধুর উপদেশে সহৃদয় মহোদয়গণ তো আকৃষ্ট হইবেনই, ভদ্র কুলললনাগণও একদিন একজন গৃহস্থের প্রাঙ্গণে তাঁহার ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ উপদেশামৃত পানে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং নিজ নিজ জীবনকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন।

পাবনা ধর্ম্ম সভার বার্ষিক উৎসবে গমন, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আগমন।

শিরাজগঞ্জ হইতে পরিব্রাজক মহাশয় পাবনা আর্য্য ধর্ম্ম সভার বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত হয়েন। তথায় কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়েরও সমাগম হইয়াছিল। উৎসবে এতদুভয় বক্তার সারগর্ভ উপদেশ শুনিবার জন্য সভাস্থল সহস্র সহস্র লোকে পরিপূর্ণ হইত। উভয়ের বিজ্ঞান, যুক্তি, জ্ঞান ও ভক্তিময়ী বক্তৃতায় যেন মনিকাঞ্চনের শোভা হইয়াছিল। যেন মণিকর্ণিকা ও সুরধুনীর একত্র সমাগম হইয়াছিল।

সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপন।

এই সময়ে রটন্তী পূজায়ও ধুমধাম হওয়ায় পাবনা যেন ধর্ম্মের আনন্দ তরঙ্গের মধ্যে নৃত্য করিতেছিল। উৎসবের শুভযোগে তথায় একটী সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হয়।

ময়মনসিংহ বালাশ্রমের উৎসবে গমন ও বক্তৃতা।

পাবনা হইতে পরিব্রাজক মহাশয় ময়মনসিংহ "বাল্যাশ্রমে"র উৎসবোপলক্ষে গমন করেন। তথায় "হিন্দু ধর্ম্ম জ্ঞান প্রদায়িনী সভার" উৎসাহে ও প্রযত্নে মহা-মহোৎসব হইয়া গেল। কুমার পরিব্রাজক মহাশয়ের ময়মনসিংহ অবস্থিতিকালে যে আনন্দ ও উৎসাহের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা সহৃদয় ময়মনসিংহবাসী চিরদিন স্মরণ রাখিবেন। কুমারের চারিদিনের বক্তৃতায় দীনদুঃখী হইতে ধনী জমীদার রাজা বাহাদুর পর্য্যন্ত আনন্দে আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্ম সভার বৃহৎ গৃহ ও প্রাঙ্গণ সুশোভিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ও ভক্তিপূর্ণ উপদেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল লোকেই যথোচিত উপকার লাভ করিয়াছিলেন। সে উৎসাহের ছটা ঢাকা প্রকাশ, সুনীতি ও সংবাদ, বঙ্গবাসী, গরীব, চারুবার্ত্তা আদি সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছিল।

বাল্যাশ্রমের বালক সভ্যগণ সৎপ্রকৃতি ও কুমার পরিব্রাজকের প্রতি হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও প্রাণগত ভালবাসা এবং হিন্দু ধর্ম্মজ্ঞানপ্রদায়িনী সভার সদস্যবর্গ ধর্ম্মোৎসাহ ও কুমারের প্রতি পরমানুরাগ দেখাইয়া ভবিষ্যতের বহুল মঙ্গল কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন। কুমারের সমাগম কালে বাল্যাশ্রম হইতে "কুমার" নামে একখানি সাধুভাবপূর্ণ পাক্ষিক পত্র প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

বাল্যাশ্রম হইতে "কুমার" পত্রের প্রকাশ।

ময়মনসিংহ হইতে পরিব্রাজক মহাশয় দাঁইহাট হরিসভার উৎসবে যাত্রাকালে পথিমধ্যে গুপ্তপাড়া ধর্ম্মসভায় 'ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করেন, ও ভৈমী একাদশী হইতে ক্রমান্বয়ে তিনদিন দাঁইহাট হরিসভার উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া মনোরঞ্জিনী বক্তৃতায় সভাস্থ সহস্র সহস্র শ্রোতৃবৃন্দের বিষয়-বিদগ্ধ প্রাণে অমৃত সেচন করিয়া দেন। এই সভায় তাঁহার সহযোগী পণ্ডিতবর শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তাঁহার স্বাভাবিক মধুর ভাষায় বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

দাঁইহাট হরিসভায় গমনকালে পথিমধ্যে গুপ্তপাড়ায় গমন একটী বক্তৃতা। দাঁইহাটে বিদ্যার্ণব মহাশয়ের ও পরিব্রাজকের বক্তৃতা।

পূর্ণিমার দিন পরিব্রাজক মহাশয় প্রাতে আখরা হরিসভার, বেলা ২টার সময় কালিকাপুর হরিসভার ও রাত্রি ১০টার সময় কাটোয়া হরিসভার উৎসবে উপস্থিত হইয়া ভক্তিরসাশ্রিত ধর্ম্মার্থপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এ প্রদেশে লোকসকলের হৃদয়ে যে ভক্তিবীজ রোপিত হইয়াছে,

আখরা, কালিকাপুর ও কাটোয়ায় হরিসভার উৎসবে বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে প্রেমের ছটা শিক্ষিত মাত্রেরই অনুকরণীয়। আখরা ও কাটোয়া সভায় বিদ্যার্ণব মহাশয়ের বক্তৃতাও বড়ই মধুর হইয়াছিল।

পরিব্রাজক ও বিদ্যার্ণবের বহরমপুরে গমন।

কাটোয়া হইতে পরিব্রাজক ও বিদ্যার্ণব মহাশয় বহরমপুরে যাত্রা করেন। তথাকার ও গোরাবাজার সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উৎসবোপলক্ষে উভয়েই পাঁচদিন ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন পরিব্রাজক মহোদয় একদিন সুনীতি সঞ্চারিণী সভায় ও বিদ্যার্ণব মহাশয় মুর্শিদাবাদ সভায় ও বহরমপুর সাধারণ ক্ষেত্রে আরও ৪।৫টী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এবার বঙ্গদেশের নানাস্থানে সনাতন ধর্ম্মের বিশেষ আন্দোলন করিয়া পরিব্রাজক মহাশয় কাশীতে আসিয়া কয়েক দিন থাকিয়াই দোলপূর্ণিমার সময় রাজসাহী বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার উৎসবোপলক্ষে গমন করিলেন। পরিব্রাজক মহাশয়ের সমাগমে ও

দোলপূর্ণিমায় রামপুর বোয়ালিয়ায় গমন কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ ও বিদ্যার্ণব মহাশয় দ্বয়ের তথায় আগমন।

তাঁহার কয়েকটী সারগর্ভ বক্তৃতায় পরমোল্লাসের প্রবলতর প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল। বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও নিজ নিজ সারগর্ভ ব্যাখ্যান দ্বারা সভাস্থ শ্রোতৃবর্গকে পরম সুখী করিয়াছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতায় সাকার ও নিরাকারবাদ, আশ্রম ধর্ম্ম, কি উপায়ে ইংরাজী শিক্ষিত বালকবর্গের হিন্দুধর্ম্মে আস্থা হয়, এবং দীক্ষা, ভিক্ষা ও শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় সমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল।

কলিকাতায় আগমন ১৮০৮শক ১৪ চৈত্র বৈদ্য সমাজ সংরক্ষিণী সভায় বক্তৃতা ও দৈনিকের মন্তব্য ইং ১৮৮৬

বোয়ালিয়া হইতে পরিব্রাজক মহাশয় কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার তথাকার প্রচার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা দৈনিক হইতে উদ্ধৃত হইল:—"গত ১৪ই চৈত্র (শকাব্দা ১৮০৮) কলিকাতা ভবানী দত্তের লেনে বৈদ্য সংরক্ষিণী সভার অধিবেশনে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বেলা ৫টার সময় আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল তাঁহার অমৃতময়ী বক্তৃতাতরঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলী প্রেমানন্দে ভাসিয়াছিলেন। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা কলিকাতায় নূতন নয়, ধার্ম্মিক সমাজে অশ্রুত নয়। আমরা অনেকবার ইঁহার বক্তৃতা সুধাপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছি, অনেকবার ইঁহার অপূর্ব্ব ভাবোদ্দীপনায় উন্মত্ত হইয়াছি। কিন্তু সে দিন বৈদ্য সমাজে ইনি যে বক্তৃতা করিলেন, তাহা যেন আরও নূতন, আরও মনোহর, আরও সারময় অথচ আবেগসঙ্কুল বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলাম। ক্ষণ বিশেষে ইঁহার উদ্দীপিত ভাবতরঙ্গে মুগ্ধ হইয়া শ্রোতৃমাত্রকেই প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে হইয়াছিল। ইঁহার হৃদয় যথার্থ সাধুর হৃদয়, ধর্ম্মের আধার, প্রেমের প্রস্রবণ, এ দেশে আজ কাল ইঁহাকে আর্য্য ধর্ম্মের অদ্বিতীয় বক্তা বলিলেও বলা যায়। এই পুণ্যভূমে সাধু, যোগী, শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত অনেক আছেন; সে সকল মহাত্মা মহাপুরুষের সহিত ইঁহার তুলনা করিতেছি না। ইঁহার বক্তৃতা শক্তির কথাতেই আমরা ইঁহাকে অদ্বিতীয় বলিতেছি। ধর্ম্ম ব্যাখ্যা এক জিনিস আর ধর্ম্মের বক্তৃতা পৃথক্ বস্তু। সেই বক্তৃতায় ইঁহার অপার শক্তির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। (ইহাও ঠিক ভগবানের কৃপাদৃষ্টি ও তৎপ্রেরণা ব্যতীত এরূপ শক্তিলাভ হইতেই পারে না)।

আর্য্য ধর্ম্মের প্রচার নিত্য বিহিত না হইলেও যে দিনকাল পড়িয়াছে এ দুর্দ্দিনে ধর্ম্ম প্রচারের প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে। সে প্রচারের পক্ষে বক্তৃতা-শক্তি যে পরম সহায়ভূতা তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। কুমারের দ্বারা সে সাহায্য যথেষ্ট পাইবার আশা আমাদের আছে, অনেকেরই আছে; সে আশাও সম্প্রতি আরও প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতায় যে কেবল কথার তরঙ্গ, ভাবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবেগ, আর আবর্ত্তের ঘূর্ণিবায়ু আছে, আর কিছু নাই, একথা কেহ বলিতে পারিবেন না। তাঁহার বক্তৃতায় অনেক সার আছে, তাঁহার হৃদয়ে অনেক রত্ন আছে। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে হিন্দু নাম রক্ষা করিতে হইলে, হিন্দু সমাজকে আবার আঁটিয়া বাঁধিতে হইলে, হিন্দু জাতির অস্তিত্ব জগতে বজায় রাখিতে গেলে যে সর্ব্বাংশে কায়মনোবাক্যে, হিন্দু শাস্ত্রের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে আমাদের শিরোধার্য্য করিতে হইবে, জাতিধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, যে যেমন অধিকারী তাঁহাকে সেই পরিমাণে তদুচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেই হইবে, তাহা ছাড়া অন্য পথ নাই, তাহার উপর আর যুক্তি তর্ক নাই; শাস্ত্রের নিকট যে সামান্য লৌকিক যুক্তি তিষ্ঠিতে পারে না, বেদ যে ব্রহ্মবাক্য, এই সকল গূঢ় গম্ভীর তত্ত্ব কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মনোমোহন মধুর ভাষায়, জলন্ত প্রমাণ দৃষ্টান্তের সহিত, কত উপাখ্যান শ্লোকের সমাবেশ করিয়া কখন হাসাইয়া কখনও কাঁদাইয়া যেরূপ সহজ উপায়ে জলের মত বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে ইঁহার দ্বারা ধর্ম্ম জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে।"

কলিকাতা হইতে কুমার পরিব্রাজক মহোদয় রামপুরহাট হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার বার্ষিকোৎসবোপলক্ষে আহূত হইয়া ছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয় তথায় প্রথম দিন দীর্ঘকাল স্থায়ী ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতায় যে অমৃত প্রস্রবণ খুলিয়াছিলেন তাহাতে ভক্তিমানের তো কথাই নাই অভক্ত পাষাণ হৃদয়ও বিরোধ ভুলিয়া সেই অসাম্প্রদায়িক ও আবেশময়—উচ্ছ্বাসময় স্রোতে তন্ময় অবস্থায় অঙ্গ ঢালিয়া ছিলেন। সকলেই স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া নীরবে প্রেমাশ্রু স্রোতে দেহ মন নিষ্পাপ করিয়াছিলেন। "সাধু সাধু" শব্দ ও ঘন ঘন হরিধ্বনি সে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া আবার যেন

কলিকাতা হইতে রামপুরহাট আগমন, হরিসভা ও সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উৎসব। ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকতর শান্তি আনিতে ছিল। স্থানীয় আকাশে যেন অধ্যাত্ম রাজ্যের মহোৎসব চলিতেছিল। ধন্য তুমি পরিব্রাজক! ভারতের এ দিন যে আসিবে কে ভাবিয়াছিল? আজ হিন্দু, অহিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মুসলমান ও নাস্তিক এক বাক্যে তোমার প্রশংসা করিতেছে ও তোমার উদারতা ও প্রেমের নিকট আজ সকলেই আপনাদের আত্মাভিমান আহুতি দিবার জন্য সমুদ্যত ইহারই নাম ভারতের একতা সংস্থাপন, একতার ইহাই মূল মন্ত্র। রাজনীতি এরূপ একতা আনিতে অসমর্থ। ভক্তির নিকট সম্প্রদায় নাই, বিরোধ নাই, ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই জগতে এত অনৈক্যের মধ্যেও ঐক্যস্থাপনা সম্ভব হয়। আর কিছুতেই মানুষের সহিত মানুষের অনৈক্যের সমাধান হয় না।

দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল "বর্ণাশ্রম", রাত্রি অধিক হওয়ায় বক্তৃতাটী সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই, তবুও এই দিনের বক্তৃতায় গৃহস্থ মাত্রেরই বিশেষ উপকার হইয়াছিল। তৃতীয় বক্তৃতার বিষয় "নীতিশিক্ষার প্রতি অভিভাবকের দৃষ্টির আবশ্যকতা"। বলা বাহুল্য ইহা এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে নীতিশিক্ষা বিহীন বর্ত্তমান বালকমণ্ডলীর অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া অনেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় বক্তৃতা "বর্ণাশ্রম" এবং তৃতীয় বক্তৃতা "নীতি শিক্ষার প্রতি অভিভাবকের দৃষ্টির আবশ্যকতা"।

চতুর্থ বক্তৃতার বিষয়টী "ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল জীবের একমাত্র মুক্তির উপায়"। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। "ইহা এরূপ ভক্ত্যুদ্দীপক ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে লোক মাত্রকেই যেন এক অভিনব পন্থা মুক্ত করিয়া দিয়া উহা সকলকেই এক স্বর্গ রাজ্যের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। সে দিনের ব্যাপার

চতুর্থ বক্তৃতা "দুর্ব্বল জীবের ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই মুক্তির উপায়"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস্তবিকই অনুপম ও বর্ণনার অতীত। একদিকে পরিব্রাজক মহাশয়ের ভক্তিরসোদ্দীপক বক্তৃতা, অপর দিকে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সুগভীর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যান অতি মধুর হইয়াছিল। আমরা রামপুরহাটে এরূপ অনেক উৎসব দেখিয়া আসিয়াছি কিন্তু এবার যেন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম।"

১৮০৮ শকাব্দার শ্রীরামনবমীতে বর্দ্ধমান ধর্ম্ম সভার সংস্থাপনে সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বান।

অতঃপর শ্রীশ্রীরামনবমীর শুভদিনে বর্দ্ধমান "সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা" সংস্থাপন উপলক্ষে তথাকার সুপ্রসিদ্ধ উকীল স্বধর্ম্ম পরায়ণ ও সুলেখক বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রধান প্রধান ভদ্রমহোদয়গণ কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহোদয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয় এস্থানে দুইদিন অবস্থান করতঃ উপর্য্যুপরি দুইটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে সহস্রাধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা শক্তির নূতন পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; সর্ব্বস্থানে যেমন, এখানেও তেমনি তাঁহার বক্তৃতার অবিশ্রান্ত ধারায় যেন অমৃত বর্ষণ হইতেছিল। তাঁহার শেষ দিনের বক্তৃতাটী এত প্রেমপূর্ণ হইয়াছিল যে আজও তাহার স্মৃতি ভক্তমণ্ডলীর হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় নাই। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে বর্দ্ধমানবাসী একজন পদস্থ ব্যক্তি বলেন "সে কি বিচিত্র দৃশ্য, সে কি প্রেমাশ্রুপাত তাহা বর্দ্ধমানে ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই এবং ভবিষ্যতে আর দেখিবে বলিয়াও প্রত্যাশা করে না।"

ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার চতুর্থ বার্ষিকোৎসব।
শকাব্দা ১৮০৯। বৈশাখ। ইং ১৮৮৭

বর্দ্ধমান হইতে পরিব্রাজক মহাশয় ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিকোৎসব ব্যবস্থা জন্য কাশী প্রত্যাগমন করিলেন। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসবের যে বর্ণনা তখনকার সাময়িক পত্র "ধর্ম্মপ্রচারকে" প্রকাশিত হইয়াছিল এস্থলে তাহার মর্ম্ম দেওয়া গেল ঃ—সুসজ্জিত সভা মণ্ডপে দলে দলে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী ও পাঞ্জাবী আদি দূরদেশবাসী শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ সমাগত হইলেন। ধর্ম্মসঙ্গীতের পর মণ্ডলাকারে পবিত্র দৃশ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিতস্বরে মধুর নিনাদে বেদগান আরম্ভ করিলেন। যখন গগন ভেদ করিয়া বেদধ্বনি স্বর্গাভিমুখে ছুটিতে লাগিল তখন প্রাচীন ভারতের কত কথাই যে প্রত্যেকের মনে পড়িল তাহা বুঝাইয়া লেখার সাধ্য আমাদের নাই। তখন ইংরাজদিগের সুশাণিত বেয়নেট ভুলিলাম, মুসলমানদিগের খরশান অসি ও অত্যাচার বিস্মৃত হইলাম, বৌদ্ধ শাসন কালীন বৈদিক বিপ্লবের কথা স্মৃতিপথচ্যুত হইয়া গেল। তখন কেবল তপস্তেজঃপূর্ণ মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষিদিগের কথা মনে পড়িতে লাগিল; দিগ্বিজয়ী রাজন্যবর্গের মহা মহা যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা স্মরণ হইতে লাগিল। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবতাগণের মনুষ্য সহ সাক্ষাৎকারের কথা, তপোবলে বিমানারোহণে মনুষ্যের স্বর্গ গমনের কথা স্মৃতি পথে উদয় হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, যেন দেব, দানব, করভ, সিংহ, শার্দ্দূল, মৃগ, সর্প মোহন মন্ত্রে বিমোহিত হইয়া বনমধ্যে ঋষির আশ্রমে বেদগান শ্রবণ করিতেছে। বেদমন্ত্র শ্রবণে শরীর, মন, আত্মা পবিত্র হইল। সভাস্থল গাম্ভীর্য্যে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তদনন্তর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইলে পর পরিব্রাজক মহাশয়—

"যস্যামিদং কল্পিত মিন্দ্রজালং
চরাচরংভাতি মনোবিলাসম্"

ইত্যাদি শ্লোক আবৃত্তি পূর্ব্বক সৃষ্টিতত্ত্বের কুহকময়ী মায়ার সহিত তুলনা করিয়া "ইন্দ্রজাল" বিষয়িণী একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলেন। সভা বিসর্জ্জনকালে যে ইন্দ্রজাল প্রদর্শিত হইবে, তাহা যে কেবল লোক চিত্তবিনোদনার্থই সম্পন্ন হইবে, তাহা সভার অভিপ্রায় নহে, মিথ্যাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরূপ সত্য বুদ্ধি হয়, এবং সত্যেতে কিরূপে মিথ্যার ভাণ হয়, ইহা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য দেবাদিদেব মহাদেব ইন্দ্রজাল বিদ্যার অবতারণা করেন। বহুল যুক্তি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইন্দ্রজাল বিদ্যার উপাদেয়তা এবং উহা যে জ্ঞান শাস্ত্রের অনুকূল ইহা প্রতিপাদন করিয়া বক্তা বক্তৃতা শেষ করেন। তৎপরদিন সায়ংকালে কাশীস্থ প্রসিদ্ধ নগরশালায় (টাউন হলে)

সুগমপথ বিষয়ে হিন্দী বক্তৃতা।

পরিব্রাজক মহোদয় "সুগম পথ" এই বিষয়ে হিন্দী ভাষায় একটী সুদীর্ঘ মনোহারিণী বক্তৃতা করিলেন। সভাস্থলে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী আদি দিগ্দেশীয় অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মা সমবেত হইয়াছিলেন। বক্তৃতার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রোতৃবর্গ স্থির ভাবে বক্তৃতাটী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে যেন একটা আনন্দ স্রোত বহিয়া গেল। টাউনহল নির্ম্মাণ হওয়া অবধি এখানে এমন প্রেমাবেগপূর্ণ বক্তৃতা আর হয় নাই, আর কখনও শ্রোতৃবর্গের চক্ষু হইতে এখানে এত প্রেমাশ্রুধারা বহে নাই। তৎপর দিন জলযানে গঙ্গাবক্ষে সঙ্কীর্ত্তন কালে পরিব্রাজকের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী অতি আবেগের সহিত গীত হইয়াছিল।

বাউল সঙ্কীর্ত্তন।

তরি লেগেছে ঘাটে,
তরাতে জীব ভব-সঙ্কটে।
অটল তরণী তার কাণ্ডারী হরি,
যত পাতকী পার করতে এবার এনেছেন তরি,
কর কাঙ্গালে পার, বলে যে একবার,
অমনি দীনবন্ধু, ভবসিন্ধু, করেন তারে পার;
পরিব্রাজক বলে (হরি ব'লে) ভবের কুলে,
কে যাবি পার আয়রে ছুটে॥ ১৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশী সুঃ সঃ সভার বার্ষিক অধিবেশন; মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী ও রায় বাহাদুর প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের সদাচার বিষয়ক উপদেশ।

এই দিন সন্ধ্যার সময় কারমাইকেল লাইব্রেরীতে সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বার্ষিকাধিবেশন হইল। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামমিশ্র শাস্ত্রী এবং বহু মানাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর প্রমদাদাস মিত্র মহাশয় হিন্দী ভাষায় সদাচার বিষয়ক উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে মান্যবর শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর ব্যাস মহোদয় অতি উৎসাহ ও উল্লাসের সহিত এতৎসভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত কুমার পরিব্রাজক মহাশয়কে তাঁহার মহদ্ব্রতের জন্য যথোচিত সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে "কাশী পরম তীর্থস্থান হইলেও মহা মহা পণ্ডিত ও সাধু মহাত্মাদিগের আবাস স্থান হইলেও, ইহা এতদিন সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় আলোচনার্থ সুশিক্ষিত সমাজের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই; কিন্তু কয়েক বর্ষ হইতে কুমার পরিব্রাজক মহোদয়ের সমাগমে কাশীক্ষেত্রের সাধারণ সমাজে ঘোর আন্দোলন উঠিয়াছে। এই তুমুল আন্দোলনের ফলে কি সাধু সমাজ কি পণ্ডিত সমাজের মধ্যে যেন জাগরণের ভাব দেখা যাইতেছে। একটা একটী করিয়া কয়েকটী দেশ হিতৈষিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুনীতি সঞ্চারিণী সভার দ্বারা নব্য শিক্ষিত সমাজে ধর্ম্মনীতির আলোচনার স্রোত বাড়িয়াছে। মূর্চ্ছিত দেহে যেন চেতনা সঞ্চার হইতেছে। কাশীবাসী মাত্রেই সন্তান সন্ততিকে সুনীতি শিক্ষার অধীন করিলে কাশীধাম দৃশ্যতও মোক্ষধাম বলিয়া প্রতীত হইবে।" অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় শাস্ত্রের গভীর গর্ভ হইতে সদাচারে জীবের কি লাভ হয় এবং উহা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বিষয় পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া দেশীয় রীতিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া ম্লেচ্ছ দেশাদি গমন, ম্লেচ্ছান্ন ভোজন ও অপেয় পানাদি দ্বারা বিশুদ্ধ মানব প্রকৃতিতে যে কত প্রকারের কলঙ্করাশি স্পর্শ করে, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা অতি সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দেন। তদনন্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমদাদাস বাবু অতি উত্তেজনাপূর্ণ ও সারগর্ভ একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার প্রত্যেক শব্দটীতে তাঁহার হৃদগত বিশুদ্ধ আর্য্য ভাবের প্রদীপ্ত স্ফুলিঙ্গরাশি যেন বাহির হইতে ছিল। তাঁহার ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত লোককে অতি উৎসাহপূর্ণ চিত্তে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া সকলে বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তৎপরদিন সোমবারে মহারোলে মহাজনী টোলার মধ্য দিয়া নগর সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দধারা ছুটিতে লাগিল। সে দিনকার দৃশ্য বড় চমৎকার। কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে ভক্তাবতার শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেব কাশীতে আসিয়া বেদান্তী পণ্ডিতদিগের সহিত যথার্থ শাস্ত্রার্থ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তখন হরিনামের ধ্বনিতে কাশীবাসিদিগকে আনন্দিত করিবার অবসর পান নাই। আজ শত শত বর্ষের পর তাঁহার মনের সাধ ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার দ্বারা পূর্ণ হইল। আজ এই প্রেম হিল্লোলে মাতিয়া কাশীবাসী ব্রাহ্মণ. পণ্ডিত, সাধু আসিয়া মিশিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকার অধীশ্বর কাশীবাসিগণ উল্লাস ও আগ্রহ পূর্ব্বক হরিনামাঙ্কিত বৈজয়ন্তী নিজ নিজ হস্তে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কোথাও মিষ্টান্নের, কোথাও পুষ্প ও পুষ্পমালার, কোথাও গোলাপ জলের বৃষ্টি হইতে লাগিল। হিন্দুস্থানী মহলের মধ্যে যেন কি একটা প্রবল স্রোত আসিয়া সকলের হৃদয়কে ভাসাইয়া দিল। উদয়পুর হইতে নবাগত শ্রীনাথদ্বারার অধীশ্বর শ্রীমন্মহারাজা গোবর্দ্ধন লালজী গোপাল মন্দিরে এই উৎসবের মহারোলে ও মহাতরঙ্গে নিতান্ত বিমোহিত হইয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনের দল বিন্দুমাধবের মন্দির সমীপে পৌছিলে কাশীবাসী ধনাঢ্য মহাজন বাবু ভগবানদাস ও ঠাকুরদাস মহোদয়দ্বয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে সমস্ত লোককে যথেষ্ট পরিমাণে চিনির সরবৎ ও সুশীতল জল পান করাইয়া সভার সম্মাননা ও সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

তৎপরদিন সন্ধ্যাকালে নির্ম্মল চন্দ্রকিরণে দশাশ্বমেধের (অহল্যাবাইয়ের)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘাট যখন হাস্য বিকশিত বোধ হইতে লাগিল, তখন দলে দলে কাশীবাসিগণ (ভারতের সর্ব্ব প্রান্তের অধিবাসী) বক্তৃতা শুনিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ মান্যবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় অতি উদ্দীপনাপূর্ণ ও প্রেম গদগদ ভাষায় কাশীর শাস্ত্রীয় পবিত্র আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই মোক্ষধাম কাশীপুরীতে দেশ দেশান্তরবাসিগণ সমবেত হইয়া যে অনেকে কদর্য্য কার্য্যে নিরত থাকেন তাহার জন্য যথেষ্ট আক্ষেপ ও ভর্ৎসনা করিলেন। আনন্দময়ী রাজরাজেশ্বরীর এই আনন্দ কাননে কত কদাচারের স্রোত ভিতরে ভিতরে বহিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কাশীর মলের নল যেমন প্রস্তর ফলকে আচ্ছাদিত, তেমনই অনেক দুষ্ট দুরাত্মার অতি কদর্য্য কার্য্যরাশি কপটাচারের পাষাণ ফলকে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে বিশ্বনাথ সমুদ্রমন্থনের দিগদাহক হলাহল পানে সন্তপ্ত হয়েন নাই, তিনি কাশীর বাঙ্গালীটোলার এই বিষে সন্তপ্ত হইবেন কেন? এইরূপ অনেক মর্ম্মভেদী ও হৃদয়স্পর্শী উপদেশ দ্বারা অনেক দুর্ব্বুদ্ধি কাশীবাসীর চেতনা সঞ্চার করিয়াছিলেন। তদনন্তর কুমার পরিব্রাজক মহাশয় হিন্দী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তিনি মনুষ্যগণকে সাধারণ বিষয়ী, শাস্ত্রাধ্যায়ী সাধক, ও সিদ্ধ এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া সকলেই যে চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণে নিতান্ত পথশ্রান্ত, ভগবৎকৃপাসিন্ধুর সুধাবিন্দু পান জন্য যে সকলেই মানব দেহরূপ নদীতটে জল লইতে আসিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন বিষয়িগণ গৃহ দারাদি বিষয় মদে উন্মত্ত হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িতেছে। তাই তাহাদের পিপাসা মিটিতেছে না। শাস্ত্রাধ্যায়িগণ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও পাণ্ডিত্যাভিমানে হতচেতন হইয়া পড়িতেছেন; তাই তাঁহাদের শাস্ত্রপাঠ ও শ্রম কাকের মিষ্টান্ন লুকাইবার ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র হইতেছে ও পিপাসা মিটিতেছে না। শাস্ত্রার্থ বুঝিয়া সাধন ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াও নিজ নিজ দুর্ভাগ্য দোষে "আমি সাধু" এই অভিমানে সমস্ত ব্রত ব্যর্থ করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা বিষয়াভিমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যাভিমান ও ধর্ম্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া নিতান্ত বিনীতান্তঃকরণে আপনাকে দীনাতিদীন জানিয়া ভগবৎ প্রেম গদ্‌গদ চিত্তে ভগবানের শরণাগত হয়েন, তাহাদিগেরই মনোরথ সিদ্ধ হয়, তাহাদিগেরই জন্ম সার্থক, তাহারাই নিজ নিত্য নিকেতনে উপস্থিত হইতে পারেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে, সভ্যগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সভাগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

বাঙ্গালীটোলার স্কুলে কুমারের "ধর্ম্মের অনুষ্ঠান" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২২এ বৈশাখ বাঙ্গালীটোলার প্রিপ্যারেটরি স্কুলে "ধর্ম্মের অনুষ্ঠান" বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় পরিব্রাজক মহাশয়ই বক্তৃতা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সে দিনকার বক্তৃতার কয়েকটী বিশেষ কথা নিম্নে বিবৃত হইল।

কোন পদার্থ যে ধর্ম্মহীন থাকিতে পারে না, ত্রসরেণু হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তকে যে ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন, যে যাহাই কেন করুক না, সে যে ধর্ম্মের হাত এড়াইতে পারে না, ইহা তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। আমরা যাহাকে অধর্ম্ম বলি, তাহা মানবের অধর্ম্ম হইলেও পশু পিশাচ রাক্ষসাদির ধর্ম্ম তাহা দেখাইয়া দিলেন। মনুষ্যের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইলে স্বেচ্ছাচারের দ্বারা তাহা পাওয়া যায় না এবং আপ্তবাক্য স্বরূপ বেদ বোধিত উপদেশ ব্যতীত যে আমরা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝিতে পারি না বক্তা সুযুক্তি সহকারে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। আজকাল লোকে স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া যে একটা অলীক কল্পনার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে তাহা যে মায়ামুক্ত যোগীন্দ্র পুরুষগণ ব্যতীত সাধারণের জিনিষ নহে, ইহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া প্রমাণ করিলেন যে এখনকার "স্বাধীন ইচ্ছা" স্বেচ্ছাচার মাত্র। কেবল ধর্ম্ম শিক্ষা করিলে বা ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিলে বিশেষ ফল হয় না। নিজ কল্যাণেচ্ছুগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রবিধিবিহিত ব্যবস্থানুরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা আপনার কামনা পূর্ণ করিবেন। একটী অনুষ্ঠানের দ্বারা অপর একটী উচ্চভাবের বিকাশ ও একটী উচ্চাঙ্গ অনুষ্ঠানের অধিকার হয়। কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে উপাসনায় অধিকার জন্মে না। বিধি পূর্ব্বক উপাসনা না করিলে চিত্তের শুদ্ধি হয় না, এবং তাহা ব্যতীত জ্ঞানোদয়েরও সম্ভাবনা নাই। এবং বেদ স্মৃতি আদির অনুগত বিধানানুসারে এতাবতের অনুষ্ঠান না করিলে ভগবল্লাভ বা মুক্তি হইবার আশা কোথায়? ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইলেই পরাভক্তির উদয় হইয়া থাকে। কার্য্যের অনুষ্ঠানের নাম ধর্ম্ম নহে; কিন্তু অনুষ্ঠান জনিত হৃদয়ে প্রতিফলিত সংস্কার বা অদৃষ্টের নামই ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।

"বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসো গুণো মতঃ।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যস্তমধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥"

অনুষ্ঠানের সহিত ভগবৎপ্রাপ্তির ভাব বা নির্ম্মলা বাসনার যোগ না থাকিলে ধর্ম্ম করিতে গিয়া অধর্ম্ম হইয়া পড়ে। যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভগবদ্ভাবের যে পরিমাণে মিলন, উহা সেই পরিমাণে ধর্ম্ম। ঈশ্বর ভাব পরিশূন্য লোকতঃ পুণ্য হইলেও উহার ফল পাপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ সম্মিলন করিয়া দেওয়াই ধর্ম্মের চরম ফল।"

বৃহস্পতিবার পুঁটিয়ার মহারাজের সভালয়ে পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় "আনন্দ রাজ্য" বিষয়িণী বক্তৃতা করিলেন। সভাস্থলে লোকে লোকারণ্য। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের বক্তৃতা যেন সেই অরণ্যে একটী প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। সেই ঝড়ের বেগে কত কপটাচার-লতাগুল্ম-মণ্ডিত প্রচ্ছন্ন বিষতরু প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কত দুরাচারের দুষ্ট অভিসন্ধি ধরা পড়িয়া গেল। আনন্দ রাজ্যে শোকতাপের কোলাহল এই সকল লোকের দ্বারাই হইয়া থাকে। এই যোগী সন্ন্যাসিগণের বিশ্রাম ক্ষেত্রে বিষয়িগণ বেশ্যামদিরাদির দ্বারা নিরানন্দের বিষ্ঠাকুণ্ড রচনা করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকের গৃহ (হৃদয়) অন্বেষণ করিলে নিম্নতল হইতে পঞ্চমতল পর্য্যন্ত তলে তলে পায়খানা দৃষ্ট হইয়া থাকে। দুষ্কর্ম্ম দুরাচার আদি ধুইয়া ফেলিলে আনন্দময়ীর আনন্দ কানন বস্তুতঃই আনন্দ রাজ্য হইয়া উঠে। জীব তুমি যতদিন সংসারের ময়লা মাটী খুটীনাটি ত্যাগ না করিবে, ততদিন আনন্দ রাজ্যের প্রজা হইবে কোথা হইতে? ভগবদ্ভক্তির সুবাতাসে প্রফুল্লিত অন্তঃকরণই আনন্দ রাজ্য, প্রেমানন্দই এই আনন্দ রাজ্য প্রবেশের সার্থকতা।

পুঁটিয়ারসত্রে কুমারের "শেষ দিন" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

আজ শুক্রবার উৎসবের শেষ দিন। পুঁটিয়ার মহারাজার সত্রালয়ে কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় বক্তৃতা করেন। বিষয় ছিল "শেষ দিন"। তিনি প্রথমতঃ অন্যান্য দিনের বক্তৃবর্গের হৃদয়ভেদী সদুপদেশে যদি কাহারও হৃদয়ে বেদনা হইয়া থাকে তাহার শান্তি করিবার জন্য এই শেষদিনই শুভ অবসর বলিয়া দেখাইলেন। শেষ দিনে লোকের বিবাদ, বিসম্বাদ, শত্রুতা, দ্বেষ হিংসা, আপনার ও পরবুদ্ধির শেষ হইয়া যায়। এই শেষদিনে রাজা ও দুঃখীর, পণ্ডিত ও মূর্খের, বালক ও বৃদ্ধের, স্ত্রী ও পুরুষের প্রজ্জ্বলিত চিতাই একমাত্র শয়ন শয্যা, জগতের সম্বন্ধ ফুরাইবার দিন। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা, হর্ষ বিষাদ সকলই এইখানে ছাড়িয়া যায়। এই শেষদিনে জগতের পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী পুত্র সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, কেবল কাঙ্গালের সখা, অকুলের কাণ্ডারী হরি এই শেষদিনের পরম সখা! তাঁহাকে দিন থাকিতে ভাবিয়া লও, সময় থাকিতে আপনার করিয়া লও। মৃত্যু মনুষ্যের একদিন হয় না, মুহুর্মুহু মনুষ্যের মৃত্যু হইতেছে। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যে "আমি" বিদ্যমান ছিলাম এ মুহূর্ত্তে আর সে "আমি" নাই। এইজন্য মৃত্যু সর্ব্বদাই আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। সর্ব্বদাই আমাদের শেষদিন উপস্থিত। সর্ব্বদাই শেষের সম্বল সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুতঃ সাধকের শেষদিন সেই, যে দিন তিনি আনন্দময়ীকে ডাকিয় বলিবেন—

"মা আমার খেলনা হ'ল।
আমার খেলা হ'ল দিন ফুরাল মা,
আমায় সঙ্গে লয়ে ঘরে চল" ॥

আমার সেই দিনই প্রকৃত শেষ দিন, যে দিন ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিব যে, মা অন্নপূর্ণে! আমি আর ত্রিতাপে তপ্ত ঊষর সংসার ভূমিতে বার বার সং সাজিয়া আসিতে পারি না। যদি মা তুমি আমার লীলাভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে তোমার চরণামৃত দান কর, আমি কৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া যাই। আর যদি আমার অভিনয়ে তৃপ্ত না হইয়া থাক, তবে আজ্ঞা কর, যেন তোমার দৌবারিকগণ তোমার এই রঙ্গভূমিতে আমাকে আসিতে না দেয়। মা! দিনের শেষ হইল। আমারও জীবন ফুরাইয়া আসিল; তাই মা তোমাকে বলিতেছি তুমি তোমার এই দুষ্ট ছেলেকে ক্রোড়ে লইয়া ঘুম পাড়াও। এ নিদ্রা যেন আর না ভাঙ্গে, তোমার কোলে শুইয়া, তোমাকে পাইয়া আমার জন্ম জীবন কৃতার্থ হউক।" বক্তৃতা শেষ হইলে শত শত লোক একত্রিত হইয়া নানা বাদ্যোদ্যম সহিত হরিনামের জয় পতাকা হস্তে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গাহিতে গাহিতে সমস্ত বাঙ্গালীটোলা প্রদক্ষিণ করিলেন। আজ বাঙ্গালীটোলায় যে উৎসাহ ও প্রেমানন্দ হিল্লোল বহিয়া গেল, তাহা যেন অলৌকিক ও স্বর্গীয়।

বাঙ্গালীটোলায় "ভক্তিতত্ত্ব" সম্বন্ধে কুমার ও বিদ্যার্ণব মহাশয়ের বক্তৃতা।

তৎপর দিন সভা হইবার কোন কথা না থাকিলেও বহুজনের একান্ত অনুরোধে ৺রুদ্রকান্ত লাহিড়ি মহাশয়ের বাড়ীতে পুনরায় সভার অধিবেশন হইল। নিম্নতল হইতে উচ্চতম তল পর্য্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বিদ্যার্ণব মহাশয় ও পরিব্রাজক মহাশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমান্বয়ে "ভক্তিতত্ত্বের" সারপূর্ণ ও প্রেমাবেগময়ী দুইটী বক্তৃতা করিলেন। বলিতে কি প্রেমাশ্রু নীরে শ্রোতৃবর্গকে আজ নিতান্ত আনন্দিত করিয়াছিল। আজ প্রেমের বৃষ্টি ধারায় গৃহীর গৃহ ও শ্রোতৃগণের নয়ন পবিত্র হইয়া গেল। এ দিনকার ব্যাপার লোককে লিখিয়া বুঝাইবার নহে, ভক্তের অনুভবের বিষয়।

সৈদাবাদের ধর্ম্ম সভার উৎসবে কুমারের গমন।

কাশী সভার উৎসব শেষ হইয়া গেলে কুমার পরিব্রাজক মহোদয় সৈদাবাদ হরিভক্তি সংরক্ষিণী সভার বার্ষিকোৎসবোপলক্ষে নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া গমন করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয় তথায় দুইদিন দুইটী বক্তৃতা করেন। হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে নানাবিধ উপদেশ সত্ত্বেও এবং লোক সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের হইয়াও কিরূপে একতানে একস্বরে নির্ব্বিরোধে ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে এই দুই দিনের বক্তৃতায় তাহার বিশদরূপে ব্যাখ্যা হইয়াছিল এবং জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বের অপূর্ব্ব সম্মিলন প্রদর্শিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে সকল সম্প্রদায়ের লোকেই ব্যাখ্যানের সারবত্তা ও গুরুগাম্ভীর্য্য, শাস্ত্রীয়তা ও ভক্তিভাবের গুণে বিমুগ্ধ হইয়াছিল।

বালুচরে "আর্য্য ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য" বিষয়ে বক্তৃতা।

সৈদাবাদ ধর্ম্ম সভার উৎসব শেষ হইলে পরিব্রাজক মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া বালুচর গমন করেন। সেখানে একদিন জনৈক সম্ভ্রান্ত মহাত্মার পুষ্পোদ্যানে একটী বিশেষ সভা আহূত হয়; সেই সভায় "আর্য্য ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য" রাশি ভেদ করিয়া কুমার একটী অপূর্ব্ব বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ এত উপকৃত ও পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে তথায় আরও ২।৩ দিন থাকিয়া উপদেশ দিবার জন্য বহু ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেও অনবকাশ বশতঃ পরিব্রাজক মহাশয় তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া সময়ান্তরে আবার আসিবেন বলিয়া স্বীকার করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বালুচর হইতে কুমার মুর্শিদাবাদ আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসবে আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। তিনি উৎসবের প্রথমদিনে "সমাজ ধর্ম্ম" দ্বিতীয় দিনে "আশ্রম ধর্ম্ম" এবং তৃতীয় দিনে "আনন্দোৎসব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভার দিবসত্রয়ের উৎসবে যে আনন্দ স্রোত বহিয়াছিল, তাহাতে নরনারী সকলেই ধর্ম্মের মধুর রসাস্বাদে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, যেন কোন স্বর্গীয় বায়ুর মধুর হিল্লোলে সকলের প্রাণ জুড়াইয়া গিয়াছিল। সাধু গৃহস্থ শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের বহির্বাটীতে উৎসব সম্পন্ন হওয়ায় অনেক ভদ্র কুলললনাদের বক্তৃতাদি শুনিবার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল।

মুর্শিদাবাদ ধর্ম্ম সভার উৎসবে গমন ও তথায় তিনটী বক্তৃতা
১ম বক্তৃতা "সমাজ ও ধর্ম্ম"
২য় ,, "আশ্রম ধর্ম্ম"
৩য় ,, "আনন্দোৎসব"

মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া পরিব্রাজক মহাশয় সাহেবগঞ্জ ধর্ম্ম সভার উৎসবে উপস্থিত হ'ন। তথায় দুইদিন বাঙ্গলায় ও একদিন হিন্দীতে বক্তৃতা হইয়াছিল। হিন্দীতে যে দিন বক্তৃতা হয়, সে দিন তিনি ভগবন্নাম কীর্ত্তনের মহিমা বর্ণনা করিয়াছিলেন; এবং বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যাহারা বলেন হরিনাম করিলেই ভগবদ্ রসাস্বাদ হয়, তবে "খাঁড় কহে মুখ মিঠ।" অর্থাৎ গুড় শব্দ উচ্চারণ করিলেও তো মুখে মিষ্টতা পাওয়া উচিত। তিনি একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং নানাবিধ সদ্‌যুক্তির দ্বারা এ বিষয়টীর এমন ভাবে মীমাংসা করেন যে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে নাম মাহাত্ম্যের অপার মহিমায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে তাহা বুঝিতে বাকী থাকিল না। তিনি বলিলেন ভগবন্নামের পবিত্র ধ্বনি কর্ণপটহে আঘাত করিয়া অভ্যন্তরস্থ চিত্তাকাশে এক অপূর্ব্ব তরঙ্গ উপস্থিত করে এবং তাহার ফলে হৃদয়মল বিধৌত হইয়া এক পুণ্য প্রবাহ বহিতে থাকে, তাহাতেই কলুষরাশি নষ্ট হইয়া প্রেমানন্দের স্বর্গীয় তরঙ্গ উত্থিত হয়। এই বক্তৃতা শুনিয়া

সাহেবগঞ্জ ধর্ম্ম সভার উৎসবে যোগদান ও তথা হইতে মহম্মদ বাজারে গমন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারী মহাজনেরা সকলেই বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। সাহেবগঞ্জ হইতে পরিব্রাজক মহোদয় বীরভূম মহম্মদ বাজার হরি সভায় গমন করিয়া সভার উৎসবোপলক্ষে ৮ই আষাঢ় হইতে দিবসত্রয় কয়েকটী সদুপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করেন। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামবাসিগণ পরমোৎসাহে এই সভায় যোগদান করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। তৎপর গ্রামস্থ ভদ্র মহিলাগণের আগ্রহে পরিব্রাজক মহাশয় একদিন "আশ্রম ধর্ম্মের" উপদেশ দান করিয়াছিলেন। এই উপদেশ পাইয়া অনেক নরনারী আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য করিয়াছিলেন।

শকাব্দা ১৮০৯ আষাঢ় মাসে খুলনাধর্ম্মসভায় বক্তৃতা।

খুলনা আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদক মান্যবর ভবানীচরণ দত্ত, এম. এ. বি. এল. মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে ও তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া পরিব্রাজক মহাশয় তথায় গমন করেন। খুলনার সভায় পরিব্রাজক মহাশয় কয়েক দিন আর্য্যশাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত শ্রেণীর লোক ছিলেন। এত আগ্রহ ও যত্নপূর্ব্বক আকৃষ্ট চিত্তে ধর্ম্মার্থ পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে খুলনার অন্য কোন ব্যাখ্যান সভায় এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। চারিদিনের বক্তৃতায় জন সাধারণের ধর্ম্মবুদ্ধি ও সংস্কার যথোচিত মার্জ্জিত ও সাময়িক সংশয় রাশি বিদূরিত হইয়াছিল।

মূলঘরে গমন ও "সৎসঙ্গ" বিষয়ে বক্তৃতা।

১৭ই আষাঢ় পরিব্রাজক মহোদয় খুলনা হইতে মূলঘর নিবাসী মান্যবর উকীল শ্রীযুত তারিণী চরণ সেন ও তথাকার হরিসভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গানন্দ কবিকর্ণপূর মহাশয়দের একান্তানুরোধে খুলনা সভার সম্পাদক মহোদয়ের সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে মূলঘরে যাত্রা করেন। মূলঘরবাসিগণ বড় ভক্তিমান্ ও ধর্ম্মোৎসাহী। তাঁহারা পরিব্রাজক মহাশয়ের অভ্যর্থনার্থ নৌকা হইতে অবতরণের ঘাট পল্লব পত্র সমাকীর্ণ তোরণ দ্বার, পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলস, কদলী বৃক্ষাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং বহুলোকসহ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে সভাস্থলে লইয়া গেলেন। মূলঘরে "সৎসঙ্গ" বিষয়িণী একটী মাত্র বক্তৃতা হয়। বক্তৃতাটী অতীব সরস, লালিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় গ্রামবাসীদিগের ও দূরস্থ শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে অমৃতের ধারা ঢালিয়া দিয়াছিল। তথায় এই উদ্যোগে একটী সুনীতি সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপিত হয়।

১৮০৯ শকাব্দায় কুমারের বরিশালে গমন এবং ২০এ হইতে ২৭এ আষাঢ় পর্য্যন্ত অষ্টাহব্যাপী উৎসব।

বৎসরাধিক কাল হইতে বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভা ও তদন্তর্গত বাল্যাশ্রমের সভ্যগণ কর্ত্তৃক পরিব্রাজক মহাশয় বারম্বার আহূত হইতেছিলেন। এইবার সুযোগ পাইয়া তিনি মূলঘর হইতে বরিশাল যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ বরিশালবাসিগণ নিম্নলিখিত আনন্দ সঙ্গীতটী রচনা করিয়াছিলেন।

রাগিণী মল্লার—তাল আড়া।

আজি কিবা সুপ্রভাত শুভদিনে শুভক্ষণে।
(হ'ল) আন্দোলিত পূর্ব্ববঙ্গ সুখ তরঙ্গ তুফানে॥
১। (কিবা) প্রতি ঘরে ঘরে শুনি
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ ধ্বনি,
কৃষ্ণভক্ত চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের আগমনে॥
২। বিধর্ম্ম বিপদাপন্ন, পূর্ব্ববঙ্গ অবসন্ন,
(বুঝি) এসেছেন শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, আসন্ন সময় জেনে॥
৩। (আহা) নাশিতে মনের দ্বিধা
তুষিতে জ্ঞানের ক্ষুধা,
বরষিতে বাক্ সুধা সরসিতে মরুভূমে—
(বুঝি) শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হ'য়ে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দিয়ে
জুড়ালেন বিষণ্ণ হিয়ে, প্রসন্নতা বারিদানে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। (ছিল) আশা কৃষ্ণপ্রাণা হ'য়ে
কৃষ্ণ পথপানে চেয়ে,
নিরাশা নিগ্রহ স'য়ে এ বিরহ বেদনে—
(আহা) আজি সে শ্রীকৃষ্ণে হেরে,
হিমানী গিয়াছে দূরে
বসন্ত এসেছে ফিরে হিন্দু হৃদি বৃন্দাবনে ॥

৫। (যারে) পেয়ে আজ প্রাণ উথলিল,
মরুতে বারি বহিল,
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল, গুঞ্জরিল অলিগণে—
(ধন্য) ধন্য সে শ্রীকৃষ্ণবীর, যোগভক্তি জ্ঞানবীর,
শ্রীহরি প্রেম পঙ্কজ মধুকর বঙ্গভূমে ॥

(ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

বরিশালে কুমার পরিব্রাজক মহাশয়ের সপ্তাহাধিক কাল প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকায় যে মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাই নিম্নে লিখিত হইলঃ—

"ভারত বিখ্যাত বাগ্মীপ্রবর পরিব্রাজক মহোদয়ের শুভাগমনে বরিশাল ধর্ম্ম সভার উৎসব পরম গৌরবান্বিত হইয়াছিল। ২০এ হইতে ২৭এ আষাঢ় পর্য্যন্ত ক্রমাগত ৮ দিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে বক্তৃতা, ধর্ম্মালাপ, প্রশ্নমীমাংসা, সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন, নগরকীর্ত্তন, প্রভাতী, স্তোত্র ও রচনাদি পাঠ, কাঙ্গালী বিদায়, রাজপথে ধর্ম্মালোচনা, হরির লুট, মিলন, সম্ভাষণ প্রভৃতি কার্য্য অতুল আনন্দোৎসাহ সহকারে সম্পাদিত হইয়াছিল।

পরিব্রাজক মহোদয় পর্য্যায়ক্রমে "আর্য্যশাস্ত্র ও ধর্ম্ম", "হিন্দু ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তত্ত্ব", "মূর্ত্তিপূজা", "আশ্রম ধর্ম্ম", "বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ" ও "সাধনের সুগম পথ" বিষয়ে বক্তৃতা ও উৎসবের শেষদিন ছাত্রগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপর অতিরিক্ত আর একদিন "ভক্তি" বিষয়িণী প্রেমাশ্রু প্লাবিত আর একটী বক্তৃতা দ্বারা "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হইয়াছিল। প্রত্যেক বক্তৃতাই যেরূপ মনোহারিণী, মর্ম্মস্পর্শিনী, ভাবোচ্ছ্বাসময়ী ও শাস্ত্রানুসারিণী হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতই অনির্ব্বচনীয়। এক একদিন সভাস্থলে সহস্রাধিক লোক সমবেত হইত। বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত শ্রোতৃবর্গের পর্য্যায়ক্রমে হাস্যোচ্ছ্বাস, অশ্রুপাত, করতালি ও হরি হরি ধ্বনির প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে সভা যেন একবারে ভাব বৈচিত্র্য রঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত। বলিতে কি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শ্রোতৃগণপূর্ণ সভায় এরূপ সার্ব্বজনিক "ধন্য ধন্য" ধ্বনি আর আমরা কখনও শুনি নাই।

এবার পরিব্রাজক মহোদয়ের বাক্যামৃত ধারায় অত্রত্য হিন্দুমণ্ডলীর স্বধর্ম্মজ্ঞান পিপাসা পরিতৃপ্ত অথচ উদ্দীপিত ও বিস্তর অহিন্দুর সংশয় মনোমালিন্য প্রক্ষালিত হইয়াছিল। বিধর্ম্ম বিকারাচ্ছন্ন বরিশালের অসার হিমাঙ্গ যেন তাঁহার বাগ্বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রয়োগে উষ্ণীভূত ও স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল—মরুভূমে সুশীতল জল প্রবাহ ছুটিয়াছিল—শ্মশানে ফুল ফুটিয়াছিল।

যখন ২৯এ আষাঢ় পরিব্রাজক মহোদয় বরিশাল আঁধার করিয়া পুনরায় খুলনা যাত্রা করিলেন তখন তথায় বিষাদ ছায়াময় বিজয়া দশমীর অভিনয় হইয়াছিল।"

পুনরায় খুলনায় আগমন ও "প্রকৃত শিক্ষা" বিষয়ে বক্তৃতা।

বরিশালে অবস্থিতিকালে নোয়াখালি, ফরিদপুর, নলচিঠি, ঝালকাঠি, বাগেরহাট প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে পরিব্রাজক মহাশয়কে লইয়া যাইবার জন্য লোক ও অনুরোধ পত্র আসিয়াছিল কিন্তু অনবকাশ বশতঃ স্থানীয় ভদ্রগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় তিনি নিতান্ত দুঃখিত হন। ২৯এ আষাঢ় অপরাহ্ন সময়ে পরিব্রাজক মহাশয় ষ্টীমার যোগে খুলনায় প্রত্যাবৃত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেন। এই সময়ে খুলনা সভার সভ্য ভদ্র মহোদয়গণ ছত্র ধ্বজাদি শোভিত দলবল সহ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে ষ্টীমার ঘাট হইতে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত লইয়া গেলেন। তৎপর দিন পরিব্রাজক মহোদয় তথায় "প্রকৃত শিক্ষা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বালক ও যুবকবৃন্দের নীতি শিক্ষার্থ তথায় একটী "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" স্থাপিত হয়।

গোবরডাঙ্গায় যাত্রা।

অতঃপর ৩১এ আষাঢ় পরিব্রাজক মহাশয় খুলনা হইতে গোবরডাঙ্গা যাত্রা করিলেন। সেই দিনই সায়াহ্নে তথাকার সুনীতি সঞ্চারিণী সভায় সুশিক্ষাপূর্ণ ও ভক্তিরসমাখা একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা হয়। স্থানীয় জমীদার ও ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই সভাস্থ হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকের হৃদয়ের সংশয় রাশি পরিব্রাজকের শাস্ত্রার্থপূর্ণ ব্যাখ্যানে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল।

বারাশতে অবতরণ।

পরদিন তিনি কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কিন্তু ট্রেণ বারাশতে পৌছিবা মাত্র তথাকার অনেকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁহাকে নিতান্ত অনুরোধ করায়, তিনি তথায় নামিতে বাধ্য হইলেন। শরীর নিতান্ত ক্লান্ত থাকায় কুমার তথায় বক্তৃতা করিতে পারেন নাই। কিন্তু ধর্ম্মানুরাগী মণ্ডলীর মধ্যে রাত্রিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি সাধনতত্ত্বের অনেক গুহ্য কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারিয়া সৎসঙ্গী জিজ্ঞাসুগণ নিজ নিজকে কৃতকৃত্য মনে করিয়াছিলেন।

এলবার্ট হলে বৈদ্য সমাজ সংরক্ষিণী সভার উদ্যোগে "আশ্রম ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

পরদিন প্রাতে তিনি কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া "বৈদ্য সমাজ সংরক্ষিণী সভার" অনুরোধে এলবার্ট হলে কুমার পরিব্রাজক "আশ্রম ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে কলিকাতার তাৎকালিক প্রসিদ্ধ পত্র "দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকায়" ৫ই শ্রাবণ যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"গত শনিবার বেলা ৫টার সময় কলিকাতা এলবার্ট হলে, কলিকাতা "বৈদ্য সমাজ সংরক্ষিণী সভার" অনুরোধে কুমার পরিব্রাজক আশ্রমধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এলবার্ট হলে সে দিন তিলধারণের স্থান ছিল না। হলের চারিধারের প্রাচীর ও জানালার গায়ে এবং সিঁড়ি পর্য্যন্ত এত লোকের জনতা হইয়াছিল যে বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিন আবার ভয়ঙ্কর গরম, তথাচ শ্রোতৃমণ্ডলী নির্নিমেষে কুমারের মুখপানে চাহিয়া দেড়ঘণ্টা কাল নিস্তব্ধে তাঁহার মুখ নিঃসৃত ধর্ম্মকথামৃত পান করিয়াছিলেন। শ্রোতৃদিগের মধ্যে অধিকাংশ স্কুল কলেজের বালক। ইংরাজীপাঠী ছাত্রেরা যে আজকাল আপনাদের সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণে এত ব্যাকুল হইয়াছে এ দৃশ্যে আমরা বড়ই প্রীত ও আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। স্বধর্ম্মে তাহাদের একটু অনুরাগের লক্ষণ আজ কাল যেন স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। এই এলবার্ট হলেই ইতিপূর্ব্বে বাবু সুরেন্দ্রনাথ, শাস্ত্রী শিবনাথ, খৃষ্টান কালীচরণ প্রভৃতি বক্তাগণ সমবেত হইয়া হিন্দু মতের বিরুদ্ধে বাল্য বিবাহ প্রথার দোষ কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন ; বালক শ্রোতারা কেহই তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলিতে হইয়াছিল যে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য থাকিলেও ছাত্র সভার সমক্ষে আমি আজ তাহা বলিতে সাহস করি না। খৃষ্টান কালীবাবুও পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও, ছাত্র সভায় আপনার খৃষ্টানী মত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ছাত্র সভার সভাপতি স্বয়ং সুরেন্দ্র বাবুও সে দিন বাল্য বিবাহ বিষয়ে পুরা বক্তৃতা করেন নাই, সশঙ্ক, সাবধানে দুদিক বাঁচাইয়া দু চারি কথা বলিয়া সারিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনার বক্তৃতার মধ্যে প্রসঙ্গ ক্রমে বাল্য বিবাহের সারবত্তা * ও বিধবা বিবাহের অযৌক্তিকতার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে, সেই ছাত্র শ্রোতাগণ ঊর্দ্ধকণ্ঠে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহা শ্রবণ করিল এবং শ্রবণ করিয়া তাহারা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছে সভাস্থলে তাহার চিহ্ন স্পষ্ট প্রকাশিত হইল। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সে দিন সার অথচ সরল কথায় আশ্রম ধর্ম্মের অনেক কথাই সভাস্থ শ্রোতৃগণকে বুঝাইয়া দিলেন।

জীবের প্রকৃতি শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ধর্ম্ম বিষয়ের অধিকার ভেদ কেন হয়, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর পক্ষে ভিন্ন রূপে ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা কেন, একশ্রেণীর পক্ষে যাহা ধর্ম্ম অন্য শ্রেণীর পক্ষে তাহা অধর্ম্ম কেন, এই সকল তত্ত্ব প্রমাণ, ব্যাখ্যা, উপমা, দৃষ্টান্ত ও সময়োপযোগী সুন্দর গল্পের দ্বারা অতি পরিপাটী রূপে বক্তা শ্রোতৃগণের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। তাঁহার সেদিনকার কথায় ছেলে ভুলান বৃথা বাগাড়ম্বর ছিল না, সকলই সারময়, রসময়, জ্ঞানময়, শাস্ত্রার্থানুগত। কুমারকে আমরা সাধু ও মহাভাগ্যবান্ পুরুষ বলিয়া মনে করি। যৌবনে তিনি ব্রহ্মচারী, লুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। এমন ভাগ্য কয়জনের অদৃষ্টে আছে! সে দিন কিন্তু এলবার্ট হলে ইঁহার বক্তৃতার স্থান নির্দ্দেশ করা বৈদ্য সমাজের পক্ষে সুবোধের কাজ হয় নাই। এলবার্ট হলে স্থান সঙ্কীর্ণ; এরূপ ভারত বিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ বক্তার বক্তৃতার জন্য এরূপ স্থান নির্দ্দিষ্ট করা কিছুতেই সঙ্গত হয় নাই।

---

* পারিবারিক সুখ শান্তি ও স্ত্রী পুরুষের ধর্ম্মানুরঞ্জিত প্রীতি বৃদ্ধির আশায় পরিব্রাজক মহাশয় বাল্য বিবাহের সমর্থন করিলেও অধুনা প্রচলিত বয়স্থা কন্যার সহিত কিশোর বয়স্ক বালকের বিবাহের কখনই পক্ষপাতী ছিলেন না। শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কন্যা ও পাত্রের বয়সের অনুপাতানুসারে উদ্বাহ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হওয়াই তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রণীত "নীতিরত্ন মালা" (৪র্থ সংস্করণের) পরিশিষ্ট "বিবাহ" প্রবন্ধটী দ্রষ্টব্য। তিনি তাঁহার ভক্ত বর্দ্ধমান প্রবাসী অবসর প্রাপ্ত কালেক্টরীর নাজীর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সান্যাল মহাশয়কে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেননা সেদিন অনেককেই হতাশ চিত্তে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।" (দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা ৫ই শ্রাবণ ১৮০৯ শকাব্দা)।

কলিকাতা হইতে রাজসাহী বিলমাড়ীয়ায় গমন।

রাজসাহী জিলার অন্তর্গত বিলমাড়ীয়ায় মিঃ রবার্ট্ ওয়াট্সন্ কোম্পানীর সদর কাছারীতে প্রতি বৎসরই পুণ্যাহ উপলক্ষে ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইয়া থাকে, কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে এই উৎসবে শ্রীযুক্ত বরদাগোবিন্দ সান্যাল, কেদারনাথ বাগ্‌চী প্রমুখ কাছারীর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয়দিগের বিশেষ আগ্রহে ও যত্নে কুমার পরিব্রাজক মহোদয় তথায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে নীতিরত্ন মালা নামক গ্রন্থের পরিশিষ্ট মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে এই পত্রখানি সম্পূর্ণ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রীকাশীযোগেশ্বরী-যোগেশ্বরনাথৌ বিজয়েতে।

কাশী-যোগাশ্রম।

২১এ আষাঢ় ১৮১৩ শকঃ

সচ্চিদানন্দ নিকেতনেষু—

তোমার দুইখানি পত্রই পাইয়াছি। অত্যন্ত অবকাশাভাব প্রযুক্ত পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। তোমার অভিভাবকগণ বড় তাড়াতাড়ি তোমায় বিবাহ দিতেছেন। একটু কর্ম্মক্ষম—উপার্জ্জনক্ষম হইলে বিবাহ দিলেই হইত। আজকাল যে সময় ও সমাজের যে অবস্থা, তাহাতে বিশেষ অর্থ সামর্থ্য ব্যতীত গৃহস্থের সুখী হইবার উপায় দেখিনা। বিবাহের প্রথমে আমোদ আছে, কিন্তু অর্থহীন হইলে পরিণামে বড় বিপদ্। একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা প্রথমে করিয়া তৎপরে বিবাহের ব্যবস্থা করিলেই ভাল হইত। এই ব্যবস্থা না হওয়া প্রযুক্ত কত গৃহস্থ যে অতি কষ্ট পায়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি অনেক সময় দুঃখিত হই। বিবাহ করা ধর্ম্মের অনুকূল, তজ্জন্য বিবাহ বিরোধী হইও না। ধর্ম্মপত্নী সহধর্ম্মিণী সহ আশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ভগবান্ তোমার বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করুন। তোমার মাতাঠাকুরাণীকে মা অন্নপূর্ণার কৃপাশীর্ব্বাদ জানাইবে।

শুভার্থী

(স্বাক্ষর) শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম দিন "ধর্ম্ম কি" এই বিষয়ে একটী সুমধুর বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

১ম বক্তৃতা "ধর্ম্ম কি ?"
২য় বক্তৃতা "পঞ্চোপাসক মতের সামঞ্জস্য"
৩য় বক্তৃতা "বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা"।

দ্বিতীয় দিন পঞ্চমত উপাসকদিগের উপাস্য বস্তুর অভিন্নতা প্রদর্শন পূর্ব্বক লোক সকলের বদ্ধমূল কুসংস্কার রাশির মূলোৎপাটন করিয়া দেন। তৃতীয় দিন তিনি ভগবানের "বস্ত্র হরণ ও রাসলীলার" গূঢ় তাৎপর্য্যভাব সমর্থন দ্বারা উপাসকদিগের ভ্রম বিনাশ করতঃ সাধারণের নিকট অসীম যশ লাভ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম বিপ্লবের সময় কোন উৎসবোপলক্ষে তামসিক নৃত্য গীতাদির অনুষ্ঠান না করিয়া এইরূপ ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা করা হিন্দু মাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং তাহা হইলে হিন্দুদিগের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইবার আশা করা যাইতে পারে।

বিলমাড়ীয়া হইতে পরিব্রাজক মহাশয় রামপুরহাটে সমাগত হয়েন।

রামপুরহাটে আগমন।

তথায় ১৫ ঘণ্টা অবস্থিতি পূর্ব্বক তথাকার সুনীতি সঞ্চারিণী সভা ও হরিসভার সভ্যগণের সহিত সাধু প্রসঙ্গ ও সদ্বার্ত্তালাপ করিয়া সভার অনেক গুলি সভ্য সমভিব্যাহারে তিনি নলহাটী যাত্রা করেন। নলহাটী ষ্টেশন হইতে সকলে একত্র হইয়া 'ললাটেশ্বরী" পীঠ দর্শনে গমন করিলেন। দেবীর মন্দিরে তাঁহার আগমনে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল, ভজনানন্দের লহরী ছুটিল, ভক্তি সঙ্গীতের মধুর রোলে গগন ছাইয়া গেল। আবার সেই সময় কতকগুলি বৈষ্ণব সাধক আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহাদের সহিত কুমার পরিব্রাজকের ভক্তি সাধন তত্ত্বের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। রাত্রিতে নলহাটী হইতে পরিব্রাজক মহোদয় জামালপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় একদিন থাকিয়া তত্রস্থ সাধুহৃদয় সজ্জনগণের অনুরোধে তথাকার হরিসভায় "কয়েকটী কাজের কথা"

নলহাটীতে "ললাটেশ্বরী দর্শনে" গমন।

জামালপুর হরিসভায় "কয়েকটী কাজের কথা" বিষয়ে বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে শ্রোতৃবর্গ তাঁহার আবেগময়ী ভাষা ও ব্যাখ্যানে অতীব তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই বলিলেন এরূপ শাস্ত্র ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যান আমরা ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। ইহা অতুলনীয়। মধ্যে মধ্যে এরূপ বক্তৃতা শুনিতে পারিলে আমরা ধন্য হইয়া যাইব। জামালপুর হইতে তিনি বারাণসী প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

কাশী প্রত্যাবর্ত্তন ও হিন্দী বিভাগীয় সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উদ্যোগে কারমাইকেল লাইব্রেরীতে "মূর্ত্তি পূজা" সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা।

শারদীয়া পূজার পর কাশী হিন্দীবিভাগীয় সুনীতি সঞ্চারিণী সভার প্রার্থনানুসারে কারমাইকেল লাইব্রেরীতে কুমার পরিব্রাজক মহোদয় "মূর্ত্তিপূজা" সম্বন্ধে দুইটী সুদীর্ঘ হিন্দী বক্তৃতা করেন। প্রথম দিনে কোন প্রকারে স্থান সংকুলান হইয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয় দিনে সাগ্রহ-চিত্ত শ্রোতৃবর্গের এত জনতা হয় যে অনেক ভদ্রলোককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। নগরীর সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলী প্রায় সকলেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং অনেক দণ্ডী পরমহংসও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতা দুইটী শুনিয়া লোকের এত আগ্রহ বাড়িয়াছিল যে তাঁহারা এইরূপ উপদেশ মধ্যে মধ্যে যাহাতে শুনিতে পান, তজ্জন্য বিশেষ আগ্রহ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের বক্তৃতায় শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির প্রমাণ ও লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হয় যে, মায়ামুগ্ধ জীবের পক্ষে নিরাকারের উপাসনা আদৌ সম্ভবপর নহে; স্থূল হউক বা সূক্ষ্ম হউক উপাসনার জন্য তাহাকে কোন প্রকার অবয়বের সাহায্য লইতেই হইবে, নচেৎ পরব্রহ্মানুভূতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। মনে যে ভাবেই তাঁহাকে উপাসনা কর না কেন সেইভাব সূক্ষ্মাবয়বে মনোমধ্যে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাই সগুণ বা সাকার উপাসনা হইয়া পড়িবে। নির্ব্বিকল্প সমাধি বা বাসনা বীজ সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের সম্পূর্ণ বিলয় না হইলে নির্গুণ ব্রহ্মানুভূতি হয় না। (যেমন তাঁহাকে দয়াময় বা আমাদের বিপদত্রাতা মনে করিলেই সূক্ষ্মভাবে তাঁহার মুখ, নেত্র, হস্ত পদাদি এমন কি মনের কল্পনা আসিবেই, জোর করিয়া কেহ তাহা অস্বীকার করিলেও স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে ভগবানের রূপ সংস্থান ব্যতীত তাঁহাকে চিন্তা করা যাইবে না। প্রকৃত অরূপের চিন্তা "মন" থাকিতে হয় না, মন না থাকিলে সেই কল্পনাহীন, মননশূন্য অবস্থায় যে চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থা ("যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" —পাতঞ্জল দর্শন) প্রতিষ্ঠিত হয়—কেবল মাত্র তাহাতেই অরূপের ভাবনা (ধ্যান, নিদিধ্যাসন) হইতে পারে। তাই শ্রুতিতে নির্গুণ উপাসনা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে (অবাঙ্মনসগোচরম্) অর্থাৎ বাক্য বা মন দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না। নিরুদ্ধ মনেই স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে। তদ্ব্যতীত মনোমধ্যে ভগবানের কোন গুণের কথা ভাবিতে গেলেই সেই ভাব সূক্ষ্ম ভাবে মনোমধ্যে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাই সগুণ বা সাকার উপাসনা হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মশক্তি জগতের নিদারুণ ক্লেশ নিবারণার্থ ও কল্যাণ সাধনের জন্য কিরূপে উদ্বেজিত হইয়া স্বয়ং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইয়াও পার্থিব স্থূলদেহ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হয়েন, সাধকের তীব্র সাধনের বেগে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু কিরূপে দর্শন দেন, ভক্তি সাধন ব্যতীত যে কেবল বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা সেই সাধন লভ্য পদার্থের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না এ সকল বিষয় বক্তা সুন্দর রূপে সকলকে বুঝাইয়া দেন। পরিব্রাজকের বুঝাইয়া দিবার সরল প্রণালী বড়ই মনোহর; তাহা শ্রোতৃবর্গকে এতই বিমুগ্ধ করিয়াছিল যে সে সময় তাঁহারা তাঁহার কথা ব্যতীত অন্য কিছুই স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এতৎফলে ব্রাহ্মসমাজের ও দয়ানন্দী দলের অসার জল্পিত মূর্ত্তি পূজার বিরোধী যুক্তিরাশি প্রবল নদীর প্রবাহে বিচ্যুত বালুকারাশির ন্যায় বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭এ কার্ত্তিক গয়ায় আগমন আবার বিষ্ণুপাদে, সুঃ সঃ সভায় ও ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা ও দুইদিন নগর সঙ্কীর্ত্তন।

২৭এ কার্ত্তিক পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন গয়াধামে উপস্থিত হ'ন। সেই দিনই "বিষ্ণুপাদের" নাটমন্দিরে, তৎপরদিন সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বার্ষিকাধিবেশন উপলক্ষে সেই সভাগৃহে ও অপর দুইদিন গয়া আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বস্ত্র-মণ্ডপের মধ্যে তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছিল। তাঁহার সেই সারগর্ভ ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভা মণ্ডপ অত্যন্ত লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। কত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত জমীদার, কত হাকিম, উকীল ও পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য যে উৎকর্ণ হইয়া সভার অপেক্ষা করিতেন, তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ উদার যুক্তি ও ভক্তিরস পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে কত উচ্চ পদস্থ ও সাধারণ লোক সেসময় উপকৃত ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা কে করিবে? একদিন সভা হইতে সাহেবগঞ্জ প্রদক্ষিণ করিয়া এবং আর একদিন বিষ্ণুমন্দিরাদি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মহাধূমধামে নগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। সে এক অভিনব পবিত্র দৃশ্য—বুঝি সেরূপ দৃশ্য তথায় লোকে আর কখনও দেখে নাই। বাঙ্গালী ও বিহারবাসী শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে একত্রে হরিগুণ গানে গয়ার পবিত্র ধামকে যেন আরও পবিত্র করিয়াছিলেন।

বীরভূম গণপুরে গমন, ধর্ম্ম সভার উৎসব।

গয়া হইতে পরিব্রাজক মহাশয় নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত গণপুর হরিসভার বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে গমন করেন। সে স্থানে অশিক্ষিত গোঁড়া বৈষ্ণবের সংখ্যা অনেক; সেখানে আর্য্যশাস্ত্র অপেক্ষা প্রভুদিগের পয়ারের প্রমাণই বলবৎ। সুতরাং সেই সকল লোকের মধ্যে শাক্ত বৈষ্ণব নির্ব্বিশেষে উপদেশ দান কালে পরিব্রাজক মহাশয়কে একটু বিশেষ ভাবনা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যখন উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে বহুল শাস্ত্রপ্রমাণাদি দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, বৈষ্ণবাদি সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্প্রদায়ই এক ভগবানের উপাসক এবং পরস্পর ঈর্ষ্যা দ্বেষ পরিহার না করিলে কৃষ্ণপদ পাওয়া যায় না, তখন অবাক্ হইয়া বৈরাগী বৈষ্ণবদলও সেই সকল কথা অতিশয় আগ্রহ সহকারে শুনিতে লাগিল। বুঝি তখন তাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মূর্খ আচার্য্যগণের দ্বেষদূষিত মতরাশি পরিব্রাজকের প্রমাণ-শাণিত যুক্তি-খড়্গে খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া গেল। সকলেই বুঝিল দুর্গা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সমস্তই একই ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরুর কৃপালেশ জনিত ভিন্নরূপের আবির্ভাব মাত্র। তথায় তিনদিন ব্যাখ্যানাদি দ্বারা সকলের চিত্তবিনোদন ও সংশয়রাশি ছেদন করিয়া দিয়া পরিব্রাজক মহাশয় সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত নয়া দুমকায় যাত্রা করেন।

পরিব্রাজক মহাশয়ের দুমকায় আগমন ও বক্তৃতাদি সম্বন্ধে একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছিলেন :—

নয়াদুমকায় গমন ও হরি সভায় বক্তৃতা ১ম"—আর্য্য শাস্ত্র ও অধিকার ভেদ" ২য়—"আশ্রম ধর্ম্ম" ৩য়—"সৎসঙ্গ" ৪র্থ—"মূর্ত্তিপূজা" সম্বন্ধে শেষ বক্তৃতা।

"পরিব্রাজক মহাশয় দুমকায় আসিয়া ৬ই অগ্রহায়ণ হইতে তিনদিন সন্ধ্যার পরে অত্রস্থ হরিসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রথম দিন "আর্য্য শাস্ত্র ও অধিকার ভেদ" বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা হয়; দ্বিতীয় দিনে "আশ্রম ধর্ম্ম" বিষয়ে শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণাদিসহ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম তিনি অতি বিশদ রূপে সকলকে বুঝাইয়া দেন; তৃতীয় দিন প্রথমতঃ হিন্দী ভাষায় "সৎসঙ্গ" বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদানানন্তর পরিব্রাজক মহাশয় বঙ্গ ভাষায় "মূর্ত্তিপূজা" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ ও মনোহারিণী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের চিত্তবিনোদন করেন। এখানে তিনি পূর্ব্বে আর কখনও আসেন নাই; যাহা হউক তিনি ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশের কঠিন হৃদয়ও যুক্তি দ্বারা ভেদ করিয়াছিলেন, পাষাণকেও ভক্তিরসে দ্রবীভূত করিয়া দিয়াছিলেন! তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তির বিশেষত্ব এই যে, তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তির সহিত যুক্তির এরূপ সমাবেশ করেন যে তাহা শ্রোতা মাত্রকেই বিমুগ্ধ করিয়া দেয়। তাঁহার হাবভাব, বলিবার শক্তি ও যুক্তি গুলি সবই চমৎকার। আমাদের দুঃখ এই যে তিনি কার্য্যানুরোধে এখানে আর বেশীদিন থাকিতে পারিলেন না। আমাদের প্রার্থনা, ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখুন"।

সিউড়ী ধর্ম্ম সভায় বক্তৃতা ও খাঁকী বাবার উপস্থিতি।

দুমকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় পরিব্রাজক মহাশয় সিউড়ী আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া একদিন তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক তত্রস্থ জমীদার শ্রীযুক্ত দক্ষিণানারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠক বাটীতে একটী রসপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তথায় সিদ্ধসাধক মহাত্মা খাঁকীবাবা এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতমাত্রেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাটী প্রথমে জাতীয় ভাবের উৎসাহ তরঙ্গে আরম্ভ হইয়া উপসংহারে ভক্তিরসে সমাপ্ত হইয়াছিল। শেষ রাত্রিতে পরিব্রাজক মহাশয় হুগলী জেলার হরিসভা সমূহের কার্য্য দর্শনার্থ ও সভাগুলির মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের জন্য তথায় যাত্রা করিলেন।

হুগলীতে প্রচার কার্য্য।

শিঙ্গুর।

পরিব্রাজক মহাশয় শিঙ্গুর ষ্টেশনে অবতরণ করিবামাত্র স্থানীয় হরিসভার সভ্যবৃন্দ ধ্বজপতাকা সহ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করেন। পরিব্রাজক মহাশয় সেইদিন সন্ধ্যার পরেই হরিসভায় "মরণ ধর্ম্মশীল মানবের ভগবৎপ্রেম ভিন্ন আর কিছুতেই সুখ হইতে পারে না" এই মর্ম্মে একটী ভক্তিরস মাখা বক্তৃতা করেন। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে সমাগত শ্রোতামাত্রেই তাঁহার সুমধুর ভক্তিভাব পূর্ণ ব্যাখ্যানে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিমান্ ও শিক্ষিত সভ্যবৃন্দের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে পরিব্রাজক মহাশয় তথায় ২।৩ দিন থাকিয়া সদুপদেশ দানে সকলের প্রাণ শীতল করেন; কিন্তু নানা স্থানে যাইতে হইবে বলিয়া পরিব্রাজক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহোদয় তাঁহাদের সাধু হৃদয়ের তৃষ্ণা বাড়াইয়াই তৎপরদিন প্রাতে বলরামবাটী যাত্রা করেন।

বলরামবাটী হরিসভার হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনকারিগণ কুমার পরিব্রাজকের অভ্যর্থনার্থ গ্রামের সীমাস্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার পর সাধুহৃদয় ও পরমধর্ম্মানুরাগী শ্রীযুক্ত ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে সভার অনুরোধ অনুসারে "গৃহস্থের ধর্ম্ম সাধন" বিষয়ে পরিব্রাজক মহাশয় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অনেকগুলি ভদ্র শ্রোতা তথায় উপস্থিত ছিলেন; চিকের অন্তরালে বসিয়া অন্যূন দুইশত কুলাঙ্গনাও ঐ বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এই বক্তৃতা শ্রবণে উপকার লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর দিন তথাকার হরিসভায় "ধর্ম্মানুষ্ঠান" বিষয়ে একটী গাম্ভীর্য্যপূর্ণ গূঢ়তত্ত্ব সমন্বিত বক্তৃতা হয়। এখানেও শত শত ভদ্র নরনারী উপস্থিত থাকিয়া উপদেশ শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তৎপর দিন তিনি গজায় যাত্রা করেন।

বলরামবাটী হরিসভায় "গৃহস্থের ধর্ম্ম সাধন" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

পূর্ব্ব হইতেই পরিব্রাজক মহাশয়ের গজায় আগমন বার্ত্তা শ্রবণে বহু গ্রাম হইতে আর্য্য-ধর্ম্ম-মর্ম্মশ্রবণেচ্ছু-শ্রোতৃবর্গ সোৎসুক হৃদয়ে তথাকার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভায় আসিয়া উপস্থিত হন; গ্রামস্থ সকলেও সভায় উপস্থিত ছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয়ের হৃদয়গ্রাহী ভাবপূর্ণ সুললিত বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই বিমোহিত হইলেন; সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত অচলভাবে বসিয়া থাকিতে কেহই কষ্ট অনুভব করেন নাই। বরং এই দীর্ঘ সময় সানন্দে স্বল্পক্ষণ মধ্যেই কাটিয়া গেল বলিয়া বক্তৃতার উপসংহার কালে অনেকে অকাল নিদ্রাভঙ্গের অতৃপ্তির ন্যায় অসুখী হইয়াছিলেন। শ্রোতৃবর্গের আগ্রহাতিশয় দর্শনে এবং উক্ত গ্রামের জমিদার মহাশয়ের বাটীর কুলবধূগণও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় পরিব্রাজক মহাশয়

গজায় আগমন ও বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জমীদার মহাশয়ের বাটীতেও পরদিন একটী মনোহর ভক্তিরসপূর্ণ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাটী আরও মধুর হইয়াছিল। বিস্তৃত প্রাঙ্গণের সমুদয় স্থানই সেদিন অধ্যাপক ও ভদ্র শ্রোতৃমণ্ডলীতে ভরিয়া গিয়াছিল।

"একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি"॥

এই শ্লোকটী অবতারণা করিয়া ধর্ম্মের সারবত্তা সুমধুর ভাবে বুঝাইয়া দেন এবং ভবভ্রান্তিমূলক মায়া কুহকময়, "আমি" ও "আমার" এই দুই শব্দই যে সকল অনর্থের মূল ইহাই উপনিষদ্, দর্শন ও যোগশাস্ত্র প্রভৃতিও প্রতিপাদন করিয়াছেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যানে সকলকেই বৈরাগ্যাবেগ পূর্ণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার শেষভাগে যখন তিনি বুঝাইতে লাগিলেন যে, ভক্তিভরে ধন জন মান ঐশ্বর্য্যাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভক্তবৎসল ভগবানের চরণ যুগলে আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মহারা হওয়াই উচিত, তখন বক্তার দরদরিত প্রেমাশ্রু স্রোতে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। বিশেষতঃ ভক্তবৎসল ভগবান্ তৎকালে নবীন শ্যাম মুরলীধর অতি মোহনবেশে শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল মূর্ত্তিতে ভক্তের সম্মুখে বিরাজ করিতেছিলেন— সে সময় বক্তার প্রেম গদ্‌গদ অপরূপ ভাবাবেশ দেখিয়া হঠাৎ শ্রোতৃবর্গের যেন স্পষ্ট বোধ হইতেছিল যে ভক্ত আজ সাক্ষাৎ প্রাণের প্রাণকে পাইয়া প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া যেন কি অপূর্ব্ব মিলন সুখানুভবে বিভোর হইয়াছেন এবং সাগ্রহচিত্তে নিজ মনের কথা প্রাণসখাকে নিবেদন করিতেছেন।

পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত সদালাপ সময়ে ও শাস্ত্র লিখিত প্রত্যেক বিধির যুক্তি মূলক সামঞ্জস্য ও সরল মীমাংসা শ্রবণে তখন সকলেরই বহুতর সন্দেহাপনোদন হইয়াছিল; তিনি আশ্রম ধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্তি ও আস্থা জন্মাইয়া দেওয়ায় সকলেই কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

পোড়াবাজার হরিসভার সম্পাদক সহৃদয় শ্রীযুক্ত তারাপদ বাবুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরোধে পরিব্রাজক মহাশয় গজা হইতে তথায় গমন করেন।

পোড়াবাজার গমন সৎশিক্ষা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূরীকরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা।

সন্ধ্যার পর একটী সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতায় তিনি বুঝাইয়া দেন যে সুশিক্ষক ও সুশিক্ষার অভাবে আজকাল লোকের ধর্ম্ম শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, এবং বৈষ্ণবগণ যে শাক্তাদি সম্প্রদায়কে ঘৃণা ও দ্বেষ করেন ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। উপাসনার প্রকার ভেদ ও উপাস্য দেবের নাম রূপ ভেদ থাকিলেও যে সকল সম্প্রদায়ই একই ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহা শাস্ত্র ও সদ্যুক্তি দ্বারা তিনি সকলকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বুদ্ধি যাহাতে ভারত হইতে তিরোহিত হয়, পরিব্রাজকের প্রচার কার্য্যের ইহা একটী বিশেষ লক্ষ্য। *

পোড়াবাজার হইতে পরিব্রাজক মহাশয় মাকালপুর যাত্রা করেন।

মাকালপুরে গমন "আশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

মাকালপুরের সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত সাধুহৃদয় ভূস্বামী শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র সিংহ রায় ও শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সিংহ রায় মহোদয় দ্বয় ধর্ম্মানুরাগী সজ্জনগণ সমভিব্যাহারে ধ্বজা পতাকা সহিত হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রামের প্রবেশ স্থান পর্য্যন্ত তাঁহার অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেইদিন অপরাহ্ণে সুসজ্জিত সভামণ্ডপে কুমার পরিব্রাজক একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন যে আশ্রম ধর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক পালন না করিলে মনুষ্য প্রকৃত হরিভক্তি পরায়ণ হইতে পারে না। ধর্ম্ম সাধনই সাধু হৃদয় সংগঠনের মূল ভিত্তি, ও পরাভক্তি লাভই সাধনের শেষ ফল। নীতি ও ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া কেবল "হরের্নামৈব কেবলম্" বলিয়া কুর্দ্দন করিলে ভগবৎ কৃপালাভ হয় না। যুগ ধর্ম্মের সেবা করিলে তবে

---

* পরিব্রাজক মহাশয় তৎপ্রণীত "পঞ্চামৃত" নামক পুস্তকখানিতে ইহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগাবতারে প্রেমের সঞ্চার হয়। তৎপর দিন প্রায় সর্ব্বক্ষণই সকলে পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত নানা সংশয় ভঞ্জনাত্মক সদ্বার্ত্তালাপে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

গোপালনগরে গমন ও হরিসভায় বক্তৃতা।

মাকালপুর হইতে পরিব্রাজক মহাশয় গোপালনগরে সমাগত হইলে তথায় তদীয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে সাদরে গৃহীত হ'ন। সেই দিনই স্থানীয় হরিসভায় একটী উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া তিনি কাশীধামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ছাপরায় গমন, তথায় পাঁচদিন ব্যাপী উৎসব শকাব্দা ১৮০৯ পৌষ

কয়েক দিন মাত্র কাশীতে থাকিয়াই পরিব্রাজক মহাশয় ছাপরা ধর্ম্ম সভার আহ্বানে তথায় গমন করেন। পৌষ শুক্লা সপ্তমী হইতে একাদশী পর্য্যন্ত ক্রমাগত পাঁচদিনব্যাপী আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার বার্ষিকোৎসব চলিতেছিল। এই পাঁচদিন ছাপরা নগরী যেন আনন্দের মহাহিল্লোলে ভাসিতে ছিল। চারিদিন প্রত্যহ বেলা ১টা হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত ও শেষদিন রাত্রি ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত সভা হইয়াছিল। সভার এই উৎসব দর্শনার্থ বাঁকীপুর, দানাপুর, আরা, মতিহারী, মজঃফরপুর, নওগাঁও, সিওয়ান, ভাগলপুর, কাশী এবং নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান হইতে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রত্যহ সভাতে দ্বিসহস্রাধিক শ্রোতার সমাগম হইত। অনেকগুলি পণ্ডিত ও বক্তা একত্রিত হইয়াছিলেন। বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, শ্রীযুক্ত অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য ও মতিহারীর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিশ্বেশ্বরজী মহোদয় সভায় বক্তৃতা করেন। পরিব্রাজক মহোদয়ের কোন দিনের উত্তেজনাপূর্ণ, কোন দিনের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও কোন দিনের ভক্তি প্রেমমাখা হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা যেন এখনও সকলের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। সভা শ্রোতৃগণকে পরিব্রাজকের হিন্দী অনুবাদ সহিত "রাম হৃদয়", তাঁহারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যাত "স্বপ্নতত্ত্ব", "মণিরত্নমালা" ও "শ্রাদ্ধতত্ত্ব" প্রভৃতি পুস্তক বিতরণ করিয়া সকলের জ্ঞানার্জ্জনের যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন।

চিত্রকূটে সিদ্ধ বাবার সমাধি।

ভারতের এই মহাধর্ম্মান্দোলন সময়ে দুইজন মহাপুরুষ মহাসমাধি গ্রহণ করিলেন। শারদীয়া পূজার পূর্ব্বেই চিত্রকূটের সিদ্ধ বাবা সমাধিস্থ হন; তিনি অতিশয় শান্ত স্বভাব, তপঃ স্বাধ্যায় নিরত ও একান্ত পরোপকারী ছিলেন। তীর্থ ও দেবদর্শনের ন্যায় দূরাদ্দূরতর স্থান হইতে অনেক লোক তাঁহার দর্শনার্থ চিত্রকূটে গমন করিত। তাঁহার প্রদত্ত ঔষধে অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছে। শোক দুঃখান্ধকারময় ভারতের নিভৃত কক্ষের একটী জ্বলন্ত দীপ নিভিয়া গেল! সাধুমহাত্মগণই ভারত ভূমির আভরণ। সিদ্ধবাবা দেহত্যাগ করায় ভারত মুকুটের একটী উজ্জ্বল মণি খসিয়া পড়িল।

মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর সমাধি।

সিদ্ধবাবার মহাসমাধির কয়েক মাস পরেই অর্থাৎ ১৮০৯ শকাব্দার পৌষ মাসের শুক্লা একাদশীর দিন সায়ংকালে কাশীর সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ত্রৈলিঙ্গ স্বামী মহোদয় চিরসমাধি গ্রহণ করিলেন। স্বামীজী পরম পণ্ডিত ও সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন, শতবর্ষের অধিক হয় নাই। তাঁহাকে যৌবনাবস্থায় অতিশীতে গঙ্গাজলে, অতিগ্রীষ্মে উত্তপ্ত বালুকাময়ী বেদীতে বসিয়া সমাধি করিতে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা এখনও * বিদ্যমান আছেন। তিনি ভারতের গৌরব, বিশ্বনাথপুরী কাশীধামের অমূল্য মণিময় স্তম্ভ ও সাধু সমাজের আদর্শ মহাপুরুষ ছিলেন। এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের দেহ ত্যাগে ভারতের ধর্ম্মাকাশ হইতে যেন চন্দ্র খসিয়া পড়িল। কাশী হইতে

* ১৮০৯ শকাব্দার পৌষমাসের ধর্ম্মপ্রচারক হইতে উদ্ধৃত সুতরাং ঐ সময়ের কথাই বুঝিতে হইবে। সম্পাদক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক ১২৯৪ শালে প্রকাশিত মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর জীবন-চরিতে লিখিত আছে * যে ঃ—(তাঁহার মহাসমাধির ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মুঙ্গেরে অবস্থিতিকালে) মুঙ্গের ডিস্‌পেন্‌সারীর কম্পাউণ্ডার বাবু উমাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন শিষ্টাচার সম্পন্ন যুবা কাশী আসিয়াছিলেন। কাশীতে আসিয়া উমাচরণ বাবুর মনে হইতে লাগিল যে, শাস্ত্রে জন্মজন্মান্তরের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে। সাধু মহাত্মা ও জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন যে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে লোকে স্বর্গ, নরক ও নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। হিন্দু-সন্তান উমাচরণ বাবুর পুনর্জ্জন্মবাদের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা থাকিলেও, সিদ্ধ মহাপুরুষ ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর মুখে তাঁহার নিজ অভিমত কি জানিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি পঞ্চগঙ্গা-স্নানে ও বিন্দুমাধব-দর্শনে যে দিন গমন করেন, সেই দিন পূজ্যপাদ মৌনাবলম্বী ত্রৈলিঙ্গ স্বামী মহোদয়কে দর্শনার্থ গমন করিলেন। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, স্বামীজীকে পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের সংশয় নিবারণ করিবেন। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বেই স্বামীজী অঙ্গুলীর সঙ্কেতে তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। তিনি আর একটু থাকিতে ইচ্ছা করিলেও, স্বামীজীর উপস্থিত সেবকগণ উমাচরণ বাবুকে শীঘ্র বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। উমাচরণ বাবু মুগ্ধচিত্তে ও অতৃপ্তমানসে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং আর একদিন গিয়া মনোভীষ্ট পূর্ণ করিবেন ইহাই স্থির করিলেন। দ্বিতীয় দিন তথায় যাইয়া উমাচরণ বাবু স্বামীজীকে প্রণাম পূর্ব্বক মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন এবং স্বামীজীর মুখে যথাযথ উত্তর শুনিবেন, ইহা মনে করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন ; কিন্তু তাঁহার মুখের কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই স্বামীজী পূর্ব্বদিনের ন্যায় তাঁহাকে চলিয়া যাইতে সঙ্কেত করিলেন। সেবকগণ শীঘ্রই তাঁহাকে বাহির হইতে বলিলেন

* শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস প্রণীত মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর জীবন-চরিত, পৃঃ ৫০—৬৭ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উমাচরণ বাবু অনন্যগতি হইয়া মনের কথা মনে রাখিয়া ক্ষুণ্ণ ও অপ্রসন্ন-চিত্তে চলিয়া আসিলেন, এবং স্থির করিলেন যে—কিছু অর্থের দ্বারা স্বামীজীর সেবকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাহারা আর আমাকে তাড়াইয়া দিবে না ; স্বামীজী যাইতে সঙ্কেত করিলেও তিনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন এবং সংশয় দূর না করিয়া ফিরিবেন না। তৃতীয় দিন উমাচরণ বাবু এই রূপই করিলেন ; সেবকগণও সন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক বসিতে বলিয়া তাঁহারা :অন্যত্র চলিয়া গেল। উমাচরণ বাবু স্বামীজীর নিকট বসিলেন ; কিন্তু স্বামীজী আজও পূর্ব্ব দুইদিনের ন্যায় তাঁহাকে বাহিরে চলিয়া যাইতে সঙ্কেত করিলেন। সাধুর সমীপে বসিয়া সাধু-সঙ্গের পবিত্র গুণে তাঁহার হৃদয়ের আবরণ কাটিতে লাগিল। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব আর কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই ; আমি এমনই দুর্ভাগ্য যে একজন সাধু ব্যক্তির নিকটে বসিলেও তিনি তাড়াইয়া দেন। না জানি কত পাপ করিয়াছি, যাহার দুর্গন্ধ দুঃসহ বলিয়াই হয়তো স্বামীজী আমাকে নিজের নিকট বসিতেও দিতেছেন না। এই দুর্ভাগ্য-দুঃখ দুই চারি নিমিষের মধ্যে তাঁহার হৃদয়কে অতিশয় ব্যথিত করিল। তিনি হৃদয়ের দুঃখাবেগ আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া মর্ম্মাহত চিত্তে কাঁদিয়া ফেলিলেন, দুনয়নে ধারা বহিতে লাগিল। স্বামীজী তাঁহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া নিজেই বসিতে বলিলেন এবং দুঃখাবেগ সম্বরণ করিতে সঙ্কেত করিলেন। স্বামীজীর সকরুণ দৃষ্টিযুক্ত সঙ্কেতে উমাচরণ বাবুর হৃদয়ে আরও দুঃখাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, এবং তিনি স্বামীজীর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরিতাপে তাঁহার প্রাণ পুড়িতে লাগিল, সাধুরও দয়া হইল। নিকটে একজন সেবক আসিবামাত্র স্বামীজী সঙ্কেতে বলিয়া দিলেন যে, এই ব্যক্তিকে আজ সন্ধ্যার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বল। সেবক স্বামীজীর আদেশ-বাণী উমাচরণ বাবুকে বুঝাইয়া সন্ধ্যার পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিতে বলিলেন। উমাচরণ বাবুর সংক্ষুব্ধ চিত্ত আশ্বস্ত হইল, অনুতপ্ত প্রাণ প্রফুল্ল হইল, নির্ব্বিণ্ণ হৃদয় নাচিয়া উঠিল। তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন এবং কখন সন্ধ্যা হইবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা সমাগত হইলে, উমাচরণ বাবু মনের আবেগে দ্রুতবেগে সাধু-দর্শন করিতে চলিলেন। ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর আশ্রমে যে বৃহদবয়ব মহাদেব এবং কালী-মূর্ত্তি বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের আরতি দর্শন করিয়া তিনি স্বামীজীর নিকট প্রণামপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। স্বামীজী সেবক দ্বারা উমাচরণ বাবু দেবনাগরী পড়িতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন; উমাচরণ বাবু উত্তরে বলিলেন, তিনি দেবনাগরী পড়িতে পারেন না। কৃপাসিন্ধু স্বামীজী কি জানি কি ভাবিলেন এবং উমাচরণ বাবুকে সঙ্গে আসিতে বলিয়া একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন; সেখানে আর কাহাকেও যাইতে স্বামীজী নিষেধ করিলেন। ঘরে একটী মাত্র দীপ জ্বলিতেছিল। স্বামীজী উপবিষ্ট হইলে উমাচরণ বাবুও নিকটে বসিলেন। ভক্তবৎসল সাধু শরণাগত ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার মৌনব্রত ভঙ্গ করিলেন, এবং ধীর বচনে বলিতে লাগিলেন, "তুমি যে বিষয় মনে করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, তাহাতে তোমার এত সংশয় কেন? ত্রিকালদর্শী, আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি, দেবর্ষি, সিদ্ধ শুদ্ধ মহাত্মগণ তপোবলে, জ্ঞানবলে ও যোগবলে যে সকল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে কি সংশয় করিতে আছে? তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। জীবের সুকৃতি বা দুষ্কৃতি অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিবার জন্য জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়, ইহা সম্পূর্ণ সত্য।" উমাচরণ বাবু মুখ ফুটিয়া একবারও ত্রৈলিঙ্গ স্বামীকে এ প্রশ্ন করেন নাই, তাঁহার মনের কথা স্বামীজী কিরূপে জানিতে পারিলেন ইহাই ভাবিয়া তিনি অবাক্ হইলেন। আত্মজ্ঞ যোগী যে সর্ব্বান্তর্য্যামী ইহা তাঁহার প্রতীতি হইল, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিশ্বাস জন্মিল যে স্বামীজী যাহা বলিবেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা নিশ্চয়ই অবিসম্বাদী সত্য। স্বামীজী বলিলেন, তোমার নাম অমুক, তোমার পিতার নাম অমুক, তোমার নিবাস অমুক স্থানে, তোমার বাসগৃহে এতগুলি ঘর, তন্নিকটে অমুক অমুক বৃক্ষ আছে, বাটীতে অমুক অমুক বাস করিয়া থাকেন। স্বামীজীকে অতি সুপরিচিতবৎ এই সকল কথা বলিতে শুনিয়া উমাচরণ বাবু অবাক্ হইলেন। আবার যখন স্বামীজী বলিতে লাগিলেন যে, তুমি অমুক অমুক সময়ে অমুক অমুক স্থানে অমুক অমুক কুকর্ম্ম ও কদাচার করিয়াছ, তখন তিনি নিস্পন্দ-প্রায় হইয়া ভাবিলেন, স্বামীজী কি আমার সঙ্গে ছিলেন, তাই তিনি এ সব দেখিয়াছেন ও বলিতেছেন! আবার স্বামীজী বলিলেন যে, উমাচরণ! তোমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিগুণে তোমার অবকাশ লইয়া বাটী যাওয়া ঘটে নাই, কাশী আসিয়াছ। তুমি বাটী গেলে এমন একটী কদর্য্য কার্য্য করিবে মনে করিয়াছিলে যে সেই কার্য্য-ফলে তোমাকে আবার হাড়ির ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতে হইত, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তোমার তাহা ঘটে নাই; সাবধান, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, নিজোচিত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর, যেন জন্মজন্মান্তরে যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়। ইত্যাদি কথা শ্রবণ করিয়া উমাচরণ বাবু নিতান্ত চমৎকৃত হইলেন ও জন্মজন্মান্তরের কথা শাস্ত্রানুরূপ বিশ্বাস করিলেন।

স্বামীজীকে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন দেখিয়া তিনি যোগ শিক্ষা করিবার জন্য তাহার শিষ্য হইতে চাহিলেন; স্বামীজী বলিলেন, তুমি যোগ ও জ্ঞান শিক্ষার এখন অনধিকারী, তুমি উপাসনা মার্গে প্রবৃত্ত হও। উমাচরণ বাবু তাহাই স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজী প্রথম অস্বীকার করিলেন, কিন্তু উমাচরণ বাবু নিতান্ত অনুনয় বিনয় করায় পরিশেষে জপের মন্ত্র উপদেশ করিলেন, এবং যথাবিধি ক্রিয়া করিবার ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন, আরও বলিয়া দিলেন যে, কাহারও সহিত কোন কথা কহিও না, বিষয়কার্য্যানুরোধে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা না কহিলেই নয় তাহাই কহিবে, বৃথা বাক্য গল্পাদি লইয়া সময় কাটাইও না; বৃথা বাক্যোচ্চারণে তেজঃ ক্ষয় হয়। তাহা ছাড়া কতক গুলি সংস্কৃত শ্লোক ও হিন্দী ভাষায় উপদেশ কাগজে লিখিয়া দিলেন। উমাচরণ বাবু এ গুলির কিছু অর্থ বুঝিতে পারিলেন না বলিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজী বলিলেন, ইহা বুঝাইয়া দিবার লোক তুমি যেখানে থাক তাহার নিকটেই আছেন। সেই সময় উমাচরণ বাবুর মনে হইল যে বুঝাইয়া দিবার লোকটী কে? মুঙ্গের আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ বাবুই (কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নই) বা হবেন। উমাচরণ বাবুর এই বাক্য স্মরণ হইবামাত্র স্বামীজী কটাক্ষ সঙ্কেতে বুঝাইয়া দিলেন তিনিই (অর্থাৎ তুমি যাঁহার কথা মনে মনে চিন্তা করিতেছ তিনিই সেই লোক)।*

স্বামীজীর উপদেশের পর উমাচরণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্য সত্যই কি ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়? স্বামীজী বলিলেন, সাধনা করিলে ও গুরুর কৃপা হইলেই পাওয়া যায়। তুমি কি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও? উমাচরণ বাবু অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন, প্রভো! তাহা হইলে কৃতার্থ হই। স্বামীজী বলিলেন, আমার আসনের নিকট যে কালীমূর্ত্তি আছেন তাঁহাকে দেখিয়া আইস। উমাচরণ বাবু দেখিয়া আসিলেন যে পাষাণময়ী মা অচলা বিরাজমানা। ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিলেন, দর্শন করিলাম। স্বামীজী বলিলেন, তাঁহাকে কি এইখানে দেখিতে চাও? উমাচরণ বাবু বলিলেন তাহা হইলে কৃতার্থ হই। স্বামীজী ধ্যানস্থ হইয়া মাকে ডাকিলেন, তখন উমাচরণ বাবু প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে, একটী কুমারী বালিকার ন্যায় সেই

* পরে উমাচরণ বাবু মুঙ্গেরে ফিরিয়া গিয়া কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে কাশীর সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীজীর আদেশ মত তাঁহার নিকট হইতে ঐ শ্লোক গুলির (পঞ্চদশী ও যোগবাশিষ্ঠের) অর্থ বুঝিয়া লয়েন এবং অন্যান্য নানা উপদেশ গ্রহণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাষাণময়ী মা ধীর পদবিক্ষেপে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অস্পষ্ট দীপালোকে চৈতন্যময়ীর জড়ীয় গতি দর্শনে উমাচরণ বাবু অতিশয় ভীত ও চমৎকৃত হইলেন। মনে বড় সাধ হইল, একবার মা বলিয়া ডাকেন ও প্রণাম করেন; কিন্তু ভয়বিহ্বল অন্তঃকরণে বাক্য ফুটিল না, মাথা নুইল না। অচেতন পাষাণ সচেতন হইল, সচেতন উমাচরণ অচেতন হইলেন। স্বামীজী উমাচরণকে প্রবুদ্ধ করিয়া বলিলেন, যাও পুনর্ব্বার দেখিয়া এস মার মূর্ত্তি সেখানে আছে কি না। উমাচরণ কম্পিত-পদে ভয়-বিকলচিত্তে গেলেন বটে, কিন্তু মায়ের মূর্ত্তি সেখানে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার আরও ভয় হইল, তিনি দৌড়িয়া স্বামীজীর নিকট আসিলেন। স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন ও মাকে নিজের আসনে যাইতে সঙ্কেত করিলেন। ছোট মেয়েটীর মত মা আবার ধীর পদসঞ্চারে নিজ আসনে পাষাণময়ী হইয়া বিরাজমানা রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে উমাচরণ বাবুর মস্তিষ্ক সুস্থ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামীজী, যাহা দেখিলাম ইহা কি স্বপ্ন, না ভোজবাজী, না সত্য? স্বামীজী বলিলেন, যাহা দেখিলে তাহা সাধুর চক্ষে সত্য, অসাধকের চক্ষে কল্পনা বা মিথ্যা স্বপ্ন। উমাচরণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, পাষাণ কি চলিতে পারে? স্বামীজী বলিলেন, তোমার জড়দেহ কেমন করিয়া চলে? উমাচরণ বাবু বলিলেন, ইহাতে আত্ম-চৈতন্য আছে বলিয়া ইহা চলে। স্বামীজী বলিলেন, সিদ্ধ সাধকের গুণে যখন মৃত্তিকা, পাষাণ বা দারুতে আত্ম-চৈতন্যের সঞ্চার হয়, তখন সেই মূর্ত্তিও চলিতে, বলিতে, শুনিতে ও কার্য্য করিতে পারেন।

স্বামীজী এইরূপে উমাচরণ বাবুকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, এ সকল কথা অবিশ্বাসীর নিকট বলিও না। কিন্তু উমাচরণ বাবু মুঙ্গেরে গিয়া নিজ চিত্ত-চাপল্য দোষে কোন কোন নব্য বাবুর নিকট এই সকল কথা বলায় তাহারা বিদ্রূপ সহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাসিয়াছিলেন। উমাচরণ বাবু তাহার দুই বৎসর পর আবার কাশী আসিলে অন্তর্য্যামী স্বামীজী তাঁহার সেই দোষ জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। স্বামীজীকে কেহ এ সকল কথা না বলিলেও তিনি আপনিই জানিতে পারিয়াছিলেন। উমাচরণ বাবু নিজ অপরাধ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই সময় স্বামীজী ৪।৫ বৎসরের মধ্যে যে কলেবর ত্যাগ করিবেন তাহাও উমাচরণ বাবুকে ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন।

১৮০৯ শকের সরস্বতী পূজায় পরিব্রাজকের বাঁকীপুরে গমন ও ধর্ম্ম-সভার উৎসব।

৺সরস্বতী পূজার সময় কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয় উপস্থিত থাকিয়া বাঁকীপুর আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার উৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। প্রথম দিন প্রাতঃকালে ৺বাগ্দেবীর পূজার পর পরিব্রাজক মহাশয়ের "বিদ্যারাধনা" বিষয়ে একটী ভাবময়ী বক্তৃতা হয়। বাগ্দেবীর কেন পূজা করি, কি অমূল্য সামগ্রী পাইবার জন্য মার কাছে বৎসরে বৎসরে প্রার্থনা করি, মা আমাদের কি দিলে আমরা কৃতার্থ হইতে পারিব, বক্তা এক একটী করিয়া অতি সরল প্রাঞ্জল এবং সুমিষ্ট ভাষায় তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেন। জানিনা তেমন করিয়া কেহ পূজা করে কিনা, তেমন ভাব ভক্তি মিশাইয়া, মন প্রাণ ঢালিয়া, আব্দারে আদুরে ছেলের মত সে অস্ফুট ভাষায় কেহ মাতৃপূজা করে কি না? তবে সেদিনকার বক্তৃতায় ইহা সকলেই বুঝিলেন যে, মার পূজা করিতে হইলে তেমনি গালপোরা বুকভরা মা নামেই ডাকিতে হইবে। বিস্তৃত উৎসব মণ্ডপের মধ্যে শ্রোতৃগণের স্থান সেদিন সংকুলান হয় নাই, অনেককে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিবার জন্য শ্রোতৃমণ্ডলী এতই উৎসুক হইয়া উঠিলেন যে, সম্পাদক সভার বার্ষিক

প্রথম বক্তৃতা "বিদ্যারাধনা"; দ্বিতীয় বক্তৃতা "সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম"; তৃতীয় বক্তৃতা "আশ্রম ধর্ম্ম"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবরণী পাঠ করিতে অবকাশ পাইলেন না। যথাবিধি স্তব স্তোত্র পাঠের পরই বক্তৃতা আরম্ভ করিতে হইল। সেদিনকার বক্তৃতা হিন্দী ভাষায় হইয়াছিল; বিষয় ছিল "সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম"। হিন্দী ভাষাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যে অত সুললিত এবং অত ভাব প্রকাশ করা যায়, তাহা কেহ কখনই ভাবেন নাই। সাধনা রাজ্যের গভীর গুহ্যতম কথা তিনি অতি সহজ কথায় সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি ইহাই বুঝাইলেন ভগবানের প্রেম-সমাধি-রাজ্যে জন্ম-মৃত্যু নাই, সেখানে পাপ-পুণ্য নাই, উচিত-অনুচিত নাই, ভূত-ভবিষ্যৎ নাই, কেবল এক রস নিত্যবিদ্যমান, অনন্ত সত্তার পরিব্যাপ্তি। আরও বুঝাইলেন তুমি তাঁহাকে দিবে বলিয়া পশুবলি দাও, নরবলি দাও, অথবা বনফুল দাও, যাহাই কিছু দাও না—সকলই তাঁহার চক্ষে এক; তুমি ভক্তিভাবে তাঁহার প্রসাদ খাইতেছ এই দৃঢ় জ্ঞানে যদি সুরা পান কর বা বিষ পান কর, তবে সুরা সুধা হইয়া যায়, বিষ অমৃত হইয়া যায়, পশুমাংস, নরমাংস ও পায়সান্ন এক হইয়া যায়।" কি জানি সে কোন্ দেশের ভাষায়, কি জানি সে কেমন এক ভঙ্গীতে বক্তা ভগবৎ রাজ্যের কত গুহ্য কথা বলিয়া ফেলিলেন, কত নূতন সংবাদ, কত নূতন তথ্য সেদিন শ্রোতৃবর্গ শ্রবণ করিয়া আপনাদের কর্ণকুহর পবিত্র করিলেন! কেমন যেন ভাবের তরঙ্গে ভাষা নাচিয়া নাচিয়া গ্রামে গ্রামে উঠিতে লাগিল। তখন প্রায় দুই প্রহর বেলা; সেই বিস্তীর্ণ উৎসব প্রাঙ্গণে সহস্রাধিক বালক, বৃদ্ধ, যুবক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নানা প্রকারের নানা রঙ্গের লোক নির্ব্বাক্, নিশ্চল হইয়া বক্তার ভক্তিপূর্ণ ভাবমাখা কথা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া গেল! সকলেরই চক্ষে অশ্রুবিন্দু, সকলেই যেন ভক্তিতে ডুবুডুবু! ধন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন! কি জানি তুমি কোন্ দেশের লোকের কাছে কি কথা শিখিয়া আসিয়াছিলে! সকলে ত সব কথা বুঝে না; কিন্তু তবু কেন জানি না সে কথা শুনিতে লোক পাগল হয়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই দিন সন্ধ্যার সময় পরিব্রাজকের আর একটী বক্তৃতা হয়; বক্তৃতার বিষয় "আশ্রম ধর্ম্ম"। বিহারী শ্রোতাগণের বিশেষ অনুরোধে এ বক্তৃতাও হিন্দী ভাষায় হইল। এই সুদীর্ঘ বক্তৃতায় সকলেই অনেক সাংসারিক কাজের কথা জানিতে পারিলেন। স্ত্রী কি, গৃহ কাহাকে বলে, বিবাহ কি পদ্ধতিতে হওয়া উচিত, বালককে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, স্ত্রী শিক্ষাই বা কি প্রণালীতে হওয়া সঙ্গত ইত্যাদি সংসার বিষয়ক অত্যাবশ্যক কথা এবং গৃহী কিরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ, সুযুক্তি ও সদ্দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি সকলকেই প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। অনন্তর সভা হইতে পরিব্রাজকের প্রণীত "হরের্নামৈব কেবলম্" ও "রামহৃদয়" নামক দুইখানি পুস্তিকা সকলকে বিতরণ করা হইল।

মুঙ্গের গমন, ধর্ম্মসভা ও সুঃ সঃ সভার উৎসব।

বাঁকীপুর হইতে, পরিব্রাজক মহাশয় মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার উৎসবোপলক্ষে সুনীতিসঞ্চারিণী সভার অধিবেশনের দিন তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শুভ সমাগমে সভার উৎসাহ যেন শতগুণ ফুটিয়া উঠিল। শ্রোতৃমণ্ডলীতে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পরিব্রাজক মহাশয় শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণাদি সহ হিন্দী ভাষায় সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া সকলকে ইহাই বুঝাইয়া দিলেন যে অধিকারানুরূপ শিক্ষা না পাইলে ও অধিকারী হইয়া শিক্ষালাভ না করিলে কেবল কলেজের পুস্তক পাঠের ন্যায় শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম বা তত্ত্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায় না। শাস্ত্রাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্রত, নিয়ম, তপস্যাদি না করিলে বিদ্যা নিষ্ফল হয়। ষষ্ঠদিন * প্রাতে সদালোচনী অধিবেশন কালে পরিব্রাজক মহাশয়

* ৫ই মাঘ হইতে ৯ই মাঘ পর্য্যন্ত কয়েক দিন মুঙ্গের আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার দ্বাদশ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। ১ম দিন পূজা পাঠ সঙ্কীর্ত্তন, ২য় দিন পণ্ডিত মণ্ডলীর সভাধিবেশন, শাস্ত্রার্থ বিচার ও পণ্ডিত বিদায়, ৩য় দিন পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাসজীর বক্তৃতা, ৪র্থ দিন সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন, ৫ম দিনে সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন, পরিব্রাজক মহাশয়ের আগমন ও বক্তৃতা আরম্ভ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গভাষায় সরস উপদেশ প্রদান করেন। যেমন পর্ব্বতভেদ করিয়া নির্ঝরিণী ফুটিয়া বাহির হয় তেমন তিনিও জ্ঞান কাণ্ডীয় কঠোর মনোনিগ্রহ প্রভৃতি তপশ্চর্য্যার ভিতর হইতে ধীরে ধীরে সরল ভাবে অমৃতময়ী ভক্তির স্রোত বাহির করিলেন, সেই প্রবাহ ধীরে ধীরে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়-গুহায় প্রবেশ করিলে সকলে যেন আচ্ছন্ন হইয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তখন দেখা গেল যেন গিরিভেদ করিয়া সকলের নয়ন ধারা প্রবাহিত হইতেছে। সদুপদেশ শ্রবণে সকলেরই মনঃপ্রাণ শীতল হইল। অপরাহ্ণে পরিব্রাজকের বক্তৃতা শুনিবার আগ্রহ নগরবাসিগণের অত্যন্ত প্রবল জানিয়া সম্পাদক মহাশয় স্বতন্ত্র একটী বিশাল বিস্তৃত গৃহে সভার অধিবেশন হইবার ব্যবস্থা করেন। সভার বার্ষিক বিবরণী পঠিত হইলে পর পরিব্রাজক মহাশয় মধুময়ী হিন্দী ভাষায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। ভবার্ণবের পারে যাইবার জন্য ভগবচ্চরণাম্বুজ রূপ নৌকা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিমার্গের সার কথা কি, এ সকল বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বক্তা পরিশেষে ইহাই বুঝাইয়া দিলেন যে গীতার অর্জ্জুনের ন্যায় তাঁহার শরণাগত হওয়াই তৎপদলাভের চরম ও সুগম সদুপায়। ইঁহার কৃপালাভ ভিন্ন জীবের নিস্তারের আর উপায় নাই। বক্তৃতায় যে প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিল, যে আবেগের তড়িৎ ছুটিল, যে ভাবের বাতাস বহিল, তাহা উপস্থিত সৌভাগ্যবান্ শ্রোতাগণই অনুভব করিয়াছিলেন, লিখিয়া তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। (জনৈক শ্রোতা, বাঁকীপুর)

কালনায় গমন, ধর্ম্ম সভার উৎসবে চারিটী বক্তৃতা প্রদান।

অতঃপর কুমার পরিব্রাজক মহোদয় কালনা আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার উৎসবোপলক্ষে তথায় গমন করেন। "ভক্তি ও জ্ঞান", "মুক্তি ও তাহার সাধন প্রণালী", "বাল্য বিবাহ ও সমাজ বন্ধন" এবং "ভগবৎ সাধন" বিষয়ে তাঁহার মধুময়ী বক্তৃতা শ্রবণে কালনাবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। সেই শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তা যখন সভাস্থলে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন, তখন যেন সেই উপদেশ রাশির মধ্য হইতে একটা জলন্ত তেজ বিনির্গত হইয়া শ্রোতৃহৃদয় নাচাইতে নাচাইতে পুলক পবনে নৈশ গগনে বিলীন হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে হরিধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল। তখন ভূতলে নভঃস্থলে সর্ব্বত্রই যেন হরি হরি ধ্বনি শুনা গিয়াছিল তখন যেন হরি নামরূপে অবতীর্ণ হইয়া সকলের প্রাণের উৎসব পূর্ণ করিয়াছিলেন।

শিরাজগঞ্জে গমন, ধর্ম্মসভার উৎসব, ধর্ম্মসভা গৃহে প্রবেশ।

বিগত বর্ষে কুমার পরিব্রাজক মহোদয় শিরাজগঞ্জ ধর্ম্মসভাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন; এবারও তাঁহাকে নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া সভার উৎসব সময়ে তথায় যাইতে হইল। সভাগৃহটী অতি সুন্দর ও সুগঠিত হইয়াছে, উহার নির্ম্মাণব্যয় চারি হাজার টাকার অধিক হইবে। সভা মন্দিরের ললাটদেশে পরিব্রাজক মহাশয়ের বিরচিত এই কবিতাটী চিত্রিত আছে—

"বাজ্‌লো হরি নামের ভেরী গগন ভেদী স্বরে।
আর্য্য ধর্ম্মের জয় পতাকা উড়িল অম্বরে॥
মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি ভবের গণ্ডগোল।
সবে ভক্তি ভরে উচ্চস্বরে বল হরিবোল॥"

উৎসবের প্রথম দিন প্রাতে সুবিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে পরিব্রাজকের "ধর্ম্মগৃহে প্রবেশ" বিষয়িণী উৎসাহ, উত্তেজনা ও অনুরাগ-মাখা অমৃতময়ী বক্তৃতা হয়। অপরাহ্ণেও আবার পরিব্রাজক মহোদয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে পরিব্রাজক মহোদয় আর একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া তৃতীয় দিন প্রাতে ৭।৮ দলে বিভক্ত হইয়া প্রায় দুই হাজার লোক সহ নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। এই সময়ে হরিনামের গগনভেদী রোলে শিরাজগঞ্জ টলমল করিয়া উঠিয়াছিল। গঞ্জের ভিতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার এই সময়ে সকলের অনুরোধে পরিব্রাজকের "শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা" বিষয়িণী একটী গভীর তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা হইয়াছিল। তৎপর পরিব্রাজক মহাশয় শিরাজগঞ্জ নিবাসিনী ভদ্র মহিলাবর্গের অনুরোধে আর একদিন একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন। পরিব্রাজকের মধুময়ী বক্তৃতা শুনিবার জন্য প্রত্যহ সভায় প্রায় চারি সহস্র লোক সাগ্রহচিত্তে উপস্থিত হইতেন। ১২।১৪ ক্রোশ দূর হইতে শত শত শুশ্রূষু ব্যক্তি যথা সময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া পরিব্রাজকের শ্রীমুখনিঃসৃত ব্যাখ্যামৃত পান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন ও নিজ জীবনকে ধন্য মনে করিতেন। যে সকল প্রাচীন ও প্রবীণ ব্যক্তি ১০।১২ বর্ষের মধ্যে নিজ গৃহের বাহিরে যান নাই, তাঁহারাও পরিব্রাজকের ভগবৎপ্রেমামৃত-মাখা কথা শুনিবার জন্য দূরাদ্দূরতর স্থান হইতে না আসিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই কয়েক দিনের উৎসবে শিরাজগঞ্জে যে আনন্দের রোল উঠিয়াছিল, লোকের চিত্তে যে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছিল এবং তাহাতে লোকের মনে যে প্রেমানন্দ ধারা বহিয়াছিল, তাহাতে যে শ্রোতৃমাত্রেরই হৃদয়ে স্বধর্ম্মানুরাগ জাগরিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

"শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা" ও "ভক্তিরস" বিষয়ক বক্তৃতা।

এই সময়ে শিরাজগঞ্জ প্রবাসী খ্যাতনামা ক্যাথ্‌বার্ট ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্ সাহেব (ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজন পাদরী) অত্যন্ত আগ্রহ যত্ন ও সৎকার পূর্ব্বক পরিব্রাজক মহাশয়কে নিজ কুঠীতে লইয়া যান; এবং সোৎসুকচিত্তে তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে অনেকক্ষণ সদালাপ করেন। তাঁহাদের পরস্পরের বার্ত্তালাপ ইংরাজীতে হইয়াছিল; পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহার মর্ম্মার্থ প্রকটিত হইল:—

কুমার ও ক্যাথবার্ট ম্যাকডোনেল্ সাহেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহেব প্রথমতঃ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক পরিব্রাজক মহাশয়কে উপযুক্ত আসনে বসাইয়া সদালাপ আরম্ভ করিলেন।

সাহেব—আপনার দর্শনে পরম সুখী হইলাম, আপনাকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, আশা করি আপনি তদুত্তর দানে আপনার মহামূল্য সময় কিঞ্চিৎ ব্যয় করিবেন।

পরিব্রাজক—পরমাহ্লাদ সহকারে আমি আপনার সহিত সদ্বার্ত্তালাপে প্রস্তুত।

সাহেব—আমাদের খৃষ্টীয় মিশনারীগণ যেমন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত (convert) করিয়া লয়েন, আপনারা সেইরূপ খৃষ্টীয়ান এবং মুসলমানদিগকে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন কিনা?

পরিব্রাজক—না, আমরা তাহা পারি না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের কোন এক বর্ণের কুলে যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই স্ব স্ব বর্ণোচিত সংস্কার ও ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এতচ্চতুরাশ্রমোচিত শাস্ত্রীয় দীক্ষা দ্বারা কল্যাণ পথ দেখাইয়া দেওয়াই হিন্দু শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। জন্মতঃ হিন্দু না হইলে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে না; তবে ভক্তিপূর্ব্বক "হরিনাম" গ্রহণ করিলে, "গঙ্গাস্নান" করিলে, "মোক্ষধাম কাশীতে" দেহত্যাগ করিলে সকল ধর্ম্মাবলম্বীই এমন কি কীট, পতঙ্গ, পশু আদিও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে, ইহা আর্য্য শাস্ত্রের মত।

সাহেব—খৃষ্টীয়ান মিশনরীগণ যেমন আপনার ধর্ম্মকে সত্য মনে করিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চাহেন, আপনারা সেরূপ চাহেন না কেন?

পরিব্রাজক—তাহাতে কোন ফল নাই বলিয়া। দলে আসিলে ও মত মানিলে জীবের মুক্তি হয় না। প্রকৃতিগত শুদ্ধি ব্যতীত জীবের মুক্তির উপায়ান্তর নাই। পবিত্র দেশে, পবিত্রকুলে, পবিত্র ক্রিয়া সংস্কারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্ম গ্রহণ করিলে পবিত্র দেহ ও অন্তঃকরণের পবিত্র প্রকৃতি লাভ হয়। শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রমোচিত সদাচার সম্পন্ন কুলে জন্ম গ্রহণ করিলে, তবে শাস্ত্রীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানে, উপাসনায় ও জ্ঞানলাভে অধিকারী হওয়া যায়। অনধিকারী ব্যক্তি কোন ক্রিয়া করিলে বা উপদেশ লইলে তাহার কোন ফল হয় না। এই জন্য আমরা দল বাড়াইতে বৃথা চেষ্টা না করিয়া জীবের প্রকৃত কল্যাণার্থ যত্ন করিয়া থাকি। তবে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ স্ব স্ব ধর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া কদাচার, কুব্যবহার বর্জ্জন পূর্ব্বক সদাচারী হ'ন ইহা আমরা বাঞ্ছা করিয়া থাকি। আর মনে করুন, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর কথা দূরে থাকুক, আপনি ত খৃষ্টীয়ান কুলে জন্মিয়াছেন, স্বধর্ম্মে দীক্ষিত ও (Baptised) হইয়াছেন। যদি আপনি ধূর্ত্ত, নষ্ট, পরস্বাপহারী, পরদারগামী হ'ন তবে কি আপনি মুক্তির আশা করেন?

সাহেব—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) না।

পরিব্রাজক—আর যদি ব্যাপ্‌টাইজ্‌ড্‌ না হইয়া, স্বধর্ম্মপথে থাকিয়া, পবিত্র অন্তঃকরণে ভগবানের উক্তি সাধন করেন, তবে কি বাইবেলের অনুমোদিত মুক্তি পাইবেন না?

সাহেব—অবশ্যই পাইব।

পরিব্রাজক—তবে ব্যাপ্‌টাইজ্‌ করিয়া দল বাড়াইবার প্রয়োজন কি?

সাহেব—(কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া) তবে আপনাদের হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের প্রয়োজন কি?

পরিব্রাজক—যেমন যে শিশু আদৌ জন্মে নাই ও যে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে, এই দুইজনের চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ চিকিৎসা তাহারই জন্য যে ব্যক্তি জীবিত কিন্তু দুর্ব্বল বা পীড়িত। সেইরূপ যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় সংস্কারে, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের অধিকারী কুলে জন্মে নাই এবং যে ব্যক্তি হিন্দুর জীবন সর্ব্বস্ব বর্ণাশ্রমোচিত সদাচার পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে ব্যক্তি ভগবানের কৃপাগুণে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুগ্রহ লাভ করে করুক, কিন্তু কোন মতেই হিন্দু ধর্ম্মের অধিকারী হইয়া হিন্দু বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। হিন্দু কুলে জন্মিয়া যাহারা জ্ঞানদুর্ব্বল, অথবা অশিক্ষা, কুশিক্ষা বা কুসংসর্গ জন্য শাস্ত্রীয় মার্গ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত, আমাদের আর্য্যধর্ম্মপ্রচার তাহাদেরই কল্যাণার্থ।

সাহেব—আমি এ বৎসর এ জেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি; প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি যে কিছুদিন পূর্ব্ব অপেক্ষা হিন্দুগণ আজকাল স্বধর্ম্মে অধিক আস্থাবান হইয়াছেন ও হইতেছেন। (এখানকার) গৃহটী যে বহু ব্যয় করিয়া পরিপাটী রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাও তাহার একটী নিদর্শন। কিছুদিন পূর্ব্বে অনেক লোককে আমি অধিক আমোদ প্রমোদাসক্ত দেখিতাম; আজকাল দেখিতে পাই তাহারা অনেক সময় ধর্ম্ম কথারই চর্চ্চা করে। আপনার বক্তৃতা শুনিবার জন্য যে সহস্র সহস্র লোক এখানে একত্রিত হইয়া থাকে, ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই। অনেকে বলে ইংরাজী শিক্ষাই হিন্দু ধর্ম্মের অধিক অনিষ্ট করিয়াছে। একথা কি সত্য? ইংরাজী শিক্ষা কি হিন্দু ধর্ম্মের হানির প্রধান কারণ?

পরিব্রাজক—প্রধান কারণ নহে, বহুবিধ কারণের মধ্যে ইহাও একটী কারণ বটে। (ক) সাধারণ লোকে স্বধর্ম্ম তত্ত্বের উপদেশ শুনিতে পায় না বলিয়া, (খ) আচার্য্যগণ সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন না বলিয়া, (গ) আলস্য, ঔদাস্য ও উপেক্ষা বশতঃ লোকে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না বলিয়া, এবং (ঘ) অতিরিক্ত বিষয়াসক্তি জন্য লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছে বলিয়া হিন্দু ধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা দৃষ্ট হইতেছে। একে লোকের শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি নাই; তাহাতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা আবার জড়তত্ত্বাদি শিক্ষা দিতেছে। যদি লোক সকল অনেক কাল হইতে হিন্দু ধর্ম্মনীতি পরায়ণ হইয়া শাস্ত্রীয় রীতিতে পূজাপাঠ ও ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে হিন্দুহৃদয় কিছুতে উচ্ছৃঙ্খল হয় না। ইংরাজী শিক্ষাতে এমন কোন তেজ নাই যে তাহা দ্বারা আর্য্য ধর্ম্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমৃতময়ী জীবনী শক্তি অভিভূত হইয়া যাইতে পারে। কর্ম্মানুষ্ঠানশীল হিন্দু সামান্য পাশ্চাত্য বায়ুতে টলিবার নহে।

সাহেব—আমি দেখিতেছি শিক্ষাভিমানী বঙ্গীয় যুবকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আর অধিকদিন টিকিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই অকাল মরণের হেতু কি?

পরিব্রাজক—ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বেচ্ছাচারিগণের, নিজবুদ্ধিসিদ্ধান্তবাদিগণের সখের ধর্ম্ম। উহার বাহিরের সাজ গোজ দেখিতে শুনিতে মন্দ নহে; কিন্তু উহার জীবন নাই, প্রাণ নাই, সিদ্ধ হইবার সাধন ক্রম নাই। আছে কেবল বাহিরের ঠাট। যেমন পটে অঙ্কিত বৃক্ষের তলে বসিলে সুশীতল ছায়া পাওয়া যায় না সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইলে ধর্ম্ম পিপাসুর তাপিতহৃদয় শীতল বা শান্তিযুক্ত হয় না। এইজন্য অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ও সাধনানুরাগী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সুচারু চরণ সেবন করিতেছেন।

সাহেব—আমি পুরাতন তত্ত্বের পক্ষপাতী। এইজন্য সকল লোককে স্ব স্ব পৈতৃক ধর্ম্মে অনুরক্ত দেখিলে বড়ই সুখী হই। ব্রাহ্মগণকে হিন্দু দিগের সহানুভূতি হারাইয়া সাহেব ও মুসলমানদিগের সহিত মিলিতে দেখিয়া, আমার অনেক সময় হাঁসি পায়।

পরিব্রাজক—হিন্দুগণও সেইরূপ হাস্য করেন।

সাহেব—আপনি খৃষ্টীয় মিশনারীগণকে কিরূপ মনে করেন?

পরিব্রাজক—মিশনারীগণের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত লোক আছেন। কোন কোন ব্যক্তিকে যেন বেশ ভদ্র বলিয়াও বোধ হয়।

সাহেব—রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে অনেক ত্যাগশীল ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি আছেন বটে; কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়িগণ মোটা মোটা বেতন পায়, স্ত্রী পুত্র কন্যাদি লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে উত্তম অট্টালিকায় বাস করে, রেলে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে গতায়াত করে—ইহাদিগের বৈরাগ্যের লেশ মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈরাগ্যহীন ধর্ম্মনিষ্ঠা আমার ভাল বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দু আচার্য্যগণ বড়ই ত্যাগশীল। ইঁহাদিগকে আদর্শ আচার্য্য বলা যায়। আপনার মতে কি মদ্যপান করা দোষ?

পরিব্রাজক—সম্পূর্ণ দোষ। মদ্যপান ধর্ম্ম কর্ম্মের বিশেষ বাধক। ইংলণ্ডের ডাক্তারগণ বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের ন্যায় শীতপ্রধান দেশেও মদ্যপানের আবশ্যকতা নাই; তবে উষ্ণপ্রধান ভারতবর্ষে উহার প্রয়োজন কি?

সাহেব—সত্যই বলিয়াছেন। কিন্তু আমার পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ আমি প্রত্যহ আমোদার্থ অল্প পরিমাণ মদ্যপান করিয়া থাকি। এ অভ্যাসটুকু ছাড়িয়া গেলে আমি আমাকে আরও সুখী মনে করিব। প্লেজিয়ার সাহেব মদ্য স্পর্শ করেন না; দেখিয়াছি তাঁহার শরীর বেশ আছে। এ দেশের ছোট লোকেরা মদের জ্বালায় গরীব হইয়া গেল। তাহাদের কষ্ট দেখিলে আমার বড় দুঃখ হয়।

পরিব্রাজক—গবর্ণমেণ্ট (মদের) খোলা ভাঁটি করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন।

সাহেব—আমিও গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের বিশেষ বিরোধী।

এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর সাহেব এলবাম্ হইতে নিজ পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনীর চিত্র পরিব্রাজককে দেখাইলেন। তৎপর সাহেব নিজ রমণীয় তরুকুঞ্জ বাটিকা দেখাইয়া বলিলেন যে, আপনি বর্ষে বর্ষে এক একবার এখানে আসিবেন; তাহাতে আমি পরম সুখী হইব; এবং লোক সকল নিতান্ত উপকৃত হইবে। আজ আপনার সদালাপে পরম আহ্লাদিত হইলাম। পরিব্রাজক মহাশয় বলিলেন, অবকাশ পাইলে অবশ্যই আসিবার চেষ্টা করিব। ভগবান আপনাকে কুশলে রক্ষা করুন, বিদায়।

শুভক্ষণে শিরাজগঞ্জ সভার উৎসব হইয়া গেল; ইহার ফলে দিগ্‌দিগন্ত হইতে সমাগত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ধর্ম্মোৎসাহের প্রবল অগ্নি জ্বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠিল। সকলেই স্ব স্ব গ্রামে পরিব্রাজক মহাশয়কে লইয়া গিয়া গ্রামবাসিগণকে তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনাইবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সময়াভাব বশতঃ পরিব্রাজক মহাশয় সকলের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু কয়েক স্থানের অপরিহার্য্য আগ্রহ ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি সেই সেই স্থানে গমন করিতে বাধ্য হইলেন।

বাগ্‌বাড়ী গমন "গৃহস্থের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা। নগর সঙ্কীর্ত্তন ও হরিসভা সংস্থাপন। সভা গৃহের শিলা পত্তন।

বাগ্‌বাড়ীর জমীদার শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু রায় মহাশয় কর্ত্তৃক নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া পরিব্রাজক মহাশয় শিরাজগঞ্জ হইতে চারি ক্রোশ দূরে, তথায় গমন করিলেন। রায় মহাশয়ের গৃহ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপের নিম্নে সভার অধিবেশন হইল। পরিব্রাজকের কথা শুনিবার জন্য সভা অতিশয় লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। গ্রাম যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিকের অন্তরালে ভদ্র কুলাঙ্গনাগণেরও স্থান হইয়াছিল। "গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি" এই বিষয়ে পরিব্রাজক একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। লোকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিল, ভক্তিরসে ডুবিল, কিছুক্ষণের জন্য যেন সকলে আনন্দধামের বিমল বায়ু সেবন করিল, সকলের তাপিত প্রাণ জুড়াইয়া গেল। তৎপরদিন প্রাতে গ্রামবাসিগণ পরিব্রাজক মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিলেন। বেলা ১০টার সময়, পরিব্রাজক মহাশয় অন্যত্র যাত্রা করিবেন, এমন সময় তিনি প্রস্তাব করিলেন বাগ্‌বাড়ীতে একটী ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইলে ভাল হয়। কয়েকজন জমীদার সেইখানে উপস্থিত ছিলেন, অন্যান্য ভদ্রমণ্ডলীও সেইখানে বিদ্যমান; তাঁহারা সকলে এ প্রস্তাব আনন্দ ও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সভা স্থাপনের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভগবৎকৃপায় বিদ্যুদ্বেগে সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ দেড় হাজার টাকার ব্যবস্থা হওয়াতে অমনি মহারোলে হরিসঙ্কীর্ত্তনের পবিত্র ধ্বনি উত্থিত হইল। গৃহ নির্ম্মাণের স্থান স্থির হইল; সকলের অনুরোধে বাধ্য হইয়া পরিব্রাজক মহোদয় স্বহস্তে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। তাঁহার সে সময়ের রসপূর্ণ অতিদীর্ঘ বক্তৃতায় সকলের অশ্রুধারা বহিতে লাগিল; ভগবন্নাম স্মরণের মন্দির এই প্রেমাশ্রুবিন্দুর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

খোকসাবাড়ী গমন হরিসভায় বক্তৃতা।

বেলা ১১টার পর পরিব্রাজক মহাশয় বাগ্‌বাড়ী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে খোকসাবাড়ী হরিসভায় গমন করিলেন। সেদিন মেঘ ও বৃষ্টি হওয়ায় সভাধিবেশনের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। শিরাজগঞ্জ সভার শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত রামরত্ন শিরোমণি মহাশয় এই সভার প্রতিষ্ঠাতা; তাঁহার সাধু যত্ন ও শিষ্টাচার অতি প্রশংসনীয় এবং তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যাও অতি উপাদেয়, এবং সেদিনকার সভায় তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া গেলে পরিব্রাজক মহাশয় "গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও সাধনধর্ম্মের পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ" তাহাই বিশদরূপে শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরদিন পরিব্রাজক মহাশয় পূর্ব্বাহ্ণে স্থানীয় সজ্জন ব্যক্তিবর্গের সহিত সদ্বার্ত্তালাপ করিয়া অপরাহ্ণে শিরাজগঞ্জে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং সভার অধ্যক্ষগণের সহিত একত্র হইয়া সভার গুরুতর দায়িত্ব রক্ষা সম্বন্ধে অনেক মন্ত্রণাদি করিলেন।

সয়দাবাদ হরিসভায় গমন।

পরদিন ভোজনান্তে পরিব্রাজক মহাশয় শিরাজগঞ্জ হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে সয়দাবাদ হরিসভায় গমন করেন। সভ্যগণ উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে সঙ্কীর্ত্তনের দলবল ও পতাকাদিসহ হরিগুণ গান করিতে করিতে পথে অগ্রসর হইয়া পরিব্রাজকের সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক তাঁহাকে সভায় আনয়ন করেন। দেখিতে দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে আগত শত শত নরনারীতে সভা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শিরোমণি মহাশয় কর্ত্তৃক ভাগবত ব্যাখ্যাত হইলে পর পরিব্রাজকের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। শ্রোতৃহৃদয় বক্তৃতার আবেগে স্তম্ভিত, বিগলিত ও ভগবৎপ্রেমাবেশে বিমোহিত হইল; শোকার্ত্তের হৃদয়ে শোকাবেগ তিরোহিত ও প্রেমের সুধা বৃষ্টি হইল, বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভা ভঙ্গের সময় সভ্যগণ নিম্নলিখিত গানটী গাইলেন।

("কীর্ত্তন ভাঙ্গা" সুর)

ভাস্‌লো হরিনামের তরী ভারত সাগরে।
বহিল প্রেমের লহরী, নীরস প্রান্তরে॥
(একবার) হরিবল, হৃদয় খুলে; (শমনের ভয় দূরে যাবে)
(যাঁর চরণ গুণে পাষাণ মানব) ভক্তিভরে, উচ্চৈঃস্বরে বল হরে হরে॥
(ভক্তের) অগ্রগণ্য, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন; (দেখ ভবের ভয় সব দূর করিতে)
(দেখ পাপ তাপ বিনাশিতে) বিলাইতে প্রেমামৃত ডাকিছে কাতরে॥
(প্রেমের) প্রবল জোয়ার, তাতে চাঁদের আলো;
(এই জলে সব মিশে যাওরে, শমন ভয় আর রবে না)
আর কি ঘুমায় ভারতবাসী বিষাদ অন্তরে॥

স্থল বসন্তপুরে গমন।

তৎপরদিন প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া পরিব্রাজক মহাশয় সয়দাবাদ হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থলবসন্তপুরে গমন করেন। তথাকার কৃতবিদ্য জমীদার শ্রীযুক্ত প্রাণচন্দ্র পাকড়াশী ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী পাকড়াশী মহাশয়দ্বয়ের আগ্রহে তথায় দুই দিন মহাসমারোহে সভার অধিবেশন হয়। ৫।৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম গ্রামান্তর হইতে শ্রোতাসমূহ সভায় আগমন করিয়াছিলেন। ভদ্র মহিলাদের বসিবার স্থানেরও সদ্ব্যবস্থা ছিল। প্রথমদিন সন্ধ্যার পর "শাস্ত্রাধিকার" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল, দ্বিতীয় দিন প্রাতে দুই তিনখানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হয়। পথিমধ্যে নহাটা গ্রামের জমীদার বাবুদিগের গৃহে পরিব্রাজক মহাশয় নাতিদীর্ঘ ভক্তিরসপূর্ণ একটী বক্তৃতা করেন। গ্রামস্থ স্ত্রী পুরুষদের গায়ে যেন স্বর্গীয় বাতাস লাগিল। সন্ধ্যার সময় স্থলের সভাগৃহে "উপাসনা" বিষয়িণী বক্তৃতা হয়; এই বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই প্রেমাশ্রুপাত করিয়াছিলেন, এবং সকলের হৃদয়ই ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। স্থলে একটী আর্য্যধর্ম্ম সভা ও সুনীতিসঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হইল। স্থলবাসিগণের মধ্যে কদাচার ও কদাহার প্রভৃতি উপদ্রব নাই বলিলেও চলে।

"শাস্ত্রাধিকার" ও "উপাসনা" সম্বন্ধে বক্তৃতা। নগর সঙ্কীর্ত্তন।

তৎপর দিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পরিব্রাজক মহোদয় স্থল হইতে ৪৷৷০ ক্রোশ দূরে জোঁকনালায় গমন করেন। তথাকার শিষ্টাচারী জমীদার মহাশয়ের উদ্যোগে ও আগ্রহে সভার অধিবেশন ও গ্রাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইল। ৪।৫ ক্রোশ ব্যাপী ৬।৭ খানি গ্রাম হইতে সভায় বহুতর শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। পরিব্রাজক "ধর্ম্মের মাধুরী" ব্যাখ্যা করিলেন। লোকমণ্ডলী আর্দ্র হৃদয়ে নির্ব্বাক হইয়া বক্তার গম্ভীর প্রেমরসপূর্ণ ব্যাখ্যান শ্রবণ করিলেন, সকলের হৃদয় যেন ভগবৎপ্রেমের সৌগন্ধ্যে আমোদিত হইয়া গেল। ভদ্র সমিতি ভক্তিসহ পরিব্রাজকের অভ্যর্থনার্থ একটী সুদীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন এবং জোঁকনালায় একটী সুনীতিসঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হয়।

জোঁকনালায় গমন। "ধর্ম্মের মাধুরী" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

পরিব্রাজক মহাশয় তৎপর দিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া জোঁকনালা হইতে ৪ ক্রোশ দূরে সাজাহাদপুরে গমন করেন। তথাকার সুযোগ্য মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ অনেকগুলি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির উদ্যোগে ও চেষ্টায় তথায় একটী মহাসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় "সাকারোপাসনা"

সাজাহাদপুরে গমন "সাকারোপাসনা" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতা শ্রবণে অনেকের বহুদিন-সঞ্চিত ভ্রমরাশি বিদূরিত হইল। তৎপরদিন প্রাতে ১০টা পর্য্যন্ত অনেক গুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি সমবেত হইয়া ধর্ম্মের অনেক গুহ্য প্রহেলিকা ভেদ করিবার জন্য প্রশ্ন করেন; পরিব্রাজক মহাশয়ও সকলকেই যথাশাস্ত্র যথোপযুক্ত সদুত্তর দান করিয়া সকলেরই চিত্ত-বিনোদন ও সংশয়রাশি ছেদ করিয়া দিলেন।

"সুনীতি সঞ্চারিণী" সভা স্থাপন।

সাজাহাদপুর উচ্চ শ্রেণী স্কুলের প্রধান ও দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়দের যত্নে তথায় একটী "সুনীতিসঞ্চারিণী" সভা স্থাপিত হইল।

পরিব্রাজক মহাশয় পরে সাজাহাদপুর হইতে আড়াই ক্রোশ দূরবর্ত্তী পৌরজনার ভদ্রমহোদয়গণ ও ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করিলেন। তথাকার সম্ভ্রান্ত জমীদার মহোদয়গণ ও অন্যান্য অনেক গুলি সুশিক্ষিত ভদ্রলোক বহু সংখ্যক ছাত্রসহ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে পরিব্রাজকের অভ্যর্থনার্থ প্রায় এক মাইল পথ অগ্রসর হইয়াছিলেন। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সকলে সুমধুর স্বরে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গাহিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিলেন।

পৌরজনায় গমন।

রাগিণী বসন্তবাহার, তাল আড়া।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ ব'লে ঝরে মোদের দু'নয়ন।
তুমি হে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত (এস) করি তোমায় আলিঙ্গন॥
মোদের এই দেহতরু, পাপ ফলে অতিগুরু
হরিনাম গুণগানে কুরু হে ভার বিমোচন॥
তুমি শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, শ্রীকৃষ্ণ তোমায় প্রসন্ন,
তোমায় হে'রে হ'ল ধন্য পৌরজনা গ্রামবাসিগণ॥

অপরাহ্ণে ছাত্রসমিতির বার্ষিক উৎসব হইল; স্তব ও রচনা পাঠাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে পর পরিব্রাজক মহাশয় একটী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিলেন।

"সৎসঙ্গ ও ভগবদ্ ভজনা" সম্বন্ধে বক্তৃতা, সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপন।

"সৎসঙ্গ ও ভগবদ্ ভজনা" দ্বারা জীব যে কি অমৃত রস পান করে, পরিব্রাজক মহোদয় সোৎসুক শ্রোতৃ-মণ্ডলীর হৃদয়ে তাহাই স্তরে স্তরে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক ভদ্র পুরুষ এবং চিকের অন্তরালে সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহিলাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। পরিব্রাজকের বাক্যামৃত পান করিয়া অনেকের তাপিত হৃদয় জুড়াইয়া গেল। তৎপর দিনও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পরিব্রাজক অনেকগুলি লোকের নানাবিধ জটিল সংশয়জড়িত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন। পোরজনাতে একটী সুনীতিসঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হইল।

বেলা ১২টার সময় তিনি তথা হইতে চৌদ্দ ক্রোশ দূরবর্ত্তী চাটমোহর

চাটমোহর হরিসভার উৎসবে গমন।

হরিসভার উৎসবে উপস্থিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। চাটমোহর হরিসভার উৎসব বড় ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উৎসবে পরিব্রাজক মহাশয়, পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী মহোদয় ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় উপস্থিত হইয়াছিলেন। একেবারে ত্রিপাদ যোগ। চাটমোহরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা ৩।৪ দিন মহানন্দ ভোগ করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সভায় বক্তৃতা হইত। সংকীর্ত্তনেরও যথেষ্ট সুব্যবস্থা ও আয়োজন করা হইয়াছিল; বক্তৃতায় ও সঙ্কীর্ত্তনের মহারোলে চাটমোহর গ্রাম যেন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সভার উদ্যোগী সভ্যগণও বড় ভক্তিমান এবং ধর্ম্মপরায়ণ। এখানকার স্কুলের হেড্ মাষ্টার ও সেকেণ্ড মাষ্টার মহোদয় দ্বয়ের প্রযত্নে বালকদিগের শিক্ষার্থ স্কুলগৃহে একদিন পরিব্রাজক ও বিদ্যার্ণব মহাশয় দ্বয় বক্তৃতা করেন, এতৎফলে তথায় একটী সুনীতিসঞ্চারিণী সভা সংস্থাপিত হয়। পরিব্রাজক মহাশয় চাটমোহর হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারিকুশীনিবাসী ভক্তিমান জমীদার মহোদয়গণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় গমন করেন; সেখানে তিনি একটী জ্ঞান ও ভক্তিগর্ভ ব্যাখ্যান করেন। তাঁহার সুমধুর বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিপুলানন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছিল। এইরূপে তিনি পাবনা জেলার বহুগ্রাম ও নগরে ধর্ম্ম শুশ্রূষুগণের আগ্রহে সনাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যান করিয়া পরে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন।

দ্বারিকুশী গমন ও তথায় বক্তৃতা।

কলিকাতায় আসিয়া পরিব্রাজক মহোদয় যাহা যাহা করিয়াছিলেন তাহা "দৈনিক" পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে:—

"পরিব্রাজক কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সংপ্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রথম দিনের বক্তৃতা হইয়াছিল কলুটোলা বৈদ্য সমাজ সংরক্ষিণী সভায়। এই বক্তৃতার কথা পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। প্রায় ৭।৮ শত লোক শ্রীযুক্ত মুরলীধর সেন মহাশয়ের বৃহৎ ভবনে সমাগত হইয়া স্থিরচিত্তে কুমারের মুখনিঃসৃত সেই অমৃতবাণী পরমানন্দে পান করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আগমন, বৈদ্য সমাজ সংরক্ষিণী সভায় বক্তৃতা, দৈনিকের মন্তব্য।

শুভক্ষণে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এই পুণ্যভূমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর্য্যভূমির আজ বড় দুর্দ্দিন, আর্য্য জাতির আজ বড় দুর্ভাগ্য। তাঁহাদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে। সর্ব্বস্ব যাক্, তাহাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু যাহা সর্ব্বস্বের শিরোমণি, অন্তরের অন্তস্তলে যে ধন লুকাইয়া রাখিয়াও মনের তৃপ্তি হয় না, আর্য্য জাতির সেই পরমধন লইয়া আজ টানাটানি পড়িয়াছে। আর্য্য সন্তানের স্বধর্ম্ম অপহৃত হইলে, এ জগতে তাহাদের আর অস্তিত্ব থাকিবে না; এই স্বধর্ম্ম কি, পরধর্ম্মের সহিত উহার সম্বন্ধ ও বিভেদ কি, কিরূপে স্বধর্ম্ম চিনিতে ও রক্ষা করিতে হয়, রক্ষা করিলে কি হয়, না করিলে কি অনিষ্ট হয়, এই সকল পরম তত্ত্বের কথা কুমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেদিন জ্বলন্ত ও তীব্র ভাষায় ভক্তজনের হৃদয় ভেদ করিয়া দিয়া, শিরায় শিরায় বিঁধিয়া বিঁধিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ সহ বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাই বলিতেছি, তাঁর জন্ম সফল, তাঁহার সাধুজীবন, তাঁহার ব্রত অতি মহান্।

উপরে বলিয়াছি ভারতের আজ বড়ই দুর্দ্দিন ; এমন দুর্দ্দিন বুঝি আর কখনও ঘটে নাই। এমন ধর্ম্মবিপ্লব বুঝি আর কখনও হয় নাই। যবন-ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বিজাতীয়-বিদেশীয়-ধর্ম্ম, আর যত উপধর্ম্ম, অপধর্ম্ম, বিধর্ম্ম সকলেই আপন আপন ক্ষুদ্র বৃহৎ অস্ত্র লইয়া প্রাচীন—অতি প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের সহিত হাতাহাতি করিবার জন্য "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া রণক্ষেত্রে রণবেশে আসিয়া দণ্ডায়মান। বক্তা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেদিন বড় হাসির কথাই বলিলেন। তিনি বলিলেন যে, যার যত বল আছে, যার যে অস্ত্র আছে, সে তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া কোমর বাঁধিয়া বুড়ার সহিত লড়াই করিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যার কিছু নাই, সেও যা হউক একটা লইয়া, যেমন ব্রাহ্ম ভায়ারা, নিদান একটা আলপিন লইয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সহিত তাল ঠুকিতে আসিয়াছে। ইহারা মনে করিয়াছে, শেষ দশায় বুড়ার বুঝি বল, বুদ্ধি, ভরসা সকলই গিয়াছে। অতএব ঘুষি মারিয়া ইহাকে ভারত ছাড়া করিয়া দিয়া আমরা সবাই জাঁকিয়া গোড়া গাড়িয়া বসিব। কিন্তু ইহারা জানে না যে প্রাচীন সনাতন ধর্ম্ম যদি একবার গা ঝাড়া দিয়া উঠে, আপনার আশ্রিত সন্তান গণকে রক্ষা করিবার জন্য যদি অঙ্গ সঞ্চালন করে, পার্শ্বপরিবর্ত্তনের প্রয়াস করে, তখন কত বীর মহাবীর, কত রথী, মহারথী, কত দিগ্বিজয়ী বসুধাবিজয়ী মহাপুরুষ, কোথায় হটিয়া যাইবে, কে কোথায় হোঁচট খাইয়া কাহার ঘাড়ে কে পড়িয়া মারা যাইবে, কে বলিতে পারে ?

কুমারের এ মহাবাক্য নিতান্ত ভবিষ্যৎবাণী নয় ; ভবিষ্যতের মহোৎসবের সূচনা বর্ত্তমানেই লক্ষিত হইতেছে—ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী ধর্ম্মের নামে জাগিয়া উঠিয়াছে, আর আমাদের বিশ্বাস স্বয়ং ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষা করিবার জন্য, স্বয়ং ভগবান্ এই পুণ্য ভূমির আর্য্য সন্তানগণের মুক্তি বিধানার্থ করুণাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছেন! তাহা না হইলে আর্য্য-সন্তান আজ স্বধর্ম্মতত্ত্ব শুনিবার জন্য এত লালায়িত হইত না; নহিলে এই নবীন বয়সে সংসার বাসনা পরিহার করিয়া ধর্ম্মপ্রচারক দেশে দেশে এই ভাবে ধর্ম্মের দুন্দুভিধ্বনি করিয়া বেড়াইতেন না। সেদিন হয় ত শীঘ্রই আসিবে যে দিন আর্য্যধর্ম্মের ভীতিশান্তিমিশ্রিত গভীর হুঙ্কার রবে, আর্য্যসন্তান বিপথ ছাড়িয়া সুপথে চলিবে, সনাতনের স্নিগ্ধ চরণ ছায়ায় আবার জড়সড় হইয়া আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সমগ্র ধর্ম্মজগৎ আবার আর্য্যধর্ম্মের বিজয়নিশানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চকিত, ভীত, স্তম্ভিত হইবে।

বাগ্মিপ্রবর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেদিন পূর্ণ দুইঘণ্টা কাল "স্বধর্ম্ম রক্ষা" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতায় তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা বলিতে হইবে। শ্রোতাকে হাঁসাইতে কাঁদাইতে তাঁহার সমান ক্ষমতা। তিনি কাঁদান, আপনি কাঁদিয়া—ভক্তির আবেগে। আর হাঁসান সেও সেই কান্নার রূপান্তরই বটে। হতভাগ্যদের দুর্গতি দেখিয়া হাঁসিও পায়, কান্নাও আসে। কুমারের বক্তৃতা হইতে এই হাঁসিকান্নাভাবের একটা চুটকি গল্প শুনুন। উপধর্ম্মের উপদেশে বাবুরা আজকাল পৈতা পোড়াইয়া ভগবান্ হইতে চান। ব্রাহ্মণের ছেলে, ব্রহ্মজ্ঞান হউক না হউক, পৈতা গাছটা ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হ'ন।* কুমার বলিলেন, তিনি যখন

* ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিত্রয়ের সন্ন্যাসে অধিকার আছে। তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইয়া সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইলে এই সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে নহে। সেইরূপ অধিকারী দ্বিজাতিবর্গের পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রে পরমহংসাশ্রম গ্রহণ কালে যথাশাস্ত্র আত্মশ্রাদ্ধাদি করিয়া সংসারের সমস্ত মায়া মমতা কাটাইয়া বিরজা হোমে (তন্ত্রমতে) পৈতা পোড়ানের ব্যবস্থা আছে বটে। ভগবৎকৃপায় তীব্র বৈরাগ্যের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত পৈতা পোড়াইতে (বৈদিক মতে ত্যাগ করিতে) নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ৺রামমোহন রায় ও আদি ব্রাহ্মসমাজ পৈতা ছেঁড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুঙ্গেরে থাকেন, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট একবার হুকুম দেন, সহরের সব কুকুর মারিয়া ফেলিতে হইবে। এমন হুকুম মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। এই হুকুমের পর পোষা কুকুর যাঁর যেখানে ছিল, সকলের গলায় ফিতা বা 'কলার' বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তাহা হইলে ঘাতক আর তাহাকে মারিবে না। কুকুর কিন্তু নির্ব্বোধ জাতি। কুমার দেখিলেন, মাঠের মধ্যে একটা পোষা কুকুর আপনার গলার ফিতাটী দুপায়ে ধরিয়া টানাটানি করিয়া ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছে। সে জানে না যে, মুদ্দাফরাস যম দণ্ডাঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করিবে। বাস্তবিক দণ্ডধারী একব্যক্তি সেই কুকুরের পশ্চাতে দণ্ডগাছটী লুকাইয়া অপেক্ষাও করিতেছিল; গলার ফিতা ছেঁড়া হইলেই কুকুরের মাথায় সে দণ্ডাঘাত করিবে। সদয় হৃদয় কুমারের প্রাণে ইহা সহ্য হইল না। তিনি হাততালির ইঙ্গিত করিবা মাত্র কুকুরটা পলাইয়া গেল, তাহার ফিতা ছেঁড়া হইল না, প্রাণটা বাঁচিয়া গেল।

অধুনা ব্রাহ্মণের ছেলেদের পৈতা ছেঁড়ার প্রয়াসটাও তদ্রূপ। তাঁহারা এমনি নির্ব্বোধ * * * জানে না যে আর্য্য ঋষিগণ যমদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য কত যত্নে ঐ যজ্ঞসূত্র গাছটী গলায় পরাইয়া দিয়াছেন। সে সূত্র ছিঁড়িয়া ফেলা সাধ করিয়া মাথা পাতিয়া যম-দণ্ডাঘাত গ্রহণ করা। হাত তালির ইঙ্গিত দ্বারা ইহাদিগকে কি একবার সতর্ক করা উচিত নয়? আর কোন্ কোন্ সূত্র তুমি এ সংসারে ছাড়িয়াছ ভাই, যে ঐ সূত্রটী ফেলিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছ? যজ্ঞসূত্র ফেলিবার জন্য এত ব্যস্ত, কিন্তু যজ্ঞ তুমি সাধন করিয়াছ কি? পৈতা ফেলিবার সময় আছে। যখন তোমার সাধন সিদ্ধ হইবে, নাম, উপাধি, জাতি পরিচয় যখন (প্রকৃতির নিয়মে) লোপ পাইবে, অমুক চক্রবর্ত্তীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন যখন থাকিবে না, তখন চাই ও পৈতাগাছটা জলে ফেলিয়া দিও বা আগুনে পোড়াইও, কেহ নিষেধ করিবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, বরং তখন তাহা হিন্দুশাস্ত্রমতে গৌরবের বিষয় হইবে, তুমি ত্যাগী বৈরাগ্যবান্ মহাপুরুষ বলিয়া সমাজ তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। তখনও তুমি গৃহে থাকিলেও সন্ন্যাসী। বিদেহী জনক রাজাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। অনধিকারে কোন কাজ করিলে, সর্ব্বসমাজই তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। তাই বলি ভাই আগেত অধিকারী হও।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সম্বন্ধে সেদিনকার বৈদ্য-সমাজে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়াই আমাদের আজিকার কথা শেষ করিব। কুমারের বক্তৃতা শেষ হইলে উক্ত বিদ্যারত্ন বলিলেন—'স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপাল নন্দন বেশে অর্জ্জুনকে বৎস করিয়া শ্রুতিরূপা গাভী হইতে জগতের হিতের নিমিত্ত গীতামৃত দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন, তেমনি বৈদ্যসন্তান শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ভবব্যাধিগ্রস্ত যে আমরা—আমাদিগের ভবরোগের চিকিৎসক বেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। যেমন রোগ, তিনি তাহার তেমনি মহৌষধ প্রয়োগ করিতেছেন, কিন্তু আমাদের কেবল ঔষধ সেবন করিলে চলিবে না। কবিরাজী ঔষধ খাইয়া ডাক্তারী-পথ্য খাইলে চলিবে না; পথ্যাদি আহার বিহারও কবিরাজী মতে হওয়া চাই।' আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এই সার কথার সমর্থন করি।"

শিবপুর ও শিমলায় বক্তৃতা।

বৈদ্য-সমাজে বক্তৃতা হইবার পূর্ব্বদিন পরিব্রাজক মহাশয় শিবপুর আর্য্য ধর্ম্মসভায় একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত ১২ নং শিমলা ষ্ট্রীটে শ্রীমান্ মাণিক গোস্বামীর ঠাকুর বাড়ীতেও ভক্তিমতী মহিলাবর্গের আগ্রহে তিনি আরও একটী ভক্তিরসপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। গৃহে লোক ধরিবে না বলিয়া এ বক্তৃতার প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই; কিন্তু তথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভ্রান্ত ও শ্রদ্ধালু ভক্তগণের সমাগমে গৃহ অত্যন্ত জনাকীর্ণ হইয়াছিল। যে সুধাধারা সেদিন প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার রসাস্বাদ শ্রোতৃগণ চিরদিন স্মরণ রাখিবেন।

এইরূপে কুমার পরিব্রাজকের অতুলনীয় প্রতিভাবার্ত্তা যখন বঙ্গের গৃহে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল সেই সময় হইতে কোন কোন অসূয়াপরায়ণ ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য ও পরিব্রাজকের কার্য্য ক্ষেত্রের হানি করিবার উদ্দেশ্যে বৃথা নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, যে ব্রাহ্মণগণের গৌরব বৃদ্ধির বাসনায় পরিব্রাজক মহাশয় প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই বংশধরগণ কর্ত্তৃক এই অসৎ কার্য্য প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। 'সোম প্রকাশের' সুযোগ্য সম্পাদক ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কুমার পরিব্রাজকের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত সদালাপে ও তাঁহার সারগর্ভ ব্যাখ্যান শ্রবণে এত প্রীতিলাভ করিতেন যে দুই তিনবার স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাঁহার ব্যাখ্যানার্থ সভার উদ্যোগ করিয়াছিলেন; এবং সোমপ্রকাশের সম্পাদকীয় স্তম্ভে কুমারের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার স্বর্গারোহণের পর সেই সোমপ্রকাশ অদূরদর্শী লেখকের হস্তে পড়িয়া নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং পরিব্রাজকের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা বিদ্বেষ মূলক কথা রটাইয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভ কলঙ্কিত করিয়াছিল। বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রে তাহা তীব্র ভাবে সমালোচিত হইয়াছিল এবং নানা স্থান হইতে বিভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক তাহার প্রতিবাদ বাহির হওয়ায় সম্পাদক মহাশয় শেষটা নিরস্ত হন।

অবিনাশচন্দ্রের মতি পরিবর্ত্তন।

এবার পূর্ব্ববঙ্গের প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া কুমার পরিব্রাজক কলিকাতায় আসিলে বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদেব দত্ত মহাশয় নিজ ভাগিনেয় শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্র মিত্রকে একদিন পরিব্রাজক মহাশয়ের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া যান। বালক অবিনাশচন্দ্র মিশনারীগণের প্রলোভনে পড়িয়া খৃষ্টান হইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল; অনেকে অনেকরূপ বুঝাইয়াও কেহই তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় নাই। অবশেষে উপায়ান্তর বিহীন হইয়া অবিনাশচন্দ্রের পিতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র মহাশয় বিপথগামী পুত্রকে সদুপদেশ দিবার জন্য পরিব্রাজক মহাশয়কে অনুরোধ করেন। অবিনাশচন্দ্র পরিব্রাজক মহাশয়ের উপদেশে নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেও কুসংস্কার বশতঃ স্বধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক প্রীতি তাহার তখনও উদয় হইল না। এই সংস্কারপরিবর্ত্তন সময়সাপেক্ষ জানিয়া পরিব্রাজক মহাশয় তাঁহাকে পবিত্র স্থানে থাকিয়া সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে অবিনাশের পিতা পুত্রকে পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত কাশী পাঠাইয়া দিলেন। অবিনাশ কুমার-পরিব্রাজকের সহিত কিছুদিন কাশীবাস করিবার পর তাঁহার কুশিক্ষাজনিত কুমতির পরিবর্ত্তন হয়। তখন অবিনাশ কলিকাতায় পিতার নিকট গিয়া সাধারণকে সাবধান করার জন্য 'ধর্ম্মপ্রচারকে' প্রকাশার্থ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আশাকরি এই নব যুবকের পত্রখানি পাঠে অনেকে সচেতন হইবেন।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"

আমি কায়স্থ সন্তান। বাল্যকালে আমার মাতৃবিয়োগ হয়; ঐ সময় হইতে সংসারে কেমন ঔদাস্য বোধ হইতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের চিন্তা ও দুঃখের চিন্তা আরও বাড়িতে লাগিল। আমি পিতার একমাত্র পুত্র; এইজন্য তিনি আমাকে তাঁহারই সহিত কর্ম্মস্থান কলিকাতায় রাখিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মপিপাসা থাকিলেও, হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে কিছুই শিক্ষা পাই নাই, অল্প বয়সে ধর্ম্মোপদেশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবশ্যকতাও বোধ করিতে পারি নাই। আমি প্রথমে মিশনারী বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করি, এখানে নিম্নশ্রেণী হইতেই খৃষ্টধর্ম্মানুকূল পুস্তকাদি পাঠ করিয়া আমার ক্রমশঃ খৃষ্টীয় ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শিক্ষার গুণে বাল্যকাল হইতেই আমার মনে এমন একটা সংস্কার জন্মিল যে, হিন্দুধর্ম্ম কুমতযুক্ত ও কেবল খৃষ্টধর্ম্মই পূর্ণ সত্যস্বরূপ। আমি একে অপ্রাপ্ত-মতি, তাহাতে ধর্ম্ম-বিষয় জানিবার জন্য ইচ্ছাও ছিল। সুতরাং অল্প বয়সেই খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের উপদেশে অভিভূত হইলাম ও স্থির করিলাম, হিন্দুধর্ম্ম কিছুই নহে, উহা অসভ্য অশিক্ষিতগণের ধর্ম্ম; খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ধর্ম্মের প্রকৃত পথ পাইয়াছি ভাবিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পূর্ণানন্দ উপভোগ করিবার বিলম্ব অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তখন আমি আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া পিতাকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া শত শত যোগী ঋষি মুনিগণের মান্য হিন্দুধর্ম্ম তুচ্ছ করিতে ও বিজাতীয় বিদেশীয় খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দিন স্থির করিলাম। অতঃপর পিতা আমার এ বিষম বিভ্রাট জ্ঞাত হইলেন, এবং সাতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়া আমার বহুকাল হইতে বদ্ধমূল এ ভ্রম অপনোদনের নিমিত্ত বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি আমাকে বুদ্ধিমান ও তর্কবুদ্ধিযুক্ত কত লোকের কাছেই বুঝাইবার জন্য লইয়া গেলেন; উঁহারা সকলে কত কথাই বুঝাইলেন, কিন্তু কাহারও উপদেশ আমার বদ্ধমূল সংস্কার দূর করিতে পারিল না। খৃষ্টান হইবার ঝোঁক আমার গেল না; তখন পিতার ও আত্মীয়গণের চিন্তা আরও বাড়িল। এমন সময় কি জানি কোন সুকৃতিতে ও জন্মজন্মান্তরের পুণ্য বলে কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় দেখা হইল। পিতা তাঁহার সহিত আমাকে ৺কাশীধামে পাঠাইয়া দিলেন। প্রায় মাসাধিক তৎসহ বাস করিলাম। এতদিনে বুঝিয়াছি যে পবিত্র স্থানে, সাধু মহাত্মাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত বাস করিলে তাঁহাদের প্রভাব অবশ্যই ব্যাপ্ত হয় ও অন্তঃকরণের মলিনতা ও সংশয় রাশি স্বতঃই তিরোহিত হইয়া পবিত্র ধর্ম্মভাব আবির্ভূত হয়। তাঁহার সারগর্ভ ও জ্ঞানোদ্দীপক নানা যুক্তিজালপূর্ণ উপদেশ পাইয়া আমি পূর্ব্বোক্ত ভ্রষ্টপথ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ জীউর অনুকম্পায় ও পরিব্রাজক মহাশয়ের উপদেশে, সনাতন হিন্দুধর্ম্মে আমার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে ও ঐ ধর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া স্বীয় জীবন যাপন করিতে বাসনা জাগিয়াছে। প্রকৃত কথা বলিতে কি, এ প্রকার দুর্লভ সঙ্গ পাওয়া এবং ধর্ম্ম বুঝিবার ইচ্ছা আমার হৃদ্গত থাকায় অল্পকাল মধ্যে যেন স্বর্গীয় কোন মহীয়সী শক্তি দ্বারা আমার এই প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। তাহা না হইলে আত্মীয় স্বজন ও স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া না জানি কতই পশ্চাত্তাপ করিতে হইত।

পরিব্রাজক মহাশয়ের মর্ম্মভেদী উপদেশে বুঝিয়াছি যে কেবল খৃষ্টধর্ম্ম নহে, অন্যান্য সমস্ত উপধর্ম্মই সূর্য্যালোকের নিকট দীপ শিখার ন্যায় আর্য্যধর্ম্মের নিকট নিষ্প্রভ; আরও বুঝিয়াছি যে, জাতীয় প্রকৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় প্রকৃতির আশ্রয় লইলে নির্ম্মল ধর্ম্মভাবের অভ্যুদয় হয় না এবং হিন্দুর ছেলেকে মুক্তির জন্য ব্রহ্মপদ লাভের জন্য স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে হয় না। ইহাও বুঝিয়াছি যে, অধিকারানুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন না করিলে প্রকৃতিশুদ্ধির উপায়ান্তর নাই। বলিতে কি, হিন্দুধর্ম্মে যেমন অতি নিকৃষ্টতম অধিকারী হইতে অত্যুচ্চ শ্রেণীর সাধকের উপযোগী নানাবিধ সাধন পন্থা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এমন আর কোথাও নাই। ধন্য ধর্ম্ম! আজ তোমারই কৃপায় আমি তোমার পবিত্র আশ্রয় পাইলাম। নতুবা আমাকে পরিণামে বড়ই পশ্চাত্তাপ করিতে হইত।

কুশিক্ষার বিষময় জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি সর্ব্বসমক্ষে জনসমাজকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত আমার উপরি উক্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হায়, আমি যে অমূল্য সময় খৃষ্টীয় ধর্ম্মালোচনায় ব্যয় করিয়াছি, তাহা হিন্দু গুরুর নিকট জ্ঞানোপার্জ্জনে ও শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যয় করিলে, বিঘ্ন বিপত্তি ব্যতীত ধর্ম্ম-জগতে আরও অনেক অগ্রসর হইতে পারিতাম। বাল্যকাল হইতে হিন্দু ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা না পাওয়ায় আমার ন্যায় কত শত যুবক হয়তঃ নিজের ও সমাজের বহুবিধ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। দুঃখের বিষয়, ইহাতেও সমাজসংস্কারক স্বদেশিগণ সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন না। পরিশেষে আমার সানুনয় প্রার্থনা, অপ্রাপ্তবুদ্ধি বালকগণ সর্ব্বতোভাবে উন্নত হইবার নিমিত্ত বিধর্ম্মী মিশনারীদের কুহকে না পড়িয়া হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুহৃদয় ব্যক্তিগণের শরণাগত হউন এবং যাহাতে শৈশব হইতেই সুনীতি সম্পন্ন ও সনাতন ধর্ম্মে অটল ভক্তিযুক্ত হইতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষা গ্রহণ করুন। অন্যথা আমার ন্যায় অনেকের মতিভ্রম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সাবধান! সাবধান!!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র।

পরে এই অবিনাশ মিত্র মহাশয় সুদীর্ঘকাল কাশী ও দেড়াদুনের কালেক্টরী অফিসের হেড্ ক্লার্ক রূপে কার্য্য করিয়া শেষ জীবনে পেন্সন নিয়া কাশীবাস করতঃ কাশীতেই নশ্বরদেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার বার্ষিক সম্মিলনী বা মহামহোৎসব প্রতি বর্ষের বৈশাখ মাসেই অনুষ্ঠিত হইত। এবারও তদনুসারে ১০ই বৈশাখ হইবে দিন স্থির হইয়াছিল এবং সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দেশে বিদেশে ও সজ্জনবর্গের নিকট স্থানে স্থানে আমন্ত্রণ পত্রও প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু দৈবের ব্যবস্থায় এই উৎসবের সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন হইতে প্রতি বর্ষে কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে সুসম্পন্ন হইবে অবধারিত হইল। এই সঙ্গে সঙ্গে 'ধর্ম্মপ্রচারকের' প্রকাশকাল এবং আকৃতিরও পরিবর্ত্তন

শকাব্দা ১৮১০, বৈশাখ (ইং ১৮৮৮)। ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার বার্ষিক উৎসবের কাল পরিবর্ত্তন। পরিব্রাজকের বঙ্গে পুনরাগমন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল। তদনন্তর পরিব্রাজক মহাশয় পুনরায় ধর্ম্ম প্রচারার্থ বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। তিনি রামপুরহাট হরিসভা ও সুনীতিসঞ্চারিণী সভার উৎসবকালে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথম দিন "প্রকৃতিশুদ্ধি" ও দ্বিতীয় দিন "বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই সাধন ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি" এই দুইটী বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এমন হৃদয়মনঃপাবনী বক্তৃতা যাঁহারা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃতই নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে প্রেমাশ্রুধারায় তাঁহাদের পুঞ্জ পুঞ্জ মলিনতারাশি বিধৌত হইয়া গিয়াছিল, এবং শাস্ত্রে অটল নিষ্ঠা উৎপন্ন হওয়ায় ভবিষ্যৎ সাধনোপযোগী জীবনের বীজ রোপিত হইয়াছিল। কলিকাতা, বহরমপুর, কাঁদি, আমাদপুর, গণপুর, নলহাটী ও নারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানীয় সভার প্রতিনিধিগণ এই উৎসবোপলক্ষে বক্তৃতাসভায় উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে কুমার পরিব্রাজক বীরভূম (সিউরী) ধর্ম্মসভার উৎসবোপলক্ষে শিউরী গমন করেন। তথায় উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন তাঁহার মধুময়ী বক্তৃতা শ্রবণে লোকের হৃদয় মন পবিত্র হইল, যেন মরুভূমিতে বর্ষার ধারা বহিয়া গেল। শেষদিন সন্ধ্যার পর মহোৎসাহে নগর সঙ্কীর্ত্তন এবং শ্রোতৃবর্গকে ধর্ম্মার্থপূর্ণ পুস্তক বিতরণ করা হইয়াছিল। তথা হইতে ১৪ই বৈশাখ বুধবার প্রাতে ৮টার সময় কুমার পরিব্রাজক বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পদার্পণ করেন। তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য বালক, বৃদ্ধ, যুবা মিলিত হইয়া ভগবন্নামাঙ্কিত ধ্বজা পতাকা হস্তে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে "হরিবল, হরিবল" ধ্বনি করতঃ এক অতি বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়াছিল। এই নগরীতে এরূপ দৃশ্য এই প্রথম। সুতরাং দর্শকগণ সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর দুর্য্যোগ হওয়াতে সভাস্থলে পরিব্রাজক মহাশয় অনতিদীর্ঘ একটী বক্তৃতা

রামপুরহাট হরিসভা ও সুনীতিসঞ্চারিণী সভার উৎসব "প্রকৃতি শুদ্ধি" ও "বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই সাধন ধর্ম্মের ভিত্তি ভূমি" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। তাঁহার বক্তৃতার এমনি মোহিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী শক্তি, যে বক্তৃতার সময় বৃষ্টিপাত হইলেও যে সকল শ্রোতা অনাচ্ছাদিত স্থানে বসিয়াছিলেন, তাঁহারাও অনন্যমনে ও নিষ্পন্দভাবে তাঁহার উপদেশ-সুধা পান করিয়াছিলেন, কেহই স্বস্থান পরিত্যাগ করেন নাই। ১৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার বক্তৃতা স্থানে বঙ্গবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল মহোদয় বক্তৃতা সূচনা করিলে, কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার ধর্ম্মাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী মহোদয় হিন্দী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সমবেত শ্রোতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

"উপাসনার আবশ্যকতা কি" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১৬ই বৈশাখ শুক্রবার সন্ধ্যার সময় হরিনাম সভার অনুরোধ ক্রমে কুমার পরিব্রাজক মহোদয় "উপাসনার আবশ্যকতা কি" এই বিষয়ে গভীর ভাবপূর্ণ একটী মনোহারিণী বক্তৃতা করেন। পরিব্রাজক মহোদয়ের বক্তৃতার বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক; যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তাঁহার বক্তৃতাতে কি হৃদয়াকর্ষিণী শক্তি আছে। তবে এখানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, শেষ দিনের বক্তৃতা শুনিয়া নিতান্ত পাষণ্ড পর্য্যন্ত বিগলিতাশ্রু হইয়াছিল; জগাই মাধাইয়ের ন্যায় যেন অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া গত জীবনের পাপরাশি বিধৌত করিয়া লইতেছিল।

আর্য্যশাস্ত্র একস্থানে বলিয়াছেন :—

"অতিপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়েন্নিমিষমচ্যুতম্।
ভূয়স্তপস্বী ভবতি পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনঃ"॥

"অত্যন্ত পাপাসক্ত ব্যক্তি যদি নিমেষ মাত্রও ভগবানের ধ্যান করে তাহা হইলে সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া তপস্বী বলিয়া পরিগণিত হয়।"

গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৯ম অঃ।৩০ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৯ম অঃ।৩১ ॥

ইহা দ্বারা বুঝা গেল অতি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যচিত্তে ভগবানের ভজনা করিলে সে ভক্তও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তাহারও সদ্গতি হয়। ইহাই হইল ভগবৎ-স্মরণের ফল।

১৭ই শনিবার প্রাতে কুমার পরিব্রাজক মহোদয়কে মধ্যে রাখিয়া ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় জজকোর্টের উকীল বাবু বিপিনবিহারী আঢ্য, বি. এ., বি. এল. মহাশয় সঙ্কীর্ত্তন সজ্জার ফটোগ্রাফ নিয়াছিলেন।

১৮১০ শকাব্দা, আষাঢ় (ইং ১৮৮৮, জুলাই) হাজিপুর ধর্ম্মসভার উৎসবে বক্তৃতা।

অনন্তর পরিব্রাজক মহাশয় কাশী প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে আষাঢ় মাসে কাশীতে সভার কার্য্যালয়ের সুব্যবস্থা করিয়া কুমার পরিব্রাজক দিগ্‌দিগন্তে ধর্ম্ম প্রচারার্থ যাত্রা করিলেন। প্রথমে হাজিপুর ধর্ম্মসভার উৎসবোপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। তাঁহার অমৃতময়ী বক্তৃতা শুনিবার জন্য তথাকার সভামণ্ডপ লোকে লোকাকীর্ণ হইত। মতিহারী, বাঁকীপুর, দানাপুর, নয়াগাঁও, মজঃফরপুর আদি স্থান হইতে অনেক ভদ্রলোক ও জমীদারগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সাগ্রহচিত্তে সেখানে আসিয়াছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয় প্রথম দিন "সনাতন ধর্ম্ম কি?" ও দ্বিতীয় দিন "ভক্তিতত্ত্ব" ব্যাখ্যা করেন। অধিকাংশ শ্রোতাই হিন্দুস্থানী। সুতরাং বক্তৃতা হিন্দী ভাষাতেই হইয়াছিল। প্রথম দিনের বক্তৃতায় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মস্তিষ্কই বিলোড়িত ও দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় আবাল বৃদ্ধ সকলের হৃদয়ই প্রেমে দ্রবীভূত হইয়াছিল। হাজিপুরে এমন হৃদয়গ্রাহিণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তৃতা এই প্রথম হইল। ইহাতে অনেক লোকের চক্ষু ফুটিল ও মনের অন্ধকার ঘুচিল ; অনেকের হৃদয়ে উৎসাহ বাড়িল ও প্রেম উথলিয়া উঠিল।

বাঁকীপুরে আগমন ও সদ্বার্ত্তালাপ।

৮ই আষাঢ় বাঁকীপুর আর্য্যধর্ম্মসভার সভ্য সজ্জনগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পরিব্রাজক বাঁকীপুরে অবস্থিতি করেন, এবং সভ্যগণের নানা কঠিন সংশয়জাল ছেদ করিয়া তাঁহাদের সহিত সদ্বার্ত্তালাপে সেদিন অতিবাহিত করেন। অনন্তর তিনি বীরভূম মহম্মদবাজার হরিসভার উৎসব উপলক্ষে

বীরভূম মহম্মদবাজারে গমন।

সেখানে গমন করেন। তাঁহার শুভ সমাগমে তথায় যেন একটী যুগপ্রলয় হইয়া গেল। তাঁহার মুখে সদুপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ দূর ও নিকটবর্ত্তী দশ বার খানি গ্রামের লোকের সমাগম হইত। সহস্র সহস্র শ্রোতৃসমাগমে সভা যেন একটা মেলার মত বোধ হইতেছিল। বক্তা

"কর্ম্ম", "উপাসনা" ও "কৃষ্ণলীলা" সম্বন্ধে তিনটা বক্তৃতা।

প্রথম দিন "কর্ম্ম" দ্বিতীয় দিন "উপাসনা" ও তৃতীয় দিন "কৃষ্ণলীলার" গুহ্যলীলা ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার উপদেশে অনেকের কুবুদ্ধির জড়তা কাটিয়া গেল, অনেকের প্রাণে প্রেমের ছায়া পড়িল, অনেকের গোঁড়ামি ভাঙ্গিল এবং অনেকের সাধন মার্গের পথ পরিষ্কার হইল।

১৮১০ শকাব্দা, আষাঢ় (ইং ১৮৮৮, জুলাই) ময়মনসিংহ যাত্রা।

অনন্তর পরিব্রাজক মহোদয় ময়মনসিংহ হিন্দুধর্ম্মজ্ঞানপ্রচারিণী সভার বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। এতদুপলক্ষে তথায়

হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞান প্রচারিণী সভার বিশেষ অধিবেশন।

৺রক্ষাকালীর পূজা হইয়াছিল। ১৮ই আষাঢ় রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পরিব্রাজক

রক্ষাকালীপূজা।

"আবাহন ও বিসর্জ্জন" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

মহাশয়ের "আবাহন ও বিসর্জ্জন" বিষয়ক বক্তৃতা হয়। সেইদিন সভাস্থলে ময়মনসিংহ জেলার যাবতীয় জমীদার ও মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। যদিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তৃতার সময় মধ্যে বৃষ্টি হইয়া একটু অসুবিধা হইয়াছিল, তথাপি শ্রোতৃগণের এমন আগ্রহ যে সকলেই নিশ্চল ও নির্ব্বাক্ হইয়া বক্তার মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী পান করিয়াছিলেন। কোন্ শক্তির আরাধনা করিলে এই জড়বৎ সমাজে জীবন সঞ্চারিত হইতে পারে—আমরা আমাদের আমিত্ব পাইতে পারি, কোন্ উন্মাদিনী মহাশক্তির পদতলে পড়িয়া থাকিলে আমাদের সকল কলুষরাশি বিধৌত হইয়া যায়, তাহা বক্তা হৃদয়ভেদী ভাষায় শ্রোতৃগণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে প্রতিমা বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা হইল; সকলেই সমবেত হইয়া ব্রহ্মপুত্র তীরে যাইতে লাগিলেন। পথে বেশ বৃষ্টি আরম্ভ হইল; কিন্তু কি জানি কি শক্তির আকর্ষণে তথাকার যাবতীয় গুণী মানী ও অগ্রগণ্য ব্যক্তিগণ, যাঁহারা কখনও পদব্রজে গমন করেন কিনা সন্দেহ, অনায়াসে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে যাইতে লাগিলেন। তৎপর দিন সন্ধ্যার সময় "উপাসনা ও উপাসক সম্প্রদায়" বিষয়িণী

"উপাসনা ও উপাসক সম্প্রদায়" সম্বন্ধে (২ দিন) বক্তৃতা

বক্তৃতা আরম্ভ হয়; এই বিষয় ব্যাখ্যা করিতে বক্তার দুই দিন লাগিয়াছিল। পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতাতে যেন সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই সুমধুর ভাষা, অপূর্ব্ব ভাবসমাবেশের মাধুর্য্য যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন, ইহা ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। বিস্তৃত সভার প্রাঙ্গণে প্রায় তিন সহস্র লোক বৃষ্টির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আর্দ্র-বস্ত্রে অনিমেষ-নয়নে তিনঘণ্টা কাল বক্তার মুখের দিকে তাকাইয়া স্থির ভাবে বসিয়া সেই অমূল্য ব্যাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই দুই দিনের বক্তৃতায় যে সকল অত্যাবশ্যক বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত এবং তাঁহাদের জীবনের গন্তব্য পথ জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮১০ শকাব্দা (ইং ১৮৮৮) আষাঢ় মাস।
ঢাকায় ধর্ম্মের মহান্দোলন।

অতঃপর কুমার পরিব্রাজক মহোদয় ঢাকা নগরীতে গিয়া সনাতন ধর্ম্মের বিজয়নিনাদে লোক সকলের অন্তঃকরণে যে ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার বিকাশ করিয়া দিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অভূতপূর্ব্ব। পাঠকগণের বিদিতার্থ আমরা স্বয়ং কিছু মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া স্থানীয় সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ', 'সারস্বত পত্র' 'গরীব' ও 'গৌরব' হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

('ঢাকা প্রকাশ' হইতে উদ্ধৃত)

আর্য্যধর্ম্মের অপচয় দেখিয়া প্রকৃত ধর্ম্মাবলম্বীর হৃদয়ে আঘাত না লাগিয়া পারে না; তাই এখন কতিপয় প্রতিচিকীর্ষু ব্যক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে। আমরা এই প্রতিচিকীর্ষু ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়কে একজন অগ্রণী বলিয়া মনে করি। খৃষ্টান ও উপখৃষ্টানগণের ধর্ম্মপ্রচার প্রণালীতে এদেশের যে অনিষ্ট ঘটিতেছিল, একতরফা উপদেশ লাভ করিয়া তরলমতি বালকদিগের যে সর্ব্বনাশ ঘটিতেছিল, তাহা নিবারণের জন্য এই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়কে প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী দেখিতেছি। ক্রিয়ার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া না হইলে কাজ দেখে না,—হোমিওপ্যাথিকের মতে 'বিষস্য বিষমৌষধম্' না করিলে বিষ নষ্ট হয় না। যেরূপ প্রচার কার্য্য হইতে আর্য্যধর্ম্মের অপচয় হইতেছিল, সেইরূপ প্রচার কার্য্য ভিন্ন আর্য্য ধর্ম্মের স্থায়িত্ব কঠিন হইয়াছিল;—এই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সর্ব্বাগ্রে ইহা উপলব্ধি করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। শুধু প্রবিষ্ট নয়, তিনি প্রাণের সহিত এ জন্য খাটিতেছেন। বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, নিজ গৃহ সম্পত্তি ছাড়িয়া, বিবাহের প্রবৃত্তি দমন ও সকল প্রকার বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করতঃ তিনি দেশে দেশে পর্য্যটন পূর্ব্বক আর্য্যধর্ম্মের গৌরব প্রচার করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার উৎসাহ ও উত্তেজনায় আরও কতিপয় মহাত্মা এই মহাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন ; ইঁহাদের দ্বারাও আর্য্যধর্ম্মের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। বিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলির প্রভাব ইঁহাদের দ্বারা বিশেষ মন্দীভূত হইতেছে। আমরা, সমগ্র ভারতবর্ষ, সমগ্র মানব সমাজ ইঁহাদের উপদেশে উপকৃত হইতেছি ও হইতেছে। আর্য্য সমাজ এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ করিতেছে।

ভারতের নানা দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক স্থানে স্থানে উপযুক্ত প্রতিনিধি ও ধর্ম্ম সমাজ গঠন পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এখন ঢাকায় উপস্থিত। গত বৃহস্পতিবার—"অচেতন ভারতের চেতনা সঞ্চার" ও গতকল্য "আর্য্যশাস্ত্র" বিষয়ে তাঁহার দুইটী বক্তৃতা হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে ঢাকার অধিকাংশ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাশ্রবণে শ্রোতৃবর্গ এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, সেরূপ ইতঃপূর্ব্বে আর পরিলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ সর্ব্বজনমনোহর ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা আর কাহারও মুখে আমাদের শুনা ঘটে নাই ; এরূপ ভাবুকতাপূর্ণ, প্রতিভার পরিচায়ক, প্রাঞ্জল, সুস্পষ্ট, আবেগময়ী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বক্তৃতা, যেন আমাদের কাণে এই প্রথম প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ অবিশ্রান্ত অনর্গল বক্তৃতা আমরা এই প্রথম শুনিলাম।

'ঢাকা প্রকাশ' আবার লিখিয়াছেন ঃ—

শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় ২২এ আষাঢ় হইতে গত পরশ্ব পর্য্যন্ত ছয়টী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। আমরা গতবারেই তাঁহার বক্তৃত্বের পরিচয় দিয়াছি। গতবারেই বলিয়াছি, তাঁহার নিকট যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বক্তৃতা শুনিয়াছি এমন আর কাহারও নিকট শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে সকল বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন উহার কতকাংশ—ঐ সকল বিষয়ের মূল, শাখা প্রশাখা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তকাল ও অনন্ত জগদ্ব্যাপী। উহা রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতির ন্যায় লোক চক্ষুর অন্তর্ভূত বলিয়াই শুধু গৃহীত নহে। তাই বক্তাকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ও অনন্তকালের দিকে দৃষ্টি করিয়া বিষয় সমূহের পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিয়া বক্তৃতা করিতে হয়। তাই আমরা এ সকল বিষয়ক বক্তৃতাকে অধিক গুরু মনে করি। অথচ বক্তা সেই গুরুতর বিষয়ের বক্তৃতায় স্বীয় প্রতিভার এত পরিচয় দিয়াছেন, যাহা অসাধারণ বলিতে হইবে। বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, তাঁহার সর্ব্ববাদী সম্মত প্রশংসাও কম লোকের প্রতি বর্ষিত হইতে দেখিয়াছি। তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যত লোকের সমাগম হইয়াছে, ব্যক্তি বিশেষের বক্তৃতা শুনিতে এত লোক আর কখনও দেখি নাই। প্রথম দুইদিন বোধ হয় হাজারের অধিক লোক হয় নাই। কিন্তু শেষের কয়দিন তিন্ চারি হাজার করিয়া লোক হইয়াছিল। আমরা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ধর্ম্মে অবিশ্বাসী কতিপয় শিক্ষিত লোকের নিতান্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহার উপরে আর চাই কি ?

সারস্বত পত্রের মন্তব্য ঃ—

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সপ্তম ঘটিকার সময় রাজাবাবুর বাড়ীতে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক "অচেতন ভারতের চেতনা সঞ্চার" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। সভাস্থলে বিস্তর লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার যুক্তি, রসভাব, কল্পনা ও বিষয় সঙ্গতি সমস্তই অতি উপাদেয় হইয়াছিল। ফলতঃ পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতাশক্তি অতি মনোহারিণী। তিনি দুইঘণ্টা কাল সরল অথচ সাধু ও মধুর ভাষায় গঙ্গার স্রোতের ন্যায় অনর্গল নিজ বক্তব্য বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়াছিলেন। দুই চারি কথায় সেই বক্তৃতার বস্তু নির্দ্দেশ করা সম্ভাবিত নহে। সেরূপ করিলে, তাদৃশ বক্তৃতার অসম্মানই করা হইবে। এই নিমিত্তই আমরা সে সংকল্প হইতে বিরত হইলাম।

২৬ (ক)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতায় ঢাকাস্থ নির্জীব হিন্দু সমাজের হৃদয় উত্তেজিত হইয়াছে। নির্জীব সমাজে সময়ে সময়ে এইরূপ উত্তেজনা প্রয়োজন ; সে প্রয়োজন সাধন করাই বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যবসায়ী প্রচারকের দ্বারা কখনও সে প্রয়োজন, সে কর্ত্তব্য সাধিত হইবার নহে। কুমার পরিব্রাজক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বিষয়বিরাগী। চিরকালই এইরূপ বিষয়বিরক্ত ও নিঃস্বার্থ মহাপুরুষগণ দ্বারাই ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত হইয়া থাকে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ব্যবসায়ী প্রচারক নহেন, সর্ব্বভূতে সম্প্রীতি ও সহানুভূতি বিতরণের জন্য দারপরিগ্রহ করেন নাই ; সুতরাং ঈদৃশ ভোগসুখ বিরত নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক দ্বারা যে হিন্দু সমাজের অভীপ্সিত কল্যাণ লাভ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

(২) আমরা পূর্ব্বেও অনেকবার বলিয়াছি, আবার এখনও সেই কথাই বলিতেছি যে, হিন্দু সমাজ ব্যবসাদার ধার্ম্মিক বা প্রচারকের দ্বারা পুনরুত্তেজিত ও পুনঃ সংস্কৃত হইবার নহে। ধর্ম্মপ্রচারকের প্রকৃত সাধক হওয়া চাই, প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া চাই, এবং যশঃ, মান ও স্বার্থ ত্যাগ করা চাই। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের এই গুণগুলি সমস্তই আছে ; এই জন্যই আমাদের আশা হইতেছে এতদিনে রুগ্ন হিন্দু সমাজে প্রকৃত ঔষধ দানের সুব্যবস্থা চলিতে পারিবে।

(৩) পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের আর একটী গুণ আছে। ইনি এরূপ বিশুদ্ধ ভাবে পরমত খণ্ডন করেন যে, উহাতে বিধর্ম্মীদিগের ক্রোধের উদয় হয় না, বরং তাহার যুক্তির দৃঢ়তা অনুভব করিয়া স্বাবলম্বিত ভ্রান্ত মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। তুমি যদি অন্য মতাবলম্বীকে স্বস্তিবাচনেই ঘৃণা করিয়া এমন কি তাঁহাদের চৌদ্দপুরুষের উদ্ধার করিয়া তোমার বক্তব্য আরম্ভ কর, তবে তোমার কথায় তাঁহাদের ক্রোধ না হইয়া আস্থা হইবে কেন ? ফল কথা, এই গলাবাজি ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গালিবাজি আজকাল কলিকাতায় অনেক ধর্ম্মপ্রচারকের প্রধান লক্ষণ। সে লক্ষণে অলক্ষণ ভিন্ন সুলক্ষণ নাই। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সে বিষয়ে বিলক্ষণ সতর্ক। সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের প্রকৃত উপকার সাধনে ইঁহার প্রকৃতই অধিকার ও উপযোগিতা আছে, সন্দেহ নাই।

সারস্বতপত্র আবার লিখিয়াছেন ঃ—

(৪) পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন গত সপ্তাহে এখানে চারিটী বক্তৃতা করিয়াছেন। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ আমরা উপস্থিত হইয়া দুইটী বক্তৃতা শুনিতে পারি নাই। "আর্য্যশাস্ত্র" ও "আশ্রম-ধর্ম্ম" এই দুইটী বক্তৃতা আদ্যোপান্ত শুনিয়াছি। প্রত্যেক বক্তৃতা স্থলেই তিন চারি সহস্র লোক উপস্থিত। কিন্তু এরূপ জনতা মধ্যেও সভাভূমি নীরব ও নিস্তব্ধ। গ্রীষ্মের ন্যায় একান্ত অসহ্য যন্ত্রণায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শ্রোতৃবর্গ চিত্রার্পিতের ন্যায় একান্ত হৃদয়ে বক্তার প্রসন্ন ও মধুর মুখমণ্ডলের প্রতি তাকাইয়া রহিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচারকদের উপস্থানে এ দৃশ্য আমরা আর কখনও দেখি নাই। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মানসিক ভাবের উৎকর্ষ, তদীয় বহিরাকারে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয় দর্পণে স্ফুরিত ও প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। এ দৃশ্য অতি রমণীয়। হিন্দু সমাজ বোধ হয় বহুদিনের পর ঈদৃশ পরিব্রাজক সাধুহৃদয় ধর্ম্ম ব্যাখ্যাতার শুভ দর্শন পাইয়া প্রকৃতই কৃতকৃত্য ও চরিতার্থ হইয়াছেন। না হইলে কেবল শিষ্টাচারের অনুরোধে এরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও আসক্তি ঘটিতে পারে না।

(৫) একবার পূজ্যপাদ ধর্ম্মবীর শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ধর্ম্মান্তর-ভ্রান্ত ভারতের নির্জ্জীব মুখমণ্ডলে এইরূপ আশাপ্রদায়িনী সঞ্জীবনী রেখা লক্ষিত হইয়াছিল। ভারত যখন বৌদ্ধময়, সে সময় ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে সেই ধর্ম্মবীর পরিব্রাজক উত্থিত হইয়া কুমারিকা হইতে হিমালয় ও সিন্ধু হইতে চট্টল সীমার শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু ধর্ম্মের—সনাতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর্য্য ধর্ম্মের জয় পতাকা পুনরুড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। তদবধি প্রবল বৌদ্ধধর্ম্ম এই আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে আশ্রয় লইয়া আছে। আমাদের বোধ হয় ভগবানের অনুগ্রহে পুনরায় সেইদিন সমাগত হইয়াছে। মিশর দেশীয় পীরামিডের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের যে সার অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিনাশ্য—সে সার কীটদষ্ট হইয়া কোন সময় ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, ইহা কখনও সম্ভাবিত নহে। তাই আজি সেই আর্য্যধর্ম্মে দুর্ব্যাখ্যার বিমোচন ও সাধু ব্যাখ্যার প্রসারের নিমিত্ত ঈদৃশ পরিব্রাজকের অভ্যুদয়।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এই দুইদিনের বক্তৃতায় অনেকগুলি গুরুতর রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, বেদের অপৌরুষেয়তা, যজ্ঞোপবীতের আবশ্যকতা, দেহান্তরিত আত্মা, প্রেত ও মুক্তাত্মা ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য, অতিগুহ্য উপাদেয় তত্ত্বের সমীচীন বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বিচিকিৎসাকুল আর্য্য-যুবকদিগের হৃদয়ে এক যুগান্তরীণ ভাবের আবির্ভাব করিয়া দিয়াছেন। এই সকল গুরুতর তত্ত্বের মীমাংসা সময়ে তাঁহাকে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিতে হইয়াছিল। বলাবাহুল্য যে, তিনি সে সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ সর্ব্বসাধারণের মুখেই পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তিত হইতেছে। আজকাল ঢাকা নগরে ধর্ম্ম সংক্রান্ত কথারই একান্ত আন্দোলন; কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা গুলিই ঐ আন্দোলনের মূল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এরূপ আন্দোলন নির্জ্জীব হিন্দু সমাজের কল্যাণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক।

গৌরব লিখিয়াছিলেন:—

বিধর্ম্মীদিগের কৌশলে এবং বিজাতীয় শিক্ষার মহিমায় চিরন্তন আর্য্য সমাজ নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। যে বালক নিজের কিছু শিখে নাই, সে বিজাতীয় উপদেশে ও বিজাতীয় ভাষা সমূহ লাভ করিয়া আপনাকে বিজাতীয় পক্ষপাতী করিতেছিল; আপনি ঘরের ছেলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া পর সাজিতেছিল। পিতৃলোকেরা সন্তানের উপর যে আশা ভরসা রাখিতেন, স্নেহের সন্তানগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সেই পিতৃপুরুষদিগকে নরকে ফেলিতে ছিল। ভারতকে ঘোরতর ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বিজাতীয় হিতার্থে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছিল। এই সময় কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন আপনার ধন সম্পত্তি, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্য্যধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার উৎসাহ ও উপদেশে আরও কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার ন্যায় ব্রতে ব্রতী হইলেন। ইঁহারাও ধর্ম্মানভিজ্ঞ লোক সমূহকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইঁহাদের উপদেশে উন্মার্গ-প্রস্থিত বিস্তর লোক স্বধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন ও একটী ধর্ম্মধ্বজীদল ভাঙ্গিয়া চুরমার্ হইয়াছে। ইঁহাদের দ্বারা আর্য্যধর্ম্মের কত উপকার হইয়াছে, তাহা বলিয়া উঠা কঠিন ; যাহা প্রত্যক্ষ ঘটে, তাহা দেখান যায় বটে, কিন্তু যাহা হৃদয়ে কাজ করে, তাহা দেখাইবার উপায় নাই ; না থাকিলেও সেই হৃদয়ের কার্য্য অনেকটা দেখান যাইতে পারে। কুমার পরিব্রাজকমহোদয়ই এই প্রচার কার্য্যের সর্ব্বপ্রথম উদ্যোক্তা এবং অগ্রণী ছিলেন।

গরীব লিখিয়াছিলেন ঃ—

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক আর্য্যধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে ঢাকাতে আগমন করিয়াছেন। প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক পরম আগ্রহের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইতেছেন। এবং শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছেন। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতাস্থলে আমরা উপস্থিত ছিলাম। বক্তৃতার বিষয় ছিল "আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র"। বক্তা প্রথমতঃ আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বেদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তৎপর, স্মৃতি, দর্শন ও পুরাণের মহিমা বর্ণন করেন, শ্রুতির অপৌরুষেয়ত্ব অতি প্রাঞ্জলরূপে বুঝাইয়া দেন। ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং জীব এই তিনের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। সাংখ্যদর্শনের সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"* কথা ধরিয়া যাহারা না বুঝিয়া কপিলকে নাস্তিক বলেন তাঁহাদের ভ্রান্তি বুঝাইয়া দেন। পরিব্রাজক মহাশয় বক্তৃতার সঙ্গে একটু কথকতার ভাজ দিয়া আপামর সাধারণের পক্ষে বক্তৃতাগুলি বড় উপাদেয় করিয়া তুলিতেছেন, ভগবান্ তাঁহার সাধু ইচ্ছা সফল করুন। আর্য্যভূমে ধর্ম্মের মহিমা পুনর্ব্বার বিকীর্ণ হউক।

গরীব আবার লিখিতেছেনঃ—

তিনমাস পূর্ব্বে যে দিন দৈবদুর্ঘটনাতে ঢাকা ছিন্ন ভিন্ন উচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, সেই রাত্রিতে ঢাকাতে এক জনতা দেখিয়াছি। আর কল্য রাত্রিতে আর এক জনতা দেখিয়া আসিয়াছি। সে রাত্রির সে জনতা, শোকময়, দুখময়, হৃদয়বিদারক। কল্য রাত্রির এ জনতা আনন্দময়, উৎসাহময় এবং প্রাণারাম। সে রাত্রিতে শুনিয়াছিলাম ব্যথিতের আর্ত্তনাদ, পীড়িতের ক্রন্দন, দুঃখীর চীৎকার, কল্য রাত্রিতে শুনিয়া আসিয়াছি, উৎসাহের কল্লোল, সুখের উচ্ছ্বাস এবং আনন্দের জয়ধ্বনি। দেখিয়া স্বতঃই মনে উদয় হইল কে তিনি, যিনি সে দিন সে দুঃখ আনয়ন করিয়াছিলেন? আর কে ইনি, যিনি কল্য এ সুখ উপস্থিত করিয়াছেন? কে যেন তখন বলিয়াছিল, চিননা মনুষ্য! তিনি ইনি এক। যিনি তোমায় সেদিন দুঃখে ক্রন্দন করাইয়াছিলেন, শোকে মুহ্যমান করাইয়াছিলেন, তিনিই কল্য তোমাকে আনন্দে প্রমত্ত করিয়াছেন, উৎসাহে নৃত্য করাইয়াছেন, সুখে চঞ্চল করাইয়াছেন। একদিন যিনি ঘোর উচ্ছৃঙ্খল বাত্যা আনয়ন করিয়া কম্পিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তিনিই কল্য সুধীর শান্তির পবন প্রবাহিত করিয়া তোমাকে আশ্বস্ত করিয়াছেন।

কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের ধর্ম্মময় বক্তৃতায় লোকের মন ত

---

* "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্রটী সাংখ্যদর্শনের। গৌতমের নহে। বোধহয় ছাপিতে ভুল হইয়াছে। ধঃ সঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামান্য কথা, এই কয়দিনের মধ্যে ঢাকার আবহাওয়াও বুঝি বদলাইয়া গিয়াছে। কি এক মোহিনী শক্তি যেন ঢাকাতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। অর্থ যাঁহার প্রাণ, স্বার্থ যাঁহার মন্ত্র, এমন যে বিষয়ী, তিনিও আজ যেন কি এক মহাতৃষ্ণা তৃপ্তি করিবার জন্য বিষয় ফেলিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছেন। কি এক মহাশক্তি যেন বিষয় ও বিলাসের অঙ্ক হইতে সকলকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিতেছে। এ নেশা পাছে ছুটিয়া যায়, এ তৃষ্ণা পাছে মিলাইয়া পড়ে, সেই ভয়ে ঢাকাবাসী কল্য সকলে সমবেত হইয়া একটী উপায় উদ্ভাবন করিতে গিয়াছিলেন। স্থানীয় হিন্দু সভার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এই মহাজনতা সংঘটিত হইয়াছিল। উদ্দেশ্য—স্থানীয় হিন্দু সভার উন্নতি সাধন করা, বিধিব্যবস্থা গঠিত করিয়া সভার সংস্কার করা, এবং কার্য্য নির্ব্বাহক ইত্যাদি নিযুক্ত করা।

প্রথমতঃ কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মঞ্চে আরোহণ করিলেন। গিরি যেমন অন্তরের অগ্নি অন্তরে ধারণ করিতে না পারিয়া সে অগ্নি বদন পথে উদ্গীরণ করিয়া শান্ত হয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নও তেমনি হৃদয়ের সে চিরপোষিত দীপ্তবহ্নি বদনপথে নিঃসৃত করিতে লাগিলেন। সে বাণী তেজোময়ী, কিন্তু গর্ব্বময়ী নহে, উন্মাদকারী, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল নহে, জ্বলন্ত কিন্তু শীতলতা শূন্য নহে। সে দীনতায় উদ্ধত দমিয়া পড়িল, সে বিনয়ে দুর্দ্দান্ত গলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সহস্র সহস্র চক্ষে জল আসিল, বক্তার গলা ধরিয়া গেল। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন।

"বঙ্গবাসীতে" লিখিত হইয়াছিল ঃ—

কিছুদিন পূর্ব্বে টর্ণেডো বা প্রবল ঝড়ে যেমন ঢাকায় একটী যুগ প্রলয় হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শুভাগমে আর একবার আর একরূপ প্রলয়ঝড় বহিয়া গেল। পূর্ব্বের ঝড়ে অগ্নিবৃষ্টি হইয়াছিল। এ ঝড়ে অমৃত বৃষ্টি হইয়া গেল। ধর্ম্মোৎসাহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢাকানগরী টলমল করিয়া উঠিয়াছে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা পরিব্রাজকের মধুমাখা তীব্র তেজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া ধর্ম্মভাবে ও প্রেমের আবেশে মাতিয়া উঠিয়াছে। স্বধর্ম্মের জয়ধ্বনিতে জাতীয় উৎসাহে ও ভক্তির আবেগে ঢাকা আর কখনও এমন নাচিয়া উঠে নাই। সকল শুশ্রূষু শ্রোতা প্রায় চারি সহস্রেরও অধিক সাগ্রহচিত্তে উপস্থিত থাকিতেন। পরিব্রাজক ক্রমান্বয়ে "অচেতন ভারতে চেতনার সঞ্চার" "আর্য্যশাস্ত্র" "মূর্ত্তিপূজা", "পথহারা পথিক", "যাহা চাই তাহা কিরূপে পাই", "উপাসক সম্প্রদায়" আদি অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়া ঢাকানগরীতে বিদ্যুদ্বেগ সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। এমন শিক্ষিত লোক ঢাকায় ছিলেন না, যিনি কুমারের বক্তৃতা শুনিতে না আসিয়া গৃহে থাকিতে পারিয়াছেন। বক্তৃতায় কত নাস্তিকের মন টলিয়াছে, কত বিধর্ম্মীর মন ফিরিয়াছে কত সাধু ভক্তের প্রাণ কাঁদিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়

পরিব্রাজকের প্রচার।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মুক্তাগাছায় গমন, ৫।৬ দিনব্যাপী ধর্ম্মব্যাখ্যা—শকাব্দা—১৮১০। ইং ১৮৮৮।

পরিব্রাজক ঢাকা হইতে পুনর্ব্বার ময়মনসিংহে গমন করেন; তথাকার সভায় তিনি একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেকগুলি জটিল সংশয়ের মূলোচ্ছেদ করিয়া ধার্ম্মিক শ্রোতৃবর্গের যথেষ্ট আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মুক্তাগাছার ধর্ম্মিষ্ঠ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে মুক্তাগাছায় সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। মুক্তাগাছায় পরিব্রাজক মহাশয় ৫।৬ দিন থাকিয়া নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। সেখানে সকলের মনে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা করিয়া আবার তিনি ঢাকায় ফিরিয়া আসেন। ঢাকায় প্রত্যাগত হইয়া তিনি তথায় আরও দুইটী বক্তৃতা করেন। টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ী, নোয়াখালি, সুসঙ্গ, বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ, বরিশাল ও অন্যান্য অনেক স্থানে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য অনেক পত্র, টেলিগ্রাম ও স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর শিক্ষিত প্রতিনিধিবর্গ ঢাকায় সমাগত হইয়াছিলেন কিন্তু পরিব্রাজক মহাশয়ের অবকাশ না হওয়ায় তিনি এ সকল স্থানে যাইতে পারেন নাই।

রাজসাহী কাশিমপুরে গমন।

পূর্ব্ব স্বীকৃত্যনুরূপ পরিব্রাজক মহাশয় ঢাকা হইতে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত কাশিমপুরে শ্রীযুক্ত কুমার কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "দয়াময়ী পাঠ মন্দিরের" বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে উপস্থিত হন। তথায় তিনি দুইদিন ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গের উৎসাহ ও প্রীতি সমুৎপাদন করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়াগাঁও আগমন দুইদিন বক্তৃতা ও নগরসঙ্কীর্ত্তন।

নয়াগাঁর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ ও পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুদের নিতান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া পরিব্রাজক মহাশয় তথায় গমন করেন। তথায় দুইদিন বক্তৃতা ও নগরসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। দুবলহাটীর মহারাজা ও বলিহারের মহারাজা পরিব্রাজককে স্ব স্ব ভবনে লইয়া যাইবার জন্য এইখানে বাহন ও প্রতিনিধি পাঠাইয়া ছিলেন; কিন্তু অনবকাশ নিবন্ধন পরিব্রাজক মহাশয় তাঁহাদের সাধু অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হ'ন।

বগুড়ায় গমন ও বিপুল ধর্ম্মান্দোলন।

নওগাঁও হইতে পরিব্রাজক মহাশয় বগুড়ায় গমন করেন। তথাকার শিক্ষিতভদ্র মাত্রেই প্রায় স্বধর্ম্ম পরায়ণ। স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট আস্থা এবং ধর্ম্মকথা শ্রবণে তাঁহাদের আগ্রহও অত্যধিক। পরিব্রাজক মহাশয় বগুড়ায় ক্রমান্বয়ে ছয়টী বক্তৃতা করেন। যেখানেই বক্তৃতা হইত, সেইখানেই এতলোক সমবেত হইত যে সকলের স্থান সংকুলন হইত না; সাহেব ও মুসলমানগণও আগ্রহপূর্ব্বক সভায় আসিতেন এবং ৫।৬ ক্রোশ দূর হইতে ধর্ম্মোৎসাহী সজ্জনগণ বক্তৃতা শুনিতে সমাগত হইতেন। কয়েকদিন ধর্ম্মান্দোলনে ও ভগবদ্ভক্তিরসে বগুড়া টলমল করিয়া উঠিয়াছিল। শেরপুর প্রভৃতি স্থান হইতে সাগ্রহে আহূত হইয়াও পরিব্রাজক মহাশয় অনবকাশ বশতঃ সে সকল স্থানে যাইতে পারেন নাই।

কাকিনায় গমন ও তথায় ছয়টী বক্তৃতা।

বগুড়া হইতে পরিব্রাজক মহাশয় কাকিনায় সমাগত হ'ন। এই সময়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় বিলমাড়ীয়ায় বৈদিকতত্ত্ব ও শ্রীমদ্ভাগবতীয় উপদেশ রাশির ব্যাখ্যা দ্বারা লোকমণ্ডলীকে পরমাপ্যায়িত করতঃ পরিব্রাজকের সহিত সম্মিলিত হইয়া কাকিনায় উপস্থিত হ'ন। কাকিনায় ধর্ম্মাচার্য্য সামাধ্যায়ী মহাশয় একটী ও পরিব্রাজক মহাশয় ছয়টী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাগুলি শুনিয়া এখানে লোকের ধর্ম্মরে প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেরূপ আগ্রহ ও উন্মত্ততা জন্মিয়াছিল, তাহা স্থানীয় পত্র "রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশের" চারিস্তম্ভে সম্পাদক বর্ণনা করিয়াছেন। সে সমস্ত এখানে উদ্ধৃত করার সুবিধা না হইলেও এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কয়দিন ভগবদ্ভক্তিরস তরঙ্গে কাকিনা ডুবুডুবু হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় প্রতি সভাতেই উপস্থিত থাকিতেন; তিনি অনেকদিন হইতে ব্রাহ্মসমাজের সংসর্গে কিছু বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেইভাবের বশীভূত হইয়াই সামাধ্যায়ী মহাশয়ের বক্তৃতার ও পরিব্রাজকের "মূর্ত্তিপূজা" বিষয়িণী বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয় এই দুইটী প্রতিবাদেরই যথোচিত উত্তর দিয়া ধর্ম্মশুশ্রূষু শ্রোতৃমাত্রেরই আনন্দোৎপাদন করেন। প্রতিবাদের পর রাজা বাহাদুর প্রত্যহই পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত সদ্বার্ত্তালাপ করিতে আসিতেন ও উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মালাপে বড়ই তৃপ্তি প্রকাশ করিতেন। অতঃপর তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভক্তিপূর্ব্বক সাকার উপাসনা করিলেও অবশ্যই জীব মুক্তিলাভ করে; তিনি ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, গুরু ব্যতীত জীবগণ সাধন রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মা পিতৃগণ চন্দ্রলোকে প্রবেশ করেন ও অধিকারানুরূপ সাধনা না করিলে, সকলেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের যোগ্য হইতে পারে না। আরও আহ্লাদের বিষয়, তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ কুমার মহেন্দ্র রঞ্জন রায় চৌধুরী পরিব্রাজক মহাশয়ের সংসর্গে কয়েক দিনে প্রবুদ্ধ হইয়া স্বধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার উৎসাহে ও শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মোহন রায় মহোদয় ও শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ মজুমদার আদি সজ্জনগণের যত্নে কাকিনায় একটী "আর্য্যধর্ম্মরক্ষিণী" সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাকিনার রাজা কর্ত্তৃক বক্তৃতার প্রতিবাদ ও তাহার উত্তর। কাকিনার আঃ ধঃ রঃ সভাসংস্থাপন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রঙ্গপুর ধর্ম্মসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পরিব্রাজক কাকিনা হইতে রঙ্গপুরে আসিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তথাকার কয়েকজন কৃতবিদ্য রাজকর্ম্মচারীও তথায় সমাগত হইলেন। দুইদিন পরে রাজকুমারও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সামাধ্যায়ী মহাশয় ইতঃপূর্ব্বেই এখানে আসিয়াছিলেন। এদিকে ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়ও ধুবরী আদি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া রঙ্গপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উৎসব সভা লোকে লোকারণ্য। সামাধ্যায়ী মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও বেদগান লোকের মন বিমোহিত করিয়াছিল; গোস্বামী মহাশয়ের ভক্তিপূর্ণ ব্রজলীলায় সুন্দর ব্যাখ্যায় লোকের চিত্ত ভগবচ্চরণপদ্মে সমাকৃষ্ট এবং পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতায় লোকের অন্তঃকরণ ভাবাবেশে উত্তেজিত ও উন্মাদিত হইয়াছিল। সভার উৎসব হইয়া গেলেও ধাপে, কাকিনা রাজার কুঠীতে ও ইঞ্জিনিয়ার আশুতোষ বাবুর বাসাতে আরও কয়েকটী বক্তৃতা হয়। রঙ্গপুরে এই আন্দোলনের আবেগে ও উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতায় অনেকের চিত্ত স্বধর্ম্মপথে আকৃষ্ট ও আরূঢ় হইয়াছে। সামাধ্যায়ী মহাশয় এখানে আরও কয়েকদিন থাকিয়া কয়েকজন কৃতবিদ্যকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন।

রঙ্গপুরে ধর্ম্মান্দোলন পরিব্রাজক, মদনগোপাল গোস্বামী ও সামাধ্যায়ীর আগমন।

ধর্ম্মোৎসাহী মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের একান্ত অনুরোধে পরিব্রাজক ও গোস্বামী মহাশয় নাটোর গমন করেন। তথায় তিন দিন থাকিয়া প্রত্যেকে দুইটী করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং নাটোরবাসিগণ ইহাতে উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। মহারাজার নিতান্ত আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও বক্তা দুইজন আর অধিক দিন নাটোরে থাকিতে পারেন নাই।

নাটোরে পরিব্রাজক মহাশয় ও মদনগোপাল গোস্বামীর আগমন ও তথায় বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতঃপর পরিব্রাজক মহাশয় ৺কাশীধামে প্রত্যাগমন করেন।

পাকুড় হইতে কাশী প্রত্যাবর্ত্তন।

আসিবার সময়ে পথে তিনি পাকুড়ে নামিয়া তথায় রাণীমাতার ও রাজকুমারগণের অনুরোধে দুইদিন দুইটী বক্তৃতা করেন।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার উৎসব। ১৮১০ শঃ, অগ্রহায়ণ। ইং নভেম্বর ১৮৮৮

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই কাশীতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার উৎসব আরম্ভ হইল। এতদুপলক্ষে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ও শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী এই কয়জন বক্তা উপস্থিত ছিলেন। অনেক সভার প্রতিনিধি ও সম্ভ্রান্ত দর্শকগণ ও বিদেশ হইতে আসিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। উৎসবের কয়দিন হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব; ভক্ত, জ্ঞানী, সাধু, ফকীর, ভোগী, বিরাগী, ধনী, গরীব সকলেই উৎসবে আসিয়া আর্য্যধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন। ইহা দেখিয়া মনে হইল, ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা ধর্ম্মের ভিতর দিয়া যে মহতী জাতীয় একতার বীজ রোপণ করিয়া যাইতেছেন, হিন্দুর ভবিষ্যৎ বংশধরগণই তাহার অমৃতময় ফল ভোগ করিবে।

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয়ের সুস্বর বেদগানে, কুমার পরিব্রাজকের দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ও প্রেমমাখা বক্তৃতায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্নের যুক্তিময় সরস উপদেশে ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের ভক্তিরসপূর্ণ ব্যাখ্যায় কাশী তোলপাড় হইয়া গেল। উৎসবের আনন্দময় ভৈরব নির্ঘোষে অনেক সুষুপ্ত প্রাণ জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক বিশুষ্ক প্রাণে প্রেমের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। উৎসবের প্রত্যেক কার্য্যে, লোকে লোকারণ্য হইত। কি সঙ্কীর্ত্তন, কি বক্তৃতা কালে সর্ব্বত্রই লোক থই থই করিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টাউনহলে যে দিন কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা হয়, সে দিন এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, স্থানাভাবে অনেককে প্রকাণ্ড টাউন হলের বাহিরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিতে হইয়াছিল। তখন অনেক বৃদ্ধেরা বলিয়াছিলেন, এরূপ লোক সমাগম নাকি তাঁহারা আর কোন বক্তৃতা সভায় ইতঃপূর্ব্বে দেখেন নাই। ইহা কিছু বিস্ময়ের বিষয় নহে। একেতো কাশীস্থান, সকলে সেখানে ধর্ম্মার্থই আগমন করেন, ধর্ম্মালোচনাকেই তাঁহারা জীবনের পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া ধারণা করেন; তারপর কুমারের সাধন শক্তিলব্ধ প্রাণমাতান ধর্ম্মব্যাখ্যান, সে আবেগ ও উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় কি স্ত্রী, কি বৃদ্ধ কি বালক সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। যখন সে সঙ্গীতময়ী ভাষা গ্রাম হইতে গ্রামে উঠিতে থাকে, শ্রোতার মনঃ প্রাণ ইন্দ্রিয়ও যেন সেই সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে কোন এক শান্তি-মাখা লোকে প্রবেশ করে। যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা কখনও শুনিয়াছেন, তাঁহারাই একথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এই সব শ্রোতৃমণ্ডলীর আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, এইরূপ একমাস উৎসব হইলেও তাহাদের পিপাসা মিটিত কিনা সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ" এই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শাস্ত্রীয় সার কথায় পরিপূর্ণ ছিল। শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "ধর্ম্ম সম্প্রদায়" এই বক্তৃতায় শৈব, শাক্ত, গাণপত্যাদি সম্প্রদায়ের পরস্পর অবিরোধ ভাব বুঝাইয়া দেন; সম্প্রদায় ভিন্ন হইলেও সকলের উদ্দেশ্য যে এক; তাহা তিনি নানা যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের ভক্তির সরস ব্যাখ্যায় অনেককেই মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল। বৈষ্ণব গোস্বামীর মুখে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ শূন্য ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

১০ই অগ্রহায়ণ কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা হয়। বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল "অন্ধের যষ্টি"। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের এ বক্তৃতা আজ যদি ইংলণ্ডীয় ভাষায় ইংলণ্ডের কোন স্থানে হইত, তাহা হইলে লোকে তাঁহার গুণপনায় মুগ্ধ হইত, তাঁহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অদ্বিতীয় বক্তা বলিয়া বুঝিতে পারিত। দুর্ভাগ্য এদেশের কেহ গুণের আদর করিতে জানেনা। মত-ভেদ, সম্প্রদায় ভেদ, দেশভেদ ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মের ভাবময় সাধারণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কেবল বক্তৃতার দিক্ দিয়াই তাঁহাকে বিচার করিলে তিনি যে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন বক্তা তাহা সহজেই প্রতিপন্ন করা যায়। তাঁহার বাক্যের মধ্যে কি যেন এক মোহিনী শক্তি আছে, তাহা শুনিলেই শ্রোতার মনঃপ্রাণ আকর্ষিত হয়, যেন কোন অকুল তরঙ্গে মনপ্রাণকে ভাসাইয়া দেয়। বিরোধী যুক্তির সুবিশাল স্তম্ভকে ভাসিতে ভাসিতে জড়াইয়া ধরিলেও, তাঁহার বক্তৃতায় যুক্তি ও ভাবের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে সে স্তম্ভ চুরমার হইয়া যায়, কেবল তরঙ্গের আবেগে মনঃপ্রাণকে কোন দিগন্তে টানিয়া লইয়া যায়, যেখানে কুল নাই, কিনারা নাই, সীমা নাই শেষ নাই। এ তরঙ্গে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, আর সে তরঙ্গ ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা করে না, বাক্যের সিদ্ধি না থাকিলে, বক্তার কোন বিভূতি না থাকিলে, লোকে যার তার কথায় এমত মাতে না, এত গলে না। তাঁহার ভাবময়ী বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে সময়ে সময়ে যেন মনে হয়, সহস্র ফুটন্ত মল্লিকা মালতী ফুলের অপূর্ব্ব সৌরভে আকাশমণ্ডল সুরভিত হইয়া যাইতেছে—দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া ফুলের ঢেউ অজস্র ধারে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে। সে পুষ্প স্তবকের ভিতর বসিয়া বক্তৃতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেন মোহন মুরলীধর বেশে মোহন বাঁশরী বাজাইতেছেন। সে মধুর নিক্কণে লোক আকুল হয়, আত্মহারা হইয়া রস সাগরে যেন ডুবিয়া যায়। "অন্ধের যষ্টি" নামক বক্তৃতাটী এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার রসাস্বাদন করিতে এখনও লোকে সমর্থ হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশীতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসব শেষ হইয়া গেলে পরিব্রাজক মহাশয় কিছুদিন কাশীতেই অবস্থান করিবেন সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু ৮ই পৌষ হইতে "ছাপরা ধর্ম্মসভা"র উৎসবোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া এবং পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া পরিব্রাজক মহাশয় তথায় গমন করেন। ইহা স্থধু "ছাপরা ধর্ম্মসভা"র উৎসব নহে, বিহারের সমস্ত সভা মিলিত হইয়া এই উৎসব করেন, তজ্জন্য ইহার নাম হইল "ছাপরা আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা"*। এই মিলিত সভার সভাপতি হইলেন স্বয়ং দ্বারবঙ্গাধীশ এবং সহকারী সভাপতি হাতুয়ার মহারাজা। "ছাপরা আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী" ও "সুনীতিসঞ্চারিণী সভা"র বার্ষিক উৎসব অতি ধুম্‌ধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। এই উৎসব উপলক্ষে বাঁকীপুর, পাটনা দানাপুর, মতিহারী এবং অন্যান্য দূরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে অনেক পণ্ডিত ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। উৎসব সভার অধিবেশন পাঁচদিন ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ স্থানে হইয়াছিল। প্রতি অধিবেশনে অন্যূন চারি সহস্র শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারকদের মধ্যে কুমার পরিব্রাজক মহাশয় ও পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। কয়েক দিনই হিন্দীভাষায় বক্তৃতা হইয়াছিল। ব্যাসজী "সদাচার" ও 'সচ্চা প্রেম" এই দুই বিষয়ে এবং পরিব্রাজক মহোদয় "ধর্ম্মসম্প্রদায়", "ভগবান্ অবতার কেঁও লেতে হ্যায়", "সভ্যতা আউর সনাতন ধর্ম্ম" এবং 'কৃষ্ণলীলা" এই চারি বিষয়ে সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে যেন অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। সুযোগ্য সভাপতি ও সহকারী সভাপতিদ্বয় এবং উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ একবাক্যে বলিয়াছিলেন এরূপ মর্ম্মস্পর্শী, প্রাণোন্মাদকারিণী ও প্রেমমাখা বক্তৃতা পূর্ব্বে আমরা কখনও শুনি নাই।

* বিহার অঞ্চলে এই সভাটী অনেক বিপথগামীকে সুপথে আনিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাপরা ধর্ম্ম সভার উৎসবান্তে মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই তিন মাস কুমার পরিব্রাজক মহোদয় অকাতরে অনবরত প্রচারক্ষেত্রের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ বহরমপুর সুনীতিসঞ্চারিণী সভার উৎসবকালে দুইটী বক্তৃতা করিয়া ঢাকায় যাত্রা করেন। তথায় হিন্দুধর্ম্মসভায় ও আমলিগোলা হরিসভায় দুইটী বক্তৃতা করিয়া তিনি শ্রীহট্ট যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের শিক্ষিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তিনি তথায় ২৫দিন বাস করেন এবং তথাকার ধর্ম্ম সভায়, হরিসভায়, বাল্যাশ্রমে, ও অন্যান্য স্থানে ২০টী বক্তৃতা দেন। তথায় সহস্র সহস্র শ্রোতৃমণ্ডলীতে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইত; ধর্ম্মোৎসাহে শ্রীহট্টবাসিগণ যেন আনন্দে পুলকে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। দুই তিন দিনের পথ হইতে শ্রোতৃগণ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতেন। গ্রামে গ্রামে আনন্দের হিল্লোল ছুটিয়াছিল। বিরোধী বিধর্ম্মিগণ এই মহাধর্ম্মান্দোলনে বাধা দিতে গিয়া নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। উৎসাহে আনন্দে শিক্ষিত শ্রীহট্টবাসিগণ এই অবকাশে "পরিব্রাজক" নামক একখানি স্বধর্ম্মানুকূল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সঙ্কীর্ত্তনকালে তিন চারি শত ধ্বজা পতাকা সহিত প্রায় চারি সহস্র লোক মিলিত কণ্ঠে হরিধ্বনি করিয়াছিল। তাঁহাদের সে মিলিত কণ্ঠের হরিনাম ধ্বনি আকাশ ও বায়ু মণ্ডলকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাশ্রুধারায় চিরসঞ্চিত পাপ-রাশি বিধৌত হইয়া গেল। সঙ্কীর্ত্তনানন্দে শ্রীহট্ট দুই দিন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল।

১৮১০ শক মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র (ইং ১৮৮৯ জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ) একাধিক্রমে ৩ মাস বঙ্গে ধর্ম্ম প্রচার। বহরমপুর ও ঢাকা হইয়া শ্রীহট্ট গমন ও ২৫ দিন তথায় অবস্থান ২০টী বক্তৃতা প্রদান।

নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া কুমার পরিব্রাজক শ্রীহট্ট হইতে কাছাড় শিলচর গমন করেন। কাছাড় যাইবার জন্য শিবরাত্রির দিন পরিব্রাজক মহাশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয়ন্তিয়া পাহাড়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই দিন অপরাহ্ণে বহুতর ভদ্র যাত্রীর অনুরোধে পরিব্রাজক মহাশয় রূপনাথের সম্মুখে "শিব মহিমা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। কাছাড়ে ১০ দিন থাকিয়া তিনি ৭।৮টী বক্তৃতা ও নানাবিধ সদালোচনা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। স্ত্রী পুরুষ আবালবৃদ্ধ সকলের হৃদয়েই তাঁহার বক্তৃতার ফলে ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ধর্ম্মের এরূপ মহান্দোলন এখানে আর কখনও হয় নাই। শিলচরে অনেকগুলি শিক্ষিত ও সদাশয় লোক এই ধর্ম্মার্থব্যাখ্যার পক্ষপাতী হইয়া মধ্যে মধ্যে যাহাতে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারকগণ সেখানে অনুগ্রহপূর্ব্বক আগমন করেন, তাহার জন্য পরিব্রাজক মহাশয়কে বারম্বার অনুরোধ করিলেন।

জয়ন্তিয়া হইয়া কাছাড় শিলচর গমন; ১০দিন অবস্থিতি ও ৭।৮টী বক্তৃতা। শকাব্দা ১৮১০। ইং ১৮৮৯।

"শিলচর'" নামক পাক্ষিক সংবাদপত্রখানিও এই সুবাতাসে সনাতন ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের মহারোলে কাছাড় কয়েকদিন মাতিয়া উঠিয়াছিল। এই কাছাড় মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেনের পত্নী হিড়িম্বার রাজ্য। কে জানিত, সেই ঘটোৎকচের প্রসূতি রাক্ষসীর দেশে আজ হরিনাম-সুধা-ধারার ঢেউ খেলিতে থাকিবে।

কাছাড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে "ঢাকাদক্ষিণ" গ্রামে পরিব্রাজক মহাশয় একটী বিচিত্র কুকুর দর্শন করেন। তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যেরূপ লিখিয়াছেন তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সাধু কুকুর।

কুমার পরিব্রাজক মহাশয় যখন ঢাকা হইতে শ্রীহট্ট ও শ্রীহট্ট হইতে কাছাড় গমন করেন, আমি বরাবর তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলাম। কাছাড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালেও আমি তাঁহার সঙ্গবর্জ্জিত হই নাই। কাছাড় হইতে নৌকাযোগে আসিবার সময় বরবক্র নদীর তীরে সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের স্থান দর্শন করি। কথিত আছে, এইস্থানে মহামুনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কপিল তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তৎপর গঙ্গাসাগরসঙ্গমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বর দর্শন করিয়া তৎপরদিন আমরা "ঢাকা দক্ষিণ" নামক গ্রামে মহাপ্রভুদর্শনে উপস্থিত হই। "ঢাকাদক্ষিণ" নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান। এখানে তাঁহাদের অনেক জ্ঞাতি এখনও বিদ্যমান আছেন। কথিত আছে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক পিতামহীর অনুরোধে এইখানে একবার আগমন করেন। পিতামহী পৌত্রের সন্ন্যাসীবেশ দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন. "কুলতিলক! তুমি তো সন্ন্যাসী হইলে, এক্ষণে আমাদের কি উপায় হইবে", তাহাতে প্রভু বলেন "ভয় নাই, ভাবনা নাই; আমি একাংশে এখানেই থাকিব"। এই কথা বলিবামাত্র, মহাপ্রভুর দুইটী মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল; এক মূর্ত্তি চলিয়া গেলেন, অপর মূর্ত্তি তথাকার একটী বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। সেইবৃক্ষ হইতে একটী দারুময়ী গৌরমূর্ত্তি বিনির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে এই মূর্ত্তিরই পূজাদি হইয়া থাকে। দূরাদ্দূরতর দেশ হইতে বৈষ্ণব যাত্রিগণ এই গৌরমূর্ত্তি দর্শনার্থ সমাগত হন। দোলযাত্রা ও রথের সময় এখানে মেলা হইয়া থাকে।

আমরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র গ্রামস্থ অনেক ভদ্রলোক পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর বাড়ীতে পৌছিতে পৌছিতে প্রায় আমাদের সঙ্গে ৫০।৬০ জন লোক জুটিয়া গেল। ঠাকুরবাড়ী ক্রমশঃ জনতাময় হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ভিড় ঠেলিয়া একটী কুকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই বলিতে লাগিল "এই যে সাধুও আসিয়াছে"। সকলেই এই কুকুরটীকে সাধু বলিয়া ডাকে; কেন ডাকে তাহা পরে বলিতেছি। সাধু ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার সকলের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে পরিব্রাজক মহাশয়ের দিকে অগ্রসর হইল, এবং তাঁহার সম্মুখে গিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়াইল। পরিব্রাজক মহাশয় মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া নাটমণ্ডপে যেমন উপবিষ্ট হইলেন, অমনি কুক্কুরটী তাঁহার পদতলে পড়িয়া অনেকক্ষণ লুটাপুটি খাইল; আবার উঠিয়া মস্তকদ্বারা বারম্বার তাঁহার পদস্পর্শ করিতে লাগিল, তাহাতেও তাহার মন উঠিল না, জিহ্বাদ্বারা তাঁহার পদধুলিলেহন করিল, তাহাতেও যখন প্রাণ ভরিল না, তখন সে পরিব্রাজক মহাশয়ের ক্রোড়ের উপর গ্রীবাদেশ রাখিয়া তাঁহার করপল্লব লেহন, আর এক এক বার তাঁহার করপল্লব মুখ বিবরে গ্রাস করিতে লাগিল, অথচ দন্তের দ্বারা কিছুমাত্র আঘাত করিল না। তাহার ভাব, ভঙ্গী, দৃষ্টি আদির দ্বারা বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রীতি প্রকাশ করিয়া তাহার সাধ মিটিতেছে না। পরিব্রাজক মহোদয় তাহার সর্ব্বাঙ্গে একবার হাত বুলাইয়া দিলেন, সে অমনি নিদ্রিতবৎ তাঁহার চরণতলে পড়িয়া থাকিল; ক্ষণকাল পরে তিনি তাহাকে কিছু মিষ্টান্ন খাইতে দিলেন, "সাধু" ভোজন করিল। এবং আমরা যে ৩।৪ জন পরিব্রাজক মহাশয়ের সঙ্গী ছিলাম, সকলের কাছে এক একবার শয়ন করিয়া "সাধু" সৎসঙ্গের অনুরাগ প্রকাশ করিল। এতাবৎ দেখিয়া সকল লোকে বলিতে লাগিল, "সাধু! তুমি কুকুর হইয়াও ধন্য, তুমি কুকুর হইয়াও কেমন সাধু ও সৎসঙ্গীকে চিনিতে পার, আমরা মনুষ্য হইয়াও তাহা পারি না"। "সাধুর" ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম।

কুক্কুরের এরূপ বুদ্ধি কিরূপে জন্মিল, ইহা জানিবার জন্য সেখানকার ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা বলিলেন যে—"এই কুকুরটী নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে এখানে কয়েক বর্ষ হইল আসিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ইহার প্রকৃতি অত্যন্ত প্রখর ছিল। মানুষ, গরু যাহাকে সম্মুখে দেখিত, তাহাকেই কামড়াইতে যাইত, ইহার জ্বালায় পথে লোক জনের যাতায়াত বড়ই কষ্টকর ছিল। গত বর্ষে একজন দণ্ডী স্বামী এইখানে শুভাগমন করেন, তিনি নাটমন্দিরে আসন করিয়া বসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছেন, এমন সময়ে এই কুকুর দেবালয়ে প্রবেশ করিল। স্বামীজী সঙ্কেত দ্বারা ইহাকে কাছে ডাকিলেন, কুক্কুরও ধীরে ধীরে নিকটে গেল। তিনি কুক্কুরকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কুক্কুরও মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির হইয়া রহিল। লোকে দেখিয়া অবাক্! যে কুকুর মানুষ দেখিলেই কামড়াইতে যাইত, সে আজ সাধুর ব্রহ্মতেজ সঞ্চারক করস্পর্শে শান্তস্বভাব হইয়া গেল। কুকুরের সে প্রচণ্ড প্রকৃতি জলরাশি স্পর্শে অগ্নিনির্ব্বাণের ন্যায় চিরদিনের জন্য লুক্কায়িত হইল। দণ্ডীস্বামী কুকুরকে বলিলেন, বল্ হরি বোল। কুকুর তো হরিবোল বলিতে পারে না, কিন্তু সে কাতর-দীর্ঘ-স্বরে একবার চীৎকার করিল, স্বামীজী যখনই "হরিবোল" বলিতে বলিতেন, কুকুর তখনই কাতরে চীৎকার করিত। সেই অবধি এই কুকুরকে সকলে "সাধু" বলিয়া ডাকে। সাধু এক্ষণে ঠাকুর বাড়ীতেই থাকে। হরি সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ নিজ ভাষায় হরিবোল বলে এবং ঠাকুরের প্রসাদ ভোজন করে। কেহ ঘৃণাপূর্ব্বক খাইতে দিলে, অথবা কদাচারী নীচজাতি কেহ কিছু খাইতে দিলে "সাধু" তাহা ভোজন করে না। আর যখনই কোন সাধু মহাত্মা এখানে আসেন তখন এই কুকুর-দেহধারী "সাধু" কেমন করিয়া তাঁহাকে চিনিয়া লয়, তাহা বলিতে পারি না। ইহাতো আমরাও প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

আমরা যখন ঠাকুরবাড়ী হইতে নদীতীরাভিমুখে আসিতে লাগিলাম, তখন "সাধু" পরিব্রাজকের পাশে পাশে ও অন্যান্য লোক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে কিয়দ্দূর আসিলেন। পরিব্রাজক যখন সকলকে বিদায় দিলেন ও সকলের নিকট বিদায় লইলেন, তখন সকলেই স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল, কিন্তু "সাধু" পরিব্রাজকের সঙ্গেই চলিল। কত লোক তাহাকে ডাকিতে লাগিল, সে কিন্তু কাহারও কথা শোনে না। যখন পরিব্রাজক মহাশয় বলিলেন ও আমরা বলিলাম, "সাধু ফিরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাও", তখন "সাধু" ম্লানমুখে বার বার আমাদের দিকে তাকাইতে তাকাইতে ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল। হা! মহানুভবের সঙ্গ পাইয়া কুকুরও সাধু হইয়া গেল; কিন্তু দুর্ভাগা আমাদের আর কিছুতেই চেতনা হইল না।

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা"।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত।
নায়েব গৌরীপুর ষ্টেট।

কাছাড় হইতে কুমার ইনাতগঞ্জে গমন করেন, ও সেখানে দুইদিন দুইটী ধর্ম্মার্থপূর্ণ ও ভক্তিরসমাখা বক্তৃতা দেন। তারপর দুইদিন ধরিয়া মহাসঙ্কীর্ত্তন। এইরূপে তথাকার বহুজন-হৃদয়ে ভাগবতী শক্তির সঞ্চার করিয়া তথা হইতে পরিব্রাজক মহাশয় হবিগঞ্জে গমন করিলেন।

ইনাতগঞ্জে গমন, বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন।

হবিগঞ্জে পাঁচদিন বক্তৃতা ও একদিন নগরসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। তথাকার উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী, উকীল, মোক্তার ও অন্যান্য সহস্র সহস্র লোক সকলেই পরিব্রাজকের অদ্ভুত বাগ্মিতা ও ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সরলভাবে বুঝাইয়া দিবার আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। স্বধর্ম্মাচরণে ও ভগবদ্ভক্তির সাধনে বহুতর লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। বক্তৃতার সময় ছাড়াও বহু লোকের জটিল সংশয়জাল ছেদনার্থ বক্তাকে প্রত্যহ আরও প্রায় ছয় ঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিতে হইত। লোকে তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল; তাহা ব্যক্তিগত জীবনে অনুষ্ঠান করিবার জন্য সকলের চিত্তই প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। ইহাতেই মনে হয় বক্তার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছিল।

হবিগঞ্জে আগমন ১৮১০ শকাব্দা, চৈত্র ইং ১৮৮৯। ৫ দিন বক্তৃতা ও নগর সঙ্কীর্ত্তন।

হবিগঞ্জ হইতে কুমার ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় গমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন। তথায় পাঁচ দিন বক্তৃতা করেন। শাস্ত্রের বিবিধ গুহ্য রহস্য এই সকল বক্তৃতায় ব্যাখ্যাত হয়। ইহাতে অনেক লোকেরই ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং যাঁহারা ধর্ম্মানুরাগী তাঁহারা বক্তৃতা শুনিয়া বড়ই সুখ বোধ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় গমন ও ৫ দিন বক্তৃতা। ১৮১০ শকাব্দা, চৈত্র, ইং ১৮৮৯

ব্রাহ্মণবেড়িয়া হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন অশোকাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া সোণারগাঁ আমিনপুরে একদিন অধিষ্ঠান ও বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় অনেকের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ-বেড়িয়া হইতে ঢাকা হইয়া পরিব্রাজক মহোদয় কলিকাতায় উপস্থিত হ'ন। ২রা বৈশাখ এলবার্ট হলে "কঠিন রোগের সুলভ ঔষধ" বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা হয় ও তৎপরদিবস পাথুরিয়াঘাটায় বাবু খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে "জ্ঞান ও ভক্তি" বিষয়ক একটী বক্তৃতা করিয়া তিনি কাশীধামে ফিরিয়া আসেন।

কলিকাতায় আগমন, এলবার্টহলে "কঠিন রোগের সুলভ ঔষধ" বিষয়ে বক্তৃতা ও খেলাত ঘোষের বাড়ীতে "জ্ঞান ও ভক্তি" বিষয়ে বক্তৃতা শকাব্দা ১৮১১ বৈশাখ ইং ১৮৮৯ মে মাস।

১৮১১ শঃ বৈশাখের শেষ ভাগে দারুণ গ্রীষ্মকে উপেক্ষা করিয়া পরিব্রাজক মহোদয় পুনরায় প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন। দেশের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে তিনি দেশের সেবা না করিয়া কি থাকিতে পারেন? অন্ধ ও তৃষ্ণাতুরকে পথ না দেখাইয়া তাঁহার প্রাণের পিপাসা না মিটাইয়া কি পরিব্রাজকের সাধুহৃদয় নিশ্চিন্ত হইয়া আরাম ভোগ করিতে পারে? ২৯এ বৈশাখ বালী হরিসভায় "সাধনের সুগম পথ" বিষয়িণী বক্তৃতা হয়। ৩০এ বৈশাখ কলিকাতা শাঁখারীটোলা হরিসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কুমার পরিব্রাজক "ধর্ম্মের অনুষ্ঠান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এখন অনেকে ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়াই ধার্ম্মিক হইতে চান, অনেকে ভগবদ্ভজনা না

বঙ্গে পুনরায় প্রচারার্থ যাত্রা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াই ভগবদ্ভক্ত হইতে চান ; পরিব্রাজক মহাশয় এখানে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কিরূপে করিতে হয়, ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত ধর্ম্মজীবন যে লাভ হইতে পারেনা তাহা সুললিত ভাষায় সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেন।

বর্দ্ধমান আমাদপুর হরিসভার উৎসব সময়ে মহাত্মা মদনগোপাল গোস্বামী ও কুমার পরিব্রাজকের শুভ সমাগমে যেন মণিকাঞ্চনের যোগ হইয়াছিল। সহস্র সহস্র শ্রোতা নীরবে নিস্পন্দভাবে বক্তৃদ্বয়ের মধুময়ী বক্তৃতা শুনিয়া আপনাদের তৃষিত হৃদয়কে সুশীতল করিয়াছিল। কুমারের সহিত অনেকেই আসিয়া সদালাপ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণে সকলেই উপকৃত ও আনন্দিত হইলেন।

বর্দ্ধমান আমাদপুরে হরিসভার উৎসবে কুমার পরিব্রাজক ও মদনগোপাল গোস্বামী

১লা হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত বীরভূম জেলান্তর্গত মহম্মদবাজার হরিসভার উৎসব হয়। শেষ তিনদিন পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিবার জন্য ৭।৮ খানি গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মহামেলা ভিন্ন এতলোক কেহ কখন একত্রে দেখে নাই। কুমার এবার এ দেশকে মাতাইয়া দিয়াছিলেন। বক্তৃতার গুণে সাধকের হৃদয়ে সাহস ও পাপীর মনে ভরসা জন্মিয়াছে এবং পতিতের হৃদয় শান্তিলাভ করিয়াছে।

বীরভূম মহম্মদবাজারে হরিসভার উৎসব। ১১১৮ শক ১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ৭ দিন।

২৬এ আষাঢ় পরিব্রাজক মহাশয় কলিকাতা এলবার্ট হলে "আর্য্যধর্ম্ম" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করেন। স্থানাভাব প্রযুক্ত শত শত শ্রোতাকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কলিযুগে তীর্থ সেবা ও ভগবন্নাম সাধনই যে পরম কল্যাণের পথ তাহা এই বক্তৃতায় বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কলিকাতা এলবার্ট হলে পরিব্রাজকের "আর্য্য ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা। ১৮১১ শক ২৬এ আষাঢ়। ইং ১৮৮৯।১০ই জুলাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রচারকালে অনুষ্ঠানহীন ব্রাহ্মদলের সহিত সংঘর্ষ স্বাভাবিক ; এবং এইরূপ বাদ প্রতিবাদ আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারকগণের প্রতিষ্ঠার বৃদ্ধি করিয়াছিল ও তাঁহাদের কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু হিন্দু বঙ্গবাসী এ সময়ে যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার আরব্ধ কার্য্যের অনিষ্টই হইয়াছিল। বাহিরের আক্রমণ হইতে লোকে সাবধান হইতে পারে ; কিন্তু অন্তঃশত্রুই গৃহবিচ্ছেদ বাধাইয়া দেয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। চূড়ামণি মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া শিক্ষিত সমাজ ধর্ম্মালোচনায় অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া ব্যবসায়ী বঙ্গবাসী স্বার্থসাধনে তৎপর হইলেন। তিনি প্রথমেই চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে আপনার অনুকূল করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে তাঁহার শিষ্যবলিয়া উল্লেখ করিলেন, এবং চূড়ামণি মহাশয় যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বেতনভোগী ধর্ম্মাচার্য্য তাহার নামও করিলেন না। এই জন্য সভার উপাধিনায়ক কালীপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় কাশী হইতে এতদ্বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া বঙ্গবাসীসম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিলেন ; কিন্তু তাহাতেও বঙ্গবাসী নিজ উদ্দেশ্যসাধনে বিরত হইলেন না। অগত্যা সভার মহদুদ্দেশ্য সাধনেরহানি আশঙ্কা করিয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বঙ্গবাসী সম্পাদক ও চূড়ামণি মহাশয়কে নিম্নোদ্ধৃত দুইখানি পত্র লিখিলেন :—

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার ধর্ম্মাচার্য্যের পদ ত্যাগ। ১৮১১ শঃ, ইং ১৮৮৯ খৃঃ

পত্র সংখ্যা—১০৫০

পরমসম্মানাস্পদ ভারতহিতকারী শ্রীযুক্ত বঙ্গবাসীসম্পাদক সদয় সাধুহৃদয় মহোদয় সমীপেষু—

অশেষ সম্মান পূর্ব্বক সবিনয় নিবেদনম্—

বর্ত্তমান ভারতের এই ধর্ম্মবিমুখযুগে সামাজিক, রাজনৈতিক মহাসংগ্রাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাশির তুমুল কোলাহলের মধ্যে সনাতনধর্ম্মসাধনের পথ পুনঃ পরিষ্কৃত করিবার জন্য অত্র সভা একমাত্র ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। আপাততঃ এতৎসভার মুখ্যস্থান ৺বারাণসীধাম। ভারতের সৌভাগ্যবলে আপনারা এই সভার হৃদয়ের পরমসখা ও সহায় হইয়াছেন। আপনারা অজস্র পরিশ্রম, যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা সভার যথোচিত সাহায্য করিতেছেন, এজন্য সভা আপনাদিগকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ দান করিতেছেন। আশা করি আপনাদিগের সহিত আমাদের সদ্ভাব আরও বৃদ্ধি হইবে। আপনাদের অনুগ্রহেই কলিকাতায় অত্র সভার কার্য্য বিস্তারিত হইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বাবুও পরম ধন্যবাদার্হ।

গত সপ্তাহের বঙ্গবাসীর "হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে "তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, নিবাস ফরিদপুরস্থ ভাঙ্গার অন্তর্গত প্রাণপুর গ্রাম" ইত্যাদি। চূড়ামণি মহাশয়ের এরূপ পরিচয় দেওয়াতে অত্র সভা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। চূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ বলিয়া বা পণ্ডিত বলিয়া অথবা জ্ঞানী বলিয়া এই প্রচার করিতেছেন না। তিনি এতৎসভার নিযুক্ত ধর্ম্মাচার্য্য।* তিনি সভার কার্য্যে ব্রতী, তিনি ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার "ধর্ম্মাচার্য্য", ইহাই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়। সভার কার্য্যকে তাঁহার নিজ কার্য্য বলিয়া প্রচার করিলে অনেক ক্ষতি হয়। যদি তাঁহার কার্য্য বা আমার প্রচার কার্য্য আমাদের নিজ নিজ কার্য্য বলিয়া জগতে প্রচারিত হয়, তবে সভা যত্ন, চেষ্টা ও প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া করিতেছেন কি? যাহা হউক প্রার্থনা এই যে আগামী বারে

---

* ১৮০৪ শকাব্দায় আশ্বিন মাসের ধর্ম্মপ্রচারকের বিজ্ঞাপন অনুসারে চূড়ামণি মহাশয় আবেদন করিলে ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভা তাঁহাকে ধর্ম্মাচার্য্য পদে নিযুক্ত করেন। ১৮০৫ শকাব্দার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের ধর্ম্মপ্রচারকে "ধর্ম্ম প্রচারক নিয়োগ" শীর্ষক বিজ্ঞাপনে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জীবনীর ২৪০—২৪২ পৃষ্ঠার ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচয়টী সংশোধন করিয়া লোকের মিথ্যা সংস্কার দূর করিয়া দিন্ ও সভার কৃত্য ঘোষণা কবিয়া অনুগৃহীত করুন। ইতি ১০ই আষাঢ় শঃ ১৮০৬।

একান্তানুগত

(স্বাঃ) শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন,

কার্য্য সম্পাদক।

পত্র সংখ্যা—১০৫১ তাং ১০ই আষাঢ়, ১৮০৬ শঃ

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি,

ভারতবর্ষীয় আঃ ধঃ প্রঃ সভার ধর্ম্মাচার্য্য

মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু—

প্রণাম পূর্ব্বক সবিনয় নিবেদনম্

আপনার আদেশমত শ্রাদ্ধ-বিজ্ঞানের পাণ্ডুলিপি আপনার নিকট পাঠাইয়া দিতেছি, সংশোধনানন্তর শীঘ্র পাঠাইয়া দিলে অনুগৃহীত হইব। কলিকাতায় আপনার কার্য্য উত্তম রূপে হইতেছে বিদিত হইয়া আহ্লাদিত হইতেছি। বঙ্গবাসী, সোমপ্রকাশ, সাধারণী, সহচর, প্রজাবন্ধু, রঙ্গপুর দিক্-প্রকাশ, নববিভাকর, মিরার ইকো, বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী আদি অনেক পত্রেই বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; তবে সময়, সঞ্জীবনী আদি নিন্দা করিতে ছাড়ে নাই, তাহাতে আমাদের কার্য্যের ক্ষতি হইবে না।

গত সপ্তাহের বঙ্গবাসীতে আপনার পরিচয় স্থানে দেখিলাম "তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, ফরিদপুরস্থ ভাঙ্গার অন্তর্গত প্রাণপুর গ্রামে" ইত্যাদি। আপনার এরূপ পরিচয় প্রকাশিত হওয়ায় সভার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আপনি ধর্ম্মাচার্য্যের ব্রত লইয়া যখন কার্য্য করিতেছেন, তখন এরূপ পরিচয়ের প্রকাশ নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। যদি আপনার ধর্ম্ম ব্যাখ্যান ও আমার দেশে দেশে প্রচার কার্য্য আমাদের নিজ নিজ বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে সভার কার্য্য কে করিবে? স্থানে স্থানে বরং আপনার বা আমার নাম প্রচার না হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু ভাঃ আঃ ধঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রঃ সভার ধর্ম্মাচার্য্য বা সম্পাদক বক্তৃতা করিলেন এরূপ প্রচারিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা দেশ বিদেশে গমন করিলে আমাদের নিজ পরিচয় কেহ জানুক বা না জানুক, যাহাতে সভার পরিচয় অধিক বিঘোষিত হয়, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আর একটী কথা বঙ্গবাসীতে লিখিত হইয়াছে, আপনার বক্তৃতা তাঁহারা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন, তাহাতেও বোধ হয় সভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। কেননা সে সকল পুস্তক এখান হইতে প্রকাশিত হইলে অবশ্যই সভার কার্য্যের সহায়তা ও আর্থিক উপকার হইত। কলিকাতায় ধুমধাম হইল, এইমাত্র আমাদের ব্যক্তিগত আনন্দ হইল, কিন্তু সম্পাদকীয় অধিকারে যেন ততটুকু আনন্দ পাইলাম না, কেননা কার্য্যক্ষেত্রে সভার অস্তিত্বের সমাচারও প্রদর্শিত হইতেছে না। যাহা হউক আপনি কার্য্যকুশল ও পরম জ্ঞানবান্, আপনার প্রত্যেক কার্য্যই আমার শ্রদ্ধাযোগ্য।

প্রণত শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন,
কার্য্য সম্পাদক।

উপর্য্যুক্ত পত্র পাইয়াও বঙ্গবাসীসম্পাদক নিজ ইষ্টসাধনে তৎপর থাকিলেন, এবং চূড়ামণি মহাশয় বঙ্গবাসীর মতানুসারে তদীয় শিষ্য ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শানন্তর সভার মাসিক বৃত্তি ৩০৲ টাকা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী থাকাই স্থির করিলেন। এই ঘটনায় সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের বেগ কিছু মন্দীভূত হইয়া পড়িল, তবে বঙ্গবাসীর গ্রাহক বৃদ্ধির কিছু সুবিধা হইল। ভূধর বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কার্য্যক্ষেত্র ছাড়িয়া চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত পৃথক্ কার্য্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া শেষে ভগ্নোদ্যম হইলেন। ভূধর বাবুর নিকট এরূপ কার্য্যের আশা কেহ করেন নাই। চূড়ামণি মহাশয় পৃথক্ ভাবে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই প্রকার কার্য্যে সমবেত শক্তির আবশ্যকতা ও গুরুত্ব কত অধিক। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া দেশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্মিলিত ভাবে আত্মনিয়োগ করা একপক্ষে যেমন নিজের মহত্ত্বের পরিচায়ক, অপর পক্ষে তেমনি দেশের প্রকৃত হিত-সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। যাঁহারা এই সময়ের ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস অবগত আছেন তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে প্রধানতঃ সমষ্টি শক্তির সাহায্য না পাওয়াতেই চূড়ামণি মহাশয়ের প্রচারকার্য্য তাদৃশ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। "ধর্ম্মপ্রচারক" পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে "বেদব্যাস" নামে একখানি মাসিক পত্রিকার স্থাপনা এবং প্রচারের দ্বারা ভূধর বাবু সনাতন ধর্ম্মের গৌরব ও মহত্ত্ব লোক-সমাজে প্রকাশিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঈর্ষ্যা ও দ্বেষভাবের প্রভাব হইতে তিনি সব সময়ে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন নাই। কারণ ঐ পত্রিকাতেই সময়ে সময়ে কুমার পরিব্রাজক মহোদয়ের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অমূলক ও কুৎসিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সদ্ধর্ম্মপ্রচারক কোন পত্রিকার পক্ষেই শোভন এবং প্রশংসনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনটী প্রবন্ধের উল্লেখ করিতে পারি *। পক্ষপাতশূন্য পাঠকবর্গ ঐ সময়ের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাস অবগত হইয়া এই প্রবন্ধ গুলি পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে চূড়ামণি মহাশয় ও কুমার পরিব্রাজক মহোদয়ের মধ্যে কারণবিশেষে যে মতান্তর উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে নৈতিক দৃষ্টি অনুসারে দায়িত্ব কাহার ? †

---

* (ক) "ধর্ম্মান্দোলন না হুজুক"—লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। "বেদব্যাস"—১০ম ভাগ, প্রথম স্তবক, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ শাল। পৃষ্ঠা ১৬—২২।

(খ) "বাঙ্গালায় ধর্ম্মপ্রচার"—লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। "বেদব্যাস"—১০ম ভাগ, ৪র্থ ও ৫ম স্তবক, কার্ত্তিক—মাঘ, ১৩০২ শাল। পৃষ্ঠা—১৯৪—২০৮।

(গ) "আমার কৈফিয়ৎ"—লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। "বেদব্যাস"—১১শ ভাগ, ১ম—৩য় সংখ্যা, বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩০৩। পৃষ্ঠা ৩১—৪০।

† ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সংস্থাপক ও কার্য্য সম্পাদক কুমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩০২ এবং ১৩০৩ সালে "বেদব্যাসে" পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধ কয়েকটী প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘকাল পরে এইস্থানে উক্ত প্রবন্ধের পুনরালোচনা করা আপাতদৃষ্টিতে অনাবশ্যক হইলেও ন্যায় এবং কর্ত্তব্যের অনুরোধে আবশ্যক বলিয়াই মনে হইতেছে। আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সহিত চূড়ামণি মহাশয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। কারণ ১৮০৬ শকাব্দে চূড়ামণি মহাশয় পৃথক্ হইয়া পড়েন, কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮১২ শকাব্দ অথবা তাহার পর পর্য্যন্তও উক্ত সভার মুখপত্র ধর্ম্মপ্রচারকে নিয়মিত ভাবে

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় উক্ত সভার পক্ষ হইতে দেশের সর্ব্বত্র সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে ১৮০৫ শকাব্দার বৈশাখ মাসে "ধর্ম্মাচার্য্য" রূপে নিয়োগ করিয়াছিলেন। (দ্রষ্টব্য—পৃষ্ঠা ২৪০—২৪২ পাদটীকা) সুতরাং চূড়ামণি মহাশয় এই সময় হইতে যে কোন স্থানে আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কোন ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন তাহা ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার প্রতিনিধি রূপেই বুঝিতে হইবে। তিনি এই প্রচারকার্য্যের জন্য সভা হইতে প্রতিমাসে বৃত্তিরূপে ৩০৲ টাকা প্রাপ্ত হইতেন। অতএব তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা প্রকাশিত করিবার একমাত্র অধিকার ন্যায়তঃ উক্ত সভা ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, উক্ত প্রচার কার্য্যকে চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যক্তিগত চেষ্টারূপে বর্ণনা করা ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার গৌরব ও উপযোগিতার দিক হইতে হানিকারক বলিয়া বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রকার অবস্থায় উক্ত সভার সম্পাদক পরিব্রাজক মহাশয় বঙ্গবাসীর সম্পাদককে এবং ব্যাখ্যানকর্ত্তা চূড়ামণি মহাশয়কে প্রতিবাদ রূপে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য—পৃষ্ঠা৪২৫-৪২৮) তাহাতে আপত্তি করিবার মত কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ পরিব্রাজক মহাশয় চূড়ামণি মহাশয়ের মর্য্যাদা এবং গৌরব রক্ষা করিয়াই শিষ্টজনোচিত ভাষাতে পত্র দুইখানি লিখিয়াছিলেন। এই মতান্তরে পরিব্রাজক মহাশয়ের কিছুমাত্র দোষ ছিল বলিয়া সুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন, এমন মনে হয় না। চূড়ামণি মহাশয় বৃত্তি এবং সভার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা দুঃখের বিষয় হইলেও তাহার জন্য তাঁহাকে আমরা দোষী বলিতে চাই না, কিন্তু যে সময় তিনি সভার বৃত্তিভোগী কার্য্যকারক ছিলেন সেই সময়ে সভার নাম ও স্মৃতি উপেক্ষা করিয়া সভার কার্য্যকে কেন নিজের কার্য্যরূপে প্রচারিত করিলেন এবং অন্যে প্রচারিত করিয়া থাকিলেও নিজে কেন তাহার প্রতিবাদ করিলেন না, তাহাই ক্ষোভের বিষয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিতেন। * তাঁহার প্রবন্ধাবলী হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি তখনও পরিব্রাজক মহাশয়ের উচ্চভাব এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু ৫ বৎসর পরে বেদব্যাস পত্রিকায় তিনি পরিব্রাজক মহাশয়কে কটাক্ষ করিয়া যে প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত করিয়াছেন উহাতে ঐ ভাবের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, কারণ যদি আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সহিত চূড়ামণি মহাশয়ের সংস্রব ত্যাগ অথবা তাঁহার সহিত পরিব্রাজক মহাশয়ের ব্যবহারই সত্য সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অসন্তোষের কারণ হইত তাহা হইলে উক্ত ঘটনার পরেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তিনি পরিব্রাজক মহাশয়ের অনুরাগী ভক্ত এবং তাঁহার প্রচারিত "ধর্ম্মপ্রচারক" পত্রিকায় নিয়মিত লেখক থাকিলেন কি প্রকারে? সুতরাং আমাদের অনুমান হয় যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই সকল বিদ্বেষপূর্ণ প্রবন্ধের পশ্চাতে কোন কুটিল চক্র কার্য্য করিতেছিল। অনেকেরই বিশ্বাস চূড়ামণি মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নানা প্রকারে পরিব্রাজক মহাশয়ের কার্য্য এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে যে পৃথক্ কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিতেছিলেন তাহারই পুষ্টি সাধনের জন্য তাঁহার অতি নিকট আত্মীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি পরিব্রাজক মহাশয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন দিনই দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার

---

* দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত এবং ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত কয়েকটী প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করিতেছি:—

১। "যুক্তি ও বিশ্বাস"—(১৮০৯ শক) ১০ম ভাগ, পৃষ্ঠা ১২৮-১৩১।

২। "সাধনধর্ম্ম"—(১৮১০ শক) ১১শ ভাগ, পৃষ্ঠা ৩২—৩৪ ; ৪২—৪৬।

৩। প্রেম—(১৮১০শক) ১১শ ভাগ, পৃষ্ঠা—৬৫-৬৮ এবং ৮৬-৮৮।
(,, শক) ১২শ ভাগ, পৃষ্ঠা—১৪-১৭।

৪। বিজয়া—(১৮১০ শক) ১১শ ভাগ, পৃষ্ঠা—৮৩-৮৪।

৫। গোড়ামী—(১৮১১ শক) ১২শ ভাগ, পৃষ্ঠা—৩০-৩৩ ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত কোন বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারিতেন না। সাময়িক উত্তেজনার প্রভাবে তিনি কখনও কোন পক্ষ ত্যাগ করিতেন, এবং কালান্তরে আবার উহারই সমর্থন করিতেন। অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিষ্ঠার সহিত সত্যের সেবা করা একপ্রকার তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং এক সময়ে যিনি অনুগত শিষ্যের ন্যায় সর্ব্বদা পরিব্রাজক মহাশয়ের আদর্শ পালনে তৎপর হইতেন এবং বিভিন্ন প্রকারে তাঁহার প্রচারিত আদর্শের গৌরব কীর্ত্তন করিতেন এবং নিজেকেও তাঁহার অনুগামিরূপে জগৎ সমক্ষে প্রচারিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না, তিনিই আবার সময়ান্তরে পরিব্রাজক মহাশয়ের জীবন, আচরণ এবং আদর্শের উপর তীব্রভাবে কটাক্ষ করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। যিনি অব্যবস্থিতচিত্ত এবং লঘুমতি তাঁহার এই প্রকার আচরণে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

আমরা যদিও প্রসঙ্গত এইখানে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনা করিলাম, তথাপি ইহা সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন বিরুদ্ধ দলবিশেষের প্রতিনিধি মাত্র ছিলেন। দেশের সর্ব্বত্র পরিব্রাজক মহাশয়ের যশোবিস্তার এবং তাঁহার নিকটে নানা প্রকার বিদ্বান্, ধনী ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন ব্যাপারে ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত হইয়া কতকগুলি কুচক্রী লোক তাঁহাকে অপমানিত ও অপদস্থ করিবার জন্য গুপ্তভাবে একটী বিরুদ্ধ দলের সৃষ্টি করে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কটূক্তিগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে এই দলেরই হৃদয়গত বিষের উদ্গীরণ মাত্র। পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন ভবিষ্যতে পরিব্রাজক মহাশয়কে যে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল এই সময়ে এই ভাবেই তাহার বীজবপন হইয়াছিল। এই অপ্রিয় বিষয়ের অধিক বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। এখানে সংক্ষেপে যাহা বলা হইল তাহা কেবল সত্য ও ন্যায়ের অনুরোধে মাত্র।

এইবার ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে কলিকাতায় অবস্থিতি কালে কুমার শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করেন এবং পরমহংসদেবের অনুরক্ত ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। মহাত্মা রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ধর্ম্মপ্রচারকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই :—

"গহন বনে কত সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া থাকে, তাহা লোক সমাজ কিরূপে জানিবে? তাহারা 'বনজ' বনের শোভাবর্দ্ধন করিয়াই বিজনে বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিয়াই বনের ফুল বনে মিশাইয়া যায়। ফুল যাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়, ফুল তাঁহারই সহিত হাঁসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ ভগবৎ-সাধন-কাননের একটী সুগন্ধি পুষ্প। পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি আদি যে সকল উপায় দ্বারা লোক সকলকে সাধারণতঃ পৃথিবীতে বিখ্যাত ও পরিচিত করিয়া দেয়, রামকৃষ্ণ ছন্দাংশেও তাহার ছায়া স্পর্শ করেন নাই। ইনি বনের ফুল বনে ফুটিয়াই বনদেবতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছেন। সৌভাগ্যবান্ পুরুষেরাই তাঁহার সঙ্গ-সৌগন্ধ্য লাভে আনন্দিত হইয়া থাকেন।

এই মহাত্মা জিলা হুগলীর অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রামে (কামার পুকুর) জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের গতি ও উন্নতির বেগ সাধারণ লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় নাই। লোকে যে সময় ভবিষ্যজ্জীবনের সাংসারিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে থাকে, সে সময়ে রামকৃষ্ণ আনন্দময়ীর আনন্দ লাভের জন্য আপনার মনে আপনি ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন, আপনার ভাবে আপনি মাতিয়া আপনি বিগলিত হইতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বর্দ্ধমান রাজবাটীতে আসিতেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় তান্‌সান্ কলাবৎ না হইলেও বর্দ্ধমানের রাজপুরবাসিগণ তাঁহাকে একজন ভক্ত গায়ক বলিয়া জানিত। পণ্ডিতদিগকে মহারাজা সৎকার করিতেন বলিয়া দূরাদ্দূরতর দেশ হইতেও রাজবাটীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় সময় অনেক পণ্ডিতের সমাগম হইত। ঘটনাক্রমে একজন পশ্চিমোত্তর দেশবাসী বহুলশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত তথায় আসিয়াছিলেন; তিনি লোকের মুখেই রামকৃষ্ণের বিবরণ বিদিত হইয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে বিচক্ষণ পণ্ডিত ভক্তিরসের প্রায় ধার ধারেন না; সুতরাং ভক্তের ভাব চেষ্টা ও চরিত্র সহজে বুঝিতেও অক্ষম। পণ্ডিতজী একদিন বাসায় নিদ্রিত আছেন, রামকৃষ্ণ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া আপনার ভাবে আপনার তালে করতালি দিয়া আনন্দময়ীর গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। করতালির পট্ পট্ শব্দে পণ্ডিতের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পণ্ডিতের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না। তিনি বিরক্ত হইয়া রামকৃষ্ণকে তিরস্কার পূর্ব্বক বলিলেন, "তুম্ ক্যা পট্ পট্ আওয়াজ করতে হো? যহ ক্যা ভক্তিকা লক্ষণ হ্যায়? যহ তো রোটী বনানেকী খেল হ্যায়?" রামকৃষ্ণ চিরজীবনের জন্য যে খোরাক প্রস্তুত করিতে ছিলেন তাহা কঠোরহৃদয় তার্কিক কোথা হইতে বুঝিবেন? রামকৃষ্ণ কিছুই না বলিয়া আপনার আনন্দে তথা হইতে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। ক্রমে সাধকের মন আনন্দময়ীর রত্নবেদিকা দর্শনে অধিকতর অগ্রসর হইতে লাগিল। ভক্তিমতী রাণী রাসমণি জাহ্নবী তটে কলিকাতার সমীপবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বরে কালিকা মূর্ত্তি স্থাপন করিলে, ঘটনাক্রমে মহাত্মা রামকৃষ্ণ তাঁহার পূজা পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। ভগবতী স্বয়ং যেন তাঁহাকে নিজ নিকটে ডাকিয়া লইলেন। রামকৃষ্ণ ভক্তিসহ এই অপূর্ব্ব চিন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করিতে লাগিলেন। সাধক কেবল চন্দন, জবা, গঙ্গাজল, নৈবেদ্য দিয়াই মায়ের পূজা করিতেন না, কিন্তু মন খুলিয়া প্রত্যেক জলবিন্দুর সহিত, প্রত্যেক পুষ্পের সহিত, বিল্বদলের সহিত অকপট ভক্তি মাখাইয়া চরণে দান করিতেন। রাঙ্গাচরণে রাঙ্গা জবার শোভা হইত। ভক্তবৎসলা ভক্তের মনোমন্দিরে নিজের স্থান করিলেন, লীলাময়ী সাধুর পবিত্র হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহামায়ার চরণস্পর্শে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তের হৃদয় আর কি স্থির থাকিতে পারে। আর কি সাধক বাহ্য জগতের বাহ্য ব্যাপার লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, রিপুমদমর্দ্দিনী রণরঙ্গিণী রুদ্রাণীর নৃত্যতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রাণ মন নাচিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ সত্বরেই দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্ত্তী পঞ্চবটীতে বসিয়া নির্জ্জনে ভাবময়ীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সহিত ভক্ত নিজ মহামন্ত্র সাধনে শরীর মন প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। বাধা, বিঘ্ন, ক্লেশ বিপত্তি আদি সকলে একে একে সাধকের সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, ভক্তকে অস্ত্রধারণ করিতে হইল না, কিন্তু মহাকালীর কাল নিবারিণী তরবারি দর্শনে ভীত হইয়া সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সাধক নিজ পদ্মাসনে বসিয়া নিজ হৃৎপদ্মাসনে জগজ্জননীকে বসাইয়া মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া ভাব-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। সংসারের কোন বাধাই ভক্তকে বিচলিত করিতে পারিল না। মহামায়ার ভক্তি-সোপানের স্বাভাবিক লক্ষণ আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সাধক রামকৃষ্ণ পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। বাহিরে পাগল হইলেন সত্য, জগতের চক্ষে তাঁহার কার্য্য বিশৃঙ্খল হইল সত্য, তিনি বিষ্ঠা মূত্র মাখিয়া উলঙ্গ হইয়া নাচিতে লাগিলেন সত্য, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন স্তম্ভন, কখন উল্লম্ফন আদি পাগলের চিহ্ন প্রকাশিত হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু মহাত্মার হৃদয় হইতে যোগমায়া তিলার্দ্ধও অন্তরালে লুকাইতে পারিলেন না। ভক্ত বাহিরে পাগল হইলেন, অন্তরে অটল, অচল হইয়া মহামায়ার মহানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে লোকে পাগল বলিয়া জানিল, বহুদিন ধরিয়া তাঁহার এই রোগের বাহ্যচিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইল, শৃঙ্খল দ্বারা তাঁহার বাহ্য শরীর আবদ্ধ রহিল, সাধনার গুণে মহাত্মার সকল বন্ধন একে একে কাটিয়া গেল। মূঢ় জগৎ তাঁহাকে মায়ায় বন্ধন করিল। সাধকের মন আর কি কোন বন্ধন মানে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কি কোন হেতু দ্বারা তাঁহার মন বিচলিত হয়? যাঁহার বাবা (শ্মশানবাসী শিব) পাগল, মা (কালী) যাঁহার পাগলিনী, তিনি পাগল না হইয়া কিরূপে থাকিবেন? যেখানে পাগলের মেলা, পাগলের হাট বাজার, পাগলের বাণিজ্য, সেখানে যে কোন গ্রাহক যাউক না কেন, সে পাগল হইয়া যায়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ সেই বাজারের পাগল, তাঁহার পাগলামীতে অন্য জগতের ছায়া দৃষ্ট হইতে লাগিল; ক্রমে রসের পরিপাকের ন্যায় মহাত্মার ভাব ঘনীভূত ও স্তম্ভিত হইয়া আসিল। তিনি মা বলিয়া জগৎমাতাকে ডাকিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ভক্তির ভিখারী হইয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। এক এক দিন তিনি প্রাণের পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া ভক্তির জন্য মায়ের নিকট কাঁদিতেন ও সাশ্রুলোচনে জাহ্নবীতটের বালুকা রাশিতে আপনার মুখ ঘর্ষণ করিতেন, আর বলিতেন মা! আমাকে ভক্তি দেও! আমি ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই চাহিনা। কখন কখন তিনি প্রস্তরে মাথা কুটিতেন। ভক্ত! তুমি ধন্য! ভক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য তুমিই বুঝিয়াছ। তোমার নিকট ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব আদি ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ। জগৎ এ ভক্তির মূল্য বুঝে না জগতের চক্ষু এ ভক্তির সৌন্দর্য্য দেখিতে জানে না। ভক্তির মাধুরী, তুমিই যথার্থ অনুভব করিয়াছ, তাই তোমার নিকটে গেলে লোকের মনে ভক্তির উদয় হয়, তোমার নিকট বসিলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তির উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে এ প্রদেশে প্রসিদ্ধ। পাঠক! ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, তথাচ ইঁহাকে কেন লোকে পরমহংস বলে বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্য্যে পরমহংস। আশ্চর্য্য ইহাঁর ভাব, আশ্চর্য্য ইঁহার প্রকৃতি, যদি কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রক্ত চলাচল শক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার তাঁহার কর্ণে ঘন ঘন প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতনা লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার কথাগুলি এত সরল, এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে তৎ শ্রবণে পাষাণ-হৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তিনি সাধনা দ্বারা কামিনী কাঞ্চনকে বস্তুতঃই "কায়েন মনসা বাচা" পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতদ্দ্বয় তাঁহার শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে তাঁহার হস্ত পদাদি বাঁকিয়া যায়, শরীর সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পড়ে। এমন কি যদি কোন বেশ্যাগামী অপরিচিত পুরুষ তাঁহাকে দৈবাৎ স্পর্শ করে, তবে তাঁহার শরীরের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য সংবেগ উদয় হয়, এবং ইহা দ্বারা তাহার দূষিত প্রকৃতি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। একটু প্রণিধান করিলেই তিনি অনায়াসে লোকের মনোভাব বুঝিতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে তাঁহাকে কেহই কখন শত্রু বলিয়া ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুতঃ তিনি অজাতশত্রু, তাঁহার নিকটে কিয়ৎক্ষণ বসিলে কথায় কথায়, এত উচ্চ ও হৃদয়-ভেদী উপদেশ পাওয়া যায়, যে বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন, একখানি জীবন্তগ্রন্থ বিশেষ, কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী। তাঁহার সংশ্রবে ও তাঁহার উপদেশগুণে অনেক অবিশ্বাসী নাস্তিকের চিত্তও বিগলিত হইয়াছে। পরমহংস মহাশয়েরই উপদেশগুণে ব্রহ্মসমাজের অধিনায়ক কেশব বাবুর শেষজীবনে হিন্দু ধর্ম্মের রং ধরিয়াছিল। তাহার বিষয়ে অনেক বলিবার আছে। সময় সময় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পণ্ডিত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ধর্ম্মাচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১৮১১ শকঃ।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় স্বেচ্ছাক্রমে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী-সভার ধর্ম্মাচার্য্যের পদ পরিত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় বঙ্গে সনাতন-ধর্ম্ম প্রচারার্থ ধর্ম্মাচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার প্রকৃতি অতি সরল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরিত্র সাধু এবং শাস্ত্রব্যাখ্যা ও বাচনিক উপদেশ অতীব সরস ও হৃদয়গ্রাহী। ইনি কলিকাতার কয়েকটী হরিসভায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন।

ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব শকাব্দা ১৮১১। কার্ত্তিক পূর্ণিমা।

আবার কাশীস্থ ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার বাৎসরিক উৎসব আরম্ভ হইল। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও সভার উৎসবে বক্তৃতা, সঙ্কীর্ত্তনাদিতে কাশীবাসীদের চিত্ত মাতিয়া উঠিয়াছিল। এই উৎসবোপলক্ষে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী, কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন আদি মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। উৎসবের শেষ দিনে পরিব্রাজক মহাশয়ের "তৃষ্ণার জল" বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল*। তাঁহার সে বক্তৃতার কথা মনে হইলে এখনও গাত্রে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। ইউরোপের ন্যায় কোন স্থানে এ বক্তৃতা হইলে বক্তার চিরস্মরণীয় স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইত, সন্দেহ নাই। এই প্রাণোন্মাদকারী ও প্রেমরস-পূর্ণ বক্তৃতা উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছিল। ভক্তিমান ও বিচক্ষণ প্রবীণ শ্রোতারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন এরূপ সুমধুর বক্তৃতা তাঁহারা আর কখনও শুনেন নাই।

ছাপরায় গমন ৪টী বক্তৃতা। শকাব্দ ১৮১১ পৌষ ইং ১৮৮৯ ডিসেম্বর।

ভারতবর্ষীয় আঃ ধঃ প্রঃ সভার উৎসবান্তেই ছাপরা আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসব আরম্ভ হয়। মতিহারী, পাটনা, দানাপুর ও অন্যান্য প্রায় ১০।১২টী নিকটবর্ত্তী স্থানের ধর্ম্মোৎসাহী সহস্র সহস্র লোকে সভা পরিপূর্ণ হইত। বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীও এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। কুমার পরিব্রাজক মহাশয় এই

* পরিব্রাজকের এই বক্তৃতাটী তাঁহার অন্যান্য বক্তৃতার সঙ্গে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভাতে চারি দিনে চারিটি ধর্ম্মার্থপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতার তীব্র উন্মাদনায় এদেশে যেন যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। তাঁহার অন্যতর ছাত্র সাধু শ্রীমৎ হরিনারায়ণ দাস বাবাও

গয়াধামে গমন শকাব্দা ১৮১১। ইং ১৮৯০ জানুয়ারী গয়ায় ৬টী বক্তৃতা প্রদান।

এবার দুইদিন মধুর বক্তৃতাদ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৬ই পৌষ কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন গয়াধামে শুভাগমন করেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সুশোভিত শকটাবলি ধ্বজপতাকাদি শোভাযাত্রাসহ তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় ৮ দিন থাকিয়া আর্য্যধর্ম্ম সভায় সদুপদেশ পূর্ণ ৬টী বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক দিনই সহস্র সহস্র ভদ্র ও শিক্ষিত ধনী ও সম্ভ্রান্ত এবং ধর্ম্মোৎসাহী লোকে সভামণ্ডপ পরিপূর্ণ হইত। তাঁহার সমাগমে গয়াধাম যেন ভক্তিরসামৃত-পানে পুনর্জাগরিত ও সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল।

পরে ২৬এ পৌষ কুমার পরিব্রাজক মহাশয় কুণ্ডলায় (বীরভূম)

বীরভূম কুণ্ডলায় গমন ৫টী বক্তৃতা।

শুভাগমন করেন। স্থানীয় জমীদারগণ ও ভদ্র-মণ্ডলী সঙ্কীর্ত্তন লইয়া সাঁইথিয়া ষ্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উপস্থিত ছিলেন। ৭।৮ ক্রোশ দূর হইতে বক্তৃতা শুনিবার জন্য দলে দলে লোক আসিয়াছিল। কুমার পরিব্রাজক মহাশয় ৫ দিন এখানে বক্তৃতা দেন। এই সুমধুর ও গম্ভীর সদুপদেশপূর্ণ বক্তৃতাশ্রবণে সাধকের সাহস, পাপীর ভরসা, পতিতের হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করিয়াছিল। এই শুভযোগে কুণ্ডলায় একটী হরিসভাও স্থাপিত হইয়াছিল।

অনন্তর কুমার পরিব্রাজক মহোদয় নদীয়া লোকনাথপুর হরিসভার উৎসব উপলক্ষে গমন করেন। নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন কবিভূষণ মহোদয়ও সভায় উপস্থিত ছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা" এবং "হরিনাম মাহাত্ম্য" সম্বন্ধে দুইটী ভক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার ভাষায় ওজস্বিতায়, ভাবের লালিত্যে এবং প্রেমের উচ্ছ্বাসে শ্রোতৃবর্গ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতাকালীন ভক্তি উচ্ছ্বাসে স্বয়ং কাঁদিয়া সভাস্থ জনগণকে কাঁদাইয়া ছিলেন। এরূপ সুমধুর হিতগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা তথায় পূর্ব্বে কেহ কখনও শ্রবণ করেন নাই। পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন কবিভূষণ মহাশয় "কালীকৃষ্ণের অভিন্নত্ব" বিষয়ে একটী শাস্ত্রীয় যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া শাক্ত বৈষ্ণবের অকারণ বিবাদ মীমাংসা করিয়াছিলেন। সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মহামান্য শ্রীযুক্ত আশুনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের অর্থসাহায্যে প্রকাশিত এবং পূজনীয় পরিব্রাজক মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত "পঞ্চামৃত" নামক গ্রন্থখানি সভাস্থ জনগণকে বিতরণ করা হইয়াছিল।

নদীয়া লোকনাথপুরে গমন। "ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা" ও "হরিনাম মাহাত্ম্য" বিষয়ে বক্তৃতা।

কুমার পরিব্রাজক মহাশয় লোকনাথপুর সভার কার্য্য সম্পাদন করিয়া চাকলায় শুভাগমন করেন। মহারোলে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে তাঁহাকে প্রেমানন্দে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি তথায় ৫ দিন ছিলেন, প্রথম দিন গীতাব্যাখ্যা ও ৪ দিন বাচনিক বক্তৃতা করেন। শাস্ত্রীয় অতিগূঢ় রহস্য সকল অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সাধারণের হৃদয়গম্য হওয়ায় ভক্তিরসতরঙ্গে শ্রোতৃমাত্রই বিগলিত হইতেন। একদিন জনৈক ভক্তিমান প্রেমোচ্ছ্বাসের প্রবল আবেগে মূর্চ্ছিত ও উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন*। বক্তৃতাসভার এই পবিত্র দৃশ্য অতি মনোহর।

চাকলায় গমন ও বক্তৃতা প্রদান

* এ প্রেমোচ্ছ্বাস ও মূর্চ্ছা বর্ত্তমান সময়ের ভাবাবেশ ও মূর্চ্ছা নহে। লোকটী বৈরাগ্যবান, জ্ঞানবান, ও শিক্ষিত প্রকৃত ভক্ত। লোক দেখান প্রেম তাহাতে ছিল না। তাঁহার ন্যায় গুপ্ত সাধকের এরূপ হওয়া স্বাভাবিক, উহা কৃত্রিম ভাবাবেশ নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজক যে দিন চাকলা পরিত্যাগ করেন সে দিন তাঁহার বিরহে অনেক বালক বৃদ্ধ অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কে যেন আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয় চলিয়া গেল।

বারাশত গমন ও বক্তৃতা।

চাকলা হইতে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিতান্ত অনুরোধে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বারাশতে উপস্থিত হয়েন। সেইদিন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দলে দলে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। তৎপর বহুল শিক্ষিত ভদ্র মহাত্মায় পরিপূর্ণ সভার মধ্যে অতিগম্ভীর যুক্তিজালসহ তিনি দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়া মানবের ধর্ম্মসাধনার আবশ্যকতা ও উপাসনার রসমাধুরী ব্যাখ্যা করিলেন। উপসংহার কালে তিনি স্বয়ং ও অতি পাষাণহৃদয় পর্য্যন্ত প্রেমবিহ্বলচিত্তে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে ভক্তিসহ অভিনন্দন পত্র দিয়াছিলেন। যখন পরিব্রাজক ষ্টেশনে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে বহু ছাত্র একত্র সমবেত ও দুইদিকে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া কুমারের বিদায়ে বিরহ-দুঃখপূর্ণ একটী কবিতাপাঠ করিলেন, তাহাতে সকলের চক্ষেই জল আসিয়াছিল। বালকবন্ধু পরিব্রাজক মহাশয়ও সরল ও মধুর ভাষায় তাহাদিগকে বালকর্ত্তব্যের উপদেশপূর্ণ সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মূলঘরে গমন ও "গৃহস্থের কর্ত্তব্য" বিষয়ে বক্তৃতা।

বারাশত হইতে বরিশাল যাত্রার সময় মূলঘর "সুনীতিসঞ্চারিণী সভা" কর্ত্তৃক অত্যন্ত অনুরুদ্ধ হইয়া পরিব্রাজক মহাশয় একদিন তথাকার হরিসভামণ্ডপে "গৃহস্থের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তার কথা শুনিবার জন্য লোকারণ্য হইয়াছিল। সদাচারসম্পন্ন না হইলে যে ধর্ম্মভাবের সুন্দর স্ফূর্ত্তি হয় না, তাহা তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। অনেক শ্রোতার সেইদিন হইতেই মনের ভাব ও রীতিনীতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বক্তৃতাবসানে বক্তার সম্মানার্থ আতসবাজী ও হরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। সুনীতিসঞ্চারিণী সভার বালকবর্গ অনবরত তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল। বিদায়ের দিন নদীর তটে নাবিকগণ তাঁহাকে পাইয়া হরিরলুট দিয়াছিল, এবং অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়া জলযানে তাঁহাকে লইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করেন, ষ্টীমার আসিলে তিনি বরিশাল যাত্রা করেন।

অতঃপর কুমার পরিব্রাজক মহাশয় বরিশাল গমন করেন। তাঁহার প্রচারবৃত্তান্ত স্থানীয় পত্রিকা "কাশীপুর নিবাসী" হইতে উদ্ধৃত হইলঃ—

১৮১১ শকাব্দার ১৯এ মাঘ বরিশালে আগমন। ৬টী বক্তৃতা প্রদান, বক্তৃতার বিষয়ঃ— (১) "ভারতের রোগশান্তি" (২) "হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ" (৩) "পুনর্জন্ম" (৪) "উপাসনা" (৫) "শেষ বিষয়" (৬) "যথা সর্ব্বস্ব"

"শ্রদ্ধেয় কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় বিগত ১৯এ মাঘ বরিশাল আগমন করেন। তাঁহাকে ষ্টীমারঘাট হইতে আনার জন্য প্রায় দেড়শত লোক রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। পরিব্রাজক মহাশয় ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিলে স্কুল ও কলেজের ছেলেরা গান ও বাজনা করিয়া অভ্যর্থনা করেন। ২০এ মাঘ তিনি স্থানীয় ধর্ম্মরক্ষিণীসভাগৃহে "ভারতের রোগশান্তি" বিষয়ক বক্তৃতা করেন। এই সভায় অন্যূন এক হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল; এরূপ লোকের ভিড় আমরা বরিশাল সহরে আর কোন সভায় দর্শন করি নাই। ২১এ মাঘ রবিবার প্রাতে পরিব্রাজক মহাশয় বাল্যাশ্রমের কার্য্য করেন, বৈকালে "হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ" বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা হয়। প্রায় এক হাজার লোক ঐ সভায় উপস্থিত ছিল। ২২এ মাঘ "পুনর্জন্ম" বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা হয়। এইরূপ কয়েক দিবস পর্য্যন্ত বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণীসভায় যে উৎসবস্রোত প্রবাহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয় হিন্দুর প্রাণ ধর্ম্মের জন্য যথার্থই মাতিয়াছে। ২৫এ মাঘ বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী-সভা-মণ্ডপে "উপাসনা", ২৬এ মাঘ "শেষ বিষয়", ২৭এ মাঘ "যথাসর্ব্বস্ব" শীর্ষক বক্তৃতা হয়।* পরিব্রাজকের সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা শুনিয়া নানা শ্রেণীর শ্রোতৃগণ এক মুখে বক্তার প্রশংসা করিয়াছেন। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে একজন অসাধারণ বক্তা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এমন কি আমাদের ইহাও মনে উদয় হইয়াছে, ইনি যেন এই যুগে ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন রূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন। পরিব্রাজকের বক্তৃতাকালে প্রত্যেক সভায় লোকের ভিড় দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছিলাম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বিদায়কালে বরিশাল নগরের বিশ্বাসী হিন্দুসন্তান বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষম বলিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বোধ হয় সমস্ত হিন্দু-সন্তানই তৎকালে নয়নাশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। আমরা ভরসা করি কালক্রমে প্রত্যেক জাতির ধর্ম্মভাবে সহর, গ্রাম অথবা সমগ্র ভারতবর্ষ জাগিয়া উঠিবে। ভারতক্ষেত্রে পুনঃ মহর্ষিদিগের বেদগান আরম্ভ হইবে।"

সভার শেষদিনে যখন পরিব্রাজক মহাশয় সভার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, সে সময় অনেকগুলি ব্যক্তি তদ্বিরহব্যঞ্জক হৃদ্বিদারক নিনাদে রোদন করিতে করিতে বক্তৃতা করেন, সভার চারিদিক্ হইতে রোদনধ্বনি শ্রুত হইল। সভার এ মনোহর দৃশ্য আমরা আর কখনও দেখি নাই। বিদায়সূচক যে নূতন সঙ্গীতটী বালক কণ্ঠে মধুর

---

* বরিশাল ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভায় ৩টী বক্তৃতা করার পর রহমতপুরের শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক জমীদারবর্গের একান্ত আগ্রহে পরিব্রাজক মহাশয় ২৩এ মাঘ রহমতপুরে গিয়া তথায় ২টী বক্তৃতা দানান্তে পুনরায় ২৫এ মাঘ বরিশালে ফিরিয়া আসিয়া তত্রস্থ ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তানে গীত হইল, তাহা শুনিয়া সকলেরই হৃদয় গলিয়াছিল। পরিব্রাজক! এ প্রেমের লহরী তুমি কোন গুপ্ত প্রস্রবণ হইতে ধরাতলে আনিলে? "আপনি ভাসিলে প্রেমে লোক ভাসাইলে।"

রহমতপুর।

(উক্ত "কাশীপুর নিবাসী" হইতে উদ্ধৃত)

রহমতপুরে গমন। শকঃ ১৮১১।২৩এ মাঘ ইং ১৮৯০, ফেব্রুয়ারী। তথায় দুইটী বক্তৃতা প্রদান। ১। "হরিনাম সুধারস পান" ও ২। "সাকার উপাসনা।"

আমরা গতবারে (গত সপ্তাহে) কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম। পরিব্রাজক মহাশয় রহমতপুর গ্রামের মাননীয় ভূম্যধিকারিগণের অভ্যর্থনা ক্রমে বিগত ২৩এ মাঘ বরিশাল হইতে তথায় রওয়ানা হয়েন, বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভার হিতৈষী প্রায় ১৬।১৭ জন লোকও এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া মোহনগঞ্জহাট পর্য্যন্ত পৌছিলে রহমতপুরবাসী অনেকগুলি লোক প্রায় এক মাইল পথ হইতে আসিয়া অতীব সমারোহের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করে। সঙ্গীত ও মৃদঙ্গের শব্দ শুনিয়া রাস্তার উভয় পার্শ্বে খুব জনতা হইয়াছিল। দর্শকগণ পরিব্রাজক মহাশয়কে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিল। সহরের লোক অপেক্ষা পাড়াগাঁয়ের স্ত্রী পুরুষেরা (অধিক) আস্থাবান্ হিন্দু বলিয়া বোধ হইল।

এই ঘোরতর ধর্ম্ম বিপ্লবের দিনে, যে বক্তা হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, লোকেরা তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষাও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তাহাতে আবার ধার্ম্মিক ও বাগ্মিবর কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের আগমন। আমরাও এই সঙ্গে গিয়াছিলাম, পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। নিশান উড়িতেছে, গীত বাদ্য হইতেছে; এই লোকযাত্রার মধ্যে কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন রহমতপুর খালের পরপারে উপনীত হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিতে লাগিল। রহমতপুরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূম্যধিকারিগণ মধ্যে বাবু বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, বাবু শারদাচরণ চক্রবর্ত্তী ও বাবু তারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারিগণ, স্কুলের মাষ্টার, পণ্ডিত ও গ্রামস্থ যুবা, বৃদ্ধ ও বালক সকলে পরস্পর দুইটী হরিসঙ্কীর্ত্তনের দলের গীতবাদ্যাদিসহ পরিব্রাজক মহাশয়ের ও বরিশাল সভার সভ্যদিগকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন। সন্ধ্যার সময় তত্রত্য স্কুলগৃহে একটী রিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভামণ্ডপ (স্কুলগৃহ) ও রাস্তার পার্শ্ব লতাপাতা ও পুষ্পমালায় সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরিব্রাজক মহাশয় আসন পরিগ্রহ করিলে প্রথমতঃ সঙ্গীত হয়, তৎপর স্কুলের বিজ্ঞবর পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার সংস্কৃতে রচিত অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করেন। পরে কুমার "হরিনাম সুধারস-পান" বিষয়ে সুমধুর ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাহাতে তাঁহার ও শ্রোতাদিগের চক্ষের জল প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সভায় প্রায় ৮০০।৯০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল। ২৪এ তারিখ প্রাতে গ্রামময় সঙ্কীর্ত্তন হয়, প্রত্যেক গৃহস্থ সঙ্কীর্ত্তন দলসহ পরিব্রাজক মহাশয়কে নিজ নিজ গৃহে লইয়া যায়। হরির লুটের ধুমে ও হরিনামের উচ্চ নিনাদে গ্রাম আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কত নরনারী পরিব্রাজক মহাশয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পদে প্রণাম ও পূজা করিতে লাগিল। ভক্তির আবেগে লোক উন্মত্তপ্রায় হইল। বেলা একটা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও বৈকালে "সাকার উপাসনা" বিষয়ে উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হরির লুটের সময় দেখিতে দেখিতে দোকানে প্রায় দুই তিন মণ বাতাসা বিক্রয় হইয়া গেল। পরিব্রাজক মহাশয়ের বিদায়কালে শত শত নরনারীর বিরহ-দুঃখাবেগপূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। রহমতপুরে যেন হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের আগমনোপলক্ষে এখানে একটী বাল্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুলনা।

পরিব্রাজক মহাশয় বরিশাল হইতে খুলনায় আগমন করেন। খুলনায় তিন দিন থাকিয়া তিনটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার তীব্র উত্তেজনায় খুলনার হৃদয়ে যেন তড়িত প্রবাহে চেতনার সঞ্চার হইল।

খুলনায় আগমন ৩টী বক্তৃতা শক ১৮১১ মাঘ ইং ১৮৯০ ফেব্রুয়ারী।

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ দত্ত, এম. এ., বি, এল. ও শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সেন প্রমুখ মহোদয়গণের যত্নে এবং এখানকার সাধুহৃদয় সবজজ ও মুন্সেফ বাবু আদির উৎসাহে সভার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে।

রতনপুর (জেলা নদীয়া)।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত রতনপুর হরিসভার বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া পরিব্রাজক মহাশয় ৩রা হইতে ৫ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত তিনদিন জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ তিনটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সনাতন ধর্ম্মতত্ত্বের কত গুহ্য রহস্য যে এই কয়েক দিনের উপদেশে আমরা লাভ করিলাম, তাহার সীমা নাই। অনেক ভ্রম অনেক সংশয় দূর হইল, যেন মনের কত পরদা কাটিয়া গেল। ৮।১০ খানি গ্রাম হইতে দলে দলে কত স্ত্রী ও কত পুরুষ যে পরিব্রাজককে দর্শন করিতে ও তাঁহার মধুময় উপদেশ শুনিতে আসিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। বক্তৃতার সভা যেন মেলাবিশেষ হইয়াছিল। উৎসবে "বালক সঙ্কীর্ত্তন" ও ধর্ম্মপুস্তক বিতরিত হইয়াছিল।

রতনপুর হরিসভায় গমন ও তিনটী বক্তৃতা প্রদান। শকঃ ১৮১১।ফাল্গুন মাস

পত্র প্রেরক—শ্রীহরিশ্চন্দ্র দে।

মেহেরপুর।

মেহেরপুর আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে ঐ সভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া পরিব্রাজক মহাশয় তথায় গমন করেন। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভার উৎসব মল্লিকবাটীর দোলমঞ্চে ৪ঠা ফাল্গুন হইতে ৮ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পরিব্রাজক মহাশয় রতনপুর হরিসভায় ৫ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। ঐ সভার কার্য্য সমাপন করিয়া মেহেরপুর যাত্রা করেন। ৬ই ফাল্গুন বেলা ১০টার সময় মেহেরপুরে শুভাগমন করেন। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সভা প্রাঙ্গণে তাঁহাকে আনয়ন করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণে পুরাণ পাঠ হইলে শ্রীযুক্ত পরিব্রাজক মহাশয় জ্ঞানগর্ভ সদুপদেশ ও ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া সাধারণ লোকের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ৭ই তারিখে প্রাতে পরিব্রাজক মহাশয় ধর্ম্মজিজ্ঞাসুবর্গকে নানা প্রকার সদুপদেশ দান ও তাঁহাদের চিরপোষিত সংশয় শিরাছেদন করিয়া দেন এবং অপরাহ্ণে সভার সম্পাদক মহাশয় "ভক্তি ও ভক্ত", "নিত্য-কর্ম্মেন্দু-কৌমুদী", "অন্ধের যষ্টি", "মণিরত্নমালা", "হরের্নামৈব কেবলম্", "শ্রাদ্ধতত্ত্ব", "স্বপ্নতত্ত্ব", "সন্ন্যাসী" "পঞ্চামৃত" "রামগীতা" এবং অন্যান্য কতকগুলি ধর্ম্মপুস্তক সভায় সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করিলে পর পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। এই বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন ও পুলকে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিয়াছিলেন। ৮ই তারিখে প্রায় ১২।১৩ শত লোক বার দল কীর্ত্তন লইয়া একত্র হইয়া এবং বালকবৃন্দ পতাকা হস্তে লইয়া শ্রীমান্ পরিব্রাজক মহাশয়কে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া হরিনামে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে নগর সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাতে যে অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল এবং যে ভাবপ্রবাহ বহিয়াছিল তাহা লেখনীতে প্রকাশ করিতে অক্ষম। তখন মনে হইয়াছিল নদীয়ার মহাপ্রভু বুঝি পুনরায় গুপ্তীপাড়ায় আবির্ভাব হইয়াছেন। ধন্য কুমার পরিব্রাজক! ধন্য তোমার প্রেমাবেশপূর্ণ ধর্ম্মপ্রচার।

মেহেরপুরে গমন বক্তৃতা ও নগরসঙ্কীর্ত্তন সভায় বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ বিতরণ। শক ১৮১১।ফাল্গুন ইং ১৮৯০ ফেব্রুয়ারী।

পত্র প্রেরক—শ্রীললিতমোহন মল্লিক।

মেহেরপুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধুবড়ি

কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় গত ১২ই চৈত্র ধুবড়ীতে শুভাগমন করেন। ধুবড়ীতে প্রায় ২০ দিবস পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া সেখানকার "বিজনী" হলে ক্রমান্বয়ে গত ১৩ই ও ১৪ই চৈত্র "আমরা ও আমাদের" ১৫ই চৈত্র "আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র" বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন, এবং ১৬ই চৈত্র প্রাতে ব্রহ্মপুত্রস্নান উপলক্ষে নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়; ঐ দিবস বৈকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বাগচি মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত কৃপানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায় পরিব্রাজক মহাশয় "হিন্দু ললনার কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৭ই চৈত্র "সনাতন ধর্ম্ম", ২০এ চৈত্র "উপাসনা", ২১এ চৈত্র "সাকার ও নিরাকার" ও ২২এ চৈত্র "কৃষ্ণলীলা" সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা। তাঁহার মনোহারিণী ও ভক্তিভাবময়ী জলন্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হইয়া যায়, অতি কঠোর নাস্তিকের হৃদয়ও বিচলিত হয় এবং যে সকল অহিন্দুর বিশ্বাস যে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিকতা মাত্র, তাঁহাদের সে সকল কুসংস্কার চিরদিনের জন্য হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতার নূতন পরিচয় কি দিব? তাঁহার বক্তৃতার বাহিরে খরস্রোত প্রবাহিণীর ন্যায় অজস্র অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে কিন্তু ভিতরে অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ অথচ প্রাণ মন মুগ্ধ করিয়া কখন হাঁসি কখনও কান্নার স্রোতে ডুবাইয়া দেয়। যাঁহারা ধর্ম্ম পিপাসু, তাঁহারা জানেন যে সে বক্তৃতা মনোহারিণী শক্তির গুণে অহিন্দু বা উপধর্ম্মীর হৃদয়ে কি আবর্ত্ত উপস্থিত করে। যিনি ক্ষণেকে হাসাইতে, ক্ষণেকে কাঁদাইতে পারেন, তাঁহার শক্তি কিরূপ তাহা গুণিগণ বুঝিতে সক্ষম। "সাকার ও নিরাকার", "আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র" ও

ধুবড়ি গমন, তথায় ২০দিন অবস্থিতি। বক্তৃতার বিষয়।
১। "আমরা আমাদের"
২। "আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্র"
৩। "হিন্দুললনার কর্ত্তব্য
৪। "সনাতন ধর্ম্ম"
৫। "উপাসনা"
৬। 'সাকার নিরাকার'
৭। "কৃষ্ণ লীলা"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সনাতন ধর্ম্ম" এই তিনটী সুদীর্ঘ বক্তৃতায় আর্য্যধর্ম্মের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া তিনি আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও মহত্ত্ব, ঋষিদিগের অলৌকিক জ্ঞান ও সাধনতত্ত্ব অতি সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অবশেষে "কৃষ্ণলীলায়" ভগবানের অবতারের প্রয়োজনীয়তা ও তাঁহার লীলাবর্ণন এবং তাহাতে ভগবানের যে গুহ্য তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা অতি পরিস্ফুট রূপে তিনি বর্ণন করেন। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বলিয়াছেন "প্রকৃতি যখন নিজ সত্য প্রকাশ করিতে পারে না, যখন সেই সত্য মলিন হইয়া যায়, তখন ভগবান্ আসিয়া তাহার মলা পরিষ্কার করিয়া তাহা পরিস্ফুট করেন। ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃতির নির্ম্মলতা-সাধন করিবেন কেন? তোমার আমার তাহা বুঝিবার বা সমালোচনা করিবার সামর্থ্য নাই। তাঁহার গুহ্য পেটিকামধ্যে যে তত্ত্ব নিহিত আছে, তিনি দয়া করিয়া দেখাইয়া না দিলে কে দেখিতে পায়? সাধকগণ যখন তাঁহার গুহ্য তত্ত্ব দেখিবার জন্য আকুল হন তখন তিনি তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্ত, ভক্তের প্রাণের পরিতোষ জন্য তাহা দেখাইয়া দেন। প্রহ্লাদ যখন ব্যাকুল হইয়া তাঁহাতে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে দেখা দিয়া ভক্তের পরিতোষ সাধন করিয়াছিলেন। অবতারের প্রয়োজন আছে কিনা তাহা ভক্তের তত্ত্ব পাঠ করিলেই বোধগম্য হইবে।" অতঃপর তিনি বলেন যে "এই কৃষ্ণাবতারই ভগবানের পূর্ণাবতার; এই পূর্ণরূপে জগতের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা দেখাইবার জন্য কৃষ্ণাবতারের অবতারণা। যাত্রাদলের কৃষ্ণকে দেখিলে কৃষ্ণকে বুঝা যাইবে না—তাহার মধ্যে কোন সারত্ব নাই। মহামুনি বেদব্যাসলিখিত যে কৃষ্ণতত্ত্ব তাহাই যথার্থ ভগবৎ তত্ত্ব; ভাগবতে যে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাহার বিষয়ই বিশেষ রূপে বুঝিবার বিষয়, শ্রীকৃষ্ণের এই অনাসক্ত ভাবে ব্রজলীলা বড়ই আশ্চর্য্য ও গুহ্যতত্ত্ব। বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্য ও অনাসক্ত না হইলে এই তত্ত্ব বুঝিবার কাহারও অধিকার হয় না। কামভাব মনুষ্যের মধ্যে একটী প্রবল শক্তি, সে ভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহাতে সহজে সুন্দর ফল পাওয়া যায় অর্থাৎ ভগবানে কাম পর্য্যবসিত হওয়ায় ভক্তের হৃদয় হইতে চিরকালের জন্য কামভাব মিটিয়া যায়। বাৎসল্যাদি অন্যান্য ভাবের চেয়েও এইভাব মনুষ্যের সহজে আয়ত্ত হয়। অথচ ভগবানের নিকট স্ত্রী পুরুষাদি কোন ভেদ নাই, তাঁহার নিকট ভিতর বাহিরও নাই; তিনি অন্তর্যামী ও সকলের অন্তরাত্মা। তাই ব্রজবিহার ও বস্ত্রহরণাদি ব্যাপারে তাঁহাকে লাম্পট্য স্পর্শ করে না। সাধারণ লোকেরা বুঝিতে না পারিয়া যে তাঁহার দোষোল্লেখ করিয়া থাকে, তাহা তাহাদের অজ্ঞানতারই পরিচায়ক। যিনি সদসদ্‌বর্জ্জিত পূর্ণব্রহ্ম, যিনি মায়োপহিত হইয়া জগতের কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে মায়ামনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হ'ন, তাঁহাকে ধূর্ত্ত বা লম্পট বলিলে শুধু নিজের মূর্খতারই পরিচয় দেওয়া হয়। শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া নিজের মলিন বুদ্ধি নিয়া কৃষ্ণচরিত্র বুঝিতে গেলেই অন্ধের হস্তী দর্শনের ফল লাভ হয়। তাঁহারা সে ফল লাভ করুন তাহাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু দুঃখ এই যে নিজের ঘরে অন্ন থাকিতে, সে অন্নকে অন্ন জ্ঞান না করিয়া অথবা অন্ন থাকার বিষয় না জানিয়া যাহারা পরের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষার প্রয়াসী হয়, তাঁহারা যে কি প্রকারের লোক, তাহা বুঝিতে বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিশেষ অসুবিধা হয় না।"

গত ১৬ই চৈত্র অষ্টমী তিথিতে পরিব্রাজক মহাশয়ের স্বরচিত "হরি হরি বোল্ ও মন বল না, ইত্যাদি পদাবলীযুক্ত সঙ্কীর্ত্তন অতি মধুর স্বরে গাহিতে গাহিতে ও ভক্তিভাবে ভক্তমণ্ডলীর সহিত নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মপুত্রনদে স্নানক্রিয়া সমাপন করিলেন। সে দিনের সে ভাব বড়ই পবিত্র ও চিত্তাকর্ষক। নগরের বালক বৃদ্ধাদি বহুলোক ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।"

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, ধুবড়ী।

ধুবড়ী হইতে কুমার পরিব্রাজক মহাশয় কামরূপ কামাখ্যা যাত্রা করেন। তাঁহারই লিখিত বিবরণীটী ১৮১২ শকাব্দার আশ্বিন ও পৌষ এবং ১৮১৩ শকাব্দার ভাদ্র, আশ্বিন ও মাঘ মাসের ধর্ম্মপ্রচারক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ -

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজক মহাশয়ের কামরূপ কামাখ্যা যাত্রা। পথে "টোকরেশ্বরী" দেবীর দর্শন। কামাখ্যায় মাতৃ মন্দিরের প্রাঙ্গণে বক্তৃতা, মার অপূর্ব্ব বিভূতি ও কৃপার সাক্ষাৎকার।

"সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধপীঠ যোনি-মুদ্রা-স্বরূপিণী মা কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিবার পিপাসা আমার অনেক দিন ছিল। ধর্ম্মসভা সমূহের ধর্ম্মার্থ সেবা করিতে করিতে মায়ের নিকট যাইব, এই সাধ অনেক দিন হইতে আমি মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। মা যে সে সাধ মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ছেলের ক্ষুধা তৃষ্ণা মা যেমন বুঝেন, এমন আর কেহই বুঝে না। আমি নিতান্ত অকিঞ্চন, ও অপদার্থ হইলেও জগজ্জননীর চারু চরণছায়া ভিন্ন অন্য কোথাও বিশ্রাম করিবার আর স্থান আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তাই মনে মনে ভাবিতাম একবার মার কাছে যাইব।

গতবারে প্রচার যাত্রা কালে আমি যখন কুচবিহার হইতে ধুবড়ী গমন করিলাম, সেই সময় মার কাছে যাইবার ইচ্ছা দিন দিন অধিক বলবতী হইতে লাগিল। ধুবড়ী হইতে বাষ্পীয় জলযানে মায়ের নিকট যাইতে ২৪ ঘণ্টা লাগে। গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে চড়িলে অথবা রঙ্গপুর, কাউনিয়া, যাত্রাপুর, ধুবড়ী হইয়া ডিব্রুগড়াভিমুখী ষ্টীমারে আরোহণ করিলে পরম সুখে গোহন্তী (গৌহাটী) পুরে পৌছান যায়।

ধুবড়ী পূর্ব্বে সবডিবিজন ছিল, এক্ষণে জেলা হইয়াছে। অনেকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোক সেখানে চাকরি, ওকালতি আদি উপলক্ষে বাস করেন। সেখানে হরিসভা, ও সুনীতিসঞ্চারিণী সভা আছে। শাস্ত্রমধ্যেও এ স্থানটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চাঁদসওদাগরের পুত্র লক্ষীন্দ্র সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে বেহুলা ভেলায় করিয়া জলপথে এই দিকে লইয়া আসেন। ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে "নেতাধোবানী" কাপড় কাচিতেছিল, সেই মন্ত্র-বিদ্যা-নিপুণা বৃদ্ধা, বেহুলার দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে লক্ষীন্দ্রের সর্পদষ্ট মূর্চ্ছিত দেহে পুনঃ প্রাণসঞ্চার করিয়া দেয়। নেতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধোবানীর বিশাল প্রস্তর-স্তর-গঠিত ঘাটের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। এই পবিত্র ঘাটে অনেকে স্নান করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ "ধোবীবুড়ী" এই শব্দ হইতে "ধুবড়ী" এই বর্ত্তমান নাম হইয়াছে। ধুবড়ীতে কয়েক দিন হরিসভার সেবা করিতে করিতে দুরতিক্রম্য সাময়িক পীড়া "ইনফ্লুয়েঞ্জা" আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিল, ৭।৮ দিন বিলম্ব করিলাম, তথাপি কাশী ছাড়িল না। সুতরাং ধুবড়ীতে থাকিতে আর ভাল লাগিল না, কামরূপ যাইবার ব্যাকুলতা বাড়িল। একজন ভদ্রলোক বলিলেন, পীড়া আরোগ্য হইলে পর গেলেইতো ভাল হয়, তাহাতে আমি বলিলাম—পীড়িত বলিয়াই আর বিদেশে থাকিব না, এক্ষণে মার কাছে যাই, ভাল হইলে তবে অন্যত্র যাইব। তিনি কি মনে করিলেন, তাহা জানিনা, কিন্তু আমার হৃদয় মার জন্য বড় কাঁদিয়া উঠিল। ধুবড়ী পরিত্যাগ করিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম, অনেক ধর্ম্মশীল মহাত্মা সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীমারঘাট পর্য্যন্ত আমাকে অগ্রসর করিয়া দিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ষ্টীমার ছাড়িল, কিয়দ্দূর গিয়া নোঙ্গর করিয়া থাকিল, রাত্রি থাকিতে আবার যাত্রা করিল, প্রত্যূষে গোয়ালপাড়ায় ষ্টীমার পৌঁছিল। "টোকরেশ্বরী" দর্শনের জন্য আমি গোয়ালপাড়ায় নামিলাম। আমার যাইবার কথা পূর্ব্বেই তথায় বিঘোষিত হইয়াছিল, তাই আমি নামিবা মাত্র, তথাকার কতকগুলি ধর্ম্মোৎসাহী মহাত্মা আসিয়া ঘাট হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে লইয়া গেলেন।

টোকরেশ্বরী।

ধুবড়ী যখন সবডিবিজন ছিল, তখন গোয়ালপাড়া জেলা, এক্ষণে ধুবড়ী জেলা হওয়ায় গোয়ালপাড়া সবডিবিজন হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রতটে নাতুচ্চ নীচায়ত শৈলোপরে ডিপুটী কমিশনারের সুমার্জ্জিত সৌধ, পর্ব্বত নিম্নে রাজকীয় কার্য্যালয়গুলি সংস্থিত। গোয়ালপাড়ায় সাধারণতঃ আসামীদিগের বাস, কিন্তু সরকারী চাকরি বা ব্যবসায়াদি উপলক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকগুলি শিক্ষিত ও ভদ্র বাঙ্গালীও তথায় নিবাস করেন। গোয়ালপাড়া নিবাসিগণ প্রায়ই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ও ভক্তিমান্। সেখানে হরিসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। আমি তথাকার বাবু অনাদিচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিলাম।

"টোকরেশ্বরী" দেবীর স্থান গোয়ালপাড়া হইতে রাজপথ দিয়া গেলে ৮।৯ ক্রোশ, কিন্তু পর্ব্বতাকীর্ণ দুর্গম পথ দিয়া গমন করিলে ৪॥০ ক্রোশ মাত্র। অনাদি বাবু নিজ গজবাহনে আমাকে দেবীদর্শনে পাঠাইয়া দিলেন। ৪।৫ জন লোক সঙ্গে আমি বনাকীর্ণ পথ ধরিয়াই গমন করিলাম। পথিমধ্যে সামান্য সামান্য গ্রাম দৃষ্ট হইল। রাত্রি ৪টার সময় বাহির হইয়া বেলা প্রায় ১০টার পর আমরা "টোকরেশ্বরী" পাহাড়ের নিকট পৌছিলাম। পীঠমালার মধ্যে ইঁহার নাম নাই, কিন্তু তথাকার লোকে বলে, মা দাক্ষায়ণীর উরুদেশ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। যাহা হউক স্থানটী বড় নির্জ্জন, মনোহর ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-মালা-মণ্ডিত। অতি নিকটে লোকালয় নাই, অল্পদূরে যাহা আছে, তাহাও অতি সামান্য। পর্ব্বতের উপরে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ আছে, নিম্ন স্থানটীও বিল্ব আম্র আদি বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় আচ্ছাদিত। পর্ব্বততটে মায়ের চরণপাদুকার ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির, সম্মুখে তৃণাচ্ছাদিত নাট্যশালা এবং পশ্চাতে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। পর্ব্বতের পাদদেশে নির্ঝরিণীর নির্ম্মল ও অতিশীতল জলপূর্ণ আর একটী জলাশয় আছে, নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা এইখানকার জল লইয়া গিয়া পান করে। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে নাট্যশালার পার্শ্বেই শিবাবলি ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে।

আতপতাপে আমার শরীর অতিশয় সন্তপ্ত ও গজারোহণে শরীর অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল, তাই বৃক্ষের ছায়ায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলাম। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার তাড়নায় কয়েক দিন স্নান করি নাই, কাশীরও অতিশয় প্রাদুর্ভাব, তথাচ মাকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিতে হইবে বলিয়া সে দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নান করিলাম। পূজারি মহাশয় আসিলেন, সঙ্গে দুগ্ধ, জল, নৈবেদ্য, পুষ্পাদি লইয়া দুইজন ভারবাহক,—তাহারাই আমার মায়ের পূজোপচার গুলি লইল। পূজারিটী অতি ভদ্র ও বিনম্র; অতি শিষ্টাচার সহ আমাকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতটী অতি দুরারোহ—উঠিবার সুগম পথ নাই। ধীরে ধীরে সাবধানে উঠিতে হয়। চৈত্র মাসের দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে পীড়িত ও ক্লান্ত শরীরে পর্ব্বতে উঠিতে বড় ক্লেশবোধ হইতে লাগিল, কিন্তু দেবীপীঠ দর্শনের উৎসাহ আবার শতগুণ হৃদয়ের বল বিধান করিয়া দিল। শিলাখণ্ড, বৃক্ষমূল আদি ধরিয়া উঠিতে বসিতে ক্রমে চলিলাম। পর্ব্বতের কিঞ্চিদূন অর্দ্ধপথে উঠিয়া বাম পার্শ্বে ভাঙ্গিতে হয়। সেইখানে ভৈরব মহাদেবের স্থান। ধীরে ধীরে পার্ব্বতীনাথের সমীপে উপস্থিত হইলাম। একটী প্রকাণ্ড ছায়াযুক্ত গুহামধ্যে ভৈরবের অবস্থিতি। তাঁহার আশ্রয়ে বসিয়া ও পূজা করিয়া প্রাণ শীতল হইল। পূজার ঘণ্টাধ্বনি হইলেই শিবের এক পার্শ্বদিয়া একটী কাঠবিড়ালী ও অপর পার্শ্ব দিয়া একটী মূষিক আসিয়া উৎসর্গীকৃত তণ্ডুল, রম্ভা, সন্দেশ আদি খাইয়া গেল। পূজারিজী বলিলেন, উহারা প্রত্যহই এইরূপ করিয়া থাকে। তথাকার কার্য্য শেষ করিয়া আবার শিখরাভিমুখে আরোহণ করিতে লাগিলাম। দশ বারো বার বিশ্রামের পর পর্ব্বতের ঊনশীর্ষ ভাগে উঠিলাম। সেইস্থান হইতে ভগবতীর মন্দিরে উঠিবার পথটী অতি সঙ্কীর্ণ। একটি প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড, কি জানি কত দিন নিজ বক্ষঃ দ্বিধা বিদীর্ণ করিয়া মায়ের কাছে যাইবার জন্য—দর্শনার্থীদিগের অশেষ ক্লেশ নিবারণের জন্য—পথ করিয়া রাখিয়াছে। সেই শিলাখণ্ডটী দ্বিধা বিভক্ত না থাকিলে মার মন্দিরে কেহই সহজে যাইতে পারিত না। সেই পথ দিয়া কায়ক্লেশে একটী মাত্র মানুষ যাইতে পারে, স্থূল শরীর হইলে কিছু কশাকশি হয়। মায়ের আশ্রয়ে অনেক মর্কট বানরও বাস করে। তাহারা সেই পথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া বড় উৎপাত করিয়া থাকে। এই জন্য অনেক যাত্রীই ভীত হয়। মায়ের কৃপায় আমরা উপরে উঠিলাম। মায়ের দর্শন ও যথাবিধি উপচার সহ পূজা করায় হৃদয়ে আনন্দপ্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। পীড়াক্রান্ত কাতর ও ক্লান্ত শরীরে আমি এমন আনন্দ আর কখনও ভোগ করিয়াছি কিনা তাহা স্মরণ হয় না। মাতৃপীঠ স্পর্শমাত্র শরীর রোমাঞ্চিত হইল, পাপনয়নে অশ্রুধারা বহিল, সেই সময় একবার "মা" বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিলাম, চিরসন্তপ্ত প্রাণ সুশীতল হইল।

মায়ের মন্দিরটী অতি ক্ষুদ্র, একজন বা অতি কষ্টে দুইজন বসিতে পারে। মন্দিরটী একে শৈলাগ্রকোণে সংস্থিত, তাহাতে মর্কটমণ্ডলীর বিকৃত বদনের ব্যঙ্গবিকাশময়ী বিকট বিভীষিকা, সহজেই দর্শনার্থিগণ মন্দিরপ্রদক্ষিণ করিতে ভয় পায়। পদ স্খলিত হইলে একেবারে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে পতিত—অধঃপতিত ও চূর্ণিত চূর্ণায়মান হইয়া বর্ত্তমান কলেবরটী পরিত্যাগ করিতে হয়।

আসাম অঞ্চলে এই মর্কটমণ্ডলীর একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। যথা—বানরদলে একজন রাজা, একজন মন্ত্রী ও পাত্রমিত্রাদি অনেক আছে। বিজনীর রাজপরিবারের সহিত ইহাদের নাকি কি সম-সূত্র-সম্বন্ধ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। বিজনীর রাজা বা মন্ত্রী মরিলে, এখানকার রাজা ও মন্ত্রী মরিবে, বিজনীর নূতন রাজা হইলে এখানেও বানরের নূতন দলপতি হইবে। যাত্রিগণ এই বানরদিগের জন্য রম্ভাদি লইয়া যান, আমরাও লইয়া গিয়াছিলাম। শুনিলাম প্রথমে রাজা ভোজন না করিলে অন্য কোন বানর ভোজন করে না, দাতা ভক্তিভাবে সরল অন্তঃকরণে না দিলে বানররাজ তাহা গ্রহণ বা ভোজন করেন না। গোয়ালপাড়ায় অনেক গবর্ণমেণ্টের শিক্ষিত কর্ম্মচারীর মুখে শুনিলাম যে তাঁহারা একবার ডিপুটী কমিশনারের সহিত মফস্বলে গিয়াছিলেন, "টোকরেশ্বরীর" নিকট পৌঁছিলে, তাঁহারা দেবী দর্শনার্থ সাহেবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট অবকাশ চাহিলেন। সাহেব বড় ভদ্র ও ভৃত্যবৎসল ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অবকাশ দিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে শৈলশিখরে দেবীর স্থান নিজে দেখিতেও আগ্রহপ্রকাশ করিলেন। সকলেই তথায় উঠিলেন। হিন্দুগণ নগ্নপদে ও কৃতস্নান হইয়া পবিত্র ভাবে উঠিয়া ছিলেন; পূজান্তে তাঁহারা বানরপতিকে রম্ভা দিলেন, মর্কটাধীশ ধীর ভাবে তাহা গ্রহণ করিয়া ভোজন করিল। সাহেবেরও বানরকে খাওয়াইতে ইচ্ছা হইল। কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, যে ইহারা দেবাংশী বানর, শুদ্ধ মনে ও ভক্তিভাবে না দিলে ইহারা গ্রহণ করে না, আবার গ্রহণ না করিলে দাতার অমঙ্গল হয়। চর্ম্মপাদুকাধারী সাহেব রম্ভা দিতে গেলেন বানররাজ অন্য দিকে মুখ ফিরাইল, রম্ভা গ্রহণ করিল না, সাহেবের মনে খট্‌কা লাগিয়া গেল, বুঝি অকল্যাণের ভয় হইল। তখন কর্ম্মচারিগণের পরামর্শে পাদুকা মোচন পূর্ব্বক হস্ত পদাদি ধুইয়া শ্রদ্ধা সহ দান করিলেন, বানরপতি তাহা সোৎসুকভাবে গ্রহণ ও ভোজন করিল।

আমরা কিন্তু এ ভাব দেখিতে পাইলাম না। একজন রাজোপাধিধারী বানর তথায় আছে বটে, পূজারি প্রত্যহ তাহাকে নৈবেদ্যের অগ্রভাগ দান করেন, কিন্তু দেখিলাম অন্যান্য বানরবর্গ রাজমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া পরস্পর কাড়াকাড়ী করিয়া খায়। এই বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সকলেই বলিলেন যে আজকাল বিজনী রাজ্যেও এইরূপ বিশৃঙ্খলা। তথাকার দুই রাণীতে বড় মোকদ্দমা চলিতেছে, প্রজাগণ যথারীতি কর প্রদান করে না—রাজমর্য্যাদা রাখে না। বানরের এই গুহ্য রহস্য বুঝিতে পারিলাম না। সে অঞ্চলের লোক কিন্তু প্রোক্ত প্রবাদটীকে বড় বিশ্বাস করে। এই বানরগুলিকে ছাগরক্ত পান করিতে ও পাঁটার মুড়ী চিবাইয়া খাইতে দেখা যায়। এরূপ আমিষ ভোজী বানর কোথাও দেখা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে দর্শন করিয়া কৃতকৃত্যহৃদয়ে পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিলাম। মায়ের নাট্যশালার শীতল ছায়ায় বসিয়া কিঞ্চিৎ মায়ের প্রসাদ ভোজন, ঝরণার শীতল জল পান, ও অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। তদনন্তর তথা হইতে ক্রোশৈক দূরবর্ত্তী বামুনপাড়ায় গিয়া আহারাদি করিলাম। সেদিন তথাকার ভদ্রগণ আসিয়া আমার মুখে সৎপ্রসঙ্গালাপ শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় ২।৩ ঘণ্টা ধর্ম্মার্থবার্ত্তার আলাপ করিলাম। তৎপরদিন প্রাতে আবার গোয়ালপাড়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

গোয়ালপাড়ায় শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী ধর্ম্মার্থপূর্ণ বক্তৃতা শুনাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেও আমি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার অত্যাচারে তাহাতে অস্বীকৃত হইলাম এবং মা কামাখ্যাকে দর্শনানন্তর এই স্থান হইয়া ভগবদ্ভক্তবৃন্দের মনোরথ পূর্ণ করিয়া যাইব এই বলিয়া, তৎপরদিন ভিক্ষাবসানে বেলা ১১টার সময় ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম। ষ্টীমার ব্রহ্মপুত্রের প্রবলতর একটানা স্রোতের উজান স্থলে বাহিয়া চলিল। নদের দুই ধারে শ্বাপদ-সমাকুল-বনে সমাকীর্ণ-শৈলমালা ভূপৃষ্ঠে উত্তাল তরঙ্গ মালার ন্যায় সুশোভিত। ব্রহ্মপুত্রের এ বিভাগে পণ্যপূর্ণ নৌকাদি বড় দেখা যায় না, কারণ উজান জলে সুবাতাস না পাইলে গুণ টানিয়া যায়, এরূপ সুগম তটবর্ত্ম নাই। একে প্রচণ্ড স্রোত, তাহাতে জলগর্ভে লুক্কায়িত শৈলশৃঙ্গরাশিতে বিপদের বিষম আশঙ্কা। ভাবিয়াছিলাম সেই দিনই গো-হাতী (গৌহাটী) গ্রামে পৌঁছিব, কিন্তু পলাশবাড়ী ষ্টেশনে যাইতেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, অগত্যাই নাবিক জলগর্ভশায়ী শৈলে শঙ্কিত হইয়া ষ্টীমার আর চালাইল না, অদূরেই নোঙ্গর করিল। শেষ রাত্রিতে আবার ষ্টীমার ছাড়িল ও প্রভাতেই গৌহাটীতে গিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টীমার হইতে নামিয়াই কুচবিহারের শ্রীশ্রীমদনমোহনজীর নবমন্দির-প্রবেশোৎসবে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মার্থপূর্ণ ব্যাখ্যান করিবার জন্য ষ্টেট টেলিগ্রামে নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম। গৌহাটীতেই শৌচাদি সমাধা করিয়া মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামাখ্যা দেবীর শৈলশিখরে উঠিব মনে করিলাম। ক্রিয়া সমাধা করিয়া ব্রহ্মপুত্র তটে আসিতেছি এমন সময় তথাকার এসিষ্টাণ্ট কমিশনার বাবু, নর্ম্মাল স্কুলের হেড্ পণ্ডিত মহাশয়, আদালতের সেরেস্তাদার মহাশয় আদি আসিয়া পথিমধ্যে সাক্ষাৎ করিলেন, আমিও তাঁহাদের কথানুসারে শৈল হইতে অবতরণ করিয়া তথায় ২।৩ দিন থাকিতে স্বীকার করিলাম।

কামরূপে কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিতে হইলে প্রথমে পঞ্চতীর্থের (উর্ব্বশী, উমানন্দ, ব্রহ্মকুণ্ড, পাণ্ডুনাথ ও গৌরীশিখর) পূজা করিয়া যাইতে হয়। উর্ব্বশী ও উমানন্দ ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যজলে সংস্থিত, নৌকা না হইলে তথায় যাওয়া যায় না। গৌহাটীতে ভাল নৌকাও মিলে না একখানি কাঠে খোদিত ডোঙ্গা পাইলাম। সেই ডোঙ্গায় চড়িয়া খরতরতরঙ্গে প্রবহমাণ ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বক্ষের উপর দিয়া উর্ব্বশীপাহাড়ের দিকে চলিলাম। উর্ব্বশী একটী জলমগ্ন ক্ষুদ্র শৈল, তাহাতে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। বর্ষাকালে "উর্ব্বশী" জলমধ্যে গা ঢাকা দিলে পাছে ষ্টীমার আদির বিপদ হয়, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ উর্ব্বশীর শীর্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এক কুক্কুটধ্বজ স্তম্ভ (Cock head pillar) সংস্থাপন করিয়াছেন। কুক্কুটধ্বজ না করিয়া তথায় একটী গরুড়ধ্বজ বা বৃষভধ্বজ স্থাপন করিলে ভাল দেখাইত। উর্ব্বশীতে যেরূপ স্নান পূজাদি করিতে হয় তাহা হইল। এই সময় ঘনঘোর মেঘের প্রবল বৃষ্টি ও অত্যন্ত ঝড় তুফান আরম্ভ হইল, ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গরাশি ভয়ঙ্করাকার ধারণ করিল; এই তুল্লগ্নেই আবার নৌকায় উঠিলাম। গৌহাটী হইতে আর একখানি যাত্রীর নৌকা আসিতেছিল, তুফানের তেজে সেখানি উর্ব্বশী উমানন্দে পৌঁছিতে পারিল না, গৌহাটীতে ফিরিয়া গেল। আমরা কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে "উমানন্দ" শৈলপাদে অবরোহণ করিলাম। কামাখ্যা মহাপীঠের ভৈরবের নাম "উমানন্দ"। ইনি যে পর্ব্বতের উপর বিরাজমান, তাহার নাম "উমানন্দ

পঞ্চতীর্থ দর্শন ও দৈব ঘটনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাহাড়"। এই পর্ব্বত উচ্চশৃঙ্গে বিশাল ব্রহ্মপুত্রের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া বীরবেশে দণ্ডায়মান আছেন। ষ্টীমারে চড়িয়া যাইবার সময় বোধ হয় যেন কোন জটাজুটধারী মহাতাপস জলসমাধি করিয়া বসিয়া আছেন। সেই সৌম্য শৈলশিখর সন্দর্শনে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া আসে, নিকর্টে যাইতে যেন গতিরোধ হয়। ষ্টীমারও যেন তাই আর অগ্রসর না হইয়াই গৌহাটীতে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আবার অনুমতি পাইলে তবে ধীরে ধীরে উমানন্দের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়। পর্ব্বতের উপরে অতিবিস্তার স্থান নাই। ভগবান্ ভূতভাবন ভৈরবনাথের মন্দির, নাটমন্দির, ও পাণ্ডাদিগের ২।৩টী ক্ষুদ্রগৃহ ও একটী প্রকাণ্ড তারতরু। একটী স্বল্পায়তন গভীর গুহাগর্ভে "উমানন্দ" সংস্থিত। তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শন করিলে হৃদয়ে উল্লাসের উৎস উৎসারিত হয়, ভক্তির বেগ আপনি ফুটিয়া বাহির হয়। তথায় তাঁহার যথারীতি পূজার্চ্চনা করিয়া তথাকার "যোগীগুহায়" কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম, ও অতঃপর সেই তুফান মাথায় করিয়া পাণ্ডুনাথাদি দর্শনে যাত্রা করিলাম। গভীরগর্ভ ব্রহ্মপুত্রের উত্তাল তরঙ্গমালার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া মাঝী নৌকা চালাইল, আমার সঙ্গিগণ সন্তরণসমর্থ হইলেও ভীত হইয়া মাঝীকে কিনারায় কিনারায় নৌকা চালাইতে বলিল" আমি সন্তরণে অপটু হইলেও আমার কিন্তু ভয় হইলনা। আমার বোধ হইতে লাগিল যেন কে স্নেহাননা "কারুণ্যপূর্ণনয়না" নৌকার কর্ণস্থান (হাইল) স্পর্শ করিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছেন, আমি সঙ্গীদের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম ভয় নাই ভাবনা নাই। মার কাছে যাইতেছ চিন্তা কি? যাহা হউক আনন্দে পাণ্ডুনাথাদি দর্শন হইয়া গেল, "গৌরীশিখরে" আসিয়া নৌকা লাগিল। এই পর্ব্বতের শীর্ষেই মা কামাখ্যা দেবী বিরাজ করিতেছেন। এই পর্ব্বতের দ্বিতীয় নাম "নীলাচল"। এই সুরনরবন্দিত জগন্মাতার আসন স্বরূপ পবিত্র পর্ব্বতে পাদস্পর্শ জন্য অপরাধ হয় বলিয়া জীবের কল্যাণার্থ শাস্ত্রে প্রথমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্ব্বতের পূজা বিহিত হইয়াছে। তদনুসারে গৌরীশিখরের যথাবিধি সোপচারে পূজা ও নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিলাম।

নীলাচল গিরিশ্রেষ্ঠ ! শিখরং তব কামদম্।
আরোহয়ামি শিখরং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে ॥
নীলাচল মহাবাহো ধর্ম্মমার্গ ! ত্রিপৃষ্ঠতঃ।
আরুহ্য বীক্ষে কামাখ্যাং যোনিমুদ্রাং জগন্ময়ীম্॥

গোহাতী হইতে যে পথে নীলাচলে উঠিতে হয়, সেটী পুরাতন ও দুরারোহ। কিন্তু আমরা সে পথে না উঠিয়া নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক যে পথ দিয়া উঠিলাম, সেটী ময়মনসিংহ জেলার জনৈক জমীদার কর্ত্তৃক নব নির্ম্মিত ও সুগম পথ।

নিম্ন হইতে দেখিলে বোধহয় যে শৈলশিখর কেবল বনাকীর্ণ; কিন্তু উঠিয়া দেখি সেখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মালাকার আদি প্রায় তিন শত গৃহস্থের বাস, এতদ্ভিন্ন অনেক গুলি দেবালয়, উদ্যানাদি আছে, "সৌভাগ্য-কুণ্ড" আদি কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় ও স্থানে স্থানে নির্ঝরিণী বিদ্যমান আছে। গ্রীষ্মকালে জলের কিছু কষ্ট হয় বলিয়া বোধ হইল। নারিকেল, কাঁঠাল, আম্র, আম্রাতক, বিল্ব, নিম্ব, জম্বু আদি অনেক বড় বড় বৃক্ষও শৈল শিরে সুশোভিত আছে। অত্রত্য জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। এত লোক বাস করিতেছে, অথচ পুলিশের কোন ব্যবস্থা নাই, শান্তিরক্ষক প্রহরী একজনও দেখিলাম না। চৌরের উপদ্রব বড় নাই। গৃহগুলি এত উচ্চাবনত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যে অন্ধকারে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে গেলেই পড়িয়া যাইতে হয়। যতলোক উপরে বাস করে, তাহাদের সকলেরই উপজীবিকাস্থান মা কামাখ্যা দেবী। মালাকারগণ যাত্রীদিগের পূজাদির সমস্ত ব্যবস্থা ও আয়োজন করিয়া দেয়, ব্রাহ্মণগণ পূজারি ও পাণ্ডার কার্য্য করিয়া থাকেন। অন্যান্য তীর্থ-ব্রাহ্মণাপেক্ষা এখানকার ব্রাহ্মণগণ সরল, শিষ্টাচারী ও সন্তোষযুক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রে কথিত আছে এই নীলাচল শিবাঙ্গসদৃশ শুভ্র ছিল। কামাখ্যা দেবী দর্শন করিলে দেব দানব মানব সকলেরই কামবৃত্তি স্তম্ভিত হইত। এই পর্ব্বতে কল্পলতাবিজড়িত কল্পতরু বিরাজিত ছিল, এস্থান সকলেরই পূজিত। কালিকাপুরাণে ৬২ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

শ্রীভগবানুবাচ।

"কামার্থমাগতা যস্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহোগতা॥ ৬২ অঃ ১ শ্লোঃ
কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে॥ ঐ—২ শ্লোঃ
একা সমস্তজগতাং প্রকৃতিঃ সা যতস্ততঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈর্দেবৈর্দ্ধৃতা সা জগতাং প্রসূঃ॥ ঐ—৬৭ শ্লোঃ
তত্র পূর্ব্বো ব্রহ্মশৈলঃ শ্বেত ইত্যুচ্যতে সুরৈঃ।
মদ্রূপধারী শৈলস্তু নীল ইত্যুচ্যতে তথা॥ ঐ—৬৮ শ্লোঃ
অজীর্ণপত্রঃ সুচ্ছায়ো বৃক্ষস্তত্র সুসংস্থিতঃ।
আম্রাতকঃ কল্পবৃক্ষঃ কল্পবল্লীসমন্বিতঃ॥ ঐ—১১৯ শ্লোঃ
পীঠে তু সিদ্ধগঙ্গাখ্যা স্বয়ং গঙ্গা সমুত্থিতা।
আম্রাতকস্য নিকটে মম প্রীতিবিবৃদ্ধয়ে॥ ঐ—১২০ শ্লোঃ
তত্রত্যা পৃথিবী সর্ব্বা দেবীরূপা স্মৃতা বুধৈঃ।
ততঃ পরতরং স্থানং পূজ্যং নাস্তি জগত্রয়ে॥

এই কামাখ্যা শৈলশিখরে আরোহণ স্থিতি ও পূজা পাঠাদি করিলে ভক্তের মনে কোন্ সঞ্জীবনী শক্তি তড়িদ্বেগে বহিতে থাকে তাহা ভক্ত ও ভক্তবৎসলাই জানেন, আমার ন্যায় অভক্ত পাষাণহৃদয়ও কিন্তু বিগলিত হইল, প্রাণ মন কাঁদিয়া উঠিল। পাণ্ডাগণ "অদ্য বিশ্রাম পূর্ব্বক কল্য পূজাদি করিবেন" বলিয়া অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মন মানিল না, প্রাণ বুঝিল না, আত্মা শুনিল না, মাকে দেখিবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর বাসায় বসিতে পারিলাম না, মায়ের দর্শনার্থ—আমার চিরাকাঙ্ক্ষার সামগ্রী দেখিবার নিমিত্ত মার মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। যথানিয়মে সৌভাগ্যকুণ্ডের জলে মার্জ্জনাদি করিয়া মার মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

মন্দিরে প্রবেশমাত্রেই অষ্টধাতুবিনির্ম্মিত "কামেশ্বরী" দেবী মূর্ত্তির দর্শন হয়। মন্দিরের এই বিভাগে কামেশ্বর মহাদেব, অন্নপূর্ণা, চামুণ্ডা, বটুকাদি দেব প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা পরমভক্ত মহারাজা শুক্লধ্বজ, মল্লধ্বজ ও ব্রাহ্মণকেন্দ ইহাদের কলেবরের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এ সমস্ত দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া বামে ৫।৬টী সোপান অবরোহণ করিলে মা যোনিমুদ্রাস্বরূপিণীর সিদ্ধপীঠ দর্শন হয়। এই স্থানটী অতি অন্ধকারময়, দীপালোকে পীঠস্থানের দর্শন ও অর্চ্চনাদি হইয়া থাকে। সেখানে মায়ের পদহস্তমুখাদিযুক্ত কোন মূর্ত্তি নাই। প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড উদ্ভেদ করিয়া প্রতিনিয়ত জলধারা বহিয়া যাইতেছে—বর্ষাকালে এই ধারা কিছু প্রবলা হয়। প্রস্তর ফলক সিন্দূর মণ্ডিত এবং যে যোনিমুদ্রা হইতে নির্ম্মল জলধারা নির্গত হইতেছে, তাহা কোটি শিবলিঙ্গপূর্ণ সুগভীর গহ্বর। এই স্থানেই মায়ের পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়। এই স্থানের পার্শ্বৈক প্রদেশে লক্ষ্মী সরস্বতীর যোনিপীঠ বিদ্যমান আছে। এখানে মায়ের কোন প্রকটিত মূর্ত্তি নাই সত্য কিন্তু আশ্চর্য্য দিব্য-প্রভাবে স্থানটী পরিপূর্ণ। পীঠস্থানে মায়ের জলন্ত তেজ সাধক এখনও অনুভব করিয়া থাকেন। মাতৃমুদ্রাপীঠের নিকট বসিলাম, কি জানি কেন, বলিতে পারি না, বোধ হইল যেন তাপিত প্রাণ জুড়াইয়া গেল,—হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল, শরীর শিহরিয়া উঠিল। "মা" শব্দটী শৈশবে শিক্ষা করিয়াছি। আজ প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া কাঁদিয়া জীবন জুড়াইল, শব্দশিক্ষা সার্থক হইল। বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, পাষাণ হৃদয় ফাটিয়া উঠিল, পাপনেত্র ফুটিয়া জল বাহির হইল। মনে মনে নিবেদন করিলাম মা! আজ চিরপোষিত মনে সাধ মিটিল, বাহিরে দর্শন না দিলেও, মা! যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোটীচন্দ্র-সমশীতল কৌমুদী হৃদয়ে প্রকাশ করিলে, তাহাতেই বহুজন্ম সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইল। মা তোমাকে আজ মা বলিয়া ডাকিয়া বড় আরাম পাইলাম, আর যেন মা! জন্ম লইয়া কাহাকেও মা বলিতে না হয়। সাধক! এ সুখের স্থান—এ সুখের দিন—এ সুখের মুহূর্ত্ত চিরদিন স্মরণ থাকিবে। এ শুভ লগ্নে পাপহৃদয়ে যে স্বর্গীয় কিরণধারা দর্শন করিলাম, তাহা বলিবার নহে, বুঝাইবার নহে, দেখাইবার নহে। কেবল তাঁহার কৃপা-বিতরিত প্রসাদ মাত্র।

তথায় কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া যথাবিধি পূজা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক বাসায় আসিলাম ও আহারাদি করিলাম কিন্তু প্রাণ বিকল হইল, সদাই যেন মার কাছে যাইবার জন্য—বসিবার জন্য মন চঞ্চল রহিল। সেখানে ৩ দিন বাস ও মায়ের পূজার্চ্চনাদি করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এই মহাপীঠে সাধকবর্গের শক্তি অতি মাত্রায় পরিবর্দ্ধিত হয়, এই জন্য এই স্থানে অনেক সিদ্ধ সাধকের সমাগম হয়। মহাভাগবতে কথিত আছে :—

"যোনিঃ পতিষ্যতে যত্র তত্র পীঠোত্তমং পরম্।"

জগন্মাতা দাক্ষায়ণীর এই মহাপীঠ অতি গুহ্যাতিগুহ্য ও দেব দানব মানবগণের ঈপ্সিত।

ত্রিলোকতারিণী মা দাক্ষায়ণীর পীঠমালা অতি সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও দুর্গম গহন বনাকীর্ণ শৈলশিখরাদিতে স্থিতি বশতঃ ক্রমশঃ জন সমাগমের বিরলতা হইল, তজ্জন্য সিদ্ধস্থানসমূহ লোকসমূহের অবিদিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন্ পীঠ কোথায় আছে, তাহা শাস্ত্রেই নিবদ্ধ থাকিল; লোকে পুস্তকে পড়িতে লাগিল, শুনিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, কিন্তু দুর্গম স্থানের নিরূপণাভাবে কেহ তথায় গিয়া আর কৃতার্থ হইতে পারিল না। ক্রমে কিছুদিনে তীর্থ সকল লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। আবার যখন সময়ে সময়ে মহামায়ার পরমভক্ত মহানুভব মহাত্মগণ জন্মিতে লাগিলেন, তখন ক্রমশঃ আবার তীর্থ-পীঠ প্রকাশিত হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিল। এই মহাপীঠ পুনঃ প্রকাশের যেরূপ কিম্বদন্তী আছে, পাঠকগণের বিদিতার্থ তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

কুচবিহারের পূর্ব্বতন পরমভক্ত শুক্লধ্বজ মহারাজা তন্ত্রমধ্যে মায়ের যন্ত্র পীঠের অতি মহিমা পাঠ করিয়া দেখিলেন পীঠস্থান তাঁহারই রাজ্যের কোন না কোন শৈলশিখরে সংস্থিত। কিন্তু সহসা তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন হইলেও ভক্তের মন মানিল না, শৈলশিখরবাসিনী মাকে দেখিবার জন্য ভক্তের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, কোথায় কোন্ দিকে গমন করিলে মনোরথ পূর্ণ হইবে ভক্ত মহারাজা তাঁহার অনেক সন্ধান ও বিচার করিয়া যাত্রা করিলেন। বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিয়া শৈলশিখরবাসী বন্য জাতির যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাঁহাকেই ব্যাকুল হৃদয়ে মায়ের তত্ত্ব ও সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন, কেহই কিন্তু তাঁহার মনের মত উত্তর দানে সমর্থ হইল না। কেবল কতিপয় লোক বলিল, যে আমরা তো কামাখ্যা বা কামরূপ কিছুই জানিনা, তবে আমাদের যখন কোন বিপদ্ বিভ্রাট, পীড়া আদি হয় তখন ঐ ব্রহ্মপুত্রতটে উচ্চ শীর্ষ শৈলশিখরে যে একটী ক্ষুদ্র স্থান দিয়া গুপ্ত গঙ্গার ন্যায় ধীরে ধীরে জল ধারা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, ঐ স্থানে গিয়া আমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহ পূজা ও মননাদি করিলে আমাদের সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয়। আমরা জানিনা, যদি তোমার দেবতা ঐ খানেই থাকেন। মাতৃহারা শিশুর মন উচাটিত হইল, ক্ষণার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া রাজা তুরারোহ পর্ব্বতশীর্ষে আরোহণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে সুশীতল নির্ম্মল জলবাহী একটী সামান্য প্রস্রবণ দেখিতে পাইলেন মাত্র, কিন্তু তাহাতে কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না, মনের পিপাসা মিটিল না, ক্ষোভ ও ব্যাকুলতা হৃদয়কে ব্যথিত করিল। মাকে দেখিবার সাধ বুঝি পূরিল না ভাবিয়া পথ-পরিশ্রান্ত মহারাজা কাঁদিয়া বলিলেন, মা! দেখা কি পাইব না, কাঙ্গালের প্রতি কি দয়া হইবে না! বিজন বনাকীর্ণ পর্ব্বতশৃঙ্গে মার দ্রবময়ীরূপ চিনিতে না পারিয়া পাগলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত রাজা কত কি ভাবিলেন, পরিশেষে বলিলেন, মা! যদি এইই তোমার অধিষ্ঠানক্ষেত্র হয়, তবে আমি এইখানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিব। একটী সামান্য দারুখণ্ডে বিশেষরূপ কোন চিহ্ন করিয়া জলধারায় নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, মা! এই যদি তোমার মুদ্রাপীঠ হয় তবে আমি ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে গেলে, এই দারুখণ্ডটী যেন আমার কাছে উপস্থিত হয়। নতুবা বুঝিলাম মা! দাসের জীবনের আশা মিটিল না। এই বলিয়া তিনি স্নানার্থ ব্রহ্মপুত্রতটে অবরোহণ করিলেন।

মায়ের মায়া কে বুঝিবে। অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়ের দয়ার কি সীমা আছে। এতদিন গুপ্ত প্রচ্ছন্ন অপ্রকটিত থাকিয়াও ভক্তের কাতর ক্রন্দনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কলিতে শক্তির বিশেষ প্রকাশ হইবে না, ইহা সিদ্ধান্ত থাকিলেও অনুগত ভক্তের কথা মা এড়াইতে পারিলেন না। প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিলে মা যে পাষাণ ভেদ করিয়া জীবন্ত সত্তায় ছেলেকে আদর করিয়া কোলে লইয়া থাকেন। মহারাজার কাতর ক্রন্দনে মায়ের দয়ার সঞ্চার হইল, নির্দ্দিষ্ট দারুখণ্ডে মায়ের শক্তি প্রবাহিত হইল। রাজা স্নানান্তে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক তর্পণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী দারুখণ্ড জলস্রোতে (না না ভক্তি স্রোতে) ভাসিতে ভাসিতে রাজার করপল্লবে আসিয়া উঠিল। মায়ের মায়ামন্ত্রবিমুগ্ধ রাজা তর্পণে মনোনিবেশ করায় পীঠস্থানের কথা একটু বিস্মৃত হইয়াছিলেন; কাঠখানি ফেলিয়া দিলেন। দ্বিতীয়বার জলগ্রহণ করিতে গেলেন সবেগে কাঠখানি আবার হাতে আসিল, মায়ামুগ্ধ মহারাজা আবার বিরক্ত হইয়া ফেলিয়া দিলেন। ভক্ত মাকে ভুলিয়াছেন বলিয়া মা কি ভক্তকে ভুলিতে পারেন। আবার জল লইবার সময় কাঠখানি আবার হাতে উঠিল, বারম্বার এইরূপ দেখিয়া রাজার মায়ার ঘোর ভাঙ্গিল, নিজ প্রার্থিত কথাটী স্মরণ হইল; দেখিলেন তাঁহারই চিহ্নিত সেই দারুখণ্ড, আহ্লাদে হৃদয় নাচিয়া উঠিল, মা দয়া করিয়াছেন জানিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্ম জীবন সার্থক বোধ করিলেন এবং বুঝিলেন ঐ স্থানেই কামরূপ কামাখ্যাপীঠ। আবার পর্ব্বতে উঠিলেন, সে দিন সেই স্থানেই পূজা পাঠ বন্দনাদি করিয়া রাজা চিরজীবনের মনের সাধ মিটাইলেন। রাত্রিতেও নির্ভীকহৃদয় রাজা সেই হিংস্রজন্তু আদি সমাকীর্ণ শৈল শিখরে বিশ্রাম করিলেন। মায়ের কোলে ছেলে যেখানে সেখানে শুইয়া থাকিতে পারে। "তার আবার কি ভয় ভাবনা যার মা ত্রিলোক তারিণী" (পরিব্রাজকের সঙ্গীত)। আজ রাজা ধন্য হইলেন, মায়ের কোলে শুইলেন, মায়ের কোলে ঘুমাইলেন। তাই বড় সাধ করিয়া পরিব্রাজকের সঙ্গীতে লিখিত হইয়াছে:—

"মায়ের কোলে ঘুমাইব, মায়ের অঙ্গে মিশাইব,
মা ছেড়ে আর না আসিব, খেলিতে দীনতারিণী।"

জগতের সাক্ষাতে রাজা ঘুমাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা-সমাধিকে আশ্রয় করিয়া মা চৈতন্যময়ী স্বপ্নে দর্শন দিলেন। বলিলেন, বৎস! তোমার ভক্তিতে আমি অব্যক্তরূপিণী হইয়াও ব্যক্ত হইলাম। তোমার প্রতিজ্ঞানুরূপ আমার সোণার মন্দির প্রস্তুত করিয়া দাও। মহারাজ মায়ের বাণী শুনিয়া কৃতার্থ ও চমকিত হইলেন; বলিলেন মা! এত ধন আমি কোথায় পাইব যে, কেবল কাঞ্চনে তোমার মন্দির নির্ম্মাণ করিব। যদি আদেশ হয় তবে প্রস্তরখুঞ্জে মন্দির নির্ম্মাণ করি ও প্রতি প্রস্তরের উপর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কাঞ্চন দান করি। ভক্তের কথায় মা বিদ্যুদ্বৎ হাঁসিয়া তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজার নিদ্রা ভাঙ্গিল, চিরদিনের জন্য রাজার ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া মা "স্বপ্নে দেখা দিয়া গেল। চৈতন্য করিয়া, চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকালো।" মায়ের আদেশে রাজা অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। এখনও সেই মন্দির বিদ্যমান আছে। এরূপ সুগঠিত মন্দির আসাম অঞ্চলে আর কোথাও নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের মনোহর মন্দির বিনির্ম্মিত হইয়া গেলে কুচবিহারের রাজৈশ্বর্য্য হইতে মায়ের বিবিধোপচারে পূজা চলিতে লাগিল ও চিরদিন পূজা চলিবার জন্য বৃত্তি ব্যবস্থাপিত হইল। ক্রমশঃ মধ্যে মধ্যে সিদ্ধ সাধক সন্ন্যাসিগণ পীঠস্থান দর্শনে আসিতে লাগিলেন। কোন কোন সাধক গভীর নিশীথে মার পীঠপার্শ্বে মন্ত্রসাধন ও পূজাদি করিতে বসিয়া বিপুল বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। এখনও যে সকল মালাকর বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে একজনের পূর্ব্বপুরুষ সিদ্ধ সাধকগণের উত্তরসাধকতা করিত। একবার একজন সাধক নাকি সমস্ত আয়োজন করিয়া মার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কি জানি কোন অপরাধে তাঁহার সাধের সাধনাক্ষেত্রে অশেষ বিঘ্নরাশি দেখা দিল। ঘনঘোর মেঘমালার ন্যায় কি যেন দৈবী মায়াজাল আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া লইল, বিদ্যুদ্ বিকাশবৎ অট্টহাস্যে স্থান পরিপূর্ণ হইল। বিকট হুঙ্কারে গগনমণ্ডল ভয়ানক হইয়া উঠিল, বিবসনা বিকটদশনা কত যে ললনারূপের লীলা দৃষ্ট হইল, তাহা বলা যায় না। পূজায় যে ছাগ বলিদান করা হইয়াছিল, তাহার মস্তকটা লইয়া জলদঙ্গারবর্ণা করমালা যেন লুপিয়া লুপিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। সাধক ভীত ও চকিত হইলেন ও উত্তরসাধককে ছাগমুণ্ড যথাস্থানে স্থাপন করিতে বলিলেন। উত্তর সাধক বলিলেন এই ডাকিনী যোগিনীগণের লীলাক্ষেত্রে আমি অগ্রসর হইতে পারিব না। মহামায়ার মায়াতে বিমোহিত সাধক নিজাসন ত্যাগ করিয়া যেমন স্বয়ং তাহা ধরিতে যাইবেন অমনি যেন কে তাঁহাকে ঊর্দ্ধপথে উড়াইয়া ব্রহ্মপুত্রাভিমুখে কোথায় লইয়া গেল, তাহার সমাচার আর পাওয়া গেল না। যাঁহারা মায়ের ঐরূপ সাধনা করিয়া থাকেন বা বিদিত আছেন, তাঁহারা ভিন্ন এই ঘটনাটির সত্যতায় বিশ্বাস করিতে হয় তো অনেকের ভরসা হইবে না।

লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যে যায় অম্বুবাচীর সময় পৃথিবী রজস্বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েন, তখন মুদ্রাপীঠ হইতে নাকি রুধির ধারার ন্যায় দ্রবময় প্রবাহ নির্গত হইতে থাকে। আমি কামাখ্যাবাসী ব্রাহ্মণগণকে উহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারা বলেন যে, আমরা পিতৃপিতামহমুখে এইরূপ শুনিয়া আসিতেছি, যে উক্ত রাজা মল্লধ্বজ ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য একবার অম্বুবাচীতে পীঠস্থানে শুভ্রবস্ত্র রাখিয়া দিয়াছিলেন। উহা রক্তবর্ণ হয় কিনা ইহাই দেখিবার জন্য তাঁহার উৎসাহ ও ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল। রাজা যে দিন বস্ত্র রক্ষা করেন, সেইদিন রাত্রিতে রাজা স্বপ্ন দেখিলেন মা বলিতেছেন বৎস! কলিতে আমার প্রত্যক্ষ লীলা কিছুই প্রকাশ করিব না, তুমি মাতৃপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া ভাল কর নাই, এরূপ আর করিও না। তুমি ভক্ত, তোমার রক্ষিত বসনপ্রান্তে রুধির রেখাবৎ কিঞ্চিৎ তোমার দৃষ্ট হইবে মাত্র। রাজা তাহাই দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন আর পরীক্ষা করিলেন না। সেই সময় হইতে অম্বুবাচীর তিন দিন নিত্য পূজার অধিকারী যিনি তিনি ভিন্ন পূজা করিতে আর কেহ যাইতে পারে না। কয়েক দিন দ্বার দিবা রাত্রি অবরুদ্ধ থাকে। পাণ্ডাগণ অম্বুবাচীর সময় রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্ররাশি সেইস্থানে রক্ষা করিয়া থাকেন। যাত্রিগণ অঙ্গবস্ত্র প্রার্থনা করিলে তাহা হইতেই একটু একটু ছিড়িয়া দিয়া থাকেন। লোকের বিশ্বাস এই যে জয়া-বিজয়া-পরিসেবিত ভগবতীর এই রক্তবস্ত্র মস্তকে উষ্ণীশ বাঁধিয়া যে কার্য্যে যাত্রা করিবে, সেই কার্য্যই জয়, সেই কার্য্যই সিদ্ধ হইবে।

আর একটী আশ্চর্য্য কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণকেন্দ (মার মন্দিরে ইঁহার পাষাণমূর্ত্তি আছে) পরমভক্ত ছিলেন। তিনি মার নাটমন্দিরে প্রতি নিশিতে বসিয়া বাদ্য বাজাইতেন ও সুমধুর স্বরে মায়ের গুণগান করিতেন, মাও নাকি ভক্তবাঞ্ছাকল্পলতা, তাই ভক্তিরসে মাতোয়ারা—মা বলিতে জ্ঞানহারা—ভক্তকে কৃতার্থ করিবার জন্য নানা রত্নালঙ্কার ও বিচিত্র বসনে বিভূষিতা মা আমার হাস্যমুখী কুমারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশে মূর্ত্তিমতী হইয়া বাদ্যের তালে তালে প্রতি নিশিতে নৃত্য করিতেন। মন্দিরের দ্বার অবরুদ্ধ থাকিত। যাঁহার মায়ার ছন্দানুবন্দে তালে তালে চন্দ্র সূর্য্য তারাদি ক্রীড়া করিতেছে, সাগর উত্তাল তরঙ্গ রঙ্গে খেলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, জীবগণ জন্ম জীবন ও মরণ গান গাহিতেছে, আজ আমার সেই নৃত্যকালী মা ভক্তের তালে তালে আপনিই নাচিতেছেন। আজ ব্রাহ্মণ! তোমারই বাদ্য ধন্য, যে বাদ্যের ধ্বনির সঙ্গে মায়ের বৃন্দারকবৃন্দ-বন্দিত পদারবিন্দের নূপুর ধ্বনি গিয়া মিশিয়াছিল।

"একবার নাচতো শ্যামা,
একবার তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি করে নাচতো শ্যামা।
বিশ্বরূপ ত্যজে কুমারী সেজে একবার নাচগো শ্যামা
ও মা এলোকেশে আলু থালু বেশে একবার নাচগো শ্যামা।"

মা নাচিতেন, বাহিরের লোকে যাহারা সজাগ থাকিয়া শুনিত, তাহারা ব্রাহ্মণের বাদ্য ছাড়া এই বিচিত্র নূপুর ধ্বনি শুনিতে পাইত। উক্ত রাজা ব্রাহ্মণকে মা'র আবির্ভাব ও নাচের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। "এ কথা কাহাকেও বলিবে না" ব্রাহ্মণের প্রতি এইরূপ মায়ের আদেশ ছিল। রাজার অনুরোধে ব্রাহ্মণ বিব্রত হইল, বলিল উহা আপনিই তো কৌশলে পরীক্ষা করিতে পারেন। রাজা মন্দিরদ্বারে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রাত্রিতে দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন বটে কিন্তু মা যখন কোপকষায়িতনেত্রে হুঙ্কার পূর্ব্বক বলিলেন, "রাজন্! আজ হইতে তোমার বংশের কোন ব্যক্তি আর আমার এস্থানে আসিতে পারিবে না, আসিলে বংশ লোপ হইবে। ব্রাহ্মণ আজ হইতে তুমিও আমার প্রকাশ ও নৃত্য দেখিতে পাইবে না।" তখন উভয়েই স্তম্ভিত ভীত ও মৃতবৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। পুনঃ সচেতন হইয়া নিজ নিজ অপরাধ জন্য অনুশোচনা করিতে করিতে উভয়েই চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই অবধি কুচবিহারের রাজবংশের কেহ ঐ মাতৃযোনি পীঠ দর্শনে কখন গমন করেন না।

মায়ের মন্দিরের ব্যবস্থাপক দুইজন অবৈতনিক লোক আছেন। মায়ের পূজার পূর্ব্বে যাত্রিগণ যে ভেট চড়াইয়া থাকেন, উক্ত কর্ম্মচারী দ্বয় তাহারই বার্ষিক অংশ পাইয়া থাকেন। কুমারী ও ব্রাহ্মণগণকে যাত্রিগণ যে বস্ত্রালঙ্কার বা অর্থাদি দান করেন তাহা বর্ষকাল সঞ্চিত থাকে, বৎসরান্তে সেই সমস্ত, তথায় যতগুলি কুমারী ও ব্রাহ্মণ আছেন, সকল গুলিকে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এই সদ্ব্যবস্থা থাকায় কেহ পাইল কেহ পাইল না এরূপ হইতে পায় না। অন্যান্য স্থানের তীর্থ ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা এখানকার পাণ্ডাগণ কিছু ভাল মানুষ বলিয়া বোধ হইল।

কামাখ্যা শৈলশিখরের কোন কোন স্থানে কালী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা আদিরও মন্দির আছে। ইহার মধ্যে কোন কোন কোন মন্দির বনাকীর্ণ ও দুষ্প্রবেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। ভুবনেশ্বরীর মন্দিরটী সর্ব্বোচ্চ শিখরে সংস্থিত, স্থানটী পরিষ্কার ও সুদৃশ্য। এই শিখরে বসিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের ও বনাকীর্ণ শৈলরাজির শোভা দেখিতে অতি আহ্লাদ হয়। শৈলমালার তলে তলে গৌহাটী হইতে গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত যে রাজপথ আছে, এই শিখর হইতে সেই পথ একটী শুভ্র রেখাবৎ প্রতীত হয়। শৈলসমূহের স্থানে স্থানে পাহাড়ীগণ চা'র আবাদ করিয়াছে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভুবনেশ্বরী পাহাড় হইতে গৌহাটী আদিও বেশ দেখা যায়। মা ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী নামক একজন সাধক বাস করেন। তাঁহার সাধনপ্রণালী তন্ত্রানুসারিণী। লোকটী ভক্তিমান। তৎসহ সদ্বার্ত্তালাপে আহ্লাদিত হইলাম। তিনি পঞ্জাব-প্রান্তবাসী সন্ন্যাসী হইলেও কাশী আদি তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক অবশেষে সাধন সিদ্ধিদ্বারা মানবজীবন সার্থক করিবার জন্য নিখিল নিস্তারিণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের এই নির্জ্জন নিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমি হাঁসিতে হাঁসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এই বিজনবাসে একাকী থাকেন, আপনার ভয় করে না তো? তিনি উত্তর করিলেন "আমি যে মায়ের কোলে ঘুমাইয়া থাকি! যার মা অভয়া, তার কি আবার ভয় আছে। মনের মত উত্তর শুনিয়া বড় আহ্লাদ হইল। ইঁহাকে কামাখ্যাবাসিগণ বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

একদিন কামাখ্যাবাসী ব্রাহ্মণগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এস্থানে অনেক পণ্ডিতেরও সমাগম হইয়া থাকে। তাঁহারা কেহ কেহ নিরামিষভোজী হইলেও এখানে মৎস্য মাংস ভোজন করিয়া থাকেন। আপনি সেরূপ করিলেন না কেন? এখানে যে মৎস্যাদি খাইতে হয়। আমি তাহাতে এইমাত্র সংক্ষেপে উত্তর দিলাম যে, যদি মায়ের প্রসাদ কোন অভক্ষ্যও ভোজন করি, তাহাতে কোন রূপ দোষ হয় না বটে কিন্তু আমাদের সে বুদ্ধি কই? মা'র নিবেদিত হইলেও মাংসে মাংস বুদ্ধি, মৎস্যে মৎস্যবুদ্ধি অন্নে অন্নবুদ্ধি রহিয়াছে। প্রসাদবুদ্ধি কই? প্রহ্লাদ বিষকে নিজ ভক্তিবলে অমৃত করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন, বিষের শক্তি তাহাতে সঞ্চারিত হয় নাই। কিন্তু আমরা প্রসাদ জানিয়া খাইলেও মৎস্য মাংসাদির শক্তিই আমাদের শরীরে ক্রিয়া করে, প্রসাদের শক্তি অমৃতরূপিণী হইয়া ক্রিয়া করে কই? সাধক তুমি তো নিবেদন করিয়াই সুরাকে সুধা বলিয়া যন্ত্রে মন্ত্রপূত করিয়া পান কর, তবে মাতাল হও কেন? কই প্রহ্লাদের ন্যায় বিষ তো অমৃত হইল না। তাই বলি যতদিন প্রসাদের ভাণ করিয়া মাংসাহারে প্রবৃত্তি থাকিবে, ততদিন প্রসাদী বলিয়া মাংসভোজন নির্দ্দোষ ইহা আমার সংস্কার নাই। তবে মায়ের তান্ত্রিকী পূজায় বৈধ অধিকারী যিনি তিনি সিদ্ধিসাধনের জন্য তন্ত্রোক্ত প্রকরণানুরূপ কার্য্য করিলে আমি তাহা দোষাবহ মনে করি না। কিন্তু অনধিকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজার ভাণ করিয়া মৎস্য, মাংস, মদ্যাদি সেবন করিলে পাতকগ্রস্ত হইতে হয়। যেমন কর্ম্মশালায় কার্য্য করিতে গেলে অঙ্গারের কালিমা অঙ্গে লাগিবে, এরূপ ভয় করিলে চলে না, সেইরূপ যিনি "মন্ত্রং সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ" নিশ্চয় করিয়া ভগবতীর সাক্ষাৎকার লাভের জন্য বিধিপূর্ব্বক সাধনা করিতে থাকেন, তাঁহাকে তন্ত্রশাস্ত্রের যথাবিধি কার্য্য অবশ্যই করিতে হইবে সত্য, কিন্তু আমি তো সিদ্ধি সাধনার জন্য পণ করিয়া এখানে আসি নাই। বিশেষতঃ তান্ত্রিকী দীক্ষানুগতও আমি নহি, তবে তিন দিনের জন্য মাকে দর্শন করিতে আসিয়া নিজ নিয়মকে পরিত্যাগ করিব কেন? মাকে দর্শন করিবার সময় পবিত্র ভাবেই আসিতে, বসিতে ও থাকিতে হয়। আমি শাস্ত্রের এ পবিত্র নিয়ম পরিত্যাগ করিব কেন? আমি তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ কীটানুকীট, যখন সাধকাগ্রগণ্য মহাতপা মহর্ষি বশিষ্ঠ মা'র সাক্ষাৎকার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তখন মা স্বয়ংই দৈববাণী দ্বারা তাঁহাকে যত্যাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছাচারে রত হইয়া তপস্যা করিতে বলিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ বিবেচনা করিলেন, কাশীতে মৃত্যু হইলে তথায় প্রতিগ্রহাদি জন্য যেমন পাপস্পর্শ করে না কিন্তু কাশীতে প্রতিগ্রহপূর্ব্বক অন্যত্র দেহত্যাগ করিলে এই পাপ বজ্রলেপবৎ হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ সাধনায় সিদ্ধ হইলে সাধনকালকৃত যথেচ্ছাচার ম্লেচ্ছাচার আদির অপরাধে কোন ক্ষতি হয় না বটে, কিন্তু যদি সাধনের অন্য কোন ত্রুটী বশতঃ মা'র সাক্ষাৎকাররূপ পরমাসিদ্ধি লাভে বঞ্চিত হই তবে ম্লেচ্ছাচারজন্য পাতকরাশি পরলোকে অতি পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু যত্যাচারে থাকিলে সিদ্ধি না হইলেও মরণান্তে এই পবিত্রাচার জনিত অবশ্যম্ভাবী ফলে বঞ্চিত হইব না। আর ম্লেচ্ছাচারে সিদ্ধি যদি শীঘ্রও পাওয়া যায়, তথাচ তাহা শঙ্কাসমাকুল। কিন্তু শুদ্ধাচারে সিদ্ধি বিলম্বসাধ্যা হইলেও উহা নিঃসংশয় ও শঙ্কাশূন্য এজন্য অবশ্যাবলম্বনীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপদাকীর্ণ পথ সহজ হইলেও নির্ব্বিঘ্ন দূরপথ দিয়াই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গমন করিবেন। এজন্য বশিষ্ঠ বলিলেন, মা দীনদয়াময়ি! ভারত খণ্ডে বাস করিয়া তুমি দর্শন দাও আর নাই দাও আমি ম্লেচ্ছাচারে পবিত্র ব্রাহ্মণশরীর অপবিত্র করিব না। বশিষ্ঠের ন্যায় ব্যক্তি পুণ্যভূমি ভারতে যে কার্য্য করিতে সাহস করেন নাই আমি তাহা করিব কোন সাহসে! যদি জানিতাম আমার সিদ্ধি এই তিন দিনেই নিশ্চয় হইবে তবে যাহা হয় করিতাম, কিন্তু তাহার তো আশা নাই। মা আমার পুণ্যের প্রতিমা, তিনি দয়া করিয়া আমাকে যেরূপ বিধান করিবেন, আমি তাহাই শিরোধার্য্য করিব। ব্রাহ্মণগণ আমার উত্তর শুনিয়া সহর্ষচিত্তে বলিলেন, মা আপনার এই নিষ্ঠা আরও বৃদ্ধি করুন।

ব্রাহ্মণদিগের অতিশয় অনুরোধে মার মন্দির সমীপে মায়ের তত্ত্বকথার একটী বক্তৃতা করিয়া চতুর্থদিনে শৈলশিখর হইতে গৌহাটীতে অবতরণ করিলাম ও তথায় তারাপীঠ দর্শন ও তথাকার ভদ্রমহোদয়গণের অনুরোধে দুইদিন সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়া বশিষ্ঠাশ্রম দর্শনে যাত্রা করিলাম।

বশিষ্ঠাশ্রম।

যাগ, যজ্ঞ, যোগাভ্যাসপূর্ব্বক জ্ঞানের উচ্চতর স্তর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াও যখন মহর্ষি বশিষ্ঠের হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল না, তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী মায়ের জলন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার ত্রিভুবন মোহিনীরূপে মনকে বিমোহিত করিয়া ত্রিতাপতারিণীর সুচারু চরণ ছায়ায় প্রাণ জুড়াইবার জন্য কামাখ্যাশৈল হইতে প্রায় ৪৷৷০ ক্রোশবর্ত্তী বিজন বনে বসিয়া প্রাণ মনে ঐক্য করিয়া মায়ের আরাধনা করিয়াছিলেন। এই পবিত্র স্থানটী "বশিষ্ঠাশ্রম" বলিয়া প্রসিদ্ধ। জ্ঞানী ভক্ত মহাতপোধনের পবিত্রাসন দর্শনে মন বড় ব্যাকুল হইল। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে আমি যে দুরারোগ্য বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপায় তাহা হইতে আরোগ্যলাভ করিলেও সেই অবধি আমার পদদ্বয় পূর্ব্ববৎ বলিষ্ঠ নাই, এই জন্য দূরে গমন করিতে হইলে অনেক সময়েই আমার কোন না কোন বাহনের সাহায্য লইতে হয়, ও বিনা চেষ্টায় তাহা আপনা আপনি জুটিয়াও যায়। বশিষ্ঠাশ্রম গৌহাটী হইতে যাতায়াতে প্রায় নয় ক্রোশ। প্রাতে তথায় গিয়া সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিতে হইবে, একদিনে নয় ক্রোশ চলিতে হইবে, পারিব কিনা সন্দেহ হইল। আবার ভাবিলাম, যখনই কোথাও মাকে দর্শন করিতে যাই, জন-যান জল-যান, বা গজবাজী বাহনাদি পাই। কেননা মা আমার রাজরাজেশ্বরী, তিনি পূর্ণাৎ পূর্ণতমা, তাঁহার দ্বারে কিছুরই অভাব নাই। বশিষ্ঠ বনবাসী ঋষি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তিনি বাহনাদি এখন কোথায় পাইবেন! মনে মনে মাকে বলিলাম মা, তোমার পরমভক্তের পবিত্রাসন দেখিতে যাইব, শক্তি দাও সামর্থ্য দাও যেন পাদচারেই যাইতে সমর্থ হই। অনাদ্যা শক্তি দয়া করিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন।

যে পথ গৌহাটী হইতে বরাবর শিলং পর্য্যন্ত গিয়াছে, বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতে হইলে সেই পথ ধরিয়া প্রায় আড়াই ক্রোশ যাইতে হয়। তাহার পর সে পথ ছাড়িয়া দক্ষিণ (ডাইন) দিকে যে পথ গিয়াছে, সেই পথ দিয়াও প্রায় দেড় ক্রোশ যাইতে হয়। তাহার পর আর রাজপথ নাই। চা বাগান ও বনের ভিতর দিয়া অবশিষ্ট একক্রোশ গমন করিলে বাশষ্ঠাশ্রমে যাওয়া যায়। পথের দুই ধারেই শস্যক্ষেত্র ও উত্তুঙ্গ শৃঙ্গাবলিশোভিত শৈলমালা দৃষ্ট হয়। পথপার্শ্বে আতপ-তাপে পথিকগণকে ছায়া দান করিতে পারে এমন বৃক্ষাদি নাই বলিলেও হয়। গৌহাটীবাসী ভদ্রগণ ভয় দেখাইয়া বলিলেন যে, প্রচণ্ড আতপ-তাপে আপনার যাইতে বড় কষ্ট হইবে। আমি বলিলাম মা আমাকে আঁচল ঢাকা দিয়া লইয়া যাইবেন, তিনি আদেশ করিলেই ইন্দ্রদেব জলদজালে সূর্য্যকিরণ নিবারণ করিয়া দিবেন। তাঁহারা বলিলেন মেঘ হইলেই ভাল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নতুবা বড় কষ্ট হইবে। আমার বিশ্বাস মা আমার সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। পাঠক বলিতে আহ্লাদ হইতেছে, সমভিব্যাহারিবর্গ সহ আমি বশিষ্ঠাশ্রমের পথে চলিলাম, থরে থরে মেঘরাশি আকাশে খেলিতে লাগিল, কোথাও বিশ্রাম না করিয়া আমরা একেবারে আশ্রম স্থানে উপস্থিত হইলাম। পথে একটী হাট বসিয়াছিল, তথা হইতে বশিষ্ঠেশ্বর মহাদেবের পূজার সামগ্রী ও এ দেহের ভিক্ষোপজীব্য দ্রব্য গুলি সঙ্গে লইলাম। আমার ন্যায় অসমর্থ ব্যক্তি একবেগে এতদূর আসিতে পারিবে, এ আশা ছিল না, কিন্তু মায়ের কৃপায় মেঘের ছায়ায় ছায়ায় অক্লেশে আসিয়া বশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হইলাম।

মহর্ষির আশ্রমের চারিদিকেই গভীর বন। এই বনে বৃহৎ বৃহৎ হস্তী, ব্যাঘ্র, বিশাল বিষধর আদি সর্ব্বদা বিচরণ করে। নির্ঝরিণীর নির্ম্মল নীরধারা ঝির ঝির ঝর ঝর করিয়া বহিতেছে। প্রবাহরাশি যখন পর্ব্বতের উর্দ্ধস্তর হইতে নিম্নস্তরে পড়িতেছে, প্রবলবেগে অন্যান্য প্রস্তর খণ্ডে আহত প্রতিহত হইয়া সুমধুর আনন্দধ্বনি পূর্ব্বক ফিরিয়া ঘুরিয়া হাঁসিয়া খেলিয়া নাচিতে নাচিতে বনের ভিতরে ভিতরে চুপি চুপি কোথাও বা কুল কুল কল কল করিয়া তরঙ্গবালাগণ ক্রীড়া করিতে করিতে কোন দিকে ছুটিয়াছে, পর্ব্বত ছাড়িয়া বন অতিক্রম করিয়া পলাইতেছে, বিহঙ্গবর্গ নানা রবে বন আকুলিত করিয়া রাখিয়াছে, এতাবৎ দেখিতে শুনিতে বড় মনোহর। আকাশের সমস্ত মেঘ কাটিয়া গেল, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল—আমরা বনের মাঝে জলপ্রবাহে স্নান করিলাম—আনন্দ ও ভক্তিসহ যে পাষাণখণ্ডে বসিয়া বশিষ্ঠ মাকে ডাকিতে ডাকিতে প্রেমে বিভোর হইয়া সমাধিতে ডুবিয়াছিলেন, সেই আসনকে স্পর্শ করিয়া পূজা করিলাম। মনে মনে তিরোহিত তপোধনের তত্র বিরাজিত তাপসী শক্তির নিকট প্রার্থনা করিলাম, যেন এইরূপ জ্ঞানমিশ্রিত প্রেম-ভক্তি পাইয়া প্রাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিতে পারি। তদনন্তর শিবমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরটী অতি প্রাচীন ও প্রকাণ্ড, স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সংস্কারাভাবে স্থানটী কিছু মলিন হইয়াছে। শুনিলাম গর্ত্ত ও বিলমধ্য হইতে মধ্যে মধ্যে বড় বড় সর্প বাহির হইয়া থাকে। মন্দিরের মধ্যভাগ অতিশয় অন্ধকারপূর্ণ, দীপালোকে মহাদেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। বিশালকায় শঙ্কর-লিঙ্গের পূজা করিয়া হৃদয় মন উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে সাহেবদের ন্যায় তথাকার পাণ্ডাগণের মুখে "ত" স্থানে "ট" এবং "দ" স্থানে "ড" উচ্চারণ শুনিয়া আরও হাঁসি পাইতে লাগিল (যথা—এটট্ সচণ্ডন বিল্বডলং ওঁ নমো বশিষ্ঠেশ্বর নাঠায় নমঃ)।

মন্দিরের নিকটেই এই গভীর বনমধ্যে কাশীবাসী একটী বাঙ্গালী যুবা বৈষ্ণবসন্ন্যাসী স্বহস্তনির্ম্মিত একখানি সুপ্রশস্ত পরিষ্কার কুটীরে বাস করিয়া থাকেন। তথায় বালগোপালাদির সেবাও আছে। আশ্রম দর্শনার্থিগণ প্রায় তাহারই আশ্রয়ে গিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীটী ভাল মানুষ, লোকজন গেলে সৎকার পূর্ব্বক স্থান দান করেন ও তাঁহাদেরই প্রদত্ত অর্থাদিতে দেবসেবাও একপ্রকার চলিয়া যায়! কিছু না থাকিলে সন্ন্যাসী বনের ফলমূল খাইয়াও দিন কাটাইয়া দেন। আমরা সেইখানেই বিশ্রাম ও ভিক্ষাদির ব্যবস্থা করিলাম। এই অবসরে সেইদেশী একটী রাজার হস্তীপৃষ্ঠে আমারই পূর্ব্বপরিচিত একটী সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী আমাকে অকস্মাৎ বশিষ্ঠাশ্রমে দেখিয়া বড় আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন ও আমাকে হস্তিপৃষ্ঠে যাইবার জন্য অতিশয় অনুরোধ করিলেন। আমি কিন্তু তপস্বীর আশ্রম হইতে হস্তীতে গমন সুখকর বোধ করিলাম না, আবার পাদচারে বেলা তিনটার সময় যাত্রা করিলাম—তখন প্রখরতর রৌদ্রতাপ হইয়াছিল, কিন্তু যতক্ষণ বনে বনে আসিলাম ততক্ষণ কষ্ট হইল না, মাঠে আসিবামাত্র রৌদ্রের তীব্র তেজ দেখিয়া আবার মাকে বলিলাম মা "ঢেকে দে তোর সূর্য্যদেবে নিবিড় মেঘেতে।" মা আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীনদয়াময়ী, অমনি স্থান হইতে কাণ পাতিয়া শুনিলেন—দেখিতে দেখিতে ঘোর মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল, শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, গা জুড়াইয়া গেল। (এই সময়ে যে দৈবীলীলা দেখিলাম—তাহা সর্ব্ব সমক্ষে বলিতে সাহস হইতেছে না)। প্রবল ধারায় বারিবর্ষণও হইল।

পুরাণে লিখিত আছে যে, যাহারা কামরূপ কামাখ্যার সীমার মধ্যে বাস করিয়া দেহত্যাগ করিত, তাহারা মহাপাপী হইলেও মুক্তিলাভ করিত। তাহাতে যম রাজের প্রার্থনায় বিষ্ণু আদির অনুরোধে মহাদেব আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে আর কেহ কামরূপবাস করিতে পাইবে না। তাহাতে শিবদূতগণ সকল লোককে তাড়াইয়া দেয়, অবশেষে বশিষ্ঠকেও বিতাড়িত করে। বশিষ্ঠ অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও এবং মুক্তি আদি কিছু চাহেন না, কেবল মাকে একবার দেখিতে চাহেন, এতাবৎ বিজ্ঞাপন করিলেও শিবদূতগণ তাঁহাকে কামরূপ ছাড়িতে বাধ্য করিল। মহর্ষি কুপিত হইয়া বলিলেন, মা, আমাকে যেমন দেখা দিলে না, আমি অভিসম্পাত করিতেছি, যে তোমার এখানে কোন সাধকই তোমার দর্শন পাইবে না—সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। ঋষির রাগে গরীব সাধকেরই হানি হইল। বস্তুতঃ কামরূপে এখন আর সিদ্ধি সাধন শ্রুত হওয়া যায় না। যৌবনসুলভ চিত্তের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া "ভেড়া" হইয়া থাকে। কামরূপের কামিনীগণ বিদেশাগত ব্যক্তিগণকে ভেড়া করিয়া রাখিত না, কিন্তু যাহারা সেকালে এই দুর্গম দেশে কোন প্রকারে আসিত, আর সহসা দেশে যাইবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিত না, তাহারাই অগত্যাই ভেড়া হইয়া থাকিত।

কামরূপ হইতে কুমার পরিব্রাজক গৌহাটীতে আসিয়া কয়েক দিন অবস্থিতি করেন। তথায় দুই দিন বক্তৃতা হয়। পরিব্রাজকের বক্তৃতা শুনিয়া গৌহাটীবাসিগণ বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও পূর্ব্বে কয়েক দিন এখানে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোয়ালপাড়া-নিবাসিবর্গের অপরিহার্য্য অনুরোধে কুমার পরিব্রাজক মহাশয় গৌহাটী হইতে গোয়ালপাড়ায় সমাগত ন'হ। একদিন দুইদিন করিয়া ভক্তগণের আগ্রহে তাঁহাদেরই কার্য্যার্থ পরিব্রাজক মহাশয়কে সপ্তাহ কাল তথায় থাকিতে হয় এবং তথায় তিনি ৫টী বক্তৃতা করেন। তাঁহার মুখে শাস্ত্রীয় রহস্য কথা বিদিত হইয়া এবং বিবিধ উপদেশ পাইয়া গোয়ালপাড়া বাসিগণের আনন্দের আর সীমা থাকিল না। তদ্ভিন্ন মহাসঙ্কীর্ত্তনের তুমুল হিল্লোলে কয়েক দিন গোয়ালপাড়া যেন টলমল করিয়া উঠিয়াছিল। কুমার তথাকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গকে উপদেশ দিবার জন্য সাগ্রহে আহূত হ'ন। তাঁহার নীতি ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়া ছাত্র, শিক্ষক ও বহু ভদ্রলোক অনেক নূতন শিক্ষা লাভ করিলেন। গোয়ালপাড়ায় কুমারের শুভ সমাগমস্মরণার্থ ও বালকগণের নীতিশিক্ষার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ মান্যবর গঙ্গাচরণ সেন মহাশয় "সাধুতাই জীবনের পরম সম্বল" এই বিষয়ে যে ছাত্র উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে তাহাকে একটী "কুমার মেডেল" নামক রৌপ্যপদক দান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

পরিব্রাজকের গোয়ালপাড়ায় গমন ও ৫টী বক্তৃতা প্রদান।

কুমার মেডেল।

দিনাজপুর হইতে জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ধর্ম্মপ্রচারক সম্পাদককে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন—

"দিনাজপুরবাসিগণের বহু সৌভাগ্যের ফলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কুমার পরিব্রাজক মহাশয় দিনাজপুরে শুভাগমন করেন। তিনি এখানে নয় দিনে ৯টী বক্তৃতা করিয়া শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকেরই চিত্ত ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। সুবিজ্ঞ মুসলমানকেও এখানে তাঁহার পদধূলি লইতে দেখা গিয়াছে। তিনি আর্য্যধর্ম্মের

দিনাজপুরে আগমন ও তথায় ৯টী বক্তৃতা প্রদান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারবত্তা ব্যাখ্যা, আর্য্য শাস্ত্রের গুহ্য উপদেশরাশির রহস্যভেদ এবং সুশিক্ষা ও সংযম বিষয়ে বহুবিধ উপদেশ দান করিয়া ধর্ম্ম-শুশ্রূষুবর্গের হৃদয়ে বিপুল আনন্দদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিরসাবেগময়ী বক্তৃতায় বহু পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হইল, নিষ্ঠাবান শ্রোতার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল, বহু তৃষ্ণার্ত্ত জিজ্ঞাসুর প্রাণ সুশীতল হইল। তাঁহার নিকট নানাবিধ উপদেশ লইবার জন্য বাসাতেও সদাই বহুজনতা লক্ষিত হইত। অত্রস্থ মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর ও রায় রাধা গোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর আদি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বহু সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার নিকটে বহু ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। দিনাজপুরে এরূপ ধর্ম্মান্দোলনের আনন্দ ও উৎসাহ এবং বহু সজ্জনসমাগম আর কখনও ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই।

ফুলবাড়ী গমন দোলযাত্রা।

পরিব্রাজক মহাশয় দিনাজপুর হইতে ফুলবাড়ী হরিসভায় দুই দিনের জন্য পদার্পণ করেন। চাঁচর ও দোলযাত্রায় দুইদিন তিনি তথাকার সভায় দুইটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই বিশেষরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

কুচবিহারে গমন, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সহিত মিলন।

১৮১২ শকাব্দার বৈশাখমাসে কুচবিহারের মহারাজকর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া কুমার পরিব্রাজক ও তর্কচূড়ামণি মহাশয় নিগূঢ়গর্ভ আর্য্যশাস্ত্রের গুহ্য রহস্য উদ্ভেদ কারয়া ব্যাখ্যা করিবার জন্য কুচবিহারে গমন করিয়াছিলেন।

কুমার পরিব্রাজক মহাশয়ের ১৫ দিন তথায় অবস্থান।

১০।১২ দিন ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি ও ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা হওয়ায় তথাকার হিন্দু আবালবৃদ্ধ বনিতাগণের হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আর্য্য-শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানরহস্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া আর্য্যধর্ম্মী-মাত্রেই সুখানুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মগণের স্বধর্ম্মপ্রচারের

বিপুল ধর্ম্মান্দোলন। ব্রাহ্মদের ভীতি সঞ্চার। শকাব্দা ১৮১২ বৈশাখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশালতা উন্মূলিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন। কুমার পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীমাত্রেই যমন আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন তেমনই ব্রাহ্মগণ তাঁহার মুখে তীব্রাতিতীব্র উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় উপধর্ম্মরাশির অসারত্ব ও অমূলকত্ব প্রতিপাদন করিতে শুনিয়া মর্ম্মভেদী মনোবেদনায় কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন খরতর তরঙ্গিণীর প্রবল প্রবাহে তৃণ ভাসিয়া যাওয়ার ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের চিরপোষিত মত গুলি ভাসিয়া যাইতেছে, তখন তাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাওয়া বন্ধ করিলেন এবং ভাবিলেন বুঝি, আমরা না গেলে সভা শোভাহীন হইবে। কিন্তু যেখানে সহস্র সহস্র লোক সাগ্রহে আসিয়া উপস্থিত হইত, যেখানে সুশিক্ষিত বিদ্বন্মণ্ডলী ও উচ্চপদস্থ মহোদয়গণ সকলেই আসিয়া নিয়মিত রূপে উপস্থিত হইতেন সেখানে তাঁহাদিগের ন্যায় ২।৪ জন না আসিলে সেই বৃহতী ধর্ম্মসভার কি ক্ষতি হইতে পারে। পরিব্রাজক মহাশয় এখানে ১৫ দিন থাকিয়া ১৩।১৪টী বক্তৃতা করেন। তাঁহার শাস্ত্রমথিত সুধাবৃষ্টি কুচবিহারের চিরতাপিত হৃদয়ে তীব্র তেজের সঞ্চার করিয়াছিল। প্রত্যহ সুদীর্ঘ ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা দ্বিসহস্রাধিক শ্রোতার ধর্ম্মজ্ঞানপিপাসার অনেক পরিমাণ উত্তেজনা ও পরিতৃপ্তি হইয়াছে। ভক্ত, অভক্ত, অনাচারী, কদাচারী কেহই বক্তৃতার মাধুরীতে বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে নাই। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট আদি সকলেই নিত্য নিয়মপূর্ব্বক শুশ্রূষু হইয়া পরিব্রাজকের মুখে নিজ পিতৃপুরুষবর্গের অগাধ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া কৃতার্থ হইতেন। বাসাবাটী দিবারাত্রি উপদেশ শ্রবণার্থ লোকাকীর্ণ হইত, কয়েক দিন কুচবিহার হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিয়াছিল। পরিব্রাজক পথে বাহির হইলে কত শত পুষ্পাঞ্জলি যে তাঁহার মস্তকে পড়িত তাহার গণনা করা যায় না। আর্য্যধর্ম্ম ধ্বনিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তঃপুর হইতে রাজ-কার্য্যালয় পর্য্যন্ত তুমুল রোল উঠিয়া লোকের হৃদয়কে আনন্দে উৎসাহে অনুরাগে নাচাইয়া তুলিয়াছিল। আর্য্য-ভাবের প্রখর কিরণে ব্রাহ্ম-মহিমা, যেন কোথায় লুক্কায়িত হইয়াছে। তবে পয়সা ও প্রতিষ্ঠার লোভে ২।৪ জন ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়া থাকে মাত্র। যখন দেখিলেন সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের প্রচণ্ড বজ্রদণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম্মের অস্থিরাশি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, তখন তাঁহারা অভিমানে ক্রোধে এবং বৈরনির্য্যাতন-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীমন্মহারাজা ভূপ বাহাদুরের নিকট গিয়া কুমার পরিব্রাজকের বিরুদ্ধে গোপনে অভিযোগ করিলেন; যাহাতে মহারাজা বাহাদুর পরিব্রাজকের বক্তৃতায় বাধা দিবার জন্য রাজকীয় বিধির ব্যবস্থা করেন, তাহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায়। মহারাজকে তাঁহারা এইরূপে বুঝাইলেন যে, পরিব্রাজক অযথাভাবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা মহারাজার, মহারাণীর ও মহারাজার শ্বশুরের ধর্ম্মমতকে অগত্যাই অবৈধ আক্রমণ করা হইতেছে। এরূপ ধর্ম্ম বিরোধীর কার্য্যক্ষেত্র যাহাতে রাজ্য মধ্যে বিস্তৃত হইতে না পারে, রাজানুশাসন দ্বারা তাহার ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদের বিশ্বাস, মহারাজা যখন স্বাধীন রাজা, তাঁহার রাজবিধি-বিধান যখন ইংরাজ-রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে কুমার পরিব্রাজকের কুচবিহারে বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করিতে পারেন অথবা তিনি তাঁহাকে নিজ রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই কুচবিহারের ব্রাহ্মগণের হৃদয় যেরূপ সংকীর্ণ, বুদ্ধিমান ও রাজনীতিজ্ঞ শ্রীমন্মহারাজের হৃদয় সেরূপ নহে। তিনি রাজোচিত ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ও ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের স্বাধীন স্বত্বের উচ্চ মর্য্যাদা বিবেচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, স্বধর্ম্মপ্রচার কালে যে আচার্য্যগণ পরধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপাদন করেন, তাহাতে পরধর্ম্মকে আক্রমণ করা বলা যায় না; স্বধর্ম্ম-সমর্থনার্থ স্বধর্ম্মের সারবত্তা এবং পরধর্ম্মের

ব্রাহ্মগণের উদ্বেগ ও মহারাজার উদারতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসারতা প্রদর্শন করা সকল ধর্ম্ম-প্রচারকগণেরই আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের যে কিছু বিরুদ্ধভাব পরিব্রাজক নিজ বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মগণের অপ্রিয় হইলেও তাঁহার পক্ষে অযথোচিত হয় নাই, এবং ইহাও প্রকাশ করিলেন যে তাঁহার কয়েকজন আশ্রিত ব্যক্তিমাত্র ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য, কিন্তু তাঁহার প্রজা ও কর্ম্মচারী-মণ্ডলীর অধিকাংশই সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী এবং সমস্ত হিন্দুই যখন পরিব্রাজকের বক্তৃতার একান্ত পক্ষপাতী ও অনুরাগী, তখন তাঁহার সাধুকার্য্যের বাধা দেওয়া রাজোচিত নহে, বিশেষ তিনি কুচবিহার ষ্টেট হইতেই আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন ; এবং ইহাও দেখাইলেন, যদি পরিব্রাজক মহাশয়ের কার্য্যের বাধাই দেওয়া যায়, তবে তিনি যখন কুচবিহারের রাজ্য ছাড়িয়া মোগলহাট হইতে ভারতের দূরাদ্দূরবর্ত্তী সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত এইরূপ বক্তৃতা করিতে থাকিবেন তখন আমরা তাহার কি করিতে পারিব? বরং তখন আমার আরও দুর্নাম বিঘোষিত হইবে। অতএব রাজবিধি এখানে পরিচালনা করিতে নাই। মহারাজা হিন্দু আচার ব্যবহার পরিত্যাগী হইলেও, শিষ্টাচার ও রাজনৈতিক ব্যবহারে বিলক্ষণ বিচক্ষণ ; অল্পবয়স্ক এমন সুচতুর ও নিরভিমানী রাজা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজা বলিলেন, তোমরা অন্যবিধ প্রতিবাদ করিতে পার।

মহারাজের নিকট নিরাশ হইয়া ব্রাহ্মগণ একদিন ধর্ম্মের উপদেশ করিবার জন্য সভা আহ্বান করিলেন, তাহাতে অতি অল্প সংখ্যক মাত্র শ্রোতা উপস্থিত হওয়ায় এবং তৎপরদিন তাঁহাদের নগর সঙ্কীর্ত্তন-কালে ২০।২১টী মাত্র লোক সমবেত হওয়ায় তাঁহাদের মনঃক্ষোভের আর সীমা থাকিল না। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক মহাশয় তাহার পরদিনই কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বুঝিয়া গেলেন কেশব বাবুর মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না। ব্রাহ্ম-সমাজ কুচবিহারে এতদিন স্থাপিত হইয়াছে, মহারাজাও মহারাণী যে সমাজের সহায় ও ভরসা, কৈ তাহার কার্য্যক্ষেত্র এখনও ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্তৃত হইল না। সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের কয়েকদিন আন্দোলনে "মদন-মোহনের" রাজ্যভূমি আবার টলমল করিয়া উঠিয়াছে, আর্য্যভাবের উত্তাল তরঙ্গে সমস্ত কুচবিহার আনন্দে নাচিতেছে। মহারাজা শ্রীযুক্ত ভূপ বাহাদুরও একদিন পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত সদালাপে বড় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রস্তাবে এখানে ধর্ম্ম সভার একটী পাকা গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে এবং একটী সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া একজন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্ম (ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন) প্রকাশ্য সভায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া—পুনরুপনীত হইবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা লইয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে বিবৃত হইবে।

হা ব্রাহ্মগণ! তোমাদের এত দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা আমরা জানিতাম না। ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য রাজরাজেশ্বর ভগবানের শরণাপন্ন না হইয়া তোমাদিগকে কুচবিহার মহারাজের শরণাপন্ন হইতে হইল!! বুঝিলাম নববিধানীদলের হৃদয়ের বল তিরোহিত হইয়াছে, জীবনের আশা অতি অল্প।

ব্রাহ্মগণ যখন অভিযোগ ও বক্তৃতা দ্বারা আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বিগণের কার্য্য-পথ রোধ করিতে পারিলেন না, তখন "সুলভ-সমাচার ও কুশদহ" নামক ব্রাহ্ম-সংবাদপত্র হইতে "আর্য্য-সমাজ ও মূর্ত্তিপূজা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ কুচবিহার ষ্টেট প্রেস হইতে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত করিয়া লোকমণ্ডলীতে বিতরণ করিলেন। ইহাতে আছে—দয়ানন্দের স্তুতিবাদ সহ আর্য্য-ধর্ম্মের ও সমাজের বিরুদ্ধ কয়েকটী অসার-গর্ভ কথা। দয়ানন্দ মূর্ত্তিপূজা মানিতেন না, গঙ্গা মানিতেন না, ফুল-চন্দনাদি সহ পূজা মানিতেন না, তিনি বাল্য বিবাহের পরিবর্ত্তে ষোড়শী যুবতীর বিবাহ চাহিতেন, বেদে মূর্ত্তিপূজা নাই বলিতেন, এই সমস্ত ধুয়া ধরিয়া হিন্দু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজকে একটু আক্রমণ করিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে তর্কচূড়ামণি ও কুমার পরিব্রাজক মহাশয় ও বঙ্গবাসীর দিকে একটু কুটিল কটাক্ষ করিয়াছেন। দয়ানন্দ বেদ-বেদান্ত পুরাণ-তন্ত্র জানিতেন, এই মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য লিখিয়াছেন, "স্বামীজীর আচার্য্য (অধ্যাপক) মহাশয় তাঁহাকে যে "সরস্বতী" উপাধি দান করিয়াছিলেন, তাহা উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত দান হইয়াছিল বলিতে হইবে।" লেখকের অগাধ গম্ভীর বিদ্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান বিদিত হইয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। "সরস্বতী" এই উপাধিটী দয়ানন্দের অধ্যাপক-দত্ত, ইহা তাঁহাকে কে বলিল? টোলে বা সংস্কৃত কলেজে যে "সরস্বতী" উপাধি প্রদত্ত হয়, দয়ানন্দ সরস্বতীর উপাধি সেরূপ নহে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রচলিত দশনামা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের যে (তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী) উপাধি প্রসিদ্ধ আছে, "সরস্বতী" দয়ানন্দের সেই আশ্রমিক উপাধি, এ "সরস্বতী" উপাধিতে বিদ্যাবুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞানের কোন পরিচয় নাই। যিনি "সরস্বতী" সম্প্রদায়ের নিকট মস্তক মুণ্ডন করিয়া দণ্ড গ্রহণ করিবেন, তিনি পণ্ডিত হউন বা অপণ্ডিত হউন, তিনিই "সরস্বতী" উপাধি প্রাপ্ত হইবেন।

দয়ানন্দ তন্ত্র জানিতেন বলিয়া লেখক বড় গৌরব করিয়াছেন। তিনি তন্ত্র জানিলে জানিতে পারেন, কিন্তু বুঝিতেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। তিনি "থিয়সফিষ্ট" নামক পত্রে নিজ জীবন-চরিত লিপিতে লিখিয়াছিলেন যে, একবার তিনি তন্ত্রোক্ত মেরুমধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ী ও মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান আদি ষট্‌চক্র পরীক্ষা করিবার জন্য একটা মৃতদেহ ছুরিকা দ্বারা স্বহস্তে কাটিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাতে ষট্‌চক্র দেখিতে না পাইয়া তন্ত্রশাস্ত্রকে কল্পনার গ্রন্থ ও ধূর্ত্তের রচিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। দয়ানন্দ ত কোন মেডিক্যাল কলেজে পড়েন নাই; স্নায়ু, শিরা কিরূপে কাটিয়া দেখিতে হয়, তাহা তিনি জানিবেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথা হইতে? ইহা ত আলু বেগুণ নহে যে তাহা যেরূপে হয় কাটিলেই হইল। শারীর-তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে স্নায়ু, শিরা, অস্থি আদির ব্যবচ্ছেদ করিতে দেওয়া—আর বানরের হাতে খনিত্র প্রদান করা একই কথা। বিশেষতঃ ষট্‌চক্রাদি চক্ষুর্গম্য নহে, উহা যোগাধিগম্য বলিয়া তন্ত্রে উক্ত আছে। যেমন কাষ্ঠের মধ্যস্থ অগ্নি কাষ্ঠ দ্বয়ের ঘর্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয়, কিন্তু কাষ্ঠকে শত খণ্ডে চিরিয়া কাটিয়া দেখিলেও সে অগ্নি দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ শরীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিলেও ষট্‌চক্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সদ্‌গুরু-প্রবোধিত যোগ-সাধনের কৌশল অবগত হইলে সাধক তাহা অন্তর্জ্জগতে দেদীপ্যমান দেখিতে পান। পাঠক আপনি এতাবৎ পাঠে দয়ানন্দ সরস্বতীকে কি তন্ত্রজ্ঞ বলিতে চাহেন? আজ তাঁহার ন্যায় একজন যোগানভিজ্ঞ পণ্ডিত যদি তন্ত্রকে ধূর্ত্ত-রচিত গ্রন্থ বলেন, তাহা হইলে কি সাধক হৃদয়ের সম্পত্তি তন্ত্রের কিছুমাত্র ক্ষতি আছে?

দয়ানন্দ পুরাণের প্রমাণ মানিতেন না, স্মৃতির প্রমাণ মানিতেন না, তন্ত্রের প্রমাণ মানিতেন না, বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের প্রমাণ মানিতেন না, তবে যখন তাঁহার মতের সঙ্গে মিল হইত তখন তিনি সকল স্থানের প্রমাণই মানিতেন—সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি আপনার কথাই প্রমাণ মানিতেন। তিনি বেদের মন্ত্রভাগকে অপৌরুষেয় মানিতেন বটে, কিন্তু তাহাও তাঁহার নিজ অর্থানুসারে।

বাঙ্গালাদেশ-নিবাসী ব্রাহ্ম-সমাজ! তুমি ত বাঙ্গলাদেশ ভিন্ন অন্য দেশের বড় খোঁজ খবর রাখ না। দয়ানন্দ প্রথম যখন কাশীতে আসিয়াছিলেন, তখন এই মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে ২।৪টী কথা কহায় 'আনন্দবাগে' মহতী সভা হইয়াছিল, তাহার খোঁজ খবর রাখ কি? সে সভায় স্বর্গীয় কাশী-নরেশ ও বেথিয়ার মহারাজা এবং অন্যান্য গণ্য মান্য অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরিব্রাজকাচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, সুবিখ্যাত পণ্ডিত বালশাস্ত্রী ও রাজারাম শাস্ত্রী আদির সহিত দয়ানন্দ স্বামীর বিচার হইয়াছিল এবং সে বিচারে তিনি সম্পূর্ণ পরাভূত ও হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন এবং সেইদিন হইতে তিনি পণ্ডিতদিগকে অনেক গালি বর্ষণ করিতেন। তিনি তাঁহার বিরচিত "সত্যার্থ-প্রকাশে" যে বেদার্থ-প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কাশীস্থ মানমন্দিরের মহাসভায় বেদবিদ্ বিদ্বন্মণ্ডলী কর্ত্তৃক যথবিধি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা দেশের ব্রাহ্ম-সমাজের অধিকাংশই যেমন অশাস্ত্রজ্ঞ, পশ্চিমোত্তর ও বোম্বাই বিভাগের দয়ানন্দী আর্য্য-সমাজের অধিকাংশই সেইরূপ অশাস্ত্রজ্ঞ। সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচারের তাড়নায় ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন মুমূর্ষুদশাগ্রস্ত, দয়ানন্দী আর্য্যসমাজের অবস্থাও অনেক স্থানে প্রায় সেইরূপ। দয়ানন্দের অমূলক উক্তির, অসার যুক্তির দোহাই দিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ ভারতের অগণ্য পণ্ডিতমণ্ডলী-পরিসেবিত হিন্দু-সমাজকে ভয় দেখাইতেছেন দেখিয়া বড় হাঁসি পাইল।

ব্রাহ্ম-সমাজ হুঙ্কার করিয়া বলিতেছেন যে, দয়ানন্দী সমাজের মুখ-পাত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "আর্য্যাবর্ত্ত" কাগজে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, পাষাণাদি মূর্ত্তি পূজাতে ঈশ্বর পূজা সিদ্ধ হয়, ইহা যিনি ছয় মাস মধ্যে চারিবেদ হইতে সপ্রমাণ করিতে পারিবেন, তিনি পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। অল্পদেশদর্শী ব্রাহ্মগণ দেবাক্ষরে লাহোর হইতে প্রকাশিত "দয়ানন্দ-মত-মর্দ্দন" কি পাঠ করেন নাই? কাশী হইতে প্রকাশিত "দয়ানন্দ-মত-মূলোচ্ছেদ" কি দর্শন করেন নাই? ঐ সকল পঠিত থাকিলে আজ দয়ানন্দকে লইয়া হিন্দু-সমাজের সমক্ষে আসিতে সাহস করিতেন না। দয়ানন্দ সরস্বতী জৈন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়া গুজরানওয়ালা জৈন মঠাধ্যক্ষের হস্তে আইন অনুসারে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা জানেন কি? যদি তাহা না জানা থাকে তবে হিন্দী ভাষায় ১৮০০ শকাব্দায় হরিদ্বারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাকুম্ভমেলায় পণ্ডিত মহামণ্ডলের বিচার সভায় আহূত হইয়া দয়ানন্দ সরস্বতী কিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা জানা আছে কি? যদি না থাকে তবে "দয়ানন্দ পরাভূতি" পাঠ করিয়া দেখিবেন। আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত-মণ্ডলীর শাস্ত্রোচিত তর্কাস্ত্রে দয়ানন্দের মতরাশি কত স্থানে কতবার খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। পাঁচ হাজার টাকা পারিতোষিকের কথা প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই বৈদিক প্রমাণ সহিত মূর্ত্তি পূজার শাস্ত্রীয়তা প্রমাণিত হইয়া দেবনাগরী অক্ষরে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। যদি বল "আর্য্যবর্ত্ত" কাগজের তবে এত গভীর গর্জ্জন কেন? তাহাও বলিয়া দিতেছি। দয়ানন্দ বেদের এদিক ওদিক ছাট্ ছুট্ দিয়া যে টুকু বেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি যে শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তদনুসারে মূর্ত্তি-পূজা প্রমাণ করিতে কেহ পারিবে না। যদি কেহ বেদের কোন মন্ত্র দ্বারা মূর্ত্তি-পূজা দেখাইলেন, অমনি দয়ানন্দী দল বলিবেন এ মন্ত্রটী আমরা মানি না, অথবা উহা প্রক্ষিপ্ত, তবেই সকল গোল মিটিয়া গেল। বৃথা বিতণ্ডাবাদীদিগের সহিত কোন পণ্ডিতই শাস্ত্রালাপ করিতে ইচ্ছা করেন না। আর ইহাও মনে রাখিবেন, চতুর্ব্বেদের সহস্র সহস্র শাখার মধ্যে এক্ষণে কতিপয় শাখা মাত্র অসম্পূর্ণাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দয়ানন্দ তাহারও মধ্যে আবার অনেক ছাট্‌ছুট্ দিয়াছেন। সুতরাং দয়ানন্দের বেদ ও আমাদের বেদ এক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যখন চতুর্ব্বেদ সম্পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, সেই সময়ে যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তাহা অধ্যয়ন ও মন্থন করিয়া প্রমাণ সহিত মূর্ত্তি-পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাঁহাদের কথা শুনিব, না বেদের অল্পাংশ-দর্শী কলির ক্ষুদ্র জীব দয়ানন্দের কথা শুনিব?

ব্রাহ্ম-সমাজ! আর পরের দোহাই দিবার প্রয়োজন কি? হিন্দুকুলে জন্মিয়াছ, হিন্দু-শাস্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক অধ্যয়ন কর, হিন্দু-ধর্ম্মের শরণাগত হও, সর্ব্বমঙ্গলা তোমার মঙ্গল করিবেন। শুভম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ। ধর্ম্মপ্রচারক হইতে উদ্ধৃত।

ধর্ম্মাত্মা পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই বিদিত আছেন যে কুমার পরিব্রাজক মহাশয় বিগত ৮ দোল-যাত্রার সময়ে যখন প্রথম কুচবিহার রাজধানীতে সনাতন-ধর্ম্মের তুমুল আন্দোলন করিয়া স্বধর্ম্মের সারবত্তা ও নিগূঢ় রহস্যাদি প্রচার করেন, সেই সময়ে অনেক স্বধর্ম্ম-পরায়ণের প্রাণ-মন নাচিয়া উঠিয়াছিল, অনেক স্বধর্ম্ম পরাঙ্মুখ পুরুষের প্রাণ-মন টলিয়া গিয়াছিল, এবং উপধর্ম্ম-সমাজের নেতৃদলের প্রাণ-মন উৎকণ্ঠিত ও কম্পিত হইয়াছিল। সেই সময়েই যজ্ঞোপবীত-পরিত্যাগী শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দ চক্রবর্ত্তী নামক জ নক ব্রাহ্ম-যুবক নিজকৃত অকার্য্য কুকার্য্য বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে একদিন মহতী সভায় প্রায় সহস্রাধিক লোকের সম্মুখে ব্রাহ্ম-সমাজের কুহকে পড়িয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগাদি অপরাধ জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন ও হিন্দু-সমাজের নিকট সবিনয় ক্ষমা চাহিয়া বলেন, যে আমি যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরুপনীত হইয়া স্বধর্ম্মের সেবা করিব, সকলে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন। তিনি সেই দিন হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পর নৈহাটীতে আসিয়া মস্তক-মুণ্ডন, গঙ্গা-স্নান ও যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। আপাততঃ পুনরুপনয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও অন্যান্য আয়োজনে ব্যাপৃত আছেন। শুভ দিনে শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজ ছাড়িলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ তাহাকে ছাড়িতে চাহেন না। পুত্রের প্রাণ বাহির হইয়া গেলেও স্নেহময়ী অবোধ জননী যেমন শিশুর দেহটী ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে থাকেন, সেইরূপ শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দের কায়া চলিয়া গেলেও ব্রাহ্ম-সমাজ কেবল ছায়া লইয়া টানাটানি করিতেছেন ও এখনও মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তাহাদের দল হইতে একজন "আনুষ্ঠানিক" বাহির হইয়া গেলেন, এই সমাচার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহাদের প্রাণ আন্ চান্ করিয়া উঠিল, উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ শুকাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল, মন উন্মত্ত হইল, আর এদিক ওদিক তাকাইয়া বিচার করিবার অবকাশ হইল না। সত্য সমাচার গোপন করা দোষ, ইহা ভুলিয়া গিয়া নববিধান সমাজের মুখপত্র "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামক পাক্ষিক পত্রে ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিয়াছেন :—

"কুচবিহারস্থ একটী যুবক ব্রাহ্ম শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দ চক্রবর্ত্তী কিছুকাল হইল নববিধানে দীক্ষিত হইয়াছেন। ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের কুচবিহারে অনুপস্থিতি কালে একজন হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক তথায় যাইয়া বক্তৃতাদি করেন। কৃষ্ণানন্দ সেই বক্তৃতা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কখন কখনও সেই প্রচারক মহাশয়ের নিকটে গিয়াছিলেন। তাহাতে তখনই সে দেশে ও নানা স্থানে জনরব উঠিয়াছে এবং তৎপর অনেক হিন্দুধর্ম্ম-পরিপোষক পত্রিকায় মহা আস্ফালন ও আড়ম্বরের সহিত লিখা হইয়াছে যে উক্ত দীক্ষিত ব্রাহ্ম-যুবা প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়াছে। আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দের পরিবর্ত্তন হয় নাই, এখনও তিনি যথারীতি ব্রাহ্ম-সমাজে যাইয়া উপাসনাদিতে যোগদান করিতেছেন। লেখা লিখি ও জনরব মিথ্যা। উপরি উক্ত জনরবে ব্যথিত হইয়া ভাই প্রাণকৃষ্ণকে সেই ব্রাহ্ম যুবকটী যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'মনে নানা প্রকার ভাব হয়, উপাসনা করিতে বসি, তাহাতে কেবল আপনার চিন্তা হয়, মন্দিরে যাই সেখানেও ভাল লাগে না, বাটীতেও থাকিতে ইচ্ছা করে না। তাহাতে আবার লোকদিগের কত তিরস্কার সহ্য করিব? শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতা আগাগোড়া শুনিয়াছি, এবং তাঁহার কাছে বরাবর যাই। তাহাতে লোক সকলে আমাকে হিন্দু বলিয়া তিরস্কার করে। কি করি, আমি কি কোন লোকের নিকটেও যাইতে পারিব না? একবার ইচ্ছা হয় কলিকাতায় যাইয়া আপনার কাছে থাকি, তাইবা কি প্রকারে হইবে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীরস হৃদয়ে প্রেম-ভক্তির স্নিগ্ধ-মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইল, কত কুসংস্কার কদাচাররাশি জ্ঞান বিজ্ঞানের সুশাণিত খড়্গমুখে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, কত তাপিত প্রাণ শীতল হইল, কত সন্তপ্ত উষর ক্ষেত্রে হরিভক্তির অন্তস্তলভেদী অমল-শীতল-প্রস্রবণ সমুচ্ছ্বসিত হইয়া কল্পান্ত-সঞ্চিত ত্রিতাপ-জ্বালামালার নির্ব্বাণ করিল। এদিকে এই সাধু মহাত্মার মধুময়ী অমৃতময়ী আবেগময়ী অথচ সংশয়চ্ছেদী বক্তৃতা—অপর দিকে আদি-ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব প্রচারক আদিত্যনাথ অধ্যেতা (এক্ষণে অনুতপ্ত বৈষ্ণব গদাধর মহান্ত) মহাশয়ের যাত্রার একাকী অনুষ্ঠান এবং নানা দেশ হইতে (রামপুরহাট, কুণ্ডলা ও ভবানীপুর প্রভৃতি সভা হইতে) সম্মিলিত ধর্ম্ম-প্রাণ ও সাধু-হৃদয় সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের সমাবেশ—এই উৎসবকে বড়ই সুখকর করিয়াছিল। নিরন্তর ভজনানন্দের প্রেম-হিল্লোলে কয়েক দিন সকলকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল। কি যেন এক সুখ-স্বপ্ন কাটিয়া গেল। ২৮এ, ২৯এ জ্যৈষ্ঠ অত্রত্য নিত্যানন্দ-প্রদায়িণী সভার প্রথম বার্ষিকোৎসব সম্পন্ন করিয়া পরিব্রাজক মহোদয় সম্মিলিত ভক্তমণ্ডলী সহ ভবানীপুর আর্য্য-ধর্ম্ম-সভার উৎসব সম্পাদন জন্য গমন করিয়াছিলেন।

মহম্মদবাজার-কাঁইজুলি হরিভক্তি-প্রদায়িণী সভায় গমন ও বক্তৃতা ১৮১২ শকাব্দা ১৬ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৭এ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত উৎসব।

ভবানীপুর আর্য্য-ধর্ম্ম-সভার এই বার্ষিক উৎসব ২৯এ জ্যৈষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩রা আষাঢ় পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎসবের প্রথম দিন প্রাতে বেলা ৮টার সময় সাধু-হৃদয় মহাত্মা শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়কে মহা ধুমধামে সঙ্কীর্ত্তন সহকারে অভ্যর্থনা, গ্রাম প্রদক্ষিণ ও সন্ধ্যার পর রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণ ৬টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত কুমার পরিব্রাজক মহোদয় কর্ত্তৃক "পঞ্চোপাসনা" সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা হয়। তাঁহার এই হৃদয়-গ্রাহিণী

ভবানীপুর (বীরভূম) গমন ও তিনটী বক্তৃতা প্রদান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত আপামর সাধারণ শ্রোতৃবর্গ সকলেই বারপরনাই আহ্লাদ-সাগরে ভাসমান হইয়াছিলেন। যাঁহারা পঞ্চোপাসনা সম্বন্ধে নানা বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকেন ও গোলযোগে পড়েন এবং অর্দ্ধেক আস্তিকত্ব ও অর্দ্ধেক নাস্তিকত্ব প্রকাশ করিয়া সংশয়-দোলায় আরূঢ় হন, তাঁহাদেরও সেই দিনাবধি মানসিক দুরভিসন্ধি দূরীভূত ও কুভাব সকল সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। চতুর্থ দিন প্রাতঃ ৭টা হইতে বেলা ২৷৷০টা পর্য্যন্ত খ্যাতনামা ভক্ত শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণলীলাভিনয় গান হইলে, সন্ধ্যার পর রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত মহাত্মা পরিব্রাজক কর্ত্তৃক "গার্হস্থ্য ধর্ম্ম" সুললিত ভাবে ব্যাখ্যাত হয়। পঞ্চম দিন অপরাহ্ণ ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত পরিব্রাজক মহাশয়ের "শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা" এবং তদন্তর্গত নিগূঢ় বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। শেষদিন অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ৺হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

উৎসবের এই কয়েক দিন গ্রামখানি অতি বিশুদ্ধভাব ধারণ করিয়াছিল। গ্রাম প্রবেশের সকল দ্বারই আম্র প্রভৃতি বৃক্ষের শাখা-পল্লবাদি ও পতাকা দ্বারা শোভিত করা হয় এবং গ্রাম্য রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী দুই ধারেই প্রতি গৃহস্থ সাধ্যমত আম্রশাখাদি পূর্ণ কলস দ্বারা সজ্জিত করিয়াছিল।

এই ভবানীপুরের উৎসব সম্বন্ধে রামপুরহাট নিবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে সম্প্রতি-প্রাপ্ত একখানি পত্রের প্রতিলিপি* :—

---

* শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টরাজ মহাশয়ের নিকট বহুদিন পূর্ব্বে এই ভবানীপুরে স্বামীজীর প্রচারকালে যে ঘটনাবলী ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে মৌখিক যাহা জানিয়াছিলাম তাহা ভালরূপ স্মরণ না থাকায় চট্টরাজ মহাশয়কে ঐ ঘটনাগুলি পত্র দ্বারা লিখিয়া জানাইতে অনুরোধ করিয়া পত্রের শেষাংশে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম—"স্বামীজীর জীবনীতে কতগুলি বুজরুকী বা অত্যুক্তি দেওয়া—জীবনী-লেখক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দাদা! আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। গুরুস্বামীজীকে তাঁহার বীরভূমের অধিকাংশ ভক্তই যুগাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং বর্ত্তমানে যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত সেইরূপ বিশ্বাস করেন। স্বামীজী মহারাজের ত্রিকালজ্ঞতা ও

পূর্ণানন্দস্বরূপ স্বামীজীর অভিপ্রেত ছিল না, এবং সাধারণে তাহা বিশ্বাস করিতেও পারিবে না। এরূপ বিভূতির ঘটনা সত্য হইলেও সাধারণের পাঠ্য জীবনীতে তাহা থাকা সঙ্গত হইবে না; সে গুলি ভক্তদের মধ্যেই থাকিবে। এরূপ করিতে গিয়া বর্ত্তমান যুগের মহাত্মা * * * প্রভৃতির পবিত্র জীবনীকে তাঁহার শিষ্যেরা নষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং সে বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে।" এতদুত্তরে চট্টরাজ মহাশয় পত্র দ্বারা জানান—"স্বরূপজী মহারাজের যখন বিভূতির কথা জীবনীতে দেওয়া অভিপ্রেত ছিল না তখন শ্রীপাদ গুরুস্বামীজী মহারাজের সম্বন্ধে আমার যাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট তাহা আর লিখিয়া কি করিব? * * * শিষ্যেরা,আমার বিশ্বাস, কোন কিছুই অতিরঞ্জিত করিয়া জীবনীতে দেন নাই। মহাপুরুষেরা নিজ ভক্তবৃন্দের ধর্ম্মে বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য এবং তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া অনেক বিভূতি দেখান—এই কথা, আমাদের গুরুস্বামীজী মহারাজের আমাদিগকে বহু বহু বিভূতি দেখানর জন্য বিশ্বাস হয়। ভবানীপুর ও কুণ্ডলার তাঁহার যে বিভূতি দর্শন করিয়াছি তাহা স্বকপোল-কল্পিত নহে, কিম্বা কোন অংশে মিথ্যা নহে। আপনাকে পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগুরুস্বামীজী মহারাজের বিভূতি সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি তাহা আমার শোনা কথা নহে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। ভবানীপুরের উৎসবে আমার ন্যায় ভজন-সাধন-হীনেরও যোগদান করিবার সৌভাগ্য স্বামীজীর কৃপায় হইয়াছিল।" চট্টরাজ মহাশয়ের এইরূপ পত্র পাওয়ার পর তাঁহাকে পুনরায় পত্র দ্বারা জানাই যে, তিনি যতটুকু জানেন যেন সত্বর পত্র দ্বারা তাহা জানান। তদুত্তরে তিনি যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহার প্রতিলিপি এইখানে দেওয়া সঙ্গত মনে করিলাম; কেননা, মহাপুরুষের জীবনে এমন অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যাহা সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও সদ্ধর্ম্ম-বিশ্বাসী সাধক ভক্তদের নিকট অতি আদরের জনিষ; তাঁহারা আপন জীবনে ইহা দ্বারা অনেক সাধনেঙ্গিত লাভ করেন যাহা বহু ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠে লাভ করা যায় না। প্রকাশক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংকল্প-শক্তি সম্বন্ধে এ অধম তাঁহার অহৈতুকী কৃপার জন্য বহুবার বহু রকমের ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছে; তাহা সমস্ত লিপিবদ্ধ করিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানি বড় পুস্তক হইবে। তবে আপনি যে কয়টী ঘটনা সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছেন তাহা যতদূর মনে আছে, তাহা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত না করিয়া যাহা সর্ব্বজন সমক্ষে ঘটিয়াছিল তাহাই লিখিলাম। * * *

শ্রীযুক্ত নেংটা বাবার অপর নাম ছিল খাঁকি বাবা; তিনি সিউড়ির নিকট করিধা (ওরফে কড্ডে) গ্রামে থাকিতেন; কড্ডের সেন বাবুরা তাঁহার একান্ত ভক্ত ছিলেন এবং ভবানীপুরের অধিকাংশ লোক তাঁহার একান্ত ভক্ত ছিলেন। তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিতেন (প্রবাদ বাক্য—তিনি যোধপুরের রাজবংশের লোক ছিলেন)। তিনিও ভবানীপুরের ধর্ম্ম-সভার উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। ৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম বিবাহ করেন ভবানীপুরে, তাঁহার স্ত্রীর নাম তাঁহার মাতৃ-নামে থাকায় দ্বিতীয়বার বিবাহ অন্য স্থানে করিয়াছিলেন। তিনিও উক্ত উৎসবে শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বাস্তবিক একজন কৌল সাধক ছিলেন, কিন্তু বাহ্যে বৈষ্ণব সাজে থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় তিনি বৃন্দাসখীর সাজে যখন গান এবং বক্তৃতা করিতেন তখন এমন কোন পাষণ্ড থাকিত না যিনি প্রেমাশ্রু বর্ষণ না করিতেন। তিনি তৎকালে সকলের নিকট প্রেমিক ভক্ত বলিয়া সম্মানিত হইতেন। তাঁহার কৃত বহু গান এখন ভিক্ষুক বৈষ্ণবেরা গান গাহিয়া ভিক্ষা করে। সেই সকল গান শুনিয়া তাঁহাকে উচ্চ সাধক বলিয়াই বোধ হয়। উক্ত ভক্ত প্রেমিক গুরুস্বামীজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া আমাদের বাসাতে স্বামীজীকে বলিয়া পাঠান, তাহাতে স্বামীজী মহারাজ সম্মত হয়েন এবং আমাদিগকে তাঁহার সাক্ষাতে কিরূপ ভাবে থাকা উচিত তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। বৈকালে সাক্ষাতের সময় নির্দ্দিষ্ট হয়। যথাকালে মহাত্মা নীলকণ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হইলে, প্রণাম অভিনন্দনাদির পর, ধর্ম্ম-বিষয়ে গুরুস্বামীজী মহারাজের সহিত তাঁহার অনেক আলোচনা হয়। উঠিয়া যাইবার সময় নীলকণ্ঠ মহাশয় বাষ্প-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেন যে, পূর্ব্বে যেমন সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া নদীয়ায় গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবারও তেমনি ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া পুনরভিনয় করিবার জন্য আসিয়াছেন। যাহা হউক, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। আপনি যে হউন সে হউন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ অধমকে একবার আলিঙ্গন দান করিলে আমি কৃতার্থ বোধ করি। এই কথা শুনিয়া স্বামীজী মহারাজ মধুর কণ্ঠে বলিলেন, আপনার ন্যায় পরম ভক্তের আলিঙ্গন লাভ করিলে আমিও পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করি। তখন উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সে সময়ে সমস্ত ঘর খানি ষোড়শাঙ্গ ধূপের গন্ধে আমোদিত হইল। এই গন্ধ উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই অনুভব করিলেন। এ অধমও সে মিলনানন্দে উপস্থিত ছিল।

ঐ নীলকণ্ঠ মহাশয়ের যাত্রা-গান আমাদের বাসার পিছনে গ্রামের বাহিরে ফাঁকা জায়গায় স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সেই স্থানে আসর সাজান হইয়াছিল। সেই স্থানে স্ত্রীলোকদের শুনিবার কোন উপায় ছিল না। এখন যেমন নামমাত্র পর্দ্দা রাখিয়া স্ত্রী-পুরুষে অবাধে যাত্রাদি উপভোগ করেন, সে সময়ে এতটা বাড়াবাড়ি হয় নাই বলিয়া স্ত্রী-মহল হইতে অভিযোগ হইল—বিখ্যাত নীলকণ্ঠ মহাশয়ের যাত্রা পুরুষগণ অনেক স্থানে শুনিতে পান, কিন্তু আমরা কখনও তাঁহার গান শুনি নাই; উক্ত ফাঁকা স্থানে যাত্রা না হইয়া যদি গ্রামের ভিতর ৺ ভবানী মায়ের মন্দিরের নিকট হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকেরাও যাত্রা শুনিতে পাইবে। কিন্তু পুরুষগণের স্থান সংকুলান হইবে না অজুহাতে এবং খাঁকি বাবার আদেশে স্ত্রীলোকদের পুনঃ পুনঃ কাতরোক্তি সত্ত্বেও পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ফাঁকা স্থানে যাত্রা হওয়া স্থির হইল। তাহা দেখিয়া স্ত্রী-মহল হইতে গুরুস্বামীজীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট আবেদন হইল যে—যদি ফাঁকা যায়গায় যাত্রা না হইয়া স্ত্রীলোকদের মনোনীত স্থানে যাত্রা হওয়ার জন্য স্বামীজী বলেন, তাহা হইলে নীলকণ্ঠের বিখ্যাত যাত্রা যাহা স্ত্রীলোকেরা প্রায় শুনিতে পায় না তাহা শুনিতে পায়; কিন্তু স্বামীজীর বলা সত্ত্বেও খাঁকি বাবার অভিমত না হওয়ায় কেহ স্বামীজীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। স্বামীজী মহারাজের নিকট স্ত্রী-মহল হইতে বহু কাতরোক্তিপূর্ণ আবেদন আসিতে লাগিল। তাহাতে স্বামীজী মহারাজ বলিয়া পাঠাইলেন যে, যখন আপনারা জগজ্জননী মায়ের অংশরূপা, এবং যখন আপনাদের ইচ্ছা হইয়াছে, তখন মা কি আপনাদের এরূপ ব্যাকুলতা ও আগ্রহপূর্ণ প্রার্থনা শুনিবেন না? অবশ্যই আপনাদের আশা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এদিকে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থানে আখড়াই আরম্ভ হইয়াছে; খোল, করতাল, বেহালা, হারমোনিয়ামের বাদ্য আরম্ভ হইয়াছে। সেই সময়ে গুরুস্বামীজী মহারাজ নিজ আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া বাহিরে আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া আমাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা শীঘ্র যাইয়া যাত্রার লোকজনকে ও উপস্থিত দর্শক দিগকে বল যে—তোমরা নিমেষমাত্র বিলম্ব না করিয়া উক্ত স্থান ত্যাগ কর; নচেৎ শীঘ্রই প্রবল ঝড় আসিয়া সামিয়ানা, ঝাড় লণ্ঠন, আলো, বাঁশ প্রভৃতি উল্টাইয়া লণ্ডভণ্ড করিবে। এই কথা স্বামীজী বলিবামাত্র, আমি ও ভোলানাথ প্রভৃতি ভক্তেরা উচ্চৈঃস্বরে 'পালাও' 'পালাও' শব্দে স্বামীজীর আদেশ বলিতে বলিতে পিছনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতেই কোথা হইতে একটা ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্ত ঝড় আসিয়া সমস্ত ওলট পালট করিয়া দিল; কোথায় ঝাড়, লণ্ঠন, সামিয়ানা, লোকজন? ঝাড় লণ্ঠন আলো ভাঙ্গিল, সামিয়ানা উড়িল, লোকজন কতক আঘাত প্রাপ্ত হইল। সে রাত্রে যাত্রা বন্ধ হইল। পর দিন প্রাতে গ্রামের মধ্যে স্ত্রীলোকদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা সুশৃঙ্খলে শেষ হইল। সেই দিন হইতে স্বামীজীকে মহাপুরুষ জ্ঞানে অনেক যুবক ভদ্রলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঁইজুলি হইতে ভবানীপুর উৎসবে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ সহ পাল্কী বেহারা স্বামীজীকে লইবার জন্য আসিল। আমরা স্বামীজীর সহিত যাইবার জন্য তাঁহাকে বলিলাম; তিনি বলিলেন, তোমরা সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, তোমাদিগকে যাইবার জন্য যখন কোন আহ্বান কি নিমন্ত্রণ হয় নাই, তখন তোমাদের যাওয়া উচিত নহে, তোমাদের যাওয়া হইবে না। কিন্তু আমরা ছাড়িবার পাত্র নহি, নানারূপ কাকুতি মিনতি করা সত্ত্বেও যখন কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তখন তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র ভোলানাথ বাবুকে (কুণ্ডলার ৺বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ওরফে পাতুবাবুর পুত্রকে—যাঁহার আবদার স্বামাজী মহারাজ শুনিতেন) রাত্রিতে শুইবার সময় স্বামীজীর সেবা করিবার কালীন স্বামীজীকে সম্মত করিবার জন্য পাঠান হইল। তিনি অনেক কাঁদা কাটার পর তাঁহাকে সম্মত করাইলেন। স্বামীজী বলিয়া দিলেন যে, যখন তোমরা একান্ত জিদ করিতেছ, তখন এক কাজ করিও—কল্য বেলা ১০টার পূর্ব্বে যেন ময়ূরাক্ষী নদী পার হইও। আমরা আদেশ পাইয়া আনন্দে বিভোর; ১০টার পূর্ব্বে নদী পার হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলাম। আমরা প্রাতঃকালে কয়েকখানি গো-শকট যোগাড় করিয়া যাত্রা করিলাম; স্বামীজী মহারাজ রাত্রি শেষে রওয়ানা হইয়াছিলেন। নদীর ধারে একটী বৃহৎ আমের বাগান আছে; জ্যৈষ্ঠমাস কি কোন্ মাস ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইবে, বাগান কাঁচা পাকা আমে পরিপূর্ণ; বেলা প্রায় ৯টা হইয়াছে, সকলের ক্ষুধাবোধ হওয়ায় পাকা আম খাইবার ইচ্ছা হইল। বাগানের আগোলদার অর্থাৎ রক্ষককে মূল্য লইয়া কতক গুলি পাকা আম দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ সহকারে বলা সত্ত্বেও কিছুতে রক্ষক আম বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইল না, তাহাতে সকলে উত্তেজিত হইয়া জোরপূর্ব্বক আম পাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিলাম। আম খাইবার গোলমালে বেলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল দেখিয়া আমি সকলকে বলিলাম যে, তোমরা স্বামীজীর আদেশ ভুলিয়া আম খাইতেছ, ঘড়ি দেখ দেখি কত বেলা হইল। তখন সকলে ঘড়ি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া আম খাওয়া ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি নদীর ধারে গেলাম ; বাগানের রক্ষক হতভম্ব হইয়া রহিল। তখন বেলা পৌনে দশটা। শীঘ্র নদী পার হইয়া শৌচাদি ক্রিয়া করিতে লাগিলাম। পরক্ষণেই দেখা গেল নদীতে বান পড়িয়াছে, তখন বেলা ১০টা উত্তীর্ণ হইয়াছে ; বুঝিলাম বান পড়িবে জানিয়া স্বামীজী আমাদিগকে ১০টার পূর্ব্বে নদী পার হইবার আদেশ দিয়াছিলেন। আমরা জলে ভিজিতে ভিজিতে ভবানীপুর পৌঁছিয়া যে স্থানে স্বামীজীকে বাসা দেওয়া হইয়াছিল সেই বাড়ীতে যাইয়া (উক্ত বাড়ীটী একটী ভদ্র লোকের বাগান বাড়ী, নামটী ভুলিয়াছি, কি চক্রবর্ত্তী কি মুখোপাধ্যায় বটেন, তিনি সেই সময় স্বামীজীর নিকট উপদেশ লইয়াছিলেন) দেখি স্বামীজী ভয়ানক গম্ভীর ও রুদ্র মূর্ত্তিতে আসনে বসিয়া আছেন। কেহই কাছে যাইতে সাহসী হইলাম না, তফাতে তফাতে থাকিলাম। ভোলানাথ বাবু সাহস করিয়া স্বামীজীর নিকট গিয়া প্রণাম করিবামাত্র স্বামীজী জলদ-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, তোমরা আমার নাম খুব রক্ষা করিবে, তোমাদের জন্য আমাকে লোক-সমাজে নিন্দিত ও লজ্জিত হইতে হইবে— ইত্যাদি বহু ভৎর্সনা করিলেন, এবং বারান্তরে যেন এরূপ কার্য্য না হয় তজ্জন্য সাবধান করিয়া আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিলেন। দোষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, তোমরা সকলে মালিকের অনভিমতে জোর পূর্ব্বক আম পাড়িয়া খাইয়াছ, এইমাত্র একটা লোক এই সংবাদ আমাকে দিয়া গেল। অথচ কোন লোক তাঁহাকে কোন সংবাদ দেয় নাই কিম্বা উক্ত বিষয় কেহ দেখে নাই। এইরূপ কত ঘটনা যে দেখিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আপনার আদেশ মত ভবানীপুর সম্বন্ধে যাহা জানি ও মনে আছে তাহা আনুপূর্ব্বিক লিখিলাম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজক মহাশয় ভবানীপুর হইতে "চক্রেশ্বর" নামক প্রসিদ্ধ মহাদেব দর্শন করেন; পরে কুণ্ডলায় আসিয়া কয়েক দিন অবস্থিতি পূর্ব্বক তথায় দুই দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন ও কয়েক দিন জিজ্ঞাসুগণের নানা প্রকার সংশয় নিরসন করেন। কুণ্ডলা হইতে পরিব্রাজক মহাশয় একদিনের জন্য রামপুরহাট আসেন ও "বেদ ও বেদ্য" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করেন। অনবরত ৬ মাস কাল ক্রমাগত পরিভ্রমণ ও পরিশ্রম করিয়া পরিব্রাজক মহাশয় ক্লান্ত হইয়া পড়ায় রামপুরহাট হইতে তৎপর দিনই কাশী যাত্রা করেন।

কুণ্ডলায় গমন ও বক্তৃতা ও তথায় কয়েকদিন অবস্থিতি।

কাশীতে আসিয়া পরিব্রাজক মহাশয় কয়েক মাস তাঁহার নব নির্ম্মিত যোগাশ্রমে মাতা ৺ অন্নপূর্ণার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ৫ই কার্ত্তিক মহাষ্টমী তিথিতে এই শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। ইহার বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তী অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইল।

যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠা— ১৮১২ শকাব্দা ৫ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৯০।

৺মায়ের প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই বীরভূম কুণ্ডলায় ধর্ম্মোৎসাহী জমীদারবর্গের স্থাপিত হরিসভা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কুমার পরিব্রাজক মহোদয় তথায় গমন করেন; সেখানে তিন দিন বক্তৃতা করিয়া তিনি সহস্রাধিক নরনারীর চিত্তকে ধর্ম্মামৃত বর্ষণে সুশীতল করিয়াছিলেন। স্থানীয় সমাজের সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদের শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে দুইখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন।

বীরভূম কুণ্ডলা হরিসভায় ৩ দিন বক্তৃতা।

ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহাধিবেশন।

ইন্দ্রপ্রস্থ, (দিল্লী), ২৯এ কার্ত্তিক, হইতে ৩রা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত। শকাব্দা ১৮১২; ইং ১৮৯০।

কুণ্ডলা হইতে কাশীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কুমার পরিব্রাজক মহোদয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিল্লীতে মহামণ্ডলের মহাধিবেশন কালে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র পাইলেন। মহামণ্ডলের সহযোগী সম্পাদক পণ্ডিত দীনদয়ালজী কুমার পরিব্রাজককে এই জন্য যে পত্র লিখেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"মহাত্মন্! আপনি বঙ্গ বিভাগে যে ধর্ম্ম-ভাবের মহোত্তেজনা করিয়া লোক সকলকে স্বধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন সেই মহা আন্দোলনের যে তরঙ্গ এই সুদূর প্রান্তে উত্থিত হইয়াছে, তাহা একবার আসিয়া দেখিয়া যান, আমরা কৃতার্থ হইব"।

দিল্লীস্থ রেলওয়ের যমুনাসেতুর সন্নিকটে যমুনার পবিত্র তটে মহামণ্ডলের মহাধিবেশন জন্য মহামণ্ডপ রচিত হইয়াছিল, এবং তথায় নানা বর্ণের ধ্বজা পতাকা অনেক দূর লইয়া শূন্য মণ্ডলকে সুশোভিত করিয়াছিল। প্রথম দ্বারে বিজয় বাদ্য ও কিঞ্চিৎ দূরে শুভ কার্য্যের বিঘ্ননাশার্থ ২৪০০০ হাজার গায়ত্রী পুরশ্চরণ ও তদঙ্গীভূত হোমাদি কার্য্য হইতেছিল এবং নিকটে মিষ্টান্নাদি বিক্রয়ের মেলা বসিয়াছিল। সুবৃহৎ শুভ্র চন্দ্রাতপ রঞ্জিত ঝালরে, শতাধিক স্তম্ভ-রঞ্জিত বস্ত্র পল্লব পত্র, পুষ্প ও জরোয়া কারুকার্য্যে, ঝাড় লণ্ঠনে ও সুবিস্তীর্ণ আস্তরণ বিস্তারে স্থান অতিশয় সুশোভিত হইয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিগণের পিপাসার জলপানাদির জন্য স্বতন্ত্র সদ্ব্যবস্থা ছিল। দ্বাদশ সহস্র লোক একত্র সুখে উপবেশন করিতে পারে এইরূপ বিস্তীর্ণ ভূমি বেষ্টন করিয়া মহামণ্ডপ বিরচিত হইয়াছিল। মহামণ্ডপের অভ্যন্তরের উত্তরাংশে উচ্চ বেদির উপরে স্বর্ণছত্র, দণ্ড, চামরাদি শোভিত একখানি রজত সিংহাসনে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র রক্ষিত ছিল। প্রত্যহ ধূপ, দীপ, চন্দন পুষ্পাদির দ্বারা এতাবতের পূজা হইত। সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে ভরতপুর, বিকানির আদি মহারাজবর্গের-গুরু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গোস্বামী দেবকীনন্দন আচারী মহাশয়ের ও অন্যান্য রাজপ্রতিনিধিবর্গের এবং বামপার্শ্বে কাশীস্থ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিবকুমারশাস্ত্রী ও দিল্লী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রান্তের সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীধর শাস্ত্রী আদির জন্য শোভিতাসন বিস্তৃত হইয়াছিল। মণ্ডপের মধ্যস্থলে বক্তা ও ব্যাখ্যাতৃগণের স্থান নিরূপিত হইয়াছিল। এই স্থানে সভাপতি, সম্পাদক ও বক্তা প্রভৃতি উপবেশন করিতেন। এই মহাধিবেশনে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে রাজা, জমীদার, সর্দ্দার, শেঠ, সাহুকার, সভ্য, শিক্ষিত, সুপণ্ডিত, সদুৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সমাগম হইয়াছিল। প্রত্যহ মধ্যাহ্নকাল হইতে সূর্য্যাস্ত সময় পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের অধিবেশন ও অনুষ্ঠান হইত। সকল লোকের মূর্ত্তিতেই তখন উদ্যম, উৎসাহ ও উল্লাসের চিহ্ন সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের ধর্ম্মোৎসব যে কি সুখের সামগ্রী, তাহা প্রত্যেক হিন্দুরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই মহাধিবেশনে ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই ধর্ম্মোৎসাহী শিক্ষিত লোক সমবেত হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ধর্ম্মসভা সমূহ হইতে সুশিক্ষিত ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন :—

লাহোর, অমৃতসর, গুজারানওয়ালা, জণ্ডিয়ালা, জলন্দর, কপুরথলা, ফিরোজপুর, জগার্দ্রি, ফরকনগর, বেরি, রহতক, ঝজ্ঝর, রেওয়াড়ি, ভওয়ানি, শোনপথ, ভাদোয়ালি, ভারোরি, করৌলি, লখনা, বেহরণ, কর্ণাল, মথুরা, আগ্রা, হাত্রাস, ভরতপুর, কামবন, আলিগড়, খ্যাড়, গোমথ, কেরারালা, কান্দোলা, বুড়োনা, ডাস্‌না, মিরাট, সাসনি, বোরলি, পিলিভিত, বাদাওন, তিলহর, দেরাদুন, মুরাদাবাদ, কাশীপুর' তড়াই, মুরথল, আলোয়ার, জয়পুর, উদয়পুর, আজমির, পুষ্কর, বাঁদিকুই শিমলা পাহাড়, হরিদ্বার, সারহিন্দ্, আরা, দ্বারভাঙ্গা, কাশী, বোম্বাই, কানপুর, ভাটিয়ালা, কাসগঞ্জ, আর্চ্‌সরা, রাজসাহী, বঁসোদি, অচনিরা, করৌলি ইত্যাদি।

প্রথম দিনের মহাধিবেশন।

[মণ্ডপে লোক সংখ্যা প্রায় ৩০০০]

প্রথমে গণেশাদি দেবতার পূজা ও বৈদিকগণের বেদমন্ত্র দ্বারা সভার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঙ্গলার্থ শুভাশীর্ব্বাদ গান হইয়া গেলে জলন্ধরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রীর প্রার্থনানুসারে ও সকলের সম্মতি ক্রমে কাশীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়কে "ধর্ম্মমণ্ডলের" আচার্য্য এবং রাজগুরু শ্রীযুক্ত দেবকী নন্দনজীকে অধ্যক্ষের পদে বরণ করা হইল। অতঃপর শ্রীযুক্ত শিবকুমারজীর অনুরোধে ও সর্ব্বসম্মতি ক্রমে আমাদের হিন্দুকুলভূষণ তাহেরপুরাধীশ শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরকে মণ্ডলপতি পদে বরণ করা হইল এবং মণ্ডল মন্ত্রী শ্রীযুক্ত দীনদয়াল শর্ম্মা তাঁহার গলে মাল্য দান করিলেন। রাজা সাহেব এই মহামণ্ডলের মহদুদ্দেশ্য ও কার্য্য-কারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও পণ্ডিত শিবকুমারজী সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ দান করিলেন। প্রথম দিনের কার্য্য এইরূপে শেষ হইল।

দ্বিতীয় দিনের মহাধিবেশন।

[মণ্ডপে লোক সংখ্যা প্রায় ৫০০০]

প্রথম দিনের ন্যায় পূজা ও পুষ্পবর্ষণাদি হইয়া গেলে অমৃতসরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালীদত্ত মহাশয় বাগ্বিস্তারে বুঝাইয়া দিলেন যে অধুনাতন দ্বিজাতিবর্গের মধ্যে গর্ভাধানাদি সংস্কাররাশি ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে; সংস্কার বিহীন পুত্রাদি পূজা, পিণ্ডদানাদির অনধিকারী; বৈধ সংস্কারাদি যথোচিত পুনঃ প্রচলিত না হইলে হিন্দুয়ানি বিলুপ্ত হইবে। দিগ্দেশীয় সভা সমিতি ও পণ্ডিতমণ্ডলী যেন সর্ব্বসাধারণ্যে এই সংস্কার-পদ্ধতি পুনঃ প্রবল করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাই তাঁহার অনুরোধ। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী এই মতের সমর্থন করিলে পর মাণ্ডলিকমাত্রেই তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। বস্তুতঃ যথাবিধি সংস্কারের দিকে হিন্দু মাত্রেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

অতঃপর মথুরার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দকিশোরদেব মহোদয় প্রস্তাব করিলেন যে বিবাহাদি সংস্কার ও স্ত্রীসমাগম কাল নির্ণয় লইয়া আজকাল মহা আন্দোলন চলিতেছে, গবর্ণমেণ্ট আমাদের ঈদৃশ ধর্ম্ম বিষয়ে কোনরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হস্তক্ষেপ না করেন, তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। আজমিরের পণ্ডিত গৌরী শঙ্করজী এই মতের পরিপোষণ করিলে শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় তাঁহার উত্তেজনা ও যুক্তিজালপূর্ণ জলন্ত হিন্দী ভাষায় অনতিদীর্ঘ একটী বক্তৃতা দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন—ধর্ম্ম বিষয়ে রাজকীয় হস্তক্ষেপ হইলে ধর্ম্মতঃ ও লোকতঃ লোকের কত ক্লেশ হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই ধর্ম্ম লোপ তো হইবেই অধিকন্তু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু মাত্রেরই হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া হইবে; তিনি আরও বুঝাইলেন—মলবারি আদি হিন্দু ধর্ম্ম বিরোধিবর্গের যুক্তি কীদৃশ অসার; এবং প্রত্যেকের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এই অসারবাদী বৃদ্ধের কথায় গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত ও তদনুসারে আইন প্রচলন করিবার পূর্ব্বে হিন্দু সাধারণের সমীপ হইতে একখানি প্রতিবাদ পত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সভায় মালবারির মতপোষকও অনেকে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু পরিব্রাজক মহাশয়ের এই ধর্ম্মোদ্দীপন ও সদ্যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে তাঁহাদেরও চিরপোষিত মত বিদূরিত হইল। তদনন্তর আলিগড়ের উকীল মুন্সী শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল এই ব্যবস্থার পোষকতা করিলে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গবর্ণমেণ্টকে এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞাপিত করা অবধারিত হইল। লণ্ডন টাইম্‌স্‌পত্রে মহামণ্ডলের সিদ্ধান্ত প্রকাশার্থ সমাচার তারে প্রেরিত হইল। দুইদিন পরে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর শিমলা হইতে কলিকাতাভিমুখী যাত্রা কালে দিল্লীতে আসিয়া কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মহামণ্ডল হইতে ভাইসরয়ের প্রাইবেট সেক্রেটারীর নিকট মণ্ডলপতির স্বাক্ষরিত নিম্ন লিখিত পত্রখানি প্রেরিত হইয়াছিল।

To The Private Secretary,

To H. E. Viceroy and Governor General of India.

Sir,

Enclosed herein I beg to send a copy of the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Resolution II, passed at the meeting of the *Bharat Dharma Maha Mandal,* composed of representatives and Pandits of all Provinces of India, held in this city on the 15th instant. I request you to be kind enough to lay this paper on the table of His Excellency the Viceroy for His Excellency's kind perusal.

I have the honor to be,

Sir,

Bharat Dharma Maha Mandal Office,
Delhi, November, 18th, 1890.

Your most obedient servant,
(Sd) Shoshi Shekhoreshwar Roy
President of
The Bharat Dharma Maha Mandal.

Resolution II

Resolved—that this *Bharat Dharma Maha Mandal* looks with indignation to the movement set on foot by men who are not Hindoos anent marriage reforms and that this Maha Mandal strongly protests against Government interference in socio-religious matters such as raising the age of consent &c.

(Proposed by Pandit Nanda Kishore Deb of Muthra and seconded by Pandit Gauri Shankara of Ajmere, Kumar Sree Krishna Prasanna Paribrajaka of Benares, and Munshi Benwari Lal Pleader of Aligarh.)

অবশেষে আজমিরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পীতাম্বর শর্ম্মাজী সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখাইলেন, যে শুল্ক লইয়া কন্যাদানাদি নিতান্ত শাস্ত্র নিষিদ্ধ, অতএব এ প্রথা যাহাতে হিন্দু সমাজ হইতে উঠিয়া যায় তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ভরতপুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শর্ম্মাজীর পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এবং পণ্ডিত শিবকুমারজী আদির ব্যবস্থায় ইহাই মহামণ্ডলের সিদ্ধান্ত হইল যে পুত্র বা কন্যার বিবাহকালে বৈবাহিক পক্ষ হইতে ধন গ্রহণ করা ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ। আমাদের দেশে পাশ করা ছেলের বাপ বা মা যদি এই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে হিন্দু পরিবারের অনেক অশান্তি বিদূরিত হয়। দ্বিতীয় দিনের কার্য্য এই খানেই শেষ হইল।

তৃতীয় দিনের মহাধিবেশন।

[মণ্ডপে লোক সংখ্যা প্রায় ১০০০০]

প্রথমে দেবাদির পূজা সমাপ্ত হইয়া গেলে লাহোরের "মিত্র বিলাস" সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপীনাথ অতি সুমধুর উর্দ্দু ভাষায় ভারত-ধর্ম্ম মহা মণ্ডলের উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রত্যেক সভা সমিতিকে উত্তেজনা পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন এবং যাহাতে স্বধর্ম্মানুগত অনুষ্ঠান আদি অব্যাহত ভাবে পরিচালিত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য সকলকেই উদ্যত হইতে অনুরোধ করিলেন। তদনন্তর কপুরথলার সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুবর দয়াল বেদান্ত ভূষণ মহাশয় ইহার যথোচিত পোষকতা করিলেন। হিন্দু মাত্রেরই ইহা প্রণিধান পূর্ব্বক সদাই দেখা কর্ত্তব্য, যেন স্বধর্ম্ম-স্বত্ব বা সামাজিক-স্বত্ব স্বেচ্ছাচার ও রাজনৈতিক কুবাতাসে উড়িয়া না যায়। অতঃপর সুবিখ্যাত "শতাবধানী" অন্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গট্টুলালজী মহাশয় সংস্কৃত ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য সুমিষ্ট ভাষায় সকলকে উদ্যত হইতে অনুরোধ করিলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচার ও বেদবিদ্যার পুনরভ্যুদয় ব্যতীত যে আমাদের সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না, বৈদিক অপৌরুষেয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দগত শক্তির সঞ্চার হইলে হৃদয়ের পবিত্র ভাব যে আপনা আপনি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণের হস্তে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার ভার ছিল বলিয়াই যে সনাতন ধর্ম্মকথা এখনও পর্য্যন্ত ভারত হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা সরস হিন্দী ভাষায় ব্যাখ্যা করিলেন। পণ্ডিত দীনদয়াল এতাবতের সমর্থন করিলে পর ভরতপুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রজী, অমৃতসরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বুলাকীরাম শাস্ত্রী, লাহোরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণপতজী, কাশীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবকুমারজী ও আলিগড়ের উকীল শ্রীযুক্ত মুন্সী বনোয়ারিলাল শোলা—কেহ হিন্দী ভাষায়, কেহ সংস্কৃত ভাষায়, কেহ বা উর্দ্দু ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। অতঃপর ভগবন্নামের জয় জয় ধ্বনি করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

চতুর্থ মহাধিবেশন।

[মণ্ডপে লোক সংখ্যা প্রায় ১০০০০]

পূজাদির অনুষ্ঠান শেষ হইলে রাজপুতানার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্রজী ও পণ্ডিত রঘুবর দয়াল সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষ সাধনের অনুকূলে এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অবশ্যাবশ্যকতা পক্ষে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক যুক্তি দ্বারা দয়ানন্দী দলের অসার মত মর্দ্দন করিয়া দিলেন। তৎপরে আবার গোস্বামী কিশোরীলালজী হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা উল্লেখ করিয়া সংস্কৃত ভাষার বিস্তারাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। এতদনন্তর বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় বক্তার আসনে দণ্ডায়মান হইলেন। সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই অমনি তাঁহার কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। পরিব্রাজক মহাশয় তাঁহার হৃদয়াকর্ষিণী ভাষায় সংস্কৃত বিদ্যার বিপুল চর্চ্চার জন্য ধনাঢ্যপ্রধান দিল্লী-সহরে একটী সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া ভারতীয় ধর্ম্মোদ্ধারার্থ গলদশ্রুনেত্রে সকলকে বদ্ধ পরিকর হইতে অনুরোধ করিলেন। শুভক্ষণে সুসমাচার প্রচারিত হইল, সভাস্থ সুজনগণের হৃদয় আর্দ্র হইল। অমনি পণ্ডিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীনদয়ালজী সাহায্যের স্বাক্ষরার্থ কাগজ বাহির করিলেন, কয়েক মিনিটে সভা মধ্যেই প্রায় ১৫০০০৲ টাকা স্বাক্ষরিত হইল।

হালিসহরে প্রসাদ মেলা।

ভক্ত রামপ্রসাদ সেনের জন্মভূমি হালিসহর। একটী বনাকীর্ণ স্থানে "রামপ্রসাদের ভীটে" নামক তাঁহার বাসগৃহের মৃন্ময় স্তূপ বিদ্যমান। তৎসমীপেই পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডের আসন অবস্থিত। হালিসহর "পূর্ণিমা ব্রত সমিতির" বিশেষ যত্নে ও উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ-উৎসাহে এই মৃত ভূমিতে আবার মহাশক্তির সঞ্চার হইয়াছে। ভক্তবৎসলা ভক্তের নাম উজ্জ্বল করিবার জন্য বুদ্ধিরূপিণী হইয়া হৃদয়-বৃন্দে প্রেরণা করিয়াছেন। দুই বৎসর হইতে ৺কালীপূজার সময় এই স্থানে অট্টহাসিনী নৃমুণ্ডমালিনী জগত্তারিণীর পূজা ও ধর্ম্মোৎসবাদি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এবারও যথাবিধি মহোৎসব হইয়াছিল। উৎসবে বহু শিক্ষিত লোকের সমাগম হইয়াছিল। কুমার পরিব্রাজক মহোদয় ভক্তপ্রসাদের সাধন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দুইদিন জ্ঞান ও ভক্তিমাখা বক্তৃতা করিয়া পবিত্র ক্ষেত্রের মুখ উজ্জ্বল ও শ্রোতৃগণের হৃদয় পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন! মায়ের সোপচারে পূজা, চণ্ডীর গান ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। সাধারণের সাহায্যে এ স্থানে একটী ৺কালী মন্দির ও সম্মুখে নাটমণ্ডপ ও মায়ের নিত্য পূজার ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, আশা করি কোন হিন্দুই যথাসাধ্য সাহায্য দানে বিমুখ হইবেন না।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসবের কার্য্য বিবরণী।

শকাব্দা ১৮১২।

২২এ অগ্রহায়ণ প্রাতঃকালে সভার কার্য্যালয় হইতে ভক্তবৃন্দ ৺ ঢুণ্ঢিরাজগণেশ, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা মাতার পূজার্থ যাত্রা করেন। সুসজ্জিত নৈবেদ্য, সুগ্রথিত পুষ্পমালা, সুচিত্রিত ধ্বজ পতাকা, সুস্বরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব দৃশ্যে নগরীর পথপ্রান্ত সুশোভিত হইয়া উঠিল। পট্টবস্ত্র-পরিহিত প্রাতঃস্নাত যুবকবৃন্দ চন্দনচর্চ্চিত দেহে পবিত্র ভাবে নাম গাথা গান করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। সংবৎসরান্তে পুনর্ব্বার উৎসবের ঘোষণা শুনিতে পাইয়া কাশীবাসী সাগ্রহ চিত্তে উৎসব দৃশ্য দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা আনন্দপূর্ণ নয়নে যেন উৎসবকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। উৎসাহী ভক্তগণ বেলা দ্বিপ্রহরের সময় পূজা সমাপন করিয়া কার্য্যালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্ন বেলা ২টার সময় "বেদ-বিদ্যালয়ে" পণ্ডিত মণ্ডলীর মহা সভার অধিবেশন হয়। সভায় এখানকার গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী জমীদার, মহাজন, রইসবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বেদ-বিদ্যালয় ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্মপ্রচারিণী সভার প্রযত্নেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত বিদ্যালয় উক্ত সভারই একটী বিভাগ মাত্র। তাই এ উৎসব উপলক্ষে বেদ-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবর্গকে পারিতোষিক ও বৃত্তি দিবার জন্য এই মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উৎসবের অন্যান্য বারে বাহিরের মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতেরাই বেদ-গান করিতেন; কিন্তু এবার বেদ-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই বেদ গান করিবেন এইরূপ ঘোষিত হওয়ায় বেদ-বিদ্যালয়ের আংশিক ফল দেখিবার জন্য অনেকেই সমুৎসুক-চিত্তে সভায় সমাগত হইয়াছিলেন। সভায় বিলক্ষণ জনতা হইয়াছিল। সাম বেদের আচার্য্য মহাশয় ছাত্রগণকে শ্রেণীবদ্ধরূপে বসাইয়া দিলেন। মাল্য ও চন্দনে ভূষিত হইয়া হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী ছাত্রগণ দুই পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া সমস্বরে সামগাথা গাহিতে আরম্ভ করিলেন। সেই উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরের মধুর তান-লহরী শ্রোতৃবৃন্দকে বিমুগ্ধ করিয়া যেন কোন অতীত রাজ্যের দিকে লইয়া গেল। সেই প্রাচীন ঋষি কুমারের পবিত্র ভাব, সেই তপোবনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুর মাধুরী, সেই ব্রাহ্মণ বটুর পাষাণভেদিনী বেদগাথা এইরূপে কত কথা হৃদয়ে স্মরণ করাইয়া দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় কত আশা ভরসার উজ্জ্বল আলোকে মনঃ প্রাণ আলোকিত করিয়া সে দিব্য-ভাবময়ী স্বরগাথা আকাশ পটে বিলীন হইয়া গেল। বেদগান সমাপ্ত হইলে বেদ-বিদ্যালয়ের মন্ত্রণা মণ্ডলীর উৎসাহী সভ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় বেদ-বিদ্যালয়ের উপকারিতা ও কার্য্যকারিতা সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত মণ্ডলীকে ও উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে বুঝাইয়া দিলেন। তদনন্তর কুমার পরিব্রাজক মহোদয় বেদ-বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমাদের দেশে আজকাল সংস্কৃত চর্চ্চার আদর বাড়িয়াছে, ইহা সুখের কথা। কেহ বা কাব্য, কেহ বা দর্শন, কেহ বা স্মৃতি, কেহ বা ন্যায়, কেহ বা অলঙ্কার এই সমস্ত শাস্ত্রের শিক্ষা-বিস্তারার্থ বদ্ধপরিকর। এই সমস্ত শাস্ত্রের উন্নতি হওয়া আমার প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু এই সমস্ত শাস্ত্রের মূলাধার বেদ-শাস্ত্রকে ছাড়িলে চলিবে কেন? আজ কাব্য অলঙ্কারাদির অধ্যয়নে ছাত্রগণকে যত অনুরাগী দেখিতে পাই, বেদ পড়িবার জন্য তেমন আগ্রহবান্-ছাত্র কৈ পাওয়া যায়? কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায় শাস্ত্রাদির অধ্যাপক আজ ভারতে অনেককেই পাওয়া যায়, কিন্তু বেদের অধ্যাপক খুঁজিয়া মেলা ভার হইয়াছে। সুতরাং কাব্য, অলঙ্কারের চর্চ্চা একটু কমাইলে বেশী অনিষ্ট হইবে না, কিন্তু এই লুপ্তপ্রায় বেদের চর্চ্চা ছাড়িয়া দিলে ইহা চিরদিনের জন্য ভারত হইতে বিলীন হইবে। এমন একটা অমূল্যরত্ন চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, অথচ ইহার দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি নাই, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। যে অমূল্য সামগ্রীকে এখন উপেক্ষা করিলে ভবিষ্যতে আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না, এখন আমাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি সম্মিলিত করিয়া প্রায় এক বৎসর হইল এই বেদ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যালয় তরুর বীজ রোপণ করিয়াছি। আমাদের প্রার্থনা দেশের ধনী সম্প্রদায় এখন সেই বীজাঙ্কুরকে বৃক্ষে পরিণত করিয়া ফলে, ফুলে পল্লবে সুশোভিত করুন। বেদ-বিদ্যালয়ের পরিচালনা, যেরূপ অর্থসাধ্য ব্যাপার তাহাতে এইরূপ গুরুতর ভার বহন করা একজন বিশিষ্ট ধনীর পক্ষেই শোভা পায়। বড়ই দুঃখের কথা, দেশের ধনী, মানী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই এ ভার লইলেন না, ইহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। এইরূপ গুরুতর আর্থিক ভার পড়িল কিনা আমার মত দীন দুঃখী ভিখারি পরিব্রাজকের স্কন্ধে? ইহা অপেক্ষা দেশের শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? আমি ভিখারি। ভিক্ষাই আমার সম্বল। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছি, কাঁদিয়া বলিতেছি, "বেদ-বিদ্যালয়ের জন্য মা! একমুষ্টি ভিক্ষা দাও।" আমার এ সকরুণ ক্রন্দনে ভারতের দুঃখী সমাজ বরং কর্ণপাত করিয়াছে, কিন্তু ধনী সমাজের হৃদয় এখনও সম্পূর্ণ আকৃষ্ট হইল না।

২৩এ অগ্রহায়ণ মহাসমারোহে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইল। সভার কার্য্যালয় হইতে যাত্রা করিয়া চক চৌখাম্বা হইয়া বিন্দুমাধব, পঞ্চগঙ্গা পর্য্যন্ত নগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। হিন্দুস্থানিগণ বিস্মিত নয়নে নর্ত্তনকুন্দন পরায়ণ বাঙ্গালী সভ্য বাবুর উন্মাদময়ী ভক্তিলীলা দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল। এখানকার একজন প্রধান মহাজন বাবু গোকুলচাঁদ সেই সঙ্কীর্ত্তনদলকে আদর অভ্যর্থনা পূর্ব্বক নিজের ঠাকুর বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তথায় চারিদিক হইতে ভক্তবৃন্দের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বহু বাতাসা লুঠ হইয়া গেল। ইত্যবসরে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ গোকুল চাঁদ সপুত্র একবার সেই সঙ্কীর্ত্তন দলকে প্রদক্ষিণ করিয়া লইলেন। সন্ধ্যা ৮টার সময় সঙ্কীর্ত্তনের দল কার্য্যালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

২৪এ অগ্রহায়ণ কারমাইকেল লাইব্রেরীতে সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় হিন্দী-ভাষায় "ধর্ম্মরাজ্য" বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার হিন্দী-ভাষায় বলিবার ভঙ্গীতে ও পরিচ্ছদে অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দুস্থানী তাঁহাকে একজন "হিন্দুস্থানী স্বামীজী" অনুমান করিয়াছিল। তিনি সংক্ষেপে ধর্ম্ম তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া ছিলেন। বিধর্ম্মিদের মত খণ্ডনাবসরে বলিয়াছিলেন, "যাহারা বলে হিন্দু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে, ক্রিয়া কর্ম্মে কোন রূপ সার নাই, তাহারা যদি হিন্দু ধর্ম্মের রীতিমত অনুষ্ঠান করিয়া কোন রূপ ফল না পাইয়া এই কথা বলিত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, তাহাদের বলিবার অধিকার আছে। ধর্ম্মের কোন রূপ সাধনা না করিয়া সাধনার ফল বা সার বুঝিবার যাহারা দাবিদাওয়া করে, তাহারা, আগুন, জল ও তণ্ডুলাদি কারণ-সামগ্রী সম্ভারের আয়োজন না করিয়াই প্রস্তুতান্ন পাইবার বাসনা করে। সুতরাং তাহাদের উন্মত্ত প্রলাপে একজন আনুষ্ঠানিক হিন্দুর বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই"। পরিব্রাজক মহাশয় প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল এইরূপ যুক্তিময়ী তেজোময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

২৫এ অগ্রহায়ণ পরিব্রাজক মহাশয়ের নব-নির্ম্মিত যোগাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া বাঙ্গালীটোলায় নগরসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। এত বড় আনন্দের দিন, এমন নাম রসের উত্তেজনা আর কোন দিন হয় নাই। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র মল্লিক ইঁহারা কাশীধামে একটী সঙ্কীর্ত্তন দল গঠন করিয়াছেন। পরিব্রাজক মহাশয়কে মধ্যস্থল স্থায়ী করিয়া ভক্তগণ মণ্ডলাকারে নাম সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বাহির হন। সঙ্কীর্ত্তনের লোকে বড় রাস্তা ভরিয়া গেল। খোল করতাল বাদ্য-ভাণ্ডের তুমুল রোলে দিঙ্‌মণ্ডল পূরিয়া গেল। প্রেমিক ভক্তের হরিহরি ধ্বনিতে দর্শক-বৃন্দের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে উচ্ছ্বাস-ময়ী উত্তেজনা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। পরম পাষণ্ডও বিগলিত হৃদয়ে প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে একবার সে দৃশ্য চাহিয়া দেখিল। ভক্তিমতী প্রাচীনা স্ত্রীগণ ভক্তগণের পদধূলি লইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। ঐরূপে সঙ্কীর্ত্তন রাত্রি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায় নয়টা পর্য্যন্ত শেষ হইয়া যায়। ২৬এ অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণ ৪৷৷০টার সময় দশাশ্বমেধ ঘাটে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা। ২৭এ অগ্রহায়ণ ৪টার সময় পুঁটিয়া মহারাজার সত্রালয়ে প্রসিদ্ধ বক্তা শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের "সাধনা ও সিদ্ধি" বিষয়ে বক্তৃতা। ২৮এ অগ্রহায়ণ আমবেড়িয়ার সত্রালয়ে কুমার পরিব্রাজকের "আঁধারের মাণিক" এই বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। ২৯এ অপরাহ্ণ ৪টায় সময় কাকিনার সত্রালয়ে বক্তৃতার পর জলযানে নিম্নালখিত গানটী গীত হইয়াছিল।

কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর—তাল খয়রা।

(সুর—"গুপ্ত আনন্দ-ধামের এই মেলা")।

কুঞ্জ-কাননে কে ও কামিনী [হৃদি]
চিদ্ঘন-কৃষ্ণ-কাদম্বিনী, কোলে খেলিছে সৌদামিনী।
(চিদ্ঘনের কোলে খেলিছে রূপদামিনী)
কিবা মধুর মূরতি, রূপের অপরূপ জ্যোতি,
দেখে সরমে মরমে মরে মন্মথ রতি ;—
যেন কোটী চাঁদ নিঙ্ড়ানো সুধা (ও তার) মাখা মুখ খানি।
রূপের নাহিকো সীমা প্রেমের কনক প্রতিমা,
আবার শ্যাম অঙ্গে মিশায়ে সে রূপ ধরে শ্যামা ;—
তখন আসি বাঁশী ভেদ থাকে না, বনমালী মুণ্ডমালিনী।
রূপের নাই যে আদি শেষ, এ রূপ স্বরূপের বিশেষ,
যেন অরূপ গাছে রূপের লতা জড়িত এ বেশ ;—
এই রূপ-সাগরে ডুব্‌লে পরে মিটে নাম্‌রূপের ঢেউ আপনি।
পরিব্রাজক বলে মন, হও এই বেলা চেতন,
ওরে, চৈতন্যে চৈতন্যময়ী কর দরশন ;—
ও যে চেতন জলের ফুটন্ত ফুল, লোকে তাই বলে "কমলিনী" ॥ ৮৯ ॥

৩৩ (ক)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তর পরিব্রাজক মহাশয় ছাপরা ধর্ম্ম সভার নিমন্ত্রণে তথায় গমন করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাদত্তব্যাস সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের "মূর্ত্তি-পূজা ও কৃষ্ণাবতার" বিষয়িণী সুললিত বক্তৃতা হইয়াছিল। তৃতীয় দিন বনওয়ারিলালের ধর্ম্মশালা সরাইয়ে, ৪র্থ ও ৫ম দিন শ্রীযুক্ত কার্য্যসম্পাদক মহাশয়ের প্রাঙ্গণস্থ চন্দ্রাতপছায়ায় কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় কর্ত্তৃক "কর্ম্ম ও ধর্ম্ম", "রোগ ও চিকিৎসা" এবং "সংসার সমুদ্র পার" বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। ৪র্থ দিনের মহা-সভায় "স্ত্রী সমাগম কাল" সম্বন্ধে পণ্ডিত, উকীল ও অন্যান্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছিল, এবং যাহাতে এতদ্বিষয়ে রাজকীয় হস্তক্ষেপ না হয়, তজ্জন্য সকলে একবাক্যে গভর্ণর জেনারেলের নিকট আবেদন পাঠাইলেন। সাহেব ভিন্ন সমস্ত হাকিম, উকীল ও অন্যান্য শিক্ষিত অশিক্ষিত মাত্রেরই সহযোগিতা এই সভায় দৃষ্ট হইল।

১৯এ হইতে ২১এ পৌষ এই তিন দিন তেলেহাটী আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসবে মান্যবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ও কুমার পরিব্রাজক মহোদয় ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা দ্বারা শত শত ব্যক্তির ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়া দেশবাসিগণকে যৎপরোনাস্তি সুখী করিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গুলি গ্রাম হইতে ও কলিকাতা হইতেও অনেক ভদ্র লোক ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন।

কলিকাতায় সহবাস আইনের আন্দোলন।

সহবাস আইনের আন্দোলন কালে কুমার পরিব্রাজকের বক্তৃতায় কলিকাতায় যে বিষম উত্তেজনাতরঙ্গ বহিতেছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র মর্ম্ম আমরা কলিকাতার স্থানীয় সংবাদপত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

[বঙ্গবাসী হইতে]

ভাগীরথী তটে।

"গত বুধবার বেলা ৫৷৷০টার সময় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাজন-সমাগম হইয়াছিল। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর পরম পবিত্র তীর্থে বহু সংখ্যক হিন্দু উৎকণ্ঠিত ও উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, উপরে চাঁদনীর চাতালে দাঁড়াইয়া, ভাগীরথীর পানে মুখ করিয়া পরিব্রাজক কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সমাগত জনবৃন্দকে মধুর মনোহর এবং স্থির গম্ভীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল, অথচ বিনয়নম্র ও উৎসাহপূর্ণ বাক্যে প্রস্তাবিত আইনের ফলাফল বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মুখপদ্ম-বিগলিত বাক্য-মকরন্দ পানে সকলেই মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দেন, যে আইনের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মে আঘাত করা হইবে এবং অত্যাচার অবিচার প্রশ্রয় পাইবে। হিন্দুর প্রতি কাজই ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট। গর্ভাধান ক্রিয়া হিন্দুর একটী পবিত্র সংস্কার। এ সংস্কারে ব্যাঘাত হইবে। এ কথা শুনিয়া কোন হিন্দু স্থির থাকিতে পারে? আইনের ফলে পুলিশ প্রপীড়নে কিরূপ ভয়ানক ঘটনার অনুষ্ঠান হইবে, পরিব্রাজক মহাশয় যখন সে কথা বুঝাইয়া দেন, তখন অনেকেরই চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়াছিল।"

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভা।

বিগত শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচটার পর বহুবাজারে জলের কলের সম্মুখে "ওয়েলিংটন স্কোয়ারে" অর্থাৎ সেই অনাবৃত সুবিস্তীর্ণ মাঠের উপর বাগ্মিবর কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় সমবেত প্রায় ৩।৪ সহস্র লোককে আপনার স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতাবলে ও অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রয়োগে প্রস্তাবিত "সম্মতি আইনের অপকারিতা" বুঝাইয়া দেন। 'রইস এণ্ড রায়ত' কাগজে ভূঁইফোঁড় স্মার্ত্তনামধারী প্রগল্‌ভবাদী বাবু যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য যে সব কথা লিখিয়াছেন, পরিব্রাজক মহাশয় তাহার প্রত্যেকটী খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন। তিনি উর্দ্দু ভাষায় সমাগত মুসলমানগণকে বিলের অপকারিতা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাট-মন্দিরে সভা।

গত রবিবার অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন মহোদয় শোভাবাজার রাজবাটীর নাট-মন্দিরে "হিন্দুয়ানী" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। নাট-মন্দিরের উপর ও নিম্নতল জনসমাগমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এ দুর্দ্দিনে হিন্দু বহুদিন এমন ধর্ম্মরসামৃত পান করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরিব্রাজক মহাশয়ের মুখ-বিগলিত অমৃতোপম পরম পবিত্র ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া, সে দিন দেখিয়াছি, অহিন্দুভাবাক্রান্ত অনেক কুলপাংশুলও ভাবার্ণবে ডুবিয়া গিয়াছিল। হিন্দুর ত কথাই নাই। চক্ষের জল এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম পায় নাই। তর্কে যুক্তিতে মীমাংসা করিয়া, ভাল করিয়া বুঝিয়া শুনিয়া তবে ধর্ম্মের শাসন মানিব, এ কথা বলিলে হিন্দুধর্ম্ম মানা হয় না। কোন কালে কোন ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। বুঝিতে বুঝিতে হয়ত সারাজীবন কাটিয়া যায়, বুঝা আর হয় না। হিন্দুর ধর্ম্ম মানিতে হইলে, হিন্দুয়ানী বজায় রাখিতে হইলে, গুরুর উপদেশ এবং শাস্ত্রের শাসনে চলিতে হয়। এই কথা পরিব্রাজক সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। তিনি প্রায় তিন ঘণ্টা কাল অবিচ্ছেদে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার সারমর্ম্মও প্রকাশ করিবার স্থান আমাদের নাই। ইহাই বড় পরিতাপের বিষয়। তবে সংক্ষেপে এই কথা বলি, প্রকৃত হিন্দু কে এবং প্রকৃত হিন্দুর কি প্রয়োজন, তাহা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। গণিত বুঝিতে হইলে, যেমন গণিত প্রণালী মতে তাহা বুঝিতে হয়, হিন্দু ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে, তাহা হিন্দুর শাস্ত্রানুসারে বুঝিতে হয়। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান হইতে রাত্রি কালে শয়ন পর্য্যন্ত হিন্দুর প্রতি কার্য্য ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট। হিন্দুর মন্ত্রোচ্চারণাদি অব্যর্থ ফলপ্রদ। যাহারা মন্ত্রাদি বাঙ্গলা বা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে

শোভাবাজার রাজ বাটীতে "হিন্দুয়ানী" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহেন, তাহারা নাস্তিক হইতে পারেন। বীণাযন্ত্রে যে স্থান হইতে যে ভাব যে স্বর উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে যে ফল লাভ হয়, অন্যত্র হইতে সে স্বর সে ভাবে উৎপন্ন হয় না; সুতরাং তাহার সেরূপ ফলও হয় না। শরীরগত স্নায়বীয় প্রক্রিয়া স্বভাব সিদ্ধ। সেই স্বভাবানুসারে ভগবদ্-বাণী রূপ সিদ্ধমন্ত্র গঠিত; সুতরাং তাহার ভাবান্তরে সে স্বাভাবিক ভাব থাকিবে কেন? তাহার ফলও তদ্রূপ হইবে না। অহি নকুল সিংহ-শৃগাল প্রভৃতির উপর অবোধ্য বংশী-রবের ক্রিয়া যেরূপ হইয়া থাকে, মানুষের উপর সিদ্ধ মন্ত্রের ক্রিয়া সেইরূপ হয়। হিন্দুর স্নান, হিন্দুর আহার, হিন্দুর বিহার, হিন্দুর পরিধান, হিন্দুর শয়ন, হিন্দুর হাঁচিটী পর্য্যন্ত হিন্দুর স্বভাব সিদ্ধ এবং তাহার প্রত্যেকটী যে ঈশ্বর প্রেরিত, সুতরাং ধর্ম্মভাবাপন্ন; ইহা তিনি বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছেন। সহবাস-সম্মতি বিষয়ক আইন সম্বন্ধে তিনি স্বতন্ত্র ভাবে কিছু নাই বলুন, এবং সে দিনকার তাহা বক্তব্য বিষয় নাই হউক; তবুও হিন্দুর গর্ভাধান সংস্কার যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা তিনি হিন্দুর সংস্কারাদি ব্যাখ্যা কালে স্পষ্টতঃ বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই হৃদয়োন্মাদকারিণী বক্তৃতা শেষ হইবার পর আমরা একটা অতি বড় লজ্জাকর ঘৃণিত বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম। বিলের প্রকৃত পক্ষপাতী লোক আপনাকে বিলের বিপক্ষবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেক গুলি লোকের স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছিলেন। একটী বুদ্ধিমান্ লোক স্বাক্ষর করিতে গিয়া বাবুদের অবিদ্যা ধরিয়া ফেলেন। দুই একজন ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া নাম কাটিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে পক্ষপাতী মহোদয়গণের অন্তর্দ্ধান।

[বঙ্গনিবাসী হইতে]

১৫ই মাঘ, মঙ্গলবার।

এই তারিখে সুবিখ্যাত ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক সভা আহূত হইয়াছিল। স্বধর্ম্ম-পরায়ণ সহস্র সহস্র হিন্দু এই সভায় উপস্থিত ছিলেন! বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণ কর্ত্তৃক এই সভার সূচনা মাত্র হইয়াছে। বারান্তরে আরও সমারোহে—আরও উৎসাহের সহিত এই সভার অধিবেশন হইবে। ইতি পূর্ব্বে এই গ্রাজুয়েটগণ কর্ত্তৃক আল্‌বার্ট হলে একটী সভা আহূত হইয়াছিল; কিন্তু বিরুদ্ধবাদী শত্রুপক্ষীয়গণের অন্যায় অত্যাচারে সে সভার উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং সে দিন ইহারা অনন্যোপায় হইয়া, গোলদিঘীর মাঠে সভার কার্য্য একরূপ সম্পন্ন করেন। অনারেবল রাজা শ্রীযুক্ত প্যারী-মোহন মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয় এ দিন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আল্‌বার্ট হলে সমবেত সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত সম্প্রদায় এই দিনে ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে মনোনীত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লন। এখানে হৃদয়হীন বিপক্ষদলের ভ্রূকুটি, টিট্‌কারী, উপহাস, দন্ত বিকাশ—পঁহুছিতে পারে নাই; সুতরাং তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে সভার কার্য্যও সুশৃঙ্খল রূপে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। হাই-কোর্টের সুযোগ্য উকীল, মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র. এম, এ, বি-এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় দুইটী মাত্র প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সেই দুইটী প্রস্তাবই সারগর্ভ ও যুক্তি সঙ্গত। গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবিত লোমহর্ষণ আইন খানি পাশ করিলে দেশের যে কি মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, হিন্দুর ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সমাজে, মর্ম্মস্থানে—যে কি ভয়ঙ্কর আঘাত পড়িবে, তাহার সম্যক্ আলোচনা করাই এই প্রস্তাব দুইটীর উদ্দেশ্য। বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম. এ. প্রথম প্রস্তাবটী উত্থাপিত করেন এবং বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র সেন, বি. এ. ও বাবু মন্মথনাথ সরকার বি. এ. কর্ত্তৃক তাহা অনুমোদিত ও সমর্থিত হয়। বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ. দ্বিতীয় প্রস্তাবটী উত্থাপিত করেন এবং বাবু গিরীশচন্দ্র সান্যাল, এম. এ. কর্ত্তৃক তাহা অনুমোদিত হয়; অধিকন্তু, বাবু সত্যেন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাথ রায়, বি. এ. ও বাবু সন্তোষনাথ রায়, বি. এ. এই প্রস্তাবটীর সমর্থন করেন। সমবেত প্রায় চারি সহস্র লোক মুক্তকণ্ঠে প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে সভার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত পড়িলে হিন্দু কেমন কাঁদিতে পারে, মর্ম্মবেদনায় হিন্দু কিরূপ ব্যাকুল হয়, ষ্টার-রঙ্গমঞ্চস্থ এই সভায় তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। সভার কার্য্য চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই আকস্মিক আবির্ভাবে শত সহস্র শ্রোতৃমণ্ডলী এককালে আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল। সভার বল যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। গ্রাজুয়েটগণের বক্তৃতাদি সম্পন্ন হইলে সভ্যগণ সকলেই কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সভাপতি মহাশয়ও সাধারণের অভিপ্রায় লইয়া কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। পরিব্রাজক মহাশয় দণ্ডায়মান হইবা মাত্র চারিদিক্ হইতে পুনরায় অবিশ্রান্ত আনন্দ কোলাহল ও করতালি পড়িয়া গেল। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সেই সৌম্যমূর্ত্তি, সেই অনির্ব্বচনীয় ভগবদ্ভক্তি, সেই জ্বলন্ত বাগ্মিতার আবেগে শ্রোতৃমণ্ডলী নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ হইয়া একাগ্রমনে তাহা শুনিতে লাগিলেন। প্রস্তাবিত আইনখানি পাস হইলে হিন্দুর কি মহাসর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার সে মর্ম্মস্পর্শী উক্তিগুলি শ্রোতৃবৃন্দের অন্তস্তল যে স্পর্শ করিয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। প্রস্তাবিত আইনখানি পাস হইলে হিন্দুর পরিণাম যে কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা যখন তিনি আভাসে প্রকাশ করিলেন, তখন অনেকেই অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বারংবার আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, "অনেকের বিশ্বাস ছিল এবং হয় ত আমিও এরূপ মনে করিতাম যে, ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু সন্তান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য ততটা যত্নবান্ নহেন,—এ সকল বিষয়ে তাঁহারা এক রকম উদাসীন বলিলেই হয়। কিন্তু আজিকার এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া, আমার সে বিশ্বাস এককালে লোপ পাইল, সকলেরই যে পাইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ সাধু উদ্যম ও আন্তরিক যত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়।" অতঃপর তিনি প্রস্তাবিত আইন খানির পুনরুল্লেখ করিয়া কহিলেন,—"গবর্ণমেণ্ট সহবাস সম্মতির বয়স নির্দ্ধারণ করিয়া কহিতেছেন যে, ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম কর্ম্মে আঘাত পড়িবে না,—এই নূতন আইনে হিন্দুর উপকার বৈ অপকার হইবে না ইত্যাদি।" এখানে আমার সাবিত্রী সতীর গল্পটী মনে পড়িল;—সাবিত্রী যখন কিছুতেই যমরাজের নিকট মৃত পতির পুনর্জ্জীবন বর পাইলেন না, তখন কৌশলে কহিলেন,—আপনি তবে আমায় এই বর দিন, যেন সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। যমরাজও 'তথাস্তু' বলিয়া সত্যবানের জীবাত্মা লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাহার ফল কি হইল?—না, সতী নারীর বাক্য কৌশলে সত্যবান্ পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ এই প্রস্তাবিত আইনখানি (ভগবান্ করুন, যেন এ মহা অমঙ্গল না হয়) পাস করিলে প্রকারান্তরে হিন্দুর হিন্দুত্ব ও ধর্ম্মলোপ হইবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।" যথা সময়ে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর সভা ভঙ্গ হয়।

"সহবাস সম্মতি" আইন লইয়া এই সময় কলিকাতায় মহান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। আইন যে কারণেই হউক, গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া এই আইন প্রণয়নে যে কৃতসংকল্প হ'ন, তাহারই তীব্র প্রতিবাদের জন্য কলিকাতায় ৪০।৫০টী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। গড়ের মাঠে যে রিরাট সভার আয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে দশটী বক্তৃতা মঞ্চ হইতে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজক, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ দশটী প্রসিদ্ধ বক্তা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতায় অগ্নি উদ্গীরণ হইয়াছিল, প্রায় তিনলক্ষ লোক একত্রিত হইয়া আইন চাই না বলিয়া চীৎকার করিয়া পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদ করিয়াছিল। তাহাতে লাট প্রাসাদ হইতে রাজপথের ক্ষুদ্র গৃহ পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল। বাগ্মিবর কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সমবেত সহস্র সহস্র লোক সমূহকে আপনার স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতাবলে এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রয়োগে প্রস্তাবিত আইনের অপকারিতা বুঝাইয়া দেন। তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় যেন অনল উদ্গীরণ হইতেছিল। এবং তৎফলে জন সমূহ ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালা, কাশী, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের নানা স্থান হইতে এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হয়। কাশী ও বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলী এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। আইন মন্ত্রী স্কোবল সাহেব ডাক্তারদের প্রবল মত আইনের পক্ষে যেমন খাড়া করিয়াছিলেন, সেইরূপ আইনের বিপক্ষেও কলিকাতার অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও কবিরাজের মত প্রদর্শিত হইয়াছিল। যদিও গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রবল প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া আইন পাস করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় গবর্ণমেণ্টকে আর কখনও ভারতবাসীর এরূপ সমবেত ভাবে এরূপ তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট ঐ আন্দোলনের গুরুত্ব উত্তমরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আর এই মহান্দোলনের অগ্রণী ও নেতা পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকেও গবর্ণমেণ্ট চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। শান্তিপ্রিয় রাজভক্ত পরিব্রাজককে ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন বক্তৃতা করিতে কেহ কখনও দেখেন নাই। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ্য আদালতে শালগ্রাম শিলা আনয়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করার ফলে যখন সুরেন্দ্র বাবু কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, তখন পরিব্রাজক স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া বিপন্ন স্বদেশবাসীকে উৎসাহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার জন্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্যের ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদের জন্য সুরেন্দ্র বাবুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষাতেও যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা হয় এবং জনসমূহ তাহা শুনিয়া উন্মত্ত প্রায় হইতে পারে, তাহা বাগ্মিবর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের এই আইন প্রণয়নের প্রতিবাদের বক্তৃতায় সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

সহবাস আইনের আন্দোলন কালে কুমার পরিব্রাজক মহোদয় কলিকাতা টাউন হলে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রচার ক্ষেত্রের অপূর্ব্বকীর্ত্তি। আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র নিম্নে প্রকটিত করিয়া এতদধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি।

নগর শালার নব-দৃশ্য।

বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় অত্রত্য নগরশালায় (কলিকাতা টাউন হলে) কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। ২টা না বাজিতে বাজিতে সমুদায় চেয়ার অধিকৃত হইয়া গিয়াছিল। তিনটার পূর্ব্বেই জনস্রোত এত বেশী হইয়াছিল যে, বিশেষ নিমন্ত্রিতগণের আসন আর রাখা গেল না। মঞ্চ হইতে সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় হল লোকাকীর্ণ। বিপুল জনতা। কিন্তু সকলে স্তব্ধ, ও উৎকণ্ঠিত। বহু কষ্টে জনস্রোত ঠেলিয়া ৪টা বাজিতে ১৫ মিনিটের সময় বক্তা, ও সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত দামোদর বর্ম্মা প্রভৃতিকে স্ব স্ব আসনে সমাসীন করা হইল। অমনি বজ্রনির্ঘোষে করতালি পড়িতে লাগিল। তখন সভাপতি সকলকে উচ্চরবে পরিব্রাজক মহোদয়ের পরিচয় অনাবশ্যক হইলেও নিজ তৃপ্তি জন্য দুই চারি কথায় বলিলেন, সন্ন্যাসী অনেকেই হয়, কিন্তু ঈশ্বর প্রেমের সঙ্গে সমগ্র মানব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাতির জন্য এত ভালবাসা কার? এই জন্য ইনি ধন্য পুরুষ। আরও বুঝাইলেন বক্তব্য বিষয়টী সার্ব্বভৌমিক; সুতরাং প্রত্যেকেরই পক্ষে উপযোগী। ঘন ঘন করতালির মধ্যে তিনি উপবেশন করিলেন। তখন বক্তা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার সমক্ষে যে দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, কলিকাতা নগর বাসীর অদৃষ্টে সেরূপ কমই ঘটিয়া থাকে। তাঁহার সম্মুখে বামে, দক্ষিণে, পশ্চাতে ভিত্তিদেশ পর্য্যন্ত লোকে লোকে পুরিয়া গিয়াছে, দাঁড়াইবারও স্থান আর নাই; অথচ সকলেই তাঁহার বচনামৃত পান জন্য লালায়িত, নিশ্চেষ্ট, নির্ব্বাক্ এবং উদ্গ্রীব। বারম্বার করতালি বর্ষণের বিরাম হইলে বক্তা ভগবানের স্তোত্র পাঠ করিয়া স্বীয় বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই নিস্তব্ধ জনশ্রেণী ভেদ করিয়া তাঁহার হৃদয়গ্রাহী, ওজস্বী, যুক্তি ও আবেগপূর্ণ বক্তৃতাধ্বনি স্নিগ্ধ গম্ভীরতার মধ্য দিয়া চারি দিকে অমৃত স্রোত বিস্তার করিতে লাগিল। লোকসমূহ যেন মন্ত্রমুগ্ধ। তিনি ঈষৎ হাসিলে অমনি চারিদিকে হাস্যের তরঙ্গ বহিয়া যায়; উচ্চ অঙ্গের চিন্তাপ্রসূত কথার অবতারণা করিলে গাম্ভীর্য্য ছড়াইয়া পড়ে, আবার তাঁহার ভগবৎ প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিলে প্রেমাশ্রু-মন্দাকিনীর বিমল ধারা চারিদিকে প্লাবিত করিতে থাকে। মাননীয় সার রমেশচন্দ্র মিত্র ও সভাপতি মহোদয় অবিরল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন। সে চিত্র অভাবনীয়, ভাষায় অবর্ণনীয়, স্বর্গীয়, বিমল। বিষয় ছিল **"মানবের সার সম্পত্তি"**। বক্তা বুঝাইয়াছিলেন মানবের মানবত্ব যে সকল বিশেষ বিশেষ শক্তির গুণে সংঘটিত হইয়াছে, তাহাদের উপযুক্ত অনুশীলন হইলে মানব, প্রাণী জগতের এমন কি প্রকৃতি-রাজ্যের প্রকৃত রাজা হইতে পারেন। তখন তাঁহার রাজ্য প্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হয়; অহি-নকুল, মৃগ মৃগরাজ তখন বিদ্বেষ ভুলিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি কাহারও তখন ত্রাসের কারণ না হইয়া অভয়ের কারণ হয়েন। উদাহরণ স্থলে শিবজীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীক্ষা প্রসঙ্গে, রামদাস স্বামীর নিকট শিবজীভীত পক্ষিগণের আশ্রয় গ্রহণ বৃত্তান্ত বুঝাইলেন। এই সকল শক্তির কিরূপে অনুশীলন ও বিকাশ করিতে হয় তাহা বুঝাইতে বুঝাইতে প্রসঙ্গ ক্রমে ধীবরের সাধুসঙ্গ ফল, এবং শঙ্করাচার্য্যের মাতার বৈকুণ্ঠ লাভ উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান স্ত্রী শিক্ষার স্ত্রী-প্রকৃতি গঠন ও সংরক্ষণের অনুপযোগিতা ও তাহার প্রতিকারোপায় ব্যাখ্যা করিলেন। সর্ব্বশেষে সেই সকল শক্তির চরম বিকাশে কিরূপে গৌণীভক্তি, জ্ঞান, দর্শন এবং ভগবৎ-কৃপাদৃষ্টি পরে পরে লাভ হইলে পরাভক্তি রূপিণী "সার-সম্পত্তির" অধিকার হয় বিশদরূপে তাহা বুঝাইলেন। পরাভক্তি ব্যাখ্যা কালে ভক্তি-হিল্লোলে সকলেরই প্রাণ সুশীতল হইয়াছিল। হরি হরি ধ্বনি হলের আকাশ মণ্ডল বারম্বার ভেদ করিয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছিল। ধন্য পরিব্রাজক! তোমার জয় হউক! আবার অবিশ্রান্ত করতালি; বক্তা উপবেশন করিলেন। তখন সভাপতি আবার উঠিয়া সকলকে বুঝাইলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় এমন ওজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা হইতে পারে তিনি জানিতেন না। বঙ্গ ভাষার শত্রুগণের নিকট এ ভাষার এই শক্তির পরিচয় করিয়া দিয়া তিনি মাতৃ-ভাষাকে কৃতার্থ করিলেন। তিনি সার্থকজন্মা। এত কষ্টে স্থানাভাবে যুবকমণ্ডলী নিস্তব্ধ ভাবে বক্তৃতামৃত পান করিয়া বুঝাইলেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী, এসম্বন্ধেও তাঁহার ভ্রম অপনীত হইল। তাঁহার অমূল্য উপদেশ গুলি সকলে যেন চিরকাল হৃদ্‌গত করিয়া রাখেন ও যাইবার পূর্ব্বে আবার হরিধ্বনি বারম্বার করেন ইহাই তাঁহার শেষ প্রার্থনা"। হরিধ্বনি অমনি সহস্র সহস্র কণ্ঠ ভেদ করিয়া উঠিল। সভাপতি বসিলেন। শ্রীযুক্ত দামোদর বর্ম্মা তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। সভার নিঃস্বার্থ উদ্যোগিগণ বিশেষ ধন্যবাদার্হ। টাউন হলে বাঙ্গালা বক্তৃতা এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত-ব্যাখ্যা ও হরিধ্বনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচার এই প্রথম। রমেশ বাবু বক্তার সহিত কথোপকথনে, "এরূপ বক্তৃতা যে বাঙ্গালা ভাষায় হয় তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই বলিলেন এ সভায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বা শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় মহাপুরুষ সভাপতি হইলেই উপযোগী হইত। বার্ক, সেরিডান প্রভৃতির বক্তৃতা পড়িয়া আমার ধারণা ছিল, এরূপ বক্তৃতা কেবল ইংরাজীতে সম্ভব"। সকলেই পরিব্রাজক মহোদয়কে প্রাণের সহিত অসংখ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় আড়াই মাস কাল কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থান সমূহে প্রায় ৪০।৫০টী বক্তৃতা করিয়া অবশেষে ৺কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

স্বামীজীর প্রচার কার্য্য কিরূপ ধারাবাহিক ক্রমে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল, কিরূপ প্রশংসিত ভাবে তিনি কার্য্য করিলেন ও বঙ্গদেশে তাঁহার কার্য্যে কত উপাদেয় ফল উৎপন্ন হইল, এতৎ সম্বন্ধে পুনা হইতে প্রকাশিত "কোয়ার্টার্লী জার্ণাল" নামক পত্রে ও বোম্বাই হইতে ১৮৯১ খৃঃ ১লা জুনের "ইন্দু-প্রকাশে" "The Revival of Hinduism in Bengal" শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছিল ঃ—

"In Bengal, as elsewhere, the effect of English education and contact with English-men has been to shake the faith in old religious beliefs and observances, and to bring into being a kind of scepticism which has not been wholly wholesome. But the very excess of scepticism, on the one hand, and the extravagant reviling of Hinduism by Christian and Brahmo missionaries, as well as by the followers of Dayananda, on the other, have served to awaken in the minds of some persons in Bengal a feeling of injured

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

patriotism, and a desire to re-establish the old faith. This re-action or revival, as it may be more properly called, has found two men as its chief apostles, Kumar Shri Krishna Prasanna Sen and Pandit Shashadhar Tarkachudamani. Their example brought in to the field other workers such as Babu Bankim Chandra Chatterjee, Babu Akshoy Chandra Sircar, the Editor of the *Sadharani* and others. Kumar Shri Krishna Prasanna has been described as the life and soul of the new movement, working on his own lines, preaching a sort of new religion like our own Tukaram and Ramdas * in by-gone days. He founded at Monghyr in 1875 the *Bharat Varshiy Arya Dharma Pracharini Sabha* i. e. an Association for the spread of Aryan religion in India and make himself its most active supporter and worker. The *Sabha* issued a periodical entitled *Dharma-Pracharak* which contained articles from the pens of able Pandits expounding the truth of the Hindu Religion. Kumar Shri Krishna is an able preacher and popular lecturer. * * *

About six years ago the Kumar and the Pandit

---

* তুকারাম ও রামদাস এই দুইজন সিদ্ধ ভক্ত, দাক্ষিণাত্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সহস্র সহস্র সহস্র লোককে ভগবদ্ ভক্তির পথে আনিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

transferred their activities to Calcutta and soon made so great an impression that other leading men joined the band of workers in the cause of revival.**

This revivalist movement in so far as it sought to dissipate scepticism and irreligion was a great gain to Bengal. Kumar Shri Krishna Prasanna's work was especially of a highly useful kind. He left off the service he was employed in, left off all family ties, and devoted himself entirely to the work of public preaching. He preached the religion of *Bhakti* i. e. love of God. became a *Parivrajak* i. e. an ascetic, and travelled in all parts of Bengal. So far as his work was concerned, we fancy, it was of a character to be distinctly welcomed". * * *

এইরূপে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত বঙ্গবাসী, বঙ্গনিবাসী, ভারতবাসী কাশীপুর-নিবাসী, সুরভী ও পতাকা, হিতবাদী, সোমপ্রকাশ, ঢাকা প্রকাশ, শ্রীহট্ট প্রকাশ, রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, ঢাকা গেজেট, গরীব, সারস্বত পত্র, সদর ও মফঃস্বল, চারুবার্ত্তা, পরিচারক, পরিব্রাজক, সহচর, শিলচর, প্রভাকর, সুলভ সমাচার, সুলভ দৈনিক, দৈনিক প্রতিধ্বনি, সাধারণী, সঞ্জীবনী, বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী, মুর্শিদাবাদ পত্রিকা, হিন্দু রঞ্জিকা, প্রতিকার আদি সংবাদপত্রে এবং ধর্ম্মপ্রচারক, সুনীতি, তত্ত্ববোধিনী, তত্ত্বকৌমুদী, নব্য ভারত, বেদব্যাস, আদি সাময়িক পত্রে ও ইংরাজীতে প্রকাশিত ষ্টেটস্‌ম্যান, পাইওনিয়ার, ইণ্ডিয়ান মিরার অমৃতবাজার পত্রিকা, রইস্ এণ্ড রাইয়ত, হোপ, দি ইউনিয়ন, পিপল্‌স্ ফ্রেণ্ড, বেহার হেরাল্ড, কোয়ার্টালি রিভিউ, লিবারেল, ট্রিবিউন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যাশনল পেপার, ন্যাশনল গার্ডিয়ান, নেশন, প্রভৃতি সংবাদপত্রে, ভারত জীবন, ভারত মিত্র, মিত্র বিলাস, সার সুধানিধি, বেহারদর্পণ আদি হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত, ইন্দু প্রকাশ আদি মহারাষ্ট্রী ভাষায় প্রকাশিত আকবারে আম, আঞ্জামন প্রভৃতি উর্দ্দূ ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য আদি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রচারিত প্রকাশ্য পত্রে ও পুস্তকে স্বামীজী কর্ত্তৃক সনাতন ধর্ম্ম ভাবের পুনরুদ্দীপনের বিজয়-ভেরীর সুমধুর নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

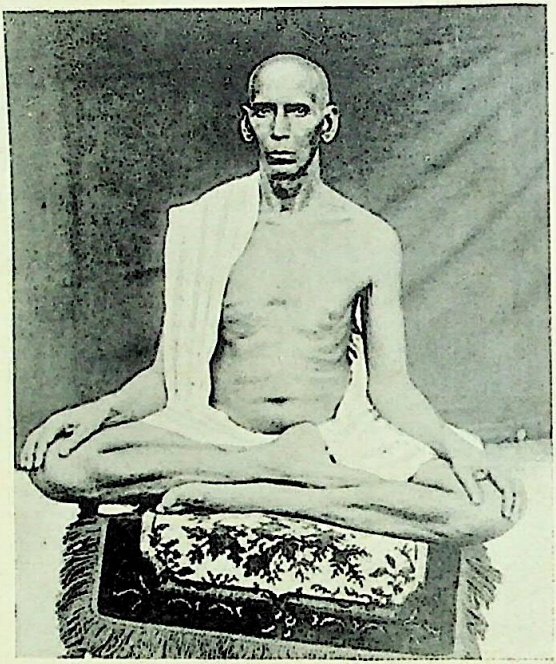

সিদ্ধাবধূত বাবা দয়ালদাস স্বামী

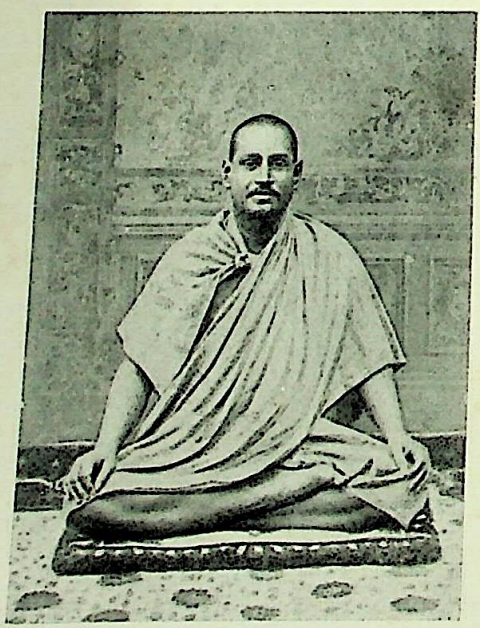

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী

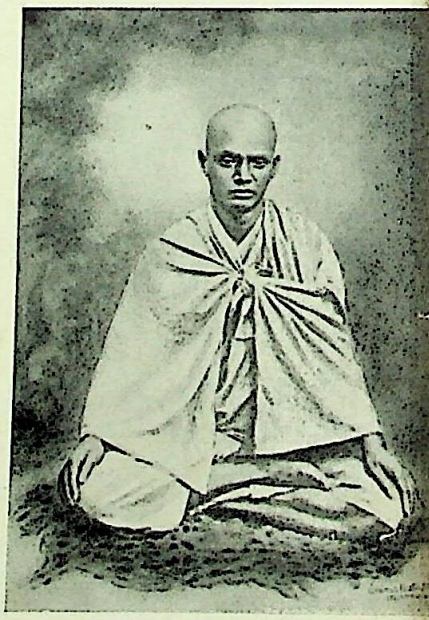

শ্রীমৎ পূর্ণানন্দস্বরূপ স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরিব্রাজকের প্রচার।

(উত্তরার্দ্ধ)

কলিকাতায় সহবাস আইনের মহান্দোলন করিবার পর পরিব্রাজক মহাশয় কাশীধামে আসিয়াই হরিদ্বার মহাকুম্ভ মেলায় গমন করেন। এইবার তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বিষয়-বিরাগী-নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী পূর্ণানন্দ* কুম্ভমেলা দর্শনের জন্য তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন।

হরিদ্বারে মহাকুম্ভমেলা
শকাব্দা ১৮১২।
বাং ১২৯৭
ইং ১৮৯১ খৃঃ।

কুম্ভমেলায় পরিব্রাজক ইতিপূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, এবারও আসিলেন। আসিবার উদ্দেশ্য এই দ্বাদশবর্ষ মধ্যে আর্য্য ধর্ম্মের আন্দোলন কিরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিবার জন্য এবং জনমণ্ডলীর মধ্যে ভারতীয়-ভাব ও ধর্ম্মের প্রচার জন্য। কুম্ভমেলার মত এমন প্রচারের সুবিস্তীর্ণক্ষেত্র আর হইতে পারে না। অনেক তপস্বী, তত্ত্বদর্শী, সাধক মহাত্মা তীর্থ-স্নান উপলক্ষে

---

* এই পূর্ণানন্দ পরে স্বামী পূর্ণানন্দস্বরূপ, ইনি পরিব্রাজকের প্রচার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক ছিলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তও ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তিনি নীরব সাধক ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণ ভ্রাতার ন্যায় ইনি পরিব্রাজকের ছায়ার মত তাঁহার সকল কার্য্যে সহায়তা করিতেন। তাঁহার এই নীরব সাধনা লোক লোচনের অন্তরালে থাকিয়া অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার মহতী দেশসেবাকে কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। ইনি বাল্য যৌবনের প্রারম্ভে খাঁটি নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারীর ব্রত পালন করিয়া পরে পরিব্রাজক মহাশয়ের গুরু সিদ্ধাবধূত বাবা দয়ালদাসজীর নিকট ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগ কুম্ভমেলায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মেলার সময় আসিয়া সম্মিলিত হন, তাঁহাদের এবং পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান দ্বারা প্রচারের যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগ লাভ হয়। নিজ গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করা পরিব্রাজক মহাশয়ের কুম্ভমেলা গমনের অন্যতর উদ্দেশ্য। প্রায় প্রতি কুম্ভমেলাতেই তাঁহার গুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমৎ দয়ালদাস স্বামীজী সদল বলে উপস্থিত থাকিতেন। সিদ্ধাবধূত বাবা দয়ালদাসের চরণতলে বসিয়া তাঁহার কথামৃত শুনিতে পাইবার এমন সুবর্ণ-সুযোগ গুরুভক্ত-সাধক ত্যাগ করিতে পারেন না।

দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি বি. এ. পাশ করার পর নাগপুরে গিয়া এক বৎসর কাল কয়েকটী ছেলেকে পড়াইয়া মাসিক কিছু বৃত্তি পাইতেন, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতঃ নির্জ্জনে সাধন ভজন ও স্বাধ্যায়ে নিরত ছিলেন। এই সময় তিনি উপনিষৎ, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। পরে এক বৎসর কাল নাগপুরে একজামিনারস্ অফিসে সরকারী কার্য্য করিয়া তাহাও সাধন পথের বিঘ্নকর মনে করিয়া, প্রথমে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দাঁইহাটে, পরে বৈঁচি বিহারীলাল ফ্রি হাইস্কুলে, পরে কুচিয়াকোল হাইস্কুলে সুখ্যাতির সহিত প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। দাঁইহাটে থাকা কালীন তিনি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটীর এম. এ. পাশ করেন। এইরূপে ইং ১৮৯০ হইতে ১৯০৫ সন পর্য্যন্ত ১৫ বৎসর কাল শিক্ষা কার্য্যরূপ স্বদেশের সেবা-ব্রতে আত্মবাহিত করিয়া অবশেষে তিনি যখন বুঝিলেন যে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে লোক চরিত্রের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে না, মনুষ্যত্ব লাভের জন্য কাহারও চেষ্টা নাই, অভিভাবকগণ পুত্রাদির অর্থকরী বিদ্যায় পারদর্শিতারই পক্ষপাতী এবং শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ছাত্রদিগের মনুষ্যোচিত চরিত্রোৎকর্ষের প্রতি কার্য্যতঃ মনোযোগহীন; শিক্ষকগণও শিক্ষাদানের উচ্চলক্ষ্যের প্রতি আস্থাহীন দেখিয়া তিনি শিক্ষা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ৪০ বৎসরের পর বিশেষ ভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে ও লোকের প্রকৃত কল্যাণের আশায় তিনি কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন সাধনে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। "ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা। যোগে চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে"॥ ইহাই তাঁহার সন্ন্যাস জীবনের সাক্ষ্য দিয়াছিল। নির্জ্জন সাধন ও সঙ্গত্যাগ তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য, উভয়ের মিলন যেন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ; এমন পবিত্র তীর্থে স্নান করিতে পারিলে জীবের ভবরোগ কাটিয়া যায়।

রাশিচক্র দ্বাদশবার পরিভ্রমণ করিলে মহাকুম্ভযোগে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে হরিদ্বারে এই মহামেলা হইয়া থাকে। ১৮১২ শকাব্দার শেষ দিনে এই মহাসম্মিলনী হইয়া গেল। এই মহাকুম্ভযোগে হরিদ্বার ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিবার জন্য ভারতবর্ষের উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য বিভাগ হইতে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমবেত হইয়াছিলেন। এই সময়ে হরিদ্বারের প্রাকৃতিক অবস্থা নাতিশীতোষ্ণ, দিবাভাগে উত্তাপযুক্ত, রাত্রি-কালে অতিশয় সুশীতল। চারিদিকের পর্ব্বতমালা তরুপল্লবাদিতে সুশোভিত থাকায় এবং ভগবতী ভাগীরথী কোথাও সপ্তস্রোতা এবং কোথাও ত্রিস্রোতা হইয়া নির্ম্মল জল তরঙ্গে খরতর বেগে প্রবাহিত হওয়ায় সেই স্থানীয় দৃশ্য অতি মনোরম বোধ হয়। এত সাধু, এত সন্ন্যাসী, এত মহাত্মা এক সঙ্গে আর কোথাও দেখা যায় না। এই মহামেলা সাধুদিগের মহাসম্মিলনী, দ্বাদশ বর্ষান্তে মুনি, মহর্ষি, সাধু সন্ন্যাসিগণ অতুল তপঃপ্রভাবযুক্ত বিষ্ণুপাদোদকী ভাগীরথীর পৃথিবীস্পর্শের প্রথম পাদভূমি এই হরিদ্বার-ক্ষেত্রে এক একবার সম্মিলিত হইয়া থাকেন। এই প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত। এই মহর্ষি-মেলা-দর্শন ও মহাকুম্ভে স্নান করিবার জন্য গৃহস্থগণও হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের দীক্ষা-গুরু শ্রীমদবধূত বাবা দয়ালদাস স্বামীজী মহারাজ এই মেলার একটী দর্শনীয় বিষয়।

হরিদ্বারে শ্রীমদ্দয়ালদাস স্বামীজী ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মিলন।

তাঁহাকে দর্শন করিয়া কত লোকই কৃতার্থ হইয়াছে। সমস্ত জনতার প্রান্তবর্ত্তী নির্ম্মল সৈকত-ভূমিতে তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে তিনি আসন করিয়া বসিয়া আছেন, আর তাঁহার সহিত শত শত পরমহংস-অবধূত ভিন্ন ভিন্ন কুটীরে আসন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীর, আজানুলম্বিত বাহু, উজ্জ্বল ও সকরুণ অক্ষি, প্রসন্ন বদন দর্শনে এবং গম্ভীর ও প্রেমাবেশপূর্ণ সম্ভাষণে হৃদয়-মন পুলকিত হইয়া উঠিত। তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সিদ্ধি, তাঁহার উদারভাব দর্শন করিয়া শত শত শির তাঁহার চরণে অবলুণ্ঠিত হইত। তিনি কাহারও বাটীতে গমন করিতেন না, কাহারও নিকট একটী কপর্দ্দক প্রার্থনা করিতেন না, অথচ প্রত্যহ তাঁহার আশ্রমে অন্যূন চারি সহস্র সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, উদাসী, দুঃখী, কাঙ্গাল, আগন্তুক অভ্যাগত রুটী, ডাইল, তরকারী, লাড্ডু, মালপোয়া প্রভৃতি দ্বারা ভূরিভোজন পাইয়া তৃপ্ত হইত। মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত তাঁহার অন্ন-সত্রের দ্বার উন্মুক্ত থাকিত। একদিকে শরীর-ধারণের জন্য অন্নাদির ব্যবস্থা, অন্যদিকে জ্ঞান-গম্ভীর প্রেমপূর্ণ সদুপদেশ দ্বারা তিনি লোকের আধ্যাত্মিক ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছেন। এরূপ পরম ভাগবত তপঃশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষকে দেখিলে কাহার না ভক্তির উদয় হয়? শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, ভগবদ্ভজন, নাম-কীর্ত্তন, সদ্বার্ত্তালাপ দ্বারা হরিদ্বারের পবিত্র আকাশকে তিনি আরও পুণ্যতর করিয়া তুলিতেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শ্রীকৃষ্ণানন্দ নামকরণ।

এইবার পরিব্রাজক মহাশয়কে ভাগীরথীর পবিত্র তটে তাঁহার গুরুদেব সমস্ত শিষ্য-মণ্ডলী-সমক্ষে "শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী" নাম প্রদান করিলেন।* তাঁহার পূর্ব্ব নাম পরিত্যক্ত হইল। তিনি প্রথমাবধি সর্ব্বত্যাগী উদাসীন তো ছিলেনই, এইবার গুরু তাঁহার জাতি, কুল—আদি পরিচায়ক নামটীও কাড়িয়া লইলেন। কেবল

* ১৭৯১ শকে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যখন দীক্ষিত হন তখনই তিনি "কুটীচক-বহূদক" পর্য্যায়ের সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ক্রমশঃ "পরিব্রাজক" নামে পরিচিত হন। ২১ বৎসর পরে ১৮১২ শকে হরিদ্বারের এই কুম্ভমেলায় শ্রীগুরুদেব তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী" এই নূতন নামকরণ করেন। "কুটীচক-বহূদক" পর্য্যায়ভুক্ত সন্ন্যাসীর শিখা-সূত্র থাকে —নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ, ৫।১২-১৩ মন্ত্র ও বিষ্ণুসংহিতা, ৪।১৬-১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইহারও ৩ বৎসর পরে ১৮১৫ শকে প্রয়াগ কুম্ভমেলায় তিনি শিখা-সূত্র ত্যাগ পূর্ব্বক পরমহংস-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—তাহা পরে যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

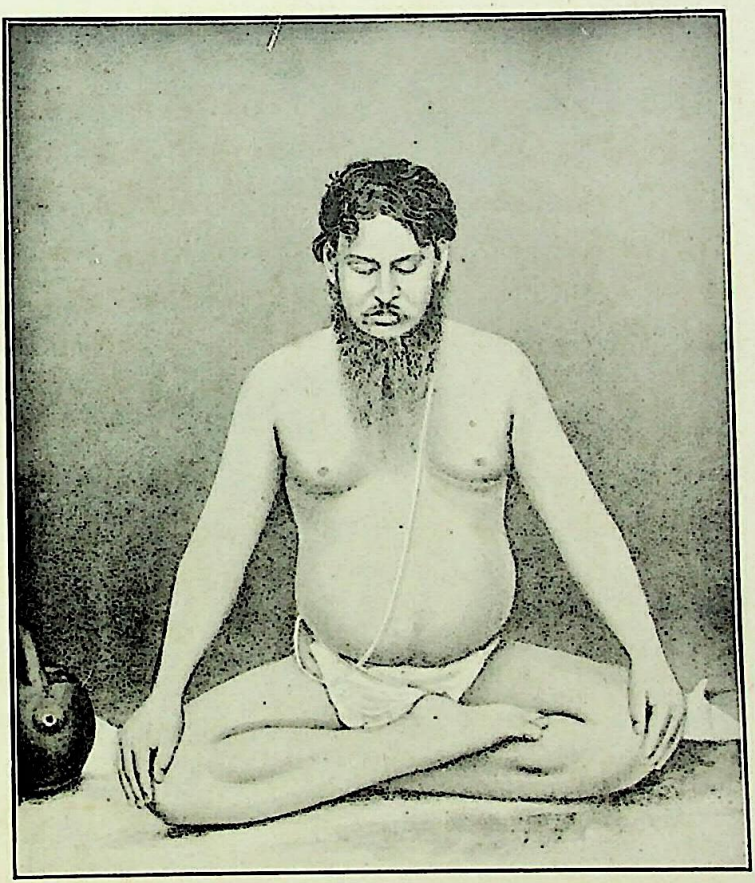

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী

(ধ্যানস্থ) [পৃঃ ৫৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকের বুঝিবার সুবিধার জন্য তাঁহার নূতন নামকরণ করিয়া দিলেন। গুরুভক্ত শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীও গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। এই সময় হইতেই আমরাও তাঁহার গুরুদত্ত নামেরই উল্লেখ করিব।

পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী ১৩১৩ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ধর্ম্ম প্রচারকে "তীর্থযাত্রা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—"হরিদ্বারে স্নান ও শ্রীগুরুচরণারবিন্দ দর্শন করিয়া প্রাচীন তপোভূমি হৃষীকেশ দর্শনে যাত্রা করিলাম। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ অন্যূন ১২ ক্রোশ হইবে। সৎ-সমভিব্যাহারিবর্গ সহিত নানা প্রসঙ্গে সদালাপ করিতে করিতে এই পথটুকু পদব্রজে দুইদিনে গমন করিলাম। পথে পাহাড়, বন, অনেক গুলি নদী অতিক্রম করিতে হয়। দুইটী নদী অতি খরতর বেগবতী স্ফটিক স্বচ্ছ জল কল কল কল্লোলে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে, বনে বন-কুক্কুট ও ময়ূরের ডাক শুনিতে পাওয়া যায়, বন ফুলের মনোহর সৌরভ ভূর ভূর করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অর্দ্ধ পথে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির ও সেবা এবং পথের মধ্যে মধ্যে কয়েক স্থানে যাত্রিদিগের থাকিবার স্থান ও ধর্ম্মশালা আছে। হৃষীকেশ সরিদ্বরা ভাগীরথীর তটভূমি। এখানে বহু শত সাধুশান্ত কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া একান্তে বাস করিয়া থাকেন। ৫।৭টী সত্রালয় থাকা বশতঃ সাধু সন্ন্যাসিগণের ভিক্ষার কোন অসুবিধা হয় না। আমরা চন্দ্রেশ্বর মহাদেবের নিকট একটী কুটীরে অবস্থিতি করিতে ছিলাম। দেখিলাম সেখানেও একজন সাধু প্রত্যহ শতাধিক অভ্যাগত সাধু সন্ন্যাসীকে সাদরে উত্তমরূপে ভোজন দিতেছেন। হৃষীকেশ মন্দিরের সমীপে "কমলিয়া বাবা" (ইনি কৌপীন ও একখানি কম্বল ব্যবহার করেন) নামক একজন পরমহংস অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তাঁহার ন্যায় শিষ্টাচারী ও মৃদু মধুরভাষী ও বিবেক বিচারবান্ পুরুষ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তাঁহার অত্যন্ত অনুরোধে কয়েক ঘণ্টা তাঁহার ধর্ম্মশালায় আমরা

হৃষীকেশ ও লছমন-ঝোলায় গমন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্রাম করিলাম। তিনি অতি যত্নসহকারে আমাদিগকে পুরী, মোহনভোগ আদি দ্বারা ভোজন করাইলেন। তৎপরে তাঁহার সহিত অনেক সদ্বার্ত্তালাপও হইল। এইখানে গোরক্ষিণী সভার তুমুল আন্দোলনকারী শ্রীমান্ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ ও সদ্‌যুক্তিপূর্ণ সদালাপ হইল। গোরক্ষার জন্য বিলাতে মহান্দোলন করিবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং তথায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কমলিয়া বাবা তাহাকে শান্ত ভাবে কার্য্য করিতে উপদেশ করিলেন।

হৃষীকেশ মন্দিরটী অতি প্রাচীন ও রমণীয়। স্থানটীতে গমন ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে প্রাণ মন জুড়াইয়া যায়। শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী বিষ্ণু মূর্ত্তি মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, দর্শনে হৃদয় শীতল হইল। প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে বলিলাম প্রভো!—

"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥"

হৃষীকেশ হইতে লছমনঝোলা পর্য্যন্ত ভূভাগটী তপোবন নামে প্রসিদ্ধ। এইস্থানটুকুর মত পরমানন্দকর মনোহর দৃশ্য আর কখন কোথাও দেখি নাই। বন, পর্ব্বত, শুভ্র বালুকাময়ী সৈকত ভূমির মধ্যচারিণী, পতিতপাবনী সুরধুনীর কল কল নিনাদে কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হয়, প্রাণ মন নাচিয়া উঠে। যেদিকে তাকাই সেই দিকেই আরও ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। একান্তবন মধ্যে গঙ্গা তীরের কুটীরে সাধু মহাত্মগণ নিবাস করিয়া থাকেন। সেখানে বিবাদ, বিসম্বাদ, দ্বেষ, হিংসা, খলতা নাই—আছে কেবল গঙ্গার কল কল কল্লোল, স্বচ্ছ শীতল সলিলের হিল্লোল, আর আছে পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গযুক্ত সৌম্য সুগম্ভীর কায়া, বিজন বনের কুসুম-দাম-দলিত পত্র-পল্লব শোভিত

তপোবন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তরুরাজির বিকাশময়ী ছায়া। কুটীর নিবাসী সন্ন্যাসী-যোগিগণের এই পবিত্র আরাধনাক্ষেত্র দেখিলে পাষাণ হৃদয়েও ভগবৎ-প্রেমের উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে। পথিমধ্যে শত্রুঘ্ন ও বদরীনারায়ণের মন্দির—দেখিতে অতি সুন্দর। এ স্থানটী পরিশ্রান্ত পথিকের বিশ্রাম ভূমি। এই তপোবন অতিক্রম করিয়া কেদারনাথ বদরীনারায়ণ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী আদি দুর্গম তীর্থ দর্শনে যাইতে হয়।

কথিত আছে, রামানুজ লক্ষ্মণ তীর্থযাত্রা কালে এইখানে ঝোলা রাখিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তপোবন হইতে কেদারনাথের পার্ব্বত্য পথ ধরিতে হইলে পার্ব্বতী ভাগীরথীর খরতর প্রবাহিত ধারা পার হইতে হয়। এ স্থান নৌকায় পার হওয়া যায় না। এই জন্য এতদিন পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় তটে সুদৃঢ় দারুস্তম্ভে অতিশয় স্থূল রজ্জুরাজি-রচিত সেতু নির্ম্মিত ছিল; লোক সকল তাহারই উপর দিয়া গঙ্গা পার হইত; সেতুর মধ্যস্থলে গমন করিলে সেতু অতিশয় দুলিত, নিম্নে সুগভীর গঙ্গার দিকে তাকাইলে শরীর কাঁপিয়া উঠিত, মস্তক বিঘূর্ণিত হইত; এই জন্য এই স্থানটী পরপারগামিগণের পক্ষে অতিশয় দুর্গম ছিল। অনেকে সাহস পূর্ব্বক তাহার উপর দিয়া যাইতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণে সে সকল আশঙ্কা মিটিয়াছে, পুণ্যাত্মা সূর্য্যমল শিবপ্রসাদ ঝুনঝুন ওয়ালার ব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট সেই স্থানে লৌহসেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেতুটীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮৫ হস্ত। তথায় আমরা এক রাত্রি বাস করিলাম ও ধ্রুবঘাটে স্নান করিয়া এবং লক্ষ্মণ (লছমন) জীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া হৃষীকেশ ও হৃষীকেশ হইতে হরিদ্বারে গুরু স্বামী মহারাজের আশ্রমে পুনরাগত হইলাম।

লছমনঝোলা।

হরিদ্বার হইতে রেলপথে রুরকি আসিলাম। রুরকির কলেজ ও জলের নহর আদি দেখিলাম। রুরকি হইতে রেলপথে জলন্ধর আসিয়া নামিলাম। জলন্ধর হইতে এক্কা বাহনে হুঁসিয়ারপুর ও তথা হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাহাড়ে পাহাড়ে জ্বালামুখীর পথে চলিলাম। প্রথমে একটী উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে মৃন্ময় পাহাড় ও তাহার পর প্রস্তরময় পাহাড় অতিক্রম করিয়া জ্বালামুখী পাহাড়ে আরোহণ করিতে হয়। পাহাড়ে চড়াই ও উতরাই (উঠিতে ও নামিতে) যে ক্লেশ হয় তাহা অবর্ণনীয়। পথপার্শ্ববর্ত্তী সুগভীর শৈলতল ভূমির দিকে তাকাইলে প্রাণ শুকাইয়া যায়। শুনিতে পাই গোযান, অশ্ববান সহিত কত লোক এই গভীর খড্ডে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। পথে যে যে স্থানে জলাশয় বা জল-প্রবাহ নাই, সেই সেই স্থানে পাহাড়ী পুণ্যাত্মা লোকে পিপাসার্ত্ত পথিকগণের জন্য জল সত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৫।৬ ক্রোশ অন্তর এক এক "চড়াও", এই সকল স্থানে দোকান ও পথিকদিগের থাকিবার স্থান আছে। কোথাও কোথাও বা ৩।৪ ক্রোশ অন্তরও বিশ্রাম স্থান ও ধর্ম্মশালা আছে। পাহাড়ে পাহাড়ে গবর্ণমেণ্ট "ধর্ম্মশালা" "পালমপুর", "ডাল হৌসী", "পাঠান কোট" পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, সেই পথ দিয়াই যানাদি গমন করে, কিন্তু পাহাড়ীগণ প্রায়ই প্রাচীন পাকদণ্ডীর দুর্গম পথ দিয়াই যাতায়াত করিয়া থাকে, তাহাতে স্থান সকল একটু নিকট হয়। ৩ দিনে আমরা জ্বালামুখী পাহাড়ে পৌছিলাম। জ্বালাজী একটী অতি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম, মা দাক্ষায়ণীর জিহ্বা পীঠ।

জ্বালামুখী।

মার মন্দিরটী অতি সুন্দর, মর্ম্মরাদি খচিত ও মন্দিরের ঊর্দ্ধাংশ মহারাজা রণজিৎ সিংহের প্রদত্ত স্বর্ণাচ্ছাদন মণ্ডিত। মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী দেওয়ালে মা জ্বালাদেবীর অগ্নিশিখা স্থির ধীর গম্ভীর ভাবে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। চারিদিকে নীলআভা, মধ্যভাগে জ্বলন্ত শিখা দীপ্তি পাইতেছে। লোকে সেইখানে পুষ্প, পেড়া, বাতাসা আদি দান করিতেছে। কিয়দংশ দগ্ধ হইয়া গেলে অবশিষ্ট প্রসাদ লইয়া আসে। মন্দিরের বাম কোণে হিংলাজ-শিখা লক্ লক্ করিয়া প্রবল ভাবে জ্বলিতেছে। লোকে ঘটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা বাটিতে দুগ্ধ দিবা মাত্র ঐ শিখা তন্মধ্যে আসিয়া পড়ে ও দুগ্ধাদি পান করিতে থাকে; কিয়ৎ অবশেষ থাকিলে লোকে প্রসাদ লইয়া আসে। মন্দির মধ্যেই হোমকুণ্ড, তাহার ভিতর একটী প্রবল ও আর কয়েকটী সামান্য সামান্য শিখা জ্বলিতেছে। লোকে সেইখানে হবনাদি করে। মন্দিরের মধ্যে কোন সময় ৫টী, কখন ৯টী, কখন বা ১৫।২০টী জ্বালামালা প্রকাশ পায়। মন্দির-প্রাচীরের বহির্ভাগেও মধ্যে মধ্যে শিখা দেখা যায়। পাহাড়ের বহির্ভাগেও মধ্যে মধ্যে শিখা যায়। পাহাড়ের আর একটু উপরে কুণ্ড আছে, সেটী গোরক্ষ বা রুদ্রকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। সেখানে একটী জল কুণ্ডের পার্শ্বে শিখা জ্বলিতেছে। অপর পার্শ্বস্থ জল কুণ্ডে ধূপ জ্বালিয়া ধরিবা মাত্র ভয়ানক জ্বালামালা প্রচণ্ড ধ্বনিসহ প্রকাশিত হয়। এই কুণ্ডের বাহিরে বাহিরে আরও কয়েক স্থানে মধ্যে মধ্যে শিখা জ্বলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন এই পাহাড়ের নীচে গন্ধকের খনি আছে। এই সকল শিখা তাহারই গ্যাস মাত্র। যে যাহাই বলুক, আমি বলি এ সমস্তই মহামায়ার অদ্ভুত বিভূতি। গন্ধকের একটী দীপ-শলাকা জ্বালিলে ঘর দুর্গন্ধময় হয়, কিন্তু এত গুলি প্রচণ্ড গন্ধকের শিখা যে মন্দিরে অনাদি কাল হইতে জ্বলিতেছে, সেখানে দুর্গন্ধ নাই কেন? অগ্নিতে প্রস্তরাদি দগ্ধ হইয়া চূর্ণক হইয়া যায়, কিন্তু কত কাল হইল প্রস্তরের পার্শ্বদিয়া প্রচণ্ড জ্বালামালা ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে, সে সকল পাথর চূর্ণক বা ভস্ম হয় না কেন? এই জ্বালামালা নির্ব্বাণ করিবার জন্য আরঙ্গজিব নহর কাটিয়া জল আনিয়া মন্দির পরিপূর্ণ করিয়াছিল, সীসা ঢালিয়া জ্বালাদ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু কৈ সে শিখা নিবিল কই? পাহাড়ের উপর হইতে জল-ধারা আসিয়া মা'র ভবনের যে কুণ্ডে পড়িতেছে, তাহার নাম সূর্য্যকুণ্ড। জল অতি শীতল, সুপেয় ও উপাদেয়। পাহাড়ের উপরি ভাগে উন্মত্ত ভৈরব, অম্বিকেশ্বর মহাদেব, অর্জ্জুনের তপস্যার স্থান ও সাধু দিগের থাকিবার অনেক কুটীর নির্ম্মিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্বালাজী স্থানটী অতি রমণীয়, এখানে পাণ্ডামণ্ডলী উপদ্রবী নহে, যথাসাধ্য দানেই পরিতৃপ্ত হয়। আমরা এখানে ত্রিরাত্রি বাস করিলাম। জলন্ধর হইতে যাত্রা করিয়া জ্বালাজী পৌছিবার কিঞ্চিদূন পথে চিন্তাপূরণী নামক আর একটী দেবী স্থান আছে, উহা ছিন্নমস্তার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কাংরা উপত্যকা।

জ্বালাজী হইতে মা দাক্ষায়ণীর স্তনপীঠ দর্শনার্থ কাঙ্‌ড়া নামক স্থানে পাহাড়ী পথে যাত্রা করিলাম। জ্বালাজী হইতে কাঙ্‌ড়া ১২ ক্রোশ ব্যবধান। অতি প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে কাঙ্‌ড়ায় পৌছিলাম। কাঙ্‌ড়ার পথ বড় ভীষণ দৃশ্য, পথের এক দিকে সুগভীর খড্ড, অন্যদিকে পতনোন্মুখ উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ, বামে বা দক্ষিণে যে দিকে দৃষ্টি পড়ে, সেই দিকেই ভয়াবহ বলিয়া বোধ হয়। কাঙ্‌ড়াতে প্রাচীন দুর্গ আছে। কাঙ্‌ড়া উপত্যকা ভূমি অতি শস্যবতী। দেখিলে, লক্ষ্মীকে চিরবিরাজমানা বলিয়া বোধ হয়।

মায়ের স্তনপীঠ, পিণ্ডাকার প্রস্তরময় সুবিশাল মন্দির মধ্যে অবস্থিত। মন্দির-প্রাঙ্গণ অতি বিস্তীর্ণ ও মর্ম্মরাদি নানা প্রস্তর খচিত। এখানেও মন্দিরের ঊর্দ্ধাংশ স্বর্ণাবৃত। রণজিৎসিংহের এখানেও পবিত্র কীর্ত্তির পরিচয়। মায়ের প্রাঙ্গণে চণ্ডী, মহাদেব, বিষ্ণু আদির মন্দির, হবন-কুণ্ড, ধর্ম্মসভা আদি আছে। এখানে কিয়ৎকাল থাকিলে মনে শান্তির সঞ্চার হয়। জ্বালাজীতে মায়ের জিহ্বা ও কাঙ্‌ড়াতে মায়ের স্তন; জ্বালাজীতে "খাইবার" ও কাঙ্‌ড়াতে "খাওয়াইবার" অঙ্গ পড়িয়াছে। আমরা ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ক্ষুদ্রজীব, আমাদের যেন মায়ের স্তনপীঠটী অধিকতর মনোহর বলিয়া বোধ হইল। বস্তুতঃ কাঙ্‌ড়ার ন্যায় শান্তিপ্রদ স্থান অতি অল্পই আছে। তথায় একদিন থাকিয়া মায়ের যথাসাধ্য পূজা করিলাম। এখানকার পাণ্ডারা জ্বালাজী অপেক্ষাও ভাল। অতি অল্পে সন্তুষ্ট। এখানে মা বজ্রেশ্বরী নামে বিখ্যাত। জ্বালাদেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও বজ্রেশ্বরী দেবীর শয়ন-শয্যা অতি উৎকৃষ্ট। কাশীতে বিশ্বনাথের আরতি যেমন স্বরসহ গীত হয়, এখানেও মায়ের শয়নার্থ পালঙ্কে শয্যা রচনাকালে পাণ্ডাগণ সুস্বরে স্তবাদি পাঠ করে, শুনিলে, শ্রবণ, মন জুড়াইয়া যায়। আমরা কাঙ্‌ড়া হইতে পাঠানকোটের পথে চলিলাম অর্থাৎ জলন্ধর হইতে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রায় ১৬০ মাইল পথ ভ্রমণ করিলাম। পরে পাঠানকোটে রেলওয়ে যোগে অমৃতসরে আসিলাম, তথায় গুরুনানকের "সরোবরে" স্বর্ণকমলবৎ "দরবার সাহেব" আদি দেখিয়া জলন্ধরে পুনরাগত হইলাম।"

হরিদ্বারে ৪র্থ বর্ষীয়া "বালাসরস্বতী" প্রসঙ্গ।

হরিদ্বারে একটী অপূর্ব্ব বালিকার সহিত পরিব্রাজক স্বামীজীর পরিচয় হইয়াছিল। ঐ বালিকাটীর নাম "বালা সরস্বতী"। ১৮১৩ শকাব্দার আষাঢ় মাসের ধর্ম্মপ্রচারকে পরিব্রাজক মহাশয়ের লিখিত ঐ "বালা সরস্বতীর" বিবরণটী বড়ই কৌতুহলপ্রদ, আমরা এই স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঐ বিবরণ এইরূপ :—

"আমি যখন ৺হরিদ্বারে গিয়াছিলাম এবং তথায় যে স্থানে নিবাস করিয়াছিলাম, সেই গৃহেরই একপ্রান্তে চন্দ্রভাগাতট-নিবাসী একটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সস্ত্রীক স্নানার্থ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন ; সঙ্গে সরস্বতী নাম্নী তাঁহার একটী ৪র্থ বর্ষীয়া রূপবতী কন্যা ছিল। পণ্ডিতজী জ্ঞানবান ও অতি সৎসঙ্গ প্রিয় ; তাহার সহিত সদালাপ করিয়া ও কন্যাটীর বিচিত্র সংস্কার দেখিয়া আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। কন্যাটীকে আমার শিশুগার্গী বলিয়া বোধ হইল। পণ্ডিতজী বাটীতে সাধুসেবা করেন; তাই অনেক অবধূত, পরমহংস পরিব্রাজকাদি শুভাগমন পূর্ব্বক তাঁহার গৃহ পবিত্র করিয়া থাকেন। সরস্বতী তাঁহাদের নিকট বসিয়া তাঁহাদের সদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জন্মান্তরীয় সংস্কার বশতঃ তত্ত্ব জ্ঞানের প্রতিভা লাভ করিয়াছে। সরস্বতীর প্রকৃতিতে চাপল্য নাই ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যই সরস্বতীর মুখের শোভা। তাহার গুটিকতক সংস্কার ও ধারণার কথা তত্ত্বজ্ঞানানুরাগী পাঠকবর্গকে আমারা হরিদ্বার যাত্রার উপহার স্বরূপ প্রদান করিতেছি।

রাত্রি ৮টার সময় যখন নীলাকাশ ফুটিয়া হাঁসিতে কুটিকুটি হইয়া চন্দ্র কিরণমালা চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল, পণ্ডিতজী গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত বিবস্ত্রা বালাসরস্বতীকে ক্রোড়ে লইয়া ছাদের উপর শয়ন করিয়াছেন ও আমি সেই সুদীর্ঘ ছাদে পাদচারণা করিতেছিলাম। পণ্ডিতজী সাধু সম্ভাষণে আমাকে সরস্বতীর দিব্য বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। আমি আশ্চর্য্য বোধে সেইখানে বসিয়া সরস্বতীকে আদর ও স্নেহপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিলাম। সরস্বতী আমার দিকে তাকাইয়া করযোড়ে "নমো নারায়ণায়" বলিয়া উঠিয়া বসিল। আমি তাঁহাকে সস্নেহে ক্রোড়ে আসিতে সঙ্কেত করিলাম, সরস্বতী ঈষৎ হাসিয়া বহুদিন পরিচিতবৎ আসিয়া ক্রোড়ে বসিল। পাঠক! তৎপরে বার্ত্তালাপ শুনুন—

আমি। সরস্বতি! তুম সো গয়ীথী? (সরস্বতি! তুমি কি ঘুমাইয়াছিলে?)

সরস্বতী। মঁয় নহী সোতী হুঁ, বুদ্ধি সো জাতী হ্যায়; মঁয় সদৈব জাগী রহতী হুঁ। ("আমি" (আত্মা) ঘুমাই না, বুদ্ধির ব্যাপার নিবৃত্ত হইলেই জীব আপনাকে নিদ্রিত মনে করে, উহা বুদ্ধির সংস্কার মাত্র, "আমি" সদাই জাগ্রত থাকি)।

আমি। এ সরস্বতি! তেরী অবস্থা ক্যা হ্যায়? (তোমার বয়স কত?)

সর। মেরী অবস্থা না কভী বাড়্তী হ্যায় য়া ঘাট্তী হ্যায়, মঁয় নিত্যকাল একরস বিদ্যমান হুঁ। (আমার বয়স কখনও কমেও না, বাড়েও না, আমি (আত্মা) চিরদিন একভাবে বিরাজমান থাকি)।

আমি। সরস্বতি! তুম্হারা পিতা কৌন্ হ্যায়? (তোমার পিতা কে?)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর। ন কই মেরা পিতা হ্যায়, ন মেরী কই মাতা হ্যায়, ন মঁয় জনম্‌তী হুঁ, ন মঁয় মরতী হুঁ। ("আমার" পিতাও নাই, মাতাও নাই, "আমি" জন্মিও না, আমি মরিও না)।

আমি। তুম কিস্‌কী লড়কী হো? (তুমি কাহার কন্যা?)

সর। ন মঁয় লড়কী হুঁ, য়া লড়কা হুঁ, মঁয় চেতন রূপ হুঁ। ("আমি" কন্যাও নহি, পুত্রও নহি, আমি চৈতন্য স্বরূপ)।

আমি। তুম ক্যা খাতী হো? (তুমি কি খাও)?

সর। ন মঁয় খাতী হুঁ, য়া পীতী হুঁ, ন মঁয় চলতী হুঁ, য়া বৈঠ্‌তী হুঁ। ("আমি" ভোজন ও করি না, পানও করি না। "আমি" চলিও না, বসিও না)।

আমি। সরস্বতি! চারো ওর জো কুছ দেখ পড়তা হ্যায়, য়ে সব্ ক্যা হ্যায়? (চারিদিকে যে সকল পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, এ সমস্ত কি?)

সর। সব্ জড়্ হ্যায় (সমস্তই মায়া, সমস্তই অপদার্থ জড়)।

আমি। সরস্বতি! ভলা, মুঝে য়হ তো বাতাও, আগর সবই জড় হ্যায়, তো তুম কৌন্ হো? (ভাল, বল তো, যদি সকলই জড় হইল, তবে তুমি কি?)

সর। মঁয় সব্‌সে আলগ্, বিকার সে রহিত চেতন রূপ হুঁ। ("আমি" সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র নির্ব্বিকার চৈতন্য স্বরূপ)।

আমি। য়ে ধরিত্রী, সূর্য্য, চন্দ্রমা আদি লে কর অন্‌গিন্তি চীজেঁ শূন্যপর ক্যায়সে ঠহরী হুই হ্যায়? (পৃথিবী, সূর্য্য চন্দ্রমা আদি অগণ্য পদার্থ শূন্য মণ্ডলে কেমন করিয়া স্থিতি করিতেছে?)

সর। জ্যাসে সূত মেঁ মণি গুঁথে জাতে হ্যাঁয়, ওয়েসাহী চেতন আত্মারূপ সূত মেঁ সারা জগৎ ভাসিত হোতা হ্যায়। (যেমন সূত্রে মণিমালা গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ চৈতন্য রূপ আত্মাতে তাবৎ সংসার প্রতিভাসিত হইতেছে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি। য়হ জড় জগৎ কা স্বরূপ ক্যা হ্যায়? (এ জগৎ স্বরূপতঃ কি?)

সর। স্বরূপ কর্‌কে জগৎ কুছ হ্যায় নহি, কেবল মায়া সে যহ দেখ্ পড়তা হ্যায়। জ্যাসা কুণ্ডল করকে কই পদার্থ নহি হ্যায়, সোনেহী মেঁ কুণ্ডলকা ভ্রম হোতা হ্যায়, ওয়েসাহী চেতনরূপ আত্মামে নাম আউর রূপ করকে জগৎ ভাসিত হোতা হ্যায়। (স্বরূপতঃ জগৎ কিছুই নহে, কেবল মায়া বশতঃ ইহা সত্যবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন কুণ্ডল বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, স্বর্ণেতেই কুণ্ডল ভ্রম হইয়া থাকে, তদ্রূপ চৈতন্য স্বরূপ আত্মাতে এই নাম ও রূপময় জগৎ ভাসিত হইয়া থাকে)।

আমি। তুম্ সাদী করোগী? (তুমি বিবাহ করিবে?)

সর। মঁয় স্ত্রী য়া পুরুষ নহি হুঁ, সাদী কেঁউ করুঙ্গী? (আমি স্ত্রীও নহি পুরুষও নই, তবে বিবাহ করিব কেন?)

অতঃপর সরস্বতীকে সাক্ষাৎ দেবী সরস্বতীর অংশাবতার বোধে মনে মনে ভক্তি করিলাম ও গীতার একটী শ্লোক শিখাইয়া দিয়া তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলিলাম। পণ্ডিতজী বলিলেন "আজ মেরী সরস্বতী ভী ধন্য হুই, কেঁউ কি আপ য়্যাসে মহাত্মাকে মুখারবিন্দ সে হরিদ্বার ক্ষেত্র মেঁ গীতাজীকা পঠন প্রারম্ভ উস্‌কা হুয়া"।" দীনাতিদীন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

সৌদামিনী দেবীর দৈবাদেশে গুরুদীক্ষা।

সৌদামিনীদেবীর লিখিত পত্রের মর্ম্ম ঃ—"বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মহড়া গ্রামে আমার নিবাস। উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল মহাশয় আমার সহোদর ভ্রাতা। আমি বিধবা হইয়া অবধি ভাইয়ের ঘরেই আছি। আমার ভাই আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। আমার একটী ভাইপোকে অতিশয় ভালবাসিতাম। ওলাউঠা রোগে হঠাৎ তাহার মৃত্যু হওয়ায় সংসার শূন্য বোধ হইতে লাগিল। অনেক কান্নাকাটি করিয়াও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ের তাপ দূর হইল না দেখিয়া আমি কাহারও বাধা না মানিয়া একাকিনী উদাসিনীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ৺বৈদ্যনাথধামে আসিলাম। শুনিয়াছিলাম সেখানে হত্যা দিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। তখন ভাবিলাম, এ মিথ্যা সংসারে আর যাইব না, কিসে মুক্তি হয়, কিসে জ্ঞান হয় তাই জানিবার জন্য বাবা বৈদ্যনাথের কাছে "হত্যা" দিলাম। তিন দিন অনাহারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকার পর স্বপ্নে দেখিলাম যে একটী চতুর্ভুজধারী ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিতেছেন, তুমি উঠিয়া যাও, তুমি পরিব্রাজক (শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী) মহাশয়ের নিকট তোমার আকাঙ্ক্ষিত উপদেশ পাইবে। আমি বলিলাম, তাহা কিরূপে হইবে? তিনি বৈদ্য, আমি ব্রাহ্মণী, আমি কেমন করিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশ পাইব। তিনি আর কথা কহিলেন না। বিমুখ হইয়া চলিয়া গেলেন। আমার সন্দেহ মিটিল না, আবার 'হত্যা' দিলাম। ২ দিন পরে আবার যেন কে আসিয়া বলিল, ঐ দেখ চারিদিকে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার মধ্যে তোর গুরু (পরিব্রাজক) বসিয়া রহিয়াছেন। আমারও যাহা আছে, উঁহারও তাহাই আছে। যেরূপ আরাধনা করিলে তোর ইষ্টলাভ হইবে তাহা তিনিই উপদেশ করিবেন। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া, গেল। আমি ইতিপূর্ব্বে খ্যাতনামা কুমার পরিব্রাজক মহাশয়ের নাম শুনিয়াছিলাম, তাঁহাকে কখনও দেখি নাই, সুতরাং চিনিতাম না। বৈদ্যনাথে সন্ন্যাসীদের মধ্যে সন্ধান করিলাম, তাঁহার খোঁজ পাইলাম না। তথা হইতে কাশী গমন করিলাম, জানিলাম সেখানে তিনি নাই। কাশী হইতে মাঘ মাসে প্রয়াগে কল্পবাস করিতে গেলাম। সেখানেও ধুনীর কাছে সন্ন্যাসী দেখিলেই আমি তাঁহাকে খুঁজিতাম, কিন্তু পাই নাই। তথা হইতে মথুরা বৃন্দাবন হইয়া মহাকুম্ভযোগে হরিদ্বার গমন করিলাম। শুনিলাম সেখানে তিনি আসিয়াছেন; কয়েক দিন ধরিয়া সহস্র সহস্র সাধুর মধ্যে তাঁহারে খোঁজ করিলাম, আমার দুর্ভাগ্য দোষে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন পাইলাম না। সেখান হইতে জ্বালামুখী যাত্রা করিলাম। মার পীঠস্থান দর্শন করিয়া একদিন কাঁদিতেছি ও ভাবিতেছি আমার স্বপ্ন অমূলক ও মিথ্যা। তখনই দেখিলাম যে শুভ্র শ্মশ্রু ও শুভ্র কেশধারী দীর্ঘকায় একজন মহাপুরুষ বলিলেন, তুমি চিন্তা করিও না, এই খানেই পাইবে। আমার চমক ছুটিয়া গেল, কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। সেইদিন সন্ধ্যার সময় বাসায় শুইয়া আছি, একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে একটী নানালঙ্কার-ভূষিতা পরমা সুন্দরী কুমারী আমাকে চেতন করাইয়া জ্বালাজীর মন্দিরের দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়াই অন্তর্ধান হইলেন। তাঁহার হাস্যময়ী মূর্ত্তিখানি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল, ভাবিলাম, এ কোন দেবমূর্ত্তি? এরূপ মূর্ত্তি কোন তীর্থে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। আমি ধীরে ধীরে মার মন্দিরে গেলাম। গিয়া দেখি চারিদিকে জ্বালা মালা জ্বলিতেছে, তাহার মধ্যে একজন শ্রীমান্ সাধু চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিতেছেন; তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড় ভক্তি হইল। তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিতে একটু বিলম্ব দেখিলাম, এই অবকাশে আমারও বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিল, অমনি কে যেন আমাকে ধাক্কা মারিয়া বলিল, এই তো। যাই সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হইল, অমনি আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার নামই কি কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী"? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি অমনি তাঁহার চরণ ধরিয়া স্বপ্নানুরূপ উপদেশ প্রার্থনা করিলাম। তিনি দয়া করিয়া একটী শিবালয়ের পার্শ্বে একান্ত স্থানে আমাকে সাধন মার্গের উপদেশ করিলেন। আমি কৃতার্থ হইলাম। তখন আমার মনে হইল যে আমি বৈদ্যনাথে ভবিষ্যৎ গুরুর চারিপার্শ্বে যে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা এই জ্বালামুখীরই প্রজ্বলিত জ্বালামালা।

আমি জ্বালামুখী হইতে কোট কাঙ্গরায় ব্রজেশ্বরী দেবী দর্শন করিয়া মণিকর্ণের পথে চলিলাম, ভাবিতে লাগিলাম, স্বামীজী যে উপদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন তাহা ব্রহ্মমন্ত্র কিনা, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। যদি ব্রহ্মমন্ত্র হইত, তবে আমার ইষ্ট মূর্ত্তি দর্শন পাইলাম না কেন? সেই দিন বনের পথে যে স্থানে বিশ্রাম করিতেছিলাম, অকস্মাৎ দেখিলাম যে বনের মধ্যে যেন শত সূর্য্যের * উদয় করিয়া কে প্রকাশিত হইলেন। বলিলেন এই তো আমি দর্শন দিলাম। চক্ষু ঝলসিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলাম, বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ক্রমে বদরী নারায়ণ প্রভৃতি দর্শন করিয়া দেশে ফিরিবার সময় কাশীধামে যোগাশ্রমে স্বামীজীর দর্শনের জন্য গমন করিলাম। তিনি মা যোগেশ্বরীকে দর্শন করিতে বলিলেন। আমি প্রথম দর্শনেই ইঁহাকে চিনিতে পারিলাম, ইনিই জ্বালামুখীতে আমার শিয়রে বসিয়া মার মন্দিরে যাইতে সঙ্কেত করিয়াছিলেন। মাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। তাঁহার পাদপদ্ম ও সহাস্য মুখখানি মনে হইলে আমার আনন্দের সীমা থাকে না।"

জলন্ধরে গমন ও কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান।

কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহোদয় জ্বালামুখী হইতে জলন্ধর প্রত্যাগমন করিয়া প্রবাসী-বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়গণের বিশেষ অনুরোধে ক্যাণ্টনমেণ্টস্থিত ৺ কালী বাটীর প্রাঙ্গণে দুই দিবস দুইটী জ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণ বক্তৃতা করিলে পর, তথা হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী সহরের ধর্ম্ম-সভায় উপদেশ দিবার জন্য সভ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আহূত হন। সহরে তিন দিন ও সহর হইতে ক্রোশৈক দূরবর্ত্তী বস্তী নামক স্থানে এক দিন পরিব্রাজকের সুধাময়ী বক্তৃতায় লোকমণ্ডলীর বহুদিনের সন্তপ্ত হৃদয় যেন শীতল করিয়া দিল। মূর্ত্তি পূজার শাস্ত্রীয়তা, যৌক্তিকতা ও অত্যাবশ্যকতা প্রদর্শন করাইয়া এই দিকে সকলের চিত্তকে

* দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥
গীতা—১১শ অধ্যায়, ১২ শ্লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এবং ভগবদ্ভক্তির উচ্ছ্বাসে এই চারি দিন পাঞ্জাব-নিবাসিবর্গ মন্ত্র-মুগ্ধবৎ বিমোহিত হইয়া গিয়াছিল। পাঞ্জাবী শিক্ষিত ধর্ম্মাত্মগণ ও পরিব্রাজক মহোদয়কে যথোচিত সংকার করিয়াছিলেন। ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে প্রত্যহ সহরে যে চেরিয়ট গাড়ীতে পরিব্রাজক মহাশয় সহচরবর্গ সহ যাইতেন, তাহার অগ্রে অগ্রে চামর ব্যজন ও পশ্চাতে পশ্চাতে ইংরাজী বাদ্য হইত। সেই সময় দুই পার্শ্ব হইতে ধর্ম্মাত্মগণ ও দ্বিতলস্থ বাতায়ন হইতে পুরমহিলাগণ পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ পূর্ব্বক ভগবদ্ ব্যাখ্যাতা কুমারের সম্মান ও অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। কপুরথলা হেট ও অন্যান্য কতিপয় স্থান হইতে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য অতিশয় যত্ন হইয়াছিল, অবকাশাভাবে পরিব্রাজক মহাশয় এই সব স্থানে যাইতে পারেন নাই। পাঞ্জাব প্রদেশে কোন বাঙ্গালীকে ইতিপূর্ব্বে এইরূপ সম্মানিত হইতে দেখা যায় নাই।

জলন্ধর হইতে কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি মহোদয় শিমলা শৈল স্থিত "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভা কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় ১২ দিন অবস্থিতি পূর্ব্বক দুইটী সভায় যুক্তি, জ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ ৭টী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা তিনটী বাঙ্গালা ভাষায়, এবং হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীগণের অনুরোধে অপর চারিটী হিন্দী ভাষায় হইয়াছিল। "স্বধর্ম্মরক্ষণ" "আর্য্যশাস্ত্র" "কৃষ্ণলীলা" "মুক্তি ও ভক্তি" প্রভৃতি মধুরাশয় পূর্ণ ব্যাখ্যানরাশি শিমলা নিবাসিগণকে অননুভূত আনন্দ দান করিয়াছিল। দয়ানন্দীদল তাঁহার সুতীব্র সদ্যুক্তিপূর্ণ মূর্ত্তি পূজাদির অনুকূল বক্তৃতা শ্রবণে স্তম্ভিত ও চমকিত হইয়াছিল। বলিতে কি শিমলা-পাহাড়ে হিন্দুধর্ম্মের এরূপ মর্ম্মস্পর্শী বিপুল আন্দোলন আর কখনও হয় নাই। স্বামীজীর বক্তৃতার মাধুর্য্যে এখানকার বাঙ্গালী পাঞ্জাবী সকলেই এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, যখন তাঁহার বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন সকলেই তাঁহার বিয়োগ ব্যথায় ক্লেশ অনুভব

শিমলা শৈলের দুইটা সভায় ৭টী বক্তৃতা প্রদান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন। শিমলায় অনেক সুশিক্ষিত লোক আছেন, তাঁহারা সকলেই পরিব্রাজক মহাশয়ের উপদেশ শুনিবার জন্য অফিস হইতে বাটী যাইবারও অবকাশ পাইতেন না। সকলেই অফিসের পরিচ্ছদে রাত্রি ৮টা, ৯টা পর্য্যন্ত একাগ্র চিত্তে সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার কথামৃত শ্রবণ করিতেন। স্বামীজীর শুভ সমাগমে পাঞ্জাবীদিগের "সনাতন ধর্ম্ম সভা" ও বাঙ্গালীদিগের "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার" মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মিয়া গেল।

শ্রীমৎ স্বামীজীর হরিদ্বার, জ্বালামুখী, শিমলা, অমৃতসর, বৃন্দাবন প্রভৃতি ভ্রমণ কালে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমৎ পূর্ণানন্দজী তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। তাঁহার আত্মজীবনীতেও ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর পরিব্রাজক মহাশয় শিমলা হইতে ৺ কাশীধামে আসিয়াই বারাণসী হরিনাম প্রদায়িনী সভার উৎসবোপলক্ষে "ভবৌষধ" বিষয়িণী জ্ঞানগর্ভ ও ভক্তিরস মাখা একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া ও নানা স্থানে বহু বক্তৃতা করিয়া ক্লান্ত হইলেও পরিব্রাজক স্বামীজী আবার যখন বহু স্থানের ধর্ম্মসভা কর্ত্তৃক আহূত হইলেন, তখন তিনি তাঁহার নিজের দৈহিক ক্লান্তিকে উপেক্ষা করিয়া শুশ্রূষুবর্গের তৃপ্তির জন্য তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার এতাদৃশ লোকহিতৈষণা ও ধর্ম্মার্থে বিরাট পরিশ্রমের কথা তাঁহার দেশবাসীরা এখনও বোধহয় ভুলিতে পারে নাই।

সাহেবগঞ্জে গমন শকাব্দা ১৮১৩। ভাদ্র মাস, ইং ১৮৯১। আগষ্ট।

৬ই ভাদ্র পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহোদয় দিনাজপুর জেলায় যাইবার পথে সজ্জন মণ্ডলীর অনুরোধে সাহেবগঞ্জে "মানব-জীবনের সার্থকতা" বিষয়িণী একটী সুললিত বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃবর্গ সেই জ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ উপদেশে পরম সুখ ও তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি যতক্ষণ এখানে ছিলেন লোকে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট অনেক সংশয়ভঞ্জনী তত্ত্বকথা শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহিনের জমীদার শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বারম্বার অনুরোধে স্বামীজী-মহোদয় সাহেবগঞ্জ হইতে তথায় গিয়া ত্রিরাত্রি বাস ও দুইদিন পর্য্যন্ত নানা উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করেন। রাইগঞ্জ, হরিপুর ও দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতেও অনেক শুশ্রূষু ব্যক্তি উপদেশ শুনিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই দুইদিন বাহিনে যেন প্রেমের হিল্লোল বহিয়াছিল। লোক সকল এই দুইদিন যে সুখের ছবি দেখিয়াছিল, তাহা আর জীবনে কখনও ভুলিবে কিনা সন্দেহ।

বাহিন গমন ও বক্তৃতা।

বাহিন হইতে স্বামীজী ফুলবাড়ী হরি সভার বার্ষিক উৎসবে গমন করেন। তথায় ৫ দিন ক্রমাগত শাস্ত্রের গুহ্যরহস্য পূর্ণ বক্তৃতা ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। একদিন নদী পারবর্ত্তী সুজাপুর গ্রামেও বক্তৃতা ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। স্বামীজীর উপদেশ শুনিবার জন্য দিনাজপুর, পার্ব্বতীপুর, রঙ্গপুর, বিরামপুর আদি দূর দূর স্থান হইতে অনেক ভদ্র লোক তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন।

ফুলবাড়ী গমন ও তথায় ৫ দিন বক্তৃতা।

ফুলবাড়ী হইতে বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামীজী রঙ্গপুর ধর্ম্ম সভায় গমন করেন। তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য সভা-গৃহ সমারোহ সহকারে সুসজ্জিত হইয়াছিল। প্রথম দিনে "হিন্দুয়ানী" ও দ্বিতীয় দিনে "সাকার উপাসনা" বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রথম দিনে আশাতিরিক্ত জনতা জন্য সভা গৃহে শ্রোতৃবর্গের ও বক্তার শ্বাসরোধ হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন সভার পার্শ্ববর্ত্তী বৃহৎ ময়দানে বক্তৃতা হয়। সেদিনেও লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। নিঃশব্দ ও ধৈর্য্যের সহিত এত বাঙ্গালীকে একত্রে ধর্ম্মকথা শুনিতে উৎসুক দেখিয়া প্রকৃত হিন্দুর প্রাণে বড়ই আশার সঞ্চার হইয়াছিল। বক্তৃতার সময় বক্তার মুখপানে চিত্র-পুত্তলিকাবৎ নীরবে তাকাইয়া কসলেই

রঙ্গপুরে গমন ও ধর্ম্ম সভায় বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবরসে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। এখানকার সুনীতিসঞ্চারিণী সভার যত্নে নগর সঙ্কীর্ত্তনও বেশ সমারোহের সহিত হইয়াছিল। একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মে পুনর্দীক্ষিত হইবার জন্য স্বামীজীর নিকট সৎপরামর্শ লইলেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের অসার ঢক্কা নিনাদে বিরক্ত হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের চরণ চুম্বনে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন।

দিনাজপুর হরিসভায় বার্ষিক উৎসবে গমন ও বক্তৃতা প্রদান।

শ্রীমৎ স্বামীজী রঙ্গপুর হইতে দিনাজপুর হরি সভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গমন করেন। তথায় তিন দিন হরি সভায় ও এক দিন শ্রীযুক্ত রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুরের বাটীতে বক্তৃতা করেন। আর একদিন তিনি বিদ্যালয়ের বালক-বর্গের বিশেষানুরোধে "ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ" বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতায় শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল। শ্রোতা মাত্রেই পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এখানে এক দিন নগর সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। সেদিন শত শত ব্যক্তির কণ্ঠ নিনাদিত হরিধ্বনি ও তাহাদের প্রেমাকুল নর্ত্তনে দেশ টলমল করিয়া উঠিয়াছিল।

মল্লারপুরে মহোৎসবে, মল্লনাথ শিব দর্শন ও "আনন্দ মণ্ডলী"র অধিবেশন।

শ্রীমৎ স্বামীজী দিনাজপুর হইতে পূর্ণিয়া রাইগঞ্জ আদিতে যাইবার জন্য অত্যন্ত অনুরুদ্ধ হইলেও যাইতে পারেন নাই। তিনি তথা হইতে সাহেবগঞ্জ হইয়া মল্লারপুরে মল্লনাথ মহাদেব দর্শনে গমন করেন *। তথায় তাঁহার অনুগত ভক্ত সাধক-গণের একত্র সমাগমে "আনন্দ মণ্ডলী"র মহাধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কলিকাতা, বীরভূম, কুণ্ডলা, মামুদবাজার, সাহেবগঞ্জ, রামপুরহাট, মল্লারপুর আদি হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত

* মল্লারপুরের তদানীন্তন সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার ও স্বামীজীর ভক্ত শিষ্য আশুতোষ সান্যাল মহাশয়ের বাসা বাটীতে এই আনন্দ মণ্ডলীর মিলন অধিবেশন হয়।
সম্পাদক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও শিক্ষিত ভক্তগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেবালয়ে পূজা, ভগবতীর ভোগরাগ, সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্গীত ও নিগূঢ় সাধন তত্ত্বের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

তারাপীঠে বামাক্ষেপার সহিত মিলন।

শ্রীমৎ স্বামীজী তথা হইতে তারাপুরে যান, তাঁর সঙ্গে ভক্তমণ্ডলীও অনেক ছিলেন। সেখানে তারাপীঠ দর্শনার্থ ই যাওয়া, এই খানেই বামাক্ষেপাকে তিনি প্রথম দেখেন। তখনও বামাক্ষেপার নাম ও খ্যাতি বঙ্গদেশে এত বিস্তার লাভ করে নাই। মাতৃভক্ত বামা মার নামে শিশু বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিতেন, মাতৃভক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দও সেই জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণানন্দের কোন নিগূঢ় তত্ত্বালাপ হইয়াছিল কিনা তাহা আমরা যদিও শুনি নাই, কিন্তু কিছু অনুমান অবশ্যই করিতে পারি। যাহা হউক ভক্ত স্বামীজী ভক্ত বামাক্ষেপার দর্শনে যে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় কাহারও কাহারও নিকট দিতেন আমরা শুনিয়াছি, তাহাতেই বুঝা যায় মার সন্তানের প্রতি তিনি প্রাণে প্রাণে কত স্নেহ প্রীতি পোষণ করিতেন।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার অষ্টম বার্ষিক উৎসব।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, শকাব্দা ১৮১৩। ইং ১৮৯১।

পরিব্রাজক মহোদয় অতঃপর কাশী প্রত্যাগমন করিয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসবের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ দিন ব্যাপী (২৫শে কার্ত্তিক হইতে ৬ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত) এই উৎসব বিশ্বনাথের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। পূজা, সঙ্কীর্ত্তন, বেদগান, বক্তৃতা, শাস্ত্র ব্যাখ্যা আদি নানাবিধ ধর্ম্ম ব্যাপারে কাশীবাসিগণের হৃদয় কয়েক দিন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পরিব্রাজক স্বামীজী "বিসর্জ্জন", "আমি ও আমার", "ধর্ম্মের কায়া ও ছায়া", "গার্হস্থ্যধর্ম্ম", "সাজ ও কাজ" এবং "মা আমার মাতা কি পিতা" এই কয়েকটী বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

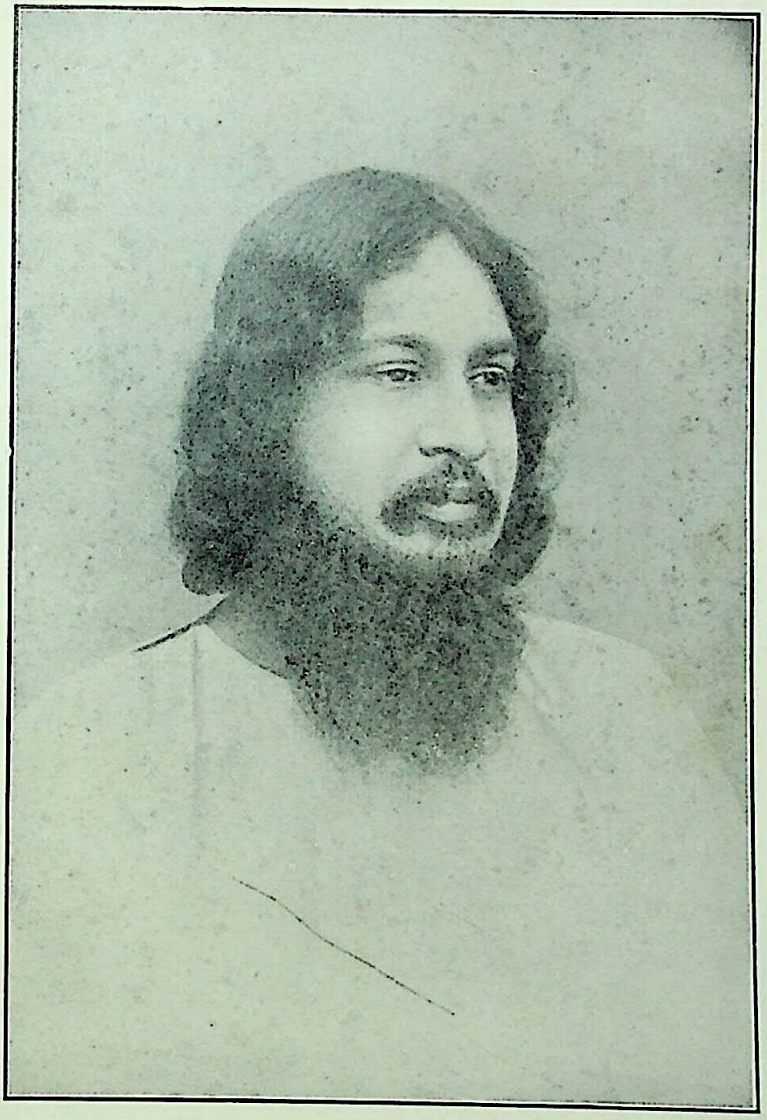

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী

(হাতুয়ায়)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তৃতা করিয়াছিলেন। "বিসর্জ্জন" বক্তৃতাটী ৺জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জ্জনের দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রদত্ত হইয়াছিল। "মা আমার মাতা কি পিতা" বক্তৃতাটী যোগাশ্রমে হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে পরিব্রাজক মহোদয় নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী রচনা করিয়াছিলেন।

বাউলের সুর—তাল গড়খেমটা।

কেবা জানে "মা" আমার মাতা কি পিতা।
চিন্‌তে পারি না মা যে চিন্তাতীতা
(চৈতন্য-রূপিণী মা যে চিন্তাতীতা)
পুরাণ দর্শন তন্ত্র, শ্রুতি স্মৃতি বেদ মন্ত্র,
যাগ যজ্ঞ যোগ যন্ত্র স্তম্ভিত গীতা॥
প্রকৃতি কেউ বলে মাকে, কেউ পুরুষ ব'লে ডাকে,
কেউ মায়াতে ভাবে তাঁকে, শিব বনিতা॥
কেউ বলে মা রণকালী, কেউ বলে বা বনমালী,
কেউ বলে মা দশভূজা, গিরি দুহিতা॥
এ সকলই মায়ের মায়া, যত রূপ সব মায়ের ছায়া,
মায়ের স্বরূপ অরূপ কায়া, বুঝিবে কে তা॥
মা নহে পুরুষ মেয়ে, নাহি জন্ম মরণ বিয়ে,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় মায়ে, এই সার কথা॥
পরিব্রাজকের মা যে, বিরাজে আদ্যন্ত মাঝে,
"মা" বিনা মা কারও নহে, সুতা বনিতা॥

হাতুয়ায় গমন শকাব্দা ১৮১৯। ১০ অগ্রহায়ণ জগন্নাথ দেবের মন্দির সংস্কারার্থ অর্থ সংগ্রহ।

১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে হাতুয়াধিপতি পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত মহারাজা কৃষ্ণপ্রতাপ সিংহ বাহাদুর কে. সি. এস্. আই. মহোদয়ের প্রযত্নে হাতুয়া গোপাল মন্দিরের সুবিশাল প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপের তলে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মহারাজার ঘোষণা ক্রমে তাঁহার রাজ্যান্তর্বর্ত্তী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক স্থান হইতে অনেক লোক সমাগত হইয়াছিল। মহারাজা স্বয়ংও অমাত্যবর্গ পরিবৃত হইয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাদরে আমন্ত্রিত হইয়া পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী কাশী হইতে তথায় গিয়া বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৺জগন্নাথ দেবের মন্দির সংস্কারার্থ যে তিন লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্যই আজ সমস্ত হিন্দুবর্গের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করা হয়। বহু সভায় ও সংবাদ পত্রাদিতেও তখন ইহার বিপুল আন্দোলন চলিতেছিল। হাতুয়ার এই মহতী সভাতেও তাহারই প্রস্তাবাদি হইল। প্রথমতঃ পণ্ডিত চন্দ্রদীপ শর্ম্মা মহাশয় সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন। তদনন্তর পণ্ডিত মুরলীধর শর্ম্মা মহাশয় পরিব্রাজক স্বামীজীকে ব্যাখ্যানের জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বধর্ম্ম রক্ষা, ধর্ম্মকীর্ত্তি-স্তম্ভের পরিরক্ষণ ও উন্নতি সাধন এবং দেবস্থান প্রভৃতির পরিচর্য্যার আবশ্যকতা কি—স্বামীজী এই বিষয় গুলি কখনও উত্তেজনা পূর্ণ ভাষায় শ্রোতৃবর্গকে উন্মাদিত করিয়া, কখনও জ্ঞান গম্ভীর ভাবে ধর্ম্মের সারবত্তা বুঝাইয়া, কখন বা প্রেমাশ্রু ধারাগলিতনেত্রে গদগদ স্বরে ভগবদ্ভাব সুধারস প্রবাহে শ্রোতৃবর্গকে নয়ন-নীরে ভাসাইয়া, সভায় স্বর্গীয় ভাবের অবতারণা করিলেন। সকলের হৃদয় গলিল, মন মাতিয়া উঠিল। সকলে আনন্দ ও ভক্তি পূর্ব্বক দেব-মন্দির সংস্কারার্থ সাহায্য দানে অগ্রসর হইলেন। মহারাজা স্বয়ং ৩,০০০৲ তিন হাজার টাকা ও অন্যান্য সকলে মিলিয়া প্রায় ২,০০০৲ দুই হাজার টাকা সাহায্য করিবেন এরূপ ব্যবস্থা হইল। রাজার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী দত্ত, দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গ সহ মহারাজা স্বামীজীকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ও সম্ভাষণাদি করিলেন ও তাঁহার সহিত সদালাপে পরম সুখী হইলেন। স্বামীজী অনুরুদ্ধ হইয়া তৎপর দিন সন্ধ্যার পর বাঙ্গালী ভদ্রমণ্ডলীর প্রবোধনার্থ বঙ্গ ভাষায় ভগবদুপাসনা বিষয়িণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

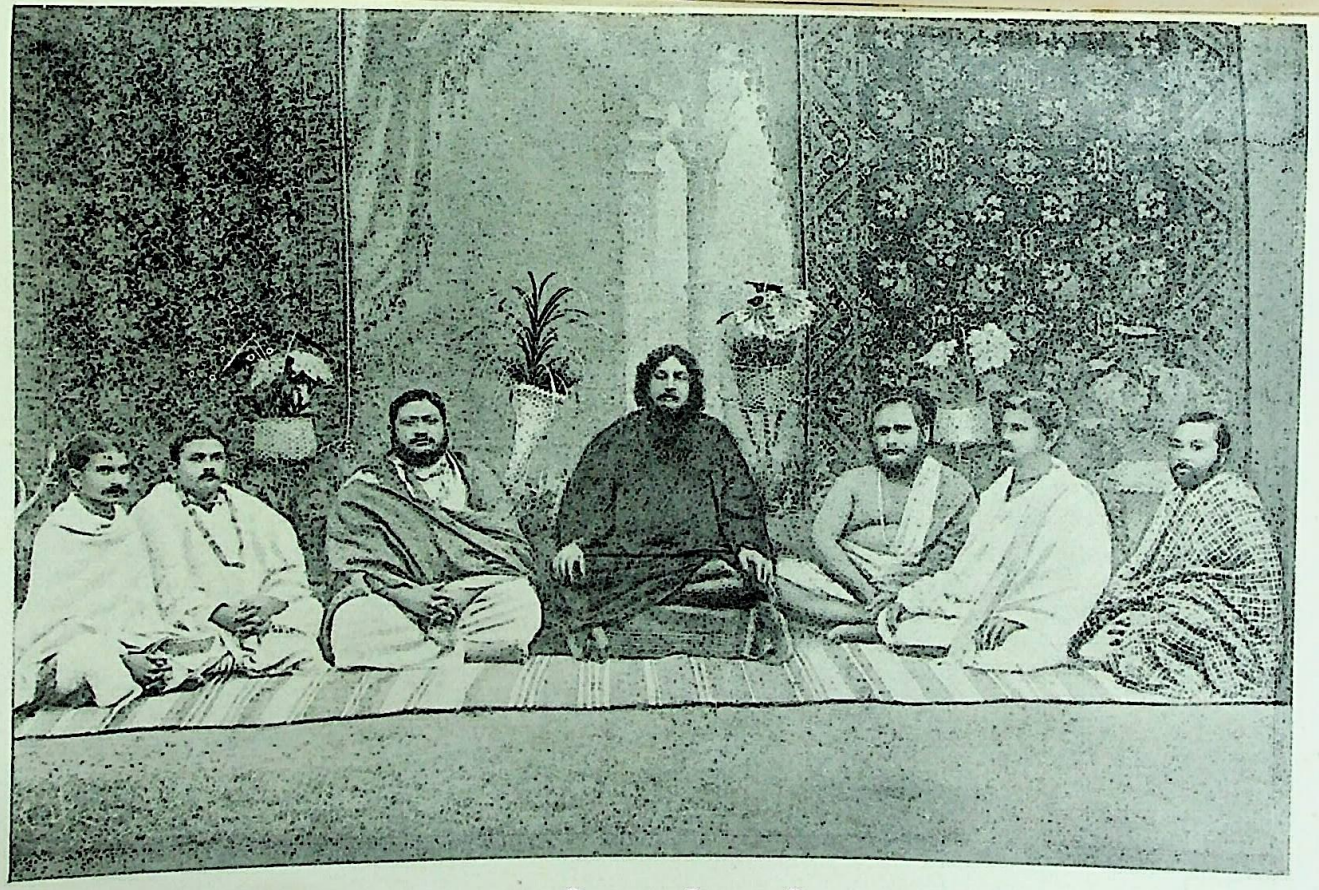

হাতুয়ার রাজকর্ম্মচারিবৃন্দসহ পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমামৃত বর্ষিণী একটী বক্তৃতা করেন, এবং চতুর্থ দিন স্কুলগৃহে বহু জনাকীর্ণ সভা মধ্যে সুনীতি শিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন। রাজ্যের সকল লোকেই স্বামীজীর অমৃত উপদেশ শুনিয়া যে উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহাতিশয্যই এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ।

ছাপরা আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসব কালে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ও পণ্ডিত অম্বিকাদত্তব্যাস মহাশয় আহূত হইয়া কয়েক দিন নানাবিধ জ্ঞানগম্ভীর ও ভক্তিপূর্ণ উপদেশ দ্বারা লোক সকলকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। সহরের ভিন্ন ভিন্ন প্রধান প্রধান স্থানে সভার অধিবেশন হওয়ায় সমস্ত সহর কয়দিন উৎসবময় হইয়াছিল। প্রতিদিন সভায় লোকে লোকারণ্য হইত। দেশ বিদেশ হইতে পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সমাগম হইয়াছিল। বালকবর্গের সুনীতি সঞ্চারিণী সভার মহোৎসবও এই সঙ্গে হইয়া গেল। এই সভায় শ্রীমৎ স্বামীজী "আদর্শ মানব" বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এ সভাটী স্বামীজীর উদ্যমেরই ফল। তাঁহার প্রেরণায়ই বেহারবাসীরা উৎসাহিত হইয়া এই সভা স্থাপন করে। এ সভা বিহারের মধ্যে ধর্ম্মোৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া অনেক উন্মার্গগামীকে সুপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

ছাপরায় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা ও সুঃ সঃ সভার উৎসব।

জ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণ বিবিধ ব্যাখ্যান।

সুঃ সঃ সভায় "আদর্শ মানব" বিষয়ে শেষ বক্তৃতা।

অতঃপর পৌষের শেষভাগে বাঁশবেরিলী "সদ্ধর্ম্মামৃতবর্ষিণী" সভার বার্ষিক অধিবেশন কালে ধর্ম্মোপদেশ দান করিবার জন্য কাশী হইতে পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী, কপুরথলা হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুবরদয়াল বেদান্তভূষণ আদি আহূত ও উপনীত হইয়াছিলেন। লাহোর, আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, মথুরা এবং নিকটবর্ত্তী বহুতর স্থান হইতে অনেক লোক উৎসব দর্শনে আসিয়াছিলেন।

স্বামীজীর বাঁশবেরিলী গমন শকাব্দা ১৮১৩। পৌষমাস। ইং ১৮৯২ জানুয়ারী।

"উপাসনা তত্ত্ব" ও "কৃষ্ণলীলা" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্তভূষণের "শ্রাদ্ধ তত্ত্ব" বিষয়িণী বক্তৃতা অতি সুমধুর ও সারগর্ভ হইয়াছিল। দয়ানন্দী মতের অসারতা দেখাইয়া তিনি বেদ ও শ্রুতি হইতে বহুল প্রমাণ সহ শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা ও উপকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয়ের বেরিলীতে এই প্রথম পদার্পণ। তাঁহার মুখে হিন্দী ভাষায় দুইদিন দুইটী অমৃতময়ী বক্তৃতা শুনিয়া বেরিলীবাসী শ্রোতৃবর্গ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। প্রথম দিন "উপাসনা তত্ত্ব" ও দ্বিতীয় দিন "কৃষ্ণলীলা" বিষয়িণী ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রেমের তরঙ্গে প্রত্যেকের হৃদয় আনন্দে পুলকিত ও ভাবরসে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল। কত লোকে তাঁহার পদসেবা করিয়া কৃতার্থ হইল। কত শত সম্ভ্রান্ত শির তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। তাঁহার বক্তৃতার প্রেমলহরীমালা স্বর্গের পূতধারা মন্দাকিনীর ন্যায় সভ্যগণকে পবিত্র করিয়া দিল। তাঁহার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য কত লোকে লুধিয়ানা, লক্ষ্ণৌ, আলিগড় আদি স্থানে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করিল, কিন্তু অবকাশাভাবে স্বামীজী তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। সভার উৎসব এইবারকার মত শেষ হইল। লাহোর, আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, মথুরা এবং নিকটবর্ত্তী বহু স্থান হইতে সমাগত বিদেশী লোক সকল চলিয়া গেল, বেরিলীর সম্ভ্রান্ত লোকবর্গ কিন্তু স্বামীজীকে ছাড়িলেন না। একদিন দুইদিন করিয়া তিনদিন স্বামীজীকে তাঁহারা ধরিয়া রাখিলেন ও সেবা শুশ্রূষাসহ তাঁহার নিকট শাস্ত্রীয় নানা রহস্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এবার উৎসবে স্বামীজীর শুভ সমাগমে বেরিলীবাসিবর্গের হৃদয়ের অনেক অন্ধকার ঘুচিয়া গেল, অনেক বিপথগামীও ধর্ম্মামৃত পানে জন্ম সফল করিল।

মাঘ মাসের শেষ ভাগে এলাহাবাদ কর্ণেলগঞ্জ হরিসভার বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। তিনি দুইদিন সুললিত হিন্দী ভাষায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম ও উপাসনা তত্ত্ব বিষয়িণী বক্তৃতা করেন। উহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতামাত্রেই আনন্দ পূর্ব্বক এই কথাই বলিতে লাগিলেন যে এলাহাবাদে এরূপ ধর্ম্মার্থযুক্ত সারগর্ভ ও সুমধুর বক্তৃতা তাঁহারা আর কখনও শুনেন নাই। এই বক্তৃতায় হিন্দুস্থানীবর্গের অতিশয় উৎসাহ ও উদ্যম বাড়িয়াছিল।

স্বামীজীর প্রয়াগে গমন দুইদিন বক্তৃতা। শকাব্দা ১৮১৩ মাঘ। ইং ১৮৯২ ফেব্রুয়ারী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দের মেলা।

২২এ হইতে ২৮এ ফাল্গুন পর্য্যন্ত কয়েক দিন ধরিয়া বীরভূম জেলায় সাঁইথা ষ্টেশনের নিকট ময়ূরাক্ষী নদীর তটে কুণ্ডলার জমীদার শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় আদি বিশেষ উদ্যম, উৎসাহ ও আগ্রহ সহ শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর পবিত্র নামে মহা সমারোহ পূর্ব্বক এক মহা মেলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

যাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই সাধু মেলার উদ্যোগ সেই শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় কাশী হইতে যাত্রা করিয়া যখন সাঁইথা ষ্টেশনে পৌঁছিলেন, সেই দিন মেলার প্রথম দিন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দলে দলে ভদ্রজন-মণ্ডলী, ধ্বজা, পতাকা, রৌপ্য-ছত্র-দণ্ডাদি সহ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল, আনন্দের মহারোলে মেলাভূমি মাতিয়া উঠিল। স্বামীজীর অভ্যর্থনায় বয়ঃপ্রবীণ বিচক্ষণ ভক্ত জমীদার শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বাবুর বিরচিত যে কীর্ত্তনটী গীত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

(সুর—"গুপ্ত আনন্দ-ধামের মেলা")।

সাধ পুরাইতে সাধু-মেলা দেখ সে আয়।
এ মেলায় ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-চতুর্ব্বর্গ ফলোদয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেলার বল্‌বো কি সুঠাম্, যথা রাধা কৃষ্ণ রাম,
যোগী সহ যোগেশ্বরী করেন অধিষ্ঠান ;—
এতো কেনা বেচার মেলা নয়, এতে সাধকের সাধ পূর্ণ হয়। ১।
হ'য়ে বিরাগী যে জন, ক'রে আত্ম বিসর্জ্জন,
হরি-ভক্তি জীব-মুক্তি করে বিতরণ ;—
সেই চিদানন্দ কৃষ্ণানন্দ এ মেলায় হলেন উদয়॥ ২॥
জীবের ধর্ম্ম অভাবে, কলির কুটিল প্রভাবে,
উঠলো হরি নামের খেলা যাঁর আবির্ভাবে ;—
তাঁর গুণের গান গাইবো ব'লে এই মেলার এই অভিনয়॥৩॥
হবে সাধু দরশন, যাতে কলুষ খণ্ডন,
মুক্তি শক্তি পরাভক্তি হইবে সাধন—(কাতর) হয়ে দীনবন্ধু ব'লে
যেন কৃষ্ণানন্দ হ'ন সদয়—(মেলায়)॥ ৪॥

মেলায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা, শ্রীশ্রীসীতারামের সংগঠিত সুসজ্জিত দিব্য-মূর্ত্তির বিবিধোপচারে পূজা হইয়াছিল, সম্মুখে প্রত্যহ চন্দ্রাতপের ছায়ায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, বালক সঙ্কীর্ত্তন ও রামায়ণ গান হইত। মেলার অধিনায়ক শ্রীমৎ স্বামীজী চারি দিন ধরিয়া জ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণ উপদেশ ব্যাখ্যানে সহস্র সহস্র শ্রোতাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। কত নর-নারী মনের সাধ মিটাইয়া বক্তৃতা শ্রবণ ও ধর্ম্মের পীযূষপানে জীবন কৃতার্থ করিয়াছিলেন, তাহার সীমা নাই। তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার কথা শুনিবার জন্য দলে দলে লোক সেই মেলায় একত্র হইত।

মেলায় সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা গণনাই করা যায় না, অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক হাকিম, উকীল, জমীদার আদি এই মেলা দেখিতে সমবেত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রাম* ঢাকা, কলিকাতা,

* এই সময় সুদূর চট্টগ্রাম হইতে যে যুবক ভদ্রলোকটী স্বামীজী মহারাজের পত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি বহু দূর দূর দেশ হইতেও মেলা দেখিতে কত ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। বাসনের দোকান, কাপড়ের দোকান, মিষ্টান্ন, মনিহারী ইত্যাদির বহুতর দোকান কলিকাতা, কাশী, বর্দ্ধমান, পাঁচথুপী, কাঁদি, বীরভূম, বৃন্দাবন, মেদিনীপুর হইতে আসিয়াছিল। বাঘের খেলা, নাগরদোলা আদিরও অভাব ছিল না।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্নের শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা হইয়াছিল, এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান্ পাঁচকড়ি রায়, শ্রীমান্ দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ কালীকান্ত ঘোষ হাজরা প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মগণ অনেকে সুললিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই মেলায় পুলিশের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না; কিন্তু ধর্ম্মের মেলায় সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইলেও কোন প্রকার অশান্তি বা গোলযোগ হয় নাই।

কলিকাতা চালতা বাগানে হরিসভার উৎসবে স্বামীজীর আগমন। শঃ ১৮১৪, বৈশাখ।

বৈশাখ মাসে কলিকাতা চালতা বাগান হরিসভার বার্ষিক উৎসবের শেষ দুইদিন পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী "দরিদ্রের পর্ণ কুটীর" ও "মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম" বিষয়িণী দুইটী বক্তৃতা করেন। তাঁহার জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তিপূর্ণ সুললিত বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গের বিষয়সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তির সঞ্চার হইত, তাই তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভাগৃহে এমন কি রাজপথ পর্য্যন্ত লোকাকীর্ণ হইয়া যাইত।

পাইয়া কুণ্ডলার শ্রীকৃষ্ণানন্দ মেলায় আসিয়া উপস্থিত হন, তিনি পরে স্বামীজীর সুযোগ্য শিষ্য হইয়া যোগাশ্রমের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমানে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াও গুরুর আশ্রম সেবায় জীবনের বহু সময় ব্যয় করিয়া থাকেন। এই যুবকটীর তখন নাম ছিল ক্ষেত্রনাথ সেন, তখন তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা ছিল না। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া সম্পূর্ণ ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি শ্রীমৎ স্বামীজীর সদুপদেশ লাভ করিয়া আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন ও তদবধি সনাতন হিন্দুধর্ম্মে ও শাস্ত্রে আস্থাবান হইয়া নিষ্ঠার সহিত হিন্দুর আচার ও ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। সম্পাদক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতা ভবানীপুরে স্বামীজীর বক্তৃতা। বিষয় "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব" শঃ ১৮১৪। ইং ১৮৯২, মে।

জ্যৈষ্ঠমাসে ভবানীপুর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার উৎসবে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। জ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ মনোহারিণী ভাষায় তাঁহার যে বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা শ্রবণে সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দের অন্তঃকরণে ভগবদ্ভক্তি বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভবানীপুরস্থ শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বামীজীর ধর্ম্মার্থপূর্ণ বক্তৃতা দুইদিন মাত্র শুনিয়া তৃপ্তলাভ করিতে পারেন নাই। তাহার পর আবার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে আর একটী সভায় তাঁহার বক্তৃতা হয়। সেদিনকার সভায় হাইকোর্টের মান্যবর জজ্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আদি সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ, দেশমান্য সম্ভ্রান্ত বহু ব্যক্তির সমাগমে সভাস্থল গৌরবান্বিত হইয়াছিল। স্বামীজী নিজ অমৃতময়ী ভাষায় "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব" বিষয়িণী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। যাঁহারা কখনও ধর্ম্মকথা শুনিতে চাহিতেন না, এমন অনেক ব্যক্তিও নিস্তব্ধ নিস্পন্দ ভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সেই ধর্ম্মরস পান করিয়া ধর্ম্মভাবে আপ্লুত হইয়াছিলেন। অনেকে বক্তার প্রেমোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া লোক সকল ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য আবার দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইয়া উঠিল। তৎপর দিনও তিনি বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে "গার্হস্থ্য ধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা শুনিতে অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলারও সমাগম হইয়াছিল। ভবানীপুরের লোকের স্বামীজীর তিনটী বক্তৃতা শুনিয়া আশা মিটিল না। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আবার বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহাকে সকলেই বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তর পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় আমন্ত্রিত হইয়া ঝাঁপড়দার মান্যবর শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে সমাগত হ'ন। ভদ্রমণ্ডলীর বিশেষ অনুরোধে স্বামীজী তথায় একটী গভীর ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বহু পুরুষ ও নারীতে বক্তৃতার প্রশস্ত স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া ভগবৎ প্রেমতরঙ্গে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে বক্তা যেন অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেই আনন্দ ও প্রেমে গদ্‌গদ ও অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বক্তার বহুল স্তুতিবাদ করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। ঝাঁপড়দার এরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য কেহ কখনও দেখে নাই।

ঝাঁপড়দাতে গমন ও বক্তৃতা।
শঃ ১৮১৪।
ইং ১৮৯২, মে।

ঝাঁপড়দা হইতে পরিব্রাজক স্বামীজী ঝিংরা হরিসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গমন করেন। তথায় ভদ্র, অভদ্র, পুরুষ ও নারী সকলেই স্বামীজীর শুভ সমাগমে আনন্দিত হইলেন। একদিন "আর্য্যধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম" ও আর একদিন "মূর্ত্তি পূজা" বিষয়িণী বক্তৃতা হইল। তিনি শাস্ত্রের গূঢ় ও কঠিন বিষয় সকল এত সরল ও সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে অশিক্ষিত স্ত্রী পুরুষেরও তাহা বুঝিতে ক্লেশ হয় নাই। এই দুই দিনের উপদেশে অনেক লোকে অনেক নূতন শিক্ষা করিল, এবং অনেকের ধর্ম্ম সাধনের পথ সুগম হইল।

ঝিংরায় গমন।
"আর্যাধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম" ও "মূর্ত্তি পূজা" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

পরিব্রাজক মহাশয়ের বঙ্গদেশে শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া তেলেহাটী হরিসভার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যত্নে উক্ত সভায় একটী উৎসব হয়। শ্রীমৎ স্বামীজী বিশেষ আগ্রহ ও সমাদরসহ আহূত হইয়া তথায় গমন করেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া

তেলেহাটী গমন দুইদিনে দুইটী বক্তৃতা।
শঃ ১৮১৪।
ইং ১৮৯২ মে মাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পার্শ্ববর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামের লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সাগ্রহে আগমন করেন। তাঁহার দুইদিনের দুইটী সুদীর্ঘ ভক্তিরসামৃত বাহিনী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গের প্রাণ সুশীতল হইয়া গেল। বহু পুরুষ ও নারীর জীবনের গভীর সমস্যা মীমাংসিত হইল। এই দুই দিনের বক্তৃতা শুনিয়া তাহারা কত যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

দার্জ্জিলিং গমন।

১৮১৪ শকাব্দায় ইং ১৮৯২ সনের জুন মাসে দার্জ্জিলিং গিয়া অষ্টাহকালব্যাপী বক্তৃতা।

পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় অত্রস্থ বঙ্গীয় ভদ্রমণ্ডলী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং আসিয়া অষ্টাহকাল ধর্ম্মার্থ ব্যাখ্যায় অতিবাহিত করেন। বর্দ্ধমান মহারাজার রোজ-ব্যাঙ্ক নামক প্রাসাদে তাঁহার অবস্থিতি জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই স্বল্প সময়ে তিনি তথাকার জেলাস্কুল গৃহে, বাজারে ও হিন্দুধর্ম্ম সভায় হিন্দী ও বঙ্গ ভাষায় "আমি ও আমার", "স্বধর্ম্মরক্ষণ", "মূর্ত্তিপূজা", "শ্রীকৃষ্ণলীলা" আদি আটটী অতিদীর্ঘ ও সদ্‌যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় আবাল বৃদ্ধ বনিতার ভ্রান্তি দূর করিয়া চিত্তে শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম সকলেই তাঁহার নিরপেক্ষ ধর্ম্মালোচনায় আনন্দিত হইয়াছিল। বুদ্ধিমান মাত্রেই তাঁহার ভাব গম্ভীর শাস্ত্রানুকূল ও যুক্তিযুক্ত ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় আর্য্য ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থাবান হইয়া পড়েন। বালক ও বয়স্থ অনেকেই মৎস্য মাংস যে ধর্ম্ম সাধনের প্রতিকূল তাহা জানিতে পারিয়া পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হয়েন। অনেকে বিদেশীয় বেশ বিন্যাসে বিতৃষ্ণ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি আশ্রম ধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেন। দার্জ্জিলিংয়ে হিন্দু ধর্ম্মের আন্দোলন একটী অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। ধর্ম্মকথা শুনিতে এত জন সমাগম কেহ কখনও এখানে দেখে নাই। স্বামীর অমৃতময়ী বাণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিতে সকলের এত আগ্রহ হইয়াছিল যে বক্তৃতা হিন্দী বা বাঙ্গালা যে ভাষাতেই হউক, বুঝিতে না পারিলেও হিন্দুস্থানী, নেপালী, ভুটিয়া আদি সর্ব্বদেশীয় লোকই সোৎসুক চিত্তে শ্রবণ করিতেন, বাঙ্গালীগণের তো কথাই নাই। সমগ্র বাঙ্গালীগণের একত্র সম্মিলন এখানে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। অত্রস্থ শিক্ষিত বাঙ্গালীগণের হৃদয়ে এরূপ ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা এই প্রথম। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় মনের ভ্রম অপনোদিত হওয়ায় সকলেই স্বধর্ম্মে আস্থাযুক্ত হইয়া নিজ নিজ জীবন সার্থক করিতে লাগিলেন। সপ্তাহ মধ্যে নিজ নিজ চরিত্রের এরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সকলেই ইহাকে কিছু অলৌকিক বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিংবাসী অনেকানেক সাহেবগণও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। একদিন স্থানীয় পাদরী সাহেব পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করেন। পরস্পরের বিদায়কালে পরিব্রাজক মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, "আপনারা হিন্দুদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য এত পরিশ্রম না করিয়া যদি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শাসন কর্ত্তাদিগকে খৃষ্টের উপদেশানুবর্ত্তী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ করিতে পারেন, তাহা হইলে হিন্দুগণ বাস্তবিকই বিশেষ উপকৃত হইবে।"

পরিব্রাজক মহাশয়ের কার্সিয়ংএ আগমন ও তথায় বক্তৃতা, শিলিগুড়িতে আগমন ও তথায় ধর্ম্মার্থপূর্ণ বক্তৃতা।

পরিব্রাজক মহোদয় দার্জ্জিলিং গমনকালে শিলিগুড়িতে একদিন অবস্থিতি করিয়া রাত্রিতে তথাকার উকীল মহোদয়ের গৃহে সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি গুরুতর বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; প্রত্যাবর্ত্তন কালে কার্সিয়ং ও তিনবেড়িয়ায় কয়েকটী ধর্ম্মার্থপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কার্সিয়ংএ একদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবীণ প্রচারক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত অনেকক্ষণ ধর্ম্মালাপ হইয়াছিল। দার্জ্জিলিংএর সরকারী উকীল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুক্তমহেন্দ্রনাথবন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বামীজীর কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে তিনি সস্ত্রীক স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

স্বামীজীর ঢাকায় প্রচারার্থ গমন।

(ঢাকা প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত)

ঢাকা মুন্সীগঞ্জে গমন ও তথায় বক্তৃতা। শঃ ১৮১৪, আষাঢ়। ইং ১৮৯২ জুন।

"গত রবিবার পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীজী মহারাজ ধর্ম্মার্থ বক্তৃতা করিবার জন্য মুন্সীগঞ্জে আহূত হইয়াছিলেন। রায় শ্রীযুত অভয়চন্দ্র মিত্র বাহাদুরের অনুরোধক্রমে আমরা অনেকেই তথায় গিয়াছিলাম। দশখানি ঘোড়গাড়ী নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত ও দুইখানি লঞ্চ ষ্টীমার মুন্সীগঞ্জ পর্য্যন্ত এই লোক সমূহকে বহন করিয়াছিল। মুন্সীগঞ্জে বক্তৃতার জন্য স্কুলঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রায় বাহাদুর প্রায় ২৫০ আড়াই শত পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা এবং অন্যান্য জনতায় গৃহটী পূর্ণ হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্তপ্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয় সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তপ্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় সুললিত ভাষায় রায় বাহাদুরের বদান্যতাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিবার পরে শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যিনি হিন্দু বিধবার অসতীত্ব ঘোষণা করিয়া প্রসিদ্ধ, সেই মুন্সেফ বাবু চণ্ডীচরণ সেন তথায় উপস্থিত ছিলেন। "তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া কোন কথা বলিলে তিনি রুষ্ট হইবেন"—কোন পদস্থ ব্যক্তি হইতে এইরূপ জানিতে পারিয়া স্বামীজীর একটু ক্রোধের সঞ্চার হয়। সুতরাং তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ বাগ্মিতা সেদিন উপযুক্ত রূপে প্রকাশ পায় নাই। তিনি হিন্দুকুলাঙ্গারদিগকে উপলক্ষ করিয়া অনেক কথা বলাতে চণ্ডীবাবু প্রমুখ মুন্সেফ চতুষ্টয় আর তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না; অমনি সভাগার হইতে প্রস্থান করিয়া সমস্ত সভ্যগণকে হাসাইলেন। যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুন্সেফগণকে উল্লেখ করিয়া কোন কথা বলা হয় নাই তখন কেবল মুন্সেফদিগের চলিয়া যাওয়া কতদূর মুন্সীয়ানার কার্য্য হইয়াছে বুঝিলাম না। ঢাকায় তাঁহাদের অপেক্ষা বহু শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বহু বিধর্ম্মী ব্যক্তিও তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মোহিত হইয়াছেন, তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ জন্য পাদপবিহীন বনে এরণ্ডদ্রুম সাজিবার নিমিত্ত তাঁহারা পূর্ব্বে পরামর্শ না আঁটিলে এরূপ অবমানিত হইতেন না। বক্তা তাঁহাদিগকে কোন অবমাননা করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের নিজ দোষেই তাঁহারা সমস্ত লোকের নিকট বড় কুৎসিত ভাবে পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রায় অভয়চন্দ্র মিত্র বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর বক্তৃতা শ্রবণ উপলক্ষে বিক্রমপুর, পাটজোয়ার, মহেশ্বরদী, ঢাকা, চান্দপ্রতাপের প্রায় আড়াই শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে চারিটাকা সহচারে বিদায় ও পাথেয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে যে সকল ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও পাথেয়াদি বাবদ সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ দান যে অসাধারণ বদান্যতা ও হৃদয়বত্তার পরিচায়ক তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য। আমরা এ জন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।"

"আমরা অনেকের মুখে শুনিয়া ছিলাম যে শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী বক্তৃতা করিবার কালে বৃষ্টি দ্বারা কখনও তাঁহার বক্তৃতার ব্যাঘাত হয় না। এই আষাঢ় মাসে প্রায় প্রত্যহ বৃষ্টি হইতেছে; আমরা অনেক দিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইবার কালে মেঘের অবস্থা দেখিয়া বক্তৃতা হওয়া সম্বন্ধে নিতান্ত সন্দিহান হইয়াছি; কিন্তু তিনি যে দিনই ঘরের বাহিরে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার এক দিনও তথায় বৃষ্টিপাত হয় নাই। তথাপি তাহাতেও আমরা তাঁহার মাহাত্ম্য স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করি নাই; কিন্তু গত শুক্রবারের ঘটনায় আমরা নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। বহু লোকের ভিড় জানিয়া আমরা ৺ বিহারীলাল জিউর আখড়ায় বক্তৃতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিতে যাই নাই। আমাদের প্রতিনিধি গিয়াছিলেন। রাত্রি নয়টা হইতে আমাদের এখানে প্রায় এক ঘণ্টা কাল ব্যাপী ঝম ঝম বৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টির জন্য আমাদের প্রতিনিধির আগমন সম্বন্ধে নিতান্ত সন্দিহান থাকিলাম। রাত্রি ১০টার সময় বৃষ্টি থামিল; প্রতিনিধিও উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাদের এদিকে বৃষ্টি হইয়াছে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। যে পর্য্যন্ত বক্তৃতা হইয়াছে, তথায় বিন্দু মাত্রও বৃষ্টি হয় নাই, অথচ অতি অল্প দূরেই জল কাদা বৃষ্টির সমূহ চিহ্ন রহিয়াছে,—ইহা নিতান্ত বিস্ময়জনক বই কি? স্বামীজী এখানে অনেকের দুঃসাধ্য পীড়াও নাকি আরোগ্য করিয়াছেন।"

ঢাকা হইতে স্বামীজীর বিদায় অভিনন্দন। (ঢাকা প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।)

"শ্রদ্ধেয় পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিমহোদয় ঠিক এক মাস কাল ঢাকায় অবস্থান পূর্ব্বক গত মঙ্গলবার কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা ঢাকাবাসী যেরূপ উপকৃত হইয়াছেন, তদর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য গত সোমবার বৈকালে জগন্নাথ কলেজ গৃহে একটী অতি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিতান্ত কম পক্ষে ৮,০০০ আট হাজার লোক উপস্থিত হইয়া পরিব্রাজক মহোদয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত হরিহর গোস্বামী সংক্ষেপে কিছু বক্তৃতা করেন, তৎপরে বাবু জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি. এ. সভার পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় অনেক কথা বলিয়াছেন। পরিব্রাজক মহোদয়ের যত্নে স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায়-বিশেষ যে একেবারে উন্মূলিত হইতে চলিয়াছে তাহাও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন।

জগদীশ বাবুর পরে বাবু গগনচন্দ্র ঘোষ এম. এ., বি. এল. পরিব্রাজক মহোদয়কে ধন্যবাদ দেন; অনন্তর শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ও পরিব্রাজক মহাশয়দ্বারা হিন্দুর মহদুপকারিতা সম্বন্ধে অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলিয়াছিলেন। তৎপরে বেদ-বিদ্যালয়ে অর্থ দানের আবশ্যকতা ও বৈদ্য-জাতির সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকারিতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে পরিব্রাজক মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন ; তৎপরে শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি কয়েকটী কথা বলিবার পরে পরিব্রাজক মহোদয় নিজে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা ঢাকা প্রকাশে সমাবেশ হওয়া কঠিন ; এজন্য আমরা তাহা প্রকাশ করিতে অগত্যা ক্ষান্ত রহিয়াছি, তাঁহার এই শেষ বক্তৃতাও প্রকাশ করিতে পারিলাম না, তবে তাঁহার গুটী কতক বিশেষ কথার অর্থ আমরা উল্লেখ করিতেছি। তিনি ঢাকাবাসীর ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, যে সকল কুলাঙ্গার পিতা মাতার, বন্ধু বান্ধবের ও সমাজের মর্ম্মে শেল বিদ্ধ করিয়া ঔদ্ধত্যবশে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, পিতা মাতা প্রভৃতি যে আশায়, যে বিশ্বাসে বহু কষ্টের ধনাদি দ্বারা পুত্রকে শিক্ষিত করেন, যাহারা সেই আশায় নিরাশ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তাহাদের উদ্দেশ্যে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ঢাকা-গেজেটে ও সেইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির মুখেও বেদ-বিদ্যালয়ের চাঁদা গ্রহণাদি সম্বন্ধে যে অনুচিত আপত্তি ও আশঙ্কা প্রদর্শিত হয়, তৎ-সম্বন্ধে যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বেদ-বিদ্যালয়ের জন্য অন্নকষ্ট-পীড়িত-দিগের নিকট চাঁদা লওয়া হয় না। যাঁহারা এই জন্য চাঁদা দেন, তাঁহারা অন্য নানাবিধ কাজে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিতেছেন ; তাঁহারা বেদ-বিদ্যালয়ের টাকা দিয়াও অন্নকষ্টের সাহায্যার্থ প্রচুর টাকা দিতে পারেন ; বেদ-বিদ্যালয় ও আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার আয় ব্যয় ও কার্য্য-বিবরণী ধর্ম্মপ্রচারক নামক মাসিক পত্রে মাসে মাসে নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হয় ; দেশের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা যাঁহাদের কর্ত্তব্য, তেমন সংবাদপত্র-সম্পাদককে এমন একটী প্রকাশ্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ঢাকায় একটী সাধারণ ধর্ম্ম-মন্দির নাই দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন, যেখানে ধর্ম্মভ্রষ্ট-দিগের সৌধ ধর্ম্ম মন্দিরে ব্রাহ্মণ বালকের উপবীত ছিন্ন হইতেছে, কত পিতার ক্রোড়ের শিশু কাড়িয়া লইয়া বলি দেওয়া হইতেছে ও সেই অত্যাচার হিন্দু-নামধারীদিগের অর্থ দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, সেখানে হিন্দু সাধারণের একটী মন্দির না থাকা নিতান্ত গ্লানিকর। হিন্দু নামধারীরা যদি চাঁদা দ্বারা বিধর্ম্মী সম্প্রদায় গুলিকে পোষণ না করিতেন, তবে কোন্ দিন এই শত্রু দেশ হইতে উড়িয়া যাইত। তাহা হইলে হয়তঃ হিন্দুর পৃথক্ ধর্ম্মমন্দিরের প্রয়োজন থাকিত না; যে সকল সংবাদপত্র হিন্দুর ধর্ম্মকার্য্যে বিরোধী, বিলাত গমনের উৎসাহ দাতা, জাতিভেদ নাশ করিবার পরামর্শদাতা, ও অহিন্দু-উচিত সমস্ত কার্য্যে হিন্দুসন্তানের প্রবৃত্তি জন্মাইতেছে, হিন্দু যদি পরিণাম ভাবিয়া সেই সকল সংবাদপত্র গ্রহণ করিতে ক্ষান্ত থাকিত এবং হিন্দুধর্ম্মের সমর্থক সংবাদপত্রের সাহায্য করিত, তবে এ দেশে অহিন্দুর একখানি কাগজও চলিতে পারিত না। যাঁহারা অহিন্দুকে এইরূপ পোষণ করায় উদারতা মনে করেন বক্তা তাহাদের উদারতা যে নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা, তাহা নানারূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার পর বেদ-বিদ্যালয় সম্বন্ধে সময়ে সময়ে আরও যে সব বিরুদ্ধ আলোচনা হইয়া থাকে, তাহার সদুত্তর প্রদান করিয়া তিনি সকলের সংশয় মিটাইয়া দিয়াছেন। এইরূপে আরও কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা করিয়া এবং নানাবিধ সদুপদেশ দান করিয়া বিদায় কালে বক্তা ঢাকাবাসীদিগকে পুনরায় আগমনের আশা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।"

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় ১৮১৪ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত উত্তর মধ্য ও পূর্ব্ব বঙ্গে ধর্ম্মের তুমুল আন্দোলন করিয়া কত কুপথগামীকে সুপথে আনিয়া, কত অসাধককে সাধন পথ দেখাইয়া ও কত সাধকের হৃদয়ে সুধা বৃষ্টি করিয়া ২৭এ শ্রাবণ কাশী-যোগাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসব।

শকাব্দ—১৮১৪। কার্ত্তিক মাস।

প্রতি বৎসর যেরূপ হইয়া থাকে, এবারেও সেইরূপ আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার বাৎসরিক উৎসব কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। এবার উৎসব কালে পরিব্রাজক স্বামীজী পীড়িত থাকায় তাঁহার গুরু সম্প্রদায়ভুক্ত পরমহংস শ্রীমৎ বালানন্দস্বামীজী কাশীর কারমাইকেল লাইব্রেরীতে "মূর্ত্তিপূজা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বৈদিক বচন উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্টত প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে বেদেও মূর্ত্তিপূজার বিধান আছে। তিনি দয়ানন্দী সম্প্রদায়ের মূর্ত্তিপূজার প্রতিকূল যুক্তি সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া খণ্ডন করিয়াছিলেন। উৎসবের শেষ দিনে "বেদ-বিদ্যালয়ে" বেদগান, পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থিগণকে পারিতোষিক দান এবং আমন্ত্রিত অধ্যাপক-বর্গের সৎকার ও সম্মান দেখাইয়া উৎসবের কার্য্য শেষ হয়।

বাঁকীপুরে ধর্ম্মোৎসব শকাব্দা ১৮১৪।

কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে অগ্রহায়ণের প্রারম্ভে পরিব্রাজক মহোদয় সারণ জেলার অন্তর্গত দিঘোয়ারা নামক গ্রামে অম্বিকা স্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কার্য্য গতিকে বাঁকীপুরে তাঁহার ৩।৪ দিন অবস্থিতি হইয়াছিল। তথাকার নূতন হরিসভা গৃহ নির্ম্মিত হওয়া অবধি তাঁহার শুভ সমাগম সকলে অনেক দিন হইতে প্রার্থনা করিতেছিলেন; এবার ভগবান্ বাঁকীপুর বাসীদিগের সে আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ স্বামীজী সর্ব্বসাধারণের অনুরোধে ২৯এ কার্ত্তিক রবিবার হিন্দীতে ও ১লা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণার্থ সুসজ্জিত সভা-মণ্ডপে অতিশয় জনতা হইয়াছিল। প্রথম দিন তিনি মানব-প্রকৃতি-গঠন সম্বন্ধে ও দ্বিতীয় দিনে কলিতে কিরূপ সাধন করিলে মানবের ভগবদ্দর্শন লাভ হয় তদ্বিষয়ে সুললিত মধুর ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রোতৃবর্গের তাপিত হৃদয় সুশীতল করিয়াছিলেন। একজন ভগবদ্ভক্ত তখন বলিয়াছিলেন--

যদি হয় অনাবৃষ্টি দগ্ধ হয়ে যায় সৃষ্টি,
বৃষ্টি হলে সুখ যে প্রকার।
শুনি কৃষ্ণ কথা সার আনন্দের নাহি পার,
মৃতদেহে জীবন সঞ্চার॥

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিমহোদয় ১২ই অগ্রহায়ণ শনিবার এলাহাবাদে "মনুষ্যত্ব" সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার মনোহারিণী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃ মাত্রেরই হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল; অনেকেই অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। যে দুই ঘণ্টা তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে সময় টুকু যে কোন দিক দিয়া চলিয়া গেল শ্রোতৃবর্গ তাহা জানিতেও পারেন নাই। পরিব্রাজক মহাশয়ের আগমনের পর হইতে অনেকেরই মন ধর্ম্ম পথে আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এমন কি বালকগণের মধ্যেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে দেখা যায়। ইহাই সৎ-সঙ্গের অমোঘ ফল। ইহার পর পৌষ মাসে ছাপরা সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার নবম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় তথায় গমন করেন। অন্যান্য বক্তাও তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু পরিব্রাজক মহাশয় জ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। * ছাপরা

শঃ ১৮১৪। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে শ্রীমৎ স্বামীজীর প্রয়াগ, ছাপরা ও বাঁশবেরিলী ধর্ম্মোৎসবে গমন ও বক্তৃতা।

---

* এই বৎসরের প্রথম ভাগে শ্রাবণ মাসে ভারত মাতার একটী প্রিয় পুত্রের তিরোধানবার্ত্তা আমাদিগকেও লিখিতে হইল। পরিব্রাজক স্বামীজী ছাপরা ধর্ম্ম সভার কার্য্যার্থ পূর্ব্বে কয়েকবার তথায় গিয়াছিলেন। তখন তিনি ছাপরা হইতে গৌতমাশ্রম দর্শন করিতে গিয়া তথায় বাবা গোকুল দাসের সহিত সাক্ষাৎকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মসভা হইতে বাঁশবেরিলী ধর্ম্মসভায় বার্ষিক উৎসবে গমন করেন। এই ধর্ম্মোৎসবে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তিন দিনে ৩টী বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। তথায় বক্তৃতা শুনিবার জন্য অনেক পণ্ডিত ও ভদ্র মহোদয়-

---

ও বার্ত্তালাপে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু এইবার ছাপরায় প্রচার করিতে গিয়া এই মহাত্মার মহাসমাধির বিষয় জানিতে পারিলেন। বাবা গোকুল দাস মধ্য ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৬০ বৎসরেরও অধিক কাল ছাপরার নিকট গঙ্গা-সরযূ সঙ্গমস্থান গোধন বা গৌতমাশ্রমে বাস করিতেছিলেন। গৌতমাশ্রমে আসিবার পূর্ব্বে তিনি পদব্রজে বহুতর তীর্থস্থান, আসাম ও ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি শিষ্ট, শান্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, বহুজ্ঞ, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। নিয়মিত যোগাভ্যাসও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তাঁহার নিকট যিনি যাইতেন, তিনিই তৃপ্তিলাভ করিতেন। পরিব্রাজক মহাশয় বলিয়াছিলেন এই মহাত্মার কথাবার্ত্তাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে একখানি সদ্‌গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। সার চার্লস্ ইলিয়ট টম্‌সন্ গৌতম পাঠশালা দর্শন করিতে গিয়া এই হিন্দু সন্ন্যাসীর সহিত বার্ত্তালাপে এবং তাঁহার মুখে আসাম, মধ্যভারতবর্ষ ও দাক্ষিণাত্যের নানা কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের আসন ত্যাগ করিয়া নদীতীরে স্নানার্থ ব্যতীত আর কাহারও বাটীতে বা অন্যত্র গমন করিতেন না। এই মহাত্মা মানব জীবনের সার্থকতা সাধন করিয়া যথাবিধি ভগবানের আরাধনা করিয়া গত ২৩এ শ্রাবণ সোমবার ভৌতিক দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শাশ্বতধামে গমন করিয়াছেন। সাধুর শেষ দিনের কথা সিদ্ধ জনোচিত বলিয়া নিম্নে প্রকটিত হইল।

বাবা গোকুল দাসের দুই শিষ্য আছেন। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে একজন দ্বারকায় ও আর একজন বেরিলীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সমাধি লইবার একমাস পূর্ব্বে বাবা শিষ্যদ্বয়কে শীঘ্র আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পত্র লিখিলেন। তাহারাও অবিলম্বে চলিয়া আসিলেন। সোমবার প্রাতে বাবা গোকুল দাস নিজ নিয়মিত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যত লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল তাঁহাদের সকলকেই বলিতে লাগিলেন যে, অদ্য রাত্রিতে আমি এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিব। তিনি গৌতম পাঠশালায় অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিবর্গকে নিজ নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন, তৎপরে তিনি স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতার কিয়দংশ পাঠ করিলেন এবং পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ অল্পস্বল্প বক্তৃতাও করিয়াছিলেন কিন্তু সমস্ত শ্রোতাই পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিবার জন্য

বিদ্যার্থিবর্গকে পড়িতে বলিলেন। তদনন্তর উপস্থিত লোকমণ্ডলীকে নানা ধর্ম্মোপদেশ দান করিলেন। তথাকার মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি মহাশয়কে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু বৃদ্ধ মহাত্মা অদ্যই দেহ ত্যাগ করিবেন, এই কথা শুনিয়া তিনি প্রলাপোক্তি মনে করিয়া এবং অন্যান্য কার্য্য নুরোধে বাধ্য হইয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না। রাত্রি ৮টার সময় বৃদ্ধ সাধু শিষ্যবর্গকে নিকটে ডাকিলেন, এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে মুদ্রা সহিত গোদান করিলেন। তিনি যে সত্য সত্যই দেহ ত্যাগ করিলেন, এ কথায় এখন পর্য্যন্ত কাহারও বিশ্বাস নাই। গো দানাদি দেখিয়া গৌতম পাঠশালার অধ্যাপক মহাশয় সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনার অবিদ্যমানে আপনার পবিত্র আসনের উত্তরাধিকারী হইবেন কে? তখন তিনি প্রধান শিষ্য দামোদর দাসকে ডাকিয়া তাঁহার ললাটে তিলক প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, এই যুবা পুরুষই আমার উত্তরাধিকারী হইবেন এবং সকলে ইহাকে সম্মান করিবে। ইহার পর তিনি অধ্যাপক মহাশয়কে ও অন্যান্য সকলকে বিনম্র বচনে বলিলেন যে, আমি যদি কখনও কাহারও প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিয়া থাকি, তবে তত্তাবৎ ক্ষমা করিয়া আমাকে কুশলপূর্ব্বক বিদায় দাও। এবং বলিলেন, এক্ষণে আর কেহ আমাকে স্পর্শ করিও না ও ডাকিও না। ইহারই পর সাধু মহাপুরুষ গৌতম ঋষির প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখস্থ একটী অনাবৃত পারষ্কার স্থানে তাঁহার নিয়মিত যোগাসনে—পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় আকাশে একটু প্রবল বায়ু বহিল, দুই একবার বিদ্যুতের ঈষৎ হাস্য দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলেই দর্শন করিলেন যে, বৃদ্ধ সাধুর নয়নদ্বয় ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে যেন কি তেজোময় শিখা নির্গত হইল। অনেক গুলি সাধু ব্রাহ্মণ ও বহুতর দর্শকমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া ধীর ও স্থির ভাবে নীরবে মহাসাধু সুখ দুঃখের খেলা, সংসারের খেলা, শেষ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তাঁহার শির কাঁপিল না, শরীর নড়িল না, মল বা মূত্রে শরীর অপবিত্র হইল না, সুস্থ শরীরেই সাধু চুপি চুপি চলিয়া গেলেন। যন্ত্রণার ছায়াও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। সাধুর দেহ সমস্ত রাত্রি ঐ ভাবেই রহিল। প্রাতঃকালে বহু লোক সমবেত হইয়া তাঁহার পবিত্রদেহ দর্শন ও সরযূতটে শেষ সৎকার করিল। ভারতের সুপুত্র সাধু তোমার জীবন মরণ দুই ধন্য। ওঁ হরি ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হওয়ায় অতিরিক্ত পরিশ্রম তাঁহাকেই করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী-বর্গকে একজন বাঙ্গালী বক্তার মুখ নিঃসৃত উপদেশ শুনিবার জন্য এতটা আগ্রহান্বিত উৎকণ্ঠিত দেখিয়া তত্রত্য প্রবাসী বাঙ্গালীরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন।

কানপুরে ধর্ম্মোৎসব ও পরিব্রাজকের বক্তৃতা।

বিগত ৮ই ও ৯ই ফাল্গুন কানপুর হরি-ভক্তি-প্রদায়িনী সভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পরিব্রাজক মহোদয় প্রথম দিন "স্বধর্ম্ম" বিষয়ক একটী বক্তৃতা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী যে যে বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেগুলি শ্রোতৃবর্গের সাতিশয় আনন্দ বর্দ্ধক হইয়াছিল। পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণে বহু ব্যক্তি উপকৃত এবং অনেকেই চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

উৎসবান্তে ১০ই ফাল্গুন অপরাহ্ণে ৺ গুরুপ্রসাদ শুকুলের দুর্গাবাটীতে স্বামীজী মহোদয় "উপাসনা" সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে এ দেশের লোকেরা সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া শতমুখে বক্তার প্রশংসা করেন। সর্ব্বসাধারণের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে স্বামীজীর আরও দুই একটী বক্তৃতা শ্রবণ করেন, কিন্তু তাঁহার সময় না থাকায় সাধারণের সে আশা পূর্ণ হয় নাই।

বিঠুরে গমন।

তৎপর দিবস ১১ই ফাল্গুন পরিব্রাজক মহাশয় কানপুর হইতে বিঠুর যাত্রা করিয়াছিলেন। তথায় পৌঁছিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মাবর্ত্তে স্নান, মহামতি বাল্মীকির তপোবন দর্শন এবং মহাত্মা খণ্ডেরাও বাবাকে দর্শন ও তাঁহার সহিত সদ্বার্ত্তালাপ করিয়া প্রীতিলাভ করেন; ঐ দিন সায়ং কালে তিনি কানপুরে প্রত্যাগমন করিয়া ৺ কাশীধামে যাত্রা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণানন্দের মেলা।

গত বৎসরের ন্যায় এবারও ১৮১৪ শঃ ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে বীরভূম জেলার সাঁইতা ষ্টেশনের নিকট ময়ূরাক্ষীনদীর তটে শ্রীকৃষ্ণানন্দের মেলা হইয়াছিল। দোকানপাট, লোকজনের ভিড় যাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় মেলায় হইয়া থাকে, তাহা এখানেও যথেষ্ট হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা, শ্রীরামজানকী এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিতে মেলা ভূমির শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। অনেক শিক্ষিত লোকের সমাগমে মালপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অক্ষয় কুমার গোস্বামী ও কলিকাতাস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যাত্রা ও বাউলের গানে মেলা আনন্দপূর্ণ ও বহু সাধু বৈষ্ণব ভোজনে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। মেলার উদ্যোক্তা কুণ্ডলার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় আদি স্বামীজীর অনুরাগী ভক্তবর্গ মেলার কার্য্যকলাপের শৃঙ্খলা সৌষ্ঠব রক্ষার্থ যথেষ্ট যত্ন করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

স্বামীজীর নববর্ষে পুনঃ প্রচার যাত্রা।

শকাব্দ ১৮১৫, বৈশাখ।

বৎসরের প্রারম্ভেই পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় ঢাকায় গমন করেন। ঢাকা নিবাসিগণ তাঁহাকে অতিশয় অনুরাগ করিয়া থাকেন, তাই তাঁহাকে পাইয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। গত বৎসর তিনি এক মাস কাল ঢাকায় থাকিয়া ঢাকার প্রধান প্রধান স্থান মাত্রেই সর্ব্বশুদ্ধ ১৪।১৫টী বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক ঢাকাবাসী ধর্ম্মপিপাসু মাত্রেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তথাকার "হিন্দু-সভা" ও "ধর্ম্ম-সভা" দ্বয়কে সম্মিলিত করিয়া বিচ্ছিন্ন হিন্দু-সমাজকে একত্রিত ও

স্বামীজীর পুনরায় ঢাকা গমন। শঃ ১৮১৫। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুহৃদ ভাবাপন্ন করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন সেই সময় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার ব্যবস্থা ও উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেও দুইজন প্রতিষ্ঠাভিমানী ব্যক্তি স্বতন্ত্র থাকিয়া গেলেন। সভাদ্বয়ের সম্মিলনে তাঁহাদের কর্তৃত্বের লাঘব হইল দেখিয়া তাঁহারা দেশহিতকর সদভিসন্ধিতে বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য ব্রাহ্ম-পত্রিকা সমূহের সহিত মিলিত হইয়া স্বামীজীর ও হিন্দু সমাজের নানা প্রকার কুৎসা রটাইতে লাগিলেন। সত্য ও সৌজন্যের বিজয় রোধ করিবে কে? ক্রমে ক্রমে স্বামীজীর বিরুদ্ধ পক্ষদল সম্ভ্রান্ত-সমাজ কর্তৃক উপেক্ষিত হইতে লাগিলেন। অথচ স্বামীজী স্বধর্ম্মের ও স্বদেশের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। লোকের স্তুতি বা নিন্দার দিকে তাকাইয়া তিনি কি বিচলিত হইতে পারেন?

এবার ঢাকায় গিয়া তিনি "ধর্ম্মরাজ্য", "সহজ-সাধন" এবং "হিন্দু-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান" এই তিনটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র লোকে তাঁহার সদুপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম "ঢাকা গেজেট" পত্রিকা সহস্র সহস্র লোকের কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে পদাঘাত করিয়া স্বীয় কুটীল স্বভাব সুলভ কটুভাষায় স্বামীজীকে কতই উপহাস করিয়াছে—তাই "ঢাকা প্রকাশ" লিখিয়াছেন "যে দোভাষী সহযোগী (ব্রাহ্ম মতালম্বী ঢাকা গেজেট) গত বৎসর শাস্ত্রের দোহাই দিয়া পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণ বিষয় নিয়া ঘোরতর আপত্তি ও সমালোচনা দ্বারা তাঁহাকে সমাজের নিকট বিড়ম্বিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, এবার আবার যথেচ্ছাচার ধর্ম্মপ্রচারকের বেশে উপস্থিত হইতেছেন। উদ্দেশ্য কিন্তু এক ভিন্ন দুই নহে। পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রতি সমাজের শ্রদ্ধাহানি ও সনাতন ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা যে যথেচ্ছাচার ও ইব্রাহিমী পথ রোধ হইতেছিল, সেই পথের পুনরুন্মোচন সহযোগীর চিরাভিপ্রেত। কিন্তু অকৃতজ্ঞ অবিবেকী কুলাঙ্গারদিগের অভিপ্রায় ও চেষ্টা যেরূপই হউক না কেন, তাহারা ঋষিগণের অপৌরুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্যে এবং ব্রাহ্মণ্যের প্রাধান্যে অবিশ্বাসী হইয়া স্বীয় স্বীয় ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা এক অভিনব যথেচ্ছাচারী সভা-সমাজ গঠনে যতই ইচ্ছুক হউক না কেন, প্রকৃত জ্ঞানবান্ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু শাস্ত্র-বাক্যে, জাতিভেদ ও অধিকার ভেদে, কখনই বিচলিতশ্রদ্ধ হইতে পারেন না। পরিব্রাজক মহাশয় একজন শাস্ত্রপ্রাণ, নিষ্ঠাবান সনাতন হিন্দু; তাঁহার তেজস্বিনী রসনা চিরদিন শাস্ত্রের মহিমা এবং ব্রাহ্মণত্বের প্রভাব কীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও কীর্ত্তন করিতেছে। কোন ইব্রাহিম তাঁহার উক্তির অযথা ব্যাখ্যা করিলে তাহাতে ইব্রাহিমের বিকৃত হৃদয়তা এবং মর্ম্ম গ্রহণের অনধিকার মাত্র প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ জগন্নাথ কলেজগৃহে তিনি সে দিন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি আর্য্য শাস্ত্রে তাঁহার শ্রদ্ধাই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হিন্দু সমাজ বিনাশের জন্য শত খড়্গ উত্তোলিত, বিকৃত শিক্ষা, বিকৃত সভ্যতা, বিধর্ম্মীদিগের শত চেষ্টা ও উদ্যোগ এবং সর্ব্বোপরি গৃহপালিত কুলাঙ্গারদিগের যথেচ্ছাচারবাদিতা শোণিত পিপাসায় সমাজের প্রত্যেক অঙ্গকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। এ সময় স্বার্থান্ধ হইয়া অথবা কুহকে পড়িয়া হিন্দুরা যেন গৃহ বিবাদের অবতারণা না করেন। করিলে সমাজের বলহানি এবং অরিকুলের মনোরথ সিদ্ধ হইবে। হিন্দুর পক্ষে শাস্ত্রের গৌরব রক্ষা এবং সমাজের হিতকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এ উভয়ই অবশ্য কর্ত্তব্য। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ যে হিন্দু সমাজের পরমোপকারী এবং বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজ রক্ষা বিষয়ে তিনি যে একটী প্রবল শক্তি এবং প্রবলতর যন্ত্র, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শক্তির ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া না যায়, এ জন্য তাঁহার ও হিন্দু সমাজের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। একদিকে যেমন তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ বর্জ্জনীয়, অপরদিকে হিন্দুদিগেরও ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ অথবা অলীক বাক্যে প্রতারিত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধারহানি উৎপাদন এবং তাঁহার ও হিন্দু সমাজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরুদ্ধাচরণ অকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে পদধূলি ও উচ্ছিষ্ট প্রদান করা হয় কিনা, সরলভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গিয়াছে যে, তাঁহার প্রত্যেক রক্তবিন্দু ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিয়া থাকে। এবং ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত না হইলে হিন্দু সমাজ দাঁড়াইতে পারে না। পদধূলি, উচ্ছিষ্ট ও প্রণাম দ্বারা ব্রাহ্মণের অপমান করা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক। শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রণাম গ্রহণ সিদ্ধ হইলেও প্রণাম করা অবিধেয়। নারদ পরিব্রাজকোপনিষদের ৬ষ্ঠ উপদেশের শেষে ৩৮ উপদেশে কথিত আছে যে,—

নিঃস্তুতি র্নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এবচ।
চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ॥

এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যতি কাহারও স্তুতি বা নমস্কার করিবেন না। কিন্তু গৃহস্থ, সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলে গৃহস্থ মাত্রেই তাঁহাকে "নমো নারায়ণায়" বলিয়া অভিবাদন করিবেন এবং সন্ন্যাসী ও "নারায়ণায়" শব্দ উচ্চারণ করিয়া গৃহস্থমাত্রকে আয়ুর্বৃদ্ধির জন্য আশীর্ব্বাদ করিবেন। যথা—

"প্রণতানাং যতির্ব্রূয়াদাশীষং ব্যাস-শাসনাৎ।
নারায়ণেতি চ ব্রূয়াৎ প্রণতায়ুর্বিবৃদ্ধয়ে॥"

(যতিধর্ম্মসমুচ্চয় ও যতিধর্ম্ম নির্ণয়)

ইহাই তো শাস্ত্রীয় বিধি। এ বিষয়ে পরিব্রাজক মহাশয়েরও একটু কর্ত্তব্য আছে মনে করি। শাস্ত্র ও ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ বিষয়ও প্রচার করিতে পারেন।* বঙ্গদেশ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি

---

* শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজী তাঁহার লিখিত "সন্ন্যাসী" নামক পুস্তকে ইহা বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগন্নাথ কলেজে দ্বিতীয় দিনের "হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় হিন্দু সমাজের পরম বান্ধব শাস্ত্রপ্রচারকের পক্ষে শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচরণ সম্ভবপর নহে এবং বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। আমরা হিন্দু সমাজের কল্যাণার্থ প্রত্যেক হিন্দুকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন সংশয় বুদ্ধি ও মনোমালিন্য পরিহার পূর্ব্বক পরম বন্ধু বলিয়া ইঁহাকে আদর করেন এবং ইঁহার দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়া লন। আমরা সত্যের অনুরোধে বলিতেছি, কিন্তু বলিতে কষ্টবোধ হইতেছে যে স্থানীয় কয়েক জন হিন্দু ইঁহার সন্ন্যাস ও "শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী" নাম গ্রহণের পরেও তৎ স্বীকারে তাঁহাকে আদর পূর্ব্বক রেলওয়ে ষ্টেশন ও নারায়ণগঞ্জ হইতে আনিতে গিয়াছিলেন, এবং পরম সমাদরে তাঁহার দ্বারা বক্তৃতা প্রদান করাইয়াছেন। কিন্তু কি কুক্ষণে পরিব্রাজক মহাশয় ঢাকায় "হিন্দু সভা" ও "ধর্ম্মসভা" মিলিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তাহার পর হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। "হিন্দুসভা" প্রকৃত হিন্দুমাত্রকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিতেছেন। তাহা দ্বারা প্রভূত হানির আশঙ্কা করিয়া যদি কেহ বিরুদ্ধবাদী হন, তবে তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। এবং আমরা মনে করিব, তিনি স্বীয় প্রভুত্ব ভালবাসেন, জেদ বজায় রাখিতে ভালবাসেন, কিন্তু সমাজের প্রতি মমতা নাই। আশা করি সঙ্কীর্ণভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক হিন্দু বিপন্ন সমাজের রক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইবেন।"

সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় প্রায় পাঁচশত লোকের সম্মুখে তিনি এ কথা বিশদরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন। এবং সাধারণতঃ অনেককেই তিনি একথা নিষেধ করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া ভক্তি করিয়া থাকেন তাঁহারা বলেন যে "নমো নারায়ণায়" আদি বলিলে প্রাণ ভরেনা, যেন নিরাকার নিরাকার শূন্য শূন্য বোধ হয়। বিশেষতঃ শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসী জগদ্‌গুরু। শিবের বাক্য,—ভগবদ্বাক্যও কি লঙ্ঘন করিতে হইবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিক্রমপুর পণ্ডিত সমাজের মুখপত্র "সারস্বত পত্র" লিখিয়াছেন :—

"গত বৃহস্পতিবার সায়াহ্ন ৭ ঘটিকার সময় হিন্দু-ধর্ম্ম সভার পক্ষ হইতে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ বাটীতে শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী "ধর্ম্মরাজ্য" বিষয়ে এক অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভাস্থলে প্রায় ৬০০০ ছয় হাজার হিন্দু সমবেত হইয়াছিলেন। কলেজের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ, গৃহ, ছাদ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। স্বামীজীর মুখ বিনির্গত ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে এই মহতী জনতা নীরব ও নিস্তব্ধবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত চৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তের উক্তি বিষয়ক একটী অতি মধুর সঙ্গীত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। স্বামীজীর অদ্যকার বক্তৃতায় পদে পদে আনন্দ লাভ করিয়া সকলেই অপহৃতচিত্ত হইয়াছিলেন। ঈদৃশ সারগর্ভ সুদীর্ঘ উপদেশের সম্যক্ সমালোচনা ক্ষুদ্রায়তন সারস্বত পত্রে সম্ভাবিত নহে। এইজন্য সে সঙ্কল্প হইতে বিরত হইয়া উপদেশককে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা এই যে, ইহাতে কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বা সমাজ, কাহারও প্রতি কোন প্রকারে বিন্দুমাত্রও কটাক্ষপাত হয় নাই। অথচ হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য পূর্ণমাত্রায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এ অংশে এইরূপ পবিত্র ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা আমরা শীঘ্র শুনি নাই। বক্তৃতারম্ভের পূর্ব্বে ফুলিয়া সমাজের অগ্রণী বাবু জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি. এ. এবং সভাভঙ্গের সময় জজকোর্টের সুযোগ্য উকীল বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী হিন্দু ধর্ম্ম সভার পক্ষ হইতে স্বামীজীকে সাদর সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর উপদেশ শুনিয়া এবার ঢাকার পদস্থ ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার নিতান্ত অনুরাগী হইয়া গিয়াছেন। ঢাকা স্মল্‌কজ কোর্টের জজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়, সবজজ শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসন্ন সোম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুন্সেফ শ্রীযুক্তবাবু লালগোপাল সেন ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তবাবু চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্তবাবু প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তবাবু জগদীশ্বর সেন, ডিপুটীকলেক্টর শ্রীযুক্তবাবু অবিনাশচন্দ্র সেন, স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীযুক্তবাবু দীননাথ সেন প্রভৃতি সুযোগ্য মহাত্মগণ প্রায় প্রত্যহই স্বামীজীর নিকটস্থ হইয়া সৎসঙ্গে ও সৎপ্রসঙ্গে পরমানন্দ লাভ করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র ভূতপূর্ব্ব বান্ধব-সম্পাদক ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় স্বামীজীর সহিত ৩।৪ দিন গবেষণাপূর্ণ সদালাপ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর অবস্থিতি কালে ঢাকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আনন্দযুক্ত হইয়াছিলেন।"

কানপুরে বার্ষিকোৎসবে, স্বামীজীর আগমন ও তথায় শ্রীমৎ বাবা দয়ালদাস স্বামীজীর দুই শত সন্ন্যাসীসহ শুভাগমন। শকাব্দ ১৮১৫

কানপুর হরি-ভক্তি-প্রদায়িনী সভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় কাশী হইতে আসিয়া তাঁহার অমৃতময়ী বক্তৃতা দ্বারা সভার অতিশয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচদিন হিন্দীতে ও দুই দিন বঙ্গ ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সহস্র সহস্র শ্রোতার হৃদয়ে ধর্ম্ম ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দিয়াছিলেন। এখানকার প্রধান প্রধান হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী মাত্রেই বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। ইহার পর আবার একটী শুভ সংযোগ উপস্থিত হইল। পরিব্রাজক মহাশয়ের গুরুদেব ভারত-বিখ্যাত সিদ্ধাবধূত বাবা দয়ালদাস স্বামী মহোদয় প্রায় দুই শত সন্ন্যাসী সহ কুরুক্ষেত্র যাইবার পথে হঠাৎ কানপুরে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় কানপুরবাসিগণের আনন্দের আর সীমা থাকিল না। সকলেই সিদ্ধ মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া আপনাদের জন্ম ও জীবন সার্থক মনে করিলেন। পরিব্রাজক মহাশয়ও যে গুরুদেবের আদেশবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া দ্বাদশ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচারকার্য্যে ব্রতী ছিলেন, অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার প্রচার-ক্ষেত্রে সেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের দর্শন লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থমনোরথ মনে করিলেন।

ধর্ম্ম নিকেতনে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসব।

৪ঠা অগ্রহায়ণ হইতে ১১ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত, শকাব্দ ১৮১৫।

৺কাশীধামে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিক মহোৎসব হইয়া গেল। কাশীর প্রধান রাজপথ পার্শ্বে "ধর্ম্ম নিকেতনের" প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ছোট বড় সকল লোকেরই এই উৎসবে সহযোগিতা করিবার সুবিধা হইয়াছিল। একে কাশীধাম—আনন্দকানন, তাহাতে এই উৎসবের আনন্দ প্রবাহে মহাকালনগরীতে মহানন্দের মলয়-মারুত বহিয়াছিল। সংক্ষেপে এই উৎসবের বিবরণটী নিম্নে লিখিত হইল।

১ম দিন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় প্রাতে নানা বাদ্যে ও হরিসঙ্কীর্ত্তনাদির মধুর রোলে ধর্ম্মনিকেতনে উৎসাহ ও প্রেমানন্দের বাতাস বহিল, সাজ সজ্জায় স্থানটী যেন হাঁসিয়া উঠিল। বেলা ৯টার পর সমবেত ভক্তগণ একত্রিত হইয়া ৺ ঢুণ্ঢিরাজগণেশ, ৺ বিশ্বনাথজী, শ্রীঅন্নপূর্ণাজী, ও গ্রহরাজ শনৈশ্চরের যথাবিধি পূজা পাঠাদি সমাপন করিতে ১১টা বাজিয়া গেল। ১১৷৷০টার সময় ভক্তগণ যোগাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মাকে দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। অপরাহ্ণ ৫টার সময় সভাসদ্‌বর্গ ও ভক্তমণ্ডলী দশাশ্বমেধ ঘাটে সমবেত হইলে পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিমহোদয় শত শত নরনারীর মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বৈরাগ্য ও ভক্তি পূর্ণ "বিজয়া" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বচনামৃত পানে সকলেই তৃপ্ত হইলেন।

২য় দিন—প্রাতে ধর্ম্মনিকেতনে শাস্ত্রজ্ঞ ও বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত সৎপ্রসঙ্গালাপ করেন। বৈকালে পঞ্চগঙ্গা ও ৺ বিন্দুমাধবাদি দর্শন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া যোগাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তথায় মাতা যোগেশ্বরীর আরতি দর্শন ও মিষ্টান্ন প্রসাদাদি গ্রহণান্তে সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

৩য় দিন—ধর্ম্ম নিকেতন হইতে সকলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতটে যাত্রা করিলেন। পরে জলযানে মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা হইয়া পুনরায় দশাশ্বমেধ ঘাটে সকলে অবতরণ করিলেন। ভাবে বিভোর ভক্তগণ নৌকা মধ্যে ভাগীরথীগর্ভে যখন হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন তখন শত সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্থিরনেত্রে তাহা দেখিতে দেখিতে কত আনন্দই অনুভব করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্নে কাকিনা রাজার মদনপুরাস্থ সত্রালয়ে সভার অধিবেশন হইলে বহু জনমণ্ডলী মধ্যে পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী তাঁহার স্বভাব সুলভ সুমধুর সরস ও সরল ভাষায় "দয়া ও দীনতা" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করিলেন। দীনের প্রতি দীনসখা ভগবানের যে কত দয়া, দীনতাই যে ভগবচ্চরণ লাভের সহজ উপায়, সংসার বন্ধনের মূল-অভিমান যে দীনতা ভিন্ন বিচূর্ণ হয় না, এতাবৎ তাঁহার বক্তৃতায় বিশদরূপে বিবৃত হইল। স্বামীজী ইহাও বলিলেন যে দৈন্য দূর করিবার জন্য লোকে ভগবানের কাছে করযোড়ে প্রার্থনা করে, কিন্তু আমি বলি হে নাথ! আমার দৈন্য দূর করিয়া কাজ নাই, আমার মদগর্ব্বাদি খর্ব্ব করিয়া অনুদিন দীনতার সুধাধারা বৃষ্টি কর। তোমাকে একবার দীনবন্ধু, দীনদয়াল বলিয়া প্রাণ খুলিয়া ডাকিয়া লই। শুনিয়াছি দীন হইয়া তোমাকে না ডাকিতে পারিলে, দয়ার ঠাকুর! তোমাকে ডাকার সাধ মিটে না। দীননাথ! আমাদিগকে দীনতা দানে কৃতার্থ করিয়া দাও ইত্যাদি। পরে নামকীর্ত্তন, হরির লুঠ হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

৪র্থ দিন—বেলা অপরাহ্ন ২টার পর সুসজ্জিত ধর্ম্ম নিকেতনের চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত বিশাল প্রাঙ্গণের দক্ষিণ ভাগে সুশোভিত সিংহাসনোপরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদ চতুষ্টয় এবং পুরাণ তন্ত্রাদি গ্রন্থ নিচয় সংস্থাপিত করিয়া পশ্চিমভাগে ব্যাখ্যাতার আসন রক্ষিত হইল। সভার একাংশে কাষায় কৌপীনধারী পরমহংসগণ, একদিকে বেদ বিদ্যার্থিবর্গ, সম্মুখে কাশীস্থ সম্মানিত পণ্ডিত মণ্ডলী ও আচার্য্যগণ আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে মহারাষ্ট্র দেশীয় হরিদাস ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীর মিলন সংবাদ সুকণ্ঠস্বরে গান করিলে পর হরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়া গেল। তৎপর চারি বেদের চারি জন আচার্য্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সুমধুর স্বরে বেদ মন্ত্র গান করিলেন। তদনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় ভারতে বেদ-বিদ্যার পুনর্ব্বিস্তার বিষয়ে সংক্ষেপে একটী বক্তৃতা করিলে সংস্কৃতকলেজের প্রধানাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক বেদ-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থিগণকে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। তৎপর চন্দন, মাল্য, মিষ্টান্ন ও রজত দক্ষিণা সহ পণ্ডিত মণ্ডলীর সৎকার করা হইলে, বেদাদি শাস্ত্রের আরতি ও প্রসাদ বিতরিত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

৫ম দিন—অপরাহ্ণ বেলা ৩টার পর হরি সঙ্কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীভগবানের লীলাকীর্ত্তন গীত হয়। শ্রোতৃগণ গলদশ্রু-নেত্রে ভগবানের লীলাকথা শ্রবণে পুলকিত হইলেন। তৎপরে শ্রদ্ধাস্পদ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীযুত পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় "বেদ প্রামাণ্য" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিলে পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয় বক্তার আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয় "সংশয় নাশ"। এই বিষয়ে তিনি জ্ঞান গম্ভীর একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি বুঝাইলেন—অজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবান্ ও সংশয়াত্মা এই তিনজনের কল্যাণ হওয়া দুষ্কর। অজ্ঞগণ উপদেশ পাইলে প্রবুদ্ধ হয়, অনাস্থাবানগণকে বুঝাইলে বুঝে, কিন্তু কুতর্কী সংশয়ীর কিছুতেই কিছু হয় না। অজ্ঞকে প্রবুদ্ধ করা সুসাধ্য, অনাস্থাবানকে বুঝানো যত্ন সাধ্য কিন্তু সংশয়ীর প্রতীতি জন্মানো অসাধ্য। যাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংশয় নির্ম্মূল হয় তাহাই মানবের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। উপদেশ শুনিলে কখন কখন সংশয়রাশি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহা নির্ম্মূল হয় না। একটী সংশয় মিটিল, আবার একটী সংশয় উঠিল, এই সংশয়-প্রবাহ মানবকে বিনাশের পথে লইয়া যায়। আমাদের শাস্ত্র বাক্যে সন্দেহ, অবতারবাদে সন্দেহ, প্রতিমা পূজায় সন্দেহ, শ্রাদ্ধাদিতে সন্দেহ,—আমাদের হৃদয় সংশয়ে ভরা রহিয়াছে। কেবল বচনবিন্যাসে কোন ফল হয় না। ব্রত, নিয়ম, পূজাপাঠ আদি সাধন-তৎপর হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়, শুদ্ধ হৃদয়ে সংশয় আদৌ উত্থিত হয় না। সংশয় ছেদ করিবার জন্য ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে যথাবিধি উপদেশ করিয়াছিলেন—প্রথমে কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তৎপরে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপাসনা, অবশেষে আত্মজ্ঞান লাভ হইলে সংশয় নির্ম্মূল হইয়া যায়। গীতার সম্পূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়াই বীরকেশরী অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

এইরূপে নানা কথোপকথন দ্বারা কিরূপে সংশয় নাশ হয় তাহা স্বামীজী বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছিলেন। এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য ধনী, মানী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং সাধু-সন্ন্যাসী, স্ত্রী ও পুরুষ বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। অবশেষে বেদাদিশাস্ত্রের আরতি ও প্রসাদ বিতরিত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

৬ষ্ঠ দিন—অপরাহ্ণ বেলা ৩টার সময় সুমধুরতানে হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সঙ্কীর্ত্তনান্তে "গজেন্দ্রমোক্ষ" ও "সুদামার কৃষ্ণদর্শন" সংবাদ সঙ্কীর্ত্তিত হইলে শ্রীমৎ বালানন্দ স্বামীজী পুরাণাদির কথোপকথনও যে বেদ মূলক, তাহা বহুতর প্রমাণ সহ প্রতিপাদন করিয়া একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

৭ম দিন—অপরাহ্ণ ৩টার পর গৃহস্থ ও সন্ন্যাসিগণ মিলিত হইয়া নগর সঙ্কীর্ত্তন করেন। হরিনামের মহারোলে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া নরনারী সকলের কর্ণ ও হৃদয় পবিত্র করিয়া অগস্ত্যকুণ্ড, গণেশমহল্লা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেদারনাথ, দশাশ্বমেধ আদি হইয়া দলবল সহ সকলে যোগাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা যোগেশ্বরীর আরতি দর্শন ও মায়ের মিষ্টান্ন প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

৮ম দিন—বেলা ওটার পর মা যোগেশ্বরী-যোগাশ্রমে উৎসব সভার শেষ অধিবেশন হইল। হরি সঙ্কীর্ত্তনের গভীর নিনাদে আশ্রম আমোদিত হইল। আজ মায়ের ছেলে পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয় "দেখা নাই যা ছেলে চায় তা" এই বিষয়ে একটী সুরসাল বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতার মধ্যে কত যে দার্শনিক তত্ত্ব, যুক্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমালোচনা হইল, কত ধারায় যে ভক্তির উৎস উৎসারিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। বক্তৃতান্তে পুনরায় সঙ্কীর্ত্তন, মা যোগেশ্বরীর আরত্রিক, ও প্রসাদ বিতরিত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দী মেলা বা আদর্শ সাধু মেলা। তৃতীয় বৎসর।*

শকাব্দ ১৮১৫, ফাল্গুন।

মহাত্মা পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহোদয়ের পবিত্র নাম স্মরণার্থ ৩০এ ফাল্গুন শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দী মেলার অধিবেশন হইয়া ৪ঠা চৈত্র পর্য্যন্ত মহাসমারোহে উহা সুপম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বীরভূম জেলার অন্তর্গত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ লাইন সাঁইতা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে "ভৈরবীতলায়" মেলা বসিয়াছিল। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিবস শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা ও শ্রীশ্রী৺রামজানকীর অতি সুন্দর মৃন্ময় মূর্ত্তি গঠিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক পূজা, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও সুযোগ্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতাদির

* এই মেলার প্রধান উদ্যোক্তা ও শ্রীমৎ স্বামীজীর পরমভক্ত মহাত্মা দীননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর এই আদর্শ মেলার অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শঃ ১৮১৩, ১৪, ১৫ এই তিন বৎসরই এই মেলার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সম্পাদক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা ও সাধু বৈষ্ণবাদি ভোজন ও দীন দুঃখীদিগকে অন্ন বিতরণ এবং ৪ঠা তারিখ বিজয়ার দিন মহাসমারোহের সহিত মহামহোৎসব হইয়াছিল। মেলায় দোকান পসারিদিগের স্থান সুশৃঙ্খলপূর্ব্বক নিরূপিত হওয়ায় ক্রেতা বিক্রেতা কাহারও কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। নানা দিগ্দেশীয় মহাত্মগণ এবং ধর্ম্মপিপাসু স্ত্রী ও পুরুষগণের সমাগমে মেলাস্থান সমাকীর্ণ হইয়াছিল। কুণ্ডলার জমীদার শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মেলার ব্যবস্থাপক ও কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

ভারতে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার।*

ভগবানের মহিমা অতি বিচিত্র ও পরম পবিত্র। মানব যখনই অবিদ্যামায়ার মোহাবেশে অভিভূত হইয়া ধর্ম্মবিপ্লবের বিষাগ্নি হ্রদে ডুবিতে থাকে, তখনই কাঙ্গালের প্রভু পতিতপাবন দয়া করিয়া জীব নিস্তারের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। প্রকৃতির মলিন স্তর ভেদ করিবার জন্য যখন যেরূপ সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ শক্তি লইয়া ভক্ত ও অভক্ত সকলের প্রতি দয়া করিবার জন্য করুণা-নিধান কখন পূর্ণরূপে, কখন অংশরূপে ও কখনও আবেশরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া জীবের দুর্জ্ঞেয় পথ দেখাইয়া দেন। ভারত তাঁহার সাধন শক্তি সঞ্চারের কেন্দ্রভূমি—ভারত হইতেই দিগ্দিগন্তে তাঁহার করুণা-কিরণ বিকীর্ণ হইয়া থাকে। ভারতে ভব-ভয়ার্ত্তি-ভঞ্জন ভক্ত-হৃদি-রঞ্জন ভগবান্ চিরদিন তাঁহার করুণা-বারির অজস্র বর্ষা করিয়া থাকেন। যখনই সনাতন ধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রভা আমাদের কর্ম্মদোষে মলিন হইয়া যায়, তখনই তিনি কৃপা পূর্ব্বক সাধু হৃদয়ে উদিত হইয়া ব্রহ্ম-বিদ্যার বিমল ছবিতে বিশ্ব বিকশিত করিয়া জীব-জগৎকে কৃতার্থ করিয়া

* ১৮১৬ শকাব্দার বৈশাখ মাসের 'ধর্ম্ম প্রচারকে' সম্পাদক কর্ত্তৃক লিখিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেন। অবিদ্যা-জাল-জড়িত-বুদ্ধির ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া যখন চার্ব্বাক আদি বেদ-বিরোধিবর্গ ভারতের দেবদুর্ল্লভ ধর্ম্মরাজ্য অধিকার করিল, তখন শঙ্করাত্মক পরমারাধ্য পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করস্বামীতে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ দুর্ম্মনস্কদলের দুর্ম্মতি ও দুরাগ্রহ দমন পূর্ব্বক সনাতন বৈদিকী-বিদ্যার বিমলকরমালা প্রকাশে সকলের অন্ধকার দূর করিলেন। আবার যখন কেবল দার্শনিক মরুভূমিতে ও স্মৃতির বিশাল কর্ম্মভূমিতে পর্য্যটন করিতে করিতে মানবগণ ভগবৎ-প্রীতিরূপ সুস্নিগ্ধ-জলের অভাবে পিপাসায় কাতর ও মরু মরীচিকা-মুগ্ধ মৃগের ন্যায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন জগৎপ্রভু দয়া করিয়া নবদ্বীপে বিপ্রকুল আলো করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইলেন, ও ভগবৎ প্রেমের সুধাধারা ধরায় প্রবাহিত করিয়া দিলেন, সুপাত্র-কুপাত্র-অপাত্র বিচার করিলেন না, অধিকার-অনধিকার, পণ্ডিত-অপণ্ডিত, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর ভেদ রাখিলেন না, সুধাভাণ্ডারের সদাব্রত খুলিয়া দিলেন; জীবগণ প্রাণ ভরিয়া সুধাপানে সুখ সাগরে ভাসিয়া গেল, নাম-রসে অঙ্গ শীতল হইল। আবার ভারতের অন্যদিকে পাঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ মধ্যভূমি আদির কলুষভাবের কঠোর স্তর ভেদ করিবার জন্য একহস্তে জ্ঞানের কুঠারী ও পিপাসুর হৃদয় শীতল করিবার জন্য অপরহস্তে ভক্তিরসের সুবর্ণঝারি লইয়া তেজঃপুঞ্জ-কলেবর গুরু নানক, ধর্ম্মবীর কবীর, ভক্তিভাবের বিমলবিকাশ শ্রীমৎ গরীবদাস, প্রেমের সুস্বাদু ফলদাতা পরমসাধু দাদু, জ্ঞানধ্যানে মাতোয়ারা জ্ঞানদেব, নামদেব, তুকারাম, রাম-রস-সরসী-সলিল-পায়ী তুলসীদাস আদি মহানুভব-শরীরে সঞ্চারিত হইয়া ভগবান্ কত শত সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি দান করিলেন। আবার যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশুষ্ক বাতাসের সঙ্গে পজিটিভিস্ম্ (স্থূল প্রত্যক্ষবাদ), এন্‌গষ্টিসিস্ম্ (অজ্ঞেয়বাদ), মেটিরিয়ালিস্ম্ (অনাত্মবাদ বা জড়বাদ) আদি নাস্তিকতা মাখা অবিদ্যা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারিধির বিশাল তটস্থ রেণুরাশি ভারতে উড়িয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল, যখন রাজপ্রতাপে খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের ছায়াময় মূর্ত্তি দর্শনে ভীত ভারতীয় শিশুর পিতৃমাতৃগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য অনাচার, অযথাচার, স্বকপোলকল্পিত ধর্ম্মদণ্ড হস্তে খৃষ্টধর্ম্মকে বিধ্বস্ত করিতে গিয়া ব্রাহ্মসমাজ আপনিই আবার হিন্দু সমাজের এক বিষম বিড়ম্বনার কারণ হইয়া দাঁড়াইল, যখন স্বামী দয়ানন্দসরস্বতী বৈদিক মত প্রচারের দোহাই দিয়া নিজ কপোলকল্পিত মত-পোষক বেদভাষ্য প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মপিপাসু হিন্দুকে অর্দ্ধ-নাস্তিক করিয়া তুলিতে লাগিলেন, তখন পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয় বেদমূলক ও স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রাদিতে বিস্তারিত সনাতনধর্ম্মের পুনঃপ্রচারে স্বয়মুদ্যত ও প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বক্তৃতার সুধাবৃষ্টিতে স্থানে স্থানে অনেক ধর্ম্মসভা, সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা, হরিসভাদি স্থাপিত হইল। সুযোগ্য ধর্ম্মব্যাখ্যাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে স্বামীজীর কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া সম্মিলিত হইলেন, তৎপরে উদ্যম, উৎসাহ ও ভক্তিযুক্ত হৃদয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় আগ্রহ পূর্ব্বক স্বামীজীর সংযোগিতা ও কার্য্যের সহায়তার্থ প্রচারক্ষেত্রে একত্রিত হইলেন। ক্রমে প্রচারক্ষেত্রের উন্নতি দর্শনে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী বিদ্যারত্ন মহাশয় ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় উৎসাহযুক্ত হইয়া দেশে দেশে ধর্ম্মোপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ও স্বামীজীর প্রবর্ত্তিত প্রচারক্ষেত্রে বিশিষ্টরূপ পরিশ্রম করিয়া লোকের যথেষ্ট প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন। প্রীতিভাজন শ্রীমান্ গতিনাথ রায় মহাশয়ও প্রচার কার্য্যে প্রচুর যত্ন করিতেছেন। স্বামীজীর দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া পাঞ্জাব ও পশ্চিমোত্তরে মান্যবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনদয়াল শর্ম্মা ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের উত্তেজনায় ধর্ম্ম-প্রচারে যথেষ্ট যত্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন।* অনেকগুলি কৃতবিদ্য শাস্ত্রী তৎপ্রদেশে প্রচারব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতাপে দয়ানন্দী সমাজের কাল্পনিক বৈদিকমত অনেক পরিমাণে বিমর্দ্দিত হইয়াছে। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি মহোদয় গত বর্ষের প্রয়াগ কুম্ভমেলায় সাধু সন্ন্যাসীমণ্ডলী মধ্যে প্রায় একমাস কাল প্রত্যহ বক্তৃতা করায় সন্ন্যাসী মণ্ডলীর অনেকে ভগবত্তত্ত্ব প্রচারের সুধারস আস্বাদন করিয়াছেন এবং শ্রীমৎ কেশবানন্দ স্বামী, শ্রীমৎ বালানন্দ স্বামী প্রভৃতি অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পরিব্রাজকগণও সনাতন ধর্ম্ম শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যায় যথোচিত যত্ন করিতেছেন।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম শিক্ষার পরিপুষ্টি সাধন ও জ্ঞান ভক্তির শক্তি সঞ্চার করাই সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের মূল উদ্দেশ্য। যাহাতে লোকের দেব দ্বিজে শ্রদ্ধা হয়, ইহ পরলোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে সদ্বিদ্যা শিক্ষার সুগমতা হয় ও যাহাতে মনঃপ্রাণ পবিত্র হইয়া জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাই বর্ত্তমান প্রচার কার্য্যের লক্ষ্য। বেদবিদ্যা ও বেদোক্ত কর্ম্মের যত অভাব হইতেছে, ততই ভারতের বাহ্যাভ্যন্তরের বলক্ষয় ও তেজোহ্রাস হইয়া যাইতেছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "ধর্ম্মো হি বেদবিহিতো অধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ"—বেদ-বিহিত ও বেদানুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানেই ধর্ম্ম, তদ্বিপরীত অনুষ্ঠানে অধর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম কি তাহা জানিতে হইলে, ধর্ম্ম কিরূপে অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহা বিদিত হইতে হইলে, ধর্ম্মের

---

* ১৮১২ শকাব্দের কার্ত্তিক মাসে দিল্লীতে যখন প্রথম ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের অধিবেশন হয় তখন ঐ সভার সহঃ সম্পাদক পণ্ডিত দীনদয়াল শর্ম্মা মহাশয় কুমার পরিব্রাজক মহাশয়কে ঐ সভায় যোগদান ও বক্তৃতা করার জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার আংশিক মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

"মহাত্মন্! আপনি বঙ্গবিভাগে যে ধর্ম্মভাবের মহোত্তেজনা করিয়া লোক সকলকে স্বধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই মহান্দোলনের যে তরঙ্গ এই সুদূর প্রান্তে উত্থিত হইয়াছে, তাহা একবার আসিয়া দেখিয়া যান, আমরা কৃতার্থ হইব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবশ্যকতা ও ফল জ্ঞাত হইয়া জীবন পবিত্র করিতে হইলে এবং ধর্ম্ম-স্বরূপ, জ্ঞান ও চৈতন্য স্বরূপ এবং অস্তি ভাতি ও প্রীতি স্বরূপ পরমাত্মাকে আত্মজীবনে প্রতিবিম্বিত দেখিতে হইলে, বেদ ও বেদানুকূল শাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়া ভাল, নতুবা মানবের কোন উপায়ই নাই। প্রাচীন কালে আর্য্য ঋষিগণ বেদ বোধিত ধর্ম্মকে মানব-প্রকৃতি-কুসুমের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তর বিস্ফুরণার্থ বসন্ত বাতাসের ন্যায় সম্মানসহ সাদরে সেবন করিতেন; তাঁহারা বেদ ও বেদানুকূল শাস্ত্রকে পিতৃ, দেব, ও মনুষ্যের লক্ষ্য অলক্ষ্য ও দুর্লক্ষ্য শক্তি সামগ্রী দর্শনের দিব্য চক্ষু বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং বেদ বিরুদ্ধ শাস্ত্রকে মায়া-কুহক-কল্পিত ও পারলৌকিক পুরুষার্থ সাধনের বাধক বলিয়া দূরে পরিহার করিতেন। ঋষিগণ এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, যে চাতুর্ব্বর্ণ্য, চতুরাশ্রম, স্বর্গাদি লোকত্রয়, ভূতাদিকালত্রয়, সমস্তই বেদ হইতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শব্দ স্পর্শাদি সমুদয়ই বেদ বিনিঃসৃত; বলিতে কি, গুণকর্ম্মানুসারে সমস্ত ভূতকে প্রসব করিয়া বেদ আব্রহ্মভুবন সমস্তকেই ধারণ ও রক্ষা করিতেছেন। তন্নিমিত্ত ঋষিগণ বেদশাস্ত্রকে মানবের পরম পুরুষার্থ সাধনের পরম ও চরম উপায় বলিয়া জানিতেন। এই বিশুদ্ধ বেদবিদ্যা-পারদর্শী দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষিগণ দেব দানব মানব সকলের পূজিত ও বন্দিত হইয়াছিলেন। মানবের ইহলোক ও পরলোকের উপযোগী সমস্ত ব্যবস্থা বেদে বিহিত আছে। লৌকিক ও অলৌকিক, জ্ঞেয়, অজ্ঞেয় ও দুর্জ্ঞেয় এবং সাধ্য, অসাধ্য ও দুঃসাধ্য সকল বিষয়ই বেদে বিস্তারিত হইয়াছে। চতুর্ব্বর্গ সাধিনী ব্রহ্মবিদ্যার অনন্ত আলোক বেদগর্ভ হইতে বিকসিত ও বিকীর্ণ হইতেছে। কালসহকারে ভোগ বিলাস-বিমোহিত আমাদের অনাস্থা-দোষে ভারতে এই বেদ বিদ্যার অযথা হ্রাস হইয়া যাইতেছে। এইজন্য মাতা হইতেও গরীয়সী বেদ বিদ্যার পুনরভ্যুদয় সাধনের জন্য কাশীতে স্বামীজীর যত্নে বেদবিদ্যালয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আশাকরি সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও প্রচারক মণ্ডলী ইহার উন্নতি কল্পে যত্ন ও পরিশ্রম করিবেন; চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রম সকলের নিকটেই বেদবিদ্যা পুষ্টি সাধনের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, ব্রহ্মবিদ্যা ভারত হৃদয়ের নিভৃত-নিলয়-নিবাসিনী স্নেহময়ী জননী ও ত্রিতাপতারিণী। বেদ বিদ্যার বিজয় বাদ্য আবার বিশ্ব বিমোহিত করিলে ধর্ম্ম প্রচারকগণের শ্রম ও যত্ন সফল হইবে। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও প্রচারকগণ, বক্তা ও ব্যাখ্যাতৃগণ, পণ্ডিত ও উপদেষ্টৃগণ! আপনাদিগকে আর কি বলিব, যেন আপনাদের পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা ও প্রীতি বৃদ্ধি হয়, দ্বেষ হিংসা ও পরশ্রী-কাতরতার কুবাতাস যেন আপনাদিগের নির্ম্মল অন্তঃকরণ স্পর্শ না করে, আপনারা সকলে একতানে একসুর জমাইয়া ভগবদ্‌গুণানুলাপে দেশ পবিত্র করুন। বিরুদ্ধবাদিবর্গের কপট কূট-কৌশলে বিমোহিত হইয়া স্বগৃহের ছিদ্রান্বেষণ করিবেন না। দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজ নিজ লক্ষ্য সাধনের বলক্ষয় করিয়া আর্য্য প্রতিভার হানি করিবেন না। সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বুদ্ধ-বোধিত পক্ষাপক্ষ আশ্রয় করিয়া গৃহ বিবাদের বিষম বিষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবেন না। নিজে নিজে ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হইয়া মানব জাতির হৃদয়ে প্রেমের সুধা ঢালিয়া দিন, সকলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার না করিয়া মূল কার্য্যক্ষেত্রে নিজ নিজ বিপুল বিশুদ্ধ বলরাশির সমাবেশ করুন, ষোড়শী মহাবিদ্যার রত্ন-সিংহাসন যেমন ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবগণ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন সেইরূপ আপনারা ভারতে ব্রহ্মবিদ্যা বিস্তারার্থ গুরুভার বহনে অক্লান্ত হৃদয়ে পরিশ্রম করিয়া ভারতে শান্তি-রাজ্য সংস্থাপন করুন। আপনাদিগের পবিত্র জন্ম, জীবনগাথা ভগবদ্‌গুণানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে চিরদিন কীর্ত্তিত হইবে। নূতন বর্ষ আরম্ভ হইল, মা অন্নপূর্ণা ভারতীয় হৃদয়ে, মানব হৃদয়ে নূতন শক্তি ও নবীভূত ভক্তির সঞ্চার করুন। ওঁ হরিঃ ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম অধ্যায়।

ধর্ম্ম প্রচার।

দীর্ঘকাল-ব্যাপী প্রচার কার্য্যে বহু পরিশ্রম করিয়া স্বামীজীর শরীর ও মন ক্লান্ত হইয়া পড়ায় তিনি কিছুদিন নির্জ্জন সাধনার জন্য প্রচার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে স্বামীজী মহোদয় ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সংস্রবও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তিনি প্রচার ক্ষেত্রে কিরূপ অক্লান্ত ভাবে বৎসরের পর বৎসর পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা ধারণা করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। প্রচার কার্য্যে কখনও উত্তর-বঙ্গ, কখনও পূর্ব্ব-বঙ্গ, কখনও পশ্চিম-বঙ্গ, কখনও আসাম, কখনও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, কখনও পাঞ্জাব ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইয়াছেন। এরূপ কঠোর পরিশ্রম দুইচারি বৎসর করিলেই মানুষের শরীর অবসন্ন ও মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু শ্রীমৎ স্বামীজী বিশ বৎসর কাল স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের অভ্যুত্থানের জন্য এইরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। এইবার তাঁহার একটু অবসর গ্রহণ করার প্রয়োজন হইল। আর প্রচার কার্য্যে অধিক পরিশ্রম ও সময়ক্ষেপ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না; একটু নির্জ্জনে তাঁহার প্রাণের দেবতার চরণতলে বসিয়া থাকিবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাই এই সময় তিনি নিজ জীবনের মূল্যবান্ সময় যোগাশ্রমে মা যোগেশ্বরীর সেবায় ও গুরুদত্ত সাধনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার শরীরে আর এ সকল সহ্য না হইলেও এবং সেজন্য তিনি লোক সংশ্রব ছাড়িতে চাহিলেও ধর্ম্মোৎসাহী লোকমণ্ডলী তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না; সুতরাং এ সময়ও তাঁহার বেশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় বিশ্রাম করা ঘটিয়া উঠিল না। লোকানুরোধে বাধ্য হইয়া আবার তাঁহাকে প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইল। এই সময় বঙ্গদেশে তাঁহার দুই মাস কাল ব্যাপী প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

স্বামীজীর মহম্মদবাজার ও কুণ্ডলার উৎসবে গমন ও তথা হইতে কলিকাতা যাত্রা।

১৮১৬ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে বীরভূম জেলান্তর্গত মহম্মদবাজার হরিসভার বার্ষিক উৎসবে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সুমধুর বক্তৃতা দ্বারা শত শত লোককে বহুবিধ ধর্ম্মোপদেশ করিয়াছিলেন। দূর দূর গ্রাম হইতে তাঁহার মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য বহু নরনারী সেই সভায় উপস্থিত থাকিতেন। মহম্মদ বাজার হইতে স্বামীজী আমন্ত্রিত ও অনুরুদ্ধ হইয়া কুণ্ডলা হরিসভার বার্ষিক উৎসবে গমন করেন; তথাকার সাধারণ জনমণ্ডলী ও জমীদারগণ স্বামীজীর অতিশয় সৎকার ও সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। এখানেও তিন দিন বক্তৃতা ও হরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। কুণ্ডলা হইতে স্বামীজী কলিকাতায় গিয়া জেলেটোলা লেনস্থিত কন্‌ট্রোলার জেনারেল অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সেন মহাশয়ের বাসায় ৩।৪ দিন অবস্থিতি করেন; তিনি তথায় সমাগত বহু সংখ্যক সৎসঙ্গপ্রিয় ও ভক্তগণকে প্রত্যহ নানাবিধ উপদেশ দান করেন। এইরূপে কলিকাতায় ৩।৪ দিন অবস্থানের পর

স্বামীজীর মেদিনীপুর জাড়ায় হরিসভায় গমন ও বক্তৃতা।

শ্রীমৎ স্বামীজী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জাড়া নামক স্থানের জমীদারগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত হরিসভার উৎসবে গমন করেন। তাঁহার শুভাগমনে জাড়ায় অতিশয় আনন্দ ও উৎসব হইয়াছিল। সে সময় "বঙ্গ-নিবাসী" পত্রিকা লিখিয়াছিলেন—"জাড়ায় পরিব্রাজক মহাশয়ের অভ্যর্থনা জন্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত প্রায় দুই সহস্র লোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার দর্শন মাত্র শত শত মস্তক তাঁহার পদ চুম্বন করিল ও বন্দুকাদির আওয়াজ হইল ও অমনি অভ্যর্থনাগীতি আরম্ভ হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্দেশবাসিগণ কিরূপ চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন নিম্নোদ্ধৃত গীতাংশেই তাহা প্রমাণিত হইবে।

"ভক্তাধীন শ্রীগোবিন্দ, ভক্তের দিতে আনন্দ,
অবতীর্ণ স্বামী রূপ ধরি।
এস ভাই এই বেলা, ফুরায় ভবের খেলা,
চরিতার্থ হও তাঁরে হেরি॥"

তাঁহার অমৃতময়ী, আবেশময়ী বক্তৃতা লহরী ভক্তির বন্যায় সে দেশ ভাসাইয়া দিয়াছে; তাই বিভোর জাড়াবাসী গাহিলেন;—

"আজ জাড়ার মাঝে প্রেম-ভক্তির বাজার বসেছে।
শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, প্রেম-ভক্তি এনেছে॥
কে নিবি আয়, কে নিবি আয়, বিনা মূল্যে কিনিবি আয়;
করলে দেরী, ঠক্‌বি ভারি, আয় চলে আয়, ছুটে আয়,
(ও ভাই) দেখ্‌না চেয়ে, ধেয়ে ধেয়ে,
দেশ বিদেশের লোক ছুটেছে॥"

মেদিনীপুর হইতে স্বামীজী কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বটতলার পুণ্যাত্মা ৺জয়নারায়ণ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তথায় প্রত্যহ তাঁহার সৎকথা শ্রবণ লালসায় ভক্তিমদ্বর্গের বিশেষ জনতা হইত। সেই সময় তাঁহার শরীরিক অসচ্ছন্দতা সত্ত্বেও বহুবাজার হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রচার সমিতির অনুরোধে কলিকাতা টাউনহলে একটী বক্তৃতা করিলেন। টাউন হল বক্তৃতার সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র; কিন্তু উহা ইংরাজ মহলে সংস্থিত। হিন্দু ধর্ম্মের বক্তৃতা তথায় প্রায়ই হয় না। চারি বৎসর মধ্যে দুইবার তথায় হিন্দু ধর্ম্মের বক্তৃতা হইল, দুইবার হরিহরি-ধ্বনিতে টাউন হল পরিপূর্ণ হইল, দুইবার সনাতন ধর্ম্মের সুগভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়া সহস্র সহস্র লোকের হৃদয় সুশীতল করিল। দুইবারই বক্তা এই পরিব্রাজক স্বামীজী। অনেক সংবাদপত্রে স্বামীজীর বক্তৃতার সুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমালোচনা হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে "সুলভ দৈনিক" হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটুকু উদ্ধৃত হইল :—

কলিকাতা টাউন হলে পরিব্রাজকের বক্তৃতা—বিষয় "পথের সম্বল" ১৮১৬। আষাঢ়।

"গত রবিবার ২৫এ আষাঢ় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ভারতের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু-ধর্ম্মের অদ্বিতীয়বক্তা চিরকুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহোদয় হিন্দুধর্ম্মের প্রচার সমিতির উদ্যোগে টাউনহলে "পথের সম্বল" বিবরিণী বক্তৃতা করিয়া সর্ব্বসাধারণকে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। সে দিবস বৃষ্টি সত্ত্বেও প্রায় দুই হাজারের অধিক ভদ্র সন্তান সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহার জলন্ত উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

স্বামীজীর জন্মস্থান গুপ্তীপাড়া দর্শন।

কলিকাতা হইতে রথের পুনর্যাত্রা কালে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তীপাড়ায় শ্রীমৎস্বামীজী রথ ও ৺বৃন্দাবনচন্দ্র দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন।* গুপ্তীপাড়া তাঁহার জন্মভূমি, তথাকার সকলে বহুদিনের পরে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সকলে আনন্দসহ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া পরমানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন। দেশের গৌরব-স্বরূপ বহু সন্তান এই পল্লীগ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার মধ্যে অনেকে খ্যাতি লাভ করিয়াও গিয়াছেন কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণানন্দ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শুধু গুপ্তপল্লী নহে সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার ন্যায় সুপুত্রকে পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

স্ত্রী পুরুষ ও আপামর সাধারণে তাঁহার মুখে ভগবৎ কথা শুনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আগ্রহান্বিত হইবারই তো

* সন্ন্যাস নিয়া দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে জন্মভূমি দর্শন করিতে পারে। তাই ভক্তদের অনুরোধে ভক্তদের সঙ্গে তথায় গিয়াছিলেন। প্রচারার্থ পূর্ব্বে গুপ্তীপাড়া গেলেও জন্মভূমি দর্শন করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা—যাঁহার বচনামৃত পান করিবার জন্য সমগ্র বঙ্গ ও বঙ্গের বাহিরে বহু প্রদেশ উৎসুক হৃদয়ে সর্ব্বদা অপেক্ষা করিয়া থাকেন, আজ তাঁহাকে নিকটে পাইয়া তাহার পূর্ব্বাশ্রমের স্বজন বন্ধুগণ এ সুযোগ কি ছাড়িতে পারেন? তিনি যে, তাঁহাদের আদরের সেই "শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন"; পরিব্রাজক মহাশয় যখন দেখিলেন সকলেই তাঁহার ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য নিতান্ত আগ্রহান্বিত, তখন অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন। গুপ্তীপাড়া হইতে প্রাপ্ত নিম্নোদ্ধৃত পত্রে তাহা প্রকাশিত হইল:—

"শ্রীশ্রীভগবজ্জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা মহোৎসবের সময় ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী পরিব্রাজক মহোদয় গুপ্তীপাড়ায় আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কুণ্ডলা, গজা, কলিকাতা, ফরিদপুর-খালিয়া, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানবাসী অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ও ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। পুনর্যাত্রার পর দিন শুক্রবারে অত্রস্থ বিদ্যালয় গৃহে স্বামীজী বক্তৃতা করেন। পরদিন গুপ্তীপাড়া ধর্ম্মসভা গৃহে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। তৎপর দিন রবিবার ৺ বাবু শ্যামাচরণ সেন মহাশয়ের বাটীতে "ঈশ্বর প্রেম" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল।"

যিনি ধর্ম্ম জগতে নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তুষার-কিরীট হিমালয় হইতে, সাগর প্রক্ষালিতা কুমারিকা পর্য্যন্ত যাঁহার অমৃতনিস্যন্দি বচন পানে উন্মত্ত, যাঁহার বাক্যশ্রবণে পাষাণও বিগলিত হয়, যাঁহার তর্কে পাষণ্ডহৃদয় স্তম্ভিত হয়, সেই অতুল বাগ্মিবর শ্রীকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতার পরিচয় দেওয়া সামান্য লেখনীর কার্য্য নহে। স্বামীজী এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই স্থানেই তাঁহার ক্রীড়াময় বাল্য ও কৈশোর কাল এবং সুখ-স্বপ্নময় নব যৌবন অতিবাহিত হইয়াছে; আজ সেই তাঁহাকে গৈরিকবাস ও কৌপীনবান্ অবস্থায় পাইয়া তাঁহার গ্রামবাসীরা আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। * * * শ্রীশ্রীপতিদেবশর্ম্মণাং।"

গুপ্তীপাড়া হইতে স্বামীজী কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কয়েকদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথায় অবস্থিতি করেন এবং প্রত্যহ সমাগত ধর্ম্মপিপাসু সজ্জনবর্গকে বহুবিধ ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। ২রা শ্রাবণ তিনি ৺ জয়নারায়ণ মিত্র মহাশয়ের বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গণে "জ্ঞান ও ভক্তি" বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং বহু শত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমাগমে সেইস্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। স্থানাভাবে অনেককে ফিরিয়াও যাইতে হইয়াছিল। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে "সুলভ দৈনিক" লিখিয়াছেন :—

"গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় বটতলার ৺জয়নারায়ণ মিত্রের বাটীতে ভারতের অদ্বিতীয় বক্তা সুপ্রসিদ্ধ কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয় "জ্ঞান ও ভক্তি" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ সুললিত এবং ভক্তিরসপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে আমোদিত করিয়াছিলেন। সভাস্থলে প্রায় পাঁচ শত ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে বক্তৃতার মধ্যকালে প্রবল বৃষ্টি হওয়াতে কিছু ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় স্বধর্ম্মনিরত হিন্দু ভ্রাতৃগণ তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া এমন কি বৃষ্টিধারা মস্তকে গ্রহণ করিয়াও একাগ্রচিত্তে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে পরিব্রাজক মহাশয়ের পরম ভক্ত শিষ্য গোঁদলপাড়া নিবাসী সুগায়ক শ্রীযুত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক স্বামীজীরই রচিত দুইটী সঙ্গীত গীত হয়, সুকণ্ঠ প্রমথ বাবুর গান দুইটী শ্রবণে সভাস্থ কেহ কেহ ইহাকে কোকিল-কণ্ঠ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। তদনন্তর শ্রীমৎ স্বামীজীর বক্তৃতা আরম্ভ হয়।

শ্রীমৎ স্বামীজী কলিকাতা হইতে বৈঁচি গমন করেন। তথায় তিনি তিনটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বৈঁচি হইতে প্রাপ্ত পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত হইল। এই পত্রে তাঁহার শুভাগমনের শুভফল বিবৃত হইয়াছে।

স্বামীজীর কলিকাতা হইতে বৈঁচি আগমন। শঃ ১৮১৬ ইং ১৮৯৪

"গত ৯ই শ্রাবণ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় বৈঁচি গ্রামে শুভাগমন করিয়াছিলেন, এবং গ্রামবাসিগণের আগ্রহাতিশয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বনামখ্যাতা ভূম্যধিকারিণী ভক্তিমতী শ্রীমতী কমলেকামিনী দেবীর পূজাবাটীতে দুইটী ধর্ম্মার্থপূর্ণ বক্তৃতা ও উক্ত দেবী মহোদয়ার স্বামী স্বদেশ-হিতৈষী ৺ বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক উচ্চশ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সদুপদেশ দান দ্বারা সকলকেই কৃতার্থ করিয়াছিলেন।* পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রথম দিনের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যান শ্রবণে এবং দ্বিতীয় দিনের ভক্তিভাবোচ্ছ্বাস সরোবরে অবগাহন করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই গতসন্দেহ হইয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পূজ্যবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত হইয়া সকলের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দ্বিতীয় দিনে প্রতিমা পূজার প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে ভগবন্নিষ্ঠা ও ভাগবতী ভক্তির বৃদ্ধি করিয়াছেন। আবার পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয়েরই বিশেষ যত্নে এবং জমীদার শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পূর্ণ সহায়তায় বৈঁচিতে একটী হরিসভাও স্থাপিত হইল। স্কুলের সুযোগ্য শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্যারীলাল সান্যাল বি. এ. মহোদয়ের উৎসাহে গ্রামস্থ গণ্যমান্য সর্ব্বসাধারণ লোকই সভায় যোগদান করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রতি সপ্তাহেই কলিকাতা হইতে আসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন, স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাগমে সভা সুশোভিত হইতেছে। লোক সকল শাস্ত্র আলোচনায় অনুরক্ত। বালকেরা গীতার সুললিত শ্লোক সকল কণ্ঠস্থ করিতে ব্যাপৃত; চতুর্দ্দিক হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

---

* এই সময়ে পরিব্রাজক মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রমের কনিষ্ঠ সহোদর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রীযুত পূর্ণানন্দ সেন, এম. এ. (পরে স্বামী পূর্ণানন্দ স্বরূপ) এই স্কুলের হেড মাষ্টার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে নৈতিক জীবন গঠনের জন্য স্কুলে অর্দ্ধঘণ্টা কাল মহাভারত পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, গীতার বিশেষ বিশেষ শ্লোকগুলি ছাত্রদিগকে কণ্ঠস্থ করাইতেন। ছাত্রদিগকে সদাচার শিক্ষা দিতেন। তাঁহার আদর্শ জীবনই ছাত্রদের বিশেষ শিক্ষার বিষয় ছিল। ইং ১৮৯৫ সনে তিনি এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈঁচির বিবাদ বিসম্বাদ বিগতপ্রায়। সকলেই সদ্ভাবে সম্মিলিত হইয়াছেন। পরিব্রাজক মহাশয়ের উপদেশে উৎসাহিত হইয়া ছাত্রগণ সদাচার অনুষ্ঠানে রত হইয়াছে এবং সৎ-শিক্ষার সৌকর্য্যার্থ সভা স্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতি উপদেষ্টৃগণকে আহ্বান করিতেছে। তাঁহাদের এই সদুদ্যম অবশ্যই প্রশংসনীয়। শিক্ষকগণ সকলেই তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন। ধর্ম্মশালিনী শ্রীমতী কমলে কামিনী দেবী নিজ বিদ্যালয়ে বালকগণের সুনীতি শিক্ষার্থ পূর্ব্বেই মহাভারতাদি পাঠের সদ্ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। এই শুভ-সংবাদে বালকগণের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বিশেষ অনুগৃহীত ও আহ্লাদিত হইয়াছেন। বাস্তবিক পরিব্রাজক মহাশয়ের উপদেশরাশি বর্ষার বারিধারার ন্যায় বৈঁচিকে বিধৌত করিয়া শান্তি ও সন্তোষস্রোত প্রবাহিত করিয়াছে। ম্যালেরিয়ার মলিনতার মধ্যেও পথে পথে হরিনাম মেঘের কোলে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে।

অমানিশা অতীত; তরুণ অরুণের দিব্যচ্ছটা দেখা দিয়াছে। দয়ার হৃদয় শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ স্বকীয় সুদৃশ্যসৌধে হরিসভার অধিবেশন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গ্রামবাসিগণকে পরমোপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার এই সৎকীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হউক, ভগবানের নিকট ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

মল্লারপুর, রামপুরহাট, নলহাটী, মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুরে স্বামীজীর গমন। পরে কাশী প্রত্যাবর্ত্তন।

বৈঁচি হইতে স্বামীজী মল্লারপুরে আগমন করেন। সেখানে তিন দিন অবস্থান করিয়া তত্রত্য সজ্জনবর্গ সহ বহু সৎপ্রসঙ্গালাপ করিয়া রামপুরহাট হরিসভায় সমাগত হন। সেখানেও এক দিন সদ্বার্ত্তালাপ ও একদিন "মন্ত্রগ্রহণের আবশ্যকতা ও মন্ত্র-মহিমা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া তথা হইতে নলহাটী, মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুর গমন করেন। এই সকল

স্কুলের কার্য্য ত্যাগ করিয়া বাঁকুরা জেলান্তর্গত কুঁচিয়াকোল হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টার পদ গ্রহণ করেন। (সম্পাদক)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানে বক্তৃতার জন্য নিতান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার শরীরের অসুস্থতা বশতঃ কোথাও বক্তৃতা করিতে পারেন নাই। তবে স্থানে স্থানে স্ত্রী ও পুরুষগণ তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কাহালগাঁ, মুঙ্গের, বাকীপুর আদি স্থানে স্বামীজী অনুরুদ্ধ হইয়াও শরীরের অসুস্থতা জন্য সে সব স্থানে নামিতে পারেন নাই। তিন দিন উপবাস করিয়া পরে কাশী যোগাশ্রমে আসিয়া ক্রমে অসুস্থতা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম নিকেতনে ধর্ম্মোৎসব।
ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার
১৬শ বর্ষীয় মহোৎসব।

শঃ ১৮১৬, কার্ত্তিক। ইং ১৮৯৪।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার কার্য্য প্রবাহ ১৬ বর্ষ অতিক্রম করিল। বর্ত্তমান কালে সনাতন-ধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের পবিত্র পথ উন্মুক্ত করিয়া এই সভা যে ভারতবর্ষে একটী যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সূক্ষ্মদর্শী সাধুহৃদয় মাত্রেই বিদিত আছেন। ভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদে এই কার্য্যপ্রবাহ অপ্রতিহত থাকিলে, ভারতের ভূরিকল্যাণ সাধিত হইত। বিগত ২০এ কার্ত্তিক হইতে ২৭এ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত এই সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে, মহামহোৎসব হইয়া গেল। সাধুহৃদয় পাঠকবৃন্দের গোচরার্থ কয়েক দিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১ম দিন—প্রাতে ৮টার পর নানা প্রকারের বাদ্যোদ্যম ধ্বজা পতাকা সহিত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ফুল বিল্বপত্রসহ নৈবেদ্য রাশি লইয়া ভদ্রমণ্ডলী ধর্ম্ম নিকেতন হইতে যাত্রা করিলেন। পথের সহস্র সহস্র লোককে আহ্লাদিত ও উৎসাহিত করিয়া উন্মাদ তরঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনে নাচিতে নাচিতে ৺শ্রীঢুণ্ঢীরাজ, ৺শ্রীশনৈশ্চর, ৺শ্রীবিশ্বনাথ ও ৺মা শ্রীঅন্নপূর্ণার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজাপাঠ সমাপ্ত করিয়া বেলা প্রায় ১১টার সময় সকলে যোগাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ও মা যোগেশ্বরীর মিষ্টান্ন প্রসাদ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে সকলে চলিয়া গেলেন।

২য় দিন—অপরাহ্ন বেলা ৪টার সময় 'ধর্ম্ম নিকেতন' হইতে আবশ্যকীয় বহুবিধ বাদ্যোদ্যম ও সাজ সজ্জাসহ ভদ্রমণ্ডলী হরিসঙ্কীর্ত্তন তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে বাঙ্গালীটোলার দিকে যাত্রা করিলেন। পথে ৺শ্রীচিন্তামণি গণেশ ও ৺শ্রীকেদারনাথ দর্শন করিয়া হরিনাম কীর্ত্তনে মাতোয়ারা জন সমূহ যে দিকে যাইতে লাগিলেন সেই দিকেই আবাল বৃদ্ধ বনিতার বহু সমাগম হইতে লাগিল। বালকেরা গৃহ হইতে দৌড়াইয়া দলে দলে মিশিল, যুবা ও প্রাচীনেরা সঙ্কীর্ত্তনে সহযোগিতা করিলেন, কুলাঙ্গনারা গবাক্ষ দ্বার হইতে নিজ নিজ নেত্র ও শ্রোত্র পবিত্র করিলেন। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, যাঁহারা চলিতে অশক্ত, গৃহ দ্বারে দাঁড়াইয়াই বাহু তুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল।

যে দেখিল সেই ডুবিল, সেই মজিল গানে।
কৃষ্ণনামের গুণানুবাদ পশিল যার কাণে॥

হরিসঙ্কীর্ত্তন কালে বোধ হইল যে বাঙ্গালীটোলার পথে হরিনামের বাণ ডাকিয়া গেল। পরিশেষে যোগাশ্রমে সকলে প্রতিনিবৃত্ত হইলে মা যোগেশ্বরীর আরতি আরম্ভ হইল, পরে প্রসাদ বিতরিত হইলে সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

৩য় দিন—প্রাতে ৮টার সময় ভক্তমণ্ডলী 'ধর্ম্ম নিকেতন' হইতে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সুরধুনীর তটে দশাশ্বমেধ ঘাটে সমাগত হইলেন এবং তথায় ধ্বজা পতাকা ও পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকায় ছাদের উপর বিবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল ও ভিতরে মধুর নামসঙ্কীর্ত্তনের সুমধুর ধ্বনি উঠিল। নৌকাখানি যখন ধীরে ধীরে কেদার ঘাট হইয়া মণিকর্ণিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও পঞ্চগঙ্গা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতেছিল তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন হরিনামের পীযূষভরা একটী প্রফুল্ল-কমল ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। সে সময় ইহাও মনে হইতে লাগিল যেন ভক্তগণ দুইদিন সঙ্কীর্ত্তনসহ কাশী মাতার ক্রোড়ে নৃত্য কুন্দন করিয়া অদ্য তাঁহার গঙ্গাবারি-বিধৌত বিমল পদ কমলের বন্দনা করিয়া বেড়াইতেছেন। নৌকায় বসিয়া অনেক গুলি সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল, তন্মধ্যে এখানে একটী মাত্র উদ্ধৃত হইল।

বাউল কীর্ত্তন।

তরী লেগেছে ঘাটে। তরাতে জীব ভব সঙ্কটে।
অটল তরণী তার কাণ্ডারী হরি,
যত পাতকী পার কর্‌তে এবার এনেছেন তরী ;
কর কাঙ্গালে পার, বলে যে একবার,
অমনি দীনবন্ধু ভব-সিন্ধু, করেন তারে পার ;
পরিব্রাজক বলে (হরি বলে)
ভবের কুলে, কে যাবি পার আয়রে ছুটে॥

অপরাহ্ন বেলা ৪টার সময় কাকিনাধীশের সত্রালয়ে বক্তৃতা হইল। বক্তা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ; বক্তৃতার বিষয় "আমি, না তুমি"। বৃহৎ প্রাঙ্গণ শিক্ষিত ভদ্র মণ্ডলীতে এবং চারিদিকের ছাদের উপরিভাগ ভদ্র-কুলাঙ্গনা-বর্গে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। স্বামীজীর বাগ্মাধুর্য্যে বিমোহিত শ্রোতৃমণ্ডলী পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। স্বামীজী বক্তৃতায় সুমধুর সূচনা করিয়া কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে "আমি" যে কত রূপে প্রতিপাদিত ও ব্যবহৃত হয়, তাহা যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও বৈদান্তিক বিচারে প্রথম প্রতিপাদন করিলেন। অভিমানযুক্ত জীব আমি, অভিমানমুক্ত ব্রহ্ম আমি, "অহং ব্রহ্মাস্মি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি আমিত্ব পোষক মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ ব্যাখ্যা করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অদ্বৈত ও দ্বৈত পক্ষে ব্যাখ্যা করিলেন। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" তৎ + ত্বমসি, কর্ম্মধারয় সমাস করিলে "তুমিই" (জীবই) ব্রহ্ম, এইরূপ হয় বটে, কিন্তু ষষ্ঠীতৎপুরুষ করিলে (তৎ = তস্য) তুমি (জীব) তাঁহার সেবক, এইরূপ অর্থ বুঝায়। এই কঠিন বিষয়গুলি নিতান্ত নীরস হইলেও স্বামীজীর সরল ও সরস ভাষায় সকলেরই সুখ শ্রাব্য হইয়াছিল। তদনন্তর বক্তা "ত্বং" পদ বাচ্য পরমাত্মোপাসনাগম্য "তুমি" কথাটীতে ভক্তিরস মাখাইয়া সাধকবৃন্দের হৃদয়কুঞ্জ নাচাইয়া তুলিলেন। এবং বুঝাইলেন যে, যে ব্রহ্মের সত্তায় আমার অস্তিত্ব বুদ্ধি, সে ব্রহ্ম নিত্য নিরবচ্ছিন্ন অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান, আর "আমি" এই বুদ্ধি তো সে দিন পাইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! তুমিই মূল আছ, "আমি" তোমাতে ফুটিয়াছি, তুমি স্বর্ণ "আমি" অলঙ্কার, তুমি না থাকিলে আমি নাই। তুমিই "আমি" হইয়াছি। জল ও তরঙ্গ এক হইলেও জলেরই তরঙ্গ লোকে বলিবে। কিন্তু তরঙ্গের জল কেহ বলিবে না।

৪র্থ দিন—অপরাহ্ণ বেলা ৫টার সময় ভগবদ্ভক্তগণ ধর্ম্ম নিকেতন হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গার তটে দশাশ্বমেধ ঘাটে গমন করিলেন। তথায় বহু শত লোক সমবেত ছিলেন। লোকমণ্ডলী মধ্যে উচ্চাসনে দণ্ডায়মান হইয়া বেদান্তাদি বহুশাস্ত্র-পারদর্শী মহাত্মা শ্রীমৎ চৈতন্যদেব স্বামি মহোদয় হিন্দী ভাষায় অতিশয় সারবান্ ধর্ম্মোপদেশ দান করিলেন। বিরক্ত সন্ন্যাসীর মুখে শাস্ত্রগর্ভ জ্ঞানের কথা বড় মধুর লাগিল, বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরসে মাখান তাঁহার কথাগুলি সকলেরই চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় সুমধুর বঙ্গ ভাষায় একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। ভগবদ্ ভজন ব্যতীত যে জীবন নিরর্থক হয় এবং ভগবৎ সেবায়ই যে জীবের শান্তি ও সুখের উদয় হইয়া থাকে, তাহা লাহিড়ী মহাশয় নিজ সুমধুর ভাষায় পরিপাটী রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার সৎকথামৃত পানে সকলে পুলকিত হইল। তদনন্তর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে চলিয়া আসিলেন।

স্বামীজীর বক্তৃতা। স্থান—যোগাশ্রম বিষয় "বিশ্রাম"

৫ম দিন—অপরাহ্ণ ৩টার পর, যোগাশ্রমে মা যোগেশ্বরীর শৃঙ্গারবেশ ও পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল "বিশ্রাম"। সুদৃশ্য যোগাশ্রম ধ্বজা পতাকা ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অতিশয় সুশোভিত হইয়াছিল আশ্রমটী যেন একখানি সজ্জিত প্রতিমা প্রতীত হইতেছিল, বহুতর ভক্তের প্রদত্ত বহু প্রকার রত্নালঙ্কারে এবং স্বর্ণরজতাদি বিনির্ম্মিত বিবিধ বিচিত্র সামগ্রীতে মায়ের মূর্ত্তি ও মন্দির সুসজ্জিত হইয়াছিল। ক্রমে সজ্জনবর্গের সমাগম হইতে লাগিল। পরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনান্তে স্বামীজী তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন, যে জীব মাত্রেই বিশ্রামের জন্য লালায়িত; কিন্তু কি পরিশ্রম করিলাম যে বিশ্রাম চাই? শরীর, ইন্দ্রিয় মন, প্রাণ, আত্মা ইহাদিগের মধ্যে একের পরিশ্রমে অন্যে বিশ্রাম লইবে কেন? শরীরের পরিশ্রমে মনের বিশ্রাম নিষ্প্রয়োজন, শরীরের একাঙ্গ পরিশ্রম করিলে তাহার বিশ্রাম চাই সত্য; কিন্তু অন্য অঙ্গ বিশ্রাম করিবে কেন? জিহ্বা বলিতে বলিতে শ্রান্ত হইল, সে বিশ্রাম করুক, কিন্তু শ্রোত্র ও নেত্র, হস্ত বা পদ ইহারা বিশ্রাম করিবে কেন? যিনি বিশ্রাম করিবার পদ্ধতি জানেন তিনি দিবা রাত্রিই পরিশ্রম করিতে পারেন। অনাদ্যাশক্তি—প্রকৃতি যে জীবের প্রসূতি, তাহার কি কখনও বিশ্রাম সম্ভবে? ক্রিয়া শক্তিরূপিণী মা স্বয়ং নৃত্যকালী, তাঁহার ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বায়ু সূর্য্য, তারা সকলেই অনবরত ক্রিয়া করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের নিমেষ জন্যও কখনও বিশ্রাম নাই, সমস্ত জীবকে ক্রোড়ে লইয়া মা স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন, নৃত্যকালী মায়ের ক্রোড়ে শিশু স্থির থাকিবে কিরূপে, অতিগতিশীল জলপ্রবাহে ভাসমান কাষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলক স্থির হইয়া থাকিবে কিরূপে? প্রকৃতির ক্রিয়াশক্তির আদিও নাই, অন্তও নাই, তবে আবার বিশ্রাম কোথায়? শ্রমের মধ্যে বিশ্রাম ও বিশ্রামের মধ্যে শ্রম যিনি করিতে জানেন, তিনিই বিশ্রাম সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। আমার পায়ে ক্ষত হইয়াছে, চিকিৎসক ঔষধ দিয়া বলিলেন, তুমি পা নাড়িও না, হাঁটিও না; পা'কে বিশ্রাম দাও; আমি তাহাই করিলাম। ইহা কি পায়ের বিশ্রাম! বাহিরে পা স্থির থাকিল বটে, ঔষধের শক্তিতে পায়ের স্নায়ু, শিরা, রক্ত প্রবাহ প্রভৃতি সকলেই ক্ষত স্থানকে সুস্থ করিবার জন্য অনবরত কার্য্য করিতে লাগিল. পায়ের বাহিরে বিশ্রাম হইল, ভিতরে শ্রম থাকিল; এইরূপে দেখিবে প্রকৃতি রাজ্যে শ্রম ও বিশ্রাম যুগপৎ ক্রিয়া করিয়া থাকে। সংসারের ঝঞ্ঝাট হইতে বিশ্রাম কর, অবসর লও, যোগে, ধ্যানে, জ্ঞানে তোমার পরিশ্রম বাড়িবে, আবার ভগবদারাধনা হইতে বিশ্রাম লও, বিষয় বাসনার জ্বালায় তোমার দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিতে হইবে। সাধুগণ সংসারের ধূলা খেলায় পরিশ্রান্ত হইলে হরিপদ কল্পতরুর ছায়ায় বিশ্রাম করিতে চাহেন, তাই মায়ের কোন ভক্ত গাহিয়াছেন—

"মা আমার খেলনা হ'লো, খেলা হ'লো দিন ফুরালো, আমায় সঙ্গে লয়ে ঘরে চল॥"

যে মা কার্য্য কারণ শক্তি-রূপিণী, তাঁহার কাছেই বা বিশ্রাম কোথায়। তবে যে ভাবে আমরা খেলিতেছি, সে ভাবের বিশ্রাম হইবে সত্য, কিন্তু সত্য সত্যই কি চির-বিশ্রাম আছে। ভগবান্ সমস্ত মায়া প্রত্যাহারপূর্ব্বক বিশ্রামার্থ অনন্ত শয্যাশায়ী হইলেও কি বিশ্রাম হয়, সেখানেও অনাদ্যাশক্তি মহালক্ষ্মী প্রকৃতি তাঁহার পদ সেবা করিতেছেন। বস্তুত শ্রমের মধ্যে বিশ্রাম ব্যতীত, পূর্ণ বিশ্রাম নাই। জীব! তুমি যত কার্য্য (শ্রম) করিবে, সমস্তই নিষ্কাম ভাবে তদর্থে সম্পাদন কর, তোমার সুখের সীমা থাকিবে না, তোমার সকল কার্য্যই অকার্য্য হইবে, তোমার তাবৎ কার্য্যই বিশ্রাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া বোধ হইবে। তুমি ভিতরে বাহিরে, অগ্রে পশ্চাতে, শ্রমে ও বিশ্রামে তাঁহাকে লইয়া থাকিলে, তোমার অহং, মম, বিদূরিত হইবে, তোমার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিনষ্ট হইবে, তোমার সকল ক্লান্তির শান্তি হইবে। তাই কথিত হইয়াছে ঃ—

"মায়ের কোলে ঘুমাইব, মায়ের অঙ্গে মিশাইব,
মা ছেড়ে আর না আসিব, খেলিতে ত্রিনয়নি।"

(পরিব্রাজকের সঙ্গীত)।

এই বিশ্রামের ভক্তিরস তরঙ্গে শ্রোতৃবর্গকে ভাসাইয়া ও আপনি ভাসিয়া স্বামীজী নীরব হইলেন, হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল ও মা যোগেশ্বরীর আরত্রিক হইতে লাগিল, নানা বাদ্যের তুমুল তরঙ্গে মহামহোৎসবের আনন্দ কোলাহল ছুটিল ও আলোক মালায় মায়ের হাস্যমুখ দেখিয়া যোগাশ্রম যেন হাঁসিয়া উঠিল। তদনন্তর নরনারীবর্গের মধ্যে ৺ মায়ের প্রসাদ বিতরিত ও সভা ভঙ্গ হইল।

৬ষ্ঠ দিন—বেলা ৩টার পর সুসজ্জিত ধর্ম্ম নিকেতনে লোক সমাগম আরম্ভ হইল। মহারাষ্ট্রী "হরিদাস" হিন্দী ভাষায় হরিকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, সুর তাল লয় সহ সুমধুর স্বরে মহাভক্ত প্রহ্লাদের স্মরণ-ভক্তি-লীলা কীর্ত্তন করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাজা শেঠ, সাহুকার ও বিশ্বনাথপুর নিবাসী প্রধান প্রধান পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সাধারণ শ্রোতৃবর্গে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এদিকে বেদাদি গ্রন্থ পরিশোভিত সুসজ্জিত বেদিমণ্ডপ বেষ্টন করিয়া ঋক্, সাম, যজুঃ, ও অথর্ব্ব পাঠিগণ সুস্বরে বেদগান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মাল্য, চন্দন, মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা সহ পণ্ডিতবর্গের সৎকার ও শুশ্রূষা করা হইল। অবশেষে বেদাদি শাস্ত্রের আরতি ও প্রসাদ বিতরিত হইয়া সভা বিসর্জ্জিত হইল।

৭ম দিন—অপরাহ্ণ বেলা ৩টার পর ধর্ম্মনিকেতন ক্রমে লোক সমাগমে পরিপূর্ণ হইল, মহারাষ্ট্রী হরিদাস হরিকীর্ত্তনে শ্রোতৃমণ্ডলীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিতৃপ্ত করিলেন। তদনন্তর হিন্দীভাষায় পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহোদয়ের "সেবা ও শান্তি" বিষয়িণী বক্তৃতা হইল। নিথর নীরব হইয়া লোকে বক্তৃতা শুনিয়া হৃদয় মন পবিত্র করিল। স্বামীজীর কথিত-বিষয়ের সারমর্ম্ম এই যে—অভিমানী জীব কখনই নত হইতে চাহে না, "আমি শ্রেষ্ঠ" এই বুদ্ধি বিনষ্ট না হইলে সেবা বুদ্ধির উদয় হয় না, যে প্রথমে সেবক হয়, তাহারই প্রভুত্ব শক্তি জন্মে। সেবকের প্রতিভা যে অধিক, ইহা দেখাইবার জন্য ভগবান্ ধূর্জ্জটি ত্রিজগতের পতি হইয়াও ত্রেতাযুগে রামকিঙ্কর হইয়াছিলেন, গোলোকপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ কালে ব্রাহ্মণগণের পদধৌত করিয়া সেবকের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু সেবক জয় বিজয়ের জন্যই অজ ও অমর হইয়াও বারত্রয় ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পিতৃমাতৃ-সেবা, গুরু-সেবা সাধু-সেবা না করিলে ভগবৎ-সেবার পূর্ণ অধিকারী হওয়া যায় না। ভগবান্ রামচন্দ্র প্রভু, হনুমান তাঁহার দাস, রামচন্দ্র সেতু ব্যতীত সমুদ্র পারের উপায় দেখিলেন না, কিন্তু সেবক প্রভুর নাম প্রতাপে সমুদ্র পার হইয়া গেলেন, ইহাতে প্রভু হওয়া অপেক্ষা সেবক হওয়া যে ভাল, তাহাই প্রমাণিত হইল।

"সাহেব সে সেবক ভালে বিরাজে
ধ্রুবধাম বৈকুণ্ঠ পার।
বলি ঘর সাহেব সেবক ভয়ে
ভিক্ষা মাংনে হার॥
কহে গরীব শ্রীকৃষ্ণানন্দ
সেবা মহিমা জান্।
সেতু বাঁধ প্রভু তরে সমুদ্দর কুদগয়ে হনুমান॥
শ্রীকৃষ্ণ রত্নাবলী॥৭॥

লোকে দাস হওয়া অপেক্ষা প্রভু হইতে অধিক ভালবাসে। অনেকে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবদুপাসনা করা অপেক্ষা যোগী ও জ্ঞানী হইয়া "অহংব্রহ্মাস্মি"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন, এই ভ্রম ঘুচাইবার জন্য কথিত হইয়াছে যে প্রভু অপেক্ষা সেবক অধিক সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিয়া থাকে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈকুণ্ঠপতি স্বয়ং প্রভু এবং ধ্রুব তাঁহার সেবক, কিন্তু ভগবানের স্থান বৈকুণ্ঠপুরী অপেক্ষা ধ্রুবলোক অতি উচ্চ ও উত্তম স্থান এবং অনুপম উপকরণে গঠিত হইল। ভগবান্ প্রভু ও বলিরাজা তাঁহার সেবক, বলিরাজা দাতা হইলেন ও ভগবান্ সেবকের মান বাড়াইবার জন্য বামনাবতার দেহে ভিক্ষুকের—যাচকের—স্থান অধিকার করিলেন, কেবল তাহা করিয়াই ভগবানের ভক্ত-মর্য্যাদা বর্দ্ধনের সাধ মিটিল না, ভক্ত বলিকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং তাহার দ্বার রক্ষক হইয়া বিরাজমান রহিলেন, এখানেও দেখিতেছি সেবকের সম্মান ও স্বচ্ছন্দতা অধিক, আবার দেখা যাইতেছে পবননন্দন হনুমান সেবক ও ভগবান্ রামচন্দ্র সর্ব্ব-সামর্থ্য-সম্পন্ন প্রভু, কিন্তু জনক নন্দিনী সীতাকে উদ্ধার করিতে গিয়া লঙ্কা মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধার জন্য প্রভুকে সেতুবন্ধন করিতে হইল, কিন্তু সেবক হনুমান লৌকিক কোন সাহায্যই লইলেন না. কেবল ভক্তিপূর্ব্বক জয় রাম শ্রীরাম উচ্চারণ করিয়াই এক লম্ফেই সমুদ্র লঙ্ঘন করিলেন। এখানেও প্রভুঅপেক্ষা সেবকের অধিক পরাক্রমের পরিচয় হইল। দীনাতিদীন শ্রীকৃষ্ণানন্দ বলিতেছেন, সেবকের যে এত প্রতাপ মর্য্যাদা ও প্রভাব দেখিতেছ এ সমস্তই প্রভুর পদ সেবার মাহাত্ম্য মাত্র। অতএব জ্ঞানযোগে প্রভু না হইয়া ভক্ত সেবক হওয়াই ভাল। ভক্ত কবির কহিয়াছেন,

"কবির পহলে দাতা শিখ্ ভয়ে তন্ মন অর্পো শির্।
পাছে দাতা গুরু ভয়ে নাম দিয়া বকশিস্॥"

প্রথম দাতা শিষ্য. কেননা শিষ্যই প্রথমে শ্রীগুরু চরণে শরীর মন মস্তক দান করে শেষ কালে গুরু দাতা হয়েন বটে. তখন তিনি ভগবানের নাম (ব্রহ্মমন্ত্র) দিয়া শিষ্যকে পুরস্কৃত করেন। মহাত্মা কবিরও এখানে দাতার মধ্যে সেবাধিকারী শিষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন। যিনি প্রভুর সেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে জানেন ও পারেন, তাঁহার সকল দুঃখ ও অভাব বিদূরিত হয়, তাঁহার নিজের জন্য কিছুই চিন্তা করিবার থাকে না, পিতা মাতা যেমন শিশুর ভরণপোষণের ভার লয়েন সেইরূপ প্রভু সেবকের সকল ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। ভগবদুক্তিই আছে—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ গীতা ৯ম অঃ।

কিন্তু আমরা কখনও সেবক, কখনও প্রভু সাজি, এই জন্য এত দুঃখ পাই। যখন রাম রাম রাম রাম ইত্যাদি জপ, তপস্তুতি যোগাদি কার, তখন আমরা সেবক, আবার যখন সংসার কার্য্যে অহং কর্ত্তা, অহং ভোক্তা এইরূপ অভিমান করি, তখন আমরা প্রভু সাজিয়া বসি। দাসের কি কখন প্রভুর সিংহাসনে বসিতে আছে। দাস আমরা, সেবার অধিকারী আমরা, প্রভুর সেবা করিতে থাকিব, প্রভু আমাদের ইহ পরলোকের পাপতাপ মিটাইয়া চির শান্তি লাভের অধিকার দিবেন। তাঁহার সেবাই পরম শান্তি। স্বর্গসুখ বা সালোক্য সাযুজ্যাদি মুক্তি তাঁহার সেবায় অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু সেবার ন্যায় অনন্ত সুখপ্রসূতি আর কিছুই নাই। বক্তৃতা শেষ হইয়া গেলে হরিসঙ্কীর্ত্তন ও বেদাদি গ্রন্থের আরতি হইয়া প্রসাদ বিতরিত ও সভা বিসর্জ্জিত হইল।

৮ম দিন—অপরাহ্ণ বেলা ৩টার পর ধর্ম্ম-নিকেতনের সুসজ্জিত মণ্ডপে বেদাদি গ্রন্থ সংরক্ষিত হইল ও "হরিদাস" হরিকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ভক্তিরস পূর্ণ প্রহ্লাদ-চরিত্র কথা শ্রবণে সকলের হৃদয় সুশীতল হইল। তদনন্তর অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পরিব্রাজক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সাধুরাম শাস্ত্রী স্বামীজী "ভুক্তি" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করিলেন। তিনি শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির বহুল প্রমাণ সহ আসক্তি বর্জ্জিত ভোগ যে মুক্তিরই সাধকতা করিয়া থাকে, সমস্ত ফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যে জন্মান্তর পরিগ্রহের বীজ স্বরূপ প্রারব্ধ সঞ্চিত হয় না ও ভগবদর্পিত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধি মানবের অহংকর্ত্তেতি জ্ঞানের উপরম হওয়ায় ভুক্তিই যে মুক্তির ফলদাত্রী হইয়া দাঁড়ায় ইহা পরিপাটী রূপে হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া শ্রোতৃ-বর্গের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিলেন। তদনন্তর সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন শ্রদ্ধাস্পদ পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত বালানন্দ স্বামীজী মহোদয় সংস্কৃত ভাষায় "মুক্তি" বিষয়িণী বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার সুললিত ও সুমধুর ভাষায় শ্রোতৃবর্গ বিমোহিত হইলেন। শ্রুতি ও স্মৃত্যাদি হইতে বহু প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, যে দেহাত্মবুদ্ধি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তদাকারকারিত ভাবাপন্ন না হইলে প্রকৃত মুক্তিপদ ভাগী হওয়া যায় না, ষড় বিকার বিয়োগে মনে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধার উদয় হয়, তৎপর সদ্ গুরুর শুশ্রূষায় আত্মজ্ঞান লাভ হইলে জীবের ত্রিতাপ জ্বালা নিবৃত্তি ও নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ বক্তৃতাবসানে পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহোদয় সংক্ষেপে "ভক্তি" বিষয়ে এই মর্ম্মে কয়েকটী কথা উপদেশ করিলেন যে—নিষ্কাম কর্ম্ম ও অনাসক্ত চিত্তে ভোগ বা বৈরাগ্য ব্যতীত মুক্তি হয় না, মুক্তি না হইলে ভগবানের পরাভক্তি লাভে অধিকার জন্মে না; ভগবদ্ ভজনে ও সাধু সেবায় ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তি সমস্তই সুসিদ্ধ হয়। ভগবান্ সকলকেই এই তিনের অধিকার দান করুন। ওঁ হরি ওঁ

অতঃপর হরিসঙ্কীর্ত্তন, বেদাদি গ্রন্থের আরতি ও প্রসাদ বিতরিত হইয়া সভা বিসর্জ্জিত হইল।

ধর্ম্মোৎসব।

(উর্দ্দূ হইতে অনুবাদিত)

রামনগর।

রামনগর, পঞ্জাবের জেলা গুজরানওয়ালার অন্তর্গত উজরাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ১২ ক্রোশ দূরে চন্দ্রভাগানদীর তটে সংস্থিত। ইহার পূর্ব্বনাম ছিল রসুলনগর, মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজত্বকাল হইতে এস্থান

রামনগরে স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ। শঃ ১৮১৭, আষাঢ়। ইং ১৮৯৫।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামনগর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বসতি অল্প নহে, তবে এক্ষণে মুসলমানগণের প্রাদুর্ভাব বড় নাই। হিন্দুগণের মধ্যে মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজত্ব কালে এখানে অনেক জায়গিরদার সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার বাস করিতেন; এক্ষণে অনেকে লাহোর আদিস্থানে গিয়া বাস করিতেছেন; এখানকার মধ্যে এক্ষণে প্রধান আছেন—সর্দ্দার নেহাল সিংহ, কুসিয়াল সিংহ ও রায় বাহাদুর সর্দ্দার অম্বরিক সিংহ হাসানওয়ালিয়া। ইঁহারা ও এখানকার অনেকেই শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত। উক্ত সর্দ্দারগণ পূর্ব্বে অতীব ধনশালী ও ক্ষমতাশালী ছিলেন, কিন্তু শিখ সমরের পর ইংরাজ বাহাদুরের প্রতাপে ইঁহাদের সম্পত্তি ও ক্ষমতা অনেক পরিমাণে খর্ব্ব ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। বাহিরের বল শূন্য হইয়া গেলেও হৃদয়ের বল ইঁহাদের এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। এই রামনগরে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্যগণসহ শিখমণ্ডলীর মহাসমর হইয়াছিল, এই সমরে যে সকল ইংরাজ সেনাধীশ নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সমাধি-মন্দির একটী উদ্যানে বিনির্ম্মিত আছে। এই উদ্যানে বারদ্বারী নামে একটী কুটী আছে, কার্য্যোপলক্ষে রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারিগণ এখানে আসিলে এই বারদ্বারীতে অবস্থিতি করেন। রামনগর একটী গড়বন্দী ছোট সহর। সহরের চারিদিকে চারিটী ফটক, রাত্রিতে ফটক বন্ধ হইলে সহরের ভিতর হইতে কেহ সহসা বাহিরে যাইতে ও বাহির হইতে কেহ ভিতরে আসিতে পারে না।

অনেক দিন মুসলমান শাসনের প্রাদুর্ভাবে এ অঞ্চলে অনেক যাবনিক রীতি নীতি প্রবেশ করিয়াছে। শৌচাচার নাই বলিলেই হয়, নামে হিন্দু, কাজে মুসলমান অনেকেই। যদি গুরুনানক এ দেশে না জন্মিতেন, যদি তিনি লোকের নানাবিধ নির্য্যাতন ও নিন্দা সহ্য করিয়া ধর্ম্ম প্রচার না করিতেন তবে এতদিন নিশ্চয়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানকার সমস্ত হিন্দুই মুসলমান হইয়া যাইত। তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তিমাখা জলন্ত উপদেশ রাশি, বিজাতীয় সত্তায় প্রলীয়মান পাঞ্জাব প্রদেশকে রক্ষা করিয়াছে। এদেশের লোকে ঠাকুর দেবতার পূজা অধিক পরিমাণে না করিলেও সাধু শান্তের অতিশয় সেবা করিয়া থাকে।

"ভাগ্ হুয়া গুরু সন্ত্ মিলায়ে।
প্রভু অবিনাশী ঘর মে পায়ে॥"

গুরু নানকের এই অমোঘ বাণী পাঞ্জাব নিবাসিগণকে ভগবান্ ও সাধুতে অভেদভাব দেখিবার শক্তি সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছে। শিখ সম্প্রদায় যেমন সমরানল প্রজ্বলিত হইলে উন্মত্ত-হৃদয়ে সমর-তরঙ্গে নৃত্য করিয়া উঠে, তেমনি ভগবদ্ভক্তির প্রসঙ্গ ও সাধুসঙ্গ হইলে প্রেমাকুলিত-চিত্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যের তেজ ও চন্দ্রের শীতলতা সমভাবে শিখ হৃদয়ে বিদ্যমান আছে। এ দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রমশঃ সম্ভ্রান্ত ঘরের লোকে অনেক পরিমাণে সাবধান হইয়াছেন ও হইতেছেন। স্ত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই বেশ লেখা পড়া জানেন, গুরুমুখী অক্ষরে লিখিত মহাত্মা নানকের গ্রন্থ সাহেব, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, বিচার-সাগর আদি ধর্ম্মগ্রন্থই মহিলাগণ পাঠ করিয়া থাকেন। নাটক নভেল পাঠের রীতি পাঞ্জাবী স্ত্রীদিগের ভিতর এখনও প্রবেশ করে নাই।

সর্দ্দার অম্বরিক সিং বাহাদুর ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের একজন অতি অনুগ্রহ-ভাজন। ইনি প্রতাপী, বুদ্ধিজীবী ও ভগবদ্ভক্ত; বর্ম্মা-সমরে ইনি একজন ইংরাজপক্ষের সেনাধীশ ছিলেন; ইহার সমর চাতুরীর পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট মেডল, তরবারি ও জায়গির দান করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধাবধূত ৺বাবা দয়ালদাস স্বামীর নিতান্ত অনুরাগী ও পরিব্রাজক স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দের অতি অনুগত। সর্দ্দার বাহাদুর হিন্দু-রীতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসারে বর্ষাকালের মাস চতুষ্টয় সাধুপদসেবার জন্য বাবা দয়ালদাসের মণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক রামনগরে আনাইয়াছেন। বর্ত্তমান মণ্ডলীশ্বর স্বামী ভাস্করানন্দ প্রায় একশত পরমহংস সহ এখানে আসিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে বহুল-শাস্ত্রাধ্যাপক অদ্বৈতানন্দ স্বামী, স্বামী আনন্দপ্রকাশ, চৈতন্যদেব স্বামী আসিয়াছেন। এবং স্বামী বিশুদ্ধানন্দ স্বামী রামেশ্বরানন্দ, যোগীরাজ, স্বামী ব্রহ্মপ্রকাশজী আদি বিচক্ষণ পুরুষগণের সমাগমে রামনগর আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে। আবার কাশী হইতে স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দের সমাগমে এস্থান নিত্যোৎসব পূর্ণ বোধ হইতেছে।

রামনগর-নিবাসী গৃহস্থগণের আহ্লাদ রাখিবার স্থান নাই; এত সাধু একত্রে তাঁহারা ৪০ বৎসরের মধ্যে দর্শন করেন নাই। সাধুগণ নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিতেছেন, যে দিকে বেড়াইতে যাও, সেই দিকেই সাধু দর্শন। দলে দলে লোকসকল সাধু দর্শন করিতে যাইতেছে এবং ভগবৎ কথা ও সদুপদেশ শুনিয়া কৃতকৃত্য হইতেছে। কোথাও গীতা পাঠ, কোথাও সদ্‌গুরু-বাণীর ব্যাখ্যা কোথাও রামায়ণ ব্যাখ্যা ও কোথাও বাচনিক উপদেশ হইতেছে; প্রাণ ভরিয়া রামনগরবাসিগণ জ্ঞান, ভক্তির নীতিপূর্ণ তত্ত্বকথা শ্রবণে চিরতাপিত হৃদয় শীতল করিতেছেন। আবার প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য ১০।১২ ক্রোশ দূর হইতে নরনারীগণ দলে দলে আসিয়া মনঃপ্রাণ শীতল করিতেছেন। রবি ও বৃহস্পতিবারে রামনগরে রথযাত্রার ন্যায় বাহিরের লোকের সমাগম হইয়া থাকে। কত সংসারী, কত ভ্রান্ত পুরুষ যে এই ব্যাখ্যানে উপকৃত হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমি একজন চিরকালের নাস্তিক, আমি শ্রাদ্ধ, মূর্ত্তিপূজা, ভগবদুপাসনা কিছু মানিতাম না, এ পর্য্যন্ত কেহ আমাকে মানাইতে পারে নাই, আজ স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দের উপদেশামৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পানে আমার ভ্রান্তি ও সংশয়রাশি ছিন্ন ভিন্ন হইল, আমি জপ মালা ধরিয়াছি, আমার ন্যায় পাষণ্ডের মতিগতি ফিরিবে, ইহা কেহ কখনও ভাবে নাই, আমি ধন্য হইয়াছি।

সম্পন্ন গৃহস্থমাত্রেই সাধুগণকে ভিক্ষার্থ এক এক দিন নিমন্ত্রণ করিতেছেন। অগ্রে অগ্রে বীণা ও ভেরী বাজিতে থাকে, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যখন কাষায়-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসিগণ পথ দিয়া গমন করেন, তখন যে কি শোভা হয় তাহা বলা যায় না, দর্শনে ভক্তগণের প্রেমাশ্রু পড়িতে থাকে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মস্তকরাশি সাধুর চরণে বিলুণ্ঠিত হয়; ছোট ছোট বালক বালিকাগণ মস্তকে করপুট রাখিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া যখন সাধু চরণে "মাত্তা টেকে মহারাজ" বলিয়া প্রণাম করে, তখন দেখিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়, প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। রিক্তহস্তে সাধু দর্শন করিতে নাই, তাই লোকে বাতাসা, মিঠাই, এলাচি, বাদাম আদি লইয়া সাধু দর্শনে যায়, সাধুগণও তৎক্ষণাৎ তত্তাবৎ উপস্থিত লোকমণ্ডলীকে বিতরণ করিয়া দেন। এই উপলক্ষে দোকানদারগণ বাতাসাদি যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বাবা দয়ালদাসের শিষ্যমণ্ডলীতে কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল নাই। দণ্ডী, হংস, পরমহংস, উদাসী, বৈষ্ণব, বৈরাগী সকলেই এ মণ্ডলীতে সমভাবে সমাদৃত হয়েন। এখানে সাকার নিরাকারের হঠকারিতা নাই, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত সকলেরই এ মণ্ডলীতে সমান অধিকার। মণ্ডলীর সকল সাধুই সদাচারে ও ভক্তিভাবে জন সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। সাধু সমাগমে রামনগরের নাম সার্থক হইল।

"আজ হমারে আয়ে সন্ত্ সুজান্।
তন্ মন ধন বারুঙ্গী প্রাণ॥
চরণ কমল রজ জাঁরুঁ সীস্।
মানো আপ্ মিলে জগদীশ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তো কী মহিমা কহী ন যায়।
আট ষট্‌তীর্থ্‌ চরণো পায়॥
সন্তো কী মহিমা অপরম্পার।
পূর্ণ ব্রহ্ম মিলে করতার।"

(স্বাক্ষর) শ্রীশঙ্করদাস বর্ম্মা,
মাদ্রাসার হেড্‌ মাষ্টার, রামনগর।

বেদব্যাসের-উক্তি।

১৮১৭ শকাব্দ, বাঙ্গলা ১৩০২ সনের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের "বেদব্যাস" নামক মাসিক পত্রে "ধর্ম্ম আন্দোলন না হুজুগ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য ভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক এই পত্রিকাখানি সম্পাদিত। বেদব্যাসে এরূপ ভাবের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে, এরূপ আমরা আশা করি নাই। এ প্রবন্ধে শ্রীমৎ স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দের প্রতি অযথা কুৎসিত কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। তিনি সাধু, ও কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছেন; এই কূট কটাক্ষে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই, কেবল বিদ্বেষ্টৃবর্গের চিত্তবিনোদ ও সাধুহৃদয় পাঠকবর্গের মনোবেদনা হইয়াছে মাত্র। এরূপ কুৎসিত কথার উত্তর আমরা "ধর্ম্ম প্রচারকে" অনেকবার লিখিয়াছি ও অন্যান্য সংবাদপত্রেও অনেক সাধু-হৃদয় মহাত্ম কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ও দুর্গন্ধ উদ্‌গারের কথা লইয়া আর পাঠকবর্গকে বৃথা বিরক্ত করিতে চাই না। ভারতের চতুর্দ্দিকে স্বামীজীর ভূয়সী প্রশংসা ও বিমল প্রতিষ্ঠাই পরশ্রীকাতর হৃদয়কে এইরূপ প্রবন্ধ লিখিতে উৎসাহিত করিয়া থাকে। স্বামীজীর নিন্দা করিয়া তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত কার্য্যক্ষেত্রের হানি করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না, লোক সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মনিকেতনে ধর্ম্মোৎসব।

শকাব্দ ১৮১৭, কার্ত্তিক।

২২এ কার্ত্তিক হইতে ২৯এ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৮ দিন ধরিয়া আনন্দ কানন কাশীধামে "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা"র ১৭শ বর্ষীয় মহামহোৎসব মহানন্দহিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া গেল। আনন্দধামে আনন্দময়ীর আনন্দোৎসবে জীবের হৃদয় সুশীতল করিল। দেখিতে, শুনিতে, চলিতে, বলিতে সকলেই আনন্দভরা হইয়াছিল। আনন্দের বাজারে আনন্দের পসারা লইয়া আনন্দের উৎসব হইয়া গেল। দরিদ্রের স্বপ্নকালে রাজ্যলাভে যে আনন্দের উদয় হয়, মহাশ্মশানে নিদ্রিত হিন্দু সমাজের পক্ষে কয়েকদিনের জন্য এই আনন্দ রাজ্য তদ্বৎ ভোগ হইয়া গেল। সমাজ জাগিল কি আবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নিদ্রিত হইল তাহা জাগ্রৎ স্বপ্নের অতীত পুরুষই বলিতে পারেন। এই উৎসবে দেশী বিদেশী সাধু সন্ন্যাসী ত্যাগী বিরাগী, ভোগী যোগী জ্ঞানী মানী ধনী দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থ অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকলেই আগ্রহ পূর্ব্বক সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এইরূপ উৎসবই বিশ্বনাথ নগরীর উপযুক্ত শোভা।

১ম দিন—প্রাতে সূর্য্যকিরণ মালায় জগৎ উদ্ভাসিত হইল, সুসজ্জিত ধর্ম্মনিকেতনে উৎসবানন্দের সুখ-সমীরণ বহিল, উৎসাহে ধর্ম্মরাজ্যের বিজয়বাদ্য বাজিয়া উঠিল, প্রেমের লহরী খেলিতে লাগিল। বেলা ৯টার পর ধূমধাম সহ সাধুহৃদয় ভদ্রমণ্ডলী একত্রিত হইয়া ৺ঢুণ্ঢীরাজ গণেশ, ৺বিশ্বনাথজী, শ্রীঅন্নপূর্ণাজী, ও ৺শনৈশ্চরের যথাবিধি পূজাপাঠ করিয়া ১১টার সময় সকলে নৃত্য কুন্দন কীর্ত্তনসহ মা যোগেশ্বরীর যোগাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; তথায় সকলে মায়ের ফল মূল মিষ্টান্ন প্রসাদ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্ণ ৪টার সময় ধ্বজা পতাকা বাদ্যোদ্যমসহ ধর্ম্মনিকেতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে যাত্রা করিয়া চৌক, চৌখাম্বা হইয়া কালভৈরব দর্শন পূর্ব্বক বিন্দুমাধব পঞ্চগঙ্গা পর্য্যন্ত নগরসঙ্কীর্ত্তন হইল। কাশীর কত সেঠ, সর্দ্দার ও সম্ভ্রান্তগণ মাল্য চন্দন আদি সহ কীর্ত্তনকারিবর্গের সৎকার করিলেন; কত হরিনামের সুধাপানে বিহ্বল গৃহস্থ হরিরলুট ছড়াইয়া আনন্দে মাতিয়া গেলেন, তাহা কে গণনা করে। কয়েক ঘণ্টার জন্য কাশীক্ষেত্র হরিনাম সুধাসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গে টলমল করিয়া উঠিল। ধন্য নামের মহিমা! কত পাষাণহৃদয়ে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইল। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে যোগাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মা যোগেশ্বরীর আরত্রিক দর্শন করিলেন ও মিষ্টমুখ করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

২য় দিন—অপরাহ্ণ ৪টার সময় পুনর্ব্বার পূর্ব্ব দিনের ন্যায় ধূমধামে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইল। এ দিনও জন কোলাহলে ও হরিনামের মহারোলে ও প্রেমানন্দের প্রবলহিল্লোলে লোকের হৃদয় পুলকিত হইল। অগস্ত্যকুণ্ড, গণেশমহল্লা, কেদারনাথ, দশাশ্বমেধ আদি হইয়া দলবল সহ কীর্ত্তনকারিগণ যোগাশ্রমে ফিরিলেন ও ৮ মার আরতি দেখিয়া মিষ্টমুখে বিদায় লইলেন। এ দিনের সঙ্কীর্ত্তনে রাজা, জমীদার, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই মিলিত হইয়াছিলেন ও পথে হরির লুটের ধূম পড়িয়া গিয়াছিল।

৩য় দিন—অপরাহ্ণ ৫টার সময় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমের সঙ্গে মনের তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে নানা বাদ্যোদ্যম সহ সকলে ধর্ম্ম-নিকেতন হইতে জাহ্নবীর তটে দশাশ্বমেধ ঘাটে গমন করিলেন। তথায় পূর্ব্ব হইতেই বহুতর ভদ্রমণ্ডলী ও মহিলাবর্গ সমবেত হইয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনও সমাপ্ত হইল আর, অশেষশাস্ত্রজ্ঞ সাধুহৃদয় মহাত্মা শ্রীমৎ চৈতন্যদেব স্বামী অতি গম্ভীর স্বরে হিন্দীভাষায় জ্ঞানোপদেশ দান করিলেন। তাঁহার প্রকৃতি-গম্ভীর জ্ঞান-গর্ভ উপদেশে শত শত লোক তৃপ্তিলাভ করিল। মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষসংশ্রয় এই তিনটী যে দুর্লভ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপুরুষ কাহাকে কহে, তাঁহাদের লক্ষণ কি, তাঁহাদের সঙ্গলাভে কি ফলোদয় হয়. ইত্যাদি জীবোদ্ধারের অত্যাবশ্যক প্রসঙ্গগুলি শ্রৌত, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক ও সদ্‌গুরুবর্গের বাণী প্রমাণে পরিপাটী রূপে বুঝাইয়া দিলেন। উদাহরণ গুলি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তদনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় সুমধুর ও ভক্তিগদ্‌গদ ভাষায় একটী বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার অনেক কথাই প্রেম-সুধাসিক্ত ও সরল হৃদয়ের সুখের সামগ্রী হইয়াছিল। অবশেষে কতকগুলি পণ্ডিতপ্রমুখ বহুতর লোকের নিতান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহোদয়কেও বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র, কিন্তু শুনাইলেন অনেক সার কথা। ভক্তিমাখা বেদান্তবিচার, এরূপ সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় না। তিনি যাহা বলিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই :—

ঘোর বজ্রতাড়নার গভীর গর্জ্জনে লোকে ভীত ও চকিত হয় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ বৃষ্টির শীতল ধারাপাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে? দেহধারণে দুঃখের পর দুঃখ, বিপদের পর বিপৎপাত হয় জানিয়াও মানবদেহে ভগবৎ কৃপাদৃষ্টির বৃষ্টি হয় বলিয়া লোকে এ দুঃখময় দেহ ধারণে ইচ্ছা প্রকাশ করে। কৃষকগণ বারিধারা চায়, আর যাহার পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ী সে ভীতচিত্তে বলে, বৃষ্টি বন্ধ হইলে বাঁচি। বৃষ্টি ভাল কি মন্দ তাহা কে জানে, কিন্তু বৃষ্টি যাহার অনুকূল সে বলে হওয়া ভাল, আর বৃষ্টি যাহার প্রতিকূল সেই উহা চায় না। বস্তুতঃ ভাল মন্দ পদার্থ জগতে নাই। মনের অবস্থাবিশেষে প্রতিবিম্বিত হইয়া একই বস্তু কোন সময় ভাল ভাল বোধ হয়, আর এক সময়ে তাহাই আবার মন্দ বোধ হয়। একই কার্য্য এক সময়ে উপকারী ও সময়ান্তরে অপকারী হয়। আমি যাহাকে ভাল বলি, তুমি হয়ত তাহাকেই মন্দ বল. কেন? আমার মনের অবস্থানুসারে আমার যাহা ভাল লাগে তাহাকে আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল বলি। তোমার মনের অবস্থানুসারে উহা তোমার প্রতিকূল, তাই উহাকে তুমি মন্দ বলিলে। বস্তুতঃ উহা ভালও নহে, মন্দও নহে। মনের অবস্থারই ভাল মন্দের তারতম্যে আমরা কাহাকেও ভাল বলি, কাহাকেও মন্দ বলি। সবুজ চশমা চ'খে যার, সকল সবুজ তার। আপনার মন ভাল হইলেই সকলকেই ভাল দেখি। সূচী স্বয়ং ছিদ্রযুক্ত তাই পঞ্চাশ টাকা গজের কিংখাপ, মকমলকেও ছিদ্রযুক্ত করিয়া দেয়; সেইরূপ আমার মনের দোষে আমি সকলকে দোষযুক্ত মনে করি। আবার সূত্র যেমন সূচীর পশ্চাতে পশ্চাতে কাপড়ের ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেয়, তদ্রূপ যিনি সাধু তিনি পরচ্ছিদ্র বিলুপ্ত করিতে থাকেন। ভাল বা উত্তম, ভগবান্ ভিন্ন কেহ নাই; তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনি জানেন—ভাল কি? আমরা নিজ দুর্ব্বুদ্ধি দোষে বৃথা ভালমন্দ বিচারে ক্লেশ পাইয়া থাকি। সেই উত্তমশ্লোককে উত্তমরূপে জানা তাঁহার কৃপা ব্যতীত হয় না, কিন্তু তাঁহার কৃপারও সীমা নাই, দীনভাবে মাথা পাতিয়া থাকিলে বৃষ্টি ধারার ন্যায় কৃপাদৃষ্টি হইয়া থাকে; জীব! আপৎ বিপৎ, ক্লেশ নিন্দা আদি বজ্র নির্ঘোষে ভীত হইও না, ভগবানের কৃপাদৃষ্টির শীতল বৃষ্টিধারা মাথায় পাতিয়া লও, জীবন সার্থক কর ইত্যাদি। অতঃপর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে চলিয়া আসিলেন।

৪র্থ দিন—প্রাতঃকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে ধ্বজা পতাকা পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত জলযানে সকলে আরোহণ পূর্ব্বক কেদার ঘাট, মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা আদি ভ্রমণ করিলেন। জলযানের উপরিভাগে নানা বাদ্যের তুমুল রোলে আকাশ উন্মাদিত এবং ভিতরে মধুর মৃদঙ্গ করতালসহ হরিনামের লহরী খেলায় শ্রোতৃবর্গের মনঃপ্রাণ বিগলিত হইতেছিল। গঙ্গার তরঙ্গে হরিনামের প্রেমতরঙ্গ মিশিয়া সুশোভিত জলযান যেন বিকশিত কমলের ন্যায় কাশীধামের পদতলে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছিল।

অপরাহ্ণে কাকিনা রাজার সত্রালয়ে পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজী মহোদয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। বিষয় ছিল "ঘরে না বাহিরে।" ব্যাখ্যান জ্ঞান-গম্ভীর ও ভক্তিমাখা মাধুরীময় হইয়াছিল।

৫ম দিন—অপরাহ্ণে মা যোগেশ্বরীর পবিত্র যোগাশ্রমে উৎসব সভার অধিবেশন হয়। আশ্রম একেই সুশোভিত, তাহাতে আজ আবার বিশেষ রূপে শৃঙ্গার হারাবলিতে সুসজ্জিত। শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দের চিত্ত সমাগম মাত্রেই আনন্দে পুলকিত হইয়াছিল। আজ বক্তৃতা করিলেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ স্বামী। ইনি ধর্ম্মপ্রচার জগতে অতি সুপরিচিত। পূর্ব্বাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন, ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান প্রচারক ছিলেন। সাধন কার্য্যে ব্রাহ্ম-সমাজের অসমীচীনতা দেখিয়া, সনাতন-ধর্ম্ম ভিন্ন সাধনশীল হইবার সুগম উপায় আর কোন সম্প্রদায়ে ভালরূপে নাই বুঝিয়া তিনি হিন্দু রীতিতে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়া ও সদ্‌গুরু সমীপে দীক্ষিত হইয়া আজ হিন্দু ধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড়াইয়া যোগাশ্রমে বড় মধুর ব্যাখ্যান করিলেন। বিষয় ছিল "সুখ ও শান্তি।" বক্তৃতাবসানে সঙ্কীর্ত্তন ও মায়ের আরতি হইয়া প্রসাদ বিতরিত ও সভা বিসর্জ্জিত হইল।

৬ষ্ঠ দিন—অপরাহ্ণে যোগাশ্রমে বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তা শ্রীমৎ পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী। বিষয় "না না মেয়ে।" তদনন্তর সঙ্কীর্ত্তন হইল ও মায়ের আরতি ও প্রসাদ বিতরিত হইয়া সভা বিসর্জ্জিত হইল।

৭ম দিন—অপরাহ্ণে বেলা ২টার পর সুসজ্জিত ধর্ম্মনিকেতনের সুশোভিত উচ্চ বেদিতে ঋক্ সামাদি বেদচতুষ্টয় পরিরক্ষিত হইল। দেখিতে দেখিতে সভা লোকাকীর্ণ হইয়া গেল। কাষায় কৌপীনধারী কৃতবিদ্য সাধু পরমহংসগণ সভার একদিকে ও অপরদিকে কাশীর সম্মানিত পণ্ডিতপুঞ্জ, অন্যদিকে বেদ-বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিবর্গ এবং আর একদিকে শিক্ষিত ভদ্র শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমতঃ মহারাষ্ট্রী হরিদাস সুমধুর স্বরে ও সুললিত তানে শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিয়া শ্রোতৃ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

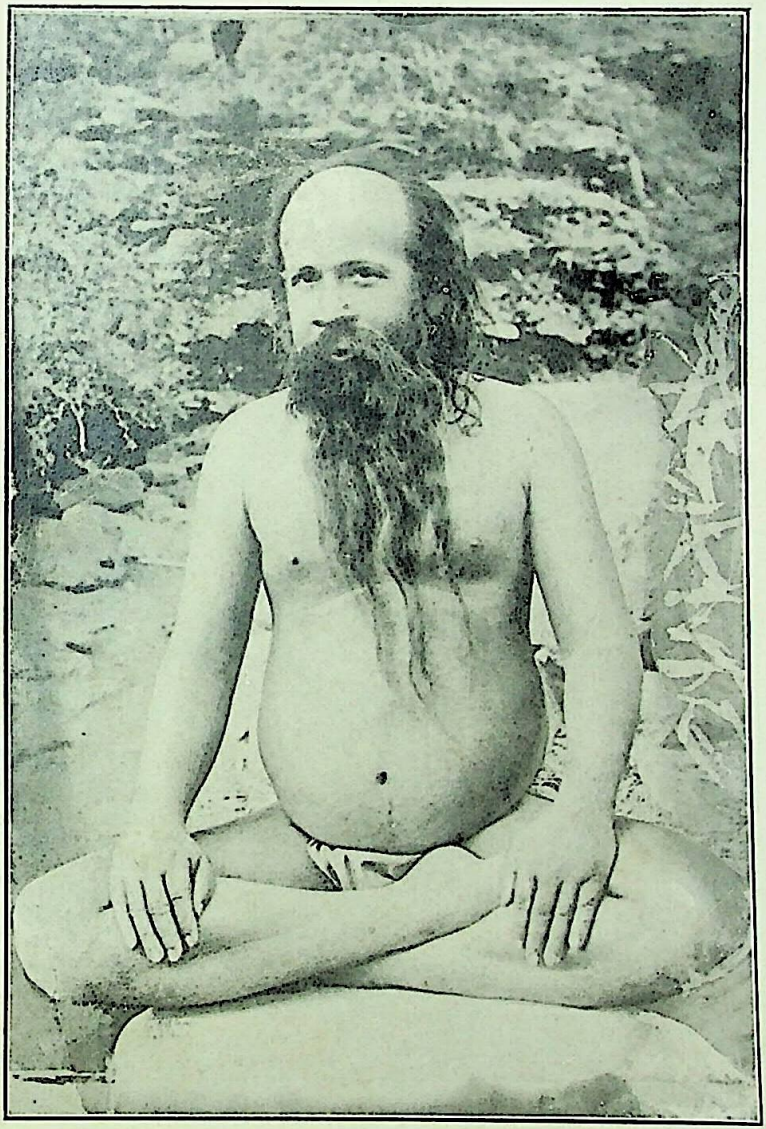

শ্রীমৎ রামানন্দ স্বামী

(পূর্ব্বাশ্রমে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন) [পৃঃ ৬১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দের হৃদয় আকর্ষণ করিলেন, তদনন্তর মান্যবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমাচরণ ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন কবিরাজ মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় একটী সুললিত বক্তৃতা ও বেদ-পাঠিগণ ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদচতুষ্টয় মধুর স্বরে গান করিলেন। তৎপরে যোগ্য বিদ্যার্থিগণকে পারিতোষিক বিতরিত হইল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি. আই. ই. মহোদয় সভাধিষ্ঠাতার আসনে বসিয়া উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে বিদ্যার্থিবর্গকে পুস্তক বিতরণ করিলেন ও সংস্কৃত ভাষায় ভদ্রমণ্ডলী ও পণ্ডিতপুঞ্জকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে. লুপ্তপ্রায় বেদ-বিদ্যার পুনরুত্থানার্থ প্রযত্ন জন্য পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী আমাদের সকলেরই অতিশয় ধন্যবাদার্হ। কিন্তু ধনী, মানী, বিদ্যাবান্‌গণের ইঁহাকে যথাযথ সহায়তা করা কর্ত্তব্য. কেননা একজনের উপর গুরুতর ভার ন্যস্ত করিয়া আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই বিদ্যালয়ের সহায়ক ও সহানুভাবক। বেদবিদ্যার উন্নতিসাধন সনাতনধর্ম্মী মাত্রেরই কল্যাণদায়ী ইত্যাদি। তদনন্তর প্রায় একশত সম্মানিত পণ্ডিতকে মাল্য, মিষ্টান্ন ও মুদ্রা সহ সৎকার করা হইল। অবশেষে বেদগ্রন্থের আরতি. হরিসঙ্কীর্ত্তন হরিরলুট ও প্রসাদ বিতরিত হইয়া সভা বিসর্জ্জিত হইল।

৮ম দিন—অপরাহ্ণ ৩টা বাজিতে না বাজিতে ধর্ম্মনিকেতন ধর্ম্ম-শুশ্রূষু নরনারীতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। প্রথমতঃ অতি মনোহারিণী রীতিতে মহারাষ্ট্রী হরিকীর্ত্তন (শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন) শ্রোতা মাত্রেরই হৃদয় দ্রবীভূত করিল। তদনন্তর অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীমৎ চৈতন্যদেব স্বামী "ভোগ ও বৈরাগ্য" বিষয়িণী একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার ওজস্বিনী-ভাষা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানপূর্ণ উপদেশে সকলেই পরম উপকৃত হইলেন। ভোগী বিষয়ী অপেক্ষা বিরাগী সাধুর মুখে যে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের কথা অধিক ভাল লাগে ও অধিক মর্ম্মস্পর্শী হয় তাহা আমরা বুঝিলাম। বক্তৃতাবসানে হরিসঙ্কীর্ত্তন ও বেদগ্রন্থের আরতি ও প্রসাদ বিতরিত হইয়া সভা বিসর্জ্জিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। ধর্ম্মনিকেতনে ধর্ম্মোৎসব সাধুহৃদয় হিন্দু মাত্রেরই মহামহোৎসব বলিয়া পরিগণিত।

ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের ভবনে "সাধু-শুশ্রূষালয়" সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটী সভা আহূত হয়। সাধুরা পীড়িত হইলে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষার জন্য কোন ব্যবস্থা তখন কাশীতে ছিল না। এই অভাব দূর করিবার জন্য এখানে এই সর্ব্ব প্রথম উদ্যোগ। সভায় অনেক মান্যবর ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন— মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদাদাস মিত্র, গিরীশচন্দ্র দে, হরিমোহন ঘোষ, প্রতাপচন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র ঘটক, রাধাকৃষ্ণ দাস, শ্যাম দাস, সুরেশ্বরনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র গোস্বামী, যাদবচন্দ্র মিত্র, গিরীশচন্দ্র কুণ্ডু, প্যারীমোহন দত্ত, ডাক্তার শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী, শ্রীমৎ গোবিন্দানন্দ স্বামী, শ্রীমৎ দয়ানন্দ স্বামী প্রভৃতি মহাত্মগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

"সাধু-শুশ্রূষালয়" স্থাপনের উদ্যোগ। অগ্রহায়ণ, ১৮১৭ শঃ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং বাবু সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পোষকতায় শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দজী সাধু শুশ্রূষালয় সংস্থাপনের আবশ্যকতা অতি সরল এবং সহজ হিন্দী ভাষায় সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তৎপশ্চাৎ স্বামী গোবিন্দানন্দ তাঁহার পোষকতা করিয়া হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতঃ সভ্যদিগকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন।

ধর্ম্মোৎসব।

শকাব্দ ১৮১৮, শ্রাবণ ও ভাদ্র; ইং ১৮৯৬।

অনন্তর ভক্ত দিগের অনুরোধে বাধ্য হইয়া শ্রীমৎস্বামীজী মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতায় গমন করিলেন। স্থানীয় হরিসভার উদ্যোক্তৃগণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয়ে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে রামপুরহাটে নামিতে হয়।

রামপুর হাটে গমন ও বক্তৃতা।

এই সভার বার্ষিকোৎসবে মনোহরসাহী কীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ-ভোজন, নগর সঙ্কীর্ত্তন ও ভগবৎপূজাদি হইয়াছিল। শ্রীমৎ স্বামীজী একদিন বঙ্গভাষায় ও একদিন হিন্দীভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কাঁইজুলি হরিসভার ভক্তগণও এ শুভ অবসর ছাড়িবেন কেন? তাঁহারাও বিশেষ অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক স্বামীজীকে তাঁহাদের গ্রামে লইয়া গেলেন, সভার মহোৎসবের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া গেল। সেখানেও হরিসঙ্কীর্ত্তনের মহারোলে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইয়া উঠিল। স্বামীজীর মুখ-নির্গলিত উপদেশ রাশিতে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে প্রেমাবেশ সঞ্চারিত ও জ্ঞানালোকের বিমল কিরণ বিকীর্ণ হইল।

মহম্মদবাজার কাঁইজুলী এবং কুণ্ডলায় স্বামীজীর গমন।

কাঁইজুলী হইতে কুণ্ডলা নিবাসী জমীদারবর্গ শ্রীমৎ স্বামীজীকে নিজ গ্রামে লইয়া গেলেন। স্বামীজীর গ্রাম মধ্যে প্রবেশ মাত্রেই মহোৎসব পড়িয়া গেল। পুষ্প-পল্লবসজ্জিত তোরণ-দ্বারের উপরিভাগে নহবৎ বাজিতে লাগিল, ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজে তাঁহার শুভাগম সূচিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে হরি হরি ধ্বনিতে আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুমধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। যে তিন দিন স্বামীজী সেখানে ছিলেন, তাঁহার উপদেশদানের বিরাম ছিল না বলিলেও হয়। তিনি একদিন সভায় প্রকাশ্য ভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তথাকার সজ্জনগণের প্রার্থনায় স্বামীজী দশহরার দিন ৺ শ্রীসর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের সম্মুখে স্বহস্তে হরিসভার গৃহ নির্ম্মাণার্থ "শিলা-ন্যাস" (ভিত্তি-স্থাপন) করিলেন। সাধু সঙ্কল্পে, সাধু-হস্তে, সাধু-কার্য্যের সূত্রপাত হইল, সাধুর হৃদয়ে দেবতার কৃপায় এ কার্য্য অবশ্যই সুসম্পন্ন হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুণ্ডলার জমীদার মান্যবর শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বাবু, কৃপাসিন্ধু বাবু, জ্ঞানেন্দ্র বাবু ভোলানাথ বাবু আদি প্রায় সকলেই হরিসভার অনুরাগী। তাই তাঁহাদিগের সাধু-সঙ্কল্প-মূলক সাধুকার্য্যের সূত্রপাত সাধুর হস্তেই হইল দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কুণ্ডলা হইতে শ্রীমৎ স্বামীজী কলিকাতায় গমন করেন। নিতান্ত অনুরুদ্ধ ও গৃহস্থের ভক্তিভাবে বাধ্য হইয়া তিনি বটতলায় ৺ জয়নারায়ণ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে ১৫ দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তথায় শুশ্রূষু ও উপদেশ লাভেচ্ছু সজ্জনগণের অতি জনতা হইত। শিক্ষিত ও পদস্থ ভক্তিমদ্‌বর্গের প্রায়ই সমাগম হইত। ধর্ম্ম ও সাধন সম্বন্ধীয় কূট প্রশ্নের সিদ্ধান্ত ও সমন্বয়ে স্বামীজীর অনেক সময় অতিবাহিত হইত। ভক্তগণের সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনে গৃহ আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিত। শ্রীমৎ স্বামীজীকে একদিন বহুবাজার সাধনসমিতির প্রকাশ্য সভায় ও আর একদিন বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলে উপদেশ দান করিতে হইয়াছিল। স্বামীজীর শুভ সমাগমের সম্মানার্থ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ একদিন স্কুল বন্ধ রাখিয়াছিলেন। স্বামীজীর সুমধুর উপদেশে কত সহস্র সহস্র লোক যে উপকৃত, তাহা বলিতে পারা যায় না।

স্বামীজীর কলিকাতায় গমন।

ধর্ম্মনিকেতনে ধর্ম্মোৎসব।

শকাব্দ ১৮১৮, কার্ত্তিক।

বিগত ৪ঠা কার্ত্তিক হইতে ১২ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত নয়দিন আনন্দ-কানন বারাণসীধামে, "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা"র ১৮শ বর্ষীয় মহামহোৎসব ও বেদবিদ্যালয়ের মহাধিবেশন হইয়াছিল। এই মহোৎসবের সমস্ত কার্য্যই অতি সমারোহে ও আনন্দসহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রতি বর্ষে এই মহোৎসব জগদ্ধাত্রী পূজার সময় হইত; কিন্তু দুর্গোৎসবের দীর্ঘাবকাশে ভারতবর্ষের দিগ্দিগন্ত হইতে অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মানুরাগী ভক্তবৃন্দ কাশীধামে আসিয়া থাকেন, তাঁহারা উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে এই উৎসবে যাহাতে সম্মিলিত হইতে পারেন, সেই সুবিধার জন্য তাঁহাদের অনুরোধে এবার বিজয়া দশমীর পর ত্রয়োদশী হইতে মহোৎসব আরম্ভ হইল; এবং প্রতি বর্ষে এই নিয়মেই উৎসব হইবে ইহা স্থির হইয়াছে। এই মহোৎসবে দেশী, বিদেশী, সাধু, সন্ন্যাসী, ত্যাগী, বিরাগী, ভোগী, যোগী, ধনী, মানী, জ্ঞানী, ধ্যানী, ভদ্র, দরিদ্র, গৃহস্থ আদি সকল অবস্থার লোকই আগ্রহাতিশয়সহ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহামহোৎসব ভিন্ন বিশ্বনাথপুরীর শোভা হইবে কেন?

১ম দিন—সূর্য্যোদয় মাত্র সুসজ্জিত ধর্ম্মনিকেতনে উৎসবের বাতাস বহিল, উৎসাহের বিজয় বাদ্য বাজিয়া উঠিল। বেলা ৯টার সময় অতিশয় সমারোহপূর্ব্বক সাধুহৃদয় জনমণ্ডলী একত্রিত হইয়া ৺ঢুণ্ঢীরাজ গণেশ, ৺বিশ্বনাথ, ৺অন্নপূর্ণাজী ও ৺শনৈশ্চরের যথাবিধি ও যথা বিহিতোপচারে অর্চ্চনা করিয়া ১১টার পর সকলে হরিসঙ্কীর্ত্তনোন্মাদে নৃত্য করিতে করিতে "মা যোগেশ্বরী"র যোগাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; তথায় মায়ের পূজান্তে সকলে ফল মূল মিষ্টান্ন প্রসাদ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

অপরাহ্ণ ৪টার সময় ধ্বজা পতাকা বাদ্যোদ্যমসহ ধর্ম্মনিকেতন হইতে যাত্রা করিয়া চৌক ও চৌখাম্বার ভিতর দিয়া বিন্দুমাধব, পঞ্চগঙ্গা পর্য্যন্ত নগর সঙ্কীর্ত্তন হইল। কাশীর কত সেঠ সাহুকার ও কত সম্ভ্রান্ত লোকে প্রীতিপূর্ব্বক মাল্য চন্দনাদিসহ, কীর্ত্তনকারিগণের সেবা করিলেন। হরিনাম সুধাপানে মাতোয়ারা কত গৃহস্থ হরিরলুট ছড়াইয়া ও পুষ্পবৃষ্টি করিয়া আনন্দ করিল তাহার গণনা কে করিবে? কয়েক ঘণ্টার জন্য কাশীধাম হরিনাম সুধাসিন্ধুর প্রবল তরঙ্গে টলমল করিয়া উঠিল। নামের গুণে পাষাণ মনেও ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার হইল। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে যোগাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগেশ্বরীর আরত্রিক দর্শন পূর্ব্বক প্রসাদ সেবনে মিষ্টমুখ করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

২য় দিন—অপরাহ্ণ ৪৷৷০ টার সময় কাশীতল-বাহিনী জাহ্নবীর তটে দশাশ্বমেধঘাটে বহুজনাকীর্ণ মণ্ডলী সমবেত হইল। হরিনামের মহারোলে ও সুরধুনীর পবিত্র হিল্লোলে, ভক্ত মণ্ডলীর শ্রোত্র ও নেত্র জুড়াইয়া গেল। সাধু-হৃদয় শ্রীমান্ পাঁচকড়ি রায় মহাশয় সরল ভাষায়, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ও নবীন ধর্ম্মভাবের ও অবস্থার অবতারণা করিয়া একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিলেন. তচ্ছ্রবণে সকলে সুখী হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দান করিলেন। যাঁহার সুমধুর কথা শুনিবার জন্য দিগ্দেশের লোক উৎকর্ণ হইয়া থাকে, সেই পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি মহোদয়, শরীর অসুস্থ থাকিলেও লোকানুরোধে বাধ্য হইয়া প্রায় একঘণ্টাকাল একটী অতি সারগর্ভ ও মনোহারিণী বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতাটী দার্শনিক বিচারের উত্তপ্ত খোলায় ভাজিয়া প্রেমের রসে ডুবান হইয়াছিল। বক্তৃতাবসানে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইলে পর সকলে অবকাশ গ্রহণ করিলেন।

৩য় দিন—প্রাতঃকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে পতাকা পুষ্প মালাদি দ্বারা জলযান সুসজ্জিত হইল, ছাদের উপর বিজয় বাদ্য এবং ভিতরে মধুর মৃদঙ্গনাদে, হরিনামের গগন-স্পর্শী ধ্বনি উঠিয়া গঙ্গাতটস্থ শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণকুহর পবিত্র করিল। ভগবানের নামভরা নৌকাখানি একটী সুচিত্র কমলের ন্যায় ধীরে ধীরে ভাসিতে ভাসিতে কেদার ঘাট, মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা, পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া ভক্তগণের প্রীতিবৃদ্ধি করিয়াছিল।

অপরাহ্ণ ৪টার সময় কাকিনা রাজার সত্রালয়ে পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিমহোদয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। বিষয় ছিল "আকাঙ্ক্ষা ও আবশ্যকতা"। শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীতে সভা পরিপূর্ণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তার জ্ঞান গম্ভীর ভক্তিমাখা মধুর বাণীতে সকলের হৃদয় সুশীতল হইল। অবশেষে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও হরির লুঠ হইয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

৪র্থ দিন—অপরাহ্ন বেলা ৩টার পর মা যোগেশ্বরীর পবিত্র যোগাশ্রমে মহোৎসব ও সভার অধিবেশন হয়। যোগাশ্রম একেই সর্ব্বদা সুশোভিত, তাহাতে আজ আবার নানারূপ শৃঙ্গারহারাবলিতে সুসজ্জিত হইয়াছে। যোগাশ্রমের নিম্নতল ও দ্বিতল শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, বক্তা শ্রীমান্ পাঁচকড়ি রায় মহাশয়* অতি সুমধুর ভাষায় "আত্মতত্ত্ব বিচার" ব্যাখ্যান করিলেন। ব্যাখ্যানে প্রাচীন ঋষিদিগের এবং নব্য ইউরোপীয় দার্শনিক তত্ত্ব সমালোচিত হওয়ায় সকলের প্রীতি জন্মিয়াছিল। বক্তার বলিবার প্রণালী অতি পরিপাটী ও লোকপ্রিয় বলিয়া বোধ হইল। বক্তৃতাবসানে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, মায়ের আরতি ও প্রসাদ বিতরিত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

৫ম দিন—অপরাহ্ন বেলা ৪টার সময় যোগাশ্রম অতিশয় জনাকীর্ণ হইয়াছিল। আজ মায়ের ধামে মায়ের নামের মহিমা গান করিবার জন্য বক্তা "মায়ের ছেলে" শ্রীমৎস্বামীজী। বক্তব্য বিষয় ছিল "মায়ের পূজা"। তিনি যখন জ্ঞানের বাতাসে ভাবের উচ্ছ্বাসে প্রত্যেকের হৃদয়াকাশে প্রেমাবেশের সুধাবিন্দু বিতরণ করিতে লাগিলেন—তখন সভায় এমন কেহ ছিল না যাঁহার হৃদয়-গ্রন্থি ফাটিয়া নয়নকোণ ফাটিয়া প্রেমের অশ্রু না ছুটিয়াছিল। এমন কি কাহারও কাহারও রোদনরোলে সভা আকুলিত হইয়াছিল। মায়ের প্রকৃত পূজা করিতে হইলে হৃদয় যেরূপ প্রীতিপূর্ণ হওয়া চাই, সেই সময় প্রায় প্রত্যেকের হৃদয় তদ্ভাবাপন্ন

* পাঁচকড়ি বাবু বরাহনগর হাই স্কুলে একজন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক ছিলেন। ইনি স্বামীজীর একজন প্রধান ভক্ত শিষ্য, ইঁহার অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে ধর্ম্ম প্রচারকের অঙ্গ তখন সুশোভিত হইত; ঐ গুলি গভীর ভাব ব্যঞ্জক ও ধর্ম্মার্থপূর্ণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল। স্বামীজীর বক্তৃতায় যেমন ভাবের প্রকৃত বিকাশ হয় এরূপ অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। বক্তৃতা শেষ হইয়া গেলে, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, মায়ের আরতি, তৎপরে প্রসাদ বিতরণ হইয়া গেলে সভা ভঙ্গ হইল।

৬ষ্ঠ দিন—অপরাহ্ণ বেলা ২টার পর পতাকা, পুষ্পমালা ও চিত্র-পটাদি দ্বারা সুসজ্জিত ধর্ম্মনিকেতনের সুশোভিত বেদির উপরে ঋক্, সাম, যজুঃ অথর্ব্ব এই বেদ-চতুষ্টয় রক্ষিত হইল, ও লোক সমাগমে সভা সমাকীর্ণ হইয়া গেল। সাধু সন্ন্যাসিগণ সভার একদিকে, অপর দিকে কাশীর সম্মানিত বিদ্বজ্জনমণ্ডলী, অন্যদিকে বেদ-বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিবর্গ, এবং আর একদিকে নানা দেশীয় শিক্ষিত ভদ্র শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দ আসন গ্রহন করিলেন। প্রথমতঃ মহারাষ্ট্রী হরিদাস রাগ, তাল, মানসহ ভগবৎ-লীলা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিলেন। তৎপরে বেদ-পাঠিগণ ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব ক্রমান্বয়ে এতদ্বেদ-চতুষ্টয়ের মন্ত্রমালা মধুরস্বরে গান করিলেন। তদনন্তর যোগ্য বিদার্থি বর্গকে পারিতোষিক বিতরণ করা হইল। কাশী সংস্কৃত কলেজের সম্মানিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় সভাধিষ্ঠাতার আসনে সুশোভিত ছিলেন। সভা মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গঙ্গাধর শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামমিশ্র শাস্ত্রী প্রমুখ একশত পণ্ডিত সভাস্থ হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে মাল্য-চন্দন, মিষ্টান্ন ও মুদ্রাসহ সৎকার করা হইল। পরিশেষে বেদিস্থ বেদের আরতি, হরিসঙ্কীর্ত্তন, হরিরলুট ও প্রসাদ বিতরিত হইয়া সভা বিসর্জ্জিত হইল।

৭ম দিন—অপরাহ্ণ বেলা ৩টা বাজিতে না বাজিতে ধর্ম্মনিকেতন ধর্ম্ম-শুশ্রূষুবর্গের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সভারম্ভে মহারাষ্ট্রী হরিদাস ভগবৎ-লীলাময়ী কথায় মনোহর ধ্রুবচরিত্র গান করিয়া শ্রোতৃমাত্রেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয় প্রেমসুধা সিক্ত করিয়া দিলেন। তদনন্তর মান্যবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমাচরণ ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন মহাশয় সংস্কৃত বাঙ্গালা ভাষায় একটী সুললিত বক্তৃতা করিলেন। তদবসানে পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয় মনোহারিণী হিন্দীভাষায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "সংগ্রাম ও শান্তি"। বক্তার বচন-রচনা-চাতুর্য্যে, ভাবের গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যে লোকমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিমোহিত হইয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন এবং আনন্দে গদ্‌গদ হইলেন। বক্তৃতাবসানে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, বেদব্রহ্মের আরতি এবং হরিরলুঠ ও প্রসাদ বিতরিত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

৮ম দিন—অপরাহ্ণ ৩টাও বাজিল, মহারাষ্ট্রী হরিদাস মনোহর সুরে হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সভাস্থল লোকাকীর্ণ হইয়া উঠিল। ভগবানের রুক্মিণী-হরণ-লীলা কীর্ত্তিত হইল। লীলারস পানে লোকের তাপিত হৃদয় শীতল হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকা দত্তব্যাস সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় সুললিত হিন্দীভাষায় একটী বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতা মধ্যে বৃন্দাবনবিহারী লোকলীলাকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণসহ রাসলীলার নিগূঢ় রসমাধুরী ব্যাখ্যাত হইল। বক্তৃতা শ্রবণে ভক্তগণের ভগবদনুরক্ত হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তৎপরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী হিন্দীভাষায় একটী বক্তৃতা করিলেন। শ্রীমৎ স্বামীজী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভা এবং সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা সমূহের দ্বারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে কত উপকার হইয়াছে এবং বেদ-বিদ্যালয়ের যথোচিত উন্নতি হইলে ভারতের কত কল্যাণ সাধিত হইবে ইত্যাদি বিষয় অতি উত্তেজনা পূর্ণ ভাষায় বক্তা লোক সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। এতৎ বক্তৃতাবসানে জেলা চম্পারণের অন্তর্গত মাঝৌলীর অধিপতি (বেথিয়াধীশ ৺বৃদ্ধ মহারাজার জামাতা) মান্যবর শ্রীযুক্ত শ্যামশিবেন্দ্র সাহী মহাশয় নানা কবিতাপূর্ণ ভাষায় কলিযুগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের নাম সাধনাই যে প্রধান সম্পত্তি ইহাই ব্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যান শ্রবণে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরিশেষে বেদ-ভগবানের আরতি, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, হরিরলুঠ ও প্রসাদ বিতরিত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

৯ম দিন—অপরাহ্ণ বেলা ৪টার সময় অতিশয় ধূমধামের সহিত হরিনামের নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইল। অতিশয় জন কোলাহলে হরিবোলের মহারোলে ও প্রেমানন্দের প্রিয় হিল্লোলে লোকের হৃদয় পুলকিত হইল। অগস্ত্যকুণ্ড, গণেশমহল্লা, কেদারনাথ, দশাশ্বমেধ আদি হইয়া দলবলসহ কীর্ত্তনকারিগণ যোগাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তথায় মা যোগেশ্বরীর আরতি দর্শন করিয়া প্রসাদ ভোজনে মিষ্টমুখে সকলে বিদায় লইলেন।

এই বর্ষের মহোৎসব এইখানেই শেষ হইল। ভগবান্ সকল হৃদয়ে ধর্ম্মভাব, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের অধিক হইতে অধিকতর রূপে সঞ্চার করিয়া দিন। প্রত্যেক গৃহের প্রত্যেক কার্য্যে, প্রতি হৃদয়ের প্রতি-স্পন্দনে সকলে যেন মহামহোৎসব অনুভব করিতে পারেন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(জীবন-যজ্ঞ)

অষ্টম অধ্যায়।

যোগাশ্রম-প্রতিষ্ঠা ও বিভূতি-বিকাশ।

(শঃ ১৮১১। ইং ১৮৯০)

কয়েক বর্ষ হইতে চিরকুমার পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহোদয় সাধন ভজন করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র ও একান্ত স্থানে থাকিবার ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত ছিলেন। কিছু দিন তিনি পূজ্যপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করস্বামীর সম্প্রদায়ের কাশীস্থ নির্ব্বাণী মঠে বাস করিয়া নিজ ইষ্ট-কার্য্য সাধন করিতেন। কাশী হইতে যে পথটী প্রয়াগাভিমুখে গিয়াছে, কাশীর লোক-নিবাস ছাড়াইয়াই সেই পথের দক্ষিণ পার্শ্বেই এই "নির্ব্বাণাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত। এ আশ্রমে সন্ন্যাসী ব্যতীত অপর কাহারও থাকিবার নিয়ম নাই। ফলবান্ বৃক্ষ সমূহ, কূপ ও নির্জ্জন ভজনালয় আদিতে আশ্রম স্থানটী দেখিতে অতিশয় মনোরম। পরিব্রাজক মহোদয় সভার কার্য্যালয়ের আবশ্যকীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক অধিকাংশ সময় এই একান্ত পবিত্র আশ্রমে অতিবাহিত করিতেন। স্থানটী স্বাধ্যায় ও আত্মযোগাভ্যাসের উপযুক্ত ও অনুকূল। সময় সময় সৎসঙ্গিগণ আশ্রমে গিয়া অনেক জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়া আসিতেন। রাত্রিতে পরিব্রাজক মহাশয় একক সাধনাভ্যাসে নিরত থাকিতেন।

একদিন রাত্রিতে নিতান্ত নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া পরিব্রাজক মহাশয় মনের আবেগে গাইলেন--

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যা আছে কপালে আমার তাই যদি মা ঘটিবে,
জয় দুর্গে শ্রীদুর্গে বলে কেন মাগো ডাকি তবে।
ব্রহ্মময়ী নাম ধর, জীব সঞ্চারিতে পার,
কপাল ফিরাতে নার, কলঙ্ক যে রটিবে॥"

অমনি জগজ্জননী যেন অবোধ সন্তানকে তাড়নার ছলে নিজ জ্যোতির্ম্ময় উত্তমাঙ্গ মাত্র প্রকটিত করিয়া বলিলেন—"কি উপযুক্ত পুত্রই হইয়াছে, তাই মায়ের কলঙ্ক রটিবে।" অমনি পরিব্রাজক গাইলেন—

"কপাল ফিরাতে নার, এ কথা কে শুনিবে।"

কত জন্মজন্মান্তরীণ পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যফলে পরিব্রাজক আজ আবার মাকে দেখিলেন। নিজ অপরাধ স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রি কাটিয়া গেল। মনের দুঃখ মনে রাখিয়া পরিব্রাজক প্রাণের টানে সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পথে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে সেখানে তাঁহার মনোমত বিজন-বাসের বাধাবিঘ্ন দর্শনে একটী স্বতন্ত্র আশ্রম নির্ম্মাণে তাঁহার ইচ্ছা হইল। অমনি একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া আশ্রমের পত্তন করিলেন। কাঙ্গালের কুটীরের মত একটী ক্ষুদ্র আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় একাকী একান্ত থাকিবেন ও সাধন ভজন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে কুটীর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল।

যোগেশ্বরি ত্বাং শিরসা নমামি।

কাশী-যোগাশ্রম

স্থানটী কিরূপ?

অবিমুক্ত পুরী কাশীধামের যে অংশ ৺বিশ্বনাথের অন্তর্গৃহ বলিয়া প্রসিদ্ধ, স্বামীজীর মনোনীত স্থানটী তাহারই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অন্নপূর্ণার মন্দিরের অদূরেই সংস্থিত। এই স্থানটী বিশ্বেশ্বরের নিজস্বই ছিল। তাঁহার সেবক পূজকগণ গয়াধামে গমন করিয়া তীর্থ দক্ষিণা স্বরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশী-যোগাশ্রম [পৃঃ ৬৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে ইহার সত্ত্ব সমর্পণ করিয়া আসেন। গদাধরের পূজকগণ আবার প্রয়োজন বশতঃ এই ভূমিখণ্ড হস্তান্তরিত করেন। পরিশেষে এই ভূমিখণ্ড "যোগাশ্রম" জন্য ক্রীত ও মা যোগেশ্বরীর চরণে অর্পিত হওয়ায় ইহা দেব-সেবাতেই থাকিল। এটী আবার একটী সিদ্ধ স্থান।

যোগাশ্রমে ভূগর্ভ খনন কালে মানব পরিমিত ভূমির নিম্নে ভস্মরাশি পরিপূর্ণ একটি কুণ্ড বা ধুনি বাহির হইল। বোধ হয় কোন যোগীর নিভৃত নিলয় রূপে বহু বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থান সাধকের দিব্য-শক্তিপূত ছিল। কে জানিত, ধরণী গর্ভস্থ যোগাসন আজ পুনরাবিষ্কৃত হইয়া ব্রহ্ম-সমাধির সুস্নিগ্ধ ক্ষেত্র হইবে? কে জানিত, এই যজ্ঞাগ্নির জ্বালামালা-পূত বিভূতি রাশি আজ ভক্ত হৃদয়ের অন্তস্তল বাহিনী প্রেমমন্দাকিনীর পবিত্র ধারায় বিধৌত হইবে! ধন্য যোগেশ্বরীর যোগমায়ার মহিমা।

আশ্রমটী কত বড়?

আশ্রমটী নির্ধন সন্ন্যাসীর উপযোগী শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট গুহা, মণ্ডপ, বেদি, কূপ ও প্রাকার বেষ্টিত হইয়া পরিসমাপ্ত হইবারই সংকল্প ছিল। কিন্তু পরিব্রাজক মহাশয় ধর্ম্ম-প্রচার যাত্রায় প্রায়ই ভারতের দিগ্‌দিগন্তে পরিভ্রমণ করায় আশ্রম নির্ম্মাণ কার্য্যে বড়ই বিশৃঙ্খলা হইত। তিনি একদিকে কার্য্য আরম্ভ করিতে নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্থপতিগণ নিজ নিজ বুদ্ধি বিচারে যাহা ভাল মনে করিত, তদনুসারে অন্যদিকে গাঁথিয়া ফেলিল। এইরূপে যেন কোন গুপ্ত বিধি-বিধানেই আশ্রমটী একটু পরিসর হইয়া দাঁড়াইল। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে যোগী ব্যতীত কোন শিল্পীরই অভিজ্ঞতা কার্য্যকারিণী হয় না। যোগাশ্রমটী যোগ-শাস্ত্রোক্ত যোগমঠের লক্ষণানুসারে গঠিত হইয়াছে। যথা হঠযোগ প্রদীপিকায়াং—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"স্বল্পদ্বারমরন্ধ্রগর্ত্তবিবরং নাত্যুচ্চনীচায়তম্।
সম্যগ্ গোময়সান্দ্রং লিপ্তমমলং নিঃশেষজন্তূজ্ঝিতম্॥
বাহ্যে মণ্ডপ বেদিকূপরুচিরং প্রাকার সম্বেষ্টিতম্।
প্রোক্তং যোগমঠস্য লক্ষণমিদং সিদ্ধৈর্যোগভ্যাসিভিঃ॥"

যোগমঠে একটী ভূগর্ভে গুহা চাই, তাহার দ্বার ক্ষুদ্র হইবে, কোন দিকে জানালা বা গবাক্ষাদি কোন ছিদ্র থাকিবে না, ইহা অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন হইবে না। গুহা গোময়লিপ্ত, বিশুদ্ধ ও আনন্দপ্রদ হওয়া চাই, এবং যেন তথায় মশকদংশক আদি না থাকে। বহির্দ্দেশে একটী কূপ, বেদি ও মণ্ডপ এবং চতুর্দ্দিকে প্রাকার (প্রাচীর) পরিবেষ্টিত থাকা চাই। যোগাশ্রমে যোগমঠের নিয়মানুসারে সকলই রচিত হইয়াছে।

যোগাশ্রমে মা অন্নপূর্ণার শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা কেন হইল?

এক দিন গুহাগহ্বর মধ্যে পরিব্রাজক মহাশয় নিজ নিয়মিত আরাধনা সমাপন পূর্ব্বক যখন ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন, মর্ম্মে প্রতিধ্বনি করিয়া গুহা মধ্যে কে যেন বলিলেন,

"তুমি এ গৃহ প্রস্তুত করিলে কেন?"

পরিব্রাজক মহাশয় ধ্বনি শুনিয়া চকিত হইলেন ও সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে মা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। অমনি উত্তর করিলেন, "একাকী একান্তে থাকিব বলিয়া।" আবার শুনিলেন, "তোমার থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র গৃহের প্রয়োজন কি? তোমাকে কাছে রাখিবার জন্য কত লোক আগ্রহ প্রকাশ করে; তুমি যেখানে যাইবে, যত্ন ও সম্মানের সহিত স্থান পাইবে। এ গৃহ তোমার নহে, এ গৃহে আমি থাকিব, তুমি আমার গৃহে থাকিও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। জগত্তারিণীর অতুল দয়া দর্শনে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, নয়নে প্রেমের ধারা বহিতে লাগিল। অমনি গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "মা তুমি সত্যই দীন দয়াময়ী, নতুবা যে কখন তোমার বিধিবৎ সাধনা করে নাই, কেবল তোমার নামের মহিমা শুনিয়া তোমার ধামে আসিয়াছে মাত্র, তাহার প্রতি এত করুণা করিবে কেন? মা! আজ তুমি আমাকে মহাব্যাধির মহৌষধ প্রদান করিলে। আমি সদাই ভাবিতাম, যে, এই আশ্রম সম্পূর্ণ হইয়া গেলে লোকে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, এ আশ্রমটী কার? আমাকে বলিতে হইত, এটী "আমার।" মা! "আমার" এই বোধটুকু জীবের মহাব্যাধি। ইহা তোমার চরণামৃত সেবন ব্যতীত কোনরূপ যোগযাগ তপ জপে আরোগ্য হয় না। তুমি এখানে অধিষ্ঠান করিবে এবং তোমার এই আশ্রমে এ দুঃখীকে আশ্রয় দিবে, মা! আজ আমি ইহা জানিয়া ধন্য হইলাম। আমাকে আর "আমার আশ্রম" বলিতে হইবে না, আমার উপসর্গ কাটিয়া গেল। তোমার কৃপায় এখন "আমার" এই শব্দটী হইতে "আ" উপসর্গ মিটিয়া গেল। আজ হইতে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, যোগাশ্রম "আমার" নহে, ইহা "মার"। ত্রিলোক তারিণী মা! তোমাকে প্রণাম করি। আজ হইতে এ দীনাতিদীনকে তোমার করিয়া রাখ।"

বাহিরে আসিয়া মা অন্নপূর্ণার শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য—তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য পরিব্রাজক মহাশয়ের চিত্ত ব্যাকুল হইল। তিনি ভাবিলেন, আশ্রম তো দ্বিতল হইল, মার থাকিবার স্থানও দ্বিতল হওয়া চাই; মাকে নীচে রাখিয়া আমি উপরে থাকিব কিরূপে? অমনি পশ্চিমদ্বারী দ্বিতল গৃহ এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইল যে, সিংহাসনে বিরাজমানা মাকে পথগামী পথিকগণ, প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান দর্শকগণ পর্য্যন্ত দর্শন করিতে পারিবে। যোগাশ্রমে যোগানুষ্ঠানের প্রারম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে না হইতেই দুরারাধ্যা মা যোগেশ্বরীর দয়াদৃষ্টি পড়িল দেখিয়া সাধকের হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। সাধক মায়ের আশ্রমটী নানাবর্ণে চিত্রিত, বিবিধ বিচিত্র চিত্র পটে ও নানা মূল্যবান্ সামগ্রীতে সুসজ্জিত করিলেন। স্থানটী সন্ন্যাসীর কুটীর হইতে গিয়া কৈলাস বাসিনীর সুরম্যশালা হইয়া দাঁড়াইল। লীলাময়ী মা! তুমি তো চিরদিনই কাশী নিবাসিনী, সেবককে কৃতার্থ করিবার জন্য আবার বুঝি লীলা বিস্তার করিলে!

এত ব্যয় সংকুলান হইল কিরূপে?

প্রথম হইতে বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত যোগাশ্রম নির্ম্মাণে ও স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনে ছয় সহস্র টাকার অধিক ব্যয় পড়িয়াছে। পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রণীত গীতার্থ-সন্দীপনী সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম সংস্করণ (সহস্র খণ্ড, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৭৲ টাকা), ভক্তি ও ভক্ত, পঞ্চামৃত, নীতিরত্ন-মালা প্রভৃতি কতিপয় পুস্তকের উপস্বত্ব হইতে প্রধানতঃ এবং তদ্ব্যতীত তাঁহার অনুগত ও অনুরাগী ভগবদ্ভক্তগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত আনুকূল্য হইতে এই ব্যয় সংকুলান হইয়াছে। নতুবা নির্ধন সন্ন্যাসীর পক্ষে এরূপ ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব ছিল। মা রাজরাজেশ্বরী যাঁহার সহায়, তাঁহার আবার অভাব কি?

যোগাশ্রমের স্বত্বাধিকার।

যোগাশ্রম মায়েরই সম্পত্তি রহিল। মা অনুরক্ত ভক্তগণের, সুতরাং যোগাশ্রমও ভক্তগণের আনন্দলীলা ভূমি হইয়া রহিল। পরিব্রাজক মহাশয়ের অবিদ্যমানে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের বা বর্ত্তমান আশ্রমের কোন উত্তরাধিকারী একাকী বা আংশিক রূপে এ সম্পত্তির স্বত্বে স্বত্ববান হইবেন না। উইলের মর্ম্মানুসারে যোগাশ্রমের কার্য্য চলিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সংকল্প।

কোন না কোন সাধু সংকল্পে পুণ্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী নিষ্কাম, স্বর্গাদি কামনা তাঁহার নাই। পরিব্রাজক মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রম সম্বন্ধে তাঁহার পূজ্যপাদ পিতাঠাকুর মহাশয় (৺ঈশ্বরচন্দ্র সেন) তাঁহার জন্ম ভূমি জেলা হুগলীর অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামে সুরধুনীর তীরে সজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং মাতাঠাকুরাণী (৺ভবসুন্দরী দেবী) সজ্ঞানে ৺কাশীলাভ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের স্ব স্ব সুকৃতিই তাঁহাদিগকে সুরলোকে লইয়া গিয়াছে; তাঁহাদের স্বর্গার্থ সংকল্প করিবারও প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ পরিব্রাজক মহাশয়ের ন্যায় আশ্রম ত্যাগী সন্ন্যাসীর তাহাতে অধিকারও নাই। এই জন্য পরিব্রাজক মহাশয় "সকল মনুষ্যের স্বধর্ম্ম বুদ্ধি বৃদ্ধি হউক" এই সাধু সংকল্পে মার শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ত্রিজগন্মাতা সকলেরই অন্তঃকরণে জ্ঞান ও ভক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য আবির্ভূতা ও অধিষ্ঠিতা হইলেন।

মায়ের অধিবাস।

শারদীয়া শুক্লা সপ্তমীতে বাদ্যোদ্যম সাজসজ্জা সহিত মায়ের অধিবাস হইল। ভক্তিমতী কুলললনাগণ গঙ্গোদক, শ্রী, সজ্জিত সূর্প আদি সহিত মার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পুরোহিত বিধি পূর্ব্বক পূজা পাঠাদি করিলেন। ভক্তগণ বসিয়া মার প্রতিমাকে নানা স্বর্ণাভরণে সাজাইয়া দিলেন। সুসজ্জিত প্রতিমা বেদিকার উপরে রক্ষিত হইল। সকলে মায়ের ভুবন ভরা রূপের ছটা দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে পরিব্রাজক মহাশয় কি জানি প্রেমের কি আবেশে বিহ্বল হইয়া "মা আসিলে কি?" এই বলিয়া মার চিবুকে হাত দিয়া ছোট মেয়েটীর মত আদর করিলেন। বলিতে কি, উপস্থিত ব্যক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্রেই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, মায়ের আনন্দ ভরা মুখে একটু নূতন হাসির বিকাশ হইল! সেই ভক্তের মন ভুলানো হাসি এখনও আছে। দর্শক মাত্রেরই তখন শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল।

শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

শকাব্দ ১৮১২ (সন ১২৯৭) ৫ই কার্ত্তিক শারদীয়া মহাষ্টমী মহাতিথিতে কাশী-যোগাশ্রমে মা অন্নপূর্ণার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। আজ ভারতে-কাশীতে-যোগাশ্রমে মহামহোৎসব। তাই শরতের নির্ম্মল আকাশে সপ্তমীর শশী হাসিতে হাসিতে, কৌমুদীর খেলা খেলিতে খেলিতে, কুমুদিনীর হাসিমাখা মুখখানি দেখিতে দেখিতে স্বচ্ছ সরোবরে নিজ নির্ম্মল মুখখানি কুমুদিনীর প্রতিবিম্ব সহ মিলাইতে মিলাইতে যেন ক্লান্ত হইয়া অষ্টমীর ঊষার কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। মহাষ্টমীর মহাক্ষণে মহামায়ার আবির্ভাব দেখিবে বলিয়া বালারুণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া যোগাশ্রমের দিকে কর প্রসারণ করিলেন। মার আগমন আকাঙ্ক্ষী হইয়া মন্দিরের চিত্র রূপে দেবগণ ঋষিগণ করযোড়ে ও কালদণ্ড করে লইয়া ভৈরবনাথ আজ মার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। জয়া বিজয়ার হাসি আর ধরে না, নন্দী ও ভৃঙ্গীর আনন্দ, নৃত্য, সিংহ ও বৃষভের প্রেমের মিলন হইয়াছে। এ দিকে মলয় পুণ্য গন্ধ হইয়া যত ফুলের পরাগ লইয়া আশ্রমের প্রাঙ্গণে মূর্ত্তিমান। আজ সুকণ্ঠ বিহঙ্গকুল মার আশ্রমের চারিদিকে নিজের ভাবে, নিজের সুখে কত গানই করিতেছে। পাত্রে পাত্রে রাশি রাশি ফুল আসিয়া পড়িয়াছে। পুণ্যতোয়া নদী সকল ঘটে ঘটে ও হুতাশন যজ্ঞকুণ্ডে। কাছাড়, শিলচর, কুচবিহার, শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ রাজসাহী, বিলমাড়িয়া, ঢাকা, মৈমনসিংহ, কলিকাতা, বরাহনগর, বীরভূম, কুণ্ডলা, গুপ্তিপাড়া, বর্দ্ধমান, বেহার, ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, খুল্না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঁকীপুর, লক্ষ্মীসরাই, মোজফরপুর, বক্সর, মোগলসরাই, গয়া, গজা, মুর্শিদাবাদ, রামপুরহাট প্রভৃতি দূরাদ্দূরতর দিগ্‌দিগন্ত হইতে সমাগত এবং স্থানীয় ভক্তবৃন্দ বেদিকার চারিদিকে। অবধূত-শিষ্য নিষ্কাম সন্ন্যাসী আজ জাতি কুল গোত্র বিহীন হইয়াও জগতের হিত কামনায় যজমানের আসনে বসিয়াছেন। ভক্তগণ আজ সর্ব্বত্র সর্ব্ব কার্য্যে। চারিদিকে মঙ্গল বাদ্য, স্তোত্র পাঠ, সংকীর্ত্তন ও মন্ত্র ধ্বনি। যাজ্ঞিকগণ এখন দেব ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। মন্দির হইতে ৺অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তিদ্বয় প্রাঙ্গণের যজ্ঞমণ্ডপে আনীত হইল। জয় জয় ধ্বনিতে আশ্রমের আকাশ পরিপূর্ণ হইল। সকলের মস্তক ভূমি চুম্বন করিল। যথা শাস্ত্র যজ্ঞ, হোম, পূজা পাঠ ইত্যাদি হইয়া গেল। মা অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির "যোগেশ্বরী" ও বিশ্বনাথ মূর্ত্তির "যোগেশ্বর-নাথ" নাম করণ হইল। এই উপলক্ষে পরিব্রাজক মহাশয়ের বিরচিত তিনটী সঙ্গীত গান হইল। মার ভোগারতি সমাপ্ত হইলে নিমন্ত্রিতগণ মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিলে পর মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাপ্ত হইল, এবং যাঁহারা মহাষ্টমীর ব্রত করিয়া রহিলেন, তাঁহারা সন্ধ্যার পর মায়ের আরাত্রিক হইয়া গেলে প্রসাদ পাইলেন।

বিদ্বজ্জন সভা।

অপরাহ্নে যোগাশ্রমে কাশীস্থ শাস্ত্রজ্ঞ বিখ্যাত বিদ্বন্মণ্ডলীর সমাবেশ হইল। প্রথমে মৃগাজিনোপরি আসন সম্বদ্ধ যজুর্ব্বেদিগণ যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র সকল উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বরে পাঠ করিলে পর বায়ুমণ্ডল স্তম্ভিত ও মোহিত করিয়া সামগায়ী সুস্বর লহরী তানে আকাশ পরিপূর্ণ করিলেন। পণ্ডিতবর্গ মধ্যে "বর্ত্তমান কালে ধর্ম্মহানির নানা কারণ" সমালোচিত হইল এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক সকল ও কতিপয় সংবাদ পত্র ও অন্যান্য কতক গুলি পুস্তক দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরূপ অবমাননা হইতেছে, তাহাও প্রদর্শিত হইল; এবং পরিণামে সিদ্ধান্ত হইল এই যে, সনাতন ধর্ম্মের গ্লানিকর পুস্তক যাহাতে কেহ পাঠ না করেন ও ধর্ম্মদ্বেষী সংবাদ পত্র যাহাতে কোন হিন্দু গ্রহণ না করেন, তজ্জন্য ধর্ম্ম সভা মাত্রেরই অথবা হিন্দু মাত্রেরই প্রযত্ন করা আবশ্যক। অতঃপর মাল্য, চন্দন, মিষ্টান্ন, মুদ্রাদি সহ পণ্ডিত বিদায় ও প্রতিমা দর্শন পূর্ব্বক সভাভঙ্গ হইল।

সন্ধ্যার পর মহাষ্টমীর মহাপূজার মহানন্দ পড়িয়া গেল। ভক্তগণ পূজাবসানে মহানন্দে মহামায়ার প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। পরদিন ব্রাহ্মণ ভোজন হইল। দীন দুঃখীগণ মহাভোজনে পরিতৃপ্ত হইল। তৎপর আরও কয়েক দিন ধরিয়া ভোজনাদি ধুমধামের মহানন্দের তরঙ্গ বহিল।

জয় মা যোগেশ্বরী কী জয়। মা! এক্ষণে ভারতের প্রাণ রূপিণী হইয়া ভারতকে নিজ শক্তিযোগে অনুপ্রাণিত কর। তোমার যোগাশ্রমের জয় হউক।

সেবা চলিবে কিরূপে?

পরিব্রাজক মহাশয়ের ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি কতক গুলি পুস্তকের উপস্বত্ব মার চরণে অর্পিত ও উৎসর্গীকৃত হইল, তাহা হইতে মায়ের সেবা চলিবে। ইহাতে যথাযোগ্য সংকুলান না হইলে মা আপনিই সমস্ত চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইবেন।

কৃপাময়ীর প্রতিমা সজ্জা।

যখন মা অন্নপূর্ণার যোগাশ্রমে আবির্ভূতা হইবার ইচ্ছা ব্যক্ত হইয়াছিল, তখনই পরিব্রাজক মহাশয় মনোময়ী—প্রাণময়ী মাকে—সদ্ভক্ত-কল্পলতিকা সর্ব্বান্তর্যামিনী মাকে বলিয়াছিলেন, "মা! এ তো তোমার যে সে মূর্ত্তি নহে, এ যে মা, তোমার মণিকাঞ্চন জড়িত রাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতা ও শ্রীশ্রীযোগেশ্বরনাথ

[পৃঃ ৬৩৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজেশ্বরী মূর্ত্তি। আমার ন্যায় পথের ভিখারী এ ত্রিজগন্মনমোহিনী মূর্ত্তিকে সাজাইবে কোথা হইতে? যদি দয়া করিয়া আসিতে চাহিয়াছ মা, তবে নিজ অঘটন ঘটন পটীয়সী মহিমা বিস্তার পূর্ব্বক সাজিয়া গুজিয়া যোগাশ্রমে আবির্ভূতা হও।"

দান দয়াময়ী মা স্থানে থাকিয়া ভক্তের কথা কাণে শুনিলেন। প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে, মা বলিয়া কাঁদিলে ভক্তের সাধ না মিটাইয়া মা থাকিতে পারেন না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থ ভক্তমণ্ডলীর প্রেম সূত্রের গুচ্ছ মা নিজ করে আকর্ষণ করিয়া যোগাশ্রমের ঠাট বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিব্রাজক মহাশয় লোক সমাজে অতি পরিচিত, যোগাশ্রমে মা অন্নপূর্ণার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইবে, একথা লোকের মুখে মুখে বিদ্যুদ্বেগে দূর দূর দেশে প্রচারিত হইল। পরিব্রাজক মহাশয়কে যাঁহারা অনুরাগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা মায়ের প্রতিষ্ঠার নামে নাচিয়া উঠিলেন; যেন এ কার্য্যটী তাঁহাদিগের নিজ নিজ জীবনের একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পরিব্রাজক মহাশয় আশ্রম ত্যাগী সন্ন্যাসী, এই অতিব্যয়সাধ্য গুরুতর কার্য্য তাঁহার দ্বারা কিরূপে সম্পাদিত হইবে, ইহা অনেকেরই ভাবনা হইল। ভক্তগণ ভাবিলেন, মা অন্নপূর্ণার কৃপা দৃষ্টি যাঁহার উপর পড়িয়াছে, তাঁহার আবার অভাব কি? কশ্যপ গৃহে ভগবান্ বামনদেবের যজ্ঞোপবীত উপলক্ষে মা অন্নপূর্ণাই তো নারদ-নিমন্ত্রিত ত্রিভুবন নিবাসিগণকে ভোজন করাইয়াছিলেন। অনেকেই ভাবিলেন, মা অন্নপূর্ণার সেবায় আমিও কিছু সাহায্য করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

ভাস্কর যখন মায়ের প্রতিমা পাষাণ কাটিয়া নির্ম্মাণ করিতেছিল, সেই সময় পরিব্রাজক মহাশয় ভাস্করকে বলিয়াছিলেন যে, মায়ের শ্রীঅঙ্গের কোন ভূষণ তুমি প্রস্তরে নির্ম্মাণ করিও না, কেবল মুকুট খানি পাষাণে রচনা করিয়া দিও। কেননা, স্বর্ণের মুকুট বহু মূল্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীঘ্র না হইলেও হইতে পারে। মায়ের প্রতিমার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের গহনা গুলি যখন প্রায় আসিয়া পৌছিল, তখন একদিন সন্ধ্যার সময় কাশী বেদ-বিদ্যালয়ের লেখাধ্যক্ষ মহর্ষি প্রতিম শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও অন্য একজন ভদ্র লোকের সঙ্গে সদ্বার্ত্তালাপ প্রসঙ্গে পরিব্রাজক মহাশয় বলিলেন যে, আমি ভাস্করকে মায়ের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার দিবার জন্য যে যে স্থান খালি রাখিতে বলিয়াছিলাম, সেই সকল স্থানের স্বর্ণাভরণ প্রায়ই আসিয়াছে। মায়ের মুকুট পাষাণে নির্ম্মাণ করিতে বলিয়াছি বলিয়া তাহার প্রসঙ্গ কোন ব্যক্তিই করিতেছেন না। যদি মুকুটের স্থানটী খালি রাখিতে বলিতাম, তাহা হইলে হয় তো স্বর্ণ মুকুট আসিত। শ্রোতা ভদ্র লোকটী বলিলেন, তবে পাথরের মুকুট ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বলুন না কেন, ইহা শুনিয়া পরিব্রাজক মহাশয় বলিলেন যে, তাহা হইতে পারে না; কেন না আমি সে দিন ভাস্করের কার্য্যালয়ে মায়ের গঠিত মূর্ত্তি যাহা দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল, ইহারই মধ্যে ঐ মূর্ত্তিতে মায়ের জীবন্ত সত্তাবির্ভাবের বিকাশ হইয়াছে। এখন ভাঙ্গিলে চৈতন্যময়ীর শ্রীঅঙ্গে আঘাত লাগিবে। অতঃপর সন্ধ্যার পর পরিব্রাজক মহাশয় নিজ ত্রুটীর কথা স্মরণ করিয়া বিক্ষুব্ধ চিত্তে মায়ের উদ্দেশে বলিলেন—"মা! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার অন্য সমস্ত অঙ্গ স্বর্ণাভরণে ভূষিত হইবে, আর প্রধান অঙ্গে পাষাণ রচিত মুকুট থাকিবে, ইহা তো ভাল দেখাইবে না। মুকুটের সদ্ব্যবস্থা করিয়া অবোধ সন্তানের ক্ষুব্ধ চিত্তকে চরিতার্থ কর। মা! আমার দোষে যেন তোমার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির শোভার হানি না হয়।" বলিতে বলিতে তাঁহার দুনয়নে অশ্রুধারা বহিল। এ অশ্রুধারা কেবল তাঁহার গণ্ডস্থল ভিজাইল না, ভক্ত-বৎসলা মায়ের সুচারু চরণও সিক্ত করিল। রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, রাজকীয় ডাক আসিল, ডাকে পরিব্রাজক মহাশয়ের নামীয় অনেক গুলি পত্র আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌঁছিল ; তাহার মধ্যে একখানি পত্র হুগলী জেলার অন্তর্গত গজার ভূস্বামী ভগবদ্ভক্ত শ্রীযুক্ত স্বাত্মানন্দ যোগাশ্রমী মহাশয়ের লিখিত। পত্রে লেখা আছে, "মহাত্মন্! আপনি মা অন্নপূর্ণার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবেন। মায়ের কুবের ভাণ্ডারী, কিছুরই অভাব নাই ; তথাচ আমার প্রার্থনা এই যে, যদি মায়ের কোন অঙ্গের কোন গহনা এখনও নির্ম্মিত হইতে বাকী থাকে, তবে শীঘ্র সেই অঙ্গের মাপ পাঠাইবেন।" পরিব্রাজক মহাশয়ের দুশ্চিন্তা বিদূরিত হইল। মা সন্তানের মনের সাধ পূর্ণ করিলেন। শ্রীমানের নিকট মুকুটের মাপ প্রেরিত হইল, শ্রীমান্ আপনার জীবনকে সার্থক মনে করিয়া ঢাকাই শিল্পী দ্বারা মণি মুক্তা খচিত স্বর্ণ-মুকুট নির্ম্মাণ করাইলেন এবং মায়ের প্রতিষ্ঠা কার্য্য দর্শনার্থ তিনি কাশী আসিবার সময় উহা সঙ্গে করিয়া আনিলেন।

শ্রীমান্ যখন কাশী আসেন, সেই সময় তাঁহার হরিভক্তি-পরায়ণা শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে সেই মুকুট খানি দেখাইয়া বলিলেন, মা! কাশীতে মায়ের জন্য এই মুকুট খানি লইয়া যাইতেছি। ইহা দেখিয়া চকিত চমকিত চিত্তে তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী বলিলেন, মুকুট হইয়াছে? বড় ভাল হইল, মনের বাসনা পূর্ণ হইল। ইহা শুনিয়া শ্রীমান্ বলিলেন, মা তুমি এরূপ কথা বলিতেছ কেন? তাহাতে তিনি বলিলেন, আমি যে কিছু দিন পূর্ব্বে এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা আজ সফল হইল। ভক্ত শ্রীমান্ স্বাত্মানন্দ মাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, যে আমি একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, যেন কোন তীর্থ স্নানে গিয়াছি, তথায় একটী দেবালয়ে ঘট স্থাপনা আছে। আমি প্রণাম করিয়া যেমন উঠিয়া আসিব দেখিলাম. ঘটভেদ করিয়া একটী ফুটফুটে মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, তুমি আমাকে আঁচল ঢাকা দিয়া কোলে করিয়া লইয়া চল। আমি বলিলাম, তুমি কাদের মেয়ে গো?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাকে লইয়া গেলে লোকে যদি জিজ্ঞাসা করে, যে এ মেয়েটী কার? তখন আমি কি বলিব? তাহাতে মেয়েটী বলিল যে তুমি বলিও, এ মেয়েটী আমার মেয়ের মেয়ে। আমি বলিলাম, আমার কন্যা তো বিধবা, তাহার দুই পুত্র আছে, মেয়ে তো নাই। তখন মেয়েটী হাসিয়া বলিল, তবে বলিও আমার ছেলের মেয়ে। আমি যেন স্নেহবশে বাধ্য হইয়া মেয়েটীকে লইয়া আসিলাম ও বাটীতে কোল হইতে নামাইলাম। মেয়েটীর রূপের মত এমন রূপ আমি আর কখনও দেখি নাই। মেয়েটী বলিল, ও গো, আমাকে একখানি মুকুট দিতে পার? আমি বলিলাম, তুমি মুকুট নিয়া কি করিবে? মেয়েটী বলিল, আমি মাথায় পরিব। আমি বলিলাম, আমরা গৃহস্থের মেয়ে, মুকুট কোথায় পাইব, যে দিব? মেয়েটী বলিল, যদি তোমার মুকুট না থাকে, তবে আঁচল পাতো। আমি আঁচল পাতিলাম। মেয়েটী কি জানি কোথা হইতে এইরূপ সাত আট খানি মুকুট আমার আঁচলে ফেলিয়া দিল এবং বলিল, এখন মুকুট পাইলে তো? আমার মাথায় পরাইয়া দাও। আমি বলিলাম, আমি মেয়ে মানুষ, মুকুট কি পরাইতে জানি? আর অমনি দেখিলাম, যেন আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণ * ও তুমি দাঁড়াইয়া আছ। মেয়েটী বলিল, যদি তুমি পরাইতে না পার, তবে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দাও, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরাইয়া দিবে। আমিও সেই মত করিলাম। মেয়ের মুকুট পরা হইল। আমি মেয়েটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ গা বাছা তুমি কে? মেয়েটী বলিল, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না! আমি কাশীতে থাকি, আমার নাম রাজ-রাজেশ্বরী।

দেখিতে দেখিতে অল্প কালের মধ্যে মায়ের চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবস্থা হইয়া গেল। সত্য সত্যই মা রাজ-রাজেশ্বরীর বেশে যোগাশ্রমে আবির্ভূত হইতে আসিতেছেন।

---

* পরিব্রাজক মহাশয়কে তিনি পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাষ্টমীর দিন প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হইবে, পঞ্চমী তিথি সন্ধ্যার সময় পরিব্রাজক মহাশয় মায়ের গহনা গুলি একখানি থালে সাজাইয়া দেখিলেন যে, সর্ব্বাঙ্গেরই গহনা আসিয়াছে সত্য, কিন্তু বক্ষঃস্থল শোভা করিবার মত হারাদি কোন কণ্ঠাভরণ আসে নাই। বক্ষঃস্থল শূন্য থাকিলে মায়ের শোভা সজ্জার কিছু ন্যূনতা হইবে বুঝিয়া এখন কর্ত্তব্য কি, পরদিন প্রভাতে ইহা তারাপ্রসন্ন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও দেখিলেন, এত স্বল্পকাল মধ্যে অলঙ্কার প্রস্তুত হওয়া কঠিন। তাই তিনি বলিলেন, আপাততঃ একছড়া গিল্টীর পাঁচনলী কিনিয়া আনা যাউক; তৎপর দিন তাহাই কেনা হইল। সন্ধ্যার পর দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত ভক্ত মণ্ডলী একত্রে বসিয়া মায়ের মূর্ত্তিকে বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইবেন স্থির হইল। স্বর্ণালঙ্কারের থালে গিল্টীর পাঁচনলী রাখিয়াই পরিব্রাজক মহাশয় দেখিলেন, স্বর্ণরাশির মধ্যে গিল্টীর গহনা কদর্য্য দেখাইতেছে। গিল্টীর গহনা মায়ের শ্রীঅঙ্গে দিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া পরিব্রাজক মহাশয় বড় ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি পাঁচনলী গাছটী উঠাইয়া রাখিলেন এবং ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া বিরস বদনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মনে মনে মাকে বলিতে লাগিলেন, "মা! তুমি রাজ রাজেশ্বরী, নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র আদির পূজিত, দক্ষরাজ ভবনে ও গিরিরাজ সদনে যখন মায়া কায়া ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিলে, তখন না জানি তাঁহারা কত সাধের সাজে তোমাকে সাজাইয়াছিলেন! এখনও মা কত শ্রীমন্ত ভক্তের গৃহে প্রতিমাতে প্রতিবিম্বিত—আবির্ভূত হইয়া থাক; তাঁহারাও কত বিচিত্র ভূষণে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুসজ্জিত করেন। কিন্তু মা! এবার দীনাতিদীনের প্রতি দয়া করিয়া প্রকাশিত হইতেছ, দীনের দুর্ভাগ্য দোষে মনের সাধ বুঝি পূরিল না। আমার তপস্যা নাই, প্রেম নাই, তোমার চরণে ভক্তি নাই, আমার সাধ মিটিবে কেন? কিন্তু মা! আমার মনে হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি আশ্বাস দিয়াছিলে যে, প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই তুমি আপনার সাজে আপনি সাজিয়া যোগাশ্রমে আসিবে। কিন্তু মা! তাহা হইল কই? মা! তোমার বক্ষঃস্থলের গহনা আনিলে কই? গহনা আসিল না, এই এক দুঃখ; দ্বিতীয় দুঃখ এই যে, তুমি যে দৈববাণী—আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছিলে, তাহা কি সত্য তোমার বাণী নহে? সে সকল কি কেবল আমার হৃদয়ের তরঙ্গ বা কল্পনা মাত্র? যদি সেই সকল কথা তোমার বাণী না হয়, তবে কি আমি কল্পনার বশীভূত হইয়া তোমার পাষাণ প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিব? তোমার কথিত মত এই পাষাণ প্রতিমায় যদি তোমার সত্যের সত্য সত্তার জ্বলন্ত আবির্ভাব বা বিকাশ না থাকে, তবে তাহার প্রতিষ্ঠা বা পূজা করিবার প্রয়োজন কি? যোগ গুহা মধ্যে যে ধ্বনি শুনিয়াছিলাম, তাহা যদি সত্য হয় মা, তবেই তো এই প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে, নতুবা ইহা আমার জীবনের বিড়ম্বনা মাত্র।"

এইরূপ বলিতে বলিতে মায়ের ভক্তবৎসলতা ও মহিমা ভাবিতে ভাবিতে পরিব্রাজক মহাশয়ের চক্ষে অবিরল ধারা বহিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে মাকে সাজাইবার স্বর্ণালঙ্কার গুলি ভক্তগণের হস্তে প্রদত্ত হইল। কাশীর প্রসিদ্ধ বারাণসী সাড়ী ব্যবসায়ী পুণ্যবান্ শ্রীমান্ বেচ্চন সাহার প্রদত্ত উপহার স্বরূপ বিচিত্র বসন খানি মাকে পরাইয়া দেওয়া হইল। বারাণসী সাড়ীর সোণার ফুলের ঘন সন্নিবেশে ও উজ্জ্বল বিকাশে মায়ের বক্ষঃস্থলে যে সোণার গহনা নাই, ইহা বড় বুঝিতে পারা গেল না। তথাচ পরিব্রাজক মহাশয়ের মনের ক্ষোভ মনেই রহিল। তাঁহার শ্রুত দৈববাণী সত্য কি অলীক, এই চিন্তাই তাঁহার মর্ম্ম পীড়ার কারণ হইল। দুঃখে, ক্ষোভে তাঁহার রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে স্নানাদি করিয়া বিদেশাগত নিমন্ত্রিত ভক্ত ভদ্র মণ্ডলীর বাসাবাটী হইতে যখন তিনি যোগাশ্রমে যাইবেন, সেই সময় কলিকাতা হইতে সমাগত তাঁহার নিতান্ত অনুগত ভক্ত শ্রীমান্ গুপ্তানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগাশ্রমী* তাঁহার অনুগমন করিলেন। বেদি পীঠের উপর সুসজ্জিত প্রতিমা দর্শনে গুপ্তানন্দ পরিব্রাজক মহাশয়কে বলিলেন, মায়ের বক্ষঃস্থলের কোন গহনা তো হয় নাই; ইহা শুনিবা মাত্র পরিব্রাজক মহাশয়ের হৃদয় আবার কাঁদিয়া উঠিল, নয়ন বাষ্পাকুল হইল। অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, সময় সংক্ষেপে উহা এখনও হইয়া উঠে নাই। গুপ্তানন্দ বিনীত বচনে প্রার্থনা করিলেন, যদি এ পর্য্যন্ত কেহ উহার ভার লইয়া না থাকেন, তবে আমার উপর ঐ গহনা দিবার ভার অর্পিত হইলে আমি কৃতার্থ হইব। আমি একগাছি পাঁচনলী গড়াইয়া দিব। ইহা শুনিয়া পরিব্রাজক মহাশয়ের হৃদয়ে শোকাবেগের সহিত আনন্দের তরঙ্গ উঠিল, শোকাশ্রুর সহিত প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল। গুপ্তানন্দের প্রার্থনায় তিনি সম্মত হইলেন। এবং মনে মনে বলিলেন, মা দীনদয়াময়ি! আমার ন্যায় দুঃখীর মনের ক্ষোভ মিটাইবার জন্যই কি তুমি গুপ্তানন্দের হৃদয়কে আকর্ষণ করিলে? এই জন্যই কি মা তোমাকে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পলতিকা বলিয়া থাকে? ধন্য মা তোমার দয়া! কিন্তু মা ইহাতেও আমার মনের দ্বিতীয় দুঃখ মিটিল না। ইহার পরে তোমার আরও অনেক গহনা হইবে, তাহা জানি, এ পাঁচনলী তো কিছু দিন পরে গঠিত হইবে, কিন্তু প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তোমার যে বক্ষঃস্থলের গহনা "নির্ম্মিত" হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইল কই? আমার প্রার্থনায় তুমি যে আশাবাণী দিয়াছিলে, তাহা সত্য হইল কই? এইরূপ নানা প্রকার ভাবিয়া পরিব্রাজক মহাশয়ের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া রহিল।

ভাবময়ী মা, দীনদয়াময়ী মা, ভক্তকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা হইবে কেন? লীলাময়ীর গুপ্ত গৃহের লীলা খেলা কে বুঝিতে পারে?

---

* ইঁহার অপর নাম চন্দ্রভূষণ সেন, ইনি কণ্ট্রোলার জেনারেল অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান বীরভূম জেলান্তর্গত রামপুরহাট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি ভাবে কখন কি কাজ করেন, তাহা তিনিই জানেন। পরিব্রাজক মহাশয়ের মনের ক্ষোভ মনেই রহিল।

প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। দীপ মালিকা ও শ্রীকালিকা পূজার সময় হালি সহরের "রামপ্রসাদ মেলায়" আহূত হইয়া তিনি তথায় গমন করিলেন। এবং সেই খানে থাকিতে থাকিতে তিনি একখানি রেজিষ্টার্ড পত্র পাইলেন। পত্র খানি খুলিয়া দেখিলেন, ঢাকা হইতে তথাকার জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিনয় পূর্ণ বচনে লিখিয়াছেন "মহাশয়! মা অন্নপূর্ণার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা কালে উপস্থিত হইবার জন্য আপনি কৃপা করিয়া যে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, আমি তদনুসারে কাশী যাইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিলাম, এমন কি পোর্টম্যাণ্টো পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল, কিন্তু একটী পারিবারিক বিঘ্ন বশতঃ যাওয়া ঘটিল না; এ জন্য ডাক যোগে মায়ের প্রণামী স্বরূপ ১০৲ টাকা পাঠাইয়াছি। কিন্তু মনে বড় একটা ক্ষোভ রহিয়া গেল। আপনার কন্যা (আমার সহধর্ম্মিণী) মায়ের জন্য এক ছড়া সোণার তেনহর হার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহা আমি সঙ্গে লইয়া গিয়া মায়ের প্রতিষ্ঠা কালে মাকে পরাইয়া দিব, এইরূপ সংকল্প ছিল। এই জন্য উহা পূর্ব্বে পাঠাই নাই। এক্ষণে যাওয়া হইল না দেখিয়া অদ্য ইন্‌সিওর্ড ডাক পার্সেলে উহা আপনার নামে পাঠাইলাম। আপনার কন্যার ও আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, আপনি স্বহস্তে উহা মায়ের গলে পরাইয়া দেন।" পত্র পাঠ করিয়া পরিব্রাজক মহাশয়ের মনের সকল ক্ষোভ মিটিয়া গেল। মনে মনে বলিলেন, মা! তোমার কথা সত্য হইল। বক্ষোভূষণ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই গঠিত হইয়াছিল, তবে আসিয়া পৌছে নাই মাত্র। এক্ষণে বুঝিলাম, মা! তোমার দয়ার সীমা নাই, তোমার কৃপা লাভে কৃতার্থ হইলাম। পত্রের কথা যখন প্রচারিত হইল, তখন একজন ভক্ত বলিলেন "তেনহর হার গাছটী না পৌছান মায়েরই অভিপ্রেত। মা আমাদের ছেলে মানুষ কিনা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(মূর্ত্তিটী ছোট বালিকার ন্যায়) তাই তাঁহার গহনা পরিবার বড় সাধ। তেনহর হার পূর্ব্বে আসিলে পাঁচ নলীর ব্যবস্থা হয় তো গুপ্তানন্দের মনেও উঠিত না। যাই পাঁচনলীর ব্যবস্থা হইল, অমনি মা তাঁহার লুকানো তেনহর হারও বাহির করিলেন। আমাদের হাস্যমুখী মায়ের লীলা কে বুঝিবে।" পরিব্রাজক মহাশয় বলিলেন, তাহা নহে। যেমন ইন্দ্রজালী ভোজবাজী দেখাইবার সময় অনেক গুলি আশ্চর্য্য কৌশল দেখাইয়া দর্শকগণকে আরও বিমোহিত করিবার জন্য কৌশল জাল বিস্তার কালে এমন একটী ভঙ্গী দেখায়, যেন সে কৌশলটী হইতে হইতে হইতেছে না; লোকে ভাবিল এবার বাজীকর ঠকিয়া গেল, কিন্তু এটী তাঁহার বাজী দেখাইবার কুহক বিস্তার করিবার একটা মিথ্যা ভঙ্গী মাত্র। তাহার পর সে আবার সেই কুহক যথারীতি সম্পাদন করে। লীলাময়ী মা আমার সেইরূপ খেলা খেলিয়া দেখাইলেন। মা আমার বেদের মেয়ে কি না!

বরিশালের অন্তর্গত রহমতপুরের জমীদার ভগবদ্ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তাঁহার স্বর্গবাসিনী প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর পারলৌকিক কল্যাণার্থ মায়ের চরণ যুগলে সুবর্ণ পঞ্চম প্রদান করিয়াছেন। কাশী বাসিনী ভক্তিমতী শ্রীমতী বিশুদ্ধবালা দাসী মায়ের কর্ণাভরণ জন্য মুক্তা খচিত স্বর্ণমৎস্য দ্বয় দিয়াছেন। ভক্তিমতী শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দেবী মায়ের কটিদেশের জন্য একছড়া স্বর্ণ বিনির্ম্মিত খামিদার গোট প্রদান করিয়াছেন। ভক্তিমতী শ্রীমতী হেমবালা দেবী কর্ণযুগলের জন্য মুক্তা জড়িত কাণবালা পাঠাইয়াছেন। দার্জ্জিলিং হইতে ভক্তিমতী শ্রীমতী প্রবোধবালা দেবী (তথাকার গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ধর্ম্মানুরাগী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী) ছয়টী জড়োয়া মাকড়ী, এবং ভক্তিপরায়ণা শ্রীমতী সুবর্ণবালা দেবী দুইটী সোণার ইয়ারীং উপহার দিয়াছেন। কাশীবাসিনী ধর্ম্মানুরাগিণী শ্রীমতী সিদ্ধবালা দেবী স্বর্ণনির্ম্মিত জশম দিয়া মায়ের দুই বাহু সাজাইয়া দিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢাকা হইতে শ্রীমতী উমাসুন্দরী দাসী স্বর্ণ নির্ম্মিত মায়ের চরণ পদ্ম দ্বয় এবং মুক্তা-খচিত ঝাড় ঝুম্‌কাযুক্ত কাঞ্চন রচিত কাণ উপহার প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতার হরিভক্তি পরায়ণা শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী গোস্বামিনী মহোদয়া স্বপ্ন দেখিলেন, যেন পরিব্রাজক মহাশয় কাশী হইতে কলিকাতা গিয়া তাঁহার গৃহের একখানি উচ্চ আসনে বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে ফুট্‌ফুটে রং একটী সুহাসিনী মধুর ভাষিণী মনোহারিণী কার কুমারী কোথা হইতে আসিয়া পরিব্রাজক মহাশয়ের পার্শ্বে বসিল ও গোস্বামিনী মাতা ঠাকুরাণীর দিকে তাকাইয়া বলিল, "ও গো! তোমরা এখন ও সব কথাবার্ত্তা রাখিয়া দাও, আমার কোমরে গোট নাই, আমাকে এক গাছা গোট দিতে পারো? (তখন পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিতীয় গোট ছড়াটী আসে নাই) পুণ্যবতী শ্রীমতী গোস্বামিনী ঠাকুরাণী বলিলেন, কিরূপ গোট চাই। তিনি যেন সেই সময় তাঁহার বাক্স হইতে বাহির করিয়া এক গাছি সোণার হার দেখাইয়া বলিলেন, এইরূপ ছোট গোট হইলে হইবে? বালিকা বলিল, "তোমার যেমন পছন্দ হয়, তেমনি দিও, আমি তাহাই আহ্লাদ করিয়া পরিব।" গোস্বামিনী মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কোথায় থাক? বালিকা উত্তর করিল,—"আমি রাজ রাজেশ্বরী, কাশীতে থাকি।" গোস্বামিনী মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, গোট প্রস্তুত হইলে তোমাকে পাঠাইব কিরূপে? বালিকা ঈষৎ হাসিয়া পরিব্রাজক মহাশয়ের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া ইঙ্গিত করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। গোস্বামিনী মাতা কিছুদিন পরে উত্তম এক ছড়া স্বর্ণ গোট প্রস্তুত করিয়া পরিব্রাজক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

পরিব্রাজক মহাশয় একদিন প্রাতঃকালে মায়ের সম্মুখে বসিয়া একটী গীত রচনা করিলেন, যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাউলের সুর।

"মা আমার হাস্য মুখী।
বড় সাধ মনে ঐ মুখ খানি সদাই দেখি॥

১। রাঙ্গা চরণ দুটী পরিপাটী, সাধ মনে হৃদে রাখি, (দেবের দুর্লভ চরণ সে যে)। হ'য়ে আশ্রিত চরণামৃত পান করি আর হই সুখী॥

২। মায়ের সোণার বরণ রত্নাভরণ হয়েছে সাজ শোভা কি (যেন ত্রিভুবন আলো করেছে)। পরা চিত্রবসন কমলাসন, পার্শ্বেতে শিব পিণাকী (ভিখারীর বেশে)॥

৩। রাজ রাজেশ্বরী যোগেশ্বরী তরাতে জীব পাতকী (যত পাপ তাপ থাকুক না কেন)। করি কৃপাদৃষ্টি কাশীর সৃষ্টি, মুক্তি দেন অহৈতুকী (সাধন বিনা)॥

৪। "আমি যখন যা চাই, তখনই পাই মার কৃপা আর ব'লবো কি (মা আমার দীন দয়াময়ী)। এমন মা দেখি নাই, যেখানে যাই সেই খানে পাই যাই ডাকি (মা মা ব'লে)"॥

৫। ও ভাই আয়রে সবাই, আর বেলা নাই যাই ঘরে একাএকী (শেষে সঙ্গে তো আর কেউ যাবে না)। পরিব্রাজক বলে, মায়ের ছেলে মার কোলে ঘুমিয়ে থাকি॥

এই গানটী রচিত ও মায়ের সম্মুখে গাওয়া হইলে পর "রত্নাভরণ" শব্দটীকে লক্ষ্য করিয়া পরিব্রাজক মহাশয় মাকে বলিলেন, "মা! আমি গানের মধ্যে একটী মিথ্যা কথা লিখিয়া ফেলিয়াছি, "রত্নাভরণ" তো তোমার শ্রীঅঙ্গে নাই, দেখো মা, আমার লিখিত শব্দটী যেন অনর্থক না হয়।" ইহারই কয়েক দিন পরে হাতুয়া মহারাজার সহিত দেবেন্দ্র বাবু কাশীতে পুনরাগত হইলেন। তিনি অতি শ্রদ্ধালু, মায়ের অতুল কৃপা স্মরণ করিয়া আপনার ধন ও মর্য্যাদার সার্থকতা সাধন জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীপঞ্চমীর দিন হীরার ধুক্‌ধুকি বসানো একগাছি বহু মূল্য ন-নলী মতির মালা মায়ের চরণে অর্পণ করিলেন। মা পরিব্রাজক মহাশয়ের লিখিত শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন, ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিলেন।

একজন ভক্ত মাকে দর্শন করিতে আসিয়া একদিন পরিব্রাজক মহাশয়কে বলিলেন, মায়ের একটী স্বর্ণছত্র না হইলে ভাল শোভা হইতেছে না, এই কথা শুনিয়া ও মায়ের সজ্জার অপূর্ণতা দেখিয়া পরিব্রাজক মহাশয়ের মনে বড় ক্লেশ বোধ হইল এবং এই অভাব পরিপূর্ণ করিবার জন্য মনে মনে মায়ের কাছে কাতরতা সহ প্রার্থনা করিলেন। ভক্তবাঞ্ছা কল্পলতিকার আর বিলম্ব সহিল না। একমাস অতীত হইতে না হইতে হাতুয়া মহারাজার স্বর্গীয় দেওয়ান ৺ভুবনেশ্বর দত্ত মহাশয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় ৫০০৲ টাকা মূল্যের ঢাকার কারুকার্য্য খচিত একটী অতি উত্তম স্বর্ণছত্র দান করিলেন।

পরিব্রাজক মহাশয়ের একদিন শরীর অসুস্থ হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি দুইদিন উপবাসী ছিলেন। কাশীবাসিনী ভক্তিমতী শ্রীমতী সিদ্ধবালা, শুদ্ধবালা ও বিশুদ্ধবালা নাম্নী মায়ের অনুগতা নারী ত্রিতয় মাকে এবং তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বাটীতে নারায়ণের সেবা আছে, তাই তাঁহারা বলিলেন যে, যদি আপনার আজ্ঞা হয়, তবে নারায়ণের চরণোদক আনিয়া দিই, সেবন করিলেই আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন। স্বামীজীর ভগবানের সমস্ত মূর্ত্তিতেই সমবুদ্ধি; মায়ের চরণামৃত ও নারায়ণের চরণামৃত একই বলিয়া তিনি বোধ করেন, তাই মা কাছে থাকিতেও—মায়ের চরণামৃত সেবন করিয়াও বলিলেন, "তবে আনিয়া দিও"। তাঁহারা সেই দিন একটী বাটিতে করিয়া চরণামৃত আনিতেছেন। যোগাশ্রমের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে যে গলি দিয়া আসিতে হয়, সেই গলিতে তাঁহারা আসিবা মাত্র দেখিতে পাইলেন, যেন মায়ের মন্দিরের পশ্চাদ্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগের একটী দ্বার মা উন্মোচন করিয়া আকাশ পথে দ্রুতপদে তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "তোমরা কি আমার ছেলেকে আমা অপেক্ষা অধিক ভালবাস? তাই তাহার আরোগ্যের জন্য ব্যাকুল হইয়া চরণামৃত আনিতেছ? আমি তো তাহাকে ভাল করিয়া দিয়াছি। তোমরা চরণামৃত আনিয়াছ, ভাল, যাও তাহাকে গিয়া প্রদান কর। ক্ষণার্দ্ধ মধ্যে সে বিচিত্র রূপ আকাশে লয় হইয়া গেল, কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহারা যোগাশ্রমে প্রবেশ করিয়া স্বামীজীকে এতাবদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং মার কাছে বুঝি কোন অপরাধ হইল বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, চিন্তা করিও না, মা তোমাদের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়াই এই ছলে তোমাদিগকে দর্শন দিলেন। তোমাদিগের জন্ম জীবন সার্থক হইল। স্বামীজীর শরীর সেই দিন হইতে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেল।

যোগাশ্রমের দ্বিতল উপরে মা যোগেশ্বরীর বিরাজ স্থান, সিংহাসন এইরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে যে, পথ দিয়া লোক চলিয়া গেলে লোকে অনায়াসে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে। গত শীতকালে তাঁহার মন্দিরের সম্মুখে একটী বারান্দা নির্ম্মিত হইয়াছে। বারান্দাটী দারুস্তম্ভের দ্বারা তিনখণ্ডে বিভক্ত। স্বামীজী হাতুয়া মহারাজের ইঞ্জিনিয়ার বাবুর তত্ত্বাবধানে বারান্দাটী নির্ম্মিত করাইলেন; ইঞ্জিনিয়ারী হিসাবে পরিমাণ পূর্ব্বক দেখা হইল, যে বারান্দার সম্মুখে নক্সাদার তাকিয়া (রেলীং) দেওয়া হইলে পথগামী লোক সকলের দর্শনের বাধা হয়, এই জন্য পার্শ্ব খণ্ড দ্বয়ে নক্সাদার রেলীং দিয়া মধ্য খণ্ডে, কেহ পড়িয়া না যায়, এই ভাবে তিনটী লোহার ছড় দেওয়া হইবে মাত্র স্থির হইল। সেই অনুসারে দ্রব্যাদি সংগৃহীত ও পার্শ্ব খণ্ড দ্বয় বিরচিত হইল। মধ্য খণ্ডে যখন শিল্পিগণ ছড় লাগাইতে যাইতেছিল, সে সময় পরিব্রাজক মহাশয় যোগ গুহা মধ্যে নিজ ইষ্ট ধ্যানাদিতে নিযুক্ত। তিনি ধ্যানস্থ অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিলেন, মা যেন আসিয়া বলিতেছেন, যে, আমার সেবা অপেক্ষা কি তোমার ধ্যান ধারণা বড়? তুমি তো ধ্যান করিতে বসিলে, আমার বারান্দার সম্মুখে ছড় বসাইলে ভাল দেখাইবে না, দুই পার্শ্বে যেমন নক্সাদার রেলীং দেওয়া হইয়াছে, মধ্যের খণ্ডেও ঠিক সেইরূপ রেলীং দিতে বল। তুমি শীঘ্র উঠিয়া ব্যবস্থা না করিলে মিস্ত্রীরা ছড় বসাইয়া ফেলিবে। স্বামীজী বলিলেন, মা! তাহা হইলে যে পথগামী লোকের পক্ষে তোমার দর্শনের বাধা পড়িবে। মা বলিলেন, না। তুমি গিয়া নিজে এখন পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, রেলীং বসিলেও আমাকে পূর্ব্ববৎ সকলেই অবাধে দর্শন করিতে পাইবে। তুমি শীঘ্র উঠ, বিলম্ব করিও না। সে দিন পরিব্রাজক মহাশয় কোন মতেই ধ্যান ধারণা করিতে পারিলেন না এবং বাহিরে আসিয়া শিল্পগণকে ডাকিয়া রেলীংয়ের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। তিন খণ্ডেই রেল বসান হইল, বারান্দা দেখিতে সুন্দর হইল, অথচ লোকের দর্শনের কোন বাধা পড়িল না। কি জানি মা কোন গুহ্য কৌশল বিস্তার করিলেন যে, পূর্ব্বের ইঞ্জিনিয়ারীং মাপের হিসাব উলটিয়া গেল। সেই স্থান, সেই দ্বার, পূর্ব্বে যেখান দিয়া দর্শন পথ রুদ্ধ হইতেছিল, আজ শোভাময়ী সজ্জাময়ী বিশ্ববিনোদিনী মা সেই পথ নির্ম্মল মুক্ত করিয়া দিলেন। ধন্য মা তোমার মহিমা! যাহা ছিল না তাহা হইল, যাহা হইবার নহে, তাহাই আবির্ভাব করিলে, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মা! তোমাকে বারবার নমস্কার।

পরিব্রাজক মহাশয়ের সাধন শক্তি বলে কতক গুলি উৎকট ব্যাধি গ্রস্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, এই কথা কোন সম্ভ্রান্ত লোকের মুখে শুনিয়া হাতুয়ার বর্ত্তমান মহারাজার অতি নিকট সম্পর্কীয় মান্যবর শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার শিব প্রতাপ সাহী মহাশয় পক্ষাঘাত গ্রস্ত তাঁহার পিতার আরোগ্য কামনায় পরিব্রাজক মহাশয়কে হাতুয়ায় যাইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য দুই দিনে উপর্য্যুপরি তিনবার টেলিগ্রাফ্ করিলেন। টেলিগ্রামে কি জন্য যাইতে হইবে, তাহা লেখা না থাকা সত্ত্বেও পরিব্রাজক মহাশয় বুঝিলেন যে, কোন ব্যাধি শান্তির জন্য আহ্বান হইয়াছে। তিনি তাঁহার তত্রস্থ কোন সম্ভ্রান্ত অনুগত ব্যক্তিকে সাহীজীকে এই কথা বলিয়া দিতে বলিলেন, যে, আমি চিকিৎসক নহি, আমি গিয়া কি করিব। কিন্তু ইহাতেও সাহীজীর তৃষ্ণা মিটিল না। তিনি তাঁহার কাশীবাসী পিতামহ শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার তিলকধারী সাহীকে স্বামীজীর নিকটস্থ হইয়া নিজ পুত্রের আরোগ্য প্রার্থনা করিতে টেলিগ্রাম করিলেন। এই সম্পত্তিশালী মহাত্মার স্বামীজীর সহিত চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। এই জন্য মহারাজার ডাক্তার ও অন্যান্য কতিপয় অমাত্যবর্গ সহিত স্বামীজীর যোগাশ্রমে আসিয়া মা যোগেশ্বরীকে ও স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ অভিবাদন পূর্ব্বক ডাক্তার বাবুর দ্বারা নিজ পুত্র মহারাজ কুমার নরেন্দ্রপ্রতাপ সাহীর উৎকট পক্ষাঘাত ব্যাধির আরোগ্য প্রার্থনা জানাইলেন। স্বামীজী বলিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী টেলিগ্রামে আপনার প্রার্থিত বিষয় অনুমান করিয়াছিলাম। অসাধ্য সাধন সম্বন্ধে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই, যাঁহার ক্ষমতায় সকল কার্য্য সংসাধিত হয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আজ আমি কিছুই উত্তর দিতে পারিলাম না! কল্য প্রাতে কেহ আসিলে আমি ইহার যথাযথ উত্তর দিব। প্রাতে ডাক্তার বাবুই আসিবেন, ইহাই স্থির রহিল। পক্ষাঘাতের প্রবল পীড়ায় মধ্যে মধ্যে রোগীর মূর্চ্ছা হইত, ডাক্তার বাবু বলিলেন, এরূপ মূর্চ্ছা (প্যারালিটিক্ ফিট্) আর দুই একবার হইলে তাঁহার শরীর রক্ষা পাইবে না। সন্ধ্যার পর—আরতির পর স্বামীজী, সাধকের সহিত ভগবানের যেরূপ ভাবের ভাষায় কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে, সেই ভাষায় রোগীর পরিণাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার রক্ষার্থ প্রার্থনা করিলেন। মা বলিলেন, এ বিষয়ে তোমার হস্তক্ষেপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার প্রয়োজন নাই, এ ব্যক্তি রক্ষা পাইবে না। স্বামীজী বলিলেন, "মা তুমি দয়া করিলে রক্ষা পাইবে না কেন?" মা বলিলেন, "আমিই তো উহাকে মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছি, উহার জন্ম জন্মান্তরের পাতক জন্য এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইয়াছে, ও নিশ্চয়ই শীঘ্র মরিবে, উহাকে রক্ষা করিবে কে?" স্বামীজী বলিলেন, উহারা যে বড় ভরসা করিয়া আমার কাছে আসিয়াছে, উহাদিগকে আমি কি বলিয়া উত্তর দিব? মা বলিলেন, উহারা তো এই পীড়াতেই মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া তোমার শরণ লইয়াছে, আচ্ছা সে ব্যক্তি এ পীড়াতে মরিবে না, অন্যবিধ একটী নূতন রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা পড়িবে। মায়ের যাহা ইচ্ছা তাহার উপর সন্তান আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, মা যাহা করিবেন তাহাই হইবে।

প্রাতঃকাল হইল, ডাক্তার বাবু আসিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে গোপনে সকল কথাই জ্ঞাপন করিলেন। ডাক্তার বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, এই তো মরণ রোগ, ইহাপেক্ষা আবার কি নূতন রোগে তাঁহার মৃত্যু হইবে! স্বামীজী বলিলেন, তাহা আমি জানি না, তাহা মা জানেন, কিন্তু এ রোগে যে তিনি মরিবেন না ইহা নিশ্চয়। ডাক্তার বাবু স্তম্ভিত ভাবে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে মহারাজার দেওয়ানজী মহারাজার অবগতির জন্য গোপনে পরিব্রাজক মহাশয়কে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী দেওয়ানজীকেও ঐরূপ কথা বলিলেন। এক মাস অতীত না হইতে তারযোগে রোগীর মৃত্যু সংবাদ মহারাজার নিকট আসিল, মৃত্যুর পূর্ব্বে সামান্য জ্বর হইয়াছিল, একজন চিকিৎসক তাঁহাকে জোলাপ দিয়াছিলেন, অনেক বার দাস্থ হইয়া ক্রমে শরীর অবসন্ন ও মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। মায়ের আদেশ বাণী সুসিদ্ধ হইল। লোকে এই ভবিষ্যৎ বাণীর গূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারিয়া চমৎকৃত হইল। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই তিন কাল যে মায়ের তিন চক্ষের সম্মুখে অখণ্ড দণ্ডায়মান, তাঁহার আদেশ বাণীতে ভ্রান্তি হইবে কেন ?

বরাহনগর নিবাসী সম্পত্তিশালী মৃত বংশীলাল দত্তের সহধর্ম্মিণী কাশী বাস করিয়া থাকেন। বিগত ২১এ চৈত্র সোমবার প্রচণ্ড রৌদ্র তাপে যখন কাশীর পথরেণু সকল অগ্নি কণার ন্যায় উষ্ণ, সেই সময়ে একজন আত্মীয় মহিলাকে সঙ্গে করিয়া উক্ত নারী যোগাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জলসিক্ত খস্‌খস্ টাটী আদিতে মার মন্দিরের দ্বারাবলী আচ্ছাদিত। স্বামীজী একান্তে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, কাতর কণ্ঠে মহিলাদ্বয় মার দর্শন প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজী কি করেন সে সময় মার মন্দিরের দ্বার খুলিবার সময় না হইলেও শরণাগতের সম্মান রক্ষা করিলেন। বৃদ্ধা মহিলা কান্দিতে কান্দিতে মাকে প্রণাম করিয়া স্বামীজীর সমীপে তাঁহার অনেক বিপদ কাহিনী কহিতে লাগিলেন! তাঁহার সপত্নীপুত্র তাঁহার জামাতাকে একটী কঠিন মোকদ্দমায় ফেলিয়া কারারুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। তাঁহার এজাহার লইবার জন্য কাশীতে কমিশন পর্য্যন্ত আসিয়াছে। কিসে মান রক্ষা হয়, জামাতা কিরূপে কয়েদ না হয়, কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক ক্ষণ ধরিয়া স্বামীজীর নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী চৈতন্যময়ী মার মুখের দিকে তাকাইয়া দুঃখিনীর কথার উত্তর চাহিলেন, মা আপনার ভাবের ভাষায় বলিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র উহাকে যাইতে বল, আমার দ্বার বন্ধ করিয়া দাও; বলিয়া দাও মামলা আপোশে মিটিয়া যাইবে। চিন্তা করিতে হইবে না।" বুদ্ধিরূপিণী মা বৃদ্ধার সপত্নীপুত্র শ্রীমান্ কৈলাসচন্দ্র দত্তের বুদ্ধিতে অধিষ্ঠান করিলেন। কৈলাসচন্দ্র রাত্রিতে বিমাতার চরণ ধরিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করা বশতঃ যে অপরাধ হইয়াছে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং বলিলেন, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত মহিলা তৎপরে পরিব্রাজক মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইলেন, যে স্বামীজীর বাক্য শিব বাক্যের তুল্য সার্থক হইয়াছে। স্বামীজী বলিলেন, উহা আমার বাক্য নহে, শিব বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী যিনি, উহা তাঁহারই বাক্য, এই জন্য সিদ্ধ হইয়াছে।

শঃ ১৮১৪ পরিব্রাজক মহাশয় দিনাজপুর জেলায় ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন; অপরাহ্নে পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে তাঁহাকে নামিতে হইল। ক্ষুধা বোধ হওয়াতে ফল মূল সেখানে পাওয়া যায় কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানিতে পারিলেন যে, ষ্টেশনের নিকট কোন দোকান নাই, দূরস্থ বাজারে না গেলে কিছু পাওয়া যায় না। পরিব্রাজক মহাশয় মনে মনে মা যোগেশ্বরীকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "মা! দোকান পাট সর্ব্বত্র না থাকিলেও তুমি তো সর্ব্বত্রই আছ; কিছু ফল ও কিঞ্চিৎ গোদুগ্ধ পাইলে ক্লান্ত শরীর আপাততঃ সুস্থ হইতে পারে।" আশ্চর্য্য মায়ের স্নেহ! অসীম তাঁহার দয়া! ছেলের ক্ষুধা পাইলে মা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? পরিব্রাজক মহাশয় যাই একটী বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে আসন করিলেন, অমনি অনেক গুলি ভদ্র লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একটী বাবু স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার জন্য একটী শসা ও দুইটী নাসপাতি আনিয়া দিলেন। ক্ষণ বিলম্বে সেখানকার একটী ভদ্র লোক পরিব্রাজক মহাশয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন যে, আমার বাটীতে দুগ্ধবতী গাভী আছে, যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আপনার সেবার্থ এখনই দুগ্ধ দোহাইয়া উষ্ণ করিয়া লইয়া আসি। পরিব্রাজক মহাশয় বুঝিলেন, মা তাঁহার মনের কথা শুনিয়াছেন এবং বুদ্ধি ও ইচ্ছারূপিণী হইয়া সাধু ভক্তদিগের মন আকর্ষণ করিয়াছেন। ফল ও দুগ্ধ সেবনে পরিব্রাজক মহাশয় তৃপ্তি লাভ করিলেন এবং মনে মনে মাকে বারংবার প্রণাম করিলেন। তাই গানের মধ্যেও লিখিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি যখন যা চাই তখনই পাই, মার কৃপা আর ব'লবো কি (মা আমার দীন দয়াময়ী)। এমন মা দেখি নাই যেখানে যাই, সেইখানে পাই যাই ডাকি (মা মা ব'লে)।"

বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টের গোরা হাস্পাতালের রাইটার বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হরিদাসী দাসী দুরারোগ্য অম্লশূল ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় উক্ত বাবু পরিব্রাজক মহাশয়ের শরণাপন্ন হয়েন; এবং পরিব্রাজক মহাশয়ের কৃপা গুণে শ্রীমতী রোগ বিমুক্ত হইলেন। এই সময় হইতে তাঁহাদের পরিবারস্থ সকলেই স্বামীজীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কিছু দিন পরে শ্রীমতীর অতিশয় জ্বর এবং উদরে একটা উৎকট দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হইল। সিবিল সার্জ্জন অনেক চিকিৎসা করিলেও তাহা আরোগ্য হইল না। শ্রীমতী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, যে বাবার (পরিব্রাজক মহাশয়ের) কৃপা না হইলে আমি বাঁচিব না। তাঁহার স্বামী অনন্যোপায় হইয়া যোগাশ্রমে আসিলেন এবং বিনীত প্রার্থনা সহ স্বামীজীকে নিজ বাসা বাটীতে লইয়া গেলেন। স্বামীজী ১০।১৫ মিনিট মাত্র তাঁহার দৈবী-শক্তির সঞ্চার করিলেন এবং সেই দিন হইতেই শ্রীমতীর জ্বর ও বেদনা দূর হইল। তাহার কয়েক দিন পরে উক্ত বাবু কয়েকটী বালক বালিকা ও পরিবারাদি সহিত গাড়ী করিয়া যোগাশ্রমে আসিলেন এবং একখানি উৎকৃষ্ট বিলাতি কম্বল স্বামীজীকে উপহার দিয়া সকলেই স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন। স্বামীজী বলিলেন, আমি কম্বল লইয়া কি করিব, এখানি তোমরা লইয়া যাও; মায়ের কৃপায় যোগাশ্রমে কোন সামগ্রীর অভাব নাই। ইহা শুনিয়া উক্ত বাবু ও শ্রীমতী উভয়ে করযোড়ে বিনয়পূর্ণ বাক্যে বলিলেন, বাবা! এ কম্বল খানি লইতেই হইবে; মায়ের আজ্ঞানুসারে কম্বল খানি আমরা দিতে আসিয়াছি। দুই দিন হইল, এই কম্বল খানি ক্রয় করিয়া আনিয়া ঘরের বারান্দায় রাখিয়াছিলাম, গত কল্য অকস্মাৎ একটী ১৩।১৪ বৎসরের মেয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কম্বলখানি কার? এবং এ কম্বলে কি হইবে? আমরা বলিলাম, এ খানি আমরা শীত কালে ব্যবহার করিব বলিয়া কিনিয়া আনিয়াছি। মেয়েটী হাসিয়া বলিল, "এমন ভাল কম্বল খানি কি তোদের ব্যবহার-যোগ্য? এখানি আমার ছেলেকে দিয়া আয়। আমার ছেলে ইহাতে বসিবে।" এই বলিয়া মেয়েটী কোথায় চলিয়া গেল, আর তাঁহাকে খোঁজ করিয়াও দেখিতে পাইলাম না। আপনিই যে মায়ের ছেলে, ইহা যেন কে তখনই হৃদয়ে আঘাত করিয়া বলিয়া গেল, তাই বাবা! ত্রস্ত হইয়া আমরা কম্বল খানি আপনার বসিবার জন্য আনিয়াছি, আপনি গ্রহণ করুন। স্বামীজী মায়ের আশীর্ব্বাদ জ্ঞানে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এবং এই কম্বলে বসিয়াই তিনি এখন লেখা পড়া করিয়া থাকেন। সেবকের প্রতি মায়ের মত মায়ের টান দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইলেন।

পরিব্রাজক মহাশয় পূর্ব্ব-বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম প্রচারার্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক কাশীধামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাহার কিছু দিন পরেই এক দিন তাঁহার অতিশয় জ্বর হইল। দ্বিতীয় দিনে তাঁহার জ্বর এত প্রবল ও প্রকুপিত হইল যে, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে চৈতন্য শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কথাবার্ত্তা দুই একটা প্রলাপবৎ বোধ হইল। তাঁহার অনুরাগিবর্গ অনেকেই একটু চিন্তিত হইলেন। অনেক ভক্তিমতী মহিলা গণও তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। মহিলাগণ প্রায়ই পরিব্রাজক মহাশয়ের পার্শ্ব ও পদপ্রান্ত দেশে বসিয়াছিলেন। মস্তকের দিকে কেহই ছিলেন না। কিন্তু তারাপ্রসন্ন বাবুর সহধর্ম্মিণী দেখিলেন যে, পরিব্রাজক মহাশয়ের মস্তকের উপর একখানি ক্ষুদ্র করপল্লব স্পৃষ্ট রহিয়াছে, যেন কে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছে, লোক নাই, হাত কার? এই ভাবিয়া তিনি অন্যান্য মহিলাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল একজন বলিয়া উঠিলেন, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহার? যিনি সর্ব্বদা ইঁহাকে কোলে করিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই দুঃখদুস্তারিণী বিপদনাশিনীর মঙ্গলময় হাত। বলিতে কি, তাহার পর দিনই পরিব্রাজক মহাশয় সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। ভক্ত বৎসলা মা! তোমার এত দয়া না হইলে ভক্তগণ তোমাকে দীনদয়াময়ী বলিয়া ডাকিবে কেন? অসময়ের সহায় তুমি, আমাদের শেষ দিনে যখন অঘোর অচৈতন্য হইয়া যাইব, তখন ঐরূপ মঙ্গলময় করপল্লবের স্পর্শে ভব-ব্যাধির শান্তি করিয়া দিও। আমাদিগের ন্যায় অনাথের মা! তুমি বই আর তো কেহ নাই মা!

গত ভাদ্র মাসে যখন স্বামীজীর গুরুস্বামীজী মহারাজ কাশীধামে আসিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা অনেক সাধু সজ্জন থাকিতেন, এবং অনেক স্ত্রী, পুরুষ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত, এবং অনেক ভক্ত গৃহস্থ স্বামীজী মহারাজকে ভিক্ষার্থ মণ্ডলী সহিত নিমন্ত্রণ করিতেন। সন্ন্যাসিগণ সহিষ্ণু হইলেও অবশ্যই তপনতাপে যাতায়াতে অতিশয় ক্লেশ হইত। এই সময় একদিন ভক্তিমতী শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা দাসী স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তিনি যোগাশ্রমে মা যোগেশ্বরীকে ও স্বামীজী মহারাজকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। দেখিলেন, যেন স্বামীজী মহারাজ, পরিব্রাজক মহাশয় ও অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ সহিত যোগাশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন; বহু লোক দেখিয়া লজ্জাবতী শ্রীমতী দ্রুতবেগে একটী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, অমনি মা যোগেশ্বরী যেন ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি দৌড়িয়া পালাইলে চলিবে না, দেখিতেছ না আমার ছেলের রৌদ্র তাপে বড় ক্লেশ হইয়াছে, তুমি তাহার পা ধোওয়াইয়া দেও।" শ্রীমতী জল আনিতে যাইতেছেন, অমনি মা বলিলেন, "এ জলে নহে গোলাপ-জলে পা ধোওয়াইয়া দাও।" শ্রীমতীর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার একদিন পরে সাধু মণ্ডলী তাঁহারই গৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রিত হইলেন। বেলা ১১টার পর সন্ন্যাসিগণ সেখানে পৌঁছিলে ক্ষীরোদবালা দেখিলেন, যে স্বপ্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজক মহাশয়কে যেরূপ ঘর্ম্মাক্ত ও শ্রান্ত দেখিয়াছিলেন, এখন তাঁহার শরীর ঠিক সেইরূপ। ক্ষীরোদবালা ইতিপূর্ব্বেই গোলাপ জল আনাইয়া রাখিয়ছিলেন, মায়ের আদেশে আদর সহ মায়ের ছেলের গোলাপ জলে পা ধোওয়াইয়া দিয়া ভক্তি গদগদ চিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মা ভক্ত বৎসলে! তোমার ভক্তগণের সেবা করিবার অধিকার আমাকে দাও।

দুর্গোৎসবের সময় যোগাশ্রমে মা যোগেশ্বরীর মহাপূজা ও মহোৎসব হইয়া থাকে। এই সময়ে তাঁহার সাজ সজ্জাও পরিপাটী রূপে বিরচিত হয়। পূজার দুই দিন পূর্ব্বে চতুর্থীর দিন স্বামীজী মায়ের অভিনব বিচিত্র শৃঙ্গার শোভা সংবর্দ্ধনার্থ পুরাতন বসন ছাড়াইয়া নূতন সুচিত্র বস্ত্র পরাইরা দিলেন। এবং তাঁহার স্বর্ণ ও রত্ন খচিত অলঙ্কার গুলি ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া এবং কোন কোন ভক্তের প্রদত্ত দুই একখানি নূতন গহনাও মায়ের শ্রীঅঙ্গে সাজাইয়া দিলেন। দার্জ্জিলিং পর্ব্বত প্রবাসিনী শ্রীমতী প্রবোধবালা দেবী একটী বহুমূল্য মুক্তা মায়ের শ্রীঅঙ্গ সাজাইবার জন্য দান করিয়াছিলেন। মুক্তাটী সুডোল ও সুন্দর দেখিয়া স্বামীজী বিবেচনা করিলেন যদি ভাল দেখায়, তবে এই মুক্তাটী মায়ের নাসার নলক্ হইবে, নতুবা স্বর্ণ-মুকুটের উর্দ্ধতন কল্কায় ঝুলাইয়া দিবেন। স্বামীজী মায়ের নাসার পূর্ব্বকার নলক্টী খুলিয়া লইয়া নূতন নলক্টী পরাইয়া দিলেন, কিন্তু উহা বড় বলিয়া মায়ের নাসার শোভা ভাল হইল না দেখিয়া মুক্তাটী নাসা হইতে উন্মোচন করিয়া লইলেন এবং মুকুটের কল্কায় ঝুলাইয়া দিলেন। এইরূপ নানা সাজে মায়ের শ্রীঅঙ্গ মনোমত সাজাইয়া স্বামীজী বিশ্রামার্থ সন্ধ্যার সময় মায়ের "নজর ঘরে" গিয়া বসিলেন। মায়ের আরতি হইবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে স্বামীজীর হস্তপদাদি সুতীব্র বেগে ঝিন্ ঝিন্ করিয়া উঠিল, হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে সর্ব্ব শরীর অতিবেগে কাঁপিতে ও অতিশয় শীত অনুভব হইতে লাগিল। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কম্পন ও শীতে স্বামীজী নিতান্ত অভিভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া রহিলেন। তৎপরে শরীর বেশ সুস্থ হইয়া গেল। প্রত্যুষে অনেকে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তন্মধ্যে শ্রীমতী সুচিত্রবালা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা! আপনি তো কোন অনিয়ম করেন নাই, তবে অকস্মাৎ কম্পজ্বর হইল কেন? স্বামীজী বলিলেন, ইহা সাধারণ শ্রেণীর জ্বর নহে, কাল মায়ের শ্রীঅঙ্গ সাজাইবার সময় নিশ্চয়ই কোনরূপ ত্রুটী বা অপরাধ হইয়া থাকিবে, ইহা তাহারই ফল মাত্র, আজ আর জ্বর বা কম্প হইবে না। এই বলিয়া তিনি কি লিখিতে বসিলেন। অর্দ্ধ দণ্ড অতীত হইতে না হইতে স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, আবার সেই প্রবল কম্প আসিতেছে। অমনি তিনি কতক গুলি উষ্ণ বস্ত্র জড়াইয়া শয়ন করিলেন এবং বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত অতি শীত, অতি কম্প ভোগ করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। উঠিয়াই সুস্থ শরীরের ন্যায় মা যোগেশ্বরীর মহোৎসবের কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। সে দিনও সুচিত্রবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা! আপনি প্রাতে বলিয়াছিলেন যে, আর জ্বর হইবে না, তবে পুনর্ব্বার হইল কেন? স্বামীজী বলিলেন, মায়ের সজ্জা কালে কি অজ্ঞাত অপরাধ করিয়াছি, ইহা তাহারই ফল নিশ্চয়। বোধ হয় আর জ্বর হইবে না। বস্তুতঃ ও সে দিন তিনি কত পরিশ্রম করিলেন ও রাত্রিতে কত তাঁহার হিম লাগিল, কিন্তু তাঁহার আর অসুখ হইল না। ষষ্ঠীর দিন ভক্তিমতী শ্রীমতী বিনোদবালা দেবী স্বামীজীকে দেখিতে আসিলেন, এবং স্বামীজীকে সুস্থ দেখিয়া বলিলেন, বাবা! যদি আপনি অসন্তুষ্ট না হয়েন, তবে একটা কথা বলি। স্বামীজী বলিতে বলিলে তিনি বলিলেন, সে দিন মাকে সাজাইবার সময় (দেবী বিনোদবালা তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন) মায়ের পুরাতন নলক্ খুলিয়া আপনি যখন নূতন নলক্ পরাইতে গিয়া সোণার তারটী ছুরী দিয়া মুড়িয়া দেন, তখন হয় তো আপনি দেখিতে পান নাই, মায়ের ওষ্ঠের উপরি ভাগে দুই স্থানে ছুরিকার আঘাত লাগিল ও দুইটী দাগ পড়িয়া গেল। আমার শরীর তখন শিহরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠিল এবং বোধ হইল যেন মায়ের শ্রীঅঙ্গ দুইবারই কাঁপিয়া উঠিল। আমি দুইবারই আপনাকে বলিব মনে করিলাম, কিন্তু কে যেন দুইবারই আমাকে নিষেধ করিয়া বলিল, "বলিও না, ছেলের মনে কষ্ট হইবে।" এই কথা শুনিয়া স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, "আমার কম্প জ্বরের সন্দেহ মিটিয়া গেল। এইরূপ কোন অপরাধে যে আমার এই কম্প জ্বর হইয়াছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম এবং তাহা সুচিত্রবালাকেও বলিয়াছিলাম।" দুইবার আঘাতে মায়ের শ্রীঅঙ্গ যে দুইবার কাঁপিয়াছিল, তাহারই প্রতিবিম্ব স্বরূপ ভক্ত সেবকের দুইবার অতি কম্প হইল। অনবধানতা বশতঃ মায়ের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিয়াছি, ইহা মনে করিয়া স্বামীজীর হৃদয় নিতান্ত নির্ব্বেদযুক্ত এবং নেত্র অশ্রু-পূর্ণ হইল। তিনি আর থাকিতে না পারিয়া সাশ্রুলোচনে একটু সুগন্ধিতৈল লইয়া মায়ের আহত অঙ্গে লাগাইয়া দিলেন এবং কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "মা! তুমি চৈতন্য স্বরূপিণী, তোমারও কি মা আঘাতে বেদনা বোধ হয়?" "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি" এ কথার মর্য্যাদা রহিল কই মা! "আর যদিই তোমাকে না জানিয়া আঘাত করিয়া থাকি, দীনদয়াময়ী মা হইয়া সেই জন্য আমাকে কি দণ্ড দিতে হয়!" যে ভাবে মা সাধকগণের সহিত কথা কহিয়া থাকেন, সেই ভাবের ভাষায় মা বলিলেন, "বাছা! তুমি যদি কেবল আমাকে জ্ঞানের চক্ষে—বিজ্ঞানের চক্ষে দেখিতে, তাহা হইলে আমি আহত হই না, বেদনাযুক্ত হই না, একথা সত্য রূপে প্রতিপন্ন হইত, কিন্তু তুমি যে আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাক, আমাকে যে তুমি ভালবাস, এই জন্য তোমার ক্ষুদ্র আঘাতে আমি আহতবৎ প্রতীত হইয়াছি। তোমাকে দণ্ড দিয়াছি বলিয়া তোমার কম্পন হয় নাই, তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস বলিয়া, আমি তোমার হৃদয়ে প্রতিফলিত আছি বলিয়া, যেমন দর্পণে মুখের যথাবৎ ভঙ্গী প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ আমার অবস্থার প্রতিবিম্ব তোমাতে প্রকটিত হইয়াছে মাত্র। উহা দণ্ড নহে, উহা তোমাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার প্রতিচ্ছায়ার বিকাশ মাত্র।" ইহা শুনিয়া স্বামীজী প্রেম গদ্গদ হৃদয়ে মায়ের চিবুক ধরিয়া কত আদর করিলেন এবং চরণ স্পর্শ করিয়া নিজ কৃত অপরাধের বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আদরিণি মা আমার! এইরূপে তোমার ভক্তগণকে, তোমার আশ্রিতগণকে সদা সচেতন করিয়া দিও।

দার্জ্জিলিংয়ের গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ও তাঁহার পরিবারান্তর্গত সকলেই মা যোগেশ্বরীর পরম ভক্ত এবং স্বামীজীর নিতান্ত অনুরাগী। ১৮১৫ শঃ পূজার সময় যোগাশ্রম হইতে মহেন্দ্র বাবুর নামে যে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হয়, তাহার সহিত পরিব্রাজক মহাশয়ের বিরচিত মায়ের একটী আগমনী গান প্রেরিত হইয়াছিল। এ সমাচার তিনি ভিন্ন তাঁহার পরিবারের আর কেহ জানিত না। তাঁহার ভাণ্ডার গৃহে তাঁহার ভক্তিমতী কন্যা শ্রীমতী সুবর্ণবালা দেবী মা যোগেশ্বরীর স্থাপনা করিয়া অতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মায়ের পূজা পাঠ করিয়া থাকেন। যে দিন মহেন্দ্র বাবু নিমন্ত্রণ পত্র পাইলেন, সেই দিন একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া সুবর্ণবালা শুনিলেন কে যেন তাঁহাকে ছোটদিদি ছোটদিদি বলিয়া ডাকিতেছে। তিনি বাহিরে আসিয়া জানিতে পারিলেন, বাটীর কেহই তাঁহাকে ডাকে নাই। কিন্তু তাঁহাদের ঝি বলিল, "একটী মেয়ে, বোধ হয় রাজবালা হইবে, তোমার ভাণ্ডার গৃহে—মা যোগেশ্বরীর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।" সুবর্ণবালা সেখানে গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, তিনি এ সকলের গুহ্য রহস্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অতি কাতর হৃদয়ে মাকে ডাকিতে লাগিলেন। এবং শুনিলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি শীঘ্র তোমার বাপকে আমার কাছে ডাকিয়া লইয়া আইস, আমার ছেলে তাঁহার কাছে আমার গান পাঠাইয়াছে, তাহাই আমার নিকট গাইতে হইবে। সুবর্ণবালা এ গানের কথা পূর্ব্বে জানিতেন না, তিনি মহেন্দ্র বাবুর নিকট গিয়া বলিলেন, বাবা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজী আপনার কাছে মায়ের যে গান পাঠাইয়াছেন, সেই গান লইয়া মায়ের কাছে চলুন, গাইতে হইবে। মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, কই গান আসিয়াছে, কে তোমাকে বলিল? সুবর্ণবালা বলিলেন, মায়ের কথা কি মিথ্যা হয়? মহেন্দ্র বাবু আর থাকিতে পারিলেন না, অমনি বাক্সের চাবি খুলিয়া গানের কাগজ লইয়া মার নিকটে গমন করিলেন ও তাঁহাকে আগমনী গান শুনাইয়া কৃতার্থ হইলেন। মা! তুমি ত্রিজগজ্জননী হইয়াও যে তোমাকে ভক্তি করে, তাহার কাছে তুমি ঘরের মা হইয়া যাও। ধন্য মা তোমার ভক্ত বাৎসল্য! ও ধন্য তোমার কৃপা! মা! অবোধ আমরা কেমন করিয়া তোমার অনুগত হইয়া থাকিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দাও। হাঁ মা! তুমি কি ভক্তের মুখের কথা ভক্তের গান শুনিতে এত ভালবাসো?

বরাহনগর ইংরাজি স্কুলের হেড্ মাষ্টার মান্যবর শ্রীযুক্ত মতিলাল সেন মহাশয় স্বামীজীকে লিখিয়াছেন—

গত অমাবস্যা তিথিতে দেবেন্দ্র ও আমি কালীঘাটে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, গাড়ীতে আসিতে আসিতে মা যোগেশ্বরীর কথা উঠিল। পরে গাড়ী হইতে নামিয়া যখন ফুট পথ দিয়া আসিতেছিলাম, আমি মার বিভূতি বিকাশের কথা দেবেন্দ্রকে বলিতে আরম্ভ করিলাম। হঠাৎ দেবেন্দ্রের হোঁচট লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "লাগিয়াছে কি?" দেবেন্দ্র বলিল, 'হাঁ'। একটু অগ্রসর হইয়া গ্যাস আলোকে দেখিল বৃদ্ধাঙ্গুলি কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। তখন আমি বলিলাম কোন অপরাধ হইয়াছে; দেবেন্দ্র বলিল, ইহার মধ্যে কি অপরাধ করিলাম বুঝিতে পারিতেছি না। আমি বলিলাম 'মার বিভূতির কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনিতেছিলে না'। তখন দেবেন্দ্র আশ্চর্য্যের সহিত বলিল "মহাশয়, আপনি ঠিক কথা বলিয়াছেন; কি আশ্চর্য্যের বিষয় আমি মনে করিতেছিলাম এ সকল কি সত্য হইতে পারে, আর আপনার মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষিত ব্যক্তিই বা এ সকল কি করে বিশ্বাস করেন।" তারপর দেবেন্দ্র অপরাধ হইয়াছে বলিয়া মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। পরদিন প্রাতঃকালে তাহার মর্নিংডিউটী (morning duty) জুতা পরিয়া অফিসে যায়। আসিয়া বলিল, "মহাশয় কল্যকার ক্ষত জন্য কিছু মাত্র বেদনা নাই। যেন কিছুই লাগে নাই। প্রাতঃকালে জুতা পরিয়া যাই, আফিসে মনে পড়িল কাল পা কাটিয়া গিয়াছিল।"

মা, তোমাকে অবিশ্বাস করিলে সুকৃতি ব্যক্তিকে আঘাত করিয়া বুঝাইয়া দাও, আবার তোমার অনুগত হইলেই তাহাকে কোলে করিয়া সান্ত্বনা করিয়া থাক। পতিত পাবনী মা! ধন্য তোমার দয়া! তোমাকে প্রণাম করি।

মা যোগেশ্বরীর বিভূতি বিকাশ।

১। মায়ের সেবার জন্য যখন টাকার বা অন্য কোন পদার্থের অভাব বা অনাটন হয়, তখন স্বামীজী মায়ের নিকট সেই অভাব নিবেদন করেন, মাও অবিলম্বে তাহার পূর্ত্তি করিয়া থাকেন, মায়ের সেবার জন্য নিরবলম্ব সন্ন্যাসী সেবককে কখন কোন উদ্বেগ পাইতে হয় না। মা আপনার কাজ আপনি চালাইয়া লয়েন। একদিন কলিকাতা হইতে স্বামীজীর পরিচিত একজন তীর্থযাত্রী আসিয়া স্বামীজীকে বলিলেন যে আমার পাথেয় টাকা কম পড়িয়াছে, আপনি আমাকে দশটী টাকা দিন, আমি কলিকাতায় গিয়া আপনাকে পাঠাইয়া দিব। স্বামীজী ৺মায়ের ধনকোষ দেখিলেন, দশটী টাকা মাত্র আছে। স্বামীজী প্রার্থীকে বিমুখ না করিয়া সেই দশটী টাকা তাহাকে দিলেন, এবং মাকে শূন্য বাক্স দেখাইয়া বলিলেন, মা আর একটী পয়সাও রহিল না, শীঘ্র টাকার ব্যবস্থা কর, নতুবা তোমার সেবা চলিবে না। মা ছেলেকে আভাস বাণীতে জানাইলেন, আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে শীঘ্রই টাকা আসিবে, তুমি চিন্তা করিও না। মায়ের ছেলে স্বামীজী নিশ্চিন্ত রহিলেন। কোথা হইতে কে টাকা দিবে, তাহা স্বামীজী জানেন না, মা-ই জানেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় স্বামীজী বাহির হইতে আশ্রমে আসিলে দ্বারবান্ স্বামীজীকে বলিল, মহারাজ! আপনার পরিচিত একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; তিনি অমুক স্থানে বাসা করিয়া সপরিবারে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনি আপনার দর্শনেচ্ছায় নিতান্ত ব্যাকুল। স্বামীজী তৎপর দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। স্বামীজীকে যথেষ্ট যত্ন ও সৎকার সহ অভ্যর্থনা পূর্ব্বক উক্ত বাবু মহোদয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে বাটীর পরিবারবর্গ যোগাশ্রমে মা যোগেশ্বরীকে দর্শন করিতে যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, আপনি কোন সময় তথায় থাকিবেন ও কবে যাইব তাহা আদেশ করিলে সুখী হই। স্বামীজী বলিলেন, পরশ্ব বৈকালে ৩টার পর যাইবেন। এই কথাই স্থির থাকিল। স্বামীজী যোগাশ্রমে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার অন্তরে কে যেন বলিয়া দিল, যে এই দর্শনার্থিগণ মাকে দর্শন করিতে আসিয়া কয়েকটী টাকা দিয়া প্রণাম করিবেন তাহা হইলেই মায়ের সেবা চলিবে, তাহার পর আবার টাকা আসিবে, সেবার কোন অসুবিধা হইবে না। স্বামীজী হাসিয়া মার সাক্ষাতে বলিলেন, মা তুমি বড় চতুরা মেয়ে, কিন্তু মা তোমার একটু বিবেচনাও তো করিতে হয়, যে নূতন কোন ব্যক্তি তোমাকে দর্শন করিতে আসিলে সে তোমাকে প্রণামী দিতে পারুক বা নাই পারুক তাহাকে আশীর্ব্বাদী ও প্রসাদী তো কিছু দিতেই হয়, মা তোমার এ ব্যবস্থায় তাহা কিরূপে হইবে? তোমার ধনকোষে এখন একটী পয়সাও নাই, যে দর্শকগণ আসিবার পূর্ব্বে আমি মিষ্টান্ন আনাইয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের হাতে মুষ্টিপূর্ণ প্রসাদ বিতরণ করিতে পারি, তোমার ঘরে যে প্রসাদী আছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে ৮।১০ জন লোককে মুটভরা প্রসাদ দেওয়া যায় না, হাঁ বাছা "কৃষ্ণবালা" (স্বামীজী সাধ করিয়া—সোহাগ করিয়া মা যোগেশ্বরীকে নিজ কন্যা বোধে "কৃষ্ণবালা" বলিয়া ডাকেন) তাহারা প্রণামী দিলে, আমি কি সেই টাকা দিয়া প্রসাদ দিবার জন্য মিষ্টান্ন কিনিয়া আনাইব ? তাই কি মা ভাল দেখায় ? আর এক কথা মা, আমি তো তাঁহাদিগকে পরশ্ব আসিতে বলিয়াছি, আর কল্য যদি কোন প্রয়োজন পড়ে, তখন টাকা কোথায় পাইব ? ছেলের কথা শুনিয়া মা ঈষদ্ হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। মা অন্যত্র মায়া বিস্তার করিলেন।

এই সময় কয়েক দিন ধরিয়া শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় * মহাশয় হাঁপের পীড়া বৃদ্ধি জন্য অতিশয় ক্লেশ পাইতেছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার অনুরাগিবর্গ ও বাটীর পরিবারবর্গ বড়ই মনস্তাপে ছিলেন। এই দিন রাত্রিতে তাঁহার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ষোড়শীবালা দেবী স্বপ্ন দেখিলেন, যেন শ্রীমতী চিত্রবালা দেবী আসিয়া বলিতেছেন, যে "তোমরা ইহার পীড়ার জন্য এত ভাবিতেছ কেন, মাকে মিষ্টান্ন নিবেদন করিয়া দাও, পীড়া কমিয়া আসিবে"। প্রাতঃকাল হইবা মাত্র শ্রীমতী ষোড়শীবালা দেবী কতকগুলি ফল ও একখানি বড় নূতন থাল পরিপূর্ণ করিয়া অনেক মিষ্টান্ন যোগাশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন ও স্বামীজীকে স্বপ্ন বিবরণ বলিয়া পাঠাইলেন। তারাপ্রসন্ন বাবুর পীড়ার বৃদ্ধির ভাগও সেই দিন কমিয়া গেল। লীলাময়ী মা, ছেলের কথানুসারে মিষ্টান্ন প্রসাদের ব্যবস্থা ও ভক্ত তারাপ্রসন্ন বাবুর ক্লেশ নিবারণ করিয়া দিলেন। মিষ্টান্ন দেখিয়াই স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, "বাছা

* ইনি পোষ্টাফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ছিলেন, কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার অবৈতনিক লেখাধ্যক্ষ রূপে কার্য্য করিতেন। ইনি স্বামীজীর একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। পূর্ব্বকালের ঋষিদের ন্যায় ইনি নিষ্কাম কর্ম্মযোগী ছিলেন। সুদীর্ঘ পক্ককেশে ঋষিতুল্যই চেহারাটী ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণবালা সত্য সত্যই তুমি ভিখারীর মেয়ে; প্রসাদ দিবার মিষ্টান্ন নাই, এই কথা বলিয়া ছিলাম বলিয়া মেয়ের আমার আর বিলম্ব সহিল না, ছেলের মান রাখিবার জন্য অমনি অন্য ভক্তকে কৃতার্থ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মিষ্টান্ন চাহিয়া আনিলে।" এদিকে বেলা ৯টার সময় সেই সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়ের নিকট হইতে একজন লোক যোগাশ্রমে আসিল ও স্বামীজীকে বলিল, মহারাজ! বাবু বলিয়া দিলেন, যে স্বামীজীর নির্দ্দেশানুসারে মাকে দর্শন জন্য আগামী কল্যই আমাদিগের যাইবার কথা, কিন্তু স্বামীজী আজ বৈকালে যদি আশ্রমে থাকেন, তবে পরিবারবর্গ সহ আজই তথায় যাইতে চাহেন। স্বামীজী তাহাতেই সম্মতি দান করিলেন। সুচতুরা চক্রেশ্বরী মা ছেলের কথা ভুলেন নাই, উক্ত সম্ভ্রান্ত ভক্তবৃন্দ পরদিন আসিলে ছেলের সদ্যঃ প্রয়োজনীয় ব্যয়ের বাধা পড়িতে পারে, তাই অদ্য আসিবার প্রেরণা করিয়া দিলেন। বৈকালে তাঁহারা আসিলেন, সকলেই টাকা দিয়া মাকে প্রণাম করিলেন, হাস্যমুখী মায়ের সাজ সজ্জা ও রূপরাশি দেখিয়া সকলেই বিমোহিত ও গদ্গদ চিত্ত হইলেন, মায়ের ছেলেও তাঁহাদিগের প্রত্যেকের হাতে সমাদর সহ মুষ্টিপূর্ণ মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করিলেন, এবং মায়ের ঘর সামলানো মেয়ের মত ব্যবস্থা দেখিয়া মনে মনে বলিলেন মা!

তোমার লীলা তোমার খেলা বুঝে সাধ্য কার।
এবার মায়ের মত মা পেয়েছি ভাবনা কিবা আর॥
ঐ চরণে দিয়াছি মা সকল কাজের ভার।
"আমি" "আমার" এই দুটোরে কর মা নিস্তার॥

২। মাঘ মাসের প্রয়াগ কুম্ভ মেলা হইতে বহু শত সাধু সহিত পরিব্রাজক স্বামীজীর শ্রীমৎগুরু স্বামীজী মহারাজ শ্রীকাশীধামে সমাগত হইয়াছিলেন। যে দিন যোগাশ্রমে এই সাধু মণ্ডলীর ভাণ্ডারা হইতেছিল, সেই দিন সাধুদিগকে ও মা যোগেশ্বরীকে দর্শন করিবার জন্য স্ত্রী ও পুরুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকে আসিয়াছিলেন। বেলা ২টার সময় কয়েক জন স্ত্রী ও পুরুষ আসিলেন, তন্মধ্যে গৈরিক বসনধারিণী ভগবৎ-প্রেমোন্মাদিনী একজন যুবতী রমণী ছিলেন; সঙ্গে তাঁহার পতিও আসিয়া ছিলেন। তাঁহার কথায় প্রকাশ পাইল, যে, তাঁহার সেই স্ত্রী সর্ব্বদাই যেন ভগবতীর প্রেমাবেশে বিভোর থাকেন, গৃহের কোন কাজ কর্ম্মই দেখেন না, ভগবৎ প্রেমের প্রবল আবেগে মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন; এই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক থাকিতে হয়। ঐ আলুলায়িত-কেশা ভগবদ্ভাবিনী কামিনী (কলিকাতার মাণিকতলার মা) মা যোগেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া স্বামীজীর চরণে প্রণত হইলেন। দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বাবা আপনিই মায়ের আদরের ছেলে হইয়া মায়ের কোলে বসিয়া আছেন। আমি যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম তাহা যে আজ প্রত্যক্ষ করিলাম। একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, যে, মাকে দেখিবার জন্য আমার মনঃপ্রাণ অস্থির হইয়াছে, মায়ের যেখানে যে মূর্ত্তি দেখিতেছি, লোকে অমনি তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিতেছে, আর আমার প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল, তখন যেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, যাও কাশীর দ্বিতল মঞ্চে মা বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন কর, তাঁহার বিসর্জ্জন নাই। আমি নানা রত্নালঙ্কারভূষিতা হাস্যমুখী মার মূর্ত্তি দেখিলাম। এখন দেখিতেছি যে সেই মূর্ত্তি আর এই মা যোগেশ্বরীর মূর্ত্তি এক, এই মা-ই তো কাশীর দ্বিতল গৃহে, ইঁহারও তো বিসর্জ্জন নাই। বাবা ধন্য তুমি, যে, এই মাকে সদা দর্শন করিতেছ।" এই কথা বলিতে বলিতে মেয়েটীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারা বহিতে লাগিল, আবেশ মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল, অমনি তাঁহার স্বামী ও অন্যান্য স্ত্রীগণ তাঁহাকে ধরিয়া সান্ত্বনা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা সকলেই মা যোগেশ্বরীর রূপগুণ গান করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে দেখিল সেই ডুবিল, সেই মজিল প্রাণে।
আবার মায়ের রূপ গরিমা পশিল যার কাণে॥

৩। শ্রীমতী রুদ্রবালা দেবী শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজকে যে বৃত্তান্ত গুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল :—

(ক) বাবা! আমি আপনার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া কাশী হইতে দেশে আসিলাম, কিন্তু কি বলিয়া আপনাকে প্রণাম করিতে হয়, তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি নাই, এই জন্য মনে বড় ভাবনা হইল। ভাদ্র মাসের একদিন রাত্রিতে একটু তন্দ্রা আসিতে না আসিতে শুনিতে পাইলাম (ইহা স্বপ্ন নহে) কে যেন মায়ের মধুমাখা ভাষায় বলিল "তোমার কি এখনও ভ্রম যায় নাই? উনি যে নির্গুণ, তুমি তাঁহাকে "নির্গুণায় নমস্তুভ্যং পরব্রহ্মন্নমোনমঃ" এই বলিয়া প্রণাম করিও," বলা বাহুল্য যে আমি সংস্কৃতও জানিনা ও এ মন্ত্র আর কাহারও কাছে কখনও শুনিও নাই।

(খ) একদিন বসিয়া নির্জ্জনে ইষ্টমন্ত্র উপাসনা করিতেছি, দেখিলাম বাবা, আপনি যেন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মাথায় আপনার অন্নপূর্ণার মুকুট ছিল। এতদ্দর্শনে মনে করিলাম, এ আবার আজ কি খেলা! সাধুর মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছে, ক্ষণ বিলম্বেই দেখিলাম স্বর্ণ কমলের উপরে নানা রত্নালঙ্কার ভূষিত মা যোগেশ্বরীর রাঙ্গা চরণ দুখানি, মা অমনি হাঁসিয়া বলিলেন, এখনও ভুল গেল না? প্রথমে যা দেখিলে ও এখন যাহা দেখিতেছ, এ দুইই এক, ভিন্ন ভাবিও না।

(গ) আমি কাশী দর্শন বড় ভালবাসি, আমার ভাগ্যে তাহা সর্ব্বদা ঘটে না বলিয়া একদিন দুঃখ করিতে করিতে একটু নিদ্রাবেশ আসিল, অমনি বোধ হইল যেন একটী ১২।১৩ বছরের অতি রূপসী মেয়ে আসিয়া বলিল, "হবে হবে" আমি, বলিলাম তুমি দুইবার হবে হবে বলিলে, কেন, বেজার হইয়া বলিলে কি? মেয়েটি বলিল, না না.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেজার হই নাই, তুমি মনে করিলেই তো কাশী যাইতে পার" নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। ইহার ৩।৪ দিন পরেই কাশী দর্শন ঘটিল। ঐ স্বপ্নকালে একটি অপূর্ব্ব সৌগন্ধের আঘ্রাণ পাইয়াছিলাম।

(ঘ) আর একদিন একটু নিদ্রা আসিবা মাত্র স্বপ্নবৎ দেখিলাম যেন একটী ছোট সুন্দরী মেয়ে "আমাকে একখানি কাপড় দে" এই বলিয়া আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, সর্ বাছা সর্, আমাকে ছুঁস না, তুই কাদের মেয়ে, যে তোকে কাপড় দিব? মেয়েটী বলিল, আমি কুমারী, আমি ছাড়িব না, একখানি কাপড় নেবই, আমি বলিলাম, তুমি যদি কুমারী হও, তবে আমার পূজা লও দেখি! কুমারীটী বলিল, "আমি তো ত্রিজগতের সকলেরই পূজা লইয়া থাকি।" আমি বলিলাম, যা বিরক্ত করিস্ না, এখন কোথায় কাপড় পাবো! মেয়েটী বলিল, "আমি তো ছাড়িব না, একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ডুরে দিস্ আমি এখন যাই"। আমি বলিলাম, কাপড় কোথায় দিব? মেয়েটী ঈষৎ হাঁসিয়া বলিল, "কাশীতে, তুমি আর দেখো নাই যেন"!

বাবা! মাকে এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ডুরে পাঠাইলাম, আপনি মাকে দিবেন।

ইতি সেবিকা—রুদ্রবালা দেবী।

৪। গত পৌষ মাসে শ্রীমৎ স্বামীজীর শরীর অতি অসুস্থ ছিল, সেই সময় একদিন কয়েকটী ভক্তিমতী স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য যোগাশ্রমে আসিয়াছিলেন, কথোপকথনচ্ছলে তাঁহারা বলিলেন, বাবা! আপনার ন্যায় মহাত্মারও অসুখ হয়, মা আপনাকে এত দয়া করেন, তবু আপনার শরীর অসুস্থ হয় কেন? স্বামীজী ঈষৎ হাঁসিয়া বলিলেন, এ তোমাদের মন্দ আব্দার নয়! শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া কি মার অকৃপা বুঝিতে হইবে? দেহ ধারণ করিলেই রোগ ভোগ করিতে হয়। প্রত্যেক দুঃখ মোচনের জন্য কি মার কাছে প্রার্থনা করিতে আছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না, তাহাই মার কাছে চাহিতে হয়, তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিই মার নিজ গুপ্ত ভাণ্ডারের গুপ্ত নিধি, তাঁহার কাছে ইহারই জন্য প্রার্থনা ও আব্দার করিতে হয়। মায়ের ছেলে মা যাহা খুসী করিবেন, তাহাতে ছেলে কি কোন কথা কহিতে পারে? মা ছেলেকে খেলা দিতে দিতে এক একবার তুলিয়া আছাড় দিবেন, অমনি ছেলেও মায়ের হাঁসি মুখের দিকে তাকাইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাঁসিয়া উঠিবে, এই তো মায়ের কোলে ছেলের খেলা। মায়ের প্রেরিত সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া মায়ের সেবা করিতে হইবে। শরীর আরোগ্য করিয়া দেওয়া কিম্বা প্রচুর পরিমাণে ধন ধান্যাদি দেওয়াই মার কৃপার পরিচয় নহে; সেবা-বুদ্ধি, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, ভক্তি ইত্যাদি পাওয়াই তাঁহার কৃপা জানিবে। ক্ষণবিধ্বংসী দেহের সুখ জন্য সামান্য সংসারের আরামের জন্য মাকে কি বলিতে আছে? এ সকল সম্বন্ধে তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, এ দেহ যতবারই সুস্থ করিয়া লও, পুনর্ব্বার ইহা রুগ্ন হইবে, ইহার একবার নিশ্চয়ই পতন হইবে, দেহপাতের সময় কি বলিবে, মায়ের বড় অকৃপা হইল! না, না, এরূপ কথা মনেও করিও না, মায়ের চরণে অচলা ভক্তি বৃদ্ধি হউক, এই আকাঙ্ক্ষা কর; বাঁচা, মরা, শোক আদির মধ্যে মাকে টানিও না, মার অঞ্চল ধরিয়া আনন্দধামে যাত্রা কর। ইত্যাকার উপদেশ শুনিয়া স্বামীজীকে তাঁহারা প্রণাম করিলেন ও বলিলেন, বাবা, আপনার মত মনটী যাহাতে পাই তাহাই আশীর্ব্বাদ করুন।

তাহার পরদিন কলিকাতা হইতে শ্রীমান্ চিদ্বোধানন্দ যোগাশ্রমী মহাশয় স্বামীজীকে ডাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

বাবা! আপনার দেহ আজ কেমন আছে, দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক একটা কথা লিখিয়া পাঠাইবেন, শুনিবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম। অদ্য প্রাতঃকালে স্বপ্নে দেখিলাম, যেন শ্রীচরণ দর্শন করিতে গিয়াছি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি বিছানায় বসিয়া রহিয়াছেন, শ্রীচরণ-স্পর্শ-পূর্ব্বক প্রণাম করিলাম, আপনি হাঁসিয়া বলিলেন, 'আজ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছি', আরও বলিলেন, 'বাহ্য জগতের নিয়মাধীন দেহ, এই নিয়ম একটু লঙ্ঘন করিলে অসুখ হয়। দেহের পীড়া না হওয়া মার তত কৃপা নয়, যেমন আরোগ্য ইত্যাদি।' আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, 'কি পীড়া হইয়াছিল?' এমন সময় যেন তারাপ্রসন্ন বাবু (মুখোপাধ্যায় মহাশয়)—তিনি এতক্ষণ নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন—হঠাৎ অন্য কথা ফেলিলেন, আর নিদ্রাও ভঙ্গ হইয়া গেল। স্বপ্নটা যদি সত্য হয় তবে বড়ই সুখী হইব।"

মায়ের লীলা অতি আশ্চর্য্য, প্রাতঃকালে বেলা সাতটার সময় স্বামীজী যে উপদেশ কাশীতে বসিয়া ভক্তিমতীগণের নিকট প্রকাশ করিলেন, তাহার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে সেই উপদেশ সুদূরবর্ত্তী কলিকাতা নগরীতে সাধক-হৃদয়ে স্বপ্নযোগে মা প্রতিবিম্বিত করিয়া দিলেন। মায়ের দরবারের কথা, কে বুঝিতে পারিবে! যাহাকে তিনি দয়া করিয়া বুঝাইবেন, সেই বুঝিবে।

৫। মায়ের নিতান্ত সেবানুগতা জনৈকা মাতাজী মায়ের বিভূতি বিকাশে কৃতার্থ হইয়া পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামীজীকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা ভক্তগণের বিদিতার্থ এই স্থানে প্রকটিত হইল ঃ—

"আমার প্রণাম জানিবেন। বাবা! মায়ের যে রকম কীর্ত্তিকাণ্ড, সকল কথা ভাঙ্গিয়া লিখিতে লজ্জা করে। বাবা ২১এ ফাল্গুন রবিবার দেবেন্দ্রবাবু (হাতুয়া-মহারাজার দেওয়ান) কর্ত্তৃক গুরুস্বামীজীর মণ্ডলী ভোজনের দিন + দিদি অশুচি ছিলেন, আমি মায়ের পাকশালায় রাঁধিতেছিলাম। + দিদি সেই সময় গুরুস্বমীজীর চরণামৃত কুশী করিয়া আনিয়া আমার (এঁটো হাত ছিল) মুখে ঢালিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, সেই সময় তিনি যে অশুচি, ইহা তাঁহার ও আমার কাহারও মনে পড়ে নাই। সেই সময় তাঁহাতে ও আমাতে কি রকমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোঁয়া পড়িয়াছিল ; আমিও ব্যস্ততাবশতঃ তখন তাহা ঠাওর করি নাই। যোগাশ্রমে অন্যান্য দিন অপেক্ষা সে দিন রান্নারও পরিমাণ বেশী ছিল, রান্নাঘরেও আর রাঁধিবার অন্য লোক ছিল না, আমিই একা রাঁধিতেছিলাম ও প্রাণপণে লজ্জা নিবারিণীকে ডাকিতেছিলাম, সুতরাং বাবা আমি + দিদির ছোঁয়া ঠাওর করি নাই। আপনি অন্যান্য দিন ভোগের আগে নিশ্চয়ই একবার রান্নাঘরে গিয়া ব্যবস্থা করিয়া দেন, সে দিন ও ত্রিসীমায় যান নাই, কেন তাহা জানিনা ; ভোগ বাড়িবার রূপার থাল বাটী কিছুই অন্য দিনের ন্যায় বাহির করিয়া দেন নাই। ভোগের জন্য রান্নাঘরের কোন জিনিষ না লইয়া দোকানের লুচী, কচুরী, মিঠাই, জিলিপী, রাব্‌ড়ী আদি দিয়া ভোগ দিলেন। যখন ভোগারতির বাজনা বাজিয়া উঠিল, তখন আমি চমকিয়া উঠিলাম, ভাবিলাম, এ কি ! আজ আমার পাক করা অন্ন ব্যঞ্জন কিছুই তো মায়ের ভোগে নিবেদন হইল না। আমার রান্না মায়ের ভোগে লাগিল না কেন !

* * * * *

তারপর শিবরাত্রির পারণের দিন আমি দিবাভাগে আলস্যের আবেশে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ; অমনি স্বপ্ন দেখিলাম, যোগাশ্রমে কি কর্ম্ম, অনেক লোক খাইতেছে, আমি যেন স্ত্রীলোকদের পরিবেশন করিতেছি, তন্মধ্যে একটী সুন্দরী সধবা মেয়ে যেন কিছু না খাইয়া ইশারা করিয়া আমাকে বলিল যে, 'দেখ আমার খাওয়া হইল না, তুমি অশুচি হইয়া সকল ছুঁইয়া ফেলিয়াছ'। আমি মনে জ্ঞানে জানিতেছি যে, আমি অশুচি নাহ ; আমি বলিলাম, 'সে কি কথা, আমি তো অশুচি নহি, তাহা হইলে আমি দেবালয়ে যোগাশ্রমে কখনই আসিতাম না'। তিনি বলিলেন, 'হাঁ তোমার কাপড় দেখ'। আমি সেই স্বপ্নেই দেখিলাম, মেয়ে মানুষের কাপড় সে সময় যেমন হয়, আমার কাপড় ঠিক তেম্নি। একথা আপনাকে আর অধিক কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিব, বাবা আমি কাঁদিতে লাগিলাম, বলিলাম, তবে কি মার খাওয়া হইল না?' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'কেমন করিয়া হইবে? তোমরা যখন রাঁধিতে এসো, তখন কেবল কায়মনোবাক্যে মার কাছে এই প্রার্থনা কর যে, মা রান্না যেন ভাল হয়, সকল লোকে যেন তৃপ্ত হইয়া খায়; এমন কথা তো কখন বল না যে, 'মা তোমার ভোগ যেন নিরাপদে নিবেদন হয়। বিশেষতঃ আজ সব অশুচি, মা কি করিয়া খাইবেন?' আমি কিছু না বলিয়া কেবল কাঁদিলাম, তখন সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া মা বলিলেন, "+ বালা তুমি কাঁদিও না, আমার ভোগ গ্রহণ করা হইয়াছে, * * * তবে যে সে দিনকার ভোগ আমাতে নিবেদিত হয় নাই, তাহা কেবল তোমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য। যখন তোমরা সেবা করিবে, খুব সতর্ক ও শুদ্ধাচারে থাকিবে আর মনে মনে কামনা করিবে যে, মা তোমারই কৃপায় যেন এই সকল অন্ন, ব্যঞ্জন তোমাতে নিবেদিত হয়। আমি পরিতৃপ্ত হইলেই শ্রমের সার্থকতা জ্ঞান করিবে; অন্য লোকের মুখে ভাল লাগুক বা না লাগুক, সে বিষয় কিছু প্রার্থনা করিও না, আমি তুষ্ট হইলেই সকল ভাল হইবে।"

* * * * *

আপনার—শ্রীচরণানুগতা + বালা।"

৬। মূলাযোড় সংস্কৃত কলেজ হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১লা পৌষ, ১৩০১ তারিখে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাবুকে লিখিয়াছিলেন :—

"প্রণামপুরঃসর সবিনয়নিবেদনম্—

আমার কয়েক দিবস হইতে গলায় অত্যন্ত বেদনা হয়, অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করি, তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। পরে এখানকার ছাত্র ক্ষেত্রনাথ সেন আমাকে কোন দেবতার নামে কিঞ্চিৎ মানসা করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন, আমি তাঁহাকেই মানসা করিতে বলিলাম, তিনি শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত মা যোগেশ্বরীর মানসা করেন। অদ্য আমার উক্ত বেদনা কিছু কমিয়াছে। স্বামীজী এখন কোথায় আছেন না জানায় আপনার নিকট কিঞ্চিৎ পাঠাই, মার পায়স ভোগ দিবেন। অলমতি বিস্তারেণ। সেবক—শ্রীক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য।"

তাহার পরেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া আবার মার পূজা পাঠাইয়াছিলেন। শরণাগতের প্রতি মার বড় দয়া।

৭। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজী মহোদয়কে অতিশয় ভক্তি করিত। তাহার জন্মপত্রিকায় একটা বৃহৎ ফাঁড়ার কথা লেখা ছিল। সেই ফাঁড়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার ঠাকুরমা ঢাকা হইতে সেই জন্মপত্রিকা লইয়া কাশীধামে আসেন এবং স্বামীজীর চরণে ধরিয়া ত্রৈলোক্যের রক্ষার্থ প্রার্থনা করেন। দয়ালু স্বামীজী জন্মপত্রিকাখানি "মার" পাদপদ্মে ছোঁয়াইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, মায়ের চরণে শরণাগত হইলে কালের কাল মহাকালও কিছু অনিষ্ট করিতে পারে না, তুমি ভয় করিও না, ফাঁড়া কাটিয়া যাইবে। বস্তুতঃ হইলও তাই; সামান্য পীড়া হইয়া ফাঁড়ার কাল কাটিয়া গেল।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে পর, ত্রৈলোক্যনাথ কি জানি কি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কুসঙ্গে মিশিয়া স্বামীজীর তীব্র নিন্দা করিল, স্বামীজী ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তাহাকে কিছু বলিলেন না। ত্রৈলোক্যনাথ এই গুরুতর অপরাধে মায়ের কোপে পড়িল। কিছুদিন অতীত হইতে না হইতে ত্রৈলোক্যনাথ একদিন অকস্মাৎ অজ্ঞান অভিভূত ও অচৈতন্য হইয়া পড়িল; ডাকিলে উত্তর নাই, যেন কোন মহাশক্তি আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র শক্তিকে বিলুপ্ত করিয়া দিল। ভয়ে ভীত হইয়া তাহার পিতা ঈশ্বরবাবু তারযোগে স্বামীজীকে এই বিপদবার্ত্তা জানাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার আরোগ্য জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও মা যোগেশ্বরীর কৃপা প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজী করুণা-নিশ্বদ হইয়া নিজ আসনে বসিয়াই মায়ের কৃপা ভিক্ষা করিলেন, কিন্তু দেখিলেন মা যেন রোষ-কষায়িত আরক্ত নেত্রে বিকট মুখে ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিতেছেন, "তুমি আবার তাহার কল্যাণ চাও? যাহার জীবনের ঘোরতর বিপদের সময় তোমার প্রার্থনায় আমি তাহাকে রক্ষা করিলাম, সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া কৃতঘ্ন হইল! তোমারই নিন্দাবাদ করিল! এবার আমারই প্রলয় শক্তি তাহার প্রাণনাশ করিবে, এ যাত্রায় তুমি তাহার জন্য আমাকে কিছু বলিও না।" স্বামীজী ধ্যানযোগে মায়ের এই বিরূপ ভাব দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, মা! আমায় এরূপ নিন্দা তো অনেকেই করিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি তো তুমি এত বিরক্ত হও না, তবে এই আশ্রিত অবোধ বালকের প্রতি তুমি এত বিরূপ হইলে কেন? মা বলিলেন যে, "যে স্বভাবতঃ অসৎ প্রকৃতি ও নিন্দাবাদী তাহার কৃত অপরাধে আমি এখন কিছু বলিব না, তাহাদের কর্ম্মের ফল তাহারা যথাসময় পাইবে; কিন্তু অনুগত ও আশ্রিত ব্যক্তি উৎকট অপরাধ করিলে আমি তাহাকে দয়া করিয়া অবিলম্বেই ফল দান করিয়া থাকি—ত্রৈলোক্যনাথকে তুমি স্নেহ করিতে, সে তোমার কৃপাপাত্র, এই জন্য তাহার প্রতি কৃপা করিয়াই এই দণ্ড বিধান করিতেছি; তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেলে, পরলোকে তাহাকে সুখী করিব।"

স্বামীজী বুঝিলেন ত্রৈলোক্যনাথের এবার এ রোগ হইতে অব্যাহতি নাই। কিন্তু তাহার পিতাকে কেমন করিয়া এই হৃদয়ভেদী সমাচার দিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; অবশেষে ভাষার ভাবে প্রকৃত তত্ত্ব অবগুণ্ঠিত রাখিয়া ঈশ্বর বাবুকে পত্র লিখিলেন, "আপনি চিন্তা করিবেন না, তাহার ভাল হইবে, তবে কিছু কষ্ট পাইবে মাত্র।" এই পত্র লিখিয়াই স্বামীজী তারাপ্রসন্ন বাবুকে এই সকল গুহ্য বৃত্তান্ত বলিলেন, তিনিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আক্ষেপ করিলেন, কিন্তু মার ব্যবস্থার উপর কোন ব্যবস্থাই নাই জানিয়া উভয়েই ম্রিয়মাণ রহিলেন। তৎপরদিন স্বামীজীকে ঈশ্বরবাবু তারযোগে সংবাদ দিলেন—"ত্রৈলোক্যনাথ সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই দেহত্যাগ করিয়াছে"। মায়ের আদেশ-বাণী সুসিদ্ধ হইল দেখিয়া সকলেই চকিত ও চমকিত হইলেন। অতঃপর ঈশ্বরবাবু স্বামীজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন ভক্তগণের বিদিতার্থ তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:—

"শ্রীচরণকমলেষু--

আমার ও পরিবারের দুর্দ্দশার ও সর্ব্বনাশের কথা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি ও উপদেশ চাহিয়াছি। পুত্র-কন্যার দুরবস্থা দৃষ্টে উপযুক্ত উপদেশ দানে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না। চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছি। কি প্রকারে শান্তি স্থাপন হয়, তাহার উপায় দেখিতেছি না। প্রাণের ত্রৈলোক্য যে অজ্ঞানাবস্থায় চলিয়া গেল, মায়ের নিকট যে অপরাধ করিয়াছে তাহা তাহারই ফল বটে। কিন্তু কি অপরাধ করিয়াছিল, তাহা জানিতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আছি। কৃপা করিয়া তাহা জানাইবেন। এবং কি হইলে প্রতিকার হয় তাহাও জানাইবেন। আপনি ভিন্ন আমাদের গতি নাই। আপনার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকলে আমরা তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, যাহাতে ত্রৈলোক্যের পরলোকে সদ্গতি হয়। হঠাৎ রোগ হইয়াই অজ্ঞানাবস্থায় পতিত হওয়ায় ও সেই অবস্থাতেই মৃত্যু হওয়াতে ত্রৈলোক্যের নিকট কিছুই জানিতে না পারিয়া মন নিতান্ত উৎকণ্ঠায় আছে। তজ্জন্য শুচি হইয়া "প্লানচেট্" যন্ত্রের সাহায্যে যে যে উত্তর পাইয়াছি তাহা অবিকল পত্রস্থ করিলাম। ইহার সত্যাসত্য ভগবান্ জানেন ও আপনারা কহিতে পারেন। আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই।

ত্রৈলোক্যের পরলোকের জন্য কি প্রকার শ্রাদ্ধ করি, তাহার অনুমতি চাহিতেছি। সম্বৎসর মধ্যে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারি কি না?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—প্লানচেট্ সাহায্যে উত্তর—

প্র। কোন আত্মা আসিয়াছেন কি না ?

উ। হাঁ।

প্র। কাহার আত্মা ? নাম লিখুন।

উ। ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ।

প্র। আপনি কেমন আছেন ? কোথায় আছেন ?

উ। সপ্তম স্বর্গে, ভাল আছি।

প্র। আপনার এ স্থানে আসিতে কষ্ট হয় কি না ?

উ। কষ্ট হয়।

প্র। কি জন্য কষ্ট হয় ?

উ। বাবা ও মাতার কষ্টের অবস্থা দেখিয়া কষ্ট হয়।

প্র। আপনার অজ্ঞানাবস্থায় কেন মৃত্যু হইল ?

উ। বলিতে কষ্ট হয়।

প্র। আপনি অন্ত প্রাতে আমার বাসাস্থিত চন্দ্রনাথের প্রশ্নে আপনার অকালমৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করায়—যে তিনবার "পরিব্রাজক" "পরিব্রাজক" "পরিব্রাজক" লিখিয়াছিলেন, আপনি পরিব্রাজকের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছিলেন কি না ?

উ। হাঁ।

প্র। তাহার কোন প্রতিকার আছে কি না ?

উ। পরিব্রাজককে বলা।

প্র। কি অপরাধ করিয়াছিলেন ?

উ। পরিব্রাজককে বলিবেন, জিজ্ঞাসা করিবেন।

প্র। আমি আপনার এইক্ষণ কি উপকার করিতে পারি ?

উ। গয়াশ্রাদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্র। সম্বৎসর মধ্যে গয়াশ্রাদ্ধ করা শুনিতেছি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, তবে গয়াশ্রাদ্ধ করি কি প্রকারে ?

উ। আপনি পিতা, ইচ্ছা করিলেই গয়াশ্রাদ্ধ করিয়া আমাকে মুক্ত করিতে পারেন।

প্র। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিব কোথায়, কি প্রকারে ?

উ। কাশীতে করিবেন।

বিনা প্রশ্নে এই উত্তর লিখিলেন—"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"।

প্র। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

উ। আপনি সর্ব্বদা ধর্ম্মে মতি রাখিবেন—তাহা হইলে পরলোকে সদ্গতি হইবে।

প্র। আমি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হই তজ্জন্য আপনারা সাহায্য করিবেন কি না ?

উ। আপনি পিতা, গুরুজন, আপনাকে অধিক উপদেশ আর কি দিব ?

স্বামীজী! এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক গয়াশ্রাদ্ধ শীঘ্র করা কর্ত্তব্য কি না ? এবং সম্বৎসর মধ্যে তাহা করিতে পারি কি না ? এবং একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কাশীধামেই করা কর্ত্তব্য কি না ? তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন। ত্রৈলোক্যের পরলোকে যে প্রকারে সদ্গতি হয় তাহাই বিশেষ দেখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি আপনার ও মায়ের ক্ষমা না হইলে তাহার পরিত্রাণের উপায় নাই বুঝিলাম। তাহার ব্যবস্থা আপনি করিবেন। সে আপনার অতি প্রিয়পাত্র ছিল, কোন কারণে অপ্রীতিভাজন হইয়া থাকিলে আমরা তজ্জন্য আপনার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

শ্রীচরণানুগত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ।"

অতঃপর ঈশ্বরবাবু সপরিবারে শ্রীকাশীধামে আসিলেন ও শ্রীমৎ স্বামীজীর আদেশমত অনুষ্ঠানাদি করিলেন ও মার নিত্য পূজার জন্য ২৲ টাকা মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলাময়ী মা! বুঝিলাম, তুমি ভক্তকে বড় ভালবাস, এবং ইহাও বুঝিলাম যে, তোমার তিরস্কার ও পুরস্কার উভয়ই তোমার কৃপার পরিচয়। মা আমরা অশক্ত, তোমার মহাশক্তির মহামায়ার ছায়ায় তোমার ভক্তগণকে চিনিতে পারি না। মা! যোগমায়া বিস্তার করিয়া তুমি কতরূপ ধারণ করিলে, কত রূপে কত ভক্তকে আকর্ষণ করিলে। মা শক্তি দাও, ভক্তি দাও, যেন তোমার সকল রূপের সকল ভক্তের চরণ-সেবায় অধিকারী হই।

৮। কাশীবাসিনী শ্রীমতী সিদ্ধবালা, শুদ্ধবালা ও বিশুদ্ধবালা যে গৃহে বাস করিয়া থাকেন, সেইখানকার আর একটী স্ত্রীলোকের সহিত একদিন যোগাশ্রম সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেক কথোপকথন হইতেছিল; সেই সময় ঐ স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "তোমরা যে স্বামীজীর কাছে সর্ব্বদা যাও সেটা কি ভাল দেখায়? তিনি সাধু সন্ন্যাসী হইলেও পুরুষ তো বটেনই, পুরুষের নিকট স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা যাওয়া ভাল দেখায় না।" ইহা শুনিয়া সিদ্ধবালা উত্তর করিলেন, "সাধু সন্ন্যাসী ভগবানেরই স্বরূপ; যেমন শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরুষ মূর্ত্তি হইলেও ঘরের কুলবতী যুবতীও সেই পুরুষ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে, সেইরূপ সাধারণ পুরুষ দিগের সঙ্গে মহাপুরুষদিগের তুলনা করিতে নাই, সাধারণের মন ও মহাত্মাদিগের মন একরূপ নহে। স্বামীজী পুরুষের নিকট পুরুষ, মেয়ের কাছে মেয়ে, বালক বালিকার কাছে বালক হইয়া যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন; হাঁ গা, তিনি মেয়ে কি পুরুষ, তুমি জানিলে কোথা হইতে? তুমি তাঁহাকে একবার দর্শন করিলে তোমার ভ্রম মিটিয়া যাইত। তিনি আমাদের মা, তিনি আমাদের বাবা, তিনি আমাদের ছেলে. তিনি আমাদের ভাই, তিনিই আমাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম কৈ?" এই কথায় স্ত্রীলোকটী স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

সেই রাত্রিতেই বিশুদ্ধবালা স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তিনি যোগাশ্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছেন ; দ্বিতলে উঠিয়াই দেখিলেন মার মন্দিরের সম্মুখের বারান্দায় স্বামীজী যেন নানারত্নালঙ্কার-ভূষিত হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় একখানি বহুমূল্যের বারাণসী শাড়ী পরিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া আছেন। তিনি গিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিবামাত্র স্বামীজী ঈষৎ হাঁসিয়া বলিলেন, "এখানে বসিও না, কে পুরুষ আসিতেছে, ঘরের ভিতর যাও"। স্বামীজীও লজ্জাশীলা নারীর ন্যায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া মার মন্দিরের ভিতর যাইতে লাগিলেন ; তাঁহার বিচিত্র বারাণসী বসনের অঞ্চল ভূমিতে লুটাইতে লাগিল, মায়ের সিংহাসনের নিকট গিয়াই যেন তিনি মার অঙ্গে মিশিয়া গেলেন, আর দেখা গেল না। স্বপ্নে বিশুদ্ধবালা এই বিচিত্র লীলা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং শুনিলেন মা যেন বলিতেছেন, "এখন বুঝিলে তো আমার ছেলে কি ? মেয়ে না পুরুষ ?" বিশুদ্ধবালা দেখিয়া শুনিয়া প্রেম গদ্‌গদ চিত্তে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মা যেন বলিলেন, "তুমি অনেক দিন হইতে অম্লরোগের দুঃসহ যাতনায় ক্লেশ পাইতেছ, ভাবনা কি ? আমার ছেলে যখন শুইয়া থাকিবেন তুমি + তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিও, তোমার পীড়ার শান্তি হইয়া যাইবে।"

তৎপর দিন তাঁহারা (ঐ ত্রিবালা) যোগাশ্রমে আসিয়া মাকে দর্শন ও পূজা করিলেন এবং সভয়ে স্বামীজীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনাইলেন, ও বলিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী, আপনাকে স্পর্শ করিতে আমাদিগের ভরসা হয় না, কিন্তু দুঃসহ যাতনায় অধীর হইয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।" তাহাতে স্বামীজী বলিলেন, "মায়ের আদেশের উপর আমার কোন বিধি নিষেধ নাই"। মায়ের আদেশে বিশুদ্ধবালা স্বামীজীর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার পীড়ার শান্তি হইয়া গেল।

মা তোমার গুহ্যলীলা কে বুঝিবে! তুমিই ভক্ত-বৎসলা, তুমিই আবার ভক্ত সাজিয়া জীবকে ভক্তির পথ দেখাইয়া দাও। সাধন-সিদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দান করিয়া ভক্তকে প্রসিদ্ধ করিয়া থাক এবং নিজ মহিমায় ভক্তের মহিমা ঘোষণা করিয়া ভক্তিমদ্‌বর্গকে কৃতার্থ কর। লীলাময়ী মা! তোমাকে প্রণাম করি।

৮। শ্রীযুক্ত গুপ্তানন্দ যোগাশ্রমী * মহাশয় কলিকাতা হইতে স্বামীজীকে লিখিয়াছিলেন :—

"একদিন আমরা সন্ধ্যার সময় ঘরের ভিতর (যে ঘরে মায়ের চিত্রপট আছে) বসিয়া আছি, এমন সময় কচি কচি শশা কাটিলে যেরূপ গন্ধ বাহির হয়, সেইরূপ সুগন্ধ ছুটিল, এমন কি, যে তখন সেই ঘরের মধ্যে আসিল, সেই সে গন্ধ পাইল, অথচ ঘরে শশার নাম গন্ধও নাই। আমরা চমৎকৃত হইয়া এই প্রসঙ্গে আলাপ করিতেছিলাম, অন্যঘর হইতে আপনার বাছা (শ্রীমতী স্বর্ণবালা দেবী †) আসিয়া বলিল, দুই দিন হইল, মা আমাকে শশা ভোগ দিতে বলিয়াছিলেন, তাহা দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তখন বুঝিলাম মা শব্দের দ্বারা একবার ভোগের আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আজ গন্ধের দ্বারা পুনরাদেশ করিলেন। তার পরদিন মাকে শশা ভোগ দেওয়া হইয়াছে।

আপনি যে পরিব্রাজক সঙ্গীতে বলিয়াছেন—

"সন্তানে কাঁদিলে পরে, মা কি থাকিতে পারে,
তখন ভেদিয়া সকল, অনিল অনল জল নভস্থল মেদিনী।
হেঁসে হেঁসে বিকাশে মা স্থির সৌদামিনী॥"

—ইহা অতি সত্য। একদিন মাথাঘসা নিবেদন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন; মার লীলা অসংখ্য ও অপার। মার আবির্ভাব হওয়াবধি আমরা পরমানন্দে আছি। কিন্তু স্বামীজী! এ কৃপার মূল আপনি। যত ভাবিয়া দেখি ততই বুঝিতে পারি, আপনার চরণাশ্রয় না পাইলে

---

* শ্রীযুত চন্দ্রভূষণ সেন, বি. এ. মহাশয়ের গুরুদত্ত নাম গুপ্তানন্দ যোগাশ্রমী।

† শ্রীযুত চন্দ্রভূষণ বাবুর স্ত্রী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনার কৃপা না পাইলে. এ বিভূতি-দর্শন ভাগ্যে ঘটিত না। সুতরাং এ কথা আর কাহাকে জানাইব? আপনার চরণেই নিবেদন করিলাম।

সেবক—শ্রীগুপ্তানন্দ।"

মা এইরূপ করিয়াই ভক্তকে অনুগ্রহ করেন, মা সদ্ভক্ত-কল্পলতিকা কি না।

৯। মায়ের ভক্তিমতী মেয়ে শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা নিজ মুখে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামীজীকে যে আশ্চর্য্য স্বপ্নবৃত্তান্তটী বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল ঃ—

"বাবা! গত রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, যেন দুইটী অতি সুন্দরী মেয়ে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ইহার মধ্যে একটী বালিকা ও একটী যুবতী; যুবতীটী দেখিতে দেখিতে কোথায় চলিয়া গেলেন, আর দেখিতে পাইলাম না; বালিকাটী দাঁড়াইয়া রহিল, ক্ষণমধ্যে তাঁহার রূপরাশিতে ঘর ভরিয়া গেল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে বাছা? বালিকাটী উত্তর করিল, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি যে তোমাদের যোগাশ্রমের মা যোগেশ্বরী। এই কথা শুনিয়াই বাবা, আমার প্রাণ মন যেন আহ্লাদে আটখানা হইল, বলিলাম মা! তুমি এত কাহিল হইয়াছ কেন? মা বলিলেন, 'সেই কথা বলিবার জন্যই তো আসিয়াছি। আমার ভাল করিয়া খাওয়া হয় না; আমার ছেলে আমার ভোগ রাঁধিবার ও দিবার জন্য যাহাদের উপর ভার দিয়াছেন, তাহাদের ভক্তি নাই, প্রেম নাই, ভোগ দিতে হয় তাই দিয়া থাকে মাত্র। আমার তাহা খাইতে ভাল লাগে না। তুমি আমার ছেলেকে বলিও যে অন্ন ভোগ হইবার পূর্ব্বে তিনি যেন স্বয়ং আমাকে কলামাখা মোহনভোগের ভোগ দেন এবং ভোগ দিবার সময় যেন "ওঁ + + স্বাহা" এই মন্ত্র বলিয়া নিবেদন করেন।' আমি বলিলাম, মা! যে মন্ত্রে তোমার রোজ ভোগ নিবেদিত হয়, ইহা তো তাহা নয়, এ নূতন মন্ত্র কেন? মা বলিলেন, 'আমার ছেলে যে সন্ন্যাসী, তাহার জন্যই এ স্বতন্ত্র মন্ত্র।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি বলিলাম, মা! আমি গৃহস্থ হইয়া এ মন্ত্র তাঁহার নিকট কি করিয়া উচ্চারণ করিব? মা বলিলেন, 'আমার আজ্ঞা'। ইহারই পর আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।"

সেই অবধি মার অন্নভোগের পূর্ব্বে স্বামীজী স্বয়ং মার আজ্ঞামত প্রত্যহ কলামাখা মোহনভোগের ভোগ দিয়া থাকেন। মায়ের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে স্বামীজী মাকে এই কথাই বলিয়া থাকেন, "মা! আমি অর্থ-সামর্থ্য-বিহীন, তোমার গুহ্যতত্ত্ব ও সেবায় অনভিজ্ঞ, তোমার জন্য কখন কি করিতে হয়, আমি তো দূরের কথা, তাহা ব্রহ্মাদিরও অগোচর। তোমারই তো সব; আমি তোমার হইতে না জানিলেও তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার করিয়া লইয়াছ। তুমি যেখানে সেখানে "আমার ছেলে" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক, ইহাতেই আমার জন্ম-জীবন সার্থক হইয়াছে, জন্মমৃত্যু ও বন্ধন মুক্তির শঙ্কা আর নাই। তোমার কৃপা না হইলে, মা! জপ, তপ, জ্ঞান, যোগ আদিতে কি হইতে পারে? যখন যাহা করিলে আমার সেবাপরাধ না হয়, তাহা তুমি স্বয়ং করিয়া লইও, আমার উপর বিরক্ত হইও না। আমি তোমাকে ডাকি নাই, তুমি নিজেই কৃপা করিয়া আসিয়াছ, অতএব কৃপাময়ী মা! তুমি স্বয়ংই ব্যবস্থা করিয়া লইও।"

ধন্য মা—তোমার দয়া! ভক্তের প্রতি ধন্য তোমার স্নেহ! ভক্তকে কিছু ভাবিতে হয় না, মায়ের মত মা হইয়া মা আপনি সব দেখিয়া শুনিয়া ব্যবস্থা করিয়া লইও।

১০। ভক্তিমতী শ্রীমতী + দেবী * পূজ্যপাদ স্বামীজীকে লিখিয়াছিলেন:—

(ক) "শ্রীপাদপদ্মে অসংখ্য প্রণাম নিবেদন—

বাবা! আজ দিনমানে (৩রা ফাল্গুন, শঃ ১৮১৬) শ্রীমদ্ভাগবত

* নাম দিতে নিষেধ করায় তাঁহার নাম প্রকাশ হইল না। ইনি সাধনশীলা ও বিদুষী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িতে পড়িতে আমার ঘুম আসিয়াছিল, দেখিলাম একটা অন্ধকারময় স্থানে "মা যোগেশ্বরী" বুড়া মানুষের মত বসিয়া আছেন। আমি (কি জানি কোন্ বুদ্ধিতে) জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "মা তুমি কি গিন্নি?" মা বলিলেন. "হাঁ"।

তার পর মা বলিলেন যে, "ত্রিগুণ" কি তুমি জানিতে চাহ? আমি বলিলাম, হাঁ। বাবা! সত্যসত্যই ত্রিগুণ কি, আমি কিছুই বুঝি না; আমি শুনিব বলিয়া একদিন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম (বোধ হয় আপনার স্মরণ নাই), সেদিন আমার এ প্রশ্নে আপনি বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন; (আমি বিজ্ঞান ও দার্শনিকতত্ত্ব বুঝিতে পারি না বলিয়া) আমাকে খুব ধমকাইয়া নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "একথা তুমি আর কখনও আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

কিন্তু বাবা! আপনি পতিতপাবন ভগবান্, আজ কোন্ দয়ায় বশীভূত হইয়া আমার প্রতি দয়া করিয়া "মা" হইয়া স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন যে, "এই দেখ, চারিটী করিয়া সিঁড়ী * ও একটী করিয়া গুণ।" আমি অন্ধকারের ভিতর দেখিতে পাইলাম যেন বিদ্যুতের মত, মেঘের মত পাহাড়ের মত কত কি সব রহিয়াছে। আমি তো কিছুই বুঝিতে

---

* শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে মায়া ত্রিগুণময়ী এবং বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এতৎ পর্ব্ব-চতুষ্টয়াত্মিকা। সত্ত্বগুণময়ী, রজোগুণময়ী ও তমোগুণময়ী, এই ত্রিবিধা মায়াই প্রোক্ত পর্ব্বচতুষ্টয় (সিঁড়ী) যুক্ত। এই মায়া প্রভাবেই চারিবেদ, চারিযুগ, চারিবর্ণ, চারি আশ্রমের বিভাগ হইয়াছে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিগুণ জনিত অবস্থাত্রিতয় অতিক্রম করিতে পারিলেই জীব ত্রিগুণাতীত তুরীয় নামক চতুর্থাবস্থা বা মুক্তি লাভ করে। শ্রীমতী মায়ার এই পর্ব্ব-চতুষ্টয়ের কথা কখনও কাহারও কাছে শুনেন নাই, তাই সিঁড়ী কি বুঝিতেও পারেন নাই। যেমন ভূগোলে "শব্দের" দ্বারা পৃথিবীর বর্ণনা করা হয় ও মানচিত্রে "রূপের" দ্বারা তাহা বর্ণিত হয়, সেইরূপ মা শাস্ত্রে "শব্দের" দ্বারা ও স্বপ্নে "রূপের" দ্বারা শ্রীমতীকে ত্রিগুণতত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিলাম না। মা বলিলেন, "বুঝিলে না? ত্রিগুণ আমাতেই উৎপত্তি; আমাকে অনেকে 'ত্রিগুণ-ধারিণী' বলে, কিন্তু এ কথাটী—রুক্ষ।"

"আমাকে ভাবুকে যে 'ত্রিগুণময়ী' বলে, এইটী বড় মিষ্ট শুনি। আমার বড়ই প্রিয় জিনীস বিষ্ণু ভগবান্। ভগবানের প্রিয় সত্বগুণ এজন্ত আমিই সত্বগুণসম্পন্ন হৃদয়ে ভাগবতী মতি রূপে চিরকাল ব্যাপৃতা থাকি।"

"আর রজো-গুণীরা যদি ভগবানের তপস্যা করে তো আমি তাহাদিগকে অতিশয় বলবীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যশালী করি।"

"সাধন করিলে তমোগুণীকে আত্মতত্বজ্ঞানে বিশেষ অধিকার দিয়া থাকি।"

"বৈষ্ণবের মানস মধ্যে আমি শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ মূর্ত্তি ধারণ না করিয়া একতিলও থাকিতে পারি না।"

"আমিই তোমাদের স্বামীজীর সরস রসনা। তোমরা যে স্বামীজীর মুখে হরিকথা শুনিতে ভালবাস, সে আমারই দয়ায়। তোমাদের প্রশ্ন ও আমার ছেলের উত্তর ও উপদেশ, সকলই আমি।"

(খ) "প্রণামান্তে নিবেদন। বাবা! রুক্ষতা বশতঃ আপনার চরণে জ্বালা বোধ হইলে আপনি তেলে-জলে লাগাইয়া থাকেন, আমি কিন্তু কা'ল (২৬ জ্যৈষ্ঠ) স্বপ্ন দেখিলাম "মা" আমাকে বলিতেছেন, "আমার পায়ে একটু তেলে-জলে দিয়া দাও। কিন্তু আমার পায়ের গহনায় যেন তেল লাগে না"—এই বলিয়া মা নিজ হাতে গহনা গুলি তুলিয়া ধরিলেন।

আমি মায়ের রাঙা শ্রীপাদপদ্মে তৈল মাখাইতে মাখাইতে মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "মা! কি কর্ম্মকে তোমার সাধনা বলে"—

আমার বড় কান্না পাইতে লাগিল। আমি বলিলাম যে, মা! সাধন কি করিয়া করিতে হয়? মা হাঁসিয়া বলিলেন যে, "সাধন সহস্র সহস্র প্রকার, সাধকও তত শ্রেণীর; তা শুনিবার তোমার প্রয়োজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই; তোমরা আমার ছেলের শিষ্য, আমার ছেলে যে করটী সাধন ভালবাসেন, তাহাই বলিতেছি শুন। আমার ছেলে ভালবাসেন, প্রেমের দ্বারা সাধন, সেবার দ্বারা সাধন, আর মনঃ সংযম অর্থাৎ বৈরাগ্যেতে সাধন। কিন্তু বাছা! এই তিনটীই বড় কঠিন।" আমি বলিলাম যে. মা! সাধন করিবার আমার ক্ষমতা কিছুই নাই, তবে সাধন সম্বন্ধে কথা যেমন মধুর, এমন তো আর কিছুই নয়; বিশেষ তোমার শ্রীমুখের কথা কি শক্ত? মা, আমি শুনিব। সাধনের কথা আমি শুনিতে ভালবাসি। মা আবার হাঁসিয়া বলিলেন যে, "কাম বর্জ্জিত প্রেমঃ, প্রার্থনা বর্জ্জিত সেবা†, ও সন্তাপ বর্জ্জিত বৈরাগ্য ‡ আমি ভালবাসি ও আমার ছেলেও তাহাই ভালবাসে। অতি উচ্চ, অতি সরল ও খুব নিষ্ঠাবান্ হৃদয় না হইলে প্রেম-ভক্তির স্ফূর্ত্তি হয় না; সুতরাং আমার ছেলের মত হৃদয় যাহার নয়, সে "প্রেমের" দ্বারা সম্পূর্ণ সাধনা করিতে পারিবে না;

---

* যে প্রেমে কাম জন্য ভোগের আকাঙ্ক্ষা নাই। অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষকে ও পুরুষ স্ত্রীকে আত্মরূপ দৃষ্টিতে ভালবাসিবে, কিন্তু যে প্রেমে কামোদ্বেগ হইতে না পায়, তাহাই কামবর্জ্জিত প্রেম। জীবের দেহরূপ আধারের সৌন্দর্য্য বা কোন গুণ বিশেষে মুগ্ধ হইয়া কাহারও প্রতি প্রেম করিতে নাই, উহা মায়িক ও মলিন। আত্মাকে প্রেয়ো-বিত্তাৎ-প্রেয়ো পুত্রাদিত্যাদি ভাবে ভালবাসিবে। স্ত্রী ও পুরুষ রূপ উপাধি ভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে।

† ধন দাও, পুত্র দাও, মান দাও, আরোগ্য দাও, স্বর্গাপবর্গ দাও ইত্যাদি প্রার্থনাযুক্ত হইয়া মার সেবা করা ভক্তগণের কর্ত্তব্য নহে। কেবল সেবাতেই আপনাকে ধন্য ও জন্ম-জীবনকে সার্থক মনে কর, নিষ্কাম সেবাই জীবের পরমার্থ।

‡ স্ত্রী বিয়োগে বা পুত্র বিয়োগে কিম্বা দারিদ্র্য-দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া, অথবা কোন অপরাধ করিয়া রাজদণ্ড ভয়ে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া বিরাগী হওয়া প্রকৃত বৈরাগ্যের ফল নহে। মায়াময় সংসার মিথ্যা ও ইন্দ্রজাল লীলার ন্যায় অসৎ এবং পরমাত্মাই সত্য, এই সিদ্ধান্ত দ্বারা মনকে মায়িক জগৎ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক ব্রহ্ম-সত্তাতে চিত্তের অনুরাগ ও অভিনিবেশ স্থাপন করাই প্রকৃত বৈরাগ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ঐরূপ প্রার্থনা-পরিশূন্য "সেবা" করিলে আমাকে পাইবে; কিন্তু সেবাও আবার কিছু সামর্থ্যের অপেক্ষা করে; সে সামর্থ্য যাহার নাই, সে "বৈরাগ্য" অর্থাৎ সকল রকম সুখ-দুঃখ হইতে মনকে পৃথক্ করিয়া হৃদয়কে নিশ্চিন্ত করিয়া কেবল যদি আমাকেই ডাকে, তাহা হইলেও আমাকে পায়। কিন্তু বাছা! এ কাজে বড় সাবধান হইতে হয়। সন্তাপ অর্থাৎ দুঃখ বা খেদে বৈরাগ্য হইলে আমি খেদ মিটাইয়া দিই, কিন্তু আমার কোলে আশ্রয় দিই না; খুব আহ্লাদের সহিত বিবেক আশ্রয় করিতে হয়, কেন না আমিই যে বিবেক বৈরাগ্য।"

এই কথা বলিয়া মা যখন চলিয়া যান, তখন আমি আবার বলিলাম যে, মা! তোমার ছেলে তো জ্ঞানও খুব ভালবাসেন, তা মা শুধু জ্ঞানের দ্বারা কি লোকের সাধন হয় না? মা বলিলেন, "হয়"। আমি বলিলাম যে, মা! জ্ঞানীরা তো সিদ্ধ হওয়া বিশ্বাস করেন না; তবে জ্ঞানেতে তোমাকে কি করিয়া পাওয়া যাইবে? মা! যেমন বৈরাগ্যে সন্তাপ ইত্যাদির কথা বলিলে, ঐ রকম জ্ঞান সাধনে কি ত্যাগ করিতে হয় মা? মা একটু মুচকে হেঁসে বলিলেন যে, "জ্ঞান-সাধনে তম ত্যাগ করিলেই আমাকে পায়"*। এই বলিয়াই মা অন্তর্হিত হইলেন।"

(গ) "বাবা! আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আমি একদিন গ্রীষ্মকালে রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, মা করুণাময়ী যেন জবাফুলের বিছানার উপর বসিয়া আছেন, আমি মার কাছে বসিয়া যেন মাকে পাখার বাতাস

---

* শাস্ত্রের অধ্যয়নাদিতে জ্ঞান লাভ হইলে যদি মনে হয় যে আমি জ্ঞানী, আমি পণ্ডিত, অথবা অন্যকে জ্ঞানী বা ভক্ত অথবা শ্রেষ্ঠ দেখিলে মনে যদি দ্বেষ ঈর্ষ্যার উদয় হয়, কিম্বা মনে যদি অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা ইত্যাদি ভাবের তামস প্রভাব থাকে, তবে সে জ্ঞান বৃথা। কিন্তু যে জ্ঞানে সর্ব্বজীবে আত্মদৃষ্টি হয়, যে জ্ঞানে ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন অন্য সত্তার উপলব্ধি হয় না, যে জ্ঞানে "আমি" "তুমি" "স্ত্রী" পুরুষ" "ভাল" "মন্দ" ভেদ-বুদ্ধি বিদূরিত হয় সেই জ্ঞানেই ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছিলাম, মাকে দর্শন করিতে করিতে মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মা! তোমার মনের মত করিয়া সাধন করা বা তোমাকে পাওয়া জীবের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য; এরূপ আশা পর্য্যন্ত করিতেও ভয় পাই; কিন্তু মা! তোমাতে আশা না করিয়া আমার বৃথা বিচলিত মনকে কেবল তোমার চরণে কিসে নিবেশ করিতে পারি? বাবা! হাস্যমুখী মার তখন মুখশ্রী অতি গম্ভীর, মা গম্ভীর স্বরে বলিলেন যে, "গুরুর দয়া হইলে"। আমি বলিলাম যে, গুরুর দয়া কিসে হয় মা? মা নিজ গম্ভীর মুখ খোলসা করিয়া একটু মুচ্‌কে হাঁসিলেন, হাঁসিয়া বলিলেন যে, "গুরুর দয়া হয়, গুরুর দয়া হইলেই"। আমি বলিলাম যে, ও কথা তোমার আমি বুঝিলাম না মা! তুমি ভাল করিয়া বল—গুরুর দয়া কখন হয়। মা বলিলেন যে, "সদ্‌গুরু তো স্বতঃই দয়াময়। সৎশিষ্য গুরুর মনস্তুষ্টিপূর্ব্বক গুরুর সেবা করে, গুরুর দয়া হয়; সদ্ভক্ত শিষ্য গুরুতে প্রেম করিয়া গুরুর দয়া লাভ করে। অজ্ঞান অক্ষম সাধারণ শিষ্যের প্রতি গুরু তো নিজ দয়াতেই দয়া করিয়া থাকেন। তবে গুরুর প্রত্যেক আজ্ঞায় বিচার-বুদ্ধি-শূন্য থাকিও, তাঁহার বিশেষ দয়া হইবে।"

বাবা! আপনি জগদ্‌গুরু, আপনি সদ্‌গুরু, আমি অজ্ঞান, আমি মূঢ়, আপনার দয়াই আমার মত পামর জীবের একমাত্র ভরসা।"

(ঘ) "আর একদিন স্বপ্নে মাকে দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! সাধক সন্ন্যাসীরা তো নির্ধনই হয়েন, তবে তোমার সাধকের হাতে ধন কেমন করিয়া আসে? মা বলিলেন যে, "মূর্ত্তি উপাসক রাজসিক সাধক। তাঁহাদের উপাসনায় "শ্রীং" মহালক্ষ্মীর বীজ, সে তো আমিই। যেখানে আমি, সেইখানেই আমার ঐশ্বর্য্য; আমিই জগতের সকল ঐশ্বর্য্য। আমাকে কেহ কিছু দেয় না, তবে দিব বলিয়া যে ভক্ত আকিঞ্চন করে, সেই আকাঙ্ক্ষাটী আমি গ্রহণ করি। বাছা! আমাকে দিতে যদি ইচ্ছা কর তো, তোমার দেহের ভিতরে যা আছে আমাকে দাও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুব কাতর হইয়া আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের খুব ভালবাসিব। তুমি এক কাজ করিও, খুব রোগা * হইয়া আমার কাছে এসো দেখি।"

(৬) "বাবা! আমি একখানি পত্রে আপনাকে লিখিয়াছিলাম যে, 'আমি মার একান্তই শরণাগত, মা আমাকে বিপদে ফেলিবেন না।' তারপর আপনি আমাদেরই চিঠিতে জবাব লিখিয়া যেমন চিঠি ফেরত দেন, সেইরূপ সে চিঠিও ফেরত দিয়াছিলেন। তাহাতে আপনার হাতের লেখা ও আপনার আশীর্ব্বাদ ছিল বলিয়া আমি অতি যত্ন করিয়া কাগজ খানি বাক্সের ভিতরে রাখিয়াছিলাম। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যে, আপনি অতি গম্ভীর অতি স্তম্ভিত মূর্ত্তিতে মার পিছনে দাঁড়াইয়া, আর মা যেন অতি রাগত মূর্ত্তিতে ঘরের ভিতর (যে ঘরে আমি শয়ন করি) সেই চিঠি খানি হাতে করিয়া সেই পংক্তি কয়টীতে অঙ্গুলি দিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিলেন যে, "এই রকম তমোগুণাধিক্যপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ কর বলিয়াই তো আমার ছেলে মধ্যে মধ্যে তোমাদের উপর চটেন্"। আমি ভয়ে বলিলাম, কি কথা তোমার ছেলের কাছে বলিতে হয়, মা! আমি তো জানি না। মা! তুমি আমাকে বলিয়া দাও।

মা আরও রাগ করিয়া বলিলেন যে, "বলিতে হয় যে, মার যে অপরিসীম দয়া, তাহাতে আমরা কখনও বিপদে পড়িব না।" এই

---

* মুমুক্ষুদিগের মুক্তি লাভের জন্য শাস্ত্রে সপ্ত জ্ঞানভূমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—"জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা। বিচারণা দ্বিতীয়াতু তৃতীয়া তনুমানসা ॥৫॥ সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোঽসংসক্তিনামিকা। পদার্থভাবনা ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্যগা স্মৃতা ॥৬॥ আসামন্তে স্থিতা মুক্তি স্তস্যাং ভূয়ো ন শোচতে।" (যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি, ১১৮ সর্গ।)

১ম—শুভেচ্ছা, ২য়—বিচারণা, ৩য়—তনুমানসা, ৪র্থ—সত্ত্বাপত্তি, ৫ম—অসংসক্তি, ৬ষ্ঠ—পদার্থ-ভাবনা, ৭ম—তুর্য্যাবস্থা। ইহার মধ্যে 'তনুমানসা' অর্থাৎ মনের তনুতা বা ক্ষীণতাই "রোগ" শব্দে উপলক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ চিত্তশুদ্ধি বা মনের স্থূলজগৎ সম্বন্ধীয় তাবদ্ বাসনার ক্ষয় না হইলে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া, যেন রাগ করিয়া চিঠি ফেলিয়া দিয়া মা চলিয়া গেলেন। আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া ঘরের মেজের উপর চিঠিখানি কুড়াইয়া পাইলাম।

বাক্সের চিঠি বাহিরে কেমন করিয়া আসিল! আশ্চর্য্য! মা! ধন্য তোমার লীলা!"

(চ) "বাবা! একদিন আলস্য বশতঃ দিবাভাগে শুইয়াছিলাম; একটু তন্দ্রা আসিবা মাত্র স্বপ্ন দেখিলাম, মা যেন বসিয়া আছেন; আর একজন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ হাতে, পায়ে, পৃষ্ঠে ও গলে রজ্জু বাঁধা—পাশ-বদ্ধ যেন ভীত ও ক্লিষ্ট চিত্তে মার সম্মুখে পড়িয়া আছে; আর মা এক হস্তে সেই পাশ ধরিয়া রহিয়াছেন। ইহা দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কে মা? মা বলিলেন, "এ কাল"। আমি বলিলাম, মা! উহার এ অবস্থা কেন? মা বলিলেন, "ইহাকে তোমাদের জন্যই বাঁধিয়া রাখিয়াছি, ইহাকে না বাঁধিলে কি তোমরা আমার নাম লইতে পারিতে? না, আমার কাছে আসিতে পাইতে?" ইহার পরেই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।"

মা! এই জন্যই লোকে তোমাকে কালভয়-নিবারিণী বলে। কলিকাল প্রভাবে লোকের ধর্ম্ম কর্ম্ম ভক্তি প্রেম কিছুই হইতে পারে না, মা যাহাকে কৃপা করেন, কাল কেবল তাহারই নিকট জড়সড় হইয়া থাকে।

(ছ) "আর একদিন বাবা স্বপ্নে দেখিলাম, মা যেন নিজ সিংহাসন হইতে নামিয়া মন্দিরের মধ্য দ্বারে * দাঁড়াইয়া আছেন। আমি যেন তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মা বলিলেন "দেখ, আমি প্রণাম বড় ভালবাসি, কিন্তু যদি উহা নিষ্কাম হয়"। ইহার পরেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।"

লোকে প্রণাম করিয়াই মার কাছে কিছু না কিছু চাহিয়া বসে, ইহা বস্তুতঃই প্রীতির প্রণাম নহে। মা! আমরাও কত কি তোমার

---

* ইহারই সম্মুখে বারান্দায় দাঁড়াইয়া লোকে মা যোগেশ্বরীকে দর্শন ও প্রণিপাত করিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট চাহিয়া অপরাধগ্রস্ত হই। মা! এবার শেষ চাওয়া চাহিতেছি। এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আর কিছু চাহিতে না হয়। মা! তোমাকে প্রণাম করি।

(জ) "বাবা! সে দিন স্বপ্নে মায়ের এক বিশাল মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। তিনি যেন অতি বিস্ফারিতনেত্রে চারিদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "এই সব যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলই মিথ্যা, এ সকলই মিথ্যা"। আমি বলিলাম, মা! আর সকলই মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু মা! তোমার তপ-জপ তো সত্য? মা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন যে, "সাধন ভজন তপস্যা এ সকলও মিথ্যা, তবে এ সকলে কিছু সত্যের সত্তা আছে মাত্র, ঠিক খাঁটি সত্য জিনিষ কেবল "আমার দয়া"। আমার দয়া লাভ করিবে, এই আকাঙ্ক্ষা করিয়া যে তপস্যা করে, তাহার সে বুদ্ধি নিতান্ত ভুল; আমার কৃপা মাত্র ভরসা করিয়া লোকে যে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়, সেই তপস্যাই তপস্যা। জীবের প্রতি আমার দয়া হইলেই জীবের অন্তঃকরণ আপনিই শুদ্ধ হয় ও চিত্ত নিষ্কাম হইয়া যায়। নিষ্কাম অন্তরে ধর্ম্মকর্ম্ম জপতপ জীব যাহা কিছু করে, তাহাই সত্য।" ইহার পরেই মাকে আর দেখিতে পাইলাম না, ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।"

দীনদয়াময়ী মা! তোমার সাধন ভজন আমরা কিছুই তো করিতে পারি না, তোমার কৃপা মাত্রই আমাদিগের ভরসা। কৃপা করিয়া আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। মা! তোমাকে প্রণাম করি।

শ্রীভগবদ্-বিভূতি ভক্তমণ্ডলীরই গোচরীভূত হইবে এবং তাহা ভক্তগণ চিরকালই গোপনে রাখিবেন ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। যাঁহারা ভক্তিমান্ শ্রদ্ধালু ও সাধুর অনুরক্ত তাঁহারাই ইহা পাঠ করিবার উপযুক্ত পাত্র। সাধু-ভক্তের নির্ম্মল হৃদয়াকাশে সাধন-প্রভাবে ভগবদ্-বিভূতির যে উজ্জ্বল বিদ্যুন্মালা ক্ষণে ক্ষণে লীলা খেলা করিয়া থাকে, তাহা অভক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অসাধকের পক্ষে নিতান্ত অবিশ্বাস্য ও উপহাস জনক। এই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার শেষভাগে অর্জ্জুনকে সুস্পষ্ট বলিয়াছিলেন—

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥" ১৮।৬৭

যে ব্যক্তি তপস্যা করে নাই, যে ব্যক্তি ভক্তি-বিহীন, যে ব্যক্তি গুরুপদ-সেবা ও শাস্ত্র-শুশ্রূষা বর্জ্জিত এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে তাহাকে কদাচ এ সকল কথা বলিবে না।

আমরা উপরে লীলাময়ী মা যোগেশ্বরীর অপূর্ব্ব লীলা-কথার কয়েকটী মাত্র ভক্তগণের চিত্তবিনোদনার্থ এখানে প্রকাশ করিলাম। ইহা বিশ্বাসী ভক্তগণেরই পঠনীয়। গ্রন্থ-কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে সমস্ত লীলা-কথা এই জীবনী-গ্রন্থে প্রকাশিত হইল না।

যোগাশ্রমের সাজ-সজ্জা।

হাতুয়া মহারাজার দেওয়ান শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় নিজ পুত্র শ্রীমান্ যোগেশ্বরপ্রসাদের উপহার স্বরূপ মায়ের সম্মুখ বারান্দায় অতি উৎকৃষ্ট একটী মূল্যবান ঝাড় ও শ্রীমান্ দেবেন্দ্র বাবুর মাতাঠাকুরাণী ৺মার ভোগ পাকের জন্য বড় বড় ডেক্, হাণ্ডা, গামলা আদি কতকগুলি তৈজস পাত্র দিয়াছেন।

শ্রীমান্ সর্দ্দার অম্বরিক সিং হাসানওয়ালিয়া রায় বাহাদুর মকমলে কালাবত্তুর কারুকার্য্য-খচিত ময়ূরপুচ্ছের দুইটী (মূর্ছল) চামর, আগরার অতি উত্তম শিল্পযুক্ত কয়েক খানি শ্বেত পাথরের পাত্র উপহার দিয়াছেন।

দার্জ্জিলিংএর গবর্ণমেণ্ট উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (নিজ মনস্কামনা পূর্ণ হইলে) রৌপ্য বিনির্ম্মিত মার সিংহাসন ও সিঁড়ি এবং শ্রীমতী প্রবোধবালা দেবী (নিজ মনস্কামনা পূর্ণ হইলে) শ্রীযোগেশ্বর-নাথের ত্রিশূল নির্ম্মাণার্থ স্বর্ণ প্রদান করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমান্ স্বভাবানন্দ যোগাশ্রমী ২৫টী মোরাদাবাদের গ্লাস, ২৭টী বাটী, বড় বড় থাল ৪ খানি, রেকাবি ২ খানি এবং অন্যান্য কতিপয় সামগ্রী; শ্রীমান্ শুদ্ধানন্দ যোগাশ্রমী একখানি ভাল কম্বল; শ্রীমান্ সম্বোধানন্দ যোগাশ্রমী একটী মৃদঙ্গ ও কয়েকটী তৈজস পাত্র; এবং শ্রীমান্ সদ্‌গুণানন্দ যোগাশ্রমী কতকগুলি মার সাজ-সজ্জা প্রদান করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ দ্বারিকানাথ মিত্রের ইংরাজী ভাষায় জীবন-চরিত-প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সান্যাল মহাশয় দৈবাদিষ্ট হইয়া মাধবী পূর্ণিমায় (বৈশাখী পূর্ণিমায়) মায়ের উৎসব সেবার্থ ৭০১৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। যে সকল মহাত্মারা ভগবতীর অনুগ্রহে তাঁহার সেবা করিবার ঈদৃশ সুযোগ পাইতেছেন, তাঁহাদের জীবন ধন্য।

বহু ভক্ত স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া ৺যোগেশ্বরী মাতার পূজার সামগ্রী ও যোগাশ্রমের সাজ-সজ্জা জন্য বহু জিনিষ দিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রন্থ-কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে এবং অনেকের নাম অজ্ঞাত বলিয়া তৎসমুদায় বিস্তারিত ভাবে এখানে প্রকাশিত হইতে পারিল না।

শ্রীমৎ স্বামীজী-কৃত যোগাশ্রম-বর্ণনা।

বিশ্বনাথের বিহার ভূমি সোণার কাশীধাম।
অন্তর্গৃহে স্থান হ'লো মার "যোগাশ্রম" নাম॥
লাল টুক্ টুক্ মায়ের বাড়ী কিবা শোভা ধরে।
তার মধ্যে মা যোগেশ্বরী নিত্য বিরাজ করে॥
তিন দিকেতে সরকারী পথ থাকে পরিষ্কার।
লোক জনের সুগম্য সদা শীতল হাওয়াদার॥
মার আশ্রমের তোরণ দুয়ার নির্ম্মিত শিলায়।
প্রবেশিলে পুরের মাঝে প্রাণ জুড়ায়ে যায়॥
পাষাণের প্রাঙ্গণ ভূমি ঝর ঝরে নির্ম্মল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাষাণ পাটে ঢাকা আছে কূপে গভীর জল ॥
ধোয়া পোছা সব দিকেতে নাই ময়লা মাটী ।
শিলাময় স্তম্ভগুলি দেখ্‌তে পরিপাটী ॥
চার দিকেতে খোলা বারান্দা বসতে ভাল লাগে ।
অভ্যাগতের তরে আছে কয়টী ঘর নিম্নভাগে ॥
হরিদ্বারের জল ধারাতে "ব্রহ্মকুণ্ড" ভরা ।
ডুব দিয়ে স্নান কর্‌তে পারো এমন গভীর করা ॥
ডানদিকে সাজ সজ্জা করা "মণ্ডপ" মাঝার ।
সুজন সবার সৎকথালাপ সেইখানে দরবার ॥
তারই তলে ভূতল "গুহা" যোগ-সাধনার ঘর ।
অন্ধকারাবৃত থাকে ঘরটী নিরন্তর ॥
এক ধারেতে যোগাসন সিদ্ধি সাধন তরে ।
এমন ছিদ্র নাই তথা যে বায়ু চলাচল করে ॥
ছোট দুয়ার রুদ্ধ ক'রে করেন যোগী যোগ ।
সাধন-বলে হয় না যোগীর জনম মরণ ভোগ ॥
গুহার ভিতর শীত উষ্ণ বোধ কিছু না হয় ।
যোগানন্দ মহোল্লাসে প্রেমের বাতাস বয় ॥
যোগশাস্ত্রে যোগ মঠের যা, যেমন লেখা আছে ।
সেই মত সব সুঠাম সাজে তৈয়ার আগে পাছে ॥
দুই দিকেতে দুইটী সিঁড়ি ওঠে দোতালায় ।
টুক্ টুকে রং খোলা ছাদে তিনটী বারান্দায় ॥
সম্মুখে মা হাস্যমুখী কুমারীর সাজে ।
রজত সিংহাসনে যোগেশ্বরী মা বিরাজে ॥
ভক্ত জনের প্রাণ জুড়ানো মূর্ত্তি শোভা পায় ।
হেম জড়িত রত্নাভরণ মা পরেছে গায় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যোগেশ্বর নাথ" মহাদেব তীক্ষ্ণ ত্রিশূলধারী।
ত্রিলোকের পতি যার কুবের ভাণ্ডারী॥
বাঞ্ছাকল্পতরু সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী।
যোগেশ্বরী মার কাছে শিব দীন দুখী ভিখারী॥
মায়ের হাতে দুগ্ধান্নপূর্ণ সোণার হাঁড়ী।
সোণার হাতায় দেন ভিক্ষা পরা চিত্র সাড়ী॥
কর-যোড়েতে যোগী ঋষি আর দেবতা যত।
নিগম আগম মন্ত্রে সবে স্তব করিছে কত॥
দেখলে চারু চরণ দুটী ভক্তি জেগে উঠে।
মনের ময়লা দূর হয়ে যায় হৃদয়-কমল ফোটে॥
ঋদ্ধি সিদ্ধি নির্ব্বাণ পদ তুচ্ছ বোধ হয়।
অই চরণে রতি বিনা কিছুই কিছু নয়॥
দয়াময়ী মা আমার সদ্ভক্ত-কল্পলতিকা।
ভক্তগণের সব কামনা পূরান্ অম্বিকা॥
সম্মুখে মার শূন্যভরে ফোয়ারা যে ছোটে।
ঊর্দ্ধমুখে শত ধারা বিষম বেগে ওঠে॥
(মার) ভোগ পাকের ঘর দেখতে ভাল খোলা ছাদের পাশে।
গোমুখী গঙ্গার ধারা পড়িছে উল্লাসে॥
(মার) পাশের ঘরে বাসন কোশন পাত্র নানা থাকে।
সেই ঘরেতে নৈবেদ্য দেয় সাজায়ে মাকে॥
তারই পরের ঘরটী মায়ের "সদ্‌গ্রন্থ-শালা"।
মার সেবকের আসন তথা ভরা শাস্ত্র মালা॥
সম্মুখেতে সুশোভিত মায়ের "নজর-ঘর"। *
বিচিত্র বিবিধ চিত্রে সজ্জিত সুন্দর॥

---

* নজর-ঘরের অপর নাম "গুরু-দরবার"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৌনী মুনি যোগী ঋষির কত চিত্র পট।
দেব দেবী আর কত ভক্ত, সুর সরিতের তট॥
কত যাগ যজ্ঞশালা সন্ন্যাসীর ছবি।
কত উপদেশ লেখা তম-তামসের রবি॥
যে দিকে তাকাবে তুমি, করিবে নয়ন।
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মযোগের লীলা দরশন॥
দুই দিকে দুই স্বচ্ছ বিশাল দর্পণ সুন্দর।
পরে পরে থরে থরে দেখ্‌বে কত ঘর॥
নজর ঘরে "গ্রন্থ সাহেব" † গুরু মুখের বাণী।
জীবনের সার কথা সব রেখেছে বাখানি॥
সাধুর-বাণী-গ্রন্থে সবে করে নমস্কার।
ফুলের মালা মিষ্টান্ন তায় দেয় উপহার॥
ভিতর বাহির দু দিক দিয়া সিঁড়ী উঠেছে।
ত্রিতলে আকাশ গঙ্গা সবেগে ছুটেছে॥
তালার উপর চৌতালাতে নহবৎখানা।
দূর আকাশে ধায় শব্দ বাজে বাদ্য নানা॥
যোগাশ্রম যোগেশ্বরীর ঘর লীলা খেলার।
নয় দরজা দেহের মত এরও নটী দ্বার॥
কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ আর।
তিন ভাগেতে সাধনতত্ত্ব শাস্ত্রের বিচার॥

---

† "গ্রন্থ সাহেব" বিশেষ বিশেষ সিদ্ধ মহাপুরুষদের মুখ নিঃসৃত বা লিখিত সদ্‌গুরু বাণীকে পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে "গ্রন্থ সাহেব" নামে অভিহিত করা হয়। এই "গ্রন্থ সাহেব" মহাত্মা কবীরের শিষ্য সিদ্ধ মহাপুরুষ গরীব দাসজীর বাণী। জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের নিগূঢ় রহস্যে পরিপূর্ণ। পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে, নানক, কবীর, গরীবদাস, দাদু প্রভৃতির বাণী কি গৃহস্থ কি সাধু সকলেই বেদবৎ মান্য করেন ও নিত্য কিয়দংশ পাঠ করেন। আরতির এবং হালুয়া প্রভৃতি ভোগ দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগাশ্রমেও তিন ভাগেতে বিভাগ করা আছে।
অধিকার ভেদে শিক্ষা মায়ের ছেলের কাছে॥
পঞ্চ আয়তনী দীক্ষা বেদ পুরাণে বলে।
থরে থরে যোগাশ্রমে তাই পাঁচটী দীপক জ্বলে॥
অতল বিতল পাতালপুরী মূলাধারের তলে।
চতুর্দ্দলে পৃথ্বী ষোড়শ দল দোতালা বলে॥
তার উপরে দ্বিতল, পরে শত সহস্র দল।
এই স্বর্গ দেহ পুরের শেষ তৃতীয় তল॥
দ্বিতলে যে হৃদ্ কমলে অষ্ট দলাসন।
সেইখানে তো জীব ব্রহ্ম হয় সম্মিলন॥
যোগাশ্রমের দ্বিতলে মার পূর্ণ বিকাশ দেখি।
মায় পোয়েতে রঙ্গলীলা বলতে নারি সে কি॥
যোগেশ্বরীর যোগাশ্রমে তিনটী তলা সাজে।
তল তলাতল শেষ তালাতে আপনি বাজা বাজে॥
গুণ গুণা গুণ ঝুন ঝুনা ঝুন্ ঠুন্ ঠুনা ঠুন্ ধ্বনি।
অনাহতের তুরী ভেরী শব্দ শিরোমণি॥
যোগাশ্রম যোগ বিদ্যার যেন প্রতিকৃতি।
স্থূলরূপে মা প্রকাশিতা অনাদ্যা প্রকৃতি॥
যোগাশ্রমের যোগযুক্তি বলবো নাকো আর।
দেখে শুনে যাক্‌না এসে সাধ থাকে যাহার॥

যোগোদ্যান।

মা যোগেশ্বরীর যোগোদ্যানের শোভা বলব কত।
তক্ তক্ তক্ জমি খানি স্বচ্ছ কাচের মত॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা রকম নক্সা কাটা ঘর করা কেয়ারি।
বিরাজে তার মাঝে মাঝে তরু সারি সারি॥
লোক চলিবার আঁকা বাঁকা রাস্তা পরিষ্কার।
চোক জুড়ান ঘন-দুর্ব্বাদল কিনারা-দার।
মনের মত কত কুসুমের তরু বাছা বাছা।
ফল ফুলের গাছ ছাড়া তথা নাই কোন আগাছা॥
পঞ্চমুখী জবা, যূথী, মালতী, মল্লিকা।
ভুর ভুর ভুর গন্ধ ভরা জাতী শেফালিকা॥
শ্বেত রক্ত করবীর সূর্য্যমুখীর ফুল।
চন্দ্র-মল্লিকার নানা তুলনায় অতুল।
হাস্যমুখী কুন্দ কুসুম ফুটছে হেঁসে হেঁসে।
পাইয়া মন্দার গন্ধ ছুটছে অলি এসে॥
রং বেরঙ্গের দোপাটী ফুল পড়ছে ঢলে ঢলে।
হাঁসি হাঁসি বেল, মতিয়ার, গন্ধে সবাই ভোলে॥
স্থল কমলের শত দলে শোভা ধরে কত।
অতসী অপরাজিতা যন্ত্র কুসুম যত॥
আপনার ভাবে তারা আপনি ভুলে রয়।
তত্ত্ব উপাসকের কাছে মান অতিশয়॥
রুচির রজনীগন্ধ হাঁসি মুখে ফোটে।
মন মাতান সুগন্ধ তার দূরে দূরে ছোটে॥
ধূর্জ্জটীর ধুতূরা ফুটে কৃষ্ণ কলির মাঝে।
রক্ত রাগে রঙ্গণ গুলি কেবা গুণ বোঝে॥
সহস্র দল কমল যেন বড় বড় গাঁদা।
ঋতু কুসুমের রং রক্ত পীত হরিত সাদা॥
গোছা গোছা মণি মুক্তা যেন ঝলক মারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রজাপতি ফুল পরিপাটী ঝাড় ঝুমকা হারে ॥
আ ম'রে যাই কত গুণের গোলাব বাহারদার।
বাগান ভরা আমোদ করা অতি চমৎকার ॥
দুধে আলতা আভায় আলো করছে গুলাব কত।
ঘোর রক্ত রং মাখানো দেখ্‌তে মনোমত ॥
দুবেলা তার রং ফিরে যায় দোরঙ্গী গুলাব।
বার মাসই তার ফুটন্ত ফুল সুন্দর স্বভাব ॥
রং গুনানা নব রঙ্গী, সুরঙ্গী খুস নাম।
গন্ধরাজের বিমল শোভা সৌরভের ধাম ॥
ছোট বড় সব কুসুমের নাম করিব কত।
মায়ের চরণ পূজার তরে ফুটছে অবিরত ॥
তুলসী কানন তথা বিজনে বিরাজে।
ইক্ষু আনারস পুদিনা হয় বাগানের মাঝে ॥
ব্যাধির ঔষধি গুলঞ্চ ঘৃত কুমারীর গাছ।
তরুলতায় সাজ সজ্জা দেখ্‌তে বাছের বাছ ॥
কুষ্মাণ্ড লেবু পেঁপে ফলের তরু তথা।
রসভরা দাড়িম্ব ফাটে বলব কি তার কথা ॥
তোরণ রচনা কিবা যূথী লতিকায়।
লতায় পাতায় জড়াজড়ি এ পড়ে ওর গায় ॥
যোগোদ্যানের কেন্দ্র বিন্দু স্থানে চমৎকার।
যোগী জনের যোগ সাধনার মেরু শিলাধার ॥
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকৃতি যেন ভুজঙ্গিনী।
সুষুম্নার মূলে মুখ কুল কুণ্ডলিনী ॥
ইড়া ও পিঙ্গলা ঘেরা কমলে কমলে।
মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান মণিপুরে চলে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ দলেতে মিলি ষোড়শ দলে ধায়।
দ্বিদলে মিলিয়া দোঁহে আর নাহি যায়॥
সহস্র দলেতে মাত্র সুষুম্নার গতি।
তদুপরি গুরু গম্য জ্বলে ব্রহ্ম জ্যোতিঃ॥
যোগোদ্যানে জ্বলন্ত জ্যোতি নিশি দিন জাগে।
সব জিনিষ মা যোগেশ্বরীর নিত্য পূজায় লাগে॥
মাধবী পূর্ণিমায় মা'র হয় রাগ বিহার।
ফুলের সাজে মা বিরাজে গলে ফুল হার॥
ফুল দোলে ফুটয়ে ভক্তজনের মন-মুকুল।
সাধু ভক্তে মার প্রসাদ পায় মধুর ফল মূল॥
যোগোদ্যানে যোগেশ্বরীর জ্বলে জাগতী জ্যোত্।
মাধবী পূর্ণিমায় জীবের বহে ভক্তি স্রোত॥
জ্ঞানের পরাগ ভরা প্রেমের বাতাস ধীরে বয়।
পূর্ণ শশীর সুধারাশি পাতে সুখোদয়॥
জয় মাগো! জয় যোগেশ্বরী! ভক্ত জনের জয়।
দীন দেখে পরিব্রাজকেরে যেন দয়া হয়॥

প্রতিষ্ঠা-বর্ষে রচিত মায়ের আগমনী।

কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর।

বিরাজো মা হৃদ্-কমলাসনে।
তোমার ভুবন ভরা রূপটী একবার দেখে লই মা নয়নে।
অন্নপূর্ণা তুমি মা, তুমি শ্মশানে শ্যামা,
কৈলাসেতে উমা তুমি বৈকুণ্ঠে রমা;
ধর বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণুরূপ, সৃজন লয় পালনে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি পুরুষ কি নারী, তত্ত্ব বুঝিতে নারি,
তুমি স্বয়ং না বুঝালে তাকি বুঝিতে পারি ;—
তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে ॥
তুমি জগতের মাতা, যোগিজনানুগতা,
অনুগত জনের কৃপাকল্পলতা ;—
তোমায়ে মা ব'লে ডাকিলে নাকি কোলে লও ভক্তগণে ॥
দুঃখ দৈন্য হারিণী, চৈতন্যকারিণী,
আমি অন্য কিছু চাই না ভিন্ন চরণ দুখানি ;—
প্রেম সরোজে সাজাব পদ, বাসনা মনে মনে ॥
পরিব্রাজক ভিখারি, সাধ মনেতে ভারি,
মধুর হাসি মাখা মায়ের মুখখানি হেরি ;—
বসে মায়ের কোলে, মা মা বলে, নাচিব যোগধ্যানে ॥

মায়ের আদেশে রচিত গান।

রাগিণী-ঝিঝিট—তাল একতালা।

যোগেশ্বরী জগদীশ্বরী জয় জয় জগজননী।
পরমারাধ্যা সিদ্ধবিদ্যা * অনাদ্যা স্বরূপিণী ॥
যোগমায়া প্রকাশিলে, ব্রহ্মাদি দেব প্রসবিলে,
মায়াতে ব্রহ্মাণী লক্ষ্মী হইলে দাক্ষায়ণী ॥
চারিমুখ ব্রহ্মার তব গুণ গেয়ে,
কমল আঁখি বিষ্ণুর ওরূপ হেরিয়ে,
তুমি পুরুষ কি মেয়ে খোঁজ না পেয়ে, পাগল শূলপাণি ॥
পুরুষ তুমি তুমি প্রকৃতি, রবি শশী জ্যোতিঃ তব বিভূতি,
কায়াতে শ্রীকৃষ্ণ রূপ ছায়া শ্রীরাধারাণী ॥

---

* কালী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি "সিদ্ধবিদ্যা" নামে খ্যাত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীনাতিদীন মা পরিব্রাজক বলে,
সাজগোজ * মা তোর যা আছে দে ফেলে † ।
হও মা আবির্ভাব স্বভাব হিল্লোলে,
কাশীধাম বাসিনী (যোগাশ্রম) ॥

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা যোগেশ্বরী স্তোত্রম্ ।

অনাদ্যরূপা পরমেশ্বরী ত্বং, ত্বমাদিকর্ত্রী ভুবনত্রয়স্য ।
ত্বং কারণানামপি কারণং হি, যোগেশ্বরি ত্বাং শিরসা নমামি ॥১॥
শিবাদিদেবাঃ সহ সর্ব্বভূতৈ, রুদ্ভুয়ভূয়স্ত্বয়ি সংবিশন্তি ।
ব্যষ্টিঃ সমষ্টিঃ সদসত্ত্বমেব, যোগেশ্বরি ত্বাং শিরসা নমামি ॥২॥
কৃষ্ণশ্চ কালী কলিতাপহন্ত্রী, ত্বমন্তকাগ্নি র্হিমবারিধারা ।
ধ্যানেন গম্যা কমলাসনস্থা, যোগেশ্বরি ত্বাং শিরসা নমামি ॥৩॥
ত্বং কামহন্ত্রী ননু কামদাত্রী, কাশীশ্বরী ত্বং ভুবনেশ্বরী চ ।
পিতামহাদে র্জননী কুমারী, যোগেশ্বরি ত্বাং শিরসা নমামি ॥৪॥
বিচিত্রবাসা বররত্নভূষা, কৃপাময়ী ত্বং শুভদাভয়াচ ।
চন্দ্রার্কবহ্নিপ্রতিভাতনেত্রা, যোগেশ্বরি ত্বাং শিরসা নমামি ॥৫॥
কাশীশনৃত্যৈ র্মৃদুহাস্যযুক্তা, দুগ্ধান্নপূর্ণা ধৃতহেমদর্ব্বী ।
সিদ্ধেশ্বরাণাং বরদা ত্বমেব, যোগেশ্বরি ত্বাং শিরসা নমামি ॥৬॥
বায়ুর্যমোগ্নি র্বরুণঃ শশাঙ্কঃ, প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
ত্বমেব সূর্য্যশ্চ শিবশ্চ বিষ্ণুঃ, যোগেশ্বরি ত্বাং শিরসা নমামি ॥৭॥
দীনাতিদীনঃ শরণাগতোঽহং, মাতস্ত্বমেকা সুখশান্তি দাত্রী ।
শ্রীকৃষ্ণমাতা ত্বমরূপরূপা, যোগেশ্বরি ত্বাং শিরসা নমামি ॥৮॥

ইতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-বিরচিত-
অন্নপূর্ণা-যোগেশ্বরী-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

---

* মায়িক নামরূপ । † "সাজগোজে আমায় কেন মা ভুলালে"—পাঠান্তর ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়।

বেদ-বিদ্যালয় ও ধর্ম্ম-নিকেতন প্রতিষ্ঠা।

শঃ ১৮১১ (ইং ১৮৮৯) ২৩এ শ্রাবণ অপরাহ্নে কাশীধামে মানমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় অনেক গণ্য মান্য পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে বারাণসী সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামমিশ্র শাস্ত্রী পরে কুমার পরিব্রাজক বেদ-শিক্ষার আবশ্যকতা দেখাইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝাইয়াছিলেন আমাদের ধর্ম্মের উৎপত্তি বেদ হইতে; আমাদের ধর্ম্মার্থ ক্রিয়া কলাপ সমস্তই বেদ মূলক; বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বৈদিক নিয়মকে অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে; বেদ বিদ্যার পুনরভ্যুদয় ব্যতীত ধর্ম্ম কর্ম্ম ক্রমেই ভ্রষ্ট ও নষ্ট হইয়া যাইবে। বেদ-বিদ্যার অভাবে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য-তেজ বিদূরিত হইতেছে; ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইলেই সনাতন-ধর্ম্মের অধঃপতন নিশ্চিত। তাঁহারা স্বধর্ম্মারূঢ় থাকিলে সনাতন ধর্ম্মের একটী কেশ পর্য্যন্ত কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। পুরাণ বলুন, স্মৃতি বলুন, সকল শাস্ত্রেরই মূলাধার বেদ; এই বেদবিদ্যা পুণ্যভূমি ভারত হইতে লোপ হইতে বসিয়াছে, ইহা হইতে আর আমাদের জাতীয় অধঃপতন কি হইবে? বঙ্গদেশে তো বেদের চর্চ্চা নাই বলিলেই হয়, অন্যান্য স্থানেও বেদ বিদ্যার ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান হইতেছে; অর্থ সহিত বেদপাঠ আজকাল অল্প লোকেই করিয়া থাকে। সংস্কৃত চর্চ্চা সত্বেও বেদের প্রতি হিন্দু সমাজের বিশেষ অযত্ন দেখিয়া আমরা নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। যে বেদ ব্রাহ্মণের কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজ করিবেন ও একদিন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার এই শোচনীয় দশা। হিন্দু-ধর্ম্মের—হিন্দু সমাজের অধঃপতনের বাকী কি? বেদের অর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিবার জন্য কি ম্লেচ্ছ ম্যাক্‌স্‌মূলারের পদতলে বসিতে হইবে? না, প্রকৃত বেদ-বিদ্যা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে? যাহাতে বৈদিক অনুষ্ঠানে ভারত-ভূমি পবিত্র হয়, তাহা করিতে হইবে? বক্তৃদ্বয়ের সারগর্ভ উত্তেজনা পূর্ণ মর্ম্মস্পর্শিনী বাণী সকল শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। চারিদিক্ হইতে "চেষ্টা হউক" শব্দে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

পরিব্রাজক স্বামীজীর বক্তৃতার মর্ম্মাংশ।

"বেদ-শিক্ষা"

মূল ভিন্ন বৃক্ষ যেমন বাঁচিতে পারে না, বেদ ভিন্ন আর্য্য-শাস্ত্র, আর্য্য-ধর্ম্ম সেইরূপ স্থির থাকিতে পারে না। পুরাণ বল স্মৃতি বল, তন্ত্র বল, দর্শন বল, সমস্তই বেদের শাখা প্রশাখা, ফল ও পুষ্প স্বরূপ। বৃক্ষ হইতে যিনি ফল ও পুষ্পের প্রত্যাশা করেন, তাঁহাকে বৃক্ষের মূলদেশে যেমন জল সেচন করিতে হয়, সেইরূপ আর্য্য-ধর্ম্মের স্থিতি ও পুনরুন্নতির বাঞ্ছা করিতে হইলে বৈদিক শিক্ষার মূলে অগ্রে রস সেচন করিতে হইবে। বেদকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি আর্য্য-ধর্ম্মের উন্নতির আশা করেন, তিনি মূলহীন বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত করিতে চান। বিশাল মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত হইয়া যেমন ক্ষুদ্র নদ নদী দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ বেদের পবিত্র গুহ্যগর্ভ অবলম্বন করিয়া আর্য্য-ধর্ম্মের অসংখ্য শাস্ত্র চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। যিনি এই মহাসাগরের সংস্রব ত্যাগ করিয়া নদ নদীর শীতল সলিলে অবগাহন করিবার আশা করেন, তিনি জাহ্নবীর শুভ্র স্ফটিক-স্বচ্ছ তরঙ্গের প্রস্রবণ আবদ্ধ রাখিয়া মরুভূমির নিদারুণ মরীচিকায় গাত্র জ্বালা মিটাইতে চাহেন। অগ্নিস্তূপ হইতে ক্ষুদ্র দীপ-শিখা যেমন প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ বেদের জ্বলন্ত-কুণ্ড হইতে বিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ আর্য্য-শাস্ত্র-রাশি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। সে কুণ্ড যাহাতে নির্ব্বাপিত না হয়, সে মহাসাগর যাহাতে শুকাইয়া না যায়, সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূল যাহাতে উৎখাত ও উৎপাটিত না হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবার দিন এখন আসিয়াছে।

কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষীয়-আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী-সভার প্রযত্নে সনাতন-ধর্ম্মের তুমুল আন্দোলন চারিদিকে আরম্ভ হইয়াছে, এ আন্দোলন যে নিষ্ফল এমন কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। আমরা বিশেষ অনুধাবন করিয়া ইহার নিম্নলিখিত কয়েকটী ফল বুঝিতে পারিয়াছি। ১ম ফল—আর্য্য ধর্ম্ম-রক্ষিণী-সভা আদির সৃষ্টি। ২য় ফল—সংবাদ পত্রে হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষ চর্চ্চা, ধর্ম্মকথাপূর্ণ পুস্তক পত্রিকার সমধিক প্রচার, রঙ্গালয়ে ধর্ম্মভাব পূর্ণ অভিনয়। ৩য় ফল—আর্য্য-ঋষি, আর্য্য ভাষা ও আর্য্য শাস্ত্রের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধার বৃদ্ধি। ৪র্থ ফল—অনেক উপধর্ম্মাক্রান্ত স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তির চিত্ত ও আচারের পরিবর্ত্তন। ৫ম ফল—যোগসাধনাদির দিকে লোকের দৃষ্টি। ৬ষ্ঠ ফল—আর্য্যধর্ম্মোচিত রীত্যনুসারে বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা। এতগুলি ফল যে আন্দোলন হইতে প্রসূত হইয়াছে, তাহা যে নিষ্ফল, এ কথা যিনি বলেন, তিনি নিশ্চয়ই সত্যের অপলাপকারী। হিন্দু সমাজের পক্ষে এ ফল গুলি যে হিতকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও হিতকর, আরও স্থায়ী, আরও ধর্ম্ম রাজ্যের প্রকৃত পুষ্টিজনক এমন কোন ফল চাই, যাহাতে হিন্দু সমাজের বিশেষ কল্যাণ হইতে পারে। কিন্তু এখনও সে দিকে অনেকের দৃষ্টি পড়িতেছে না, এই আমাদের আক্ষেপ।

যে বৈদিক-সূত্রে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক অণুপরমাণু বিজড়িত। প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপ, আচার ব্যবহার ওত-প্রোত ভাবে অনুস্যূত, আমরা সেই বৈদিক পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইতে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইতে পল্লবাগ্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান পূজা পাঠ, তপ জপ, সন্ধ্যা আহ্নিক, ব্রত নিয়ম, শ্রাদ্ধ তর্পণ হোমাদিতে বেদের প্রাণহীন বিশুষ্ক কঙ্কালের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছায়া মাত্র বিরাজ করিতেছে। একটী হোম করিতে হইলে যে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরে বেদ মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজন, তেমন মন্ত্রজ্ঞ উচ্চারণ নিপুণ ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। একটী বৈদিক শান্তি স্বস্ত্যয়ন কিম্বা ছোট খাট রুদ্রযাগ বা সোমযাগ করিতে হইলে যেরূপ কার্য্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয়, তেমন কার্য্যকুশল ব্রাহ্মণ মিলা ভার হইয়া উঠিয়াছে। অথবা সামান্য একটী শ্রাদ্ধ কার্য্যে যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে ক্রিয়া সফল হয় তেমন সুপাত্র পাওয়াও দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনু ৩য় অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"একৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিত্র্যে চ ভোজয়েৎ।
পুষ্কলং ফলমাপ্নোতি নামন্ত্রজ্ঞান্ বহূনপি ॥১২৯॥
যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যেষ্বমন্ত্রবিৎ।
তাবতো গ্রসতে প্রেত্য দীপ্তশূলর্ষ্ট্যয়োগুড়ান্ ॥১৩৩॥

"দৈব ও পিতৃকার্য্যে বেদবিৎ এক ব্যক্তিকেও যদি ভোজন করান যায়, তাহাতে যে মহাফল লাভ হয়, বেদানভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও সেরূপ ফল লাভ হয় না, প্রত্যুত বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তি দৈব ও পিত্র্যকার্য্যে যত গ্রাস ভোজন করেন, শ্রাদ্ধ-কর্ত্তা মৃত্যুর পর তত গুলি প্রজ্বলিত শূল ঋষ্টি নামক অস্ত্র ও লৌহ পিণ্ড গ্রাস করিয়া থাকেন।" এখন দেখুন আজ কাল বঙ্গদেশে বা অন্য কোথাও শ্রাদ্ধ কার্য্যে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ-ভোজন করান হয় তাহার মধ্যে কয়জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ থাকেন? এই বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজনে ক্রিয়াত অঙ্গহীন হয়ই, উপরন্তু ক্রিয়াকর্ত্তাকে যে নরকে পড়িয়া জ্বলন্ত লৌহ পিণ্ড ভোজন করিতে হইবে তাহার কি? *

বঙ্গদেশীয় কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, যে বেদের একটা মন্ত্র জানিলেও ত বেদজ্ঞ হওয়া যাইতে পারে। বেদের অনন্ত শাখা, অনন্ত

* পরিব্রাজক মহাশয় প্রণীত শ্রাদ্ধতত্ত্বে এতদ্বিষয় সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে। "শ্রাদ্ধতত্ত্ব" প্রবন্ধটী বর্ত্তমানে "শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি" গ্রন্থের প্রবন্ধ রূপে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভাগ। সমস্ত বেদ আয়ত্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। আর বেদের কত শাখা অনেক দিন হইতেই লুপ্ত হইয়াছে। মনুও সে লুপ্ত শাখা সমূহও জানিতেন না। সুতরাং বেদের কিয়দংশে জ্ঞান থাকাই সম্ভব। অতএব বেদের কোন একটী মন্ত্র, কোন একটী শ্লোক জানিলেই বেদজ্ঞ বা মন্ত্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত মনু বচনেও ত "অমন্ত্রজ্ঞ" ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে প্রত্যবায় হয় এইরূপ বলা হইয়াছে। "সমগ্র বেদজ্ঞান বিহীন" ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে দোষ হয় এমন কোন কথা বলা হয় নাই। অতএব একটী মাত্রও বৈদিক মন্ত্র জানে, এমন কোন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে ক্রিয়া পণ্ড হইবে কেন? কেননা সে ব্রাহ্মণও ত "অমন্ত্রজ্ঞ" হইলেন না। বঙ্গদেশের যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া থাকেন, তাঁহারা ত গায়ত্রী রূপ বৈদিক মন্ত্র অবশ্যই জানেন, সুতরাং তাদৃশ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ভোজন করাইলে বৈদিক ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল না হইবে কেন?" এই আশঙ্কার উত্তর আমরা ক্রমে দিতেছি।

বেদের কোন একটী মন্ত্র, কোন একটী শ্লোক বা কোন একটী অক্ষর জানিলে বা অধ্যয়ন করিলে তাহাকে বেদজ্ঞ বলে না। তাহা হইলে ওঙ্কার রূপ প্রণবটুকু জানিলেই ত বেদজ্ঞ হওয়া যাইতে পারে। বাস্তবিক কথা তাহা নহে। প্রকৃত বেদজ্ঞ কাহাকে বলে, কিরূপ ও কতদূর বেদ অধ্যয়ন করিলে "মন্ত্রজ্ঞ" এই নামে অভিহিত হওয়া যাইতে পারে, এবং "স্বাধ্যায়" কাহাকে বলে, মনু নিজেই এই সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। মনু বলিতেছেন—

"তপোবিশেষৈর্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ।
বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা।" ২য় অঃ, ১৬৫ শ্লোঃ

দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়) বিধি বিহিত তপস্যা ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সরহস্য ও কৃৎস্ন বেদ অধ্যয়ন করিবেন। অর্থাৎ শিক্ষা কল্পাদি-ষড়ঙ্গের সাহায্যে ও মন্ত্র ব্রাহ্মণাদির সহিত নিজ নিজ শাখা অধ্যয়ন করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন যাঁহার নিজ শাখা "কৌথুমী" বা "মাধ্যন্দিনী" তিনি সেই নিজের শাখাই অধ্যয়ন করিবেন, ইহারই নাম বেদাধ্যয়ন। এইরূপ নিজ শাখাতে যিনি অভিজ্ঞ, তাহাকেই বেদজ্ঞ বলে। কেবল একটী বেদমন্ত্র বা বৈদিক অক্ষরের অধ্যয়নের নাম যে বেদাধ্যয়ন নহে ইহা এখন মনুর কথাতে পাঠক বোধ হয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। পূর্ব্বোক্ত মনু বচনে যে "কৃৎস্ন-বেদ" এই কথাটী আছে, ইহার অর্থ "সমগ্র বেদাধ্যয়ন" এরূপ নয়। কিন্তু মন্ত্র ব্রাহ্মণাদি (বেদের অংশ বিশেষ) সহিত নিজ নিজ শাখাধ্যয়ন এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এইরূপ অর্থ বুঝিবার হেতু আছে। কেননা শ্রুতি বলিতেছেন, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।" অর্থাৎ দ্বিজাতির স্বশাখাধ্যয়ন কর্ত্তব্য। কৈ শ্রুতি সর্ব্বশাখাধ্যয়নের কোন কথা ত বলিতেছেন না। শতবর্ষ-জীবী হইলেও মনুষ্য-জীবনে সর্ব্বশাখাধ্যয়ন অসম্ভব। এমন অসম্ভব ব্যাপারের উপদেশ জীবকল্যাণকাঙ্ক্ষিণী মাতৃস্বরূপা শ্রুতি কেন দিবেন? শ্রুতি যখন নিজ নিজ শাখাধ্যয়নের ব্যবস্থা দিতেছেন তখন শ্রুত্যনুগামী মনুও সেইরূপ ব্যবস্থা দিতে বাধ্য। শ্রুতিবিরুদ্ধ কথা স্মৃতি বলিতে পারেন না। সুতরাং শ্রুতির সহিত স্মৃতির এক বাক্যতা করিয়া কৃৎস্ন বেদাধ্যয়নের অর্থ নিজ শাখাধ্যয়ন এইরূপ মনুর অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। আবার কেবল নিজ শাখাটুকুর অধ্যয়ন করিলে চলিবে না, তাহার সহিত তদুপযোগী মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, গৃহ্যাদিসূত্র, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ও অধ্যয়ন করিতে হইবে। "কৃৎস্ন" শব্দ দ্বারা মনু এতখানি অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আর সরহস্য শব্দের "ষড়ঙ্গ সহিত" এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে মন্ত্র ব্রাহ্মণাদি ও ষড়ঙ্গ সহিত স্বশাখাধ্যয়ন কর্ত্তব্য. ইহাই মনু বচনের পর্য্যবসিতার্থ হইল।

পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে. 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" এই শ্রুতি বচনে "স্বাধ্যায়" শব্দের যে "স্বশাখাধ্যয়ন" এইরূপ অর্থ করিতেছ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাতে প্রমাণ কি? "স্ব" অর্থাৎ নিজ বেদীয় যৎকিঞ্চিৎ অংশের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য এমন অর্থও ত হইতে পারে। তাহা হইলে দুই চারিটী মন্ত্র বা সন্ধ্যাহ্নিকাদি বৈদিক অংশে যিনি অভিজ্ঞ, তিনিও "বেদজ্ঞ" হইতেছেন। একথার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যে এরূপ অর্থ করিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত মনু বচনকে পদ দলিত করা হয়। "বেদঃ কৃৎস্নোধিগন্তব্যঃ" এই বচনে মনু কৃৎস্নবেদাধ্যয়নের কথাই বলিয়াছেন, কৈ যৎকিঞ্চিৎ বেদাংশ বা দুই চারিটী মন্ত্র অধ্যয়ন করিবার কথা ত বলেন নাই। আর কৃৎস্ন বেদাধ্যয়নের অর্থ যে "সমগ্র বেদাধ্যয়ন" ও নহে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং "কৃৎস্ন" শব্দের অর্থ "সমগ্রও নহে" "যৎকিঞ্চিৎ"ও নহে, কিন্তু মাঝামাঝি গোছের। অর্থাৎ যতটুকু দ্বিজাতির পক্ষে বেদাধ্যয়ন আবশ্যক যতটুকু পড়িলে দ্বিজাতি নিজ নিজ ব্রাহ্মণ্যাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম, কর্ম্ম-কাণ্ড, উপাসনা-কাণ্ড, আদি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, ততটুকু বেদাধ্যয়ন আবশ্যক, "কৃৎস্ন" শব্দ ইহাই বোধন করিতেছে। অতএব শ্রাত ও স্মার্ত্তর অবিরুদ্ধ তাৎপর্য্যানুসারে স্বশাখাধ্যয়নই পরিপ্রাপ্ত হইতেছে, এইজন্যই মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

"স্বশাখাশ্রয়মুৎসৃজ্য পরশাখাশ্রয়ঞ্চ যঃ।
কর্ত্তুমিচ্ছতি দুর্ম্মেধা মোঘং তস্য চেষ্টিতং॥ ৩য় খণ্ড, ২য় শ্লোঃ

যে দুর্ব্বুদ্ধি নিজ শাখাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া পরশাখাধ্যয়নে রত হয়, তাহার চেষ্টা নিতান্তই বিফল হয়। সুতরাং মহর্ষি কাত্যায়নের মতেও স্বশাখাধ্যয়ন যে নিতান্ত আবশ্যক, স্বশাখাধ্যয়ন না করিলে যে "বেদজ্ঞ" বলা যায় না ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল। অতএব বেদের দুই একটি মন্ত্র জানিলে যখন বেদজ্ঞ হওয়া যায় না, তখন রীতিমত বেদাধ্যয়ন আবশ্যক। আমাদের দেশে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে বেদাধ্যায়ী কয়জন ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়? এইরূপ বেদ শিক্ষার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভাবে হিন্দুর অবশ্যকরণীয় প্রত্যেক কার্য্যে যে বিষম অঙ্গহানি ও অনিষ্টের উৎপত্তি হইতেছে এদিকে হিন্দুর কবে দৃষ্টি পড়িবে? মনু বলিতেছেন—

সহস্রং হি সহস্রাণামনৃচাং যত্র ভুঞ্জতে।
একস্তান্‌মন্ত্রবিৎ প্রীতঃ সর্ব্বানর্হতি ধর্ম্মতঃ। ৩য় অঃ, ১৩১ শ্লোঃ।

"শ্রাদ্ধে বেদানভিজ্ঞ দশলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল হইয়া থাকে, বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে সেই সমুদায় ফল লাভ হইয়া থাকে।" এখন দশ সহস্র বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে যে ব্যয় হয়, সেই ব্যয়ে একটী মাত্র ব্রাহ্মণেরও বেদ শিক্ষার সহায়তা করিয়া সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে অধিক ফল লাভ হয় না কি? আজকাল দেখিতেছি, ধর্ম্মশালা, সংস্কৃত পাঠশালা, আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় জাতীয় বিদ্যালয় ইত্যাদি নানাবিধ আর্য্য-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু এই হিন্দু-ধর্ম্মের তুমুল আন্দোলনের দিনে বেদশিক্ষার্থ কয়টী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে? আমরা বেদের কথা ভুলিয়া আর কত দিন নিদ্রিত থাকিব? আর্য্যধর্ম্মের এই বজ্র গম্ভীর দুন্দুভি নির্ঘোষের দিনে যদি আমরা এখনও বেদ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করিয়া থাকি তবে এতদিন ধরিয়া প্রচারকেরা আর্য্যধর্ম্ম ক্ষেত্রে যে পরিশ্রম করিতেছেন, সর্ব্বসাধারণে যে ধর্ম্ম-সভাদি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, আমরা সকলে যে আর্য্যজাতি বলিয়া গৌরব করিতেছি, তাহার সার্থকতা হইল কৈ? যে বৈদিক শক্তির সূক্ষ্ম আকর্ষণে হিন্দুর সমগ্র ধর্ম্ম-জগৎ স্থিরতর তারকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সে শক্তির দিন দিন হ্রাস দেখিয়া আমরা এখনও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছি, ইহা বড়ই খেদের কথা।

সনাতন ধর্ম্মের বিপুল আন্দোলনে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে একটু অনুকূল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হিন্দু সমাজের অধঃপতনের নিন্দা করিয়া যিনি যতই কুৎসা কীর্ত্তন করুন না কেন, আমরা বলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দু সমাজের পুনরভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরিক বল নিতান্ত ক্ষুণ্ণ দেখিয়া হিন্দুসমাজকে পর-পদাঘাত সহ্য করিতে দেখিয়া—হিন্দু সমাজকে নিস্পন্দ-নীরব দেখিয়া—লোকে তাহাকে মৃত বলে বলুক, আমরা বলি হিন্দু সমাজের প্রাণ এখনও বহির্গত হয় নাই। হিন্দু-সমাজ অগাধ ও অকূল কাল সাগরের বিবিধ বিপ্লব তরঙ্গে শত শত বার উলটি পালটি খাইয়াও এখনও জীবিত আছে, অচেতন দেখিয়া কেহ মৃত মনে করিবেন না। হিন্দু প্রাণ ছাড়িতে পারে, কিন্তু প্রাণের প্রাণ ধর্ম্মকে কখন ছাড়িতে পারে না। হিন্দু সমাজ সুখে দুঃখে হাঁসিতে কাঁদিতে দিন কাটাইলেও সাধ্যানুসারে ধর্ম্মের সেবা করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। হিন্দুর বর্ত্তমান সমাজের শত ত্রুটী শত বিশৃঙ্খলা, শত শত ছিদ্র থাকিলেও তাহার মনের গতি, প্রাণের টান একটু ধর্ম্মের দিকে আছেই আছে। তাহা বুঝিয়াই কাশীতে একটী বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হইলাম। আশা করি, রাজা মহারাজা, হিন্দু সাধারণ সমাজ, ধর্ম্মসভা, হবিসভা, সুনীতি-সভা ও বাল্যাশ্রম আদি এই বিদ্যালয়ের বিশাল উদ্দেশ্য সাধনের সাহায্যার্থ একটু মনোযোগ করিবেন।

বৈদিকী বিদ্যার অভ্যাস উন্নতি ও পুনরভ্যুদয় ব্যতীত হিন্দুর জাতীয় গৌরব ও সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার উপায়ান্তর নাই। যাগ যজ্ঞ পূজা, শ্রাদ্ধ, আদি হিন্দুর যাহা কিছু ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, সমস্তের মূলই বেদ ও সমস্তের মূলেই বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের আবশ্যক। পুরোহিত বল, গুরু বল, দান গ্রহণে বা ভোজনে ব্রাহ্মণ বল, বেদবেত্তা ভিন্ন কেহই প্রশস্ত অধিকারী নহেন। মহর্ষি মনু বেদাধ্যয়ন বর্জ্জিত ব্রাহ্মণকে হব্যাদি দানের নিষেধ করিয়াছেন,—বলিয়াছেন, যেমন তৃণাগ্নিতে হোম করিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, ভস্মে কেহ ঘৃতাহুতি দেয় না, তদ্রূপ বেদাধ্যয়ন বিহীন ব্রাহ্মণও হব্য কব্য দানের অযোগ্য। যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ব্রাহ্মণস্ত্বনধীয়ানস্তৃণাগ্নিরিব শাম্যতি।
তস্মৈ হব্যং ন দাতব্যং নহি ভস্মনি হূয়তে॥" মনু - ৩অঃ, ১৬৮ শ্লোঃ

যেমন অবেদজ্ঞকে দিতে নিষেধ করিয়াছেন, তেমনি বেদজ্ঞকেই দিবার বিধি করিয়াছেন;—বলিয়াছেন যে বেদবিদ্যা পারদর্শী ব্রাহ্মণকেই হব্য কব্যাদি দেব ও পিতৃ উদ্দেশে দান করিবে। বেদ বিহীন ব্রাহ্মণকে তাহা দান করিবে না, কেন না রুধিরাক্ত হস্ত রক্তের দ্বারা ধুইলে পবিত্র হয় না। যথা—

জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবীংষি চ।
ন হি হস্তাবসৃগ্ দিগ্ধৌ রুধিরেণৈব শুদ্ধ্যতঃ॥ মনু—৩অঃ, ১৩২ শ্লোঃ

অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া কত ধর্ম্মাত্মা কত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণাভাবে যথোচিত ফল লাভে সমর্থ হয়েন না। বিশেষতঃ বেদ বিদ্যা অভ্যাসের অভাবে দ্বিজাতিবর্গের দ্বিজত্ব থাকাও কঠিন। আজকাল বৈষয়িক বৃত্তিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অনেক দ্বিজ কুমারই অর্থকরী বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। আমরা বিবিধ বিদ্যোপার্জ্জনের বাধক নহি, কিন্তু ইহাই বলি, যে অগ্রে নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুকূল বেদ মন্ত্রাদি যথাযথ শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পরম কল্যাণ হয়। কেননা মনু বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এতদ্দ্বিজদিগের মধ্যে যিনি নিজোচিত বেদ বেদাঙ্গ পাঠ না করিয়া অন্য কার্য্যে পরিশ্রম করেন, তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন। যথা—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" মনু—২অঃ, ১৬৮ শ্লোঃ

এই সকল শাস্ত্রীয় আদেশ উপদেশাদির প্রতি প্রণিধান করিলে বেদবিদ্যা শিক্ষা দ্বিজাতির পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া বোধ হয়।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কুমারগণের আর্থিক অবস্থার নিতান্ত হীনতা প্রযুক্ত তাঁহাদের অত্যন্ত ইচ্ছা থাকিলেও কাশী প্রভৃতিতে আসিয়া ও বৈদেশিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বেদ শিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। কত জমীদার, কত ধনবান ও কত সাধারণ গৃহস্থ দৈব ও পিতৃ কার্য্যে কত ব্যয় করিয়া থাকেন; কিন্তু সকলে মিলিয়া কিছু কিছু সাহায্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কতক গুলি সুবোধ ও মেধাবী ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ কুমারকে বেদ বিদ্যা শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিলে ভাল হয়। তাঁহারা সুশিক্ষিত হইয়া স্ব স্ব দেশে গিয়া আবার অনেক ছাত্রকে শিক্ষা দিতে পারিবেন। এইরূপে দেশময় বেদ শিক্ষার বিপুল বিস্তার হইবে। এইরূপে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল যাজনা হইতে থাকিলে কর্ম্মকর্ত্তাও শুভ ফলভাগী হইবেন, তাঁহার শ্রম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অর্থ ব্যয়ও সার্থক হইবে। সময় বহিয়া যায় বলিয়া হিন্দু সমাজকে আমরা এইজন্য বার বার উত্তেজনা করিতে বাধ্য হইতেছি।

কুমার পরিব্রাজক এই বেদ বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দেশে দেশে হিন্দু মাত্রেরই নিকট হইতে মুষ্টি ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনা পত্র (ভিক্ষা লিপি আদি) আজি আমরা মুদ্রিত করিলাম। আশা করি হিন্দু মাত্রেই তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত ও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবেন।

মুষ্টি ভিক্ষা দাতা ধর্ম্মাত্মগণকে একটি কথা এইখানে বলিয়া রাখি। হিন্দুর প্রত্যেক গৃহেই প্রত্যহ কত বৈষ্ণব, সাধু ও দীন দুঃখীকে মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই. তাহার উপর বেদ-বিদ্যালয়ের জন্য আর এক মুষ্টি বাড়িল। ভিক্ষা মুষ্টিমেয় বাড়িল বটে কিন্তু ফল বাড়িল পর্ব্বত পরিমাণে। স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই মনে রাখিবেন,—এই মুষ্টি অন্ন ভাগে লাগিবে বেদ বিদ্যার্থীদিগের এবং বেদ পারগ আচার্য্যদিগের, তাহাতে আবার কাশীধামে। কাশীতে একটী মাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে অন্যত্র লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল হইয়া থাকে। আশা করি, ঘরে বসিয়া অনায়াসে এই মহাপুণ্যার্জ্জনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন হিন্দুই বিমুখ হইবেন না। মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন যে অব্রাহ্মণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়াদিকে অথবা অনাচার কদাচারে দূষিত পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সামান্য দানের সমান ফল হয়, আর যে কেবল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়া "আমি ব্রাহ্মণ" এই অভিমান করে মাত্র, তাহাকে খাওয়াইলে দ্বিগুণ ফল হয়, যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহাকে ভোজন করাইলে দশ সহস্র গুণ এবং অধীতাবশ্ব বেদ-পারগ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে অনন্ত গুণ ফল হইয়া থাকে। যথা—

"সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শত সাহস্রমনন্তং বেদ-পারগে॥" মনু—৭অঃ, ৮৫ শ্লোঃ

ধর্ম্মাত্মগণ! আপনাদের পিতৃধন আপনারা রক্ষা করিবেন, তাহাতে আর অধিক বলিব কেন! জাতীয় সম্পত্তি পিতৃ সম্পত্তি, দ্বিজাতির সর্ব্বস্ব ধন ব্রহ্মবিদ্যা সকলেরই রক্ষণীয়। তবে এই মাত্র বলি,—

"সেক্তব্যো যদি মারব স্তরুরয়ং পাথোদ! পাথোলবৈ
রব্যাজংকুরু সিঞ্চ কিং চিরয়সে কালঃ পরিক্রামাত।
মূলে মুক্তরসে দলে বিগলিতে শুষ্কে তথা বল্কলে,
ন স্যাদস্য পরিস্থিতিপ্রভুরহো ধারাপি বারাং তব॥"

মরু ভূমিস্থ একটী তরু আকাশ মার্গে একখণ্ড মেঘকে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া কাতর বাক্যে ডাকিয়া বলিল, হে জলদ! আমি তো আর বাঁচি না, শীঘ্র জল সেচন কর, বিলম্ব করিতেছ কেন? উপযুক্ত কাল অতিবাহিত হইতেছে। এখন যদি জল না দাও, তবে যখন আমার মূল রসাকর্ষণে অপটু হইবে, পত্রগুলি ঝরিয়া পড়িয়া যাইবে, বল্কল শুষ্ক হইবে তখন তোমার প্রবল ধারায় ধরা ভাসাইয়া দিলেও আমি পুনর্জ্জীবিত হইব না।

মহাত্মগণ! এখনও বেদাচার্য্য দুই চারি জন আছেন। ইঁহারা দেহত্যাগ করিলে বেদ বিদ্যার পুনরুদয়ের জন্য শত চেষ্টা করিলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং আপনাদিগের অজস্র ধন ব্যয়িত হইলেও কোন সুফল ফলিবে না তাই বলি শীঘ্র।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে অনেক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শান্ত শিষ্ট মহারাজা বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন মাত্র ইচ্ছা করিলে মাতৃ ভূমির এই অভাব পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি আমাদের প্রার্থনীয়।

বেদ বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ হিন্দুগৃহস্থদিগের নিকট প্রেরিত ভিক্ষা লিপি।

বেদ-বিদ্যা বিস্তারের সাহায্যার্থ আপনার ও আপনার পরিচিতবর্গের রন্ধনশালায় বা ভাণ্ডার গৃহে একটী (নূতন হাঁড়ি বা কলস) "মঙ্গল ঘট" রাখিয়া দিবেন। সেই ঘটের গাত্রে "অন্নপূর্ণা" চিহ্নিত ভিক্ষালিপি আঁটা দিয়া আঁটিয়া রাখিবেন। প্রত্যহ সকলের অন্ন পাকের জন্য যখন চাউল লইবেন, সেই সময় সেই গৃহীত তণ্ডুল রাশি হইতে একমুষ্টি ঐ "মঙ্গল ঘটে" ভিক্ষা স্বরূপ রাখিয়া দিবেন।

প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রত্যেকের বাটী হইতে সঞ্চিত তণ্ডুলরাশি একত্র করাইয়া বাজার দরে উহা কাহাকেও বিক্রয় করিয়া সংগৃহীত মূল্য—"কাশী ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদক" এই ঠিকানায় পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

গৃহস্থগণ ইহাও স্মরণ রাখিবেন, যে ৺কাশীধামের বেদ-বিদ্যালয়ের জন্য মা অন্নপূর্ণার নামে যিনি প্রত্যহ একমুষ্টি বা দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্ন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভিক্ষা দিবেন, মা অন্নপূর্ণার কৃপায় তাঁহার রন্ধন শালায় কখনও অন্নের অভাব হইবে না। অন্নপূর্ণা বিমুখ হইলে ত্রিভুবন অন্বেষণ করিলেও মুষ্টিমেয় অন্ন পাওয়া যায় না। আশা করি কোন গৃহস্থের দ্বারেই মা অন্নপূর্ণা বিমুখ হইবেন না।

"মঙ্গল ঘট" স্থাপন করিলে রন্ধন কালে প্রতি গৃহস্থের প্রত্যহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নপূর্ণা দর্শন ও ব্রহ্মবিদ্যা স্মরণ হইবে। গৃহস্থ কুশলে থাকিবেন। আধি ব্যাধি বিপদাদি কালে কল্যাণ কামনা করিয়া মা মঙ্গলময়ীর মঙ্গল ঘটে অর্থাদি দিতে পারিবেন। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, মন্ত্রদীক্ষা উপলক্ষে, শ্রাদ্ধাদি পিত্র্য কার্য্য, যজ্ঞ ও পূজাদি দৈব কার্য্য কালে যেন "মঙ্গল ঘট" পরিপূর্ণ হইয়া যায়। মা অন্নপূর্ণা গৃহস্থের মঙ্গল করুন।

৺কাশীধাম,
যোগাশ্রম।

অনুগত—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী পরিব্রাজক।

যে বিদেশীয় মহাত্মগণকে ভিক্ষাদানাধ্যক্ষ হইতে অনুরোধ করা হইতেছে, তাঁহাদিগকে যে প্রার্থনা পত্রখানি প্রেরিত হয়, তাহারও প্রতিলিপি নিম্নে প্রকটিত হইল।

"মহাশয়! যে গুরুতর ধর্ম্মার্থ কার্য্যের ভার আপনাকে লইতে অনুরোধ করিলাম, তাহা হয় তো আপনার অবকাশাভাব বশতঃ সমস্ত স্বয়ং করিয়া উঠিতে পারিবেন না। এই জন্য একটী প্রস্তাব করিতেছি তদনুসারে ব্যবস্থা করিলে কার্য্যের অনেকটা সুবিধা হইতে পারিবে।

আমার প্রস্তাবিত বেদ-বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ভিক্ষা লিপির মর্ম্ম প্রতি হিন্দু গৃহস্থকে বুঝাইয়া প্রতি গৃহে 'মঙ্গল ঘট" স্থাপনার্থ একজন মিষ্টভাষী ধর্ম্মশীল সুচতুর পুরুষকে নিযুক্ত করুন। মাসান্তে সকলের গৃহ হইতে তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য তিনি একজন ভার বাহক সঙ্গে লইবেন। আপনার তত্ত্বাবধানে ও আদেশ ক্রমে সংগৃহীত অন্নরাশি বিক্রীত হইবে। মূল্য যাহা আদায় হইবে, তাহা হইতে শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে ভার বাহকসহ সংগ্রহকারীকে পারিশ্রমিক (কমিশন) দিবেন। মঙ্গল ঘট স্থাপন যত বাড়িবে ততই বেদ-বিদ্যালয়ের মঙ্গল, গৃহস্থের মঙ্গল এবং সংগ্রহকারীরও মঙ্গল এবং ভারত ভূমির পরম মঙ্গল।

মঙ্গল ঘটে লাগাইবার কাগজ (অন্নপূর্ণা চিহ্নিত) যখন যত প্রয়োজন হইবে, আমাকে লিখিলেই পাঠাইয়া দিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যে গৃহস্থ "মঙ্গল ঘট" স্থাপন করিবেন, সেইপুণ্যাত্মাদিগের নাম ও ঠিকানা আপনার নিকট একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

ইতি—অনুগত—শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

বেদ-বিদ্যার শিক্ষাভাবে দ্বিজাতিবর্গের ব্রাহ্মণ্যতেজ বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমশঃ বিলুপ্ত হওয়ায় জগৎ নানা প্রকারে অনিষ্টগ্রস্ত ও বিপুল বিঘ্ন বিপত্তি-বিড়ম্বিত হইতেছে। যদি কেহ বট্ কর্ম্ম বা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, বেদ পারগ কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ সংখ্যার হ্রাস হইয়া যাওয়ায় তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সিদ্ধি সাধন হওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বেদের বিপরীতার্থ প্রতিপাদন পূর্ব্বক অনেক প্রচ্ছন্ন নাস্তিক ব্যাখ্যাতা সরল বিশ্বাসী সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গকে স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট করিয়া দিতেছে। যদিও আজকাল স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র আদির বহুল প্রচার আছে, কিন্তু সকলের মূল সূত্র-স্বরূপ-বেদের যথাবিধি শিক্ষা না হওয়ায় তত্তাবতেরও কত কদর্থ ও বিপরীতার্থ প্রচারিত হইয়া লোক সকলকে সন্মার্গচ্যুত করিতেছে। এইরূপ নানা বিষয় চিন্তা করিয়া ইহলোক ও পরলোকের পরম কল্যাণ সাধনার্থ "বেদ-বিদ্যালয়" স্থাপনের অত্যাবশ্যকতা প্রতীত হইতেছে।

এই বিদ্যালয়ে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর, অর্থ ও অঙ্গোপাঙ্গ সহিত বেদের শিক্ষা দেওয়া হইবে, যন্ত্র মন্ত্র সহিত ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হইবে এবং ইহাও আশা করি, যে বেদোপনিষদ্ আদির নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ভেদ করিয়া সংস্কৃত ও ভাষা টীকা সহিত পুস্তকাদি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

বেদ-বিদ্যালয়ের আচার্য্যগণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ।

১। বেদ বিদ্যালয়ের আচার্য্যগণ সত্যবাদী বিনীত ও শিষ্টাচারী হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসৎপাত্রের নিকট প্রতিগ্রহ ও অযাজ্য যাজন করিবেন না, অর্থাৎ ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণোচিত বিধি নিষেধ পালনে সম্পূর্ণ তৎপর থাকিবেন।

২। আচার্য্যগণ অধীত বিদ্যা ভিন্ন ছাত্রগণকে অন্য রূপ শিক্ষা দিবেন না।

৩। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শানুসারে অন্যান্য আচার্য্যগণ শিষ্যবর্গকে যথা নিয়মে অধ্যাপনা করিবেন।

৪। মধ্যে মধ্যে অনধ্যায়ের দিন আচার্য্যগণের মধ্যে যে কেহ হউন একজন শিষ্য মণ্ডলীকে ও অন্যান্য সমাগত শ্রোতৃবর্গকে মহাভারত, রামায়ণ শ্রীমদ্ভাগবতাদির ব্যাখ্যা ও উপদেশ শুনাইবেন।

শিষ্য মণ্ডলী।

১। উপনীত ব্রাহ্মণগণ এই বিদ্যালয়ে পাঠ করিবেন।

২। কদাচারী ও কুসংসর্গী হইলে কাহাকেও বেদ-বিদ্যালয়ে শিষ্যরূপে গ্রহণ করা হইবে না।

৩। বেদাধ্যায়ী যথাশক্তি ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবেন।

৪। বেদাধ্যায়ী ব্যক্তি অশুচি অবস্থায় বা অশুচি বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া অথবা চর্ম্ম পাদুকা ধারণ করিয়া বেদ পাঠ করিবেন না।

৫। বেদাধ্যায়ী শিখা সূত্রধারী ও যথাশাস্ত্র সন্ধ্যা বন্দনাদি-তৎপর হইবেন।

৬। বেদ-বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে আচার্য্যগণ যখন যেরূপ আজ্ঞা করিবেন শিষ্যগণকে যথাশক্তি তত্তাবৎ প্রতি পালন করিতে হইবে।

মন্ত্রণা মণ্ডল।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ বেদ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা পূর্ব্বক কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ভার গ্রহণ করিলেন :—

তত্তাবধায়কাচার্য্য—

১। চতুর্ব্বেদাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বামনাচার্য্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। বিবিধ-বিষয়োপদেষ্টা—বিপুল-শাস্ত্রাধ্যাপক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী।

৩। ব্যবস্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত চিরকুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

৪। কার্য্যাধ্যক্ষ—মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমনাথ ভাদুড়ী।

৫। লেখাধ্যক্ষ—মান্যবর শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

সহানুভাবক ও পরিদর্শক।

মহামহোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর শাস্ত্রী।

,, ,, শ্রীযুক্ত সুধাকর শাস্ত্রী।

,, ,, শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী।

,, ,, শ্রীযুক্ত তাঁতিয়া শাস্ত্রী।

মন্ত্রণামণ্ডলের কর্ত্তব্য।

১। আচার্য্য নির্ব্বাচন, বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন প্রভৃতি আবশ্যকীয় কার্য্যকলাপ মন্ত্রণামণ্ডল কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইবে। বিদ্যালয়ের কল্যাণার্থ যখন যেরূপ ব্যবস্থার আবশ্যক হইবে, মন্ত্রণামণ্ডলের অধিষ্ঠাতৃগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া তাহা স্থির করিবেন।

২। যাহাতে শিষ্য ও আচার্য্য মণ্ডলীর পঠন পাঠনার কোনরূপ বিঘ্ন উৎপন্ন না হয় এবং যেরূপ ব্যবস্থায় পঠন পাঠন হইলে ছাত্রবর্গের বিশেষ সুবিধা হয়, মন্ত্রণা মণ্ডল তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

৩। তত্ত্বাবধায়কাচার্য্য মহাশয় অবকাশানুসারে বিদ্যালয়ে আসিয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনার পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং নিজোচিত সহায়তার দ্বারা বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে দৃষ্টি রাখিবেন।

৪। বিবিধ বিষয়োপদেষ্টা মহাশয় মধ্যে মধ্যে অনধ্যায়ের দিন বিদ্যালয়ে বিশেষ বিশেষ সভাধিবেশন কালে শাস্ত্র বিরুদ্ধ মত রাশির খণ্ডন ও শাস্ত্রীয় মত মণ্ডনার্থ ব্যাখ্যান করিবেন এবং আবশ্যকানুসারে নানা মতে বিদ্যালয়ের সহায়তা করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। ব্যবস্থাধ্যক্ষ মহাশয় বেদ-বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে যে কিছু সহায়তার আবশ্যক হইবে, তাহারই সদ্ব্যবস্থার জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিবেন এবং বিদ্যালয়ের সকল প্রকার কার্য্যের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। অর্থের আগম, স্থিতি ও ব্যয়ের ব্যবস্থাও পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কোন গুরুতর কার্য্যই তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত অনুষ্ঠিত হইবে না।

৬। কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন কালে যে কিছু সামগ্রীর আবশ্যক হইবে, তাহার ব্যবস্থা, অর্থ সংগ্রহের সহায়তা বিদ্যার্থিবর্গের স্বচ্ছন্দতার সদ্ব্যবস্থা করিবেন।

৭। লেখাধ্যক্ষ মহাশয় বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় পত্রব্যবহার করিবেন। ধনের আগম, স্থিতি ও ব্যয়ের হিসাব পত্র রাখিবেন। মন্ত্রণামণ্ডলের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে ধনাগম ও ব্যয়াদি প্রদর্শন করিবেন। যাহাতে বিদ্যালয়ের সার্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন এবং বিদেশীয় বিদ্যার্থিবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।

৮। মন্ত্রণা মণ্ডলের অন্যূন তিনজন একত্র হইয়া যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তদনুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে।

ব্যবস্থা।

১। আচার্য্যগণ মাসিক বেতন বলিয়া কিছু পাইবেন না। আচার্য্যের দাক্ষিণা স্বরূপ যথাসম্ভব বৃত্তি তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইবে মাত্র।

২। অনুপজীবী বিদেশীয় বিদ্যার্থীকে বেদ বিদ্যালয়ের উপযুক্ত মনে করিলে অথবা তদ্দেশীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ তাহার সাংসারিক অস্বচ্ছল অবস্থা ও সচ্চরিত্রাদির প্রশংসা পত্র প্রদান করিলে, মন্ত্রণা মণ্ডলাধিষ্ঠাতৃগণ ধনাগমের ব্যবস্থা বুঝিয়া যথাসম্ভব-সংখ্যক বিদ্যার্থীর ভরণ পোষণাদির ভার লইবেন।

৩। যে বেদাধ্যায়ী ছাত্রের নিজ ব্যয়ে বা অন্য অন্য অভিভাবকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহায্যে আহারাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবার সঙ্গতি আছে, মন্ত্রণা-মণ্ডল তাঁহাদের ভরণ-পোষণের ভার লইবেন না।

৪। ব্যাকরণ, স্মৃতি দর্শনাদি পঠিতই হউক বা অপঠিতই হউক, বিদ্যার্থিগণ বেদ বিদ্যালয়ে বেদের স্বর, অর্থ ও যজ্ঞীয় ক্রিয়াদি শিখিতে যে সময় (অন্যূন ৫।৬ বৎসর) লাগিবে, ততদিন নিয়মিত রূপে বিদ্যালয়ের নিয়মাধীন ও মন্ত্রণা মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া নিয়ত অধ্যয়ন করিবেন স্বীকার করিলে, তবেই মন্ত্রণামণ্ডল তাঁহাদের আহারাচ্ছাদনের ভার লইবেন। কিছুদিন কিঞ্চিৎ পড়িয়াই যে পলায়ন করিবেন না, বিদ্যালয়ের অর্থ-হানির দায়িত্বসহ, ও সাবালক হইলে বিদ্যার্থী স্বয়ং নাবালক হইলে তাহার অভিভাবক ষ্ট্যাম্প কাগজে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

৫। বিদ্যার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতবিদ্য হইলে আচার্য্যের স্বাক্ষরিত প্রশংসা পত্র লাভ করিবেন।

৬। মাসিক ব্যয়োদ্বৃত্ত টাকা (যদি কিছু থাকে) ডাক বিভাগীয় সেবিংস্ ব্যাঙ্কে সঞ্চিত থাকিবে অথবা লাভ মনে হইলে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া রাখা হইবে।

৭। বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিদ্যার্থিবর্গকে পারিতোষিক বা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ৭ই ভাদ্রের "দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকায়" যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"২৫এ শ্রাবণ শুক্রবার ৺কাশীধামে 'বেদ বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সে দিন যথাবিধি পূজা ও হোম সম্পাদিত হইয়াছিল। পরে আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বেদোচ্চারণ ও গায়কগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত পদাবলীর সুমধুর গান হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় ও হিন্দুস্থানী পণ্ডিতগণ ও ভদ্রলোকে সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। চন্দন বিলেপিত মাল্য শোভিত শান্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্ত্তি ব্রাহ্মণগণ দুই সারে বসিয়া বেদ পাঠ করিতেছিলেন। প্রতিষ্ঠার কার্য্য ১২টা হইতে আরম্ভ হইয়া ৫টার সময় শেষ হয়।

বঙ্গবাসী মাত্রেই যাহাতে বঙ্গদেশে বেদ-বিদ্যা প্রচারিত হয় তাহার জন্য যত্ন করিবেন। বঙ্গদেশে অনেক ধর্ম্মানুরাগী ধনী ও জমীদার আছেন, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ গ্রাম হইতে এক এক জন ব্রাহ্মণকুমারের পাঠকালীন আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ৺কাশীধামে বেদ পাঠের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিতে পারেন। আজকাল বঙ্গদেশে হরিসভা ধর্ম্মসভায় ছাইয়া গিয়াছে। এ সকল সভার এক একটী ব্রাহ্মণকে বেদ বিদ্যায় বিদ্বান্ করার ভার গ্রহণ করা উচিত। কুমার পরিব্রাজক বেদ-শিক্ষার জন্য সুবিধা করিতেছেন; এখনও যদি বঙ্গবাসিগণ উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে বড় কলঙ্কের কথা হইবে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যুগলকিশোরব্যাস যজুর্ব্বেদাধ্যাপক, শ্রীযুক্ত ত্রিবেণী দত্ত ত্রিপাঠী সামবেদাধ্যাপক ও শ্রীযুক্ত গরুড়ধ্বজ শাস্ত্রী বেদাঙ্গাধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।"

প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত বিবরণ।

মা অন্নপূর্ণা সকলের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। মায়ের কৃপায় ২৫এ শ্রাবণ, শুক্রবার ত্রয়োদশী মধ্যাহ্নের পর অভিজিৎ মুহূর্ত্তে কুমারের বড় সাধের সামগ্রী বেদ-বিদ্যালয় ৺কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথমে সংকল্প সাঙ্গ, সার্থ, সোত কর্ত্তব্যতা বেদাধ্যয়নার্থ সংকল্প করিয়া গণপতি, সরস্বতী, নারায়ণ, লক্ষ্মী, বরুণ, নবগ্রহ, ক্ষেত্রপাল, বাস্তু-পুরুষ, বেদ-পুরুষাদির বিধিপূর্ব্বক পূজন, তদন্তর গণপতি হবন, পুণ্যাহ বাচন হইলে চতুর্ব্বেদের মন্ত্রপাঠ হইল। তাহার পর আচার্য্যগণকে যোগাসনে উপবেশন করাইয়া মাল্য চন্দনাদিসহ বরণ করা হইলে আচার্য্যগণ সস্বর মধুর বেদোচ্চারণ করিয়া ঘন গম্ভীর নিনাদে স্থানকে পবিত্র করিলেন। তৎপরে মহারাষ্ট্রীয় মঙ্গলগাথা গায়কগণ সংস্কৃত পদাবলী ধ্রুপদী সুরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকক্ষণ গান করিয়া গম্ভীরে মধুরতা মাখাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে ৩টা বাজিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে আহূত ও রবাহূত পণ্ডিত ও ভদ্র মণ্ডলীতে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব বেদ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের চারি চারি জন পাঠক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বরে ক্রমান্বয়ে চতুর্ব্বেদের মন্ত্রপাঠ করিয়া স্থানটীকে যেন পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের পবিত্র আশ্রম করিয়া তুলিলেন। একদিকে পূজা, হোমের ধূম, অপর দিকে বেদ গানের ধূম, অন্য দিকে পণ্ডিত মণ্ডলীর সমাবেশ দেখিয়া মনঃপ্রাণ যে তখন কতই আনন্দভোগ করিল, তাহা বলিতে পারি না। (তখন প্রত্যেক হিন্দুকে এই পবিত্র দৃশ্য দেখাইবার জন্য মনে মনে বড় বাসনা হইল।)

পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কুমার পরিব্রাজক এই বেদ বিদ্যালয়ের স্থাপনের আবশ্যকতা, ও কিরূপে ইহার ব্যয় ভার নির্ব্বাহ হইবে ইত্যাদি অনেক কথা হিন্দীতে বুঝাইয়া দিলেন। পণ্ডিতগণ সহর্ষে বিদ্যালয়ের চিরজীবনের জন্য স্ব স্ব উৎসাহ দেখাইয়া অনেক কথা বলিলেন। এবং ইহাই স্থিরীকৃত হইল, যে এ বিদ্যালয়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের কোন সংস্রব কোন কালে থাকিবে না, ইহা আর্য্যদিগের নিজস্ব, আর্য্যধর্ম্মীদিগের সাহায্যেই ইহা চলিবে। যথা সাধ্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বিজকুমারগণ যথা নিয়মে এইখানে বেদাধ্যয়ন করিবেন। এখানে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপ যন্ত্র মন্ত্র সহিত শিক্ষা দেওয়া হইবে। ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক কর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া যাহাতে ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারেন ও যাহাতে বেদ বিহিত কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞানের দ্বারা পুনর্ব্বার আর্য্যজাতি স্বধর্ম্ম পালনে কৃতার্থ হয়েন, তাহাই এই বিদ্যালয়ের বিশেষ লক্ষ্য রহিল।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুমোহন বেদাচার্য্য মহাশয় সে দিন স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের সহিত মিশাইয়া যে কয়েকটী বেদ মন্ত্রের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন, তাহাতে আমরা নিতান্তই বিমোহিত হইলাম; বলিতে কি ওরূপ ব্যাখ্যা আমরা আর কখনও শুনি নাই। নিম্নলিখিত মহাপণ্ডিতগণ সভাস্থ ছিলেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শীতলপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গরুড়ধ্বজ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামাচরণ জ্যোতিষী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামেশ্বর দত্ত জ্যোতিষী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মণিরাম শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাপু শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরনাথ বৈয়াকরণী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়দেব মিশ্র, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশ দত্ত কবি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তুলারাম আচার্য্য, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রঘুনাথ বৈয়াকরণী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রয়াগ দত্ত, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রঘুনাথ দীক্ষিত অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভোলানাথ অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বান্দুদীক্ষিত অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশভট্ট অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যুগলকিশোর ব্যাস, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বালমুকুন্দ মালবী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশরাম সামবেদী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ত্রিবেণী দত্ত সামবেদী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বৈজনাথ ভট্ট অথর্ব্ববেদী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি, (মহামহোপাধ্যায়), শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবীন নারায়ণ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়রাম বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরনাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবচন্দ্র তর্কাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রত্নেশ্বর তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাদেব স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী, (মহামহোপাধ্যায়), শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুধাকর জ্যোতিষী সিদ্ধান্তী, (মহামহোপাধ্যায়), শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিভবরাম বেদান্তী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজারাম জ্যোতিষী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর জ্যোতিষী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গঙ্গাধর শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তাঁতিয়া শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শোভারাম শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চেতরাম বেদান্তী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মনোহর ঝাঁ জীবন্মুক্ত, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়ানন্দ কবিরত্ন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাগবতাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কুবেরপতি ত্রিপাঠী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীদীক্ষিত বৈয়াকরণী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভিক্ষুপন্থশেষ অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্রজমোহন পাঠক অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাগবত অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আত্মারাম অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মঙ্গলেশ্বর পাঠক, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মন্নোজী সারস্বত, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশরাম জী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শুকদেব সামবেদী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়দেব পচৌলী অথর্ব্ববেদী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহিমা দত্ত কর্ম্মকাণ্ডী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কমলাকান্ত বাচস্পতি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোরাচাঁদ বাচস্পতি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীকুমার চূড়ামণি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

সভা বিসর্জ্জন কালে পণ্ডিত মহাশয়গণকে মাল্য, তাম্বূল ও যথাযোগ্য দক্ষিণা দ্বারা সৎকার করা হইয়াছিল। নিম্নলিখিত মহাত্মগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিদ্যালয়ের আচার্য্যপদ স্বীকার করিয়াছিলেন—

১। প্রধানাচার্য্য—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিষ্ণুমোহন বেদাচার্য্য।

২। তত্ত্বাবধায়কাচার্য্য—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বামনাচার্য্য।

৩। যজুর্ব্বেদাধ্যাপক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যুগলকিশোর ব্যাস।

৪। সামবেদাধ্যাপক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত (১) ত্রিবেণীদত্ত ত্রিপাঠী,
(২) সদাশিব বেদান্তবাগীশ।

৫। বেদাঙ্গাধ্যাপক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গরুড়ধ্বজ শাস্ত্রী।

৬। বিবিধবিষয়োপদেষ্টা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী।

বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথমতঃ অধ্যয়নাদি হইতে লাগিল। কিন্তু শুভ কার্য্যের বিঘ্ন পদে পদে। প্রায় বৎসরেক কাল পরেই দেখা গেল কোন কোন স্বার্থান্ধ লোকের ইহাতে লোভ পড়িয়াছে। একমাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম মুদ্রিত হয় তাঁহারা ভিন্ন অন্যে একটী কপর্দ্দকও এখানে পাঠান না, অথচ শুনিতে পাই; অনেক পল্লীতে এইরূপে অর্থ সংগৃহীত হয়, কিন্তু সংগৃহীত ধন যে কি হয়, কোথায় যায়, তাহা ভগবানই জানেন। আশা করি এই ভিক্ষার টাকা কেহ যেন অপব্যবহার না করেন।

গৃহস্থগণ! সকলেই দয়া করিয়া "মঙ্গলঘট" গৃহে গৃহে রক্ষা করুন। বেদ-বিদ্যাকে স্মরণ করিয়া মা অন্নপূর্ণার নাম করিয়া কাশীতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণবর্গের সেবার্থ এক এক মুষ্টি প্রতিদিন রক্ষা করুন ও নিজ নিজ বন্ধুবর্গকে রাখিতে অনুরোধ ও উপদেশ করুন। মাসে মাসে সঞ্চিত তণ্ডুলের যথোচিত মূল্য বেদ-বিদ্যালয়ের লেখাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। বেদ-বন্ধু পুরুষ সকলের কল্যাণ সাধন করুন।

দীনাতিদীন—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

এই সময় হইতে কাশীস্থ কোন কোন লোক নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত দেখিয়া শত্রুতা সাধনে কৃত সংকল্প হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই কুচবিহার, ঢাকা প্রভৃতিতে হিন্দুধর্ম্মের তুমুল আন্দোলন করিয়া পরিব্রাজক মহাশয় কতকগুলি ক্ষুদ্রহৃদয় ব্রাহ্মগণের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। তাঁহারা অন্যকোন ছিদ্র না পাইয়া পরিব্রাজকের জাতি ও সন্ন্যাস লইয়া সংবাদ পত্রাদিতে বাদানুবাদ করিতেছিলেন। এক্ষণে কাশী হইতে কেহ কেহ ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত বঙ্গদেশস্থ বেদ-বিদ্যালয়ের দাতৃগণের নামে পরিব্রাজকের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার নিন্দাবাদ লিখিয়া অর্থ সাহায্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শকঃ ১৮১৪ ১৭ই ফাল্গুন (ইং ২৭-২-৯৩) শুক্লা দ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্রে সোমবার প্রাতে কাশীস্থ হাউস কটোরা, রাজপথ পার্শ্ববর্ত্তিনী ভূমি বিবিধ বিচিত্র ধ্বজা পতাকা চন্দ্রাতপ ও শাখা পল্লব পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত ও দ্বারে পূর্ণ কলস, কদলী বৃক্ষাদি সুরক্ষিত হইল। এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারপাল দণ্ডায়মান রহিল। বেলা ৯টা হইতে ১২টার পর পর্য্যন্ত ঋগ্বেদী, সামবেদী, যজুর্ব্বেদী ও অথর্ব্ববেদী, ১০ জন পণ্ডিত যজ্ঞক্ষেত্রের চারি পার্শ্বে বসিয়া বৈদিক মন্ত্র দ্বারা পূজা, পাঠ, যজ্ঞ, হোমাদির অনুষ্ঠান এবং অবৈতনিক কার্য্য সম্পাদক মহর্ষি-প্রতিম শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় যজমানের আসনে বসিয়া কার্য্য সম্পাদন করিলেন। দলে দলে ভদ্র ও সাধারণ লোক আসিয়া পবিত্র অনুষ্ঠান দর্শন করিলেন ও এই পবিত্র কার্য্যের উদ্যোক্তৃবর্গকে শতমুখে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ইংরাজি বাদ্যের মহারোলে, রসন চৌকীর হৃদয়োন্মাদিনী মধুর ধ্বনিতে ও মৃদঙ্গ করতাল সহ হরিনামের মনোহর সংকীর্ত্তনে স্থান অপূর্ব্ব আনন্দযুক্ত হইয়া উঠিল। স্থানটী উৎসবের স্বর্গীয় সৌগন্ধে আমোদিত হইল। অতঃপর সভাসদ্‌বর্গের প্রার্থনানুসারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সনাতন ধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের প্রথম প্রবর্ত্তক, বর্ত্তমান সনাতন ধর্ম্মান্দোলনের সূচয়িতা ও বেদ বিদ্যালয়ের বিধান কর্ত্তা, ভারতীয় ধর্ম্ম সমাজের পরমাদরের পাত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি মহোদয় "ভূগর্ত্তপীঠর" মধ্যে শিলান্যাস করণার্থ অবতরণ করিলেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বেদ বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনার্থ যে রৌপ্য নির্ম্মিত শোভনশীল রেকাব ও কর্ণিক উপহার পাঠাইয়াছিলেন, সেই রেকাবে চূণ সুরকি লইয়া ঐ কর্ণিক দ্বারা বেদবিদ্যা বর্দ্ধনার্থ এই স্থানে মূল শিলা স্থাপন করিতে স্বামীজী উপবিষ্ট হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই সেই স্থানে পূজোপহার সহ পঞ্চ কলস সংস্থাপন, ধাতুরত্ন আদির সংস্থান করা হইয়াছিল। আজ ব্রহ্মাণ্ড বিধাত্রী বিশ্ব-রচয়িত্রী মা অন্নপূর্ণার অতুল স্নেহের পাত্র স্বামীজীর স্থাপত্য কার্য্যের পবিত্র অনুষ্ঠান দেখিবার জন্য চারিদিকে লোক ঘিরিয়া দাঁড়াইল। স্বামীজী প্রেমাশ্রুপূর্ণ নেত্রে পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, হে প্রভো! হে জগন্মাতঃ! তুমি যেমন শূন্য হইতে বিশ্ব রচনা করিয়া শূন্যে ইহা স্বয়ং রক্ষা করিতেছ, সেইরূপ হে ধর্ম্ম-স্বরূপ! হে বেদ বেদ্য পরমাত্মন্!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি তোমার ধর্ম্ম রক্ষার জন্য—বেদ বিস্তারের জন্য এই "ধর্ম্ম-নিকেতনের মূল স্বরূপ—ভিত্তি স্বরূপ হইয়া সংস্থিত হও, তোমারই অনুরক্ত ভক্ত ঋষিবর্গের বংশধরগণকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিবার জন্য, ইহার বৃদ্ধি ও পুষ্টি কর, তুমিই ধর্ম্ম নিকেতনের বিধাতা, নির্ম্মাতা ও অধিষ্ঠাতা, তোমাকে নমস্কার করি"। এই বলিয়া চূণ সুরকীর সহিত প্রেমাশ্রু জল মিশাইয়া স্বামীজী শ্লোকাঙ্কিত তাম্র ফলক ও পাঁচখানি ইষ্টক বিন্যাস করিলেন। বাহিরে সনাতন ধর্ম্ম কী জয়, বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাজী কী জয়, জয় মা যোগেশ্বরী কী জয়, জয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী কী জয় ইত্যাদি তুমুল নিনাদে স্থানটী আনন্দপূর্ণ হইল। অতঃপর যাজ্ঞিকগণকে সদক্ষিণ ভোজনাদি প্রদান ও উপস্থিত ব্রাহ্মণাদিকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইল।

তাম্র ফলকে খোদিতাক্ষরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিপিবদ্ধ আছে—

নন্দাম্ভোধিনবেন্দু বৈক্রমসমা শ্রীমত্তপস্যে সুদি
দ্বাদশ্যাং শশিপুষ্যভাজি ভবনংকাশ্যামিদং ন্যস্যতে।*
নাম্না ধর্ম্ম নিকেতনং কলিবলাদাম্নায় বিদ্যা যথা
হ্রাস ত্রাস মুপাগতা স্থিতিমতী বিশ্রামমাসাদয়েৎ॥

কলির প্রবল প্রতাপে নিজ দুর্দ্দশাশঙ্কা প্রযুক্ত বেদ-বিদ্যা যে স্থানে সুখে বিশ্রাম করিবেন, সেই "ধর্ম্ম নিকেতন" শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক সম্বৎ ১৯৪৯ শুক্লা দ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্রে কাশীক্ষেত্রে প্রথম (ভিত্তি) স্থাপিত হইল।

অপরাহ্ণ ৩টার পর হইতে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, দক্ষিণী পণ্ডিতবর্গ ও দিগ্দেশীয় ভদ্র মণ্ডলী সভাস্থ হইলেন। প্রথমতঃ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে স্বধর্ম্ম রক্ষা সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রীয় আলাপ হইল, তৎপরে কাশী সংস্কৃত কলেজের প্রফেসর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাগবতাচারী, পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী ও পরিশেষে শ্রীমৎ স্বামীজী মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা করিলেন। সন্ধ্যার সময় পণ্ডিতদিগকে মিষ্টান্ন ও দক্ষিণাসহ সৎকার পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হইল।

---

* সম্বৎ ১৯৪৯, শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

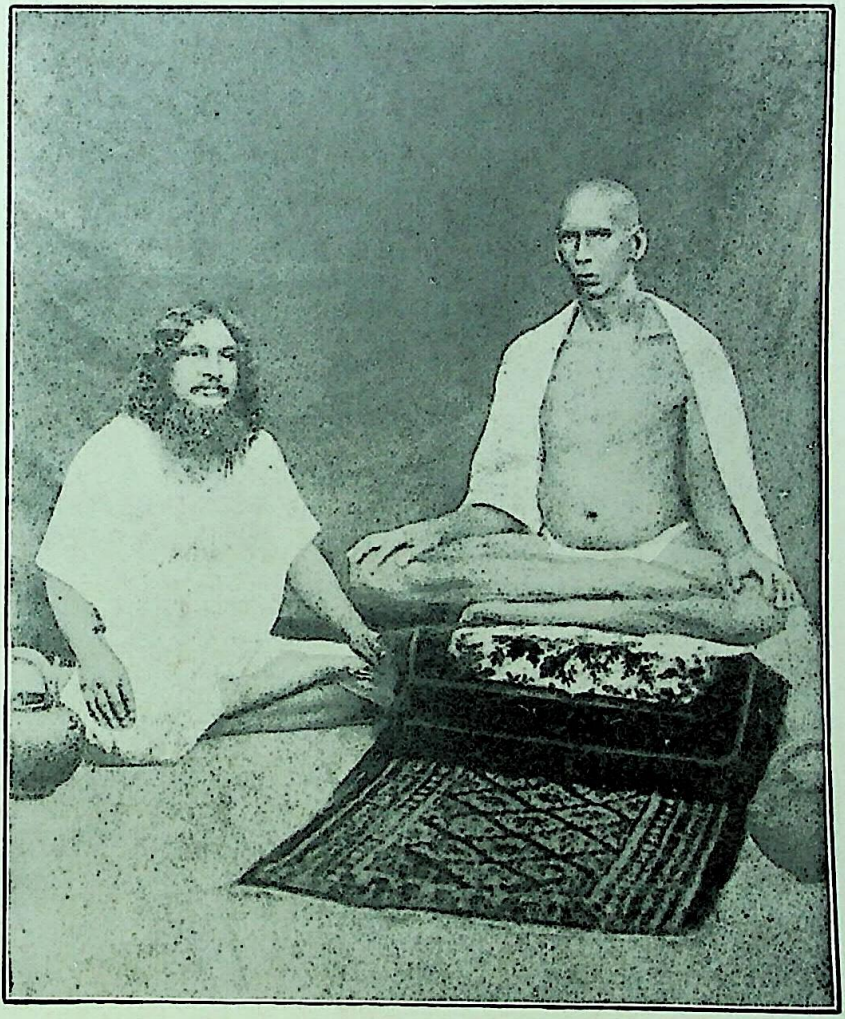

সিদ্ধাবধূত বাবা দয়ালদাস স্বামী ও পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী

পৃঃ ৭৩৩]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতঃপর সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে ধীরে ধীরে ধর্ম্ম নিকেতনের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতে লাগিল।

সদ্‌গুরু সমাগম।

শকঃ ১৮১৫ ভাদ্র মাসের প্রথমার্দ্ধ অতীত হইলে পরিব্রাজক মহোদয়ের শ্রীমদ্ গুরুস্বামী মহারাজ পরমহংসাবধূত শ্রীমদ্দয়াল দাস স্বামী মহোদয় কাশীধামে সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্যামবর্ণ, সুদীর্ঘ শরীর, আজানুলম্বিত বাহু ও তীব্র তেজঃপূর্ণ দৃষ্টি মহাপুরুষের লক্ষণের পরিচায়ক। ইনি একস্থানে বহুদিন বাস করেন না; গঙ্গা, যমুনা ও সিন্ধুর তটবর্ত্তী পুণ্য ভূমিতে অধিক সময় বিচরণ করিয়া থাকেন। পঞ্জাব ও মধ্য ভারতবর্ষের অনেক রাজা, জমীদার ও ধনাঢ্য মহাজনগণ তাঁহার বিশেষ সম্মাননা করেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় সর্ব্বদাই দুই তিন শত সাধু অনুগমন করিয়া থাকেন। তীর্থমেলা কালে দুই তিন সহস্র সাধুও তাঁহার সহযাত্রী হয়েন। তাঁহার ন্যায় ত্যাগী পুরুষ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্ত্র বা টাকা দিয়া তাঁহাকে কেহ প্রণাম করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা অন্যান্য সাধুবর্গকে বিতরণ করিয়া দেন। তিনি পরমহংসাবধূত সন্ন্যাসী হইয়া কেবল 'অহংব্রহ্মাস্মি' জ্ঞানের কথা অধিক আলাপ করেন না। ভক্তিযোগের কথা সর্ব্বদা লোকদিগকে উপদেশ করিয়া থাকেন। তাঁহার সুমধুর সম্ভাষণ শুনিলে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। তিনি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিই যথেষ্ট গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। গৃহস্থগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুগত হইয়া সাধু সেবা পরায়ণ ও ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ হইয়া থাকিলে তাহারা শান্তি লাভ করিবে, ইহাই তাঁহার অভিমত। সন্ন্যাসী হইয়া পরস্পরে দলাদলি ও সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল করা তাঁহার সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ। তাঁহার সহযাত্রিগণের মধ্যে অনেক ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী আছেন, সকলকেই তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তিনি সহরের অট্টালিকা অপেক্ষা সহরের বাহিরে বিজন ক্ষেত্রে নিবাস অধিক ভালবাসেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিমানী গৃহস্থ, অভিমানী বিদ্বান্, অভিমানী সন্ন্যাসী নিকটে থাকিলে তাঁহার ক্লেশ বোধ হয়। তিনি সর্ব্বদা নিরভিমানী ও ভক্তিযুক্ত হইতে লোকদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন।

একদিন তাঁহাকে কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি স্বামী? তিনি উত্তর দিলেন, আমি কেবল স্বামী নহি, আমি দাস স্বামী। ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, সন্ন্যাসী তো কখন দাস হয়েন না. সন্ন্যাসিগণ স্বামী বলিয়াই আখ্যাত হইয়া থাকেন। তিনি উত্তর করিলেন, সন্ন্যাসী মাত্রেই স্বামী ও সন্ন্যাসী মাত্রেই দাস। নিজ নিজ শিষ্যের নিকট সকলেই স্বামী. এবং নিজ নিজ গুরুর নিকট সকল সন্ন্যাসীই দাস। স্বামী কেবল সন্ন্যাসী হইবেন কেন? সকলেরই তো কিছু কিছু স্বামিত্ব আছে। যথা ভূস্বামী, গৃহস্বামী ইত্যাদি। সন্ন্যাসীদিগকে লোকে স্বামী বলিয়া ডাকে বটে, কিন্তু সৎসন্ন্যাসী মাত্রেই আপনাকে দাস বলিয়া জানেন। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোন্ মঠের সন্ন্যাসী? তিনি বলিলেন, আমি গগন মঠের সন্ন্যাসী। তাহাতে ব্রাহ্মণ কহিলেন, গগন মঠের নাম তো কখন শুনি নাই। স্বামীজী বলিলেন, তুমি কোন মঠের নাম শুনিয়াছ? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, শৃঙ্গগিরিমঠ, জ্যোষীমঠ, সারদামঠ ও গোবর্দ্ধনমঠ। স্বামীজী বলিলেন. এ সকল মঠ কি সনাতন কাল হইতে প্রচলিত? না কাহারও নবীন বিরচিত? ব্রাহ্মণ বলিলেন. শঙ্করাচার্য্য এই মঠমালা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজী বলিলেন. শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার গুরু শ্রীমদ্ গোবিন্দপাদ স্বামী তবে কোন্ মঠের সন্ন্যাসী? ব্রাহ্মণ নিরুত্তর হইলেন। স্বামীজী বলিলেন, পিতা মাতার সকল পরিচয় ছাড়িয়া, সকল মান সম্ভ্রমের হাত এড়াইয়া সন্ন্যাসী হইয়া কি আবার পরিচয় দিতে হইবে? যেখানেই সাম্প্রদায়িক পরিচয়, সেই খানেই অভিমান। মঠমালার রচয়িতা শঙ্করাচার্য্য ও তদ্‌গুরু পরম্পরা কোন মঠেরই সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছিলাম আমি গগন মঠের সন্ন্যাসী। ব্রাহ্মণ তাঁহার চরণে ধরিয়া বলিলেন, আমার বিশ্বাস ছিল, সন্ন্যাসী কোন না কোন মঠেরই হওয়া চাই; কিন্তু আজ আপনার বিচারপূর্ণ বার্ত্তালাপে আমার চিরদিনের ভ্রম ঘুচিয়া গেল; আমি আপনার শরণাগত হইলাম।

স্বামীজী এখানে আসিয়াছেন অবধি হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, বাঙ্গালী ভক্তগণ প্রত্যহ তাঁহার অনুগামিবর্গের সহিত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ট-সেবা করিয়াছেন ও তাঁহার মুখের অমৃতময় বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি যখন যেখানেই থাকেন, ভিক্ষা (ভোজন) কালে অনেক সাধু তাঁহার সহিত একত্রিত হয়েন। এখানে অনেকগুলি সাধু তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকেন। তিনি নিজ নিকটে কিছুমাত্র সম্বল রাখেন না, কিন্তু ভক্তের ঠাকুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছিলেন—

"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"।

তাহা এই মহাত্মারই মণ্ডলী দেখিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। ইঁহার নিকট উপদেশ শুনিবার জন্য বর্ণ, আশ্রম ও স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ গুরুস্বামী মহারাজ কাশী সহরের বাহির্দ্দেশে অসি-তীরবর্ত্তী একটী বাগানে অবস্থিত করিতেছিলেন। কুমার পরিব্রাজক মহোদয় অনুরাগি-ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া সাধু-সেবার উপযোগী শকটপূর্ণ ফল-মিষ্টান্নাদি সহ তাঁহার দর্শনার্থ উপনীত হইলেন। শ্রীমদ্দয়ালদাস স্বামার ইঙ্গিতমাত্র সমবেত সমস্ত সাধুমণ্ডলী পরিব্রাজক মহোদয়ের অভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ কমণ্ডলু-জলে পরিব্রাজকের পদ প্রক্ষালন করাইলেন; এই সাধুচিত সৎকারে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল অতীত হইল। পরে সকলে নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলে কুমার পরিব্রাজককে নিজ নিকটে বসাইয়া গুরু স্বামীজী সমাগত সজ্জনগণের সহিত সদ্বার্ত্তালাপ করিলেন, এবং বিবিধ কথা-প্রসঙ্গকালে বলিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণানন্দকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই" জানিবে। তাঁহার এই উপদেশে সকলের আনন্দ ও অনুরাগ শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। পরিব্রাজক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজীর অনুগামি-ভক্তমণ্ডলী আশীর্ব্বাদী উপহার লইয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর শ্রীমৎ গুরুস্বামীজীও কয়েকদিন যোগাশ্রমে মায়ের দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। তিনি যোগাশ্রমে প্রবেশ করিয়াই মা যোগেশ্বরীর অপরূপ রূপ-মাধুরী দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "প্রগট গয়ী"।

পুনরায় মাঘ মাসে প্রয়াগ কুম্ভমেলা হইতে প্রত্যাগমন কালে স্বামীজী আর একবার মণ্ডলীসহ যোগাশ্রমে আসিয়াছিলেন। সেই সময় সমুদায় সন্ন্যাসী-মণ্ডলীর ফটোগ্রাফ গৃহীত হয়। ইহার কয়েক মাস পরেই তিনি পাটিয়ালা নগরে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত "বিচার-প্রকাশ" নামক গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর দেওয়া হইল না।

মানস-সরোবর মঙ্গল-মঠে ভাণ্ডারা মহোৎসব।

('ধর্ম্ম-প্রচারক' হইতে উদ্ধৃত)

শ্রদ্ধাস্পদ পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর গুরুস্বামী সিদ্ধাবধূত পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্দয়ালদাস স্বামী মহারাজের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। স্বামীজী মহারাজের জীবিত কালে প্রতিদিন কত শত সহস্র সাধু ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি তাঁহার আশ্রয়ে ভোজন করিতেন, ইহা কেবল ধর্ম্ম-প্রচারকের পাঠকবর্গ নহেন, কিন্তু যাঁহারাই হরিদ্বার বা প্রয়াগের কুম্ভমেলায় গিয়াছেন, অথবা অন্ততঃ কোন না কোন সাধুসঙ্গ করিয়াছেন তাঁহারাই বিশেষ জানেন। স্বামীজীর আশ্রয়ে গেলে যে সম্প্রদায়ের বা আশ্রমেরই হও, ক্ষুধার অন্ন পাইবেই। স্বামীজীর সিদ্ধি-সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া মা অন্নপূর্ণা স্বয়ং তাঁহার ভাণ্ডারের ভার লইয়াছিলেন। স্বামীজী সিদ্ধাবস্থায় জীবমাত্রকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিয়া অভয় দান এবং ক্ষুধাতুরকে অকাতরে অন্নদান করিবার জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্মরণ করিয়াই শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী "শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী"তে এই উপদেশ দিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

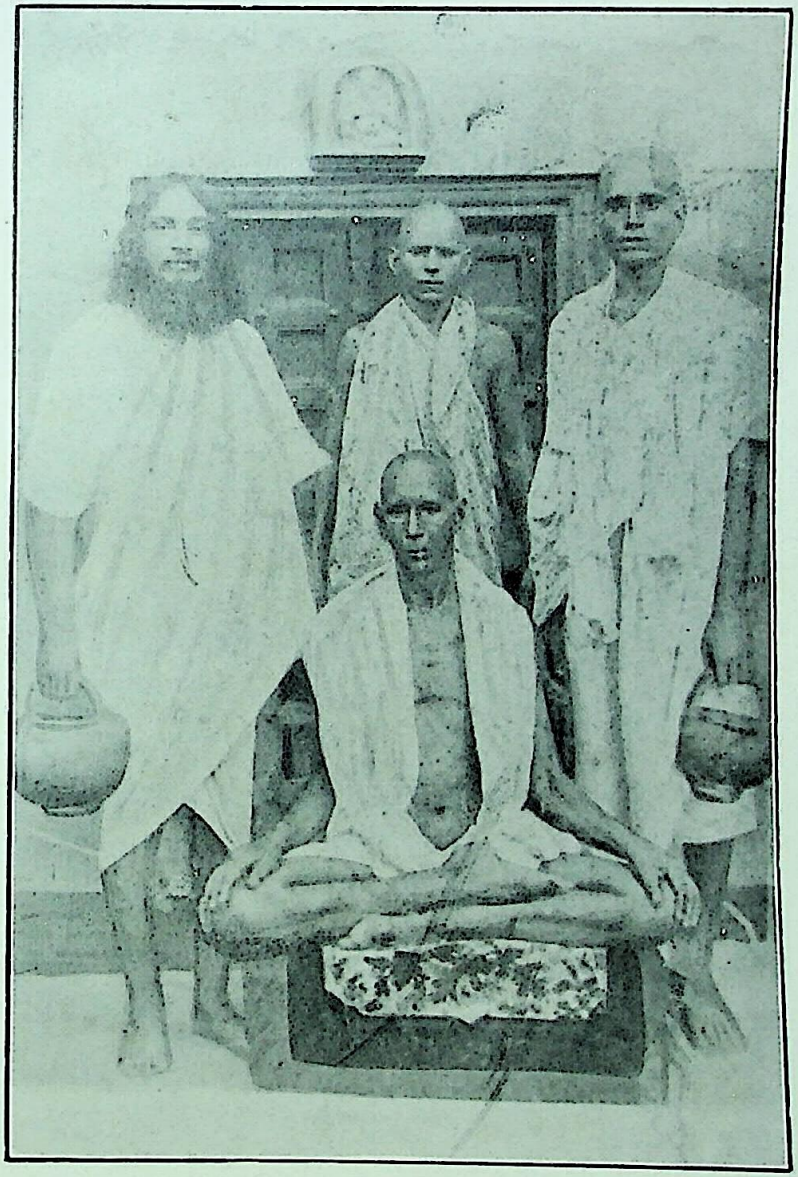

সিদ্ধাবধূত বাবা দয়ালদাস স্বামী,
পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, বালানন্দ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী

[পৃঃ ৭৩৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেন্ লেন্ শ্রীকৃষ্ণানন্দ্
সংসার মেঁ দো কাম।
দীন ভুকে কো দেনা অন্ন
লেনা ভগবৎ নাম॥

বাবা দয়ালদাস স্বামী স্বনামখ্যাত পুরুষ ছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তি খ্যাতির জন্য আর বৃথা-ব্যয়ে নশ্বর-চিহ্ন রক্ষা করিতে হইবে না। তাঁহার দিব্যালোক-পূর্ণ-মূর্ত্তি সাধু-হৃদয় মাত্রেই চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে।

৺স্বামীজীর অনুগত সন্ন্যাসিগণ তাঁহার উপদেশানুরূপ পূর্ব্ববৎ নিয়মিত সাধু-সেবা করিয়া যাইতেছেন। স্বামীজীর দেহাবসান কাল হইতে কয়েকটী বিশেষ ভাণ্ডারাও হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পাটিয়ালায় দুই সহস্র, দিল্লীর নিকট (সুডানী) গুরুধামে ১০।১২ সহস্র এবং বৈশাখের প্রথম দিন ৺কাশীধামে প্রায় দুই সহস্র সাধু, ব্রাহ্মণ, দীন দুঃখীকে ভূরি ভোজন ও বস্ত্র দান করা হইয়াছে। স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত মানসরোবর-মঙ্গল-মঠে এই সময় নির্ব্বাণী, নানক-সাহী, কবীর-পন্থী ও দাদু-পন্থী, দণ্ডী, বৈরাগী প্রভৃতি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সাধুগণকে একত্র দর্শন করিয়া আমরা পরম কৃতার্থতা লাভ করিয়াছি। এই মানসরোবর-মঙ্গল-মঠে স্বামীজীর অনুরাগী শাস্ত্রবিশারদ সন্ন্যাসী সকলকে দর্শন করিয়া প্রত্যেকেই বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া থাকেন।

সাধু মণ্ডলীর সম্মতি ক্রমে স্বামীজীর অনুরক্ত ভক্ত সুপণ্ডিত স্বামী আনন্দপ্রকাশজী এক্ষণে মণ্ডলীর সেবায় ব্রতী আছেন, এবং তিনিই সাধুগণের সহিত দ্বারকা হইতে রামেশ্বর, ও তথা হইতে জগন্নাথ ও কলিকাতাদি স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক অধুনা পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে পর্য্যটন করিতেছেন। এরূপ পরমহংস মণ্ডলী বঙ্গদেশে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।*

* ইঁহারা দুইমাস কাল শালিখিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কলিকাতার মাড়োয়ারী ভক্তগণ ইঁহাদের ভিক্ষার সুব্যবস্থা করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুগণ সমস্ত দিনই সাধন ভজন, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপন, সদ্বার্ত্তালাপ ও সমাগত লোককে সদুপদেশ দানে রত থাকেন। চাতুর্ম্মাস্যের সময় তাঁহারা প্রায়ই একস্থানে অবস্থিতি করেন এবং অন্যান্য সময়ে ভিক্ষার সুবিধানুরূপ কোথাও কয়েকদিন, কোথাও বা একমাস বা ততোধিক কাল যাপন করেন। ইঁহারা প্রার্থী হইয়া কাহারও নিকট যান না। সাধু ভক্ত গৃহস্থগণ আপনারা কৃতার্থ হইবার জন্যই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহাদের সেবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সাধুগণ সেই অন্নেই ক্ষুধাতুরের ক্লেশ দূর করেন, অধিকন্তু শুশ্রূষু ব্যক্তি মাত্রকেই কল্যাণের পথ দেখাইয়া অভয় দিয়া থাকেন। বোম্বাই, গুজরাট, রাজপুতানা ও পঞ্জাব প্রদেশে স্বামী দয়াল দাসজীর অসংখ্য অনুরাগী ভক্ত আছেন। তাঁহারাই স্বামীজীর নামে পঞ্চাশ সহস্রেরও অধিক টাকা ব্যয় করিয়া হরিদ্বারের ষ্টেশনের সন্নিকটে রাজপথের উপরি সুবিশাল দ্বিতল মঠ স্থাপন করিয়াছেন *। আদি মঠ দিল্লীর অন্তঃপাতী সুডানীতে অবস্থিত। তদ্ব্যতীত নাগারা (পাটিয়ালা), কল্যাণী (লুধিয়ানা), আলোয়ার (রাজপুতানা) আদি স্থানে আরও কয়েকটী প্রধান প্রধান মঠ আছে। তত্তৎস্থানে সাধু সেবার জন্য ভূসম্পত্তি এবং রাজা ও সর্দ্দার দিগের বিশেষ বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর চেষ্টায় মোক্ষধাম কাশীধামে মানসরোবর-মঙ্গল-মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় অনেকগুলি সাধু ও ব্রহ্মচারী থাকেন। স্বামী বালানন্দজীও কাশীতে জঙ্গমবাড়ী মহল্লার নিজ সাধনানুকূল একটী পৃথক্ আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রে পূর্ণ পারদর্শী এবং সংস্কৃত ভাষায় একজন সুবিখ্যাত বক্তা।

পরমহংসাবধূত শ্রীমদ্দয়ালদাস স্বামী মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-ভুক্ত নহেন, তাহা পাঠক তাঁহার নিজ মুখেই

---

* মঠের প্রকোষ্ঠ গুলির সকল ছাদই খিলান করা; কাঁড়িকাঠ নাই। উহাতে একটী প্রকাণ্ড যোগ-গুহাও আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিয়াছেন। গুরু পরম্পরাক্রমে তাঁহাকে শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণব পরমহংস বলা যাইতে পারে। বৈদিক কাল হইতেই "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"—এই জাবাল শ্রুতি অনুসারে কোন সম্প্রদায় বিশেষের নাম না লইয়াও বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন পুরুষ "অত্যাশ্রমী" হইয়া আসিতেছেন। এইজন্য স্বামী দয়ালদাসজী পরমহংস সন্ন্যাসীগণকে কোন একটী সম্প্রদায় বিশেষের অন্তর্ভুক্ত বলা উপযুক্ত মনে করিতেন না।

শ্রীমৎ স্বামী দয়ালদাসজীর শিষ্য মণ্ডলী মধ্যে দশনামাদিগের ন্যায় চতুর্বর্ণের সন্ন্যাসী আছেন। ইঁহারা যথাসম্ভব শাস্ত্রানুমোদিত পরমহংস-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সাধনানুষ্ঠান করেন। বৈদিক, পৌরাণিক বা তান্ত্রিক যে কোন নিয়মেই সন্ন্যাসী হইয়া থাকুন, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সন্ন্যাসীর বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় না লইয়া, স্বামীজী কেবল তাঁহার বৈরাগ্যের ও সাধন-তৎপরতার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার মণ্ডলীর সাধুগণ কোনরূপ মাদক দ্রব্য এমন কি তামাক পর্য্যন্তও স্পর্শ করেন না *, এবং সংযমানুকূল পবিত্র আহার মাত্রই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ তাঁহারা বেদান্ত, উপনিষৎ, যোগদর্শন, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। যাঁহারা দেশভাষা মাত্র জানেন তাঁহারা সদ্‌গুরু গরীবদাস স্বামিকৃত জ্ঞানযোগ ও ভক্তি সাধনানুকূল উপদেশ রাশি ভাষিত "গ্রন্থ সাহেব" † অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। স্বামী দয়ালদাসজী সকলের সুখ-বোধার্থ তদন্তর্গত

* তামাকাদির ধূম্র পান ও নস্য গ্রহণ বিশেষভাবে "গ্রন্থ সাহেবে" নিষেধ আছে।

† গুরু নানক ও সদ্‌গুরু গরীবদাস স্বামী উভয়েই নিজ নিজ গ্রন্থে জীবন্মুক্ত ভক্ত যোগী কবীরের অমৃতময় উপদেশ বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাত্মা কবীরের জ্ঞান গম্ভীর উপদেশ সকল বোধ হওয়া সাধন-সাপেক্ষ বলিয়া এইরূপ প্রবাদ আছে :—"কবীর সাহেবকী উল্‌টীবাণী, বর্ষে কম্বল ভিঙ্গে পানি।" কবীর সাহেবের উক্তি বিপরীতার্থ-বোধক, যেমন কম্বল বৃষ্টি, হইতেছে ও জল ভিজিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যাবশ্যক উপদেশ সকল একত্র পূর্ব্বক "রত্নসার" নামে একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, এবং শেষ ভাগে "বিচার প্রকাশ" আখ্যা দিয়া বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিষয় গুলি সহজ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। সন্ন্যাসিগণ প্রথমতঃ "রত্নসার"ই অভ্যাস করিয়া থাকেন। গুরু নানককৃত "জপজী" যেমন শিখ সাধুগণ নিত্য পাঠ করেন, ইঁহারাও সেইরূপ প্রত্যহ প্রাতে পবিত্র হইয়া "ব্রহ্মবেদী" আবৃত্তি করিয়া থাকেন। ইহাতে ভক্তির সহিত যোগ ও জ্ঞানের মধু-সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তির ভিতর দিয়া রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠানই ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। গৃহস্থগণকে ইঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও সাকার উপাসনা তত্ত্বের উপদেশ দিয়া থাকেন।

পরিব্রাজকের পরমহংসাশ্রম গ্রহণ।

(বিদ্বৎ-সন্ন্যাস)

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এতদিন প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ১৮১২ শকাব্দায় হরিদ্বার কুম্ভযোগের সময় গুরু স্বামীজী তাঁহাকে "শ্রীকৃষ্ণানন্দ" নামে অভিহিত করেন। অনন্তর ১৮১৫ শকের প্রয়াগের কুম্ভমেলায় পরিব্রাজক মহাশয়কে আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষ-জ্ঞান-সম্পন্ন দেখিয়া তাঁহার 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস' গ্রহণ অনুমোদন করিলেন। অধুনা অধিকাংশ বিবেকবান্ পুরুষগণ বৈরাগ্যোদয় হইলে আত্মতত্ত্ব অবগতির জন্য শমদমাদি সাধন সহ 'বিবিদিষা-সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞান লাভের পর 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস' গ্রহণ কদাচিৎই ঘটিয়া থাকে। মকর-সংক্রান্তির শুভক্ষণে পরিব্রাজক মহোদয় পরমহংস সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কার্য্যাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তীর্থরাজ প্রয়াগের জ্ঞান ও ভক্তি-রূপা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম সৈকতে আসীন শ্রীমদ্ গুরুস্বামীজীর চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন জননী ব্যাপিনী জ্ঞান গঙ্গা
ভক্তিশ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজ-গুরু-চরণ ধ্যান-যোগঃ প্রয়াগঃ।

এই শ্লোকার্দ্ধ আবৃত্তি করিয়া শ্রীগুরু চরণে প্রণত হইলেন ; গুরু স্বামীজী তাঁহাকে সস্নেহে শুভাশীর্ব্বাদ এবং সমবেত সাধুগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার দিনে পরিব্রাজক মহোদয় পঞ্জাব সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ ও উপদেশের অমিত-তেজ আশ্রয় করিয়াই ভারতবর্ষে ধর্ম্মভাব পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিয়াছেন, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও পাঞ্জাবীর শক্তি, বাঙ্গালীর আর্দ্রভক্তি ও পাঞ্জাবীর একনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীর মধ্যে সদা বর্ত্তমান দেখা যাইত। তাঁহার চিত্তক্ষেত্র ভক্তিবিলাসিনী বঙ্গভূমির হইলেও তাঁহার জ্ঞাননিষ্ঠা পঞ্চনদের মতই বলবতী ছিল। স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ পঞ্চনদ প্রদেশীয় পরমহংসগণ মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় বাঙ্গালীর ও পঞ্জাবীর একটী শুভ সম্মিলনের সূত্রপাত হইল। পরিব্রাজক মহোদয় যে সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন সাধনকুশল এরূপ উদার সম্প্রদায় অতি অল্পই দেখা যায়। এই শুভযোগে অনেকের কল্যাণের পথ—পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতের মিলনের সহজ পথ অধিকতর উন্মুক্ত হইয়াছে।

"ব্রহ্মচর্য্য মনুষ্যত্ব-রূপ কল্পতরুর মূল, গার্হস্থ্য তাহার শাখা-প্রশাখাযুক্ত সুবিশাল ও মহাপুষ্টকাণ্ড, বানপ্রস্থ তাহার মুকুল ও সন্ন্যাস তাহার "শান্তি"-সুধারস ভরা সুপরিপক্ক ফল। এই অমৃতময় ফল রসাস্বাদ যে ব্যক্তি জীবনে লাভ করিতে না পারিল, তাহার জীবনে প্রকৃত সুখ হইল না। বিধি ব্যবস্থাক্রমে সন্ন্যাসী হইতে হইলে (৫০ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে) অধুনা জীবন শেষ হইয়া যায়। মনু বলিয়াছেন—

আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষাবলি পরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে॥ ৬অঃ, ৩৪ শ্লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাশ্রম হইতে বিধি পূর্ব্বক অন্য আশ্রমে গমন করিয়া যথাবিধানে অগ্নিহোম, ইন্দ্রিয়-সংযম, ভিক্ষা ও বলির কার্য্য শেষ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণানন্তর পরলোকে মোক্ষলাভরূপ পরমানন্দ লাভ করিবেন। আবার ব্রহ্মচর্য্য করিতে করিতে যাঁহাদের জিহ্বোপস্থ সংযত হইয়া বিষয়-বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাঁহারা গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থাদি আশ্রমে প্রবেশ না করিয়াও চির কৌমার ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে এই মহাত্মগণ (ভীষ্মাদির ন্যায়) "নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য বাল-ব্রহ্মচারিগণ চিরদিনই জন সমাজের পূজ্য। প্রাচীন কালে পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে পূর্ব্বোক্ত বিধিতে বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু উক্তরূপ বৈদিক বিধানে আজ কাল কোন আশ্রমই প্রায় গৃহীত হয় না। কলিতে অরণ্যে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসের নিয়ম না থাকায় "বৈদিক সন্ন্যাসের" অধিকার প্রায়ই কাহারও জন্মে না। এক্ষণে দ্বিজাতিগণ সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্রিয়া না করিলেও যজ্ঞসূত্র মাত্র রাখিয়াই যেমন দ্বিজত্বের পরিচয় দিয়া বর্ণ ধর্ম্মের উজ্জ্বল-মুখ মলিন করিয়াছেন—ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে কি পবিত্র আশ্রম-ধর্ম্মও কি সেইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও নিন্দিত হইয়া পড়ে নাই? আজ কাল বিদ্যা, জ্ঞান, সংযম শিক্ষা হউক বা না হউক, দীর্ঘকেশ, শ্মশ্রু-নখাদি রাখিয়া কাষায়-ধারণ, একাহার ও রুক্ষস্নানাদির বাহ্য অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই লোক সমাজে তুমি "ব্রহ্মচারী"; দেবকৃত্য, পিতৃকৃত্য, স্বাধ্যায় ও আশ্রমোচিত অন্যান্য অবশ্য পালনীয় কার্য্য কর বা না কর, স্ত্রী-পরিগ্রহ, পুত্রোৎপাদন ও ধনোপার্জ্জনাদি করিতে পারিলেই তুমি "গৃহস্থ"; নবীনা বধূমাতার কুমন্ত্রণায় তোমার উপযুক্ত পুত্র স্বয়ং স্ত্রী পুত্র সহ নগরের উচ্চ সৌধে বাস করিবে, ও যখন তোমাকে ও তোমার স্ত্রীকে (বুড়ো বুড়ীকে) পল্লীগ্রামের অরণ্যাকীর্ণ ভগ্ন বাটিকায় ফেলিয়া রাখিবে, তখনই তুমি "বানপ্রস্থী", এবং যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ বায়ু তোমার নশ্বর-তনু ত্যাগ করিয়া উড়িয়া যাইবে, প্রতিবাসী ও আত্মীয়বর্গ যখন খণ্ড-বস্ত্র পরাইয়া তোমাকে চিতা শয্যায় শয়ন করাইবে, তখনই তুমি "সন্ন্যাসী", তখনই তুমি একাকী ও তখনই তোমার পূর্ণ সমাধি!!! হা! কাল প্রভাবে হেমপ্রভা ভারত ভূমির কি মলিন মূর্ত্তিই দৃষ্ট হইতেছে। তুমি তপস্যা কর বা না কর, ব্রহ্মানুভূতি তোমার থাকুক বা নাই থাকুক, বিষয়-বাসনা ক্ষীণ হউক বা না হউক, অথবা তোমার হৃদয় দুষ্ট বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ থাকুক না কেন, তাহার পরিচয়—তাহার সন্ধান কে লইবে? তুমি কাষায়, কৌপীন ও কমণ্ডলু ধারণ কর, তোমাকে লোকে সন্ন্যাসী বলিবে, তুমি জটা জুট বাড়াইয়া ভস্ম মাখিয়া বৃক্ষতলে ভণ্ডতপস্বী সাজিয়া বসিয়া থাক; তোমার অন্তরের তত্ত্ব কে দেখিবে? লোকে বলিবে তুমি সন্ন্যাসী। আত্মানুভূতি নাই, মনস্থিরতা নাই, সংযম-সমাধান নাই, ভগবদ্-ভক্তি-রসের উচ্ছ্বাস নাই, কেবল ফলাহারে, জলাহারে, স্বল্পাহারে বা অনাহারে মুক্তিভাগী সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। তাহা হইলে পশু, পক্ষী, জলচর বা পন্নগগণও মুক্তিভাগী হইত, যথা—

"বায়ুপর্ণকণাতোয় ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রঃ। ১৪উঃ।১২১।

হা! জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা না করিলে মানব যে সন্ন্যাস কখনই লাভ করিতে পারিত না, আজ কাল লোকের দোষে সেই পাপ-পুণ্যাতীত পবিত্র আশ্রম সাধারণের সন্দেহস্থল হইয়া পড়িয়াছে।

লোকে ইদানীং পুত্রাদি আত্মীয়বর্গকে আমিষ-ভোজন ত্যাগ ও সাধু-সজ্জনগণের সঙ্গ করিতে বা উপদেশ লইতে দেখিলে বা একান্তে বসিয়া জপ তপ করিতে অবলোকন করিলে বলিয়া থাকে, "বুঝিবা ছেলেটা 'সন্ন্যাসী' হইয়া যাইবে, শীঘ্র ইহার একটা বিবাহ দেওয়া চাই।" এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা লোকে কেন বলে? কেন বলে, তাহা ঠিক না জানিলেও ইহা বলিতে পারি যে--হয়, তাহারা সন্ন্যাসের মহোচ্চ গম্ভীর-তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, না হয় তো মনে করে, কলিতে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পালন করা বড় কঠিন; পাছে ভ্রষ্টাচার হইয়া ছেলে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হয়, এই আশঙ্কা। অথচ ব্রহ্মচর্য্য বিনা ধর্ম্মও যে পণ্ড হইবে, তাহা কি কেহ একবারও স্মরণ করিয়া থাকে? অপরিণত বুদ্ধিতে সন্ন্যাসী হইলেও সৎসঙ্গ ও সাধনার গুণে চরিত্র সবল ও চিত্তবিশুদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু দুর্ব্বলহৃদয় বালককে ব্রহ্মচর্য্য না শিখাইয়া সংসার সাগরে ডুবাইয়া দিলে সে যে গভীর-গর্ভ জল হইতে আর উঠিতে পারিবে না তাহা কি পিতা মাতা ও আত্মীয়গণের ভাবিবার বিষয় নহে? নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর জীবন কঠিন হইতে পারে, কিন্তু দুঃসঙ্গ সংসারীর জীবন কি আরও ভয়াবহ নহে? সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে এখনও সময়ে সময়ে বৈরাগ্যবান্ জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু জিতেন্দ্রিয়, নিষ্কামী গৃহস্থের দর্শন পাইবার আশা কোথায়? পশুবৃত্তি-চরিতার্থতার চরম সীমায় ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হইয়া গেলে কি সমাজে জিতেন্দ্রিয়তা লাভ হয়? পরস্পর এত বিবাদ, অর্থোপার্জ্জনে এত প্রাণান্ত পরিশ্রম, দিবারাত্রি এত বিষয়-চিন্তা কি নিষ্কামতার লক্ষণ? হিন্দু গৃহস্থের এত কন্যাদায়, এত অন্নাভাব কি শাস্ত্রানুমোদিত সংযমের ফল? নামধারী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও অসদ্দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু গৃহস্থগণ কি করিতেছেন? শাস্ত্র তাঁহাদিগকেও কি সন্ন্যাসাশ্রমে যাইবার জন্য আদেশ করিতেছেন না? গার্হস্থ্য, সন্ন্যাসের নিম্নস্তর; ইহা চির বিশ্রাম নিকেতন নহে। ইহা উর্দ্ধতন সোপানে উঠিবার—ক্রমোন্নতি পথের—সাময়িক অবলম্বন মাত্র। উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া কেহ যদি অসাবধানতা বশতঃ বিকৃত হইয়া যায়, তবে কি সকল ছাত্রই চিরকাল নিম্ন শ্রেণীতে বসিয়া থাকিবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষ ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সন্ন্যাস লইয়া থাকেন ; কিন্তু যাঁহাদের সেরূপ তীব্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় নাই, তাহাদিগকেও তো ক্রমোন্নতির পথে চলিতে হইবে ; ধীরে ধীরে জীবন পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে ; নিশ্চিন্ত হইয়া সমস্ত জীবন ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ করিলে চলিবে না। বাল্যকালে লেখাপড়ার যত্ন না করিয়া যেমন শেষে কেবল অদৃষ্টের দোষ দেয়, সেইরূপ ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ছাড়িয়া দিয়া আপাতমধুর ইন্দ্রিয়-ভোগরত আমরা বলিয়া থাকি কলিকালে সন্ন্যাস-আশ্রম শাস্ত্র-বিহিত নয়। একবার ভুলেও ভাবিয়া দেখি না তবে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যদেব প্রমুখ মহাপুরুষগণ সন্ন্যাসী হইলেন কিরূপে ? যিনি বালককে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে ও বৈরাগ্যবান্‌কে সন্ন্যাস-গ্রহণে বাধা দেন, তিনি বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত বা পদস্থ হইলেও নিশ্চয়ই দুর্ব্বল-হৃদয় ও কাপুরুষ। কালক্রমে দেশভেদে বৈদিক বিধি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ; কিন্তু মানব-হৃদয়ে বৈরাগ্য-ভাব থাকিতে সন্ন্যাস-আশ্রমের কিরূপে লোপ হইবে ? মনুষ্যত্ব থাকিলে—চরিত্রবল থাকিলে, সৎকার্য্যশীল ও স্বাধ্যায়-নিরত হইলে, সৎসঙ্গ করিলে জীবনে বৈরাগ্য—সংসারের সুখ-দুঃখ-বোধ হইবেই। কেবল শিশ্নোদরের সেবা না করিয়া সেই বল সঞ্চয় করিবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য আরও কঠিন ;—এ বীর-সাধনায় আজকাল কয়জন সিদ্ধ হইয়া থাকেন ? বিকৃত সন্ন্যাসী সঙ্গত্যাগে সংস্কৃত হইয়া মহান্ আদর্শের আশ্রয় পাইতে পারেন, কিন্তু সংসারাসক্ত গৃহীর এখানে দাঁড়াইবার স্থান কোথায় ? শ্রুতি বলিতেছেন—

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"

—কৈবল্যোপনিষৎ—১।২

কর্ম্ম (যজ্ঞাদি), পুত্র, বা ধন দ্বারা শান্তি লাভ হয় না, ত্যাগেই জীবনে সে অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ('তদেতৎপ্রেয়ঃ পুত্রাৎপ্রেয়ো বিত্তাৎপ্রেয়োঽন্যস্মাৎ-সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা'—বৃঃ আরণ্যক, ১।৪।৮) ধন হইতেও প্রিয়, পুত্র হইতেও প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতেও প্রিয়তর অন্তরের দেব পরমাত্মাকে দর্শন করিবার সুযোগ ও সাবকাশ পাইয়া থাকেন। তাই ভগবদ্ভাবে বিভোর ভারত একদিন তারস্বরে গাইয়াছিলেন—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার-সম্বিৎ-সুখ-সাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মনি যস্য চেতঃ॥

অপার-সম্বিৎ-সুখ-সমুদ্রে—পরব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত বিলীন হইয়াছে, তাঁহার দ্বারা কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা * ও বসুমতী পুণ্যবতী হইয়া থাকেন।

যে প্রাচীন ঋষি মুনিদিগের কথা আমরা শাস্ত্রে পাঠ করিয়া থাকি, তাঁহারা নির্জ্জনে নিবাস করিয়া ভগবদ্ধ্যানে, ধর্ম্ম-চর্চ্চায়, বিদ্যালোচনায় এবং শাস্ত্র-রচনায় দিনাতিপাত করিতেন। তাঁহারা নিরতিশয় নির্দ্বন্দ্ব, নিরীহ, নিঃস্বার্থ থাকিয়া নিজ কল্যাণ ও পরের উপকার সাধন করিতেন। ব্রহ্মচারিগণ এই ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে থাকিয়াই শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিতেন। জটিল তর্কজাল-জড়িত রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, ধনুর্ব্বিদ্যা, সঙ্গীত-বিদ্যা, শিল্প, কৃষি, নৌ-চালনাদি বিদ্যা—জগতের সুব্যবস্থার সমস্ত আবশ্যকীয় শিক্ষাই ঋষিগণ অনুগত শিষ্যবৃন্দকে দান করিতেন। রাজা কুমার্গগামী বা অত্যাচারী হইলে ঋষিগণ রাজ সভায়—লোক-সমাজে আসিয়া জগতের কল্যাণার্থ তাঁহাদিগকে সুপথে আনয়ন করিতেন। কোন কোন ঋষি আবার চতুরাশ্রমাতীত

---

* পঞ্জাবের অনেক গৃহস্থ এখনও নিজ নিজ পুত্রাদির অন্ততঃ একটীকেও সন্ন্যাসী হইবার সুযোগ দিয়া থাকেন। অনেক জননী নিজ ক্রোড়ের শিশুকে স্বহস্তে সন্ন্যাসীদিগের মণ্ডলীতে দান করিয়া আসেন। স্বামী দয়ালদাসজীর মণ্ডলীতেও এরূপ কয়েকজন সাধুকে আমরা দর্শন করিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসও গ্রহণ করিতেন। সেইরূপ সন্ন্যাসাশ্রমীর আর একটী নাম "অত্যাশ্রমী" †।

অত্যাশ্রমিগণ সর্ব্বাশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকসকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। এই শ্রেণীর সন্ন্যাসিগণ "পরিব্রাজকাচার্য্য" বলিয়াও কথিত হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আদৌ দার-পরিগ্রহ করিতেন না; চিরকৌমার ব্রত ধারণ করিয়া কেবল তপস্যায় ও ধর্ম্মালোচনায় জীবনাতিপাত করিতেন।

বার্দ্ধক্য কালেও বৈরাগ্যের উদয় না হইলে শাস্ত্রের অনুজ্ঞাবশতঃ যে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণের প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতেই যত বিধি ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইত। গুণাতীত ত্যাগ-সন্ন্যাস একমাত্র বিষয়-বৈরাগ্য ও ভগবদ্বিরহের উপর নির্ভর করিতেছে। শাস্ত্রে 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস' ও 'বিবিদিষা সন্ন্যাস' এই দ্বিবিধ সন্ন্যাস কথিত হইয়াছে। গুণাতীত ত্যাগও "সাধনরূপ ত্যাগ" ও "ফলরূপ ত্যাগ" এই দ্বিবিধ। কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ হইলে যে কর্ম্মত্যাগ হয়, তাহা "সাধনরূপ ত্যাগ"; এইরূপ ত্যাগের নাম "বিবিদিষা সন্ন্যাস"। আত্ম-সাক্ষাৎকারার্থ মুমুক্ষুগণ এই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আর জন্মজন্মান্তরীয় সাধন-সিদ্ধির প্রভাবে প্রথম হইতেই মনুষ্যের যে ফল-কামনায় ও কর্ম্মানুষ্ঠানে অনাসক্তি জন্মে, তাহার নাম "ফলরূপ ত্যাগ"; ইহারই

† বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত আছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যখন "অত্যাশ্রমী" হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার স্ত্রী দ্বয়ের মধ্যে তাঁহার বিত্ত বিভাগের কথা উথাপন হওয়ায় তাঁহার অন্যতরা স্ত্রী মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন—

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।" ৪।৫।৪

যাহাতে (যে অর্থে) আমি অমৃত না হইব, আমি তাহা লইয়া কি করিব? শেষে মৈত্রেয়ীও স্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মবাদিনী গার্গীও রাজা জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক বিচার করিয়াছিলেন। ভারতের সে দিন এখন অতীতের স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম "বিদ্বৎ সন্ন্যাস"। শেষোক্ত দ্বিবিধ সন্ন্যাসই সাধু-জীবনের মুখ্য লক্ষ্য। ত্যাগ-সন্ন্যাসের মহিমাকীর্ত্তন কালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন—

বরিষ্ঠো নাম-সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণেষু দশস্বপি।
শতেষু কর্ম্ম-সন্ন্যাসী জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতঃ।
সর্ব্ব-লোকেষ্বপি ত্যাগ-সন্ন্যাসী মম দুর্লভঃ॥

যদি কেহ কেবল নাম-সন্ন্যাসী (১) হয়েন, তথাপি তিনি দশজন ব্রাহ্মণ তুল্য, যে ব্যক্তি কর্ম্ম-সন্ন্যাসী (২) সে ব্যক্তি শত ব্রাহ্মণ তুল্য, যে সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন সেই জ্ঞান-সন্ন্যাসী আমারই সমান, এবং যে ব্যক্তি ত্যাগ-সন্ন্যাসী তিনি আমারও দুর্লভ।

---

(১) যিনি গৃহত্যাগ পূর্ব্বক গুরু সমীপে আসিয়া শিখা সূত্র পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ পূর্ব্বানামাদি বিসর্জ্জন দিয়া কোন একটী নূতন উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি "নাম-সন্ন্যাসী"।

(২) নাম-সন্ন্যাসী গুরুর আদেশমত তীর্থাটনাদি করিয়া ষট্‌কর্ম্ম সাধনপূর্ব্বক "কর্ম্ম-সন্ন্যাসী" হইবেন ও অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। কর্ম্ম-সন্ন্যাসী হইবার সময় দেব, ঋষি ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা, আত্মশ্রাদ্ধ ও বিরজা হোম নামে একটী হোম করিয়া শিখা (জট বা মুণ্ডিত হইলে কুশের শিখা) ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। শূদ্রের যজ্ঞোপবীত নাই, অতএব তাঁহার শিখা ত্যাগ করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। যথা—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৮ম উল্লাসে—

অতঃ সন্তর্প্য তাঃ সর্ব্বা দেবর্ষি-পিতৃদেবতাঃ।
শিখাসূত্রপরিত্যাগাৎ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥২৬২।
যজ্ঞসূত্রশিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃ স্যাৎদ্বিজন্মনাম্।
শূদ্রাণামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংক্রিয়া॥২৬৩।

তদনন্তর দেব, ঋষি ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন এবং শিখা ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য ব্রহ্মময় হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিখা ও সূত্র উভয় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন। শূদ্রের ও অন্যান্য বর্ণের কেবল শিখা দগ্ধ হইলেই সন্ন্যাস-সংস্কার সিদ্ধ হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি মন হইতে ভোগ্য বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী। অনেকে আপনার সকল বস্তুই পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু "আপনাকে" কেহ সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; তাই বলি সর্ব্বোত্তম সন্ন্যাসী তিনিই, যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে শরণাগত ও ভক্তিবশম্বদ হইয়া আপনাকেও ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়াছেন। যখন তোমার "তুমিত্ব" ভগবানের সত্তায় পরিত্যাগ করিবে, যখন তোমার নিজ অস্তিত্বের কিছুমাত্র স্বতন্ত্রতা থাকিবে না, তখনই তুমি সন্ন্যাসী, তখনই তুমি বৈরাগী, তখনই তুমি অভয়পদভাগী, তখনই তুমি মৃত্যুঞ্জয়, ও তখনই তুমি প্রকৃত সন্ন্যাসী। তখনই তুমি সিদ্ধ সন্ন্যাসীর ন্যায় মরণ-ভয় তুচ্ছ করিয়া প্রেমে মাতোয়ারা—বিহ্বল হইয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিতে পারিবে—

ছুঁয়োনারে শমন আমার জাত্ গিয়াছে।
(যদি বল ওরে শমন জাত গেল কিসে)
আমি ছিলাম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী, আমায় 'সন্ন্যাসী' করেছে।"

—(শ্রীমৎ স্বামীজী কৃত 'সন্ন্যাসী' গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত)।

শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামীর মতেও উপযুক্ত হইলেই—বৈরাগ্যের উদয় হইলেই লোকে (যে আশ্রমীই হউক না কেন) একেবারে সন্ন্যাসী হইতে পারে। নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও যুবতী ভার্য্যা ও মাতা সত্ত্বেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণ লইয়াও এক সময়ে বাঙ্গালাদেশে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছিল। এই জন্যই আমাদিগকে সন্ন্যাস সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিতে হইল। কেননা এই সূত্রেই ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে কেহ কেহ ঈর্ষ্যাবশে শত্রুতা সাধনের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। তিনি বৈদ্য হইয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিলেন কিরূপে এই কথা লইয়া শাস্ত্রীয় বিচারের বিষম তরঙ্গ বহিয়াছে। শাস্ত্রানভিজ্ঞ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিগণ বৈদ্যের এবং ব্রাহ্মণেতর বর্ণের সন্ন্যাস অবৈধ বলিয়া বৃথা গণ্ডগোল করিল, কিন্তু নেপালের ভূতপূর্ব্ব জঙ্গবাহাদুরের সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ সদ্‌গুরু শ্রীমৎ স্বামী কৈলাস পর্ব্বত-বিরচিত "ত্রৈবর্ণিকসন্ন্যাসঃ" নামক সংস্কৃত পুস্তকে, বিক্রমপুরস্থ স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয়ের সঙ্কলিত "সন্ন্যাসাধিকার-নির্ণয়ঃ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে, ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয়ের প্রকাশিত "বৈদ্যের অম্বষ্ঠত্ব, দ্বিজত্ব ও সন্ন্যাসে অধিকারিত্ব" নামক গ্রন্থে, এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দ্বারপণ্ডিত অশেষশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ তর্করত্ন মহাশয় স্বীয় ব্যয়ে এই সময়ে "সন্ন্যাস-নির্ণয়" নামক একখানি বৃহদ্‌গ্রন্থ রচনা করিয়া পণ্ডিত সমাজে বিতরণ করিয়াছিলেন তাহাতে এবং অন্যান্য নানা গ্রন্থে স্বামীজীর সন্ন্যাসের বৈধতা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি সমস্ত শাস্ত্র-বচনদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

শঃ ১৮১৪ শ্রাবণ মাসে মুন্সিগঞ্জের রায় অভয়া চরণ মিত্র বাহাদুর শ্রীমৎ স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক ঢাকা বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতবর্গের এক মহতী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই সভা মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের সূর্য্যস্বরূপ মহাপণ্ডিতপ্রবর প্রসন্নকুমার তর্করত্ন মহোদয় বাহু তুলিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর সমাগমে সভার অসীম শোভা হইয়াছে। তাঁহার 'স্বামীত্বে' আমার পরম আহ্লাদ হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণানন্দ' এই কথায় আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতেছে না, আমি তাঁহাকে 'পূর্ণাৎ পূর্ণতরানন্দ' বলিয়া সম্বোধন করিলাম।"

শ্রীমৎ স্বামীজীতো সন্ন্যাসী হইয়া ধন্য হইয়াছেন। বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বসাধারণে সন্ন্যাস-তত্ত্ব বড় বিশেষরূপে জানিত না, তিনি এই পবিত্র আশ্রম-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় মহান্দোলনের হেতুভূত হওয়ায় বাঙ্গলাদেশও ধন্য হইল। এখন সকলেই প্রায় বর্ণাশ্রমের যথাযথ অধিকার বুঝিতে পারিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায়।

পরিব্রাজকের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া
অর্থাৎ
ষড়যন্ত্র ও শত্রুতা সাধন।

পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রব্রজ্যা-গ্রহণের পর হইতেই বিরুদ্ধ-বাদিগণের বিদ্বেষ-বহ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে ; বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইলে তাহা যেন জ্বলনোন্মুখ হইয়া উঠিল। ১৮১৫ শকাব্দের প্রয়াগ-কুম্ভে তাঁহার পরমহংসাশ্রম গ্রহণে সে অনলের জ্বালামালা সংবাদ পত্র, পুস্তক ও মাসিক পত্রিকাদিতেও ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, নিন্দুকগণের মধ্যে কেহ কেহ একাধিকবার শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজীর নিকট বিশেষরূপে উপকার লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্যই আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী-সভার প্রবীণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ৺তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় একদিন হাঁসিতে হাঁসিতে স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন, "মহাশয়! আপনার অন্নের গুণ এমনি, যে খাইয়াছে, সেই আপনার নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারে না।" এতদ্ব্যতীত স্বামীজী বন্ধু-বান্ধবদিগের বাধাসত্ত্বেও 'বঙ্গবাসীর' সহিত যোগ দিয়া ১৮৯১ সনের সহবাস-সম্মতি বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নানা স্থানে সভা ও তুমুল আন্দোলন উত্থাপন করিয়া রাজপুরুষদিগকে চমকিত করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এক সুরে প্রতিবাদ উত্থিত হওয়ায় রাজপুরুষেরা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সহবাস-সম্মতি বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন। শঃ ১৮১২, বাং ১২৯৮, ইং ১৮৯১.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুতঃ সে অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছিল এবং সে তরঙ্গের অভিঘাত সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের এখনও মনে পড়ে, গড়ের মাঠে পরিব্রাজকের সেই হৃদয়োন্মাদিনী বক্তৃতা শুনিয়া যে প্রবল জনস্রোত বর্ষাকালীন নদীর বানের মত বড়লাট সাহেবের প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া "এমন আইন চাই না" বলিয়া ছুটিয়াছিল, তাহা অশ্বারোহী সিপাহীদিগের কষাঘাতে বা অশ্বপদাঘাতেও প্রশমিত হয় নাই। কলিকাতার রাজ-কর্ম্মচারিগণ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান পরিব্রাজকের সেই অশনি-নির্ঘোষ সদৃশ ওজস্বিনী বক্তৃতায় গড়ের মাঠে চারিদিকে অসংখ্য লোককে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া ভাবিলেন, ইঁহার তর্জ্জনী-হেলনে লোক ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে। আবার তৎপরেই ১৮৯২ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতার টাউনহলে পরিব্রাজকের সেই বিখ্যাত বক্তৃতা—জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট—টাউন হল লোকে লোকারণ্য। পরিব্রাজকের প্রতিভা-রবি তখন মধ্যাহ্ন গগন স্পর্শ করিয়াছে; তাহার আলোক-মালায় লোকের অবিশ্বাস ও অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, লোকে শতমুখে তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহার এই অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠাই তাঁহার কাল হইল। এইরূপে পরিব্রাজক রাজপুরুষদের সন্দেহ-দৃষ্টির পাত্র হইয়া পড়িলেন। ইহার পর ৪।৫ বৎসর ধরিয়া চারিদিকে যে ঝড় বহিতে লাগিল, তাহাতে মেঘ জমিতে বিলম্ব হইল না। মেঘে সূর্য্যকে কখনও ঢাকিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহাতে লোকের চোখ ঢাকিয়া যায়। পাঠকগণ! সেই সময় স্বামীজীর সম্বন্ধে যেরূপ বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করিতেছি। উহা দেখিলেই তাঁহার বিপৎপাতের বিষয়টী আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। যাঁহাদের সেবায় পরিব্রাজক স্বামীজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই ষড়যন্ত্রে কিরূপে তিনি বিপন্ন হইলেন তাহাও বুঝিতে বাকী থাকিবে না।

'ধর্ম্মপ্রচারক' (১৮১৪ শকের পৌষ সংখ্যা) হইতে উদ্ধৃত।

"সৎকর্ম্মে বিঘ্ন ও বাধা বিস্তর। ভগবানের কৃপা ব্যতীত এতাবৎ জঞ্জাল অতিক্রম করা মানবের দুঃসাধ্য। পরিব্রাজক [illegible] স্বামীজী মহোদয় হিন্দুসমাজের কল্যাণার্থ বিশেষ চে [illegible] রয়া "বেদ-বিদ্যালয়"টী প্রতিষ্ঠা করিলেন ; (কলিতে ব্রহ্মযজ্ঞ সু [illegible] ওয়া কঠিন বলিয়া) যাহাতে সেটী না থাকে, তজ্জন্য স্বতঃ [illegible] প্রোরিত অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন ; বিশেষতঃ এবার বেদ-বিদ্যা [illegible] বাটী নির্ম্মাণার্থ ঢাকা-নিবাসী অনেক গণ্যমান্য লোকে দুই সহস্র টাকারও অধিক সাহায্য করিয়াছেন দেখিয়া, স্বামীজীর উপরে যে কত কুৎসিত গালিবৃষ্টি হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পাঠক সজ্জনবর্গের বিদিতার্থ নিম্নে দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইল। আশা করি, ভদ্রমহোদয়গণ বেদ-বিদ্যালয়ের দিকে কৃপা-দৃষ্টি রাখিবেন। (ধঃ প্রঃ সম্পাদক)।

পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়! আজ কাল সর্ব্বসাধারণের মুখেই আপনার দুর্নামের কথা শুনিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত ও দুঃখিত হইয়াছি। বেদ-বিদ্যালয় দ্বারা আপনার কোন স্বার্থ নাই, কেবল আমাদের উপকারার্থে স্থাপিত হইয়াছে, ইহা আপনি স্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন, এবং আমাদেরও ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কিন্তু প্রায় সকলের মুখেই প্রকাশ যে, বেদ-বিদ্যালয়ের ভাণ করিয়া যে সব অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা চকমিলান বাড়ী নির্ম্মাণ ও পঁচিশ হাজার টাকার কোম্পানীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাগজ করিয়াছেন। কেবল লোকের বিশ্বাসের জন্য বাহিরে এক সাইনবোর্ড দিয়া দুই চার জন ছাত্রকে নামমাত্র বেদ অধ্যয়ন করান, ও যিনি অধ্যাপক তিনি বেদের কিছুই জানেন না। এই সব বিষয় কতদূর সত্য তাহা মহাশয় বলিতে সক্ষম। আমরা যখন কখনও দেখি নাই, তখন ইহার প্রতিবাদ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এবার ঢাকাতে আসিয়া মহাশয়ের অবস্থান সময়ে আপনি কোন কোন অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ জানা সত্ত্বেও নাকি পদধূলি দিয়াছেন, সেই জন্য মহোপরি বিরক্ত হইয়াছেন। মহাশয়! এই সব বিষয়ের প্রতিকার না করিলে কাহারও মন হইতে এই ভ্রম দূরীভূত হইবে না। বিশেষতঃ আমাদিগকেও সর্ব্বদা লোক-সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইবে।

যদিও পরনিন্দায় মহানুভব ব্যক্তিদের দৃক্‌পাত নাই, তথাপি এ বিষয়ে কাল-বিলম্ব না করিয়া যাহাতে আমরা এই দুর্নামের হাত এড়াইতে পারি, সেদিকে মহাশয় অবশ্য দৃষ্টিপাত রাখিবেন, এই আমাদের নিবেদন। বিশেষতঃ যাহাদের মত এখনও হিন্দুধর্ম্মের দিকে আছে, উপস্থিত বিষয়ের কোন প্রতিকার করা না হইলে তাহারা ধর্ম্মদ্বেষী হইতে পারে। যদিও তাহাতে আপনার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি না হউক, কিন্তু এই প্রকারে সমাজ নিতান্ত হীনবল হইয়া যাইবে। যদি আপনাদের মত মহাপুরুষগণ সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত না রাখেন, তবে এই নেতৃশূন্য সমাজ যে আজই অধঃপাতে যাইবে। তাই বিনীতভাবে প্রার্থনা, মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর দানে বাধিত করিবেন। আমাদের পক্ষে অধিক লেখা বাহুল্য। উত্তরের জন্য একখানা টিকিট দিলাম। কিমধিকমিতি—

ঠিকানা—
৪১ নং বাঙ্গালাবাজার,
ঢাকা।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
শ্রীঅবনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পত্রের উত্তর।

মান্যবর শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
মহাশয়দ্বয় সমীপেষু—
কাশী, ২৮এ কার্ত্তিক, ১২৯৯।

সবিনয় নিবেদনম্—

১। শ্রীমন্মহাশয়দ্বয়ের স্বাক্ষরিত সরল ভাবে ও সরল ভাষায় লিখিত পত্রখানি পরিব্রাজক মহাশয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতৎ পত্র সহ প্রেরিত তাঁহার স্বাক্ষরিত (মুদ্রিত) পত্রখানি পাঠে বিদিত হইবেন যে, এতৎসক্রান্ত প্রশ্নাদির উত্তর আমিই দিতে বাধ্য। তাই আমিই আপনাদিগের পত্রের উত্তর লিখিতেছি। আপনারা হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ও হিন্দু-সমাজের হিতৈষী, আপনাদের সরলতাপূর্ণ পত্রখানি পাঠে পরিব্রাজক মহাশয় ও আমি উভয়েই সন্তোষ লাভ করিলাম। আপনারা যে দুর্নামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ছাড়া আরও নানারূপ অখ্যাতির বজ্র তাঁহার পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী, কোন কথারই প্রতিবাদ করা তিনি তাঁহার ধর্ম্ম মনে করেন না; এবং সেই জন্য প্রশ্রয় পাইয়া পরশ্রীকাতর লোকে নানারূপ বিদ্রূপ ও অযশ ঘোষণা করিয়া থাকে। অসূয়াপরবশ লোকের হস্তে কোন মহাপুরুষই এ পর্য্যন্ত নিস্তার পান নাই। রাম-কৃষ্ণাদি ভগবানের অবতার পর্য্যন্ত কেহই পরনিন্দার হস্ত এড়াইতে পারেন নাই। সাধুগণ যমের হস্তে নিস্তার পাইতে পারেন, কিন্তু পরনিন্দাকারীদিগের হস্ত হইতে তাঁহাদিগের নিস্তার নাই। পরশ্রীকাতর ব্যক্তিগণ মহাত্মগণের কার্য্যে নিন্দা নির্য্যাতনাদি, নানা বিঘ্ন বাধা করিলেও তাহা অসিদ্ধ থাকে না, কেননা সাধু কার্য্যে ভগবান্ স্বয়ং সহায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। বেদ-বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ একটী পয়সা হইতে সহস্র সহস্র টাকা পর্য্যন্ত যখন যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমি স্বয়ং স্বাক্ষরিত রসিদ দিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, এবং সেই টাকার প্রাপ্তি স্বীকার দাতৃগণের প্রত্যেকের নাম ধাম সহ "ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" হইতে প্রকাশিত "ধর্ম্মপ্রচারক" নামক মাসিক পত্রে মাসে মাসে যথারীতি প্রকাশিত হইয়া থাকে। বেদ-বিদ্যালয়ের মাসিক আয়-ব্যয়ও ঐ পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। পরিব্রাজক মহাশয় বেদ-বিদ্যালয়ের একটী পয়সাও স্পর্শ করেন না, সুতরাং তাঁহাকে এ জন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। যদি বেদ-বিদ্যালয়ের টাকার কোনরূপ অপব্যবহার হইত তবে দাতৃগণের নামে নামে টাকা জমা করিয়া আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলিত কোথা হইতে? যাঁহার হিসাব পত্র দেখিতে ইচ্ছা হয়, আমাদের কার্য্যালয়ে আসিয়া তিনি অনায়াসে দেখিয়া যাইতে পারেন।

পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "মা যোগেশ্বরীর" যোগাশ্রম-গৃহ অতি সুন্দর ও সুসজ্জিত; তাহাই দেখিয়া অনেক ঈর্ষ্যাপরায়ণ লোক মনে করিয়া থাকে, ইহা বেদ-বিদ্যালয়ের টাকা হইতে নির্ম্মিত। লোকে বিপরীত বুঝিয়াছে; বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্ব হইতে, এ আশ্রম-গৃহ নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ হয়, এবং এ টাকা পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রকাশিত গীতা, ভক্তি ও ভক্ত, পঞ্চামৃত, নীতি-রত্নমালা আদির উপসত্ত্ব হইতে ব্যয়িত হয়। "মা যোগেশ্বরীর" সেবার জন্য ৫৲ টাকা মূল্যের দুই সহস্র দ্বিতীয় সংস্করণ গীতা ও অন্যান্য পুস্তকের উপসত্ত্ব অর্পিত হইয়াছে।*

---

* ১৩০৯ শালের আশ্বিন মাসে পরিব্রাজক মহাশয়ের মহাসমাধি লাভ হয়। তিনি তাঁহার স্থাপিত ৺মা যোগেশ্বরীর সেবার্থ তাঁহার ব্যাখ্যাত সমস্ত গ্রন্থগুলি উইল দ্বারা উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহাসমাধির পর তৎকৃত উইলের ট্রাষ্টীগণ দেখিতে পাইলেন ৺মায়ের তহবিলে ২৪০৲ টাকা মাত্র সঞ্চিত আছে। সুতরাং পরিব্রাজক মহাশয়ের ২৫ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ করা সর্ব্বৈব মিথ্যা ও দ্বেষ্টৃগণের মনঃ কল্পিত কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা যোগেশ্বরীর ব্যয়ের জন্য টাকা বেদ-বিদ্যালয় হইতে লইতে হয় না, বরং বেদ-বিদ্যালয়ের ব্যয় "মা যোগেশ্বরী অন্নপূর্ণার" দোহাই দিয়াই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। বেদ-বিদ্যালয়ের প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ দশ হাজার টাকাও সংগৃহীত হয় নাই, তবে পরিব্রাজক মহাশয় ২৫০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ কোথা হইতে করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। তবে পরিব্রাজক মহাশয়ের অনুরক্ত ভক্তের মধ্যে অনেক জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা মনে করিলে মা যোগেশ্বরীর সেবার জন্য, অচিরে যে লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ করিয়া দিতে পারেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আসিয়া দেখিয়া যান, দুই বর্ষের মধ্যে মায়ের শ্রীঅঙ্গ কত ভক্তে কত স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিয়াছে। বেদ-বিদ্যালয়ের অর্থ-সংগ্রহে অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিতে হয়, কিন্তু মায়ের সেবার টাকার জন্য পরিব্রাজক মহাশয়কে একদিনও কিছুমাত্র যত্ন করিতে হয় নাই, ভক্তগণ স্বয়ং কৃতার্থ হইবার জন্য, আপনি অর্থ ও আভরণাদি প্রদান করেন। মায়ের কৃপাপাত্র পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রযত্নসিদ্ধ কার্য্যকলাপের শ্রীসৌষ্ঠব-দর্শনে পরশ্রীকাতর ব্যক্তির চক্ষু টাটাইয়াছে, ইহার প্রতিবিধান আমরা কি করিতে পারি?

৩। পরিব্রাজক মহাশয় সন্ন্যাসী। এক্ষণে তাঁহার কুল-জাতি-বর্ণ নাই, তাঁহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই, শত শত লোকে দেখিয়াছে যে, যে স্থানে তিনি দাঁড়াইয়াছেন, তিনি চলিয়া গেলে, কত লোকে সেইখানকার ধূলি মাখিয়াছে ও গড়াগড়ি দিয়াছে; তজ্জন্য তিনি দায়ী হইতে পারেন না। কত লোকে তাঁহার মূর্ত্তি (পটে) পুষ্প-চন্দনাদি সহ ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে, অনেক সভা স্থলে তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য এত ভিড় হইয়া থাকে যে তাঁহার যাইবার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, ইহাতে তিনি করিবেন কি? সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ নাই, সন্ন্যাসীর পক্ষে কোন কাজের গৌরব বা অগৌরব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। কত শত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কুলজাত সন্ন্যাসী বঙ্গদেশে বিচরণ করিতে যান, কত শত ব্রাহ্মণের মস্তক তাঁহাদিগের চরণে লুণ্ঠিত হয়, কই তখন ত কাহাকেও কিছু বলিতে দেখি নাই, তবে পরিব্রাজক মহাশয়ের বেলায় এত রাগ কেন? ঈর্ষ্যাই ইহার হেতু। সন্ন্যাসাশ্রমে বর্ণ-বিচারগত তারতম্য নাই।

৪। বেদ-বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা এক্ষণে ৮০ জন, দুই চারিজন নহে। অধ্যাপক তিনজন। প্রধান অধ্যাপক একজন কাশীর মধ্যে প্রধান যাজ্ঞিক, তিনি স্বয়ং একখানি বৈদিক ব্যাকরণ এবং 'মন্ত্রার্থদীপিকা' নামক একখানি বৈদিক ব্যাখ্যা পুস্তকের প্রণেতা। তিনি বেদের কিছুই জানেন না, এ কথা যিনি বলেন, তিনি নিশ্চয়ই বেদানভিজ্ঞ।

৫। বেদ-বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে আরও যাহা কিছু জানিতে হইবে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া পরিব্রাজক মহাশয়কে না লিখিয়া আমাকে লিখিবেন, আমি তাহার উত্তর দিব। এই পত্রখানি আপনারা ইচ্ছা করিলে সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারেন।

কাশী-বেদবিদ্যালয়।

অনুগত
শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়,
অবৈতনিক লেখাধ্যক্ষ।

(মুদ্রিত পত্রের নকল)

পরিব্রাজকের ভিক্ষা।

১। ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম্মের প্রচার-পন্থা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, এ সেবকের মুঙ্গেরে অবস্থিতি কালেই "ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ইহার কার্য্যার্থ (তাৎকালিক সম্পাদক) এই সেবকের চেষ্টায়, যত্নে, উৎসাহে ও মন্ত্রণায় "ধর্ম্ম সভা" "আর্য্য সভা" "হরি সভা" "সুনীতি সভা" আদি নামে ভারতের চারিদিকে প্রায় সার্দ্ধত্রিশত সভা সংস্থাপিত হয়। এই মহা আন্দোলন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

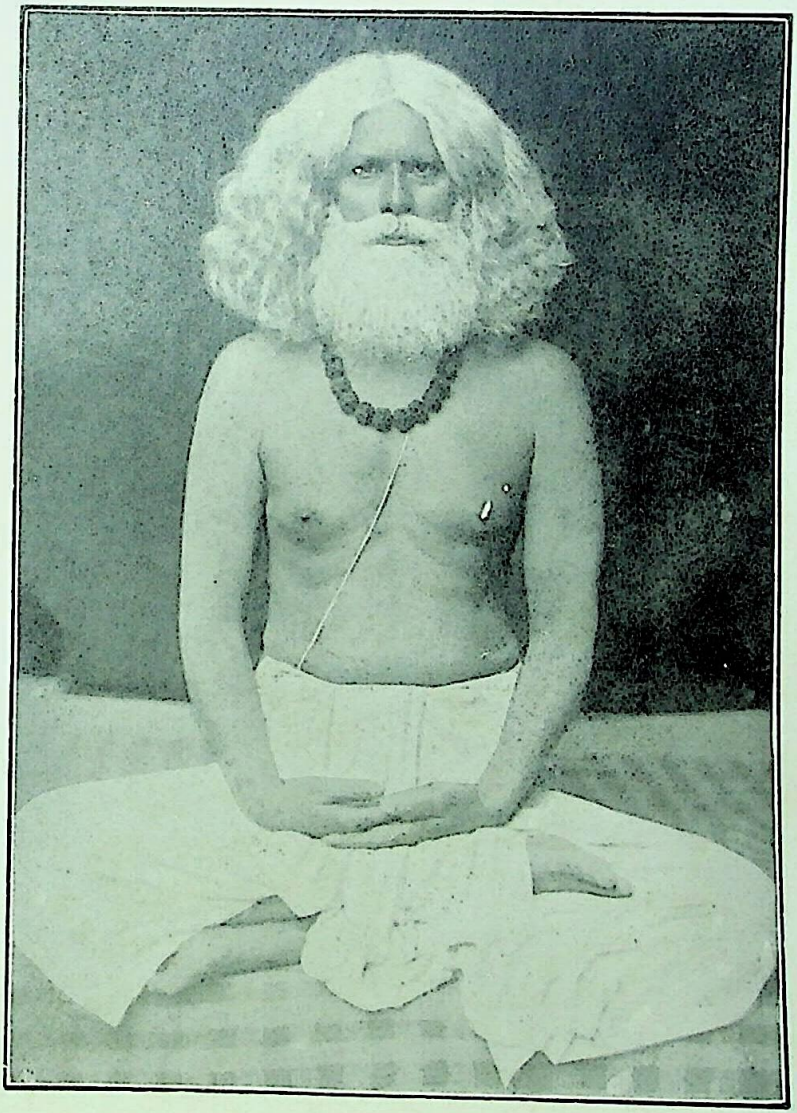

৺তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

[পৃঃ ৭৫৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালে ধীরে ধীরে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ সম্বর্দ্ধিত হয়। মূল সভার কার্য্যার্থ এই সেবকের দ্বারা সার্দ্ধসপ্ত সহস্র নগদ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। এই মূল ধনের ক্ষয় না হয় এবং উহার লাভ হইতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া ঐ টাকা সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড়ের রাজবাটীতে সভার নামে গচ্ছিত রাখা হয়। ঐ টাকা এখনও সেই খানে সেই ভাবে রহিয়াছে। এই মূলধনের ও তাহার সুদের ব্যবহার ভার সভার সদস্যবর্গ ও বর্ত্তমান অবৈতনিক কার্য্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর বিন্যস্ত আছে। এ সেবক ১৮১০ শকাব্দার আষাঢ় মাস হইতে (৪ বৎসর হইল) এই সভার সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছে। এ সংবাদ সভার মুখপত্র ঐ মাসের "ধর্ম্ম প্রচারকে" সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশিতও হইয়াছিল। তথাচ এখন পর্য্যন্ত সভা-সংক্রান্ত অনেক পত্র এ সেবকের নিকট আসিয়া থাকে, এবং সভার কথা অনেকেই এই সেবককে জিজ্ঞাসা করেন; এই জন্য সাধারণের নিকট ভিক্ষা এই যে, সভা সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয় যাঁহার জানিতে ইচ্ছা হইবে, তাহা দয়া করিয়া এ সেবককে না লিখিয়া বা জিজ্ঞাসা না করিয়া বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয়কে লিখিবেন ও জিজ্ঞাসা করিবেন।

২। মহাত্মগণের অনুরোধে প্রায় তিন বৎসরকাল "কাশী-বেদ বিদ্যালয়ের" "ব্যবস্থাধ্যক্ষের কার্য্য" এ সেবককে করিতে হইয়াছে। মা অন্নপূর্ণার আশীর্ব্বাদে এই বর্ষত্রয়ে মুষ্টিভিক্ষালব্ধ ধন ও এককালীন দান সংগ্রহ দ্বারা বিদ্যালয়ের মাসিক (গড়ে একশত টাকা) ব্যয় নির্ব্বাহ পূর্ব্বক উদ্বৃত্ত টাকা হইতে গৃহ নির্ম্মাণার্থ দুই হাজার তিন শত পঞ্চাশ (২৩৫০৲) টাকা মূল্যে একখণ্ড ভূমি ক্রীত ও নগদ ২৩০০৲ টাকা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থাধ্যক্ষের কোন কোন কার্য্যে এ সেবকের বর্ত্তমান সন্ন্যাসাশ্রমোচিত ব্যবহারে বাধা পড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়া বর্ত্তমান শকাব্দার ৭ই ভাদ্রের বেদ-বিদ্যালয়ের মন্ত্রণা মণ্ডলের অধিবেশন কালে এ সেবক ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন হইতে বেদ-বিদ্যালয়-সংক্রান্ত যাঁহার যাহা কিছু জানিবার ও বলিবার ইচ্ছা হইবে তাহা অবৈতনিক লেখাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাবুকে পত্র লিখিলে বা জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন। যাঁহারা বেদ-বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে অর্থাদি পাঠাইতেছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তত্তাবৎ তাঁহারই নামে পাঠাইবেন এবং টাকার হিসাবাদি জানিতে হইলে তাঁহার নিকট জানিবেন। এ সেবকের নামে এ জন্য পত্রাদি না লেখেন ইহাই দ্বিতীয় ভিক্ষা। এ সেবক সভার ও বিদ্যালয়ের সংস্রব ছাড়িলেও ইহাদের উন্নতি কল্পে শুভ দৃষ্টি বা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সেবকের ত্রুটী হইবে না। মন্ত্রণা-মণ্ডল ও সাহায্য-দাতৃগণ এই পুণ্য কার্য্যে যথোচিত যত্নবান্ থাকিলে এ সেবক অতিশয় আনন্দিত হইবে।

৩। নানাদেশ হইতে নানা ব্যক্তির নানামত পত্রপাঠে ও তত্তাবতের উত্তর দানে সময়ের বৃথাক্ষেপ ও মনের বিক্ষেপ হইয়া নিজ সাধন কার্য্যের বিশেষ বিঘ্ন হইয়া থাকে; অতএব সকলের নিকট সেবকের তৃতীয় ভিক্ষা এই যে, এই দুঃখীকে আর কেহ কোনওরূপ পত্র না লেখেন। লিখিলে উত্তরের আশা করিবেন না। সেবকের কথায় কেহ ক্ষুণ্ণ বা অপ্রসন্ন হইবেন না, ইহাই পরিব্রাজকের শেষ ভিক্ষা। মা অন্নপূর্ণা ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল করুন।

কাশী-যোগাশ্রম,
২রা কার্ত্তিক, শঃ ১৮১৪

দীনাতিদীন—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

সবিনয় নিবেদনম্—

সভা ও বেদবিদ্যালয় সম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপের হিসাব রক্ষা ও পত্র ব্যবহারের ভার আমার উপরই বিন্যস্ত আছে। এতদ্বিষয়ে যাঁহার যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু জানিবার থাকিবে, আমাকে লিখিলেই তাহা জানিতে পারিবেন। পরিব্রাজক মহাশয়ের ইহাতে এখন আর কোন দায়িত্ব নাই।

কাশী-বেদবিদ্যালয়,
২রা কার্ত্তিক, শঃ ১৮১৪

অনুগত—
শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়,
সভার অবৈতনিক সম্পাদক ও
বেদবিদ্যালয়ের লেখাধ্যক্ষ।

এই পত্র মুদ্রিত করিয়া সাধুহৃদয় "শিলচর" সম্পাদক স্বয়ংও নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—

" 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ'

যে যেমন, সে জগৎকে সেইরূপই দেখে। সাধু, সকলকে সাধুই বিবেচনা করেন; এবং অসাধু, সকলকে অসাধুই ভাবিয়া থাকে। ইহাত স্বতঃসিদ্ধ বাক্য। কাজেই স্বামীজী কাহারও নিকট সাধুসন্ন্যাসী, আর কাহারও নিকট ভণ্ডতপস্বী। ইহাতে আমরা চমৎকৃত হই না। চারিযুগ ভরিয়াই ইহা হইয়া আসিতেছে। পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই যখন কলঙ্কের হাত হইতে মুক্তি পান নাই, তখন মানুষের পক্ষে কা কথা? এমন যে জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বত্যাগী হরিপরায়ণ মহাযোগী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, তাঁহাকেও অলীক কলঙ্কের ভার বহন করিতে হইয়াছিল। তখন স্বামীজী বহিবেন না কেন? গগন-চাঁদেও যে কলঙ্ক আছে। এ কলঙ্ক দোষের নহে, গুণের।"

উন্নতহৃদয় "চারুবার্ত্তা" সম্পাদক মহোদয় নিজ পত্রে যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, তাহাও নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

"শ্রদ্ধাস্পদ পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর উপলক্ষে ঢাকা জিলাতে নানা জনে নানারূপ কথা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী যেরূপ মহৎ জীবনের আদর্শ স্থলে দাঁড়াইয়া সংসারে প্রেমানন্দ বিলাইতেছেন, ইহাতে পরশ্রীকাতর নিন্দুকের নিন্দায় তাঁহার মহাপুরুষত্বের কোন হানি হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না, পরন্তু পরিব্রাজক মহাশয়ের ইহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরবই বৃদ্ধি হইবে। সুবর্ণ পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইলে যেমন তাহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, আমরা আশা করি হিংসা, দ্বেষ ও অসূয়া রূপ অগ্নিদাহে শ্রীকৃষ্ণানন্দ রূপ সুবর্ণ গুণ-গরিমায় আপামর সাধারণে পরিচিত হইবেন।"

এই সময় তারকচন্দ্র খাশনবিশ নামীয় একজন বিক্রমপুরবাসী বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী-বেশ ধারণ করিয়া স্বামীজীর প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া দেশে দেশে স্বামীজীর নিন্দা রটাইবার ব্রত গ্রহণ করে, এবং ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্য করিয়া স্থানে স্থানে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার-বক্তৃতা ব্যপদেশে স্বামীজীকে লোকসমাজে খর্ব্ব করার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতি নানা প্রকার মিথ্যা দোষারোপ করিতে থাকে।

শঃ ১৮১৪, চৈত্র মাসে "ধর্ম্ম প্রচারক" সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন ঃ—

"পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয় "বেদ-বিদ্যালয়" স্থাপন করিয়া অবধি অনেক বৃথা প্রতিষ্ঠাভিমানী ব্যক্তির বিষ নয়নে পড়িয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা সজ্জন সাধুহৃদয় মহোদয়গণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া, ধনাঢ্য, জমিদার ও প্রধান প্রধান পদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অতিশয় অনুরাগ করেন বলিয়া মনের ব্যথায় অনেক অসূয়া-পরবশ লোকে তাঁহার অযথা কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছে। সজ্জনগণ তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করাতে তাহাদের আরও হৃদ্‌বেদনা বাড়িতেছে। স্বামীজী স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন, ইহাতে সকলেই উপকার পাইতেছেন ও পাইবেন। তাঁহার হানি করিতে গেলেই লোকের নিজের হানি হইবে। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার নিন্দা বা প্রশংসায় তাঁহার নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।

ব্রহ্মচারী-বেশধারী তারক খাশনবিশ নামক একজন বিক্রমপুরবাসী বাঙ্গালী, (বোধহয় তাহার কোন কাজ কর্ম্ম নাই) কয়েক বর্ষ হইতে দেশে দেশে স্বামীজীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া বক্তৃতা দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেড়াইতেছে। সাধু-হৃদয় কোন ব্যক্তিই তাহাকে আদর করিতেছে না। এ লোকটা বাঙ্গালী হইয়া হিন্দীতেই কথা কয়, অথচ বিশুদ্ধ হিন্দী জানে না। জিজ্ঞাসা করিলে ভাণ করিয়া বলে "বঙ্গালা থোড়া থোড়া সমঝতা হ্যায়।" এই ব্যক্তিকেই পুলিশ পঞ্জাব হইতে রাজদ্রোহী বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়া কাশীতে আনিয়াছিল। এখানে অনেক ভদ্রলোক পড়িয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন। এখনও পুলিশ তাহার চরিত্র ও চেষ্টার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। পরিব্রাজক মহাশয়কে তাঁহার গুরুস্বামী যে সন্ন্যাসোচিত "স্বামী" উপনাম দিয়াছেন, ইহা তাহার সহ্য হয় না।

সম্প্রতি সে লোকটা ঢাকায় গিয়া স্বামীজীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়া বড় লজ্জা পাইয়াছে। তাহার বক্তৃতার বিজ্ঞাপনে ঢাকার কোন ভদ্র ও পদস্থ ব্যক্তিই স্বাক্ষর করিতে চাহেন নাই। এবং যে ঢাকায় স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে সাত আট হাজার লোক একত্র হইত, সেই ঢাকায় উহার বক্তৃতা শুনিতে ৩।৪ ডজন মাত্র লোক হইয়াছিল।"

ঢাকা হইতে শ্রীমান্ প্রসন্ন কুমার গুহ নামক এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র ব্রহ্মচারী নামক একব্যক্তি ৺বারাণসীধাম হইতে ঢাকায় আসিয়া শ্রীযুক্ত পরিব্রাজক মহাশয়ের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা করিয়া দুই একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন; এক বক্তৃতাতে ৩০ জন এবং অন্যটীতে ৫০ জনের অধিক লোক সমাগম হইয়াছিল না; পরে তিনি লেজ গুটাইয়া ঢাকা নগরী হইতে পলায়ন করিয়াছেন।"

ঢাকা হইতে প্রকাশিত "সারস্বত পত্রে" লিখিত হইয়াছিল :—

"শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র খাশনবিশ মহাশয় ব্রজবিহারী বাবু প্রভৃতি অনেকেরই পরিচিত ব্যক্তি। ব্রহ্মচারী হইয়া অথবা কয়েক বৎসর কাশীতে থাকিয়া তিনি সচরাচর হিন্দী ভাষাতেই আলাপ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষা বুঝেন কিনা, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"থোড়া থোড়া বাঙ্‌লা বাত্‌ সমজ্‌তা" এইরূপ উত্তর দেন; বোধ হয়, এই সকল কথায় তাঁহাদের মনে একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। আবার ঢাকার হিন্দুধর্ম্ম-সভায় প্রায় আট হাজার হিন্দু সমবেত হইয়া, বিদায়কালে যে পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর সমর্থন করিয়াছিলেন; ও যে পরিব্রাজকের প্রতি কেবল বঙ্গদেশ নহে, প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দু একান্ত অনুরক্ত এবং যাঁহার সদুপদেশপূর্ণ উপদেশ পরম্পরায় হিন্দুসমাজের অগণিতসংখ্যক জনক, জননী ও আত্মীয়বর্গ পরম স্নেহাস্পদ অজাত-শ্মশ্রু পুত্র, ভ্রাতা, ভাগিনেয় প্রভৃতিকে বিধর্ম্মীর খর্পর হইতে নির্ম্মুক্তি লাভ করিতে দেখিয়া আনন্দিত আছেন ও সুখে নিদ্রা যাইতেছেন; কোন্ হিন্দু, বল, হিন্দুসমাজের সেই পরম উপকারক নিঃস্বার্থ দেশ-হিতৈষী পরিব্রাজকের সদুপদেশের ও সদাচরণের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দান করিতে অনুমোদন করিবেক? যাহা হউক এ সকল কথা বলিয়া ফল নাই। খাশনবিশ মহাশয় যখন দেখিলেন অত্রত্য হিন্দু সমাজের প্রায় কাহারও নিকট হইতে তাদৃশ বক্তৃতা প্রদানের অনুমতি বা সহানুভূতি পাইলেন না, তখন, সেই দিন নিজেই তিনি, "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিব বলিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া ঢাকা 'পোগোজ্‌ স্কুল' গৃহে সন্ধ্যার পরে উপস্থিত হয়েন। অনেক উকীল প্রভৃতির নিকট পত্রাকারে ঐ বিজ্ঞাপন প্রেরিত হইয়াছিল; বিজ্ঞাপন প্রাপ্তিমাত্র প্রায় সকলেই 'এমন সভায় যাইব না', এই বলিয়া সঙ্কল্পারূঢ় হইয়াছিলেন। সুতরাং সভাস্থলে ত্রিশ, চল্লিশ জনের অধিক লোক হয় নাই।

খাশনবিশ ব্রহ্মচারীর নিমিত্ত বারান্তরে আমরা সবিস্তারে উল্লেখ করিব। কিন্তু তিনি কাশীবাসী হইয়া যে তন্ত্রশাস্ত্র মানেন না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। শিববাক্যে যাঁহার অবিশ্বাস, এবং শিবপ্রোক্ত শাস্ত্রকে যিনি 'মোহন' শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমরা সবিনয়ে অনুরোধ করি, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের উপকারার্থ যেন তিনি দয়া করিয়া কষ্ট স্বীকার না করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপসংহারে এই মাত্র বলিয়া অদ্য নিরস্ত হইব যে, হিন্দুসমাজের আজি কালি যেরূপ দুর্দ্দশা, তাহাতে স্বগৃহ মধ্যে আত্মকলহ ঘটাইবার নিমিত্ত এবং যাঁহারা হিন্দুসমাজের পরম বান্ধব তাঁহাদিগকে নিন্দা করিবার নিমিত্ত কুচক্রী কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া যাঁহারা হিন্দুসমাজের প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত বলিয়া প্রচার করেন, হিন্দুসমাজ দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া নিবৃত্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।"

ঐ সময়ে "ঢাকা প্রকাশ" লিখিয়াছিলেন—

"বক্তা এই সকল কথার সঙ্গে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয়ের সন্ন্যাস-গ্রহণাদিতে যে দোষ দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত হইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী যদি সন্ন্যাস ও দ্বিজত্ব গ্রহণের অধিকারী না হন, তবে তাহা গ্রহণ জন্য তাঁহাকে দোষী করা যায় না। কেন না বৈদ্যের উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থাও তিনি সৃষ্টি করেন নাই, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রখানিও তাঁহার সৃষ্ট নহে। বৈদ্যের যদি উপবীত গ্রহণের অধিকার না থাকে তবে তজ্জন্য তাহার ব্যবস্থাদাতারা এবং সম্ভবতঃ তাঁহার উপনয়নদাতা সমাজ দোষী; আর অপর শাস্ত্রের নিকটে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মত বিচার দ্বারা খর্ব্ব না হওয়া পর্য্যন্ত তদনুসারে সন্ন্যাস-গ্রহণ যে অন্যায় তাহাও বলা যায় না। অতএব ব্রহ্মচারী মহাশয় যে পর্য্যন্ত বৈদ্যের দ্বিজত্ব ও সন্ন্যাস-গ্রহণে অনধিকারিত্ব পণ্ডিত সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকার করাইতে না পারিবেন, ততকাল শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীকে তজ্জন্য দোষী করিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে; এবং লোকসমাজে নিজেরই নিন্দা হইবে।"

১৮১৫ শকাব্দার আষাঢ় মাসে "কলিকাতা বহুবাজার হিন্দুধর্ম্ম প্রচার সমিতি"র অনুরোধে স্বামীজী কলিকাতা টাউন হলে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতার বিজ্ঞাপন পত্রে ও প্লাকার্ডে উক্ত সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় স্বামীজীর নাম "পরমহংস শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী" এইরূপ লেখায় কেহ কেহ গাত্রদাহে উন্মত্ত হইয়া ২৯এ জুলাই তারিখের "হোপ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামক ইংরাজী সংবাদ পত্রে স্বামীজীর বিরুদ্ধে অবজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই সকল সামান্য তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া লোকের কেন যে গাত্রদাহ হয়, তাহা অন্তর্য্যামী ভগবান্‌ই বলিতে পারেন। স্বামীজী কাহাকেও কোন কুশিক্ষা দেন না, কোন অধার্ম্মিক আচরণের দ্বারা লোকসকলকে অধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করেন না, বরং তিনি ইহার বিপরীত আচরণই করিয়া থাকেন। শরীরের নানারূপ ক্লেশের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া লুপ্তপ্রায় হিন্দুসমাজের পুনরুত্থান ও কল্যাণের জন্য তিনি দেশে বিদেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পবিত্র ব্যাখ্যান দ্বারা লোকসমূহের অন্তর-গ্লানি দূর করিয়া আসিতেছেন। লোকের স্বধর্ম্মের প্রতি যাহাতে আস্থা হয়, তজ্জন্য তাঁহার চেষ্টার সীমা নাই। এ হেন দেশবৎসল, পরম উপকারী বন্ধুর নিন্দা করিতে যাঁহাদের মনে দ্বিধা বা লজ্জা আসে না, তাহাদিগকে আর আমরা কি বলিতে পারি, তাঁহাদের প্রবন্ধাদির সমালোচনা করিতেও আমাদের ক্লেশ হয়। লজ্জাও হয় নিন্দুকের অত্যদ্ভুত বাচালতা দেখিয়া। যিনি সাংসারিক সুখকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া কত কষ্টই না সহ্য করিতেছেন, ঈদৃশ মহাত্মার নিন্দাবাদ করিতে শুনিলে প্রকৃতই নিজ সমাজের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয় এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজ যেন কলঙ্ক-মসীগাথা বলিয়া অনুভব হয়। অথবা যে রসনা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া অতি সাহসের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা বুঝি কোন যুগেই নিবৃত্ত হইবার নহে এবং তাহা অনন্তকাল সাধু-মহাত্মাদের কলঙ্ক ঘোষণাই করিবে, কখনও সে গুণের মর্য্যাদা কি—তাহা বুঝিতে পারিবে না।

এদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী, ঈর্ষ্যাপরায়ণ নিন্দুকেরা যেমন অজস্র গালি বর্ষণ করিয়া স্বামীজীর নির্ম্মল যশের কিরণসমূহকে তিমিরাবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, অন্যত্র সাধুহৃদয় সজ্জনগণ তাঁহার গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে দেশের পরম বন্ধু ও ধর্ম্মরক্ষক রূপে কতই না তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

দিনাজপুর বাহিনের জমিদার শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় স্বামীজীকে পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"সংবাদ পত্রে সনাতন ধর্ম্মের মহান্দোলনে আপনার গুণ-গরিমার কথা বিদিত হইয়া, আপনার বিরচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহে আপনার ধী-শক্তি ও ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পাইয়া এবং লোকমুখে আপনার উদারতা ও সদাশয়তা আদি অবগত হইয়া আপনাকে দর্শন করিবার জন্য মনে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে ; আপনি দিনাজপুর জেলায় যখন আসিবেন, তখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবশ্যই একবার এ ভবনে পদার্পণ করিতে হইবে।"

এতৎ পত্রের উত্তরে স্বামীজী তাঁহার স্বাভাবিক সরল ভাষায় তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"আপনি সাধুপ্রকৃতি, তাই অনেক গুণগ্রামের কথা শুনিয়া আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ; গুণেরই কথা শুনিয়াছেন বলিয়া আমাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু লোকে যে আরও কত কি বলে, তাহা শুনিলে হয় তো আপনার এই ইচ্ছা হইত না। কত লোকে আমাকে ভালও বলিয়া থাকে, আবার কত লোকে আমাকে শঠ, কপট, লম্পট ও জুয়াচোর বলিয়া থাকে, ইহা আপনার বিদিতার্থ লিখিলাম। আশা করি এতদবগত হইয়া আমাকে দেখিবার জন্য যে ইচ্ছা হইয়াছে, আমাকে না দেখিয়াই, তাহা নিবৃত্ত হইয়া যাইবে।"

এই পত্র পাঠ পূর্ব্বক স্বামীজীর মহত্ত্বের অনেক প্রশংসা করিয়া ঈশ্বর বাবু তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক নিজ ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন এবং অতিশয় আদর ও অভ্যর্থনাসহ তাঁহার মুখে পবিত্র ধর্ম্মতত্ত্ব ও হরিগুণগাথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

ভগবদ্ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবে বিভোর হইয়া স্বামীজীর স্তুতিবাদ গান করেন, তাহাতেও লোকে তাঁহাকেই গালাগালি দেয়। লোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিন্দা করিলেও তিনি যেমন লোকের মুখ বন্ধ করিতে পারেন না, তদ্রূপ লোকে কে কোথায় তাহার স্তুতিবাদ করিতেছে, তাহাই বা তিনি নিবারণ করিবেন কিরূপে? কিন্তু লোকে তাহা বুঝে কৈ? লোকে আপনাপন ইচ্ছায় তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিল, ইহাও যেন তাঁহারই অপরাধ!

কুণ্ডলায় "শ্রীকৃষ্ণানন্দ মেলা" উপলক্ষে তথাকার প্রধান জমিদার মান্যবর শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত গানটী রচনা করেন ও মেলায় এ গীত গাওয়া হইয়াছিল :—

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর, তাল—একতালা।

সাধ পুরাইতে সাধুর মেলা দেখ্‌সে আয়।
এ মেলায় ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলোদয়॥

১। মেলার বল্‌ব কি সুঠাম, যথা রাধা কৃষ্ণ রাম,
যোগী সহ যোগেশ্বরী করেন অধিষ্ঠান;
এ তো কেনা বেচার নয়কো মেলা, এতে সাধকের সাধপূর্ণ হয়॥

২। হয়ে বিরাগী যে জন, করে আত্ম-বিসর্জ্জন,
হরিভক্তি জীবন্মুক্তি করেন বিতরণ;
সেই চিদানন্দ কৃষ্ণানন্দ এ মেলায় হলেন উদয়॥

৩। জীবের ধর্ম্ম অভাবে, কলির কুটিল প্রভাবে,
উঠ্‌ল হরিনামের খেলা যাঁর আবির্ভাবে;
তাঁর গুণের গান গাইব ব'লে, এই মেলার এই অভিনয়॥

৪। হবে সাধু দরশন, যাতে কলুষ-খণ্ডন,
মুক্তি, শক্তি, পরাভক্তি হইবে সাধন;
(কাতর) হয়ে দীনবন্ধু বলে যেন কৃষ্ণানন্দ হ'ন সদয়॥

এইরূপ বঙ্গের ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ, জ্ঞান ও ভক্তিমাখা বক্তৃতা শুনিবার জন্য লোকে তাঁহাকে কত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাদর করিয়া আহ্বান করিয়া লইয়া যাইত এবং তাঁহার মুখে ভগবদ্‌গুণ-গাথা, ধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লোকে কতভাবে আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিত, তাহার জন্য তিনি তো দায়ী নহেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার কাছে সজ্জনের মস্তক অবনত হইবেই। হিংসায় জলিয়া মরিলে কি লাভ হইবে? এজন্য অহিন্দুর মত তাঁহাকে অজস্র গালাগালি দেওয়া কি অকৃতজ্ঞতার চিহ্ন নহে?

"বঙ্গ নিবাসী" পত্রিকায় (৩০এ আষাঢ়, ১৩১১ শাল) এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন:—

"সম্প্রতি ভারত বিখ্যাত বাগ্মী শ্রীযুক্ত পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয়ের সহিত মেদিনীপুর অঞ্চলে গমন করিয়াছিলাম। তিনি জাড়া, গোয়ালগদা, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া তত্তৎ স্থানের উৎসব সুসম্পন্ন করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। জাড়ায় তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত প্রায় দুই সহস্র লোক পুরপ্রবেশ-পথে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার দর্শনমাত্র শত শত মস্তক তাঁহার পদ চুম্বন করিল ও বন্দুকাদির আওয়াজ হইল, অমনি অভ্যর্থনা-গীত আরম্ভ হইল। তত্তদ্‌দেশবাসিগণ কিরূপ চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন, নিম্নোদ্ধৃত গীতাংশেই তাহা প্রমাণিত হইবে:—

ভক্তাধীন শ্রীগোবিন্দ, ভক্তেরে দিতে আনন্দ,
অবতীর্ণ স্বামী রূপ ধরি'।
এস ভাই এই বেলা, ফুরায় ভবের খেলা,
চরিতার্থ হও তাঁরে হেরি'॥

তাঁহার অমৃতময়ী আবেগময়ী বক্তৃতালহরী, ভক্তির বন্যায় সে দেশ ভাসাইয়া দিয়াছে; তাই বিভোর জাড়াবাসী গাহিয়াছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজি জাড়ার মাঝে, প্রেম-ভক্তির বাজার বসেছে।
শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, প্রেম-ভক্তি এনেছে॥
কে নিবি আয়, কে নিবি আয়, বিনামূল্যে কিনিবি আয়;
কর্‌লে দেরি, ঠক্‌বি ভারি, আয় চলে আয় ছুটে আয়।
(ও ভাই) দেখ না চেয়ে, ধেয়ে ধেয়ে, দেশবিদেশের লোক ছুটেছে॥"

কতিপয় দুষ্টবুদ্ধি লোকে স্বামীজীর অজস্র নিন্দাবাদ প্রচার করিলেও ভগবদ্ভক্ত সজ্জন পুরুষেরা তাঁহার সুখ্যাতি ও স্তুতিবাদ করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। স্বামীজী লোকমুখে নিজ স্তুতিবাদ শুনিয়া আক্ষেপ করিতেন এবং ভক্তগণকে নিষেধও করিতেন। অদ্বিতীয় প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ হইয়াও তিনি আপনাকে অতি দীনহীন কাঙ্গালের মতই দেখিতেন এবং আপনাকে সাধুর দীনাতিদীন দাস বলিয়াই পরিচয় দিতেন, কিন্তু তাঁহার অনুরাগিবর্গ যাঁহারা তাঁহার কৃপালাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, অথবা তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশরাশি শুনিয়া যাঁহারা নিজ নিজ জীবনকে সুপথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সে নিষেধ শুনিবেন কেন? তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে যে প্রেমের তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে অপরের নিবারণে তাহা রুদ্ধ হইতে পারে কি? তাঁহাদের সে আবেগ ফুটিয়া বাহির হইবেই। সুতরাং বহুলোকে যে তাঁহার স্তুতিবাদ করিবে তাহা অনিবার্য্য। প্রকৃতির গতি রোধ করিবার কাহারও ক্ষমতা আছে কি? ইহাতে অপরের গাত্রদাহ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তের প্রাণ তাহা মানিবে কেন?

প্রচার-কার্য্যে পরিভ্রমণ কালে বা যোগাশ্রমে অবস্থিতি কালে পুরুষগণের ন্যায় ভদ্রমহিলারাও পরিব্রাজক মহাশয়ের উপদেশ শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। চিরকালই সাধু-মহাত্মগণের নিকট বহু ভদ্র মহিলার সমাগম হইয়া থাকে; কিন্তু দেখিতে দেখিতে ইহাও তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। এতৎসম্বন্ধে এবং আরও কোন কোন অভিযোগের তাৎকালিক প্রতিবাদ হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত হইল:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ক) মলিন হৃদয়ে ভাল কাজও মন্দ বলিয়া অনুভূত হয়। অসাধুর চক্ষে স্ত্রীমূর্ত্তি নায়িকা বা বিলাসিনী, কিন্তু সাধুদিগের চক্ষে সেই নারীই কন্যা বা মাতা অথবা অনাদ্যা শক্তির বিভূতি বলিয়া প্রতীত হয়।

স্বামীজী স্ত্রীদিগকে উপদেশ দান করেন, ধর্ম্মকথা বলেন, এই কথা লইয়া অনেকে বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অনেক প্রকার আবোল তাবোল প্রলাপ বকিয়া থাকে। স্বামীজী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে অধিকারানুরূপ উপদেশ দিতে অতিশয় যোগ্য বলিয়াই তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে দেশের লোক ভাঙ্গিয়া পড়ে। স্ত্রীগণ যদি দেবালয়ে না যাইবে, যদি সাধু-মহাত্মার নিকট উপদেশ না লইবে, তবে আর কাহার পথানুবর্ত্তন করিবে? কাশীর উলঙ্গ সন্ন্যাসী শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীর তো অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা শিষ্যা আছেন, ৺ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকটও তো সেবার্থ অনেক মহিলা যাইতেন, ৺ বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর কাছেও তো অনেক বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক দর্শনার্থ ও সৎকথা শ্রবণার্থ গমন করিতেন, ঘাটে মাঠে কত সাধু থাকেন, অনেক স্ত্রীলোক তো তাঁহাদের দর্শনার্থ গমন করেন। সকল সময়ে ও সকল দেশেই স্ত্রী পুরুষ সকলেই সাধুগণের নিকট অবাধে গমন করিয়া থাকেন, তাহাতে দোষ দর্শন করা দোষী ব্যক্তিরই কার্য্য।

সকলেই জানেন, পরিব্রাজক মহাশয় যখন সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেন, তখন ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের পুরুষগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পরিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকগণই ব্রত নিয়মাদি প্রতিপালন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা কোন প্রকারে রক্ষা করিতেছিলেন। সেই সময় নারীগণকে প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ করাই ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। এজন্য পরিব্রাজক মহাশয় ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে দেশ বিদেশে যাইয়া অনেক স্থলে মহিলাদিগকে বিশেষ ভাবে ধর্ম্মতত্ত্বোপদেশ দেওয়ার জন্য বিশেষ সভা করিয়া তাঁহাদের নিকট বক্তৃতা করিতেন। মহিলাগণ তাঁহার নিকট সমাগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে তাঁহাদিগকে তিনি ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, একথা লইয়া নিন্দুকের রসনা-কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইলে তাহা প্রতিকারের উপায় কি ?

(খ) একবার এক ব্যক্তি একখানি সাময়িক মাসিক পত্রে শ্রীমৎ স্বামীজীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"যে সংযম শিখাইবে, সে নারীগণে পরিবৃত হইয়া 'রাস-লীলা' ব্যাখ্যা করে কেন ?" স্বামীজী যে স্ত্রীলোকদের নিকট 'রাসলীলা' ব্যাখ্যা করিতেন ইহা অতিরঞ্জিত কথা ; ইহা কেবল স্বামীজীকে নিন্দা করিবার একটী ছুতা মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম বা নাস্তিক, যে যাহা বলে বলুক, কিন্তু হিন্দু হইয়া যে ব্যক্তি 'রাসলীলা'কে লম্পটলীলা মনে করে, এবং রাসলীলা-ব্যাখ্যাকে যে দোষনীয় মনে করে, সে ব্যক্তি হিন্দু নহে, অন্ততঃ তাহার হৃদয় হিন্দুভাবে গঠিত নহে ; এবং সে নিশ্চয়ই শাস্ত্রজ্ঞানহীন। 'রাসলীলা' কামিজনের বুঝিবার জিনিষ নহে, উহা নিষ্কাম যোগীদিগের আত্মরতিরূপ গুহ্যলীলা। মহানুভব শ্রীধরস্বামী সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলার ব্যাখ্যায় নিজ লিখিত টীকাতে লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মাদি-জয়সংরূঢ়-দর্পকন্দর্পদর্পহা।
জয়তি শ্রীপতি র্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥

ব্রহ্মাদিকে জয় করিয়া যে কন্দর্প অতি দর্পিত, তাহারই দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ভগবানের রাসলীলা। তুমি আমি দুর্বুদ্ধি দোষে ভগবানের অধ্যাত্ম যোগলীলাকে লম্পটলীলা মনে করিয়া অধোগামী হইতেছি। রাসলীলার ফল শ্রুতিতেও শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনু শৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে ব্রজবধূবর্গের সহিত ভগবানের এই ক্রীড়ার কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণ বা বর্ণনা করেন, সেই ধীর ভক্ত পুরুষ ভগবানে পরাভক্তি লাভ করেন এবং হৃদ্রোগ রূপ কামকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন।

অনভিজ্ঞতা বশতঃ যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ রাসলীলার প্রতি অযথা মলিন কুসংস্কার রাখিয়া থাকে, যদি স্বামীজী এই কুসংস্কার সংশোধন করিয়া রাসলীলার স্বরূপ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা পূর্ব্বক তাহাদিগের মনোমালিন্য দূর করিয়া থাকেন, তবে কি বড় মন্দ কার্য্য করিয়াছেন? হায়, হায়! নিন্দা করিতে হইবে বলিয়া কি উত্তর-পূর্ব্ব জ্ঞানও ভুলিয়া যাইতে হইবে?

(গ) মার কৃপায়, সদ্‌গুরুর আশীর্ব্বাদে এবং সাধনার বলে তাঁহার মধ্যে অনেক অলৌকিক শক্তির বিকাশ হইয়াছিল; অনেক লোকে তাঁহার এই দিব্য শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনেক সময় আমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধুর শরণাপন্ন হই। সাধুরা নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও স্বভাবতঃ আর্ত্তের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন। স্বামীজীও অনেকবার নানা প্রক্রিয়ায় শক্তি-সঞ্চালন দ্বারা বা আশীর্ব্বাদ দ্বারা কত নর-নারীর উৎকট পীড়া শান্তি করিয়াছেন। এই কথার উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ অশ্লীলতা ও রসিকতাপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তি করিয়া থাকেন। মা অন্নপূর্ণার কৃপায় ও সদ্‌গুরুর আশীর্ব্বাদে স্বামীজী যে তাঁহার সাধন-শক্তিবলে কত কত দুরারোগ্য ব্যাধি এইরূপ আরোগ্য করিয়াছেন, তাহা অনেক দেশের অনেক ব্যক্তি বিশেষ রূপে বিদিত আছেন, এবং আমরাও অবগত আছি। কিন্তু প্রকাশ করিতে তাঁহার বিশেষ নিষেধ আছে বলিয়াই অনেকে তাহা প্রকাশ করিতে সাহস করেন না, এবং সেইজন্য আমরাও প্রকাশ করিতে পারিলাম না। অন্যের দেহের নানাবিধ ব্যাধি শান্তির জন্য নিজ পবিত্র শক্তি সঞ্চালন করিয়া তাঁহার শরীর শেষে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল; সেইজন্য শেষ জীবনে তিনি এ কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন। বহু সাধু পুরুষই পরহিতব্রতে পর দুঃখে দুঃখী হইয়া এরূপ করেন, তাহা ধর্ম্ম-বিশ্বাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। তথাপি এ বিষয় লইয়া আলোচনা কেবল পরনিন্দা-বৃত্তির তৃপ্তি সাধন হেতু ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইউরোপ ও আমেরিকা হইলে আজ সংবাদ পত্রের স্তম্ভরাশি তাঁহার এই অদ্ভুত শক্তির বিজয়-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইত।

(ঘ) কেহ কেহ আবার স্বামীজীকে রাজদ্রোহী বলিয়া সাব্যস্ত করিবার বৃথা চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের উদ্যম দেখিলে হাস্য সংবরণ করা কঠিন। যাঁহার অমৃতময়ী বাণী ও ধর্ম্মার্থ যুক্তিপূর্ণ উপদেশরাশি শ্রবণ করিয়া হৃদয় নির্ম্মল হয়, বিলাসীর তমোময় চিত্তে শান্তির জ্যোৎস্নার উদয় হয়, সমস্ত বিতণ্ডাবাদ মিটিয়া যায়, তিনি রাজদ্রোহী? এ কথা বলিলে জিহ্বা কলঙ্কিত হয়। কিছু কাল পূর্ব্বে যিনি বঙ্গদেশীয় কতকগুলি কলেজের ও স্কুলের ছাত্রগণ কুশিক্ষা দোষে মধ্যে মধ্যে পুলিশের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ও সাধারণের শান্তিভঙ্গে উদ্যত ও স্বধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক পরধর্ম্ম গ্রহণে লালায়িত হইয়াছে দেখিয়া বহুস্থানে বালকদিগের নীতি-শিক্ষার জন্য "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" সমূহের ব্যবস্থা করেন, সেবার রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ক্রীন সাহেব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তথাকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের মহতী সভায় যিনি নীতিপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিলে, তাঁহার প্রত্যেক কথার বহুমূল্যতা ঘোষণা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং যাঁহাকে ভারতবন্ধু বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, তিনি রাজদ্রোহী—একথা পাগলে ভিন্ন আর কে বলিবে? তাই বলিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের মনস্তুষ্টি করিতে গিয়া স্বধর্ম্মের ও স্বদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, একথা তাঁহার শত্রুরাও কখন বলিতে পারিবে না। যাহা স্বধর্ম্মের অনুকূল, যাহা স্বদেশের কল্যাণকর, তাহার জন্য তিনি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাকে সর্ব্বত্র সঞ্চালিত করিয়াছেন। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বা শাস্ত্র ও সদাচারের বিরুদ্ধে যে কেহ কখন মস্তক উত্তোলন করিয়াছে, তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপূর্ব্ব বাগ্মিতায় তখন নিরন্তর গৈরিকস্রাব নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহার স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা কহিয়া কেহ কখনও তাঁহার জ্বালাময় প্রতিবাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। কিন্তু তিনি বৃথা উত্তেজনার দ্বারা শান্তিভঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন না। এক স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিতে পাইলে তাঁহার বক্তৃতার অনল উদ্গীরণ হইত, কিন্তু তিনি বালকদিগকে ও ছাত্রদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য ছাড়িয়া বাহ্যিক বা সামাজিক বিষয়ে উত্তেজিত হইয়া যা তা করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি বঙ্গীয় লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের শৈল-নিবাস দার্জ্জিলিংএ গিয়া একবার কয়েক দিন ধরিয়া বক্তৃতা করেন; তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক তথাকার উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বামীজী গবর্ণর জেনারেলের গ্রীষ্মাবাস শিমলা শৈলে গিয়া কয়েক দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া সমস্ত রাজকর্ম্মচারীরা অতুল আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহার কলিকাতা টাউন হলের বক্তৃতা কালে অনারেবল স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি দেশের উচ্চ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মহাত্মগণ প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে শান্তিগুণের ও প্রেমভাবের জন্য অগণ্য ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলা নিতান্ত ধৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার পরিচায়ক। কয়েক বর্ষ হইল ক্যাপ্টেন্ হিয়ার্সে সাহেব এটর্নী হইয়া যখন বাজীরাও পেশোয়ার প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণাজীর মন্দির হইতে হৃত সম্পত্তির পুনঃ প্রাপ্তির জন্য বিলাতে আপীল করিতে প্রবৃত্ত হন এবং কাশীতে গঙ্গাতটে মহতী সভার আহ্বান করেন, স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির ভয়ে যখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই এতৎকার্য্যের সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইলেন না, তখন শ্রীমৎ স্বামীজীই প্রথমে অগ্রসর হইলেন এবং তদনন্তর অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহাতে যোগদান করিলেন। পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম্যাজিষ্ট্রেটকে স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে এই রিপোর্ট দিয়াছিলেন—"ইঁহার মুখে যাহা শুনিলাম তাহা যদি লিখিত হইত, তবে আমরা স্নানান্তে তাহা নিত্য পাঠ করিতাম। তাঁহার উপদেশানুসারে লোকে চলিলে গবর্ণমেণ্টের এত পুলিশ প্রহরীর প্রয়োজন হইত না, তাঁহার বাক্য শান্তিরসের উদ্দীপক।" হায়! না জানি তাহার প্রাণ কি কঠোর, যিনি শান্তিপ্রিয় স্বামীজীকে রাজদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর ন্যায় শান্তিগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির উপদেশ রাশি যত পরিমাণে সমাজে সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইবে, ততই সমাজ নিরুপদ্রব ও শান্তিপূর্ণ হইবে।

(ঙ) সন্ন্যাসাশ্রমোচিত তাঁহার "স্বামী" উপাধি লইয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছে ও তাঁহাকে অনেক গালাগালি দিয়াছে। সন্ন্যাসী তো উপাধি-বর্জ্জিত; সুতরাং এ উপাধিতে তাঁহার অভিমান কি? তখন বাঙ্গালীদের মধ্যে সন্ন্যাসী খুবই কম দেখা যাইত; তাই বাঙ্গালীদের মধ্যে স্বামীজীকে সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসোচিত গুরুদত্ত উপাধি লইতে দেখিয়া অনেকেরই নিকট ইহা একটি তীব্র সমালোচনার বিষয় হইল। সন্ন্যাসে তাঁহার অধিকার আছে কিনা এই কথা লইয়া তখন বিষম তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। অবশ্য শেষটা শাস্ত্র-বিচারে সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তিনি অশাস্ত্রীয় কার্য্য করেন নাই। কিন্তু ইহা লইয়া কত ক্ষুদ্রচেতা লোকে স্বামীজীকে কত কুবাক্য বলিল, কত অযথা গালিবর্ষণ করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। শাস্ত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই, এ সকলের মূল কারণ। বাঙ্গালীরা গঙ্গা-সাগর পথের যাত্রী অনেক সন্ন্যাসীর দলকেই দেখিয়াছে, এবং তাঁহাদের যথেষ্ট সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়াছে; কিন্তু সেই সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে কাহার কি জাতি, তাহা কেহ কখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন করিয়া জানিবার ইচ্ছা করে নাই, যদিও সেরূপ প্রশ্ন করা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। তবে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিত, সন্ন্যাসীদের মধ্যে দ্বিজাতি ভিন্ন শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতির লোকও বর্ত্তমান আছে। তীব্র বৈরাগ্য ও সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইলে কলিকালে তন্ত্রমতে সকল জাতিরই সন্ন্যাসে অধিকার আছে। সন্ন্যাসীর জাতি জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার কাহারও নাই। সৎ সন্ন্যাসী কখনই জাতির পরিচয় দিবেন না এবং শাস্ত্রজ্ঞ গৃহস্থও তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় জানিতে উৎসুক হইবেন না। স্বামীজী বাঙ্গালী, বাঙ্গলা দেশে বহুলোকের নিকট সুপরিচিত; তাই, তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণে লোকের এত আপত্তি এবং এজন্য তাঁহাকে অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে এবং বহু সমালোচনার ও অজস্র গালাগালির শিলাবর্ষণ তাঁহার মস্তকের উপর হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয় স্বামীজী সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে জাতি নির্ব্বিশেষে সন্ন্যাস-গ্রহণের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আজ কাল হাটে, ঘাটে ও মাঠে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী সন্ন্যাসী গৈরিক বসন পরিধান করিয়া স্বামী উপাধি ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছেন। এখন আর কেহ তাঁহাদের জাতির কথা তোলেন না। উপযুক্ত লোক হইলে যে কোন জাতিই হউক, তাঁহাকে সম্মান করিতে বাঙ্গালীরা এখন আর দ্বিধা বোধ করেন না।

স্বামীজী এজন্য বহুপ্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি কখনও তাহাতে অধীরতা প্রকাশ করেন নাই, তিনি তাঁহার স্বভাবগত শান্ত-হৃদয়ে এ সকল উপদ্রব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। "স্বামী" উপাধি লাভ করাতে তাঁহার অভিমান হওয়া দূরে থাক্, তিনি সর্ব্বদা আপনাকে কত সামান্য ভাবে দেখিতেন, তাঁহার রচিত নিম্নোক্ত হিন্দী কবিতাটী পাঠ করিলেই পাঠক তাহার কিছু পরিচয় পাইবেন। লোকে তাঁহাকে স্বামী বলিলেও "তৃণাদপি সুনীচেন" হওয়াই যাঁহার শিক্ষার আদর্শ, তিনি আপনাকে কি বলিতেন সহৃদয় পাঠক একবার তাহা শুনিয়া লউন :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"করযোড় খাড়ে শ্রীকৃষ্ণানন্দ্
সদ্‌গুরু চরণ্‌কে পাস্।
স্বামী স্বামী কেঁও ফুকারো
দেখো মঁয় হুঁ দাস্॥" (শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী)

সদ্‌গুরু চরণ তলে, কৃষ্ণানন্দ করযোড়ে,
দাঁড়াইয়া অবনত সুপ্রসন্ন মুখে,
বলিতেছেন বারে বারে, কেন "স্বামী" কহ মোরে,
দেখ আমি ভৃত্য যে গো প্রভুর সম্মুখে॥

একদিন একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যোগাশ্রমে আসিয়া স্বামীজীকে বলিলেন, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীরা আপনার নিন্দা লিখিয়া পুস্তক ছাপাইয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতেছে, আপনিও তো সুকবি ও সুলেখক, আপনিও কেন তাহাদের নামে ঐরূপ করিয়া পুস্তক ছাপাইয়া প্রচার করেন না? ইহাতে স্বামীজী উত্তর করিয়াছিলেন যে, অন্যকে গালি দিয়া পুস্তক লিখিবার আমার অবকাশ নাই; লিখিবার ভাল ভাল কত কথা পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাই লিখিয়া উঠিতে পারি না, গালাগালি লিখিব কখন ও কেন? গালাগালি দিবার জন্য যাঁহারা জগতে আসিয়াছেন, তাঁহারা গালাগালি দিন্; ভারতের সেবা করিবার জন্য ও ভগবদ্ গুণ গাহিবার জন্য মা আমাকে মানব দেহ দিয়াছেন, আমি যেন তাহাই করিতে পারি; কৃপা করিয়া আপনারা তাহাই বলুন। ইহা শুনিয়া বৃদ্ধটী বলিলেন, "আপনার ন্যায় মহাত্মার মুখে এইরূপ কথাই শোভা পায় সত্য; এমন না হইলে ভগবান্ আপনাকে বড় করিবেন কেন?"

অবশ্যই বুদ্ধিমান মাত্রেই জানেন যে, যাহাকে গালি দেওয়া হয় তাহাতে তাহার তত পরিচয় পাওয়া যাক্ বা না যাক্, যাহারা গালাগালি দেয় তাহাদের মলিন মনেরই পরিচয় বেশী করিয়া পাওয়া যায়। যদি তুমি কাহারও গায়ে কাঁদা দিতে যাও, তবে তাহার গায়ে কাঁদা লাগার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বেই তোমার হস্ত কর্দ্দমলিপ্ত হইবে। সেইরূপ যাহাকে গালাগালি দেওয়া হয়, তাহাতে তাহার ক্ষতি হওয়ার পূর্ব্বেই তোমার মন ও বচন যে অপবিত্র হইবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই পরনিন্দা নিষিদ্ধ।

স্বামীজীকে যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন যে, লোকে আপনাকে এত গালাগালি দেয়, আপনি কিছু বলেন না কেন? তদুত্তরে তিনি বলিতেন—"আমি আমার প্রার্থিত বস্তু পাইতেছি, তাহাতে আমার অসন্তোষের কারণ কিছুই থাকিতে পারে না।" আমিই তো সদ্‌গুরুর চরণে বহু পূর্ব্বে জানাইয়াছিলাম—

"গুরোগো! সেদিন আমার কবে হবে?
উপজিবে প্রেম, যাবে জগদ্ ভ্রম,
অহংমম তমঃ উপশম রবে।
অভিমানের ভস্ম অঙ্গেতে মাখিব,
নিজ নিন্দারজে গড়াগড়ি দিব,
তব কৃপাবায়ু হিল্লোলে ভাসিব,
ভোগরোগ গোলযোগ মিটে যাবে॥" (পরিব্রাজকের সঙ্গীত)

স্বামীজী বলিতেন দয়াল গুরু দয়া করিয়া তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। যাঁহারা প্রীতিসহ তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহারা তো তাঁহার প্রতি সন্তুষ্টই হইয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার মতকে বিরুদ্ধ মত বলিয়া মনে করেন, অথবা যাঁহারা তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করিলে বিরক্ত হন, তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উপায় তাঁহার হাতে নাই। সুতরাং তাঁহার নিন্দা করিয়া এবং তাঁহাকে গালাগালি দিয়া, যদি তাঁরা সন্তোষলাভ করেন, তিনি তাহা তাঁহার নিজের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন; যে ব্যক্তি সকলের সন্তোষের কারণ হয়, তার মত ভাগ্যবান্ কে আছে? তিনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন—"আপনারা কিছুই বলিবেন না, দেখুন শীঘ্রই আমি গালাগালির বাজারটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একচেটে করিয়া লইতেছি। আমি বিজ্ঞাপন দিতেছি কেহ আর অন্য কাহাকেও গালি দিও না, যাহার কাছে যত গালাগালি আছে, সব আমাকে দিও। গালাগালির কবচ ধারণ করিলে ভূতের ভয় * থাকে না।" স্বামীজী আরও বলিতেন—"লোকে আমাকে দয়া করিয়া যতরূপ নিন্দা করে, তদপেক্ষা নিন্দার বিষয় আরও অনেক আমাতে আছে, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই।"

স্বামীজীকে লক্ষ্য করিয়া হিংসুকগণ যে কতপ্রকার কুবচন ব্যবহার করিত, তাহা লিখিতে গেলে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিতে হয়, লেখনী কলঙ্কিত হয়, তাই আর অধিক লিখিলাম না। আমরা একজন নিন্দাকারীর প্রতি স্বামীজীকে সহাস্যমুখে মধুর ভাষায় বলিতে শুনিয়াছিলাম, তাহাই বলিয়া উপসংহার করিতেছি ঃ—

"দদত দদত গালিং গালিমন্তো ভবন্তঃ
বয়মিহ তদভাবাদ্ গালি দানেঽসমর্থাঃ।
জগতি বিদিতমেতৎ দীয়তে বিদ্যমানম্
নহি শশকবিষাণৈ ভিদ্যতে ক্বাপি কশ্চিৎ॥"

তোমাদিগের অনেক গালি আছে; তোমরা গালি দেও, আমাদিগের গালি নাই, আমরা কোথা হইতে গালি দিব? জগতে ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাহার যাহা থাকে সে তাহাই দান করে; শশকের শৃঙ্গ নাই, সুতরাং তাহার দ্বারা কেহ কখন আঘাত প্রাপ্ত হয় না।

স্বামীজী নিজ নিন্দাবাদ শুনিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিতা ৮মা যোগেশ্বরী অন্নপূর্ণার চরণে যে সঙ্গীত নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা এই ঃ—

---

* পঞ্চভূতস্পর্শে দেহের উৎপত্তি. দেহ হইলেই জন্ম-মরণের ভয় হইয়া থাকে। স্তুতিনিন্দায় যাঁহার সমান ভাব তাঁহার এই ভূতের ভয় বিদূরিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(বল মাধাই মধুর স্বরে--এই গানের সুর)

ওমা, তাই তোরে ভালবাসি।

আমায় দীন দেখে দেখাও ডেকে সোণার কাশী॥

১। ওমা, আমারে আমার বলিতে রাখিস্‌নিকো মা মাসী

(ও তুই মা থাকিতে আবার কে মা)।

ক'রে কৃপার ভাগী, গৃহত্যাগী করিলি মা সন্ন্যাসী (আমায়)॥

২। মনের ময়লা মাটী পুড়িয়ে খাঁটী করিতে এলোকেশী!

(ও গো মা বিনা কার এত দয়া)।

আমায়, নিন্দুকের বন্দুকের আগে, রেখেছিস্ দিবানিশি (ও তুই)॥

৩। আমায় কেউ বলে ভণ্ড পাষণ্ড কেউ বলে অবিশ্বাসী

(কপট লম্পট শঠ কেউ বলে মা)।

আবার কেউ বলে বা চোর জুয়াচোর গালি দেয় রাশি রাশি

(ও তোর এমন কৃপা)॥

৪। মনের মান প্রতিষ্ঠা শূকর বিষ্ঠা নিন্দাজলে যায় ভাসি

(আমার আনন্দের আর সীমা নাই মা)।

ঘুচলো, ভালমন্দ বিষম দ্বন্দ্ব প্রেমানন্দ বিলাসী (মন)॥

৫। আমার নিন্দা গেয়ে সুখী হ'য়ে থাকে যদি দেশবাসী

(ও মা সে আমার সৌভাগ্য বটে)।

তারা বিনামূল্যে কৃপা ক'রে আমার তরে হয় খুসী

(নিন্দা করে তারা)॥

৬। পরিব্রাজক বলে নিন্দা এ নয়, শ্রীপদ পুষ্পরাশি

(মার কৃপাদৃষ্টি নৈলে কি হয়)॥

নিন্দাফুলের মালা সেই পরে, যে ঐ পদ অভিলাষী

(মা তোর)॥ (পরিব্রাজকের সঙ্গীত)

ইং ১৮৯০ সনের ৩রা মে তারিখে (বাং ১২৯৮ শালের বৈশাখ মাসে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ইণ্ডিয়ান মিরর" সংবাদপত্রে বিপক্ষ দলের নিয়োজিত জনৈক ব্যক্তি "পতিত ব্রাহ্মণ" নাম স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, "পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী উপদেষ্টা বা জ্ঞানদাতা গুরু হইতে পারেন না; কেননা ব্রাহ্মণ ব্যতীত এতৎপদে অন্য জাতির অধিকার নাই; এবং বর্ণাশ্রমিগণের জাতীয় বৃত্তি ত্যাগ অত্যন্ত দোষাবহ।" ইহার উত্তরে ১৭ই মে তারিখে (বাং ১২৯৮ শালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে) উক্ত পত্রে যে প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধা কি? লেখকের লিপি-নৈপুণ্যে বোধ হয়, তিনি যে, তাঁহার নিজের কথায় বলিতে গেলে—কেবল শাস্ত্রেই অনভিজ্ঞ, তাহা নহে, বর্ত্তমান সময়ের তুমুল ধর্ম্মান্দোলনে স্বপক্ষ বিপক্ষের বাদ প্রতিবাদে যে সকল পত্র প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

"পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী কার্য্যক্ষেত্রে এখন আর একজন নূতন লোক নহেন। বঙ্গ হইতে বোম্বাই প্রদেশ পর্য্যন্ত ইংরাজী, বাঙ্গলা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে শাস্ত্রানুযায়ী তাঁহার সন্ন্যাসে অধিকার বিষয়ক যুক্তিতর্ক সম্বলিত পঞ্জায়মান সুদীর্ঘ প্রবন্ধরাশি প্রকাশিত হইয়াছে এবং এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ সহিত মীমাংসাও অনেক পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ, বিচক্ষণ, অপক্ষপাতী পণ্ডিতমণ্ডলীর তো ভ্রম হইবার কথাই নয়, এমন কি আধুনিক শিক্ষিত সমাজও এখন বেশ বুঝিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈদ্যকুলোজ্জ্বলকারী, মহাত্মা স্বামীজীর সন্ন্যাসে পূর্ণ অধিকার আছে, এবং তিনি কার্য্যতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশের কিছুমাত্রও অবৈধাচরণ করেন নাই। যিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য জীবন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি শাস্ত্র-মর্য্যাদা কি করিয়া রক্ষা করিতে হয় তাহা বেশই জানেন। বিশেষতঃ তিনি সিদ্ধাবধূত গুরুর কৃপা পাওয়ায় পূর্ব্বে ও পরে কখনও শাস্ত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন কেহ বলিতে পারিবেন কি? পত্র প্রেরকের যদি এ সকল বিষয় জানা না থাকে, তবে সে জন্য স্বামীজী দোষী হইতে পারেন না। এরূপ দুঃসাহসে ভর করিয়া বিদ্যালয়ের বালকোচিত যুক্তিহীন কয়েকটা পদবিন্যাস না করিয়া লেখক মহাশয়ের বিষয়টী পূর্ব্বেই বিশেষরূপে অবধারণ করা উচিত ছিল। আমি অনায়াসেই বলিতে পারি যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী ব্রাহ্মণদিগের কোন অধিকারেই হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং দেশের চিরপ্রচলিত প্রথার বিপরীত কোন কার্য্যও তিনি করেন নাই।

"বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য এই দুই জাতিই শাস্ত্র-শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং ইহাও সর্ব্বজনবিদিত যে, ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা বিদ্যাবান্ বৈদ্য মহাশয়-দিগের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা এবং ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রে উপদেশ লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং অধ্যাপনায় বৈদ্যদিগের চিরন্তন অধিকার। কলির ধন্বন্তরি মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় মনুস্মৃতির টীকা করিয়া গিয়াছেন; তিনি একজন বড় নৈয়ায়িক ছিলেন; তিনি অনেক শাস্ত্রের টীকা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরকের টীকা অক্ষয় কীর্ত্তি স্বরূপ। ন্যায়াদি বহু শাস্ত্রে বিশেষ দখল না থাকিলে ওরূপ টীকা করা চলে না। তাঁহারই ছাত্র কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহাশয় অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক ছিলেন, ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার ব্রাহ্মণ ছাত্র আছেন। পঞ্জাব, রাজপুতানা, যুক্তপ্রদেশে এখনও তাঁহার অনেক ছাত্র বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা সকলেই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ও বেদজ্ঞ। শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীও বৈদ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র ও দেশাচার অনুমোদিত প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন। যাহারা বঙ্গদেশের বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছেন, অথবা গোস্বামী বংশীয়দিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড ও দক্ষিণখণ্ডবাসী. যশোহরের বোধখানা নিবাসী, নদীয়া জেলার ভাজনঘাট ও মাটিয়ারীবাসী এবং মুর্শিদাবাদ জেলার গোয়াম গ্রামের বৈদ্য গোস্বামিগণকে বঙ্গের গোস্বামী মহাশয়েরা অদ্যাপি উচ্চ মর্য্যাদা দিয়া থাকেন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্য গোস্বামিগণ আকুমার বৈরাগ্যবান্ নরহরি সরকার ঠাকুরের সন্তান। এই মহাত্মাকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব স্বয়ং দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং এই সকল বৈদ্য গোস্বামী মহাশয়েরাও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। অদ্যাপি ব্রাহ্মণ গোস্বামিগণ তাঁহাদিগের পুত্রদিগকে পাঠ সমাপ্তির জন্য শ্রীখণ্ডের সরকার ঠাকুর মহাশয়দিগের টোলে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন এবং শ্রীখণ্ডের বৈদ্য গোস্বামী দিগের পাক বা পরিবেশন করা অন্ন আহার করিতেও তাঁহারা কোন বাধা মনে করেন না। জাতি নির্ব্বিশেষে বৈষ্ণব মাত্রেরই পাঠ্য "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থের প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ও বৈদ্য ছিলেন; কিন্তু এমন কোন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আছেন কি, যিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে গিয়া কবিরাজ গোস্বামীর কুঞ্জে তাঁহার সমাধির নিকট অবনত-মস্তক না হইবেন? এই সকল গোস্বামিগণ গৃহস্থ হইলেও তাঁহাদিগের সাধুতা ও পবিত্রতার জন্য সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদিগকে মর্য্যাদা দিয়া থাকেন। আপনার পত্রপ্রেরক মহাশয় এমন কোন ব্রাহ্মণ গোস্বামীর নাম করিতে পারেন কি, যিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা আমার এই সকল উক্তি বিতথ করিতে পারেন? সম্পাদক মহাশয়গণ! এক্ষণে আমার এই বক্তব্য যে, সন্ন্যাসীর পদ (মর্য্যাদা) গৃহস্থ গোস্বামিগণের অপেক্ষা আরও উচ্চতর। সন্ন্যাসী পূর্ব্বে যে জাতিই থাকুন না কেন, তিনি সর্ব্বজাতির শিরোমণি; এবং শাস্ত্রও জাতিনির্ব্বিশেষে গৃহস্থ মাত্রকেই সন্ন্যাসীর পদানত হইতে আদেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রে আছে দেবতা ও সন্ন্যাসী দেখিয়া যে গৃহস্থ তাঁহাকে প্রণাম না করিবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার অধোগতি হইবে। বঙ্গদেশের নব্য স্মৃতিকার রঘুনন্দনও শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া একথা বলিতে বা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ৮ম উল্লাসের শেষ ভাগে শ্রীসদাশিবের উক্তিও তাহাই। সুতরাং "পতিত ব্রাহ্মণ" লেখক মহাশয় এখন দেখুন যে, দেশাচার ও শাস্ত্র উভয়ই একবাক্যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সন্ন্যাসীকেই অধিক উচ্চ মর্য্যাদা দিয়াছেন। এই জন্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তির যেমন ধর্ম্মতঃ দোষ নাই, সেইরূপ সন্ন্যাসী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীকে মর্য্যাদা দান করাও কোনরূপেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে। লেখক মহাশয়ের আরও জানা উচিত ছিল যে, জাতীয় ব্যবসায়াদি গৃহস্থেরই জন্য বিহিত, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য নহে। তাই বলিতেছি, আপনার "পতিত ব্রাহ্মণ" মহাশয় বৃথা বিতণ্ডা করিয়া আপনাকে উচ্চ মনে করিলেও, শাস্ত্র তাঁহাকে সে পদ দিতে স্বীকৃত নহেন। শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে স্বামীজীর সমান ত নয়ই, বরং তদপেক্ষা অনেক নিম্নের আসনই দেওয়া হইবে।

আপনার পত্র-লেখকের ন্যায় অজ্ঞ লোকসকল নিজ নিজ অজ্ঞতার অবশেষ করিবার জন্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের শিক্ষায় সময়াতিপাত না করিয়া ঈর্ষ্যা-পরবশ হইয়া স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধির বহির্ভূত বিষয়ের আলোচনায় অপরেরও সময় নষ্ট করেন, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।"

"পতিত ব্রাহ্মণে"র পত্রের প্রতিবাদে "ইণ্ডিয়ান মিরারে" আরও একজন বিচক্ষণ লেখক লিখিয়াছেন—"স্বজাতীয় বৃত্তি-ত্যাগীর মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা যত অধিক এত অন্যবর্ণে দৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণগণ অগ্রে নিজ গৃহ সংস্কারের আদর্শস্থল হইলে ভারতের বিশেষ কল্যাণ হইবে।"

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর সন্ন্যাস-গ্রহণ লইয়া যেরূপ হুলস্থূল ব্যাপার দেশে চলিয়াছিল, এখন তাহা যেন এক স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মত মনে হয়, স্মরণ করিতেও এখন হাসি পায়।

বাঙ্গলা দেশ ঠিক সন্ন্যাসের দেশ নহে, বাঙ্গালীর অস্থি-মজ্জার মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসের যে কঠোরতা তাহা সহ্য করিবার যেন সামর্থ্যের অভাব আছে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা দেশের ছেলেরা বিবাহ করিবে, উপার্জ্জন করিবে, স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার খেলা করিয়া বেড়াইবে, বিলাসিতার চূড়ান্ত করিবে, পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণে আপনাকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিবে, ইহাই যেন তাহারা তাহাদের চরম উন্নতি বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছে—ইহাই যেন তাহাদের ধাতুগত প্রকৃতি। তাই এ দেশে কেহ সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতে চাহিলে অতি সাবধানী আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা যেন এক সঙ্গে এই সংকল্পের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং কোন প্রকারে এ সংকল্প ত্যাগ করাইতে পারিলে তাঁহাদের ধাতে যেন প্রাণ আসে। এইরূপ আবহাওয়া যে দেশের, সেখানে সন্ন্যাস-গ্রহণ কিরূপ অসাধ্য ব্যাপার তাহা সকলেরই অনুমেয়। তাই সন্ন্যাসীর সংখ্যা কখনও এদেশে মাত্রা ছাপাইয়া দেশবাসীর ভীতি উৎপাদন করে নাই। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও ইহার অধিকার-অনধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্রমর্ম্ম কেহই প্রায় অবগত নহেন, জানিবার প্রয়োজনও কেহ মনে করেন না। আমাদের দেশের শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতবর্গেরও এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে জানিতে পারিতেন না তাহা নহে; কিন্তু এ বিষয়ের প্রতি আমাদের দেশের তেমন আকর্ষণ নাই। কেন এরূপ হয় ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় ইহা জল-বায়ুর গুণেই বলিতে হইবে। বর্ত্তমানে ধর্ম্মভীরু কোন কোন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতকেও পশ্চিমদেশীয় স্মৃতিগ্রন্থ "নির্ণয়সিন্ধু" প্রভৃতির আলোচনা করিতেও দেখা যায়। তাহার একমাত্র কারণ রঘুনন্দনের স্মৃতিতে যাহা ধৃত বা আলোচিত হয় নাই, তাহা পশ্চিমদেশীয় স্মৃতি-শাস্ত্রে পাওয়া যায়, যথা—"সন্ন্যাসধর্ম্ম-নির্ণয়" "সন্ন্যাস গ্রহণ পদ্ধতি" ও "যতির আচরণীয় ধর্ম্ম"। তাই কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থস্থানে বাঙ্গালীরা সন্ন্যাস-গ্রহণ কালে "নির্ণয়সিন্ধু" প্রভৃতি স্মৃতি-গ্রন্থের পদ্ধতি অনুসারে আত্ম-শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শিখা-সূত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহা দ্বারাই পাঠকগণ সহজে বুঝিতে সক্ষম হইবেন যে, দেশের শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। তত্রত্য অশাস্ত্রজ্ঞ আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, মসি-ব্যবসায়ী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি প্রকারে অভিজ্ঞ হইবে? আর সাধারণ গৃহস্থগণই বা পবিত্র সন্ন্যাস-ধর্ম্মের মর্ম্ম কি জানিবে? এমতাবস্থায় "পতিত ব্রাহ্মণ" মহাশয়ের উক্তিতে আমরা বিস্মিত না হইয়া দুঃখিত হইয়াছি, তাঁহার পক্ষে ইহা অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া। তীব্র বৈরাগ্যবান কঠোর সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গদেবকেও নাটকে ও যাত্রায় কোঁচা-কাছা-আঁটা একটী ফিটফাট বাবু সাজাইয়া তবে আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকি। আবার বর্ত্তমান যুগে নব্য সন্ন্যাসীদের মধ্যেও অনেক বাবু-সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়। বংশদণ্ডের পরিবর্ত্তে মূল্যবান ছড়ি, কাষ্ঠ পাদুকা স্থলে সৌখিন বাবুর মত বুট জুতা, দর্জ্জিকে ফরমাইজ দিয়া সৌখিন জামা, ইত্যাদি পাশ্চাত্য পাদরীদের ন্যায় বেশভূষায় সজ্জিত কাষায়-বস্ত্রধারী সাধুর সংখ্যাও ক্রমে বাড়িতেছে। ইহারা সৌখিন গৃহস্থের ন্যায় ভোগী, সাধুর মর্য্যাদা গ্রহণ জন্য কাষায়-বস্ত্রধারী মুণ্ডিত-মস্তক সন্ন্যাসী। ইহাকে যুগ-মাহাত্ম্য ভিন্ন আর কি বলা চলে? ইহাই বাঙ্গালীদের সন্ন্যাসের আদর্শ। পরিব্রাজক মহাশয় দেশের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া এদেশের লোককে সন্ন্যাস-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য "সন্ন্যাসী" নামক একখানি অভিনব গ্রন্থ প্রচার করিলেন, যাহা পাঠ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়েরা ভাবিলেন "সন্ন্যাসী" গ্রন্থে যে সব বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা আলোচিত হইয়াছে তাহাই যদি মানিয়া নিতে হয় তবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও গুপ্তভাবে শিখা সূত্রধারী বহূদক সন্ন্যাসী পরিব্রাজককেও উচ্চ মর্য্যাদা দিতে হয়. ইহা দেখিয়া তাৎকালিক কোন কোন ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতাও পরিব্রাজকের সন্ন্যাস-ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে নানা প্রকার সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। যদিও পরিব্রাজক মহাশয় শ্রুতি, স্মৃতি, ধর্ম্মশাস্ত্রের অকাট্য যুক্তি সহ "সন্ন্যাসী" গ্রন্থে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রকৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

. Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথ্য ব্যাখ্যা দ্বারা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিলেন। আবার ঐ গ্রন্থের প্রকাশক হইলেন গজার একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রীযুক্ত দয়ালনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। উহার প্রথম সংস্করণ ১৮১০ শকাব্দার প্রথমে বৈশাখ মাসে প্রচারিত হয়। এহেন দেশে স্বামীজী জন্মগ্রহণ করিয়া, আবার সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তিনি একজন অদ্বিতীয় বক্তা, সুতরাং তাঁহার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সন্ন্যাস-তত্ত্ব আমাদের বিশেষ জানা নাই; লোকে যখন তাঁহাকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিল, "স্বামী" উপাধি ধারণ করিতে শুনিল, তখন আমাদের জনকতক লোকের টনক নড়িয়া উঠিল। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ধারণা ছিল ব্রাহ্মণেরাই দণ্ডগ্রহণ করে, সন্ন্যাসগ্রহণ করে, এক-জন প্রতিভা-সম্পন্ন বৈদ্য যুবক সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশের কল্যাণের জন্য যথাশাস্ত্র সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন, তখন ভালমন্দ উভয় প্রকারের লোকই এ বিষয়টাকে একটু বিসদৃশ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। পণ্ডিত, অপণ্ডিত সকলেই মনে করিতে লাগিলেন, বুঝি "স্বামী" উপাধি ধারণ করিয়া পরিব্রাজক মহাশয় একটা মস্ত ভুল করিয়া ফেলিলেন। কথা উঠিল সন্ন্যাসের অধিকার লইয়া। যদি তাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্র খুলিয়া দেখিতেন তাহা হইলেও তাহাদের মনের সন্দেহ মিটিয়া যাইত। অথচ বর্ত্তমান যুগে কি গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী অধিকাংশ লোকেই তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত। বিরুদ্ধ বাদীদের এ ভুল হইল কেন? শাস্ত্রালোচনার অভাব ও শাস্ত্রে অনাস্থাই ইহার কারণ। অথবা ভারতের বিভিন্ন স্থানে যদি তাঁহাদের যাতায়াত থাকিত, তাহা হইলেও তাঁহারা জানিতে পারিতেন, এই শত শত বিভিন্ন সন্ন্যাসী-মণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশ সন্ন্যাসীই ব্রাহ্মণ নহেন। অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসীরও ব্রাহ্মণ শরীর নহে। শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সন্ন্যাসী ছাড়াও বহু প্রকারের সন্ন্যাসীদের পথ আছে এবং সেই সকল সন্ন্যাস সঙ্গীদের মধ্যে জাতির বিচার বড় একটা নাই বলিলেও হয়। শ্রীমৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সন্ন্যাসীদের মধ্যেও তিন চারিটী দলছাড়া আর কোথাও জাতির বিচার আছে বলিয়া পরিদৃষ্ট হয় না। রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, দাদু, গরীবদাস প্রভৃতি সন্ন্যাসীদলের এক একজন প্রবর্ত্তক ; ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ নহেন ; বরং অত্যন্ত নীচ কুলজাত এবং তাঁহাদের দলস্থ সন্ন্যাসীদের তো কথাই নাই ; এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ না হইলেও ইঁহাদের অনুগত শিষ্যদের মধ্যে বেদজ্ঞ মহারাষ্ট্রী, কনৌজী (কান্যকুব্জ) বহু ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন, তাহা ভুলিলে চলিবে না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূজ্যপাদ গুরুদেব ঈশ্বরপুরীও বৈদ্য ছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী ছিলেন।

হায় শ্রীকৃষ্ণানন্দ! এ জন্য তুমি কতই উৎপীড়িত হইয়াছ! এ জন্য তোমাকে ও তোমার শিষ্যবর্গকে কতই না গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে, কত শাস্ত্র-বিচারই করিতে হইয়াছে। তুমি বাঙ্গালীর মধ্যে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া নিজে কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিয়াছ বটে, কিন্তু তুমি এই পবিত্র আশ্রম অবলম্বন সম্বন্ধে যে পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিয়াছ, অন্ততঃ তাহা স্মরণ করিয়াও লোকে তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। বেশীদিনের কথা নহে, তোমার সন্ন্যাস-গ্রহণের অল্প কয়েক বৎসর পরেই কায়স্থের ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া বিবেকানন্দ স্বামী প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সন্ন্যাস-গ্রহণ লইয়া কোন কথা কাটাকাটি বা সামাজিক উৎপীড়ন কিছুই হয় নাই। কারণ ইহার মধ্যে যুগ বদলাইয়া গেল, দেশের হাওয়া পরিবর্ত্তিত হইল। যাঁহারা গোল বাঁধাইতেন এরূপ পুরাতন-পন্থীদের অনেকেই আপনাদের ভ্রান্তি বুঝিয়া নির্ব্বাক্ থাকিলেন। বিরুদ্ধবাদীদের বল কমিয়া গেল। যে সন্ন্যাস ও স্বামী উপাধি গ্রহণের জন্য পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দকে কত না দুঃখ-সঙ্কট শিরে বহন করিতে হইয়াছিল, তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের অল্পকাল পরেই বিবেকানন্দ প্রভৃতি নবীন সন্ন্যাসীর দলকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ নিজ অভিনব পথানুমোদিত সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াও কোন উৎপীড়ন বা সমাজের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হয় নাই। অথচ যিনি সন্ন্যাসী, শাস্ত্রবেত্তা, সদ্বক্তা ও বৈদ্য কুলে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণদিগের উচ্চাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং সদ্ধর্ম্ম-স্থাপনের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত কাশীতে বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যাঁহার হিতপরায়ণতা ও অলুব্ধতা গুণে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মাত্মা দাতৃগণ তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন, যিনি অশেষ গুণে ভক্তজন কর্ত্তৃক সেবিত এবং গুরুদত্ত পবিত্র নামে সুপরিচিত, তাঁহাকে কেবল নিন্দিত খলস্বভাবগণই নিন্দা করিয়া নিজ জিহ্বাকে কলুষিত করিয়া থাকেন, এবং তজ্জন্য সজ্জনগণ সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়াছেন। এই বিষয়ে "জাতিতত্ত্ব-নির্ণয় মহোদধি" নামক গ্রন্থমধ্যে ভগবতীর স্তুতিতে অযোধ্যাপতির গৃহ-চিকিৎসক বিক্রমপুর-নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র সেন কবিরঞ্জন মহোদয় কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত শ্লোক কয়েকটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে :—

"সন্ন্যাসী স্মৃতি-বেদ-তন্ত্র বিধিবিৎ, স্বামী কুমার ব্রতী,
সদ্‌বক্তা ভিষগন্বয়োদ্ভব ইতঃ, কৃষ্ণপ্রসন্নঃ শ্রিয়া।
ধর্ম্মধ্রুক্ খললম্পটা অতিশঠা, স্তদ্ধর্ম্ম কর্ম্মাক্ষমা,
স্তং নিন্দন্তি বিদোষমম্! তদিমে, ত্বদ্দণ্ডনীয়া ন কিম্ ॥১॥
বিপ্রা বেদবিশারদা নয়বিদো, যং বেদ-বিদ্যালয়ে,
কর্ত্তারং কৃতবন্তঈশ্বর সমাঃ, কাশ্যাং ন চান্যস্থলে।
কৃষ্ণানন্দ ইতীড়িতস্ত গুরুণা, সন্ন্যাসধর্ম্মাশ্রয়ে,
তৎকুৎসা সুর সেবিতে! নহি সতাং, সহ্যা হৃদোদাহকৃৎ ॥২॥
যঃ শ্রেয়ঃ শ্রিয়মাতনোচ্ছ্রমশমৈ, র্যো বেদ-বিদ্যালয়
স্থায়িত্বে সুর যাচিতাশ্রুত গিরা, দাত্রীপ্সিতং ভিক্ষতে।
নির্লোভং হিততৎপরং কৃতিগণো, দত্তে চ বিজ্ঞায় যং
তন্নিন্দামরবন্দিতে ন মহতাং শ্রাব্যা, বিনা নিন্দিতৈঃ ॥৩॥
বিদ্যাভিস্তপসা চ বর্ণিত তমোঽহ, যং বেদ বিদ্যাখ্যয়া
পত্র্যাদৌচ "কুমার" "সেন" পুটিতঃ, কৃষ্ণপ্রসন্নঃ স্মৃতঃ।
"কৃষ্ণানন্দ" ইতো নয়ৈস্ত গুরুণা, সন্ন্যাসকালে ততঃ
সন্ন্যাসী কথিতোঽম্ শিষ্যনিবহৈঃ, স্বামী পরিব্রাজকঃ ॥৪॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম-প্রচার-ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় কতিপয় ঈর্ষ্যা-পরায়ণ লোকের কিরূপ গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং লোক চক্ষের নিকট তাঁহাকে কিরূপ লঘু করার চেষ্টা চলিতেছিল তাহার আভাস পাঠকগণ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। সংক্ষেপে তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল :—

খৃষ্টধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে যখন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষিত সমাজের নিকট একটী পৌত্তলিক ধর্ম্ম মাত্র বলিয়া গণ্য হইতেছিল, যখন হিন্দু-পুরুষগণ কৌলিক আচারপদ্ধতি ও সামাজিক রীতিনীতিকে কুসংস্কার মনে করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিলেন, সেই সময় কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। প্রথমতঃ তিনি মুঙ্গেরে থাকিয়া তথায় "আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" নামে একটী সভা স্থাপন করেন। ক্রমে কার্য্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কাশীতে আসিয়া উহার নাম হইল "ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা।" তিনি ঐ সভার সংস্থাপক ও কার্য্য-সম্পাদক রূপে বিভিন্ন প্রদেশে বহুল পরিমাণে ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে, তাঁহার প্রচার কার্য্যের সহায়তা জন্য, বৈতনিক ধর্ম্মাচার্য্য নিয়োগ আবশ্যক মনে করিয়া প্রথমতঃ শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বঙ্গদেশের জন্য ধর্ম্মাচার্য্য নিযুক্ত করেন। অতঃপর শ্রদ্ধেয় তর্কচূড়ামণি মহাশয় কি সূত্রে ও কি ভাবে "ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার" সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন, তাহা এতৎ পুস্তকের ৪২৫ পৃষ্ঠা হইতে ৪৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। চূড়ামণি মহাশয় স্বেচ্ছাক্রমে সভার ধর্ম্মাচার্য্যের পদ ত্যাগ করিলে পর তাঁহার স্থানে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় নিযুক্ত হন। তিনি তখন বঙ্গদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন।

"ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" হইতে পরিব্রাজক মহাশয়ের সম্পাদকতায় "ধর্ম্ম-প্রচারক" নামে একখানি মাসিক পত্র বাঙ্গালা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হইত। উহার একদিকে বাঙ্গলা ও অন্য দিকে হিন্দী থাকিত। কাজেই ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ঐ পত্রিকার প্রচার ছিল। পরিব্রাজক মহাশয়ের লিখিত ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী ও ভক্ত-চরিতাবলী এবং তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা ও উপদেশের সারমর্ম্ম ধারাবাহিক রূপে উহাতে প্রকাশিত হইত। তদ্ভিন্ন স্বধর্ম্মানুরাগী সুধীবর্গের এবং শাস্ত্রজ্ঞ বহু পণ্ডিতের গবেষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ ঐ পত্রিকার অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিত। তর্কচূড়ামণি মহাশয় পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিয়া তাঁহার শিষ্য ও "ধর্ম্ম-প্রচারকের" জনৈক কর্ম্মচারী ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে "ধর্ম্ম-প্রচারকের" আফিস হইতে উঠাইয়া লইয়া তাঁহারই সম্পাদকত্বে "বেদব্যাস" নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। ভূধর বাবুর আত্মীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও "ধর্ম্ম-প্রচারকের" জনৈক লেখক ছিলেন। "বেদব্যাস" বাহির করার কয়েক বৎসর পরে তাঁহাকেও "ধর্ম্ম-প্রচারকের" সংস্রব ছাড়াইয়া "বেদব্যাসের" লেখক নিযুক্ত করেন। পাঁচকড়ি বাবুর লেখনী পরনিন্দা প্রচারে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। "ধর্ম্ম-প্রচারকের" দলাদলী উপলক্ষে "বেদব্যাসের" বহু পৃষ্ঠায় পাঁচকড়ি বাবুর উক্ত প্রতিভা পরিব্রাজক মহাশয়ের নিন্দা প্রচারে অপব্যয়িত হইতে লাগিল। ভূধর বাবু ও পাঁচকড়ি বাবু উভয়ই পরিব্রাজক মহাশয় হইতে উপকৃত হইয়া থাকিলেও, পাঁচকড়ি বাবু তাঁহার সে উপকার কাল ও সঙ্গ মাহাত্ম্যে অতি সহজেই ভুলিয়া গেলেন, এবং "বেদব্যাস" পত্রিকায় ক্রমে ক্রমে পরিব্রাজকের মিথ্যা নিন্দা ও কুৎসা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অন্য পক্ষে ভূধর বাবুর বিবেক তত সুনির্ম্মল না থাকায় তিনি নেপথ্যে থাকিয়া তাঁহার নূতন বন্ধু পাঁচকড়ি বাবুকে দিয়া লেখাইয়া নিজ অন্তরের গুপ্ত ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সাধারণের কাছে যেন তিনি ও বিষয়ের কিছুই জানেন না এরূপ বক-ধার্ম্মিকের অভিনয় করিতে লাগিলেন, অথচ ভিতরে ভিতরে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধু পাঁচকড়ি বাবুকে উৎসাহিত করিয়া বাহিরে এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন যেন স্বামীজীর প্রতি এরূপ দোষারোপ ঠিক হইতেছে না—এরূপ বিষকুম্ভ-পয়োমুখের ভাব দেখাইতে লাগিলেন। "বেদব্যাসের" এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া সজ্জনবর্গ যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

পাঁচকড়ি বাবু "বেদব্যাসকে" "ধর্ম্ম-প্রচারকের" উদ্দেশ্য হইতে স্খলিত করিয়া তাহা পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। "পরিব্রাজক ধর্ম্মের কিছু জানে না, শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার নাই, ধর্ম্মান্দোলন তাহার একটী হুজুগ মাত্র। সে জাতিতে বৈদ্য, আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারে ব্রাহ্মণের অধিকার, পরিব্রাজকের পক্ষে উহা অনধিকার চর্চ্চা। তাহার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শাস্ত্র-সম্মত নহে। সে বৈদ্য হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, বৈদ্য হইয়া ব্রাহ্মণকে পদধূলি দিতেছে, এমন লোকের নিকট হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করাও পাপ"—ইত্যাদি বহু কথার অবতারণা করিয়া নানা প্রকারে পরিব্রাজক মহাশয়কে লোক চক্ষে খর্ব্ব করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ভূধর বাবু আপনার হৃদয়-ভাবকে গোপন করিয়া কয়েকবার পাঁচকড়ি বাবুর প্রবন্ধের সমালোচনাও বাহির করিলেন। তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে কাহারও বাকী থাকিল না। ইহা পাঁচকড়ি বাবুর লেখার উপর যেন ফোড়নের কার্য্য করিতে লাগিল। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ভূধর বাবু ও ভূধর বাবুর পরম বন্ধু পাঁচকড়ি বাবুর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে একটু নমুনা নিম্নে "বেদব্যাস" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতেই পাঠকবর্গ তাঁহাদের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, মনের গরল—সকলই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাঙ্গলা ১৩০২ সনের "বেদব্যাস" পত্রিকার ১০ম ভাগ ১ম স্তবকে (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়) প্রথমতঃ "ধর্ম্ম আন্দোলন না হুজুগ্" এই নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রতি নানা প্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভদ্রোচিত ইঙ্গিত করেন। তৎপর আবার ঐ পত্রিকার ১০ম ভাগের ৪র্থ ও ৫ম স্তবকে (কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায়) "বাঙ্গলায় ধর্ম্ম প্রচার" নাম দিয়া আর একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পূর্ব্ববৎ 'খেউর' গাহিতে আরম্ভ করেন। * যদিও "বেদব্যাস" পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা অতি সামান্য ছিল, তথাপি যে মুষ্টিমেয় লোক উহা পাঠ করিতেন তাঁহারা "বেদব্যাস" পত্রিকার রুচি ও প্রকৃতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

যে পরিব্রাজক সেই সময় ভারতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা, যাঁহাকে বঙ্গদেশবাসী দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পট পর্য্যন্ত পূজা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ হীন উক্তি "বেদব্যাসে" প্রকাশ করিয়া "বেদব্যাসের" দল খুব কাষ্ঠহাসি হাসিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দেশের কল্যাণকামী সুধীবর্গ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ সজ্জন মাত্রেই উহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া এই সময় হঠাৎ ভূধর বাবুর সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রখর হইয়া উঠিল। তিনি পাঁচকড়ি বাবুর সৌজন্যহীন অশিষ্ট প্রবন্ধগুলি "বেদব্যাসে" প্রকাশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কৈফিয়ৎ সম্পাদকীয় টিপ্পনীরূপে ব্যক্ত করিলেন :—

"বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলন সম্বন্ধে শ্রীমান্ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত এক প্রবন্ধ বর্ত্তমান বর্ষের (১৩০২ সনের) প্রথমেই "বেদব্যাসে"

---

* ১৩০৩ সনের ১১শ ভাগ 'বেদব্যাসের' ১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যায় (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে) "আমার কৈফিয়ৎ" নামধেয় প্রবন্ধে পাঁচকড়ি বাবু 'বেদব্যাসের' 'খেউর' পালার পরিসমাপ্তি করেন। ১৩০৪ সনে পুনরায় তিনি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার কর্ণধার রূপে পরিব্রাজক মহাশয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্র-মূলক মোকদ্দমার সময় আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। পরিব্রাজক মহাশয়কে যে কোন প্রকারে জব্দ করিবার জন্য 'বেদব্যাসের' দল তাঁহার পিছনে কিরূপ লাগিয়াছিলেন, তাহা সজ্জন পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন। এ ষড়যন্ত্রের মূল কে তাহাও ভাবিবার বিষয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিত হয়। তাহাতে আমাদের চিরসুহৃদ্ ও বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের আদি প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়কে বিশেষ রূপে কটাক্ষ করা হয়। "বেদব্যাসে" এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় "ধর্ম্ম-প্রচারক" আমাদিগকে দূষিয়াছেন। কিন্তু আমরা সম্পাদকীয় ভদ্রতা ও ন্যায়-পরায়ণতার বশবর্ত্তী হইয়াই পূর্ব্বপ্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধও প্রকাশ করিলাম। বেদব্যাসের জন্মাবধি পাঁচকড়ি বাবু একজন নিয়মিত লেখক। তদ্ব্যতীত তিনি বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের একজন প্রধান উদ্যোগী। সুতরাং তিনি হয়তঃ তাঁহার মনের ভাব, বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের বিষময় পরিণাম দেখিয়া মনের আবেগে সরল বিশ্বাসের সহিত তাঁহার এই প্রবন্ধদ্বয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝিতে বাধ্য। তবে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে আক্রমণ করিয়াছেন তাহা কখনই সুরুচির পরিচায়ক নহে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাহার বিচার করা প্রথমবারে আমাদেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, তৃতীয় পক্ষীয় লোক দ্বারা প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক বোধে আমরা প্রথমবারে কোন কথা বলি নাই। ভিতরে ভিতরে যে বহ্নি জ্বলিতেছে তাহা নির্ব্বাণ করিবার জন্য এই গণ্ডগোলের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক বোধে প্রতিবাদের অপেক্ষায় ছিলাম। কারণ আমরা শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে অন্তরের সহিতই ভালবাসি, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলে আমাদের হৃদয়ে প্রবল আঘাত লাগে। শ্রীকৃষ্ণ বাবু বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের যে আদি প্রবর্ত্তক তাহা অবিসম্বাদিত সত্য। সমস্ত হিন্দুসমাজ তাঁহার নিকট ঋণী, এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত ভাবে আমরাও তাঁহার নিকট ঋণে আবদ্ধ, পাঁচকড়ি বাবু আবার বিশেষ রূপে। এমন কি এক সময় পাঁচকড়ি বাবু শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ছায়াবৎ ছিলেন, সুতরাং পাঁচকড়ি বাবুর, যদি প্রকৃতই কোন দোষ শ্রীকৃষ্ণ বাবু দেখিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত যেরূপ তাঁহার সম্বন্ধ তাহাতে, বন্ধুভাবে—আত্মীয়ভাবে তাঁহাকে বলাই তাঁহার কর্ত্তব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল। আমরা স্বীকার করি যে, ধর্ম্মবক্তাগণ সাধারণ চক্ষে যত নিষ্কলঙ্ক থাকিবেন, ততই তাঁহাদের দ্বারা সমাজের অধিক পরিমাণ মঙ্গল হইবে। সুতরাং সাধারণ ভাবে তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্যের সমালোচনা হওয়াও বাঞ্ছনীয়। আমরা সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এবং সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যে দৃষ্টি রাখিয়া উল্লিখিত প্রবন্ধদ্বয় প্রকাশে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা উপযুক্ত প্রতিবাদ দ্বারা সত্যাসত্য নিরাকৃত হউক, শ্রীকৃষ্ণ বাবু চির নিষ্কলঙ্ক থাকুন। তবে ইহাও বলি যে পাঁচকড়ি বাবু কর্ত্তৃক আরোপিত দোষাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ বাবু যদি সহস্র গুণ ভীষণ দোষেও দূষিত হন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বাবু হিন্দু সমাজকে যে ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা চকিতের ন্যায়ও একবার স্মরণ করিলে তাঁহার সমস্ত দোষ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আলিঙ্গন ও সমাদর করা কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর গুণের দিকে যখন আমরা লক্ষ্য করি, বাস্তবিক আমরা আত্মহারা হইয়া যাই। তাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইতে বাসনা হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বৈদ্য হন, আর চণ্ডালই হন সে দিকে দৃষ্টি যায় না। অতএব যাঁহারা নিজের বা সমাজের মঙ্গল কামনা করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন দোষ-দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক অন্যের গুণই দেখিয়া আপনার ও জগতের মঙ্গল সাধন করেন। দোষদর্শীর নিকট স্বয়ং ভগবান্‌ও এড়াইতে পারেন না। আমরা পাঁচকড়ি বাবুর এরূপ কেবল দোষ দর্শন প্রকৃতির কখনই অনুমোদন করিতে পারি না। তিনি যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে সাধারণের সম্মুখে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা কখনই শিষ্টানুমোদিত নহে। আমরা সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাঁচকড়ি বাবুর প্রবন্ধ পত্রস্থ করিতে বাধ্য হইলাম বলিয়া আমরা নিতান্তই মর্ম্মাহত হইলাম। আমরা ইহার প্রতিবাদ পাইলেও সাদরে পত্রস্থ করিব। জগদম্বা সকলের সুবুদ্ধি প্রদান করুন ইহাই আমাদের একমাত্র বাসনা।—বেদব্যাস সম্পাদক।”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বেদব্যাস' সম্পাদক এরূপ লিখিলেও বরাহনগর হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি রায় মহাশয় যে প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা কিন্তু প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল। 'বেদব্যাসের' প্রতিবাদস্তম্ভে "বেদব্যাসের-কৈফিয়ত" নামক প্রতিবাদটীর জন্য স্থান হয় নাই। পাঁচকড়ি রায় মহাশয় অন্য একটী মাসিক পত্রিকায় ঐ প্রতিবাদটী প্রকাশ জন্য পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ পত্রিকার সম্পাদককে তিনি লিখিয়াছিলেন—"শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়! 'বেদব্যাস' গালাগালি ছাপাইতে পারেন, কিন্তু তাহার প্রতিবাদ প্রকাশে নারাজ, তাই আপনার পত্রিকায় অগত্যা স্থান প্রার্থনা।" ১৩০৩ সনের শ্রাবণ মাসে ঐ প্রতিবাদটী বাহির হয়। সুতরাং 'বেদব্যাস' সম্পাদক ভূধর বাবুর লেখায় ও কার্য্যে মিল নাই, পাঠকগণ সহজেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন।

উপরোক্ত টিপ্পনী পাঠেই সজ্জনগণ বুঝিতে পারিবেন—'বেদব্যাসের' রুচি কোন্ দিকে। বিধর্ম্মের কবল হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করাই সেই সময় ধর্ম্মান্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। 'বেদব্যাস' সম্পাদক সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া পরিব্রাজকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া ধর্ম্মান্দোলনের কতদূর যে অনিষ্ট করিয়াছিলেন সজ্জনগণ বিশেষ ক্ষোভের সহিতই তাহা পরে অনুভব করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই যখন চারিদিক হইতে ধর্ম্মান্দোলন নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া উঠিল তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে 'বেদব্যাসের' ধর্ম্মোৎসাহও নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

'বেদব্যাস' সম্পাদক স্বীকার করেন—"শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের আদি প্রবর্ত্তক। সমস্ত হিন্দু-সমাজ তাঁহার নিকট ঋণী। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত ভাবে তিনি এবং পাঁচকড়ি বাবুও ঋণী, পাঁচকড়ি বাবু আবার বিশেষভাবে।" পাঁচকড়ি বাবুর লেখার ভাষা যে ভদ্রোচিত নহে, তাহার কটাক্ষ যে অত্যন্ত হীন, তাহাও তিনি স্বীকার করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে সজ্জন-নিন্দনীয় এই কদর্য্য (Nasty) প্রবন্ধ তিনি কেন তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণ পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন? কেবল "সম্পাদকীয় ভদ্রতা ও ন্যায় পরায়ণতার বশবর্ত্তী হইয়া!!" "পাঁচকড়ি বাবু হয়তঃ ধর্ম্মান্দোলনের বিষময় পরিণাম দেখিয়া মনের আবেগে সরল বিশ্বাসে এই প্রবন্ধদ্বয় প্রকাশ করিয়াছেন!!!" 'বেদব্যাস' সম্পাদক বিশ্ব-প্রেমিক ভারত-হিতৈষী পরিব্রাজকের যথেষ্ট প্রশংসাও করিয়াছেন কিন্তু তন্মধ্যে তাঁহার বক-ধর্ম্মও প্রকাশ পাইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে মনের গরল উদ্গীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। একস্থলে লিখিয়াছেন—"পাঁচকড়ি বাবু কর্ত্তৃক আরোপিত দোষাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ বাবু (পরিব্রাজক বলিতেও গলায় বাঁধে!) যদি শত সহস্র গুণ ভীষণ দোষেও দূষিত হন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বাবু হিন্দু-সমাজকে যে ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন ***তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আলিঙ্গন ও সমাদর করা কর্ত্তব্য।" বোধ হয় পাঁচকড়ি বাবুর 'খেউরে' সম্পাদক পরিতৃপ্ত হন নাই—আরও একটু বেশী তীব্র 'খেউর' হইলে ভাল হইত। আবার লিখিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ বাবুর গুণের কথা ভাবিলে তাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইতে বাসনা হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বৈদ্য হন আর চণ্ডালই হন সেদিকে দৃষ্টি যায় না।" এইখানে 'বেদব্যাস' সম্পাদকের মুখস একেবারে খুলিয়া গিয়াছে। তাঁহার 'বৈদ্য-বিদ্বেষ' অতি নগ্নভাবে এই স্থলে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্যই হন আর চণ্ডালই হন"—অর্থাৎ যদিও শ্রীকৃষ্ণ হীনবংশে জন্মিয়াছেন তথাপি ***। এতক্ষণ পরিব্রাজক মহাশয়কে একটু একটু প্রসংশা করিয়া, তাহার মধ্যে মধ্যে আবার বিষ ঢালিয়া যে সম্পাকদীয় ন্যায়পরায়ণতা দেখাইতেছিলেন, এই স্থানে তাহার সম্পূর্ণ মনোভাব স্পষ্ট ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর "জাতি" নাই। শূদ্রও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সেও ব্রাহ্মণের প্রণম্য হয়। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। বঙ্গদেশ সেই সময় অশাস্ত্রীয় দেশাচার ও কুসংস্কার প্রভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মজগতে এতদূর অধঃপতিত হইয়াছিল যে, শাস্ত্রজ্ঞ ও অশাস্ত্রজ্ঞ সকলেই সেই প্রভাবে প্রকৃত ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কাল্পনিক দেশাচারের উপাসক হইয়াছিলেন। তখন স্বয়ং মনু বা বেদব্যাস আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিলেও তাঁহাদের মনঃপূত হইত না। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রচারকসঙ্ঘ যে শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না, তাহা নহে; তাঁহারা হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার বশবর্ত্তী হইয়া পরিব্রাজক মহাশয়ের সম্বন্ধে ঐ সকল কুৎসা রটাইয়া দেশের অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রতি বিরূপ করার উদ্দেশ্যে ঐরূপ হীনচেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রচারকসঙ্ঘ এই সময় ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে তত অধ্যবসায়ী ছিলেন না, যত পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয় হিংসুকগণের কুটিল কটাক্ষের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তিনি যাহা জীবনের ব্রত বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন, দেশে বিদেশে ও ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র সেই ধর্ম্ম প্রচারেই মত্ত ছিলেন। তিনি তিতিক্ষু সন্ন্যাসী। 'বেদব্যাসের' প্রবন্ধ ও সমালোচনার প্রতি উপেক্ষার হাসি হাসিতেন। তাঁহার ভক্ত মণ্ডলীকেও উহার কোন প্রকার প্রতিবাদ করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ সজ্জনগণ পরিব্রাজক মহাশয়ের সৎকার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশের একদল হিংসুক লোক ও কাশীবাসী কতকগুলি লঘুচেতা বাঙ্গালী—তাহাদের ঐরূপ ঘৃণ্য প্রচেষ্টায়ও পরিব্রাজক মহাশয়ের সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য ও তাচ্ছল্য দর্শন করিয়া—মনে মনে জ্বলিতে আরম্ভ করিল, এবং পরিব্রাজক মহাশয়কে কি ভাবে জব্দ করিবে তজ্জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল।

বিদ্বেষ-বিকৃত-হৃদয় লোকের রসনা নানা রচনায় (মুখে, পুস্তকে ও সংবাদ পত্রে) পরিব্রাজক মহাশয়ের যথেচ্ছ নিন্দা ঘোষণা করিত; এরূপ নিন্দার কারণ যে বিদ্বেষ-বুদ্ধি ও পরশ্রীকাতরতা তাহাতে বিন্দু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্রও সন্দেহ নাই। ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে সরল বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি। এই বিদ্বেষের মূল কি এবং নিন্দাবাদের গূঢ়রহস্য কি তাহাও আমাদের জ্ঞান-বিশ্বাসমতে সংক্ষেপে নিম্নে সমালোচনা করিতেছি ঃ—

১ম—ভ্রষ্টাচারবর্গের মতের অসারত্ব প্রতিপাদন ও খণ্ডন করিয়া সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে স্বামীজীর তেজস্বিনী বক্তৃতায় ঐ সকল সমাজের ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হওয়ায় এবং তাঁহাদের নবপ্রচারিত ধর্ম্মের ক্ষতি হওয়ায় তাঁহারা স্বামীজীর উপর খড়্গহস্ত হইয়া অযথা নিন্দাবাদের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন।

২য়—সাধারণ ভাবে একজন ব্যক্তি বিষয় কার্য্য করিতে করিতে নিজ গুণে ধর্ম্মরাজ্যে হিন্দুসমাজে অতিশয় প্রতিপত্তি ও অভ্যুদয় লাভ করিল দেখিয়া, তাঁহাকে অসাধারণ ধীশক্তি ও বক্তৃতা শক্তির প্রভাবে যশস্বী হইতে অবলোকন করিয়া, আত্মাভিমানী কতকগুলি ক্ষুদ্র-হৃদয় লোকের চক্ষু টাটাইয়া উঠিল। সদ্‌গুরুর কৃপায়—মহাপুরুষের কৃপায় ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার মান প্রতিষ্ঠা হইতেছে দেখিয়া তাঁহাদের হৃদ্‌শূল উপস্থিত হইল। তাহারা ইহা বুঝিতে পারিল না যে সিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপা ও শুভাশীর্ব্বাদে শ্রীকৃষ্ণানন্দের এত প্রভাব। বিশ্ব-প্রেমিক পরিব্রাজক তাঁহার সমসাময়িক সহযোগী প্রচারকদের ন্যায় শুধু বঙ্গদেশেই ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই, তাঁহার সুমধুর প্রাণোন্মাদকারিণী হিন্দী বক্তৃতায় ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই সনাতন ধর্ম্মের অপার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছিল, তাঁহার বক্তৃতায় কেবল বঙ্গদেশই ধন্য হইয়াছিল তাহা নহে, বঙ্গেতর মজঃফরপুর, মিরাট, কাশী, প্রয়াগ, গয়া, ছাপরা, গাজিপুর, লাহোর, দিল্লী, শিমলা, দার্জ্জিলিং, জলন্ধর, রাউলপিণ্ডী, বেরিলী, কানপুর, পেশোয়ার, রামনগর প্রভৃতি ভারতের দূর দূরবর্ত্তী স্থান সমূহের সভা সমিতি কর্ত্তৃক বহুবার তিনি সাদরে আহূত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যান দ্বারা তত্তদ্দেশীয় শুশ্রূষুবর্গের হৃদয়ে জাগরণের ভাব আনয়ন করিয়াছিলেন এবং বহু স্থানের সজ্জনগণের সংশয়রাশি ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। পরিব্রাজকের সমগ্র ভারতব্যাপী এই প্রতিষ্ঠা অবলোকন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীবর্গের গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল। কি করিয়া তাঁহার এই যশ ও গৌরবের হানি করা যায় তজ্জন্য তাঁহারা নিয়ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাই তাঁহারা পরিব্রাজকের মিথ্যাপবাদ ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে আপনাদের সমতল বা অধস্তন ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার জন্য স্বতঃ পরতঃ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

৩য়—যাঁহারা বহুদিন হইতে শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া জনসমাজে অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, লোকে তাঁহাদের দিকে না চাহিয়া, ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য —সাধন ও যোগতত্ত্ব বুঝিবার জন্য, ভগবৎ প্রেমের গূঢ় রহস্য শ্রবণ জন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তি সিদ্ধাবধূত-শিষ্য ভক্ত-সাধক পরিব্রাজকের কাছে ছুটিয়া যায়, তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট মস্তক নত করে, ইহাও প্রতিদ্বন্দ্বীবর্গের প্রাণে অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার যে সর্ব্ববর্ণকে ধর্ম্মোপদেশ দানে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, এ কথা তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন। পরিব্রাজকের এইরূপ প্রভাব দেখিয়া আত্মগ্লানি-দূষিত কতিপয় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও ঈর্ষ্যাবশে তাঁহার যশে কলঙ্কারোপ করিতে লাগিলেন।

৪র্থ—তৎকালে বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতসমাজ সন্ন্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। সেই দেশে একজন বৈদ্য যুবক সিদ্ধ-মহাপুরুষের কৃপা লাভ করিয়া স্বীয় সাধনা ও প্রতিভা বলে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের বহু প্রমাণ ও যুক্তি সহ সন্ন্যাস-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া "সন্ন্যাসী" নামক একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচার করিলেন, এবং নিজে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া গুরুদত্ত "শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী" নামে আখ্যাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেন *। তিনি সমাজের গণ্ডী ছাড়াইয়া ভক্তিমদ্‌বর্গ কর্ত্তৃক পূজিত

* আমরা পরিব্রাজক মহাশয়ের সন্ন্যাস-গ্রহণ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, এখানে সেই সম্বন্ধে পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ আরও কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। ১২৭৬ সনে (১৭৯১ শকে) অগ্রহায়ণ মাসে মুঙ্গের কষ্ট-হারিণী ঘাটে সিদ্ধাবধূত বাবা দয়ালদাস স্বামী যখন কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করেন তখনই তাঁহাকে এক প্রকার সন্ন্যাস দেওয়া হইয়াছিল। পরিব্রাজকেরও সেই সময় হইতে সন্ন্যাস-জীবনের সূত্রপাত হয়। সন্ন্যাসিগণ কুটীচক, বহূদক, হংস, পরমহংস, তুরীয়াতীত ও অবধূত—এই ছয় ভাগে বিভক্ত ; যথা সন্ন্যাসোপনিষদে—"সন্ন্যাসঃ ষড়্‌বিধো ভবতি কুটীচক বহূদক হংস পরমহংস তুরীয়াতীতাবধূতা শ্চেতি।" ২৩॥ এবং সন্ন্যাসিগণ নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চতম স্তরে উন্নীত হইয়া থাকেন। পরিব্রাজকের প্রথম দীক্ষায় তাঁহাকে বহূদক সন্ন্যাসীর পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া হইয়াছিল, তদবধি তিনি জনসমাজে "কুমার পারিব্রাজক" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। যদি সেই সময় হইতে তাঁহাকে সন্ন্যাস দেওয়া না হইত তাহা হইলে তিনি "পরিব্রাজক" এই শাস্ত্রীয় উপাধি গ্রহণ করিতে পারিতেন না। "পারিব্রাজক" কথাটী সন্ন্যাসীর পর্য্যায়বাচক অর্থাৎ সমানার্থ-বোধক শব্দ (শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য)। আজকাল কোন কোন লেখক 'পর্য্যটক' মাত্রকেই (তিনি আবধৌতিক দীক্ষায় সংস্কৃত ও ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতযুক্ত না হইলেও) যে "পরিব্রাজক" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, ইহা নিতান্ত অনুচিত, কেননা বিশেষার্থ-বোধক শাস্ত্রীয় শব্দকে নূতন বা কল্পিত অর্থে প্রয়োগ করা শাস্ত্র ও ন্যায় বিরুদ্ধ।

স্বামীজী প্রথম হইতেই সন্ন্যস্ত ভাবে দীক্ষিত, সেই জন্য তখনও তিনি গৃহত্যাগ না করিলেও তিনি আহার ব্যবহারে সন্ন্যাসোচিত মর্য্যাদাই পালন করিতেন। ইহার ২১ বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৯৭ সনে (১৮১২ শকে) চৈত্র মাসে হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভ যোগে পরিব্রাজক গুরু দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার গুরুদেব বাবা দয়ালদাস তাঁহার সমস্ত শিষ্যমণ্ডলী সমক্ষে তাঁহাকে "শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী" নাম প্রদান করেন। তখন হইতে তিনি গুরুদত্ত সন্ন্যাস নামেই আখ্যাত হইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ বহূদক পর্য্যায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া তখন পর্য্যন্ত শিখা-সূত্র পরিত্যাগ করেন নাই। সন্ন্যাস উপনিষদে ও নারদ পরিব্রাজক উপনিষদে কুটীচক ও বহূদক সন্ন্যাসীর লক্ষণ যথা ঃ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে লাগিলেন, সকলেই তাঁহাকে "নমো নারায়ণায়" বলিয়া অভিবাদন

"কুটীচকশিখাযজ্ঞোপবীতী দণ্ডকমণ্ডলুধরঃ কৌপীন-শাটী-কন্থাধরঃ পিতৃমাতৃ গুর্বারাধনপরঃ পিঠর খনিত্র শিক্যাদি মন্ত্র-সাধনতৎপর একত্রান্নাদনপরঃ শ্বেতোর্দ্ধ পুণ্ড ধারী ত্রিদণ্ডঃ।২৪। বহূদকঃ শিখাদিকন্থাধরস্ত্রিপুণ্ড্রধারী কুটীচকবৎ সর্ব্বসমো মধুকর বৃত্ত্যাষ্টকবলাশী।২৫॥"

অর্থাৎ কুটীচক সন্ন্যাসী—শিখা ও যজ্ঞোপবীতধারী হইবেন। তাঁহাকে দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিতে হইবে। তাঁহার কৌপীন শাটী ও কন্থা থাকিবে। তিনি পিতা, মাতা ও গুরুর আরাধন-তৎপর হইবেন। তাঁহার পাক পাত্র, খন্তা, শিকা প্রভৃতি ভোজ্য প্রস্তুতের উপকরণ থাকিবে ও তিনি মন্ত্রসাধন-তৎপর হইবেন। তিনি বহুদিন একস্থানে থাকিয়া অন্ন ভক্ষণ করিতে পারিবেন। শ্বেতবর্ণের একটী তিলকধারী ও ত্রিদণ্ডী হইবেন। বহূদক সন্ন্যাসী—শিখা, কন্থা ও ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিবেন। অন্যান্য সকল বিষয়েই তিনি কুটীচকের সমান। কিন্তু বিশেষ এই যে মধুকর যেরূপ একটী পুষ্প হইতে অল্প মাত্রায় মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে, বহূদক সন্ন্যাসীও এক গৃহস্থের নিকট হইতে কেবল মাত্র অষ্টগ্রাস গ্রহণ করিবেন। বিষ্ণুস্মৃতিতেও লিখিত আছে—

* * * * পরিব্রাট্ ত্যক্ত বান্ধবঃ। ত্রিদণ্ডং কুণ্ডিকাঞ্চৈব ভিক্ষাধারং তথৈবচ ॥১৬
সূত্রং তথৈব গৃহ্ণীয়ান্নিত্যমেব বহূদকঃ। প্রাণায়ামেঽপ্যভিরতো গায়ত্রীং সততং জপেৎ ॥১৭
বিশ্বরূপং হৃদি ধ্যায়ন্নয়েৎ কালং জিতেন্দ্রিয়ঃ। ঈষৎকৃতকষায়স্থ লিঙ্গমাশ্রিত্য তিষ্ঠতঃ ॥১৮

অর্থাৎ যে সন্ন্যাসী বন্ধুবান্ধব, কুটুম্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ড, ভিক্ষাপাত্র ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, যিনি প্রাণায়াম অভ্যাসে তৎপর থাকিয়া গায়ত্রী জপ নিরত হয়েন, যিনি সংসারের একমাত্র পরম তত্ত্ব ভগবান্‌কে ধ্যান করেন, জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভগবদ্-ধ্যানে কালাতিপাত করিতে থাকেন এবং একখণ্ড গৈরিক বসন ধারণ করেন, তিনিই 'বহূদক' সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হয়েন।

বর্ত্তমান কালের সন্ন্যাসীদের মত তিনি একেবারেই শিখা-সূত্র ত্যাগ করিয়া মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে ক্রম-দীক্ষানুকূল শাস্ত্র সম্মত সন্ন্যাসের উচ্চ হইতে উচ্চতর দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ইহারও ৩ বৎসর পরে ১৩০০ সনে (১৮১৫ শকে) মাঘ মাসে তিনি প্রয়াগ কুম্ভ মেলায় উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাতে যথাশাস্ত্র শিখা-সূত্র ত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ণাবধূত বা পরমহংস হইলেন। ইহা নিয়াও বিরুদ্ধবাদিগণ খবরের কাগজে বহু বাদানুবাদ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, তিনিও "নারায়ণ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য পালন করেন; পশ্চিমদেশীয় বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, রাজন্যবর্গ এবং জনসাধারণ তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র যথাশাস্ত্র অভিবাদন করেন ও "স্বামীজী" "স্বামীজী" বলিয়া সম্বোধন করেন। বঙ্গদেশীয় রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর অনেক ব্রাহ্মণ সদ্‌গুরু বোধে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; প্রতিদ্বন্দ্বীবর্গের, আত্মাভিমানিগণের হৃদয়ে ইহা বজ্রশেলবৎ বোধ হইতে লাগিল। আবার কোন কোন ধর্ম্মসভায় খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও পরিব্রাজক ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার্থ—অর্থাৎ বক্তৃতা দিবার জন্য—আহূত হইলেও শ্রোতৃবর্গ প্রথম হইতেই সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণানন্দের সুললিত ও সুযুক্তিপূর্ণ ধর্ম্ম-ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত ও উৎকণ্ঠিত (বহু ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিয়াছে)—ইহা দেখিয়া শুনিয়া অনেকের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল, এমন কি কতিপয় সঙ্কীর্ণ-হৃদয় লোক তাহা সহ্যই করিতে পারিলেন না; প্রতিষ্ঠাভিমানী জীবের পক্ষে এরূপ হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং কিসে পরিব্রাজকের এই অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠার হানি হয়, কি করিয়া তাঁহাকে লোকসমক্ষে খর্ব্ব করা যায় তদ্রূপ উপায় অন্বেষণে তাঁহারা তৎপর হইতে লাগিলেন।

৫ম—অপর কারণ এই যে, স্বামীজী তান্ত্রিক ব্যভিচারের (প্রচলিত পঞ্চ-মকার সাধনের) বিরুদ্ধে অনেক সময় ইঙ্গিত করিতেন; তৎপ্রণীত "পঞ্চামৃত" নামক গ্রন্থেও এ বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি কখনই তন্ত্রের দোষ দিতেন না, তন্ত্র ও বেদকে তিনি সমান ভাবেই মান্য করিতেন, কিন্তু তিনি সাত্ত্বিকাচারের পক্ষপাতী ছিলেন। ইহাতেও কোন কোন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের নিকট তিনি বিষ-নয়নে পড়িয়াছিলেন। এই তান্ত্রিক সম্প্রদায়ও পরিব্রাজক মহাশয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ত্রুটী করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ষ্ঠ—পরিব্রাজক মহাশয় নিঃসম্বল সন্ন্যাসী হইয়া কাশীতে প্রকাশ্য রাস্তার উপর বিশাল 'বেদ-বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করিলেন; তাঁহার নির্ম্মিত 'যোগাশ্রমের' বিচিত্র শোভায় লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইল; নানা রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা মা যোগেশ্বরীর দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে বহু লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইল, স্মিতমুখী মাকে দেখিবার জন্য বহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল, বিদেশাগত বহু তীর্থযাত্রীও পাণ্ডাগণ সমভিব্যাহারে আসিতে লাগিলেন, এইরূপে ক্রমে ক্রমে 'যোগাশ্রম' কাশীর অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় সাধারণের দর্শনীয় দেবালয় মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল। এইরূপে পরিব্রাজকের প্রতিষ্ঠিত মাকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিলেন; সন্ন্যাসী পরিব্রাজকের কাছে সাধনের কথা, ভক্তির কথা শুনিবার জন্য নানা স্থান হইতে ভক্তগণ ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন, ইহা অনেকের পক্ষে অসহ্য হইল। এখন তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় লোক কিসে স্বামীজীর প্রতিপত্তির হ্রাস হয়, তাহারই জন্য পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন।

৭ম—আবার অনেকে স্বামীজীকে বহু অর্থের অধিকারী মনে করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের আশায় অনেক মতলব অন্বেষণ করিতে লাগিল। প্রকাশ্যে তাঁহার নিকট হইতে লোকে অর্থ চাহিতে লাগিল; স্বামীজী কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থহীন, নিজ নিজ সামর্থ্যের অতিরিক্ত দান কোথা হইতে করিবেন, লোকে কিন্তু তাহা বুঝিল না। ৺মায়ের শ্রীঅঙ্গের ও মন্দিরের শ্রীসৌষ্ঠব ও সাজ-সজ্জা দেখিয়াই লোকে তাঁহাকে প্রচুর ধনের অধিকারী মনে করে, কিন্তু ইহা যে তাঁহার নিজ দ্বারা হয় নাই, তাঁহার ভক্তেরা, শিষ্যেরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ৺মায়ের শ্রীঅঙ্গ নানা রত্নালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, এবং মায়ের শ্রীমন্দিরের সাজ-সজ্জাও ভক্তগণেরই কৃত; ইহা লোকলোচনের অন্তরালে হয় বলিয়া ভিতরের রহস্য তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন নাই, সেই সকল লোকেরা নির্ধন স্বামীজীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে অনেক কিছু পাইবার আশা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা যত চাহিলেন তত পাইলেন না ; এ জন্যও অনেকে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যথেচ্ছভাবে তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল, তাঁহার কুৎসা রটনা করিতে লাগিল।

৮ম—জগতে যখন যে কোন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অবিদ্যা-কলুষিত-চিত্ত লোকেরা তাঁহাদের কোন না কোন কুৎসা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহাতে ধর্ম্ম-প্রচারক ও সংস্কারকগণের শত্রুতা করিবার লোক ত পদে পদেই আছে। সুতরাং কোন অপরাধ না করিলেও, নির্ম্মল-চরিত্র হইলেও, জগাই-মাধাই-প্রকৃতির লোকের হাতে স্বামীজীকেও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে।

শুদ্ধ-চরিত্র, শিষ্টাচার-সম্পন্ন ও বিনয়-বিনম্র-প্রকৃতি শ্রীমৎ স্বামীজী জগতের হিত সাধনব্রতে ব্রতী হইয়া দেশ বিদেশের বহু লোকের বিপুল সম্মান ও ভক্তিভাজন হইলেন, কিন্তু বঙ্গদেশীয় স্বার্থপরায়ণ ও পরশ্রীকাতর ব্যক্তিগণের নিকট কত না নিন্দিত ও বিড়ম্বিত হইলেন *। "A prophet is not honoured in his own country" অর্থাৎ নিজ দেশে প্রকৃত সাধুর সম্মান নাই—এই প্রবাদবাক্য তাঁহাতেও সার্থক হইল। এক সময়ে বহরমপুরে পরিব্রাজক স্বামীর ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (কে, জি, গুপ্ত) মহাশয় বলিয়াছিলেন—"ইউরোপেই এরূপ বক্তার সম্মান হইতে পারে, আমাদের দেশের লোক যথার্থ মর্য্যাদা দিতে জানে না"। মায়াবদ্ধ জীব—সংসারাসক্ত জীব প্রকৃত সাধুকে চিনিতে পারে না এবং তাঁহার সম্মানও করিতে জানে না। যে সাধু বিস্তৃত বাক্যজাল বিস্তার পূর্ব্বক লোককে ভুলাইতে পারেন, কোন একটী সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা প্রকার বিভূতি দেখাইয়া সাধারণ লোকের চিত্ত বিমোহিত করিতে পারেন, যে ব্যক্তি

* লোকে অযথা তাঁহাকে নিন্দা করে দেখিয়া তিনি শেষ-জীবনে নাম লিখিবার আগে "বিশ্ববিনিন্দিত" এই বিশেষণ ব্যবহার করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসাধুজনোচিত কর্ম্ম করিয়াও বাহ্যিক সাধুর বেশ ধারণ করিয়া জন সাধারণের কাছে সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া মূঢ় জনের মন বিপথগামী করিয়া তাহাকে স্বমতে আনিতে পারেন ও ভক্ত করিতে পারেন, যে ব্যক্তি বাহ্যাড়ম্বর দ্বারা মায়াবদ্ধ জীবকে চমৎকৃত মোহিত করিতে পারেন, আজকাল সেই সব লোকই সাধু বলিয়া জনসাধারণের কাছে সম্মানিত হইয়া থাকেন। তাই পরম ভক্ত মহাত্মা তুলসীদাসজী বলিয়াছেন ঃ--

"চোরকো ছোড়ে, সাধুকো বাঁধে,
ঝুট্ জগৎ ভুলায়।
গোরস গলি গলি ফিরে,
সুরা বৈঠল বিকায়॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(জীবন যজ্ঞ)

একাদশ অধ্যায়।

আমরা দশমাধ্যায়ে অনতি-বিস্তৃত ভাবে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে চিন্তাশীল পাঠক সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে নানা প্রকারে পরিব্রাজক মহোদয়ের লাঞ্ছিত হইবার কারণ-সামগ্রী ধীরে ধীরে সংগৃহীত হইতেছিল। যুগধর্ম্মের প্রভাববশতঃ মনুষ্যের প্রকৃতি ক্ষুদ্রভাবে পরিপূর্ণ এবং ঈর্ষ্যা অসূয়া প্রভৃতি নানাবিধ অসৎ বৃত্তিতে কলুষিত। এই অবস্থায় প্রচলিত সংস্কার ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে—এমন কি লৌকিক স্বার্থের বিপরীত দিকে যিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া সমাজ ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে হীন প্রকৃতি ক্ষুদ্র-ভাবাপন্ন লোকের হস্তে নির্য্যাতিত হওয়া সময়ানুসারে স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

বস্তুতঃ বিপৎকালেই সাধুর সাধুত্বের পরীক্ষা হয়। যেমন অগ্নিতে দগ্ধ না হইলে সুবর্ণের বিশুদ্ধতা নির্ণয় হয় না, তদ্রূপ ঘোর বিপত্তির মধ্যে পতিত হইয়া আপন মহনীয় চরিত্রের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিলে প্রকৃত সাধুর সাধুত্ব পরীক্ষিত হইতে পারে না। এই জন্যই বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে সাধু ও মহাত্মগণ চিরদিনই লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু যিনি প্রকৃত মহাপুরুষ তাঁহার পক্ষে এই লাঞ্ছনা কলঙ্কের কালিমা না হইয়া চন্দনের প্রলেপ রূপেই যথা সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক হিসাবে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যাহারা সাধারণ জীব তাহাদিগের অপেক্ষা লোকোত্তর প্রকৃতি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের জীবনে দুঃখ ও নির্য্যাতনের মাত্রা কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিক। কারণ ভোগোন্মুখ প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ ব্যতিরেকে ক্ষীণ হইতে পারে না বলিয়া এবং ভগবান্ ভক্তের ভোগরাশি যথাসম্ভব অল্প সময়ে সমাপ্ত করিয়া দিয়া তাঁহাকে আপন স্নেহক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া নিতে চান বলিয়া তাঁহার দীর্ঘকালভোগ্য কর্ম্মফল অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার দ্বারা ভোগ করাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সেই জন্যই উহা এত নিদারুণ হইয়া উঠে। অভক্ত হইতে ভক্তের বিপদ তাই এত অধিক এবং তীব্র বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। পরম ভক্ত প্রহ্লাদ, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, রাজা নল, দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি অসংখ্য ভক্তের জীবন-চরিত আলোচনা করিলে এই সত্যই হৃদয়ঙ্গম হয়। যাঁহারা প্রাচীন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের খৃষ্টীয় ভক্তবৃন্দের এবং সুফি ভক্তগণের অসাধারণ নির্য্যাতনময় জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। বস্তুতঃ এই দণ্ডদান ভগবানের করুণার চিহ্ন-রূপেই গ্রহণ করা উচিত। শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন :—

"যো বৈ মাং ভজতে নিত্যং বিত্তং তস্য হরাম্যহম্,
করোমি বন্ধুবিচ্ছেদং সোঽতিকষ্টেন জীবতি।
তেষু সন্তাপেষু হি স যদি মাং ন পরিত্যজেৎ,
দদামি স্বপদং তস্মৈ দেবানামপি দুর্লভম্॥"

অর্থাৎ যে আমাকে নিত্য আরাধনা করে, আমি প্রথমে তাহার ধন হরণ করি, তৎপরে তাহার বন্ধুবিচ্ছেদ করি, তখন সে অতিকষ্টে জীবন ধারণ করে; এই সকল সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়াও যদি সে আমাকে পরিত্যাগ না করে, তখন আমি তাঁহাকে দেবদুর্লভ স্বপদ দান করি।

"যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ।
তবু যদি নাহি ছাড়ে, প্রেম পাশে বাঁধি তারে॥"

এই বচন হইতেও পূর্ব্বোক্ত সত্যই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। "ভক্তমাল"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামক গ্রন্থে যে সকল ভক্তের চরিত্র আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইতেও ভক্তের নানাবিধ কঠোর পরীক্ষার বিষয় অবগত হওয়া যায়।

যখন পরিব্রাজক মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমে সদ্ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়া অনন্য-সুলভ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তখন দেশবাসী দেশের শুভচিন্তক উদারপ্রকৃতিসম্পন্ন প্রায় সকলেই তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন সমিতি এবং সমাজও সাধারণতঃ বিশেষ রূপেই তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কোন সঙ্কুচিত ও ঈর্ষ্যান্বিত সম্প্রদায়বিশেষ পরিব্রাজক মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রচার অনধিকার-চর্চ্চা মনে করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টি করেন। পরিব্রাজক মহাশয় বৈদ্যকুলোদ্ভূত বলিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে ও ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে অনধিকারী, ইহাই তাঁহাদের সংস্কারানুরূপ মত ছিল। বিশেষতঃ অসংখ্য ব্রাহ্মণ ভক্তিসহকারে তাহার নিকট মস্তক নত করিতেন, ইহাও ইহাদের নিকট চক্ষুঃশূল হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে পরিব্রাজক মহোদয় শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন আচরণ করিয়াছিলেন কিনা তাহার বিচার পক্ষপাতবিহীন পাঠক নিজেই করিতে পারিবেন। নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে পরিব্রাজক মহাশয়ের আচরণে অশাস্ত্রীয়তার গন্ধমাত্রও ছিল না *। কিন্তু মনুষ্যের মন শুধু যুক্তি বা তর্কের দ্বারা

---

* মুর্শিদাবাদের অশেষশাস্ত্রদর্শী ধন্বন্তরিকল্প সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাধর রায় কবিরত্ন মহাশয় মনুসংহিতার টীকা রচনাপ্রসঙ্গে কুল্লূকের ব্যাখ্যাত টীকার দোষ দেখাইয়া বঙ্গীয় বৈদ্য-সম্প্রদায় যে বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ বর্ণেরই অন্তর্গত ইহা স্বীয় টীকায় প্রতিপন্ন করেন। পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম ভারতের এবং উড়িষ্যার চিকিৎসকগণ সকলেই ব্রাহ্মণ, তাঁহারা বৈদ্ বলিয়া খ্যাত; বাঙ্গলাদেশে "বৈদ্" শব্দের স্থানে "বৈদ্য" শব্দ ব্যবহৃত হয় এই মাত্র পার্থক্য। পরিব্রাজক মহাশয়ও তাঁহার ব্যাখ্যাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চালিত হয় না, এমন কি শাস্ত্রে শ্রদ্ধাসম্পন্ন মনুষ্যের প্রকৃতিও শাস্ত্রের

গীতার্থসন্দীপনীতে (১৮।৪১) বিভিন্ন স্মৃতি ও মহাভারতাদির প্রমাণ তুলিয়া যুক্তিসহ উপরি উক্ত সিদ্ধান্তই স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। এতদ্দৃষ্টে ধর্ম্মব্যাখ্যাতা পণ্ডিত ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় রাজসাহী-বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভাতে উহার প্রতিবাদ করিয়া একটী বক্তৃতা প্রদান করিলে কলিকাতাবাসী বৈদ্য মহোদয়গণ বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ের যুক্তি নিরসন জন্য ১৩০১ শালের আষাঢ় মাসে কলিকাতা এলবার্ট হলে একটী বিরাট সভার অধিবেশন করেন। ঐ সভাতে বিরুদ্ধ যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মত খণ্ডন পূর্ব্বক বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত হয় এবং ঐ বক্তৃতাটীর মর্ম্ম "অম্বষ্ঠ কোন বর্ণ?" নামক পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়। বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিত মহোদয়গণ মধ্যেও উহা বিশেষ ভাবে বিতরিত হইয়াছিল। কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেন, বি, এল্, মহাশয় উহার প্রকাশক ছিলেন ; বর্ত্তমানে ইনি খুলনার প্রসিদ্ধ উকীল। ইহার পর বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ঢাকার সারস্বত পত্রে "বৈদ্যের অম্বষ্ঠত্ব, দ্বিজত্ব ও সন্ন্যাসে অধিকারিত্ব" বিষয়ে এক সুবিস্তৃত প্রবন্ধ বাহির করিয়া পরে উহা গ্রন্থাকারে প্রচার করেন। ঢাকা-বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন, মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের দ্বারপণ্ডিত দুর্গাচরণ তর্করত্ন, নেপালের রাজগুরু শ্রীমৎ স্বামী কৈলাস পর্ব্বত—ইঁহারাও এই বিষয় সমর্থন করিয়া তিন খানি পৃথক্ পুস্তিকা প্রচার করিয়া সাধারণের ভুল-সংস্কার নিরসন জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তখন বঙ্গের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণও পরিব্রাজকের সন্ন্যাসগ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ বুঝিলে কি হয়? "বেদব্যাসের" পরিচালক, পৃষ্ঠপোষক ও "নিয়মিত লেখক" গণের প্রাণে তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। তাই ১৩০২ শালের প্রথম হইতে ১৩০৩ শালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় পর্য্যন্ত "বেদব্যাস" পত্রিকার নিয়মিত লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় একযোগে উক্ত পত্রিকায় পরিব্রাজক মহাশয়ের বহু কুৎসা ও নিন্দা প্রচার করিয়াও দেখিলেন তিতিক্ষু সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণানন্দ—"মান-প্রতিষ্ঠা শূকর-বিষ্ঠা নিন্দা-জলে যায় ভাসি" বলিয়া ঐ নিন্দাকে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাৎপর্য্য-নির্ণয়-প্রসঙ্গে আপন আপন পরিচ্ছিন্ন সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া

সন্ন্যাসজীবনের প্রার্থনীয় জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং নিন্দুকগণও তাঁহার নিন্দা করিয়া সুখী হইতেছে দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন না, বরং চ আনন্দিত হইলেন। তিনি ইহাই বলিতেন—যাহারা আমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তাহারা আমার প্রশংসা করিয়া ও শুনিয়া সুখী হইয়াই থাকে, তাহা স্বাভাবিক ; কিন্তু যাহারা আমার বিরুদ্ধবাদী তাহারা যে আমার নিন্দা প্রচার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে ও সুখী হয় তাহাতেও আমি সুখী ; অর্থাৎ আমার শত্রু বা মিত্র কেহই নাই, আমি যে সন্ন্যাসী ; মোটের উপর সকলেই আমার তরে সুখী। বিশ্বপ্রেমিক সাধক পরিব্রাজক সর্ব্বদা মায়ের প্রেমেই বিভোর থাকিতেন, তাই নিন্দা শুনিয়া বলিতেন—মাগো, এ ত "নিন্দা নয় শ্রীপাদ পুষ্পরাশি" ; "নিন্দা ফুলের মালা সেই পরে, যে ঐ পদ অভিলাষী"। ভক্ত সাধক, ধন্য তোমার তিতিক্ষা ও বিশ্বপ্রেম। তুমি জগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়া গেলে, ইহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ তোমার এ গুণগাথা কীর্ত্তন করিবে। এই সময় হইতেই "বঙ্গবাসী" পত্রিকা ও তাহার পৃষ্ঠপোষকগণ পরিব্রাজক মহাশয়ের ও বৈদ্য-সম্প্রদায়ের বিরোধী হইয়া পড়েন। যদিচ তৎপূর্ব্বে রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় পড়িয়া "বঙ্গবাসীর" কর্ত্তৃপক্ষগণ যখন লাঞ্ছিত হইতেছিলেন, তখন বৈদ্যবংশাবতংস কুমারটুলী নিবাসী ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহাশয় বহু টাকার জামিন হইয়া ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে কারাগৃহবাসের যন্ত্রণা ও গ্লানি হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয়কে জব্দ করিবার জন্য অন্য উপায়ের অভাবে ষড়্‌যন্ত্র-মূলক মোকদ্দমার সূচনাও এই সময় হইতে হয়। পরিব্রাজক স্বামীজী কিন্তু কোন সময় তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের জাতি সম্বন্ধে কোথাও কোন বক্তৃতা করেন নাই; তিনি ব্রাহ্মণগণকে চিরদিনই গৌরবের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার প্রত্যেক ভাষণেই সদ্‌ব্রাহ্মণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সদ্‌ব্রাহ্মণকে আজীবন উচ্চাসন দিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের বেদ-শিক্ষার জন্যই বিশেষভাবে কাশীধামে বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রাণপণে কতই না চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের গৌরব রক্ষার জন্য। তাহাতেও বিদ্বেষ্টবর্গ তাঁহার সেই শুভানুষ্ঠানে নানারূপ দোষারোপ করিতে ত্রুটী করেন নাই। পরিব্রাজক মহাশয়ের মহাসমাধির পর (কাশীলাভের পর) মহামণ্ডলের জ্ঞানানন্দজী ঐ বেদ-বিদ্যালয়টী আত্মসাৎ করিবার জন্য একবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধ যুক্তিকে অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং পরিচ্ছিন্ন সংস্কার-

---

ফৌজদারী, পরে দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া বেদ-বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়াছেন।

"বেদব্যাস" নামক মাসিক পত্রিকায় পরিব্রাজক মহাশয়ের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা কুৎসাও এই সময়ে বিশেষভাবে প্রচারিত হইতেছিল। জিজ্ঞাসু পাঠক এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান জীবনী গ্রন্থের ৪২৫ হইতে ৪৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অংশ আলোচনা করিলে নিরীহ তিতিক্ষু সাধু পরিব্রাজক মহোদয়ের লাঞ্ছিত হওয়ার নৈতিক কারণ সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। যে লেখক "বেদব্যাসে" ধারাবাহিক রূপে ১৩০২ শালের প্রারম্ভ হইতেই পরিব্রাজক মহাশয়ের নিন্দাবাদ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনিই আবার পরবর্ত্তী সময়ে পরিব্রাজক মহাশয়ের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র মূলক মোকদ্দমার সূত্রপাত হইতে পূর্ব্ববৎ কুৎসিত ভাবে—ততোধিক কুৎসিত ভাবে—তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের তথাকথিত মুখপত্র "বঙ্গবাসী" পত্রিকা স্তম্ভে লেখনী চালনায় অবৈধরূপে নিজেকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণই আবার পরিব্রাজক মহাশয়ের কারামোচনের পর—তিনি কলিকাতা আসিলে তাঁহার কাছে গিয়া নিজের গুরুতর অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ পরিশেষে "নায়কাদি" পত্রিকার সম্পাদক রূপে বাঙ্গালার বহু মনীষীর নিন্দা করিয়াই জীবিকার্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য বহুজন কর্ত্তৃক বহুবার লাঞ্ছিতও হইয়াছিলেন ও তজ্জন্য বহুবার রাজদ্বারে নীত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তবে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। পরিব্রাজকের বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়্‌যন্ত্রমূলক মোকদ্দমার সময় ভারতীয় অন্য সকল সংবাদপত্রই সে ঘটনা উপলক্ষে প্রশংসনীয় সংযম ও পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই সময়ের ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাস যাঁহারা সমকালীন সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র সমূহ হইতে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন—কি ভাবে কোন কোন ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ প্রেরণাবশতঃ পরিব্রাজক মহাশয়ের বিরুদ্ধে ঈর্ষ্যান্বিত চক্রান্তটী ধীরে ধীরে পরিপক্ক হইয়া উঠিতেছিল। এ বিষয়ে নাম নির্দ্দেশ করিয়া বিশেষ আলোচনা করা রুচি-বিরুদ্ধ ও অনুচিত মনে হয়। পরিব্রাজক মহাশয় কিন্তু বিরুদ্ধ আলোচনার কোনই প্রতিবাদ করিতেন না, এবং ভক্তগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশিষ্ট সঙ্কীর্ণচিত্ত সমালোচকগণ যে দলবদ্ধভাবে একজন নির্দ্দোষ মহাত্মার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বিশেষতঃ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলে স্বার্থান্বেষী মনুষ্যের অকার্য্য কিছুই থাকে না।

এই ক্ষুদ্র সঙ্ঘ পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রতি অন্তরে অন্তরে রুষ্ট হইলেও প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদার হানি সাধন করিতে অসমর্থ হইয়া এক অভিনব ষড়্‌যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিল; ইহা আর কিছুই নহে, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর কলঙ্ক-কালিমা আরোপণের চেষ্টা। ইঁহারা জানিতেন সাধুর জীবনে চরিত্রই সর্ব্বপ্রধান আদরণীয় অংশ, বিশেষতঃ তিনি চিরকুমার পরিব্রাজক বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত ও পূজিত, তাহাতে আবার তিনি সন্ন্যাসী। তাই নানা প্রকার কূট ষড়্‌যন্ত্রের প্রভাবে ইঁহারা পরিব্রাজক মহাশয়ের চরিত্রগত দোষ প্রমাণিত করিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে কত যে হীন ও নিন্দনীয় উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সভ্য-সমাজে বলিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। তবে ইহা নিশ্চিত যে শুদ্ধ বস্তু কোন দিনই আরোপিত মল-সম্বন্ধ বশতঃ মলিনতা প্রাপ্ত হয় না। আকাশে ধূলি নিক্ষেপ করিলেও বস্তুতঃ আকাশের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, নিক্ষেপকারীর অঙ্গেই তাহা ফিরিয়া আসে। শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য, ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্যদেব এবং সিদ্ধ মহাত্মা কবীরের সম্বন্ধেও এইরূপ ষড়্‌যন্ত্র ও নিন্দা প্রচারের চেষ্টা করিতে লোকে

মধ্যে কেহ কেহ উত্তেজিত হইয়া উহার প্রতিবাদ করিতে উৎসুক হইয়াছে জানিতে পারিলে তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিতেন। তিনি আরও বলিতেন—মিথ্যা নিন্দার প্রতিবাদ না করিয়া তিতিক্ষা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। আমি সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে নিন্দা ও স্তুতি দুই সমান। স্বামীজীর এইরূপ তিতিক্ষা ও ঔদাসীন্য দেখিয়াই ঈর্ষ্যাপরায়ণ নিন্দুকগণ যদৃচ্ছভাবে বৈরতা-সাধনের সুযোগ পাইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাকী রাখে নাই। ভারতের গৌরব-রবি মহা যোগীশ্বর শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াও নিন্দুকের নিন্দা এবং চিরশত্রু ব্রাহ্মণগণের মিথ্যা ষড়্‌যন্ত্র হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই। * এমন কি ভগবদবতার পূর্ণব্রহ্ম

* "বুদ্ধদেব ধর্ম্ম-প্রচারের ৭ম বর্ষে (৪২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে) পদব্রজে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে উপস্থিত হন। সেখানে তীর্থিকগণ (বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী ব্রাহ্মণগণ) তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার ষড়্‌যন্ত্র করেন। তাঁহারা একদিন সন্ধ্যাকালে ধর্ম্ম-শ্রবণচ্ছলে চিঞ্চা নামক কোন রমণীকে বুদ্ধের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তাহার ২।৩ মাস পরে প্রচার করেন যে উক্ত রমণী গর্ভবতী হইয়াছে। তাঁহারা লোক মধ্যে প্রকাশ করেন বুদ্ধদেবই এই গর্ভের কারণ। তাঁহাদের পরামর্শে চিঞ্চা বুদ্ধের নিকট যাইয়া বলিয়াছিল, "হে গৌতম, তোমা দ্বারা আমার এই গর্ভ হইয়াছে, তুমি আমার সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা কর।" বুদ্ধ চিঞ্চার কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন। ক্রমে তীর্থিকগণের ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং চিঞ্চার গর্ভও মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহাতে বুদ্ধদেবের মাহাত্ম্য হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া বরঞ্চ দিন দিন বর্দ্ধিত হয়। বুদ্ধদেব এই সময় চিঞ্চাকে বলিয়াছিলেন :—

'একং ধম্মং অতীতস্স মুসাবাদিস্স জন্তুনো। বিতিন্ন পরলোকস্স নত্থি পাপং অকারিয়ং॥'

যে ব্যক্তি সত্য লঙ্ঘন করিয়াছে, যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এবং যে পরলোক বিষয়ে অবহেলা প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তির অকার্য্য পাপ কিছুই নাই।"

(শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম. এ., প্রণীত "বুদ্ধদেব" হইতে উদ্ধৃত। ১৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কলিকাতা সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগার হইতে সংগৃহীত।)

বুদ্ধদেবের এই জীবনী পাঠে পাঠকগণ প্রথমেই ইহা বুঝিয়া লউন—ঈর্ষ্যাপরায়ণ কুচক্রী ব্রাহ্মণগণই ভগবানের অবতার বুদ্ধদেবকেও কোন রূপে জব্দ করিতে না পারিয়া শেষে একটী ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক দ্বারা তাঁহাকে লোক সমাজে লাঞ্ছিত করাই ঠিক করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহারাজকেও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিংসুকগণ বহু প্রকারে জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়া যখন কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখনই চিঞ্চা-সদৃশা ভ্রষ্টা রমণী সৌদামিনীকে অর্থ সাহায্য করিয়া ও আরও অর্থলাভের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া কূট-কৌশলে তাহা দ্বারা একটী ষড়্‌যন্ত্র মূলক কেলেঙ্কারী মোকদ্দমা আনয়ন করিয়া নির্দ্দোষী সাধুকে কারাগারে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের বহুদিনের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধেও এই জাতীয় কলঙ্ক-ঘোষণা শাস্ত্রবিদ্‌গণের অবিদিত নহে। কিন্তু এই অপবাদের বলে মনুষ্য-হৃদয় হইতে তাঁহাদের প্রতি ভক্তি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই।

শ্রীমৎ পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী—হিন্দু ধর্ম্মের ও সমাজের যে পথ কালের প্রবাহে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহাই প্রকট বা প্রচার করিতে জীবনপাত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার কার্য্যের ফলে সমাজে নূতন একটী ভাবস্রোত বিকাশ লাভ করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, আকস্মিক কারণে কিছু সময়ের জন্য তাঁহার কার্য্যের পথে বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। সাধু সমাজে ও সাধারণের নিকট তাঁহার যশঃ, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি দেখিয়া যে সকল সঙ্কীর্ণ ও কলুষিতচিত্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াও তাঁহাকে কোন প্রকারে খর্ব্ব করিতে পারেন নাই তাঁহারা স্বামীজীর নির্ম্মল চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া একটী অদ্ভুত মোকদ্দমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

মোকদ্দমার বিবরণ।

এক চরিত্রহীনা বিধবাকে এবং স্বামীজীর অন্নে প্রতিপালিত তাঁহার জনৈক দারোয়ান গজাধরকে অসদুপায়ে বাধ্য করিয়া, স্বামীজীর দেশব্যাপী সুনির্ম্মল যশঃ, পবিত্র চরিত্র ও অনন্তসুলভ প্রতিপত্তি—এই সমস্ত একই বাণে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ষড়্‌যন্ত্রকারিগণ একটী মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি করে। তাহার বিবরণ এই :—

হাওড়া বাজে-শিবপুর নিবাসিনী গৈরিকধারিণী সৌদামিনী দেবী নামীয়া এক বৈদ্য-বিধবা তাহার দুইটী অবিবাহিতা কন্যার (একটি ৮।৯ ও অপরটী ১০।১২ বৎসর বয়স্কা) বিবাহের জন্য অর্থ-সংগ্রহ ব্যপদেশে কাশীধামে আসে এবং পরিব্রাজক স্বামীজীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আশ্রমে স্ত্রীলোক অভ্যাগত থাকার নিয়ম না থাকায় তিনি আশ্রম হইতে দূরে অপর মহল্লায় আশ্রমের অধিকৃত কোন বাড়ীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদিগকে থাকিতে দেন। উহারা সহরে ঘুরিত ও যোগেশ্বরী মাতার ভোগ হইয়া যাওয়ার পর দ্বিপ্রহরে আশ্রমে প্রসাদ পাইত।

একদিন সন্ধ্যার পর ৺মা যোগেশ্বরীর আরতি দেখিবার ছল করিয়া ঐ বিধবা তাহার মেয়ে দুইটীকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হয়। আরতির পর মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ হইয়া গেলে বিধবা তাহার ছোট মেয়েটীকে লইয়া ৺বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করিতে যাই বলিয়া, চলিয়া যায়; কিন্তু বড় মেয়েটী ক্ষান্তকালী শীতের মধ্যে যাইবে না ভাণ করিয়া আশ্রমে থাকে। রাত্রি বেশী হইলেও যখন তাহার মাতা তাহাকে লইয়া গেল না, তখন স্বামীজী তাহাকে তাহার মায়ের নিকট পাঠাইয়া দেওয়ার উপদেশ দিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। এদিকে বালিকাটী বাসায় না যাইয়া আশ্রমের দ্বারোয়ান গজাধরের সাহায্যে আশ্রমের একটী শয়ন কক্ষে শয়ন করিয়া থাকে। পরে জানা যায় ঐ গজাধরও বিপক্ষদলের অর্থপুষ্ট হইয়া স্বামীজীর বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রের সহায় হইয়াছিল।

পূর্ব্ব হইতেই উহাদের ষড়্‌যন্ত্র পরিপক্ক হইয়াছিল; এ জন্য—কোন সন্দেহের কারণ উদ্ভব না হওয়া সত্ত্বেও রাত্রি ১১টার সময় ঐ বিধবা (যদিও আশ্রম হইতে মাত্র একশত গজ দূরে দশাশ্বমেধ পুলিশের থানা তথাপি) সুদূর চকের কোতোয়ালীর দারোগাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া আশ্রমের বহির্দ্বারে আঘাত করে; চক্রান্তকারীদের ইঙ্গিতানুযায়ী গজাধর দ্বার খুলিয়া দেয়। তখন ঐ বিধবা পুলিশ সহ আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করে এবং পূর্ব্বশিক্ষানুসারে তাহার মেয়েটী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রকাশ করে যে—"পরিব্রাজক মহাশয় তাহার শ্লীলতা হানি করিয়াছেন"।

ঐ বিধবা সেইদিনও দ্বিপ্রহরে কন্যা দুইটী সহ স্বামীজীর আশ্রমে ৺মা যোগেশ্বরীর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিয়া গিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই বিধবার এইরূপ অভাবনীয় ব্যবহার এবং ঐ অপরিণতবয়স্কা বালিকার ঐরূপ অস্বাভাবিক শিক্ষাপটুত্ব দর্শনে আশ্রমের সকলেই যুগপৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া পড়েন।

স্বামীজীর প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রচেষ্টায় নিরাশ্রয়া ও নিঃস্ব বিধবা বহু অর্থ ব্যয়ে মোকদ্দমা পরিচালন করিতে থাকে। একে স্বামীজীকে অপদস্থ করিতে একদল সঙ্ঘবদ্ধ, তাহাতে আবার স্বামীজী "সহবাস সম্মতি" আইন প্রচলন সময়ে রাজপুরুষদের প্রতিকূলে বক্তৃতাদি দিয়াছিলেন বলিয়া রাজপুরুষগণও তাঁহার উপর বিরূপ; স্বামীজী অর্থহীন, অপর পক্ষ প্রচুর অর্থব্যয়ে কৃতসংকল্প; কাজেই মিথ্যা-প্রমাণ-মূলে পুলিশ রিপোর্ট স্বামীজীর বিরুদ্ধে হইল।

যদিও ডাক্তারগণের পরীক্ষায় ও রাসায়নিক পরীক্ষায় স্বামীজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ অসম্ভব প্রমাণিত হইল, তথাপি স্বামীজীকে বালিকার শ্লীলতা হানির চেষ্টার অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হইল।

দায়রার বিচারের সময়ে মিঃ কল্‌ভিন্ স্বামীজীর পক্ষে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হন। পাঁচজন জুরীর সাহায্যে মাসাধিককাল যাবৎ এই মোকদ্দমার বিচার চলিতে থাকে। মোকদ্দমা আরম্ভের সূচনা হইতেই কোন কোন জুরী এমন ভাব প্রদর্শন করিতে থাকেন যে, কল্‌ভিন্ সাহেব স্পষ্টই বলেন যে, এখানে আপনাদের ন্যায়-বিচার পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত; আপনারা আপীলের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

ফল তাহাই হইল। তিন জন জুরী স্বামীজীকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। তখন যেন জজ সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রকাশ করিলেন, "Unfortunately one man's verdict of the divided jury prevailed against the defence. Mysterious are the ways of Heaven!" (দুঃখের বিষয় বিভক্ত জুরীর মাত্র ১ জন অধিক আসামীর বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন; বিধাতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবস্থা বুঝা ভার!) তিনি অধিকাংশ জুরীর মতই গ্রাহ্য করিয়া স্বামীজীর প্রতি তিন বৎসর কারাবাসের আদেশ দিলেন।*

এই সময় ভারতবর্ষের বহু ধনী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি স্বামীজীকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের মুখপত্র 'বঙ্গবাসী' ব্যতীত বঙ্গদেশের যাবতীয় সংবাদ পত্র স্বামীজীর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে 'বঙ্গবাসী' পূর্ব্বে স্বামীজীর বক্তৃতা ও ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে পঞ্চমুখে প্রশংসা করিতেন, সেই 'বঙ্গবাসী' স্বামীজীর প্রতিদ্বন্দ্বীদের হস্তে পড়িয়া এই মোকদ্দমার সময় স্বামীজীকে যেরূপ অশ্রাব্য ও অভদ্রোচিত ভাষায় গালাগালি ও নিন্দা করিয়াছিলেন তাহা উচ্চারণ করিলেও পাপ হয় ও জিহ্বা কলুষিত হয়। 'বঙ্গবাসীর' এই অধর্ম্ম ও পক্ষপাতিত্ব-যুক্ত আচরণে ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণ এত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হন যে, সেই সময় হইতেই 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার অধঃপাতের সূচনা হয়। স্বামীজী ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করার পরই 'বঙ্গবাসী' বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার করিয়া হিন্দু সমাজের অশেষ কল্যাণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতায় দেশে যে ধর্ম্মের উন্মাদনার আবির্ভাব হয় তাহাতেই ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ বহুল পরিমাণে প্রচারিত ও বিক্রীত হয়। যে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা তখন হাটে ঘাটে দোকানপাটে ও রাজ-অট্টালিকায় সর্ব্বত্র আদরের সহিত পঠিত হইত, তাহার উপরোক্ত আচরণে তৎপ্রতি বহু লোকের আস্থা বিলুপ্ত হয়। একে একে অনেকেই 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা পরিত্যাগ করেন।

বলা বাহুল্য, স্বামীজীর সেই পুরাতন ব্রাহ্মণ-বন্ধু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পূর্ব্বে 'বেদব্যাস' পত্রিকায় স্বামীজীর নিন্দা রটাইয়াছেন, তিনিই ঐ সময় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন।

---

* পরিব্রাজক মহাশয়ের সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া ২৷৷০ বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে কারা-মুক্ত করিয়া দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে স্বামীজী প্রতিদ্বন্দ্বিগণের ষড়্‌যন্ত্রে নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হইলেন; ইহাতে লোক-বিশেষের মনে পরিতৃপ্তি হইল বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরাত্মা অন্তরালে বসিয়া তাহাদের দুষ্কর্ম্মের ভাবী ফলে কম্পিত হইয়াছিলেন এবং নীরবে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, তাহা ষড়্‌যন্ত্রকারীরা তখনও ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ষড়্‌যন্ত্রকারী কতিপয় নির্ব্বোধ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ স্বামীজীর বিপৎপাতে প্রথম প্রথম আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের মূল স্তম্ভ কার্য্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাওয়ায়, স্বামীজীর প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মপ্রচারকদিগের যে অবস্থা ঘটিল তাহাতে অচিরেই তাঁহাদের সে আনন্দের জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া গেল।

সাধুর নির্য্যাতন বুঝি নির্ব্বাক্ প্রকৃতিরও অসহ্য হইল! পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইলে দেখিতে দেখিতে চারিদিক মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেদিন আর লোকে সূর্য্যদেবের হাসিমুখ দেখিতে পাইল না। সমস্ত রাত্রিই অবিরল অশ্রুধারা বৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রাতেও সেই মেঘ কাটিল না। অন্যদিকে এত ক্লেশ-ভার যেন ভারতমাতার অসহ্য হইয়া পড়িল। তাই আষাঢ়ের সেই ভীষণ ভূমিকম্প বিদ্যুৎবেগে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তোলপাড় করিয়া দিল। শিবের কাশীও ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। কত শত লোক প্রাণ হারাইল, কত শত প্রাসাদ ভূমিসাৎ হইল, কোথাও দেশ বসিয়া গেল, বঙ্গদেশ এই ভূমিকম্পে শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। কোথাও সরোবর শুষ্ক হইল, কোথাও নদীস্রোত বিপরীত দিকে বহিল। পশু সকল ভীত ও ত্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল, পক্ষিগণ আকাশে ভীষণ চীৎকার করিয়া সর্ব্বত্র ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিল। কেবল চারিদিকে হাহাকার রব উত্থিত হইতে লাগিল। সাধুসজ্জনগণের বিপৎপাত হইলে বিশেষ বিশেষস্থলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপেই তাহা জড় প্রকৃতিতেও প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাস কালেও এইরূপ দুর্নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইয়াছিল।

যে সকল ব্যক্তি পরিব্রাজক মহাশয়ের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রকৃতি অবগত ছিলেন তাঁহাদের অনেকের মনে ধারণা যে—মোকদ্দমার উপযুক্ত তদ্বির হয় নাই। পরিব্রাজক মহাশয়ের পরম হিতৈষী, বিষয়কর্ম্মে বিশেষ অভিজ্ঞ ঋষিকল্প তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় হঠাৎ এই দুর্বিপত্তির সূত্রপাতেই ৺কাশীলাভ করিলেন।* সকলেরই বিশ্বাস তিনি জীবিত

---

* পরিব্রাজক স্বামীজীর উপর শত্রুগণের ষড়যন্ত্রময় আপৎপাতের কয়েকদিন মধ্যেই ভারতবর্ষীয়-আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী-সভার অবৈতনিক সম্পাদক ও কাশী বেদ-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাশী লাভ করেন। এই মহাত্মার সহিত আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অল্পদিনের জন্য হইলেও আট বৎসরের কম নহে। ইনি যৌবনে অনেক দিন বঙ্গদেশের ডাক বিভাগে সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন। বালককালে একবার তিনি একাকী পদব্রজে দুরন্ত বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া কাশী আসিয়াছিলেন। এই নির্ভীকভাব আমৃত্যু তাঁহার সহচর ছিল। কার্য্যোপলক্ষে পঞ্জাব, রাজপুতানা আদি আর্য্যাবর্ত্তের অনেক প্রদেশগুলিতে তিনি ভ্রমণ ও বাস করিয়াছিলেন। সাধু-সঙ্গে তাঁহার তীব্র পিপাসা ছিল। ভগবান্‌ও দয়া করিয়া তাঁহার সেই পিপাসা মিটাইবার জন্যই যেন সাধুসঙ্গের বিহারভূমি ব্রহ্মবর্ত্তে (পঞ্জাবে) তাঁহাকে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। সাধুরা ভগবানের সচলমূর্ত্তি—যে দেশের লোকের ধারণা, গুরুনানকের জ্বলন্ত উপদেশে—যে দেশের লোক সাধু পাইয়া প্রাণ খুলিয়া বলিয়া থাকে—

"ভাগ হুয়া গুরু সন্ত মিলায়া।
গুরু অবিনাশী ঘর মে পায়া॥"

—সে দেশের লোকের সংসর্গে তাঁহার হৃদয়ও অনেক পরিমাণে নির্ম্মল হইয়াছিল। পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রচারে সুপ্ত ভারত পুনরায় যখন জাগরিত হইয়াছিল, এবং হিন্দুধর্ম্মের বিজয়ভেরীর বজ্রনির্ঘোষে যখন ভারত-গগন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, যখন স্বেচ্ছাচারের স্রোত স্তম্ভিত এবং সচ্ছাস্ত্র ও সদাচারের প্রতি লোকের আস্থা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই তারাপ্রসন্ন বাবু তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিলে শ্রীমৎস্বামীজীর এই মিথ্যা দুর্ভোগ হইতেই পারিত না। উপযুক্ত

চরিত্রে মোহিত হন। শেষ জীবন তিনি "অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্। কাশ্যাংবাসঃ সতাংসঙ্গোগঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্॥"—ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত মিলিত হন, এবং কাশী আসিয়া সপরিবারে বাস করেন। ক্রমে তাঁহার সহিত আনুগত্য বৃদ্ধি হয়। শেষে যখন পরিব্রাজক মহাশয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া "আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার" সহিত প্রকাশ্যভাবে সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, তখন সেই সভার সভ্যগণের বিশেষ অনুরোধে তিনি সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন, এবং এই পরিণত বয়সে প্রাণ দিয়া যেরূপ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা যুবকগণেরও অনুকরণযোগ্য। তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় "ধর্ম্ম-নিকেতনের" বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহারই তত্ত্বধানে "বেদ-বিদ্যালয়", "ধর্ম্মামৃত-যন্ত্রালয়", ও "ধর্ম্মপ্রচারক-কার্য্যালয়" সুপরিচালিত হইতেছিল। সমাজের মঙ্গলের জন্য আপন ভুলিয়া, মরণ ভুলিয়া, স্ত্রী পুত্র বিষয় বিভব ভুলিয়া, শ্বাসরোগের বিষম যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া, লোকের নিন্দা ও প্রশংসায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য পথে দৃঢ়তার সহি চলিতেন। তিনি সহসা কাহাকেও অতি উচ্চ আসন দিতেন না; একবার দিলেও কিন্তু সহজে নামাইতেন না। নিজে অতি শ্রেষ্ঠ কুলীন ও শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণ্যের অভিমান করিতেন না, বরং তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণ্যাভিমানী, পরশ্রীকাতর কুচক্রীগণের শ্লেষবাক্য তাঁহার বিবেকবর্ম্ম ভেদ করিয়া তাঁহাকে পীড়িত করিতে পারিত না। যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহাতে পদে পদে শত্রুতা, পদে পদে নির্য্যাতন ও বিড়ম্বনা সত্বেও তিনি অতীব ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত চলিতেন, কখনই টলিতেন না। কিন্তু এবার আর তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। অকৃতজ্ঞ নরাধমগণের পৈশাচিক ব্যবহারে তিনি যে মর্ম্মপীড়া পাইলেন, তাহা তাঁহার শরীর আর সহ্য করিতে পারিল না। বুঝিবা তাঁহার জীবনের একমাত্র আদরের ধন পরিব্রাজক স্বামীজীর উপর এইরূপ ষড়্যন্ত্রমূলক আকস্মিক বিপৎপাত তাঁহার চিত্তকে এতই উদ্বেলিত করিয়াছিল যে, তাহাতেই তাঁহার জীবন-প্রদীপ এত শীঘ্র নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

তারপ্রসন্ন বাবু অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, ধর্ম্ম তাঁহার প্রাণগত ছিল। উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি নিজ কুলমর্য্যাদা ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ধর্ম্মরূপ অটলভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন। সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্বির হয় নাই; উপযুক্ত তদ্বির হইলে এবং প্রকৃত বৃত্তান্ত সমস্ত ঠিক ভাবে আদালতে প্রমাণ করিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইতে পারিতেন। তাঁহাদের এই ধারণা সম্ভবতঃ অমূলক নহে। তাহা পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

সত্যকে গোপন রাখা চিরদিনই দুরূহ ব্যাপার, উহা অচিরেই আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। বর্ত্তমানক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। আমরা প্রথমেই বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছিলাম, যে সৌদামিনী দেবী নাম্নী স্ত্রীলোকটীর সাহায্যে এই ষড়্‌যন্ত্রমূলক মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি হইয়াছিল সে (মোকদ্দমার অব্যবহিত পরে) অনুতপ্তা হইয়া প্রকৃত সত্য ঘটনা প্রকাশ করিতে উদ্যতা হইয়াছিল এবং কোন কোন স্থানে প্রকাশও করিয়াছিল। তখন সেই নারীর কথায় কেহ আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই।*

পরে আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, এই সৌদামিনী দেবী 'সদানন্দ সরস্বতী' নামে পরিচয় দিয়া সন্ন্যাসিনী বেশে নানাস্থানে

ঋষিপ্রতিম মহাত্মার সুগৌর বিরাট বপু, সুদীর্ঘ শুভ্রকেশ ও শ্মশ্রু, প্রাণস্পর্শী সরল ভাব ও ভাষা যাঁহারা একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও তাহা ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহার নয়নের জ্যোতি তাঁহার অমিত তেজের পরিচায়ক ছিল। সত্য সত্যই তাঁহাকে দেখিলে সত্যযুগের মুনিঋষির কথা মনে পড়িত। ইঁহার নিবাসস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তপাড়া হইতে তিন ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে বলাগড় গ্রামে অবস্থিত। দেহাবসান সময়ে বয়ঃক্রম ৬৬ বৎসর হইয়াছিল।

* এই সময়ে সৌদামিনী নানারূপে লোকের নিকট ধিক্কৃতা ও লাঞ্ছিতা হইয়া তাহার জনৈক আত্মীয় দ্বারা পত্রে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ পণ্ডিত গোপীমোহন রায় (ইনি পরিব্রাজক মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রমের সম্পর্কে ভগিনীপতি) মহাশয়কে জানাইয়াছিল যে, সে না বুঝিয়া কুকর্ম্ম করিয়া বড়ই অনুতপ্তা হইয়াছে এবং মোকদ্দমার প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় পত্রোত্তরে জানান, "দুষ্কর্ম্ম জন্য যদি তাহার পশ্চাত্তাপ হইয়া থাকে, সে সত্য ঘটনা খবরের কাগজে প্রকাশ করিতে পারে, আমাকে এখন লিখিয়া প্রয়োজন কি?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রমণ ব্যপদেশে যখন কটকে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সেখানে তত্রত্য এডভোকেট (Advocate) শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে সময় সময় মহিলাদের নিকট বক্তৃতা দিতেন। সেই সময় কথা প্রসঙ্গে—তিনি দুর্জ্জনের প্ররোচনায় শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া যে দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা অকপট ভাবে বিশ্বনাথ সিংহ মহাশয় ও অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সমক্ষে প্রকাশ করেন। তিনি কটকে একসময় দারুণ পীড়ায় আক্রান্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ও বহুলোকের সমক্ষে অনুতপ্ত চিত্তে এই ঘটনা প্রকাশ করেন।*

---

* বিশ্বনাথ সিংহ মহাশয় এখন জীবিত নাই। যে যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে ও জ্ঞাতসারে উক্ত সন্ন্যাসিনী তাহার দুষ্কৃতির বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকে জীবিত ও উচ্চ পদে অধিরূঢ় আছেন। ৺বিশ্বনাথ সিংহ মহাশয়ের প্রমুখাৎ যাঁহারা উক্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন তাঁহাদের বিবৃতি, মধুপুরে গিয়া জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌদামিনী দেবীর যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল—দ্বিজেন বাবুর লিখিত সেই বিবৃতি, এবং সেই অপরিণতবয়স্কা ক্ষান্তকালীর শেষ দুর্গতির বিবৃতি, যাহা অতঃপর আমাদের হস্তগত হইয়াছে—এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' প্রকাশিত হইল।—সম্পাদক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(জীবন যজ্ঞ)

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরিব্রাজকের কারা-জীবন।

পরিব্রাজক মহাশয়ের জন্য কারাবাসের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল বটে, কিন্তু তিনি অচিরেই দেখিলেন তাঁহার পূর্ব্ব কার্য্যের আর এক অধ্যায় আরম্ভ হইল।

—কাশী-কারাগারে—

(শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজীর স্বহস্ত-লিখিত বিবৃতি)

"১। মনে মনে লোক-সমাজের নিকট কিছুদিনের জন্য বিদায় লইয়া কাশী ডিষ্ট্রিক্ট্ কারাগারে উপনীত হইলাম। এ জেলের কর্ম্মচারিবর্গ প্রায় সকলেই দেশীয়, কেবল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ সাহেব ; তিনি প্রত্যহ সেণ্ট্রাল জেল হইতে প্রাতঃকালে অল্পক্ষণের জন্য আসিয়া জেল পরিদর্শন করিয়া আবশ্যক ব্যবস্থাদি করিয়া যান। দেশীয় কর্ম্মচারিগণ আমার তিন বর্ষ কারাবাসের কথা শুনিয়া বাহিরে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু "এক লাল-যাত্রী" পাইয়াছি জানিয়া মনে মনে হর্ষযুক্ত হইলেন। আমি দীন-দুঃখী পথের ভিখারী হইলেও লোকে আমাকে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া মনে করিত। বিশেষতঃ মোকদ্দমায় অনুরাগিবর্গ-কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় হইতে দেখিয়া অনেক লোকের, বিশেষতঃ জেল-কর্ম্মচারিগণের এ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইল। তাঁহারা আমাকে সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিতেন ও আমার নিকট হইতে নিজ নিজ মনোভীষ্ট পূর্ণ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বিধাতার চক্রে ও আমার সৌভাগ্যবশাৎ তাঁহাদের মন্ত্রণা সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ সাহেব আমাকে বেনারস সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া গেলেন। আমি যে ২।৩ দিন ডিষ্ট্রিক্ট্ জেলে বাস করিয়াছিলাম সে কয়দিন আমাকে কোন ক্লেশ পাইতে হয় নাই।

২। সেণ্ট্রাল জেলে যাইবার সময় যে সকল সিপাই আমার সঙ্গে ছিল, তাহারা সকলেই আমাকে জানিত, এ জন্য এ দেহের রাজদণ্ডাধীন দুর্দ্দশা দেখিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিল, এবং কাশীর অনেক বাঙ্গালী যে আমার প্রতি অযথা প্রতিকূলতাচরণ করিয়া এই মিথ্যা মোকদ্দমার সহায়তা করিয়াছে এজন্য যথেষ্ট আক্ষেপ করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'দোষ কাহারই নহে, আমি যে মা যোগেশ্বরীর আজ্ঞা প্রতিপালন করি নাই, তাহাতেই ফল ভোগ করিলাম। তোমরা যাহাদিগকে দোষ দিতেছ, তাহারা নিমিত্ত মাত্র, মা তাহাদের মঙ্গল করুন।' * এইরূপ নানা সদ্বার্ত্তালাপ করিতে করিতে আমরা সেণ্ট্রাল কারাগারে আসিয়া পৌছিলাম।

---

* সেই বিধবার কন্যাদ্বয়সহ যোগাশ্রমের অধিকৃত বাটীতে অবস্থিতিকালে, দুইবার স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর একদিন পরিব্রাজক মহাশয় মা যোগেশ্বরীর সেবা করিতে গিয়া যেন শুনিলেন—মা বলিতেছেন, "আমি তোমাকে বারংবার উহাদের তাড়াইতে বলিতেছি, অথচ তুমি কেন তাড়াইতেছ না? আমি তোমার সেবা লইব না।" তদুত্তরে পরিব্রাজক মহাশয় বলিলেন, "মা এই আশ্রম তোমার, এই আশ্রম হইতে বিতাড়িত করিবার আমার অধিকার কৈ? অদ্যাপি এরূপ কটু কথা কাহাকেও বলিতে দেও নাই, তবে এ আদেশ কেন? তুমি ইচ্ছা করিলে ত তাহার বুদ্ধিগতা হইয়া অনায়াসে বাহির করিতে পার।" তদুত্তরে যেন শুনিলেন—"আমি তোমার সাত্ত্বিকী শক্তিতে আচ্ছন্ন; তুমি ত বই লেখা, বক্তৃতাদি করা—রজোগুণের কার্য্য করিয়া থাক; এটাও কর না।" পরিব্রাজক মহাশয় অভিমান-ভরে বলিলেন, "মা! যদি তুমি আমার সেবা না লও, তবে তুমি তোমার আশ্রম নিয়া থাক, এখানে আর কি জন্য থাকিব?—ইত্যাদি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেণ্ট্রাল জেল একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বিশেষ, প্রায় তিন হাজার কয়েদীর আবাস-ভূমি। জেলের সর্ব্বত্রই অতি পরিচ্ছন্ন। বৃক্ষাদির ছায়া, শস্য-ক্ষেত্রের মনোহর দৃশ্য, উদ্যানের শোভাদির দিকে তাকাইলে এস্থান ক্লেশ-ভোগ-ভূমি বলিয়া বোধ হয় না, তবে কয়েদীদিগের প্রতি সাময়িক অযথা উৎপীড়ন দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। আমি এ কারাগারে আসিবার পূর্ব্বেই এখানকার কর্ম্মচারিগণ ও আবদ্ধ কারাবাসিবর্গ আমার আসিবার সমাচার অবগত ছিল। কর্ম্মচারিগণ আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। কর্ম্মচারিগণ বলিলেন, 'আমরা মোকদ্দমার সকল তত্ত্বই অবগত আছি, ইহা আপনার বিরুদ্ধবাদিবর্গের কৌশল-জাল মাত্র; মিথ্যা মোকদ্দমায় আপনার ন্যায় ব্যক্তিকেও কারাবাসী হইতে হইল ইহাই আক্ষেপ! অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়, অনেক নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে এ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আপনি চিন্তা করিবেন না, সাহেবেরা কঠিন-হৃদয়ে ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু আমাদের নিকট আপনি কোন ক্লেশ পাইবেন না।' ওয়ার্ডার সাহেব বলিলেন, 'ভাল মানুষেরই আজকাল বিপদ (Innocents must suffer)' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ সাহেব স্বয়ং আমার মোকদ্দমার সময় আদালতে মধ্যে মধ্যে যাইতেন, সুতরাং তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমার প্রতি সদয় ছিলেন, এবং আমি তাঁহার সহিত ইংরাজী কথাবার্ত্তা করিলাম শুনিয়া তিনি আরও অনুরাগ প্রকাশ করিলেন, যাহাতে কারাবাসে আমার ক্লেশ না হয়, অধ্যক্ষগণের প্রতি সেইরূপ আদেশ ও ব্যবস্থা করিলেন। কাশী রাম-মন্দিরের মোকদ্দমায় অনেক কয়েদী তখনও কারাবাসী, তাহারা সকলেই বলিল, 'স্বামীজী! আপনি কিছুমাত্র ভাবিবেন না, আমরা সকলেই আপনার সেবক জানিবেন।' সকলেই যথেষ্ট আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে লাগিল। আশ্রমে সেবকগণ নিকটে থাকিলে যেরূপ সেবা হইত, এখানে তাহার কিছুই ত্রুটী হইত না। নিম্ন শ্রেণীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যক্ষগণ আমার নিকট অনেক আশা করিতে লাগিল, এবং সেই আশায় আমার দিবা-রাত্রির মধ্যে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তাহার সর্ব্বথা ব্যবস্থা করিয়া দিল। ধবলকায় জনৈক কর্ত্তৃপক্ষও আমাকে বড় লোক মনে করিয়া বিশেষরূপ আশা করিতে লাগিলেন, আমি ইহাতে কিছু উদ্বিগ্ন হইলাম, মনে মনে মা যোগেশ্বরীকে বলিলাম, "মা! তোমার সম্পত্তি আর যেন অপব্যয়িত না হয়, ইহাই কর।" মা স্থানে থাকিয়া কাণে শুনিলেন, শ্বেতকায় বাহাদুর সপ্তাহের মধ্যে স্থানান্তরিত হইলেন; আমাকে আর বৃথা উদ্বেগ পাইতে হইল না। সেই পদে আর একজন সাহেব আসিলেন, তিনি আমার প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেন। আমার মোকদ্দমার বিবরণ ইনি ইংরাজী সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলেন, মোকদ্দমা যে ষড়্‌যন্ত্র-ঘটিত ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি আক্ষেপ করিতেন, ও আমাকে সমাদর পূর্ব্বক সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিতেন। আমি রাত্রিতে যে গৃহে থাকিতাম, তদ্‌গৃহবাসী অন্যান্য কয়েদিগণ আমাকে অতিশয় যত্ন করিত।

একদিন জেলের জমাদার আসিয়া নিজ পদোন্নতির জন্য আমার নিকট হইতে একখানি দরখাস্ত ইংরাজীতে লিখাইয়া লইয়া গেল, ও সেই দরখাস্তেই তাহার পদোন্নতি হইল, এ জন্য সে ব্যক্তি আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। আর একজন দেশীয় অধ্যক্ষও আমার নিকট হইতে এইরূপ দরখাস্ত লিখাইয়া লইল; কিন্তু এইরূপ কিছু লিখিয়া দেওয়া যে কারাবাসের বিধি-বিরুদ্ধ তাহা আমি জানিতাম না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ সাহেব এই জন্য আমাকে এক মাসের জন্য স্বতন্ত্র বাসের (Separate confinement) আজ্ঞা করিলেন। আমার শাপে বর হইল। নানা প্রকৃতির লোকের গোলমালে আমার মন ভাল লাগিত না। এই নিভৃতবাসে আমার বড়ই আরাম বোধ হইল। একাকী প্রাণ ভরিয়া মাকে ডাকিবার অবসর পাইলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা সদ্বিচারে মনকে প্রবুদ্ধ করিলাম। অনেক নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর লোকের সঙ্গ কখনও করি নাই, কারাবাসে তাহাদের সহবাসই আমার প্রধানতম ক্লেশের হেতু হইয়া উঠিল। বলিরাজা যে মূর্খ-সহবাস পরিহার জন্য স্বর্গ-বাসও তুচ্ছ করিয়াছিলেন। আমি একে কারাবাসী, তাহাতে সেই মূর্খমণ্ডলীর সহবাসে বড় কষ্টবোধ করিতাম। কিন্তু শাস্ত্র-বিচারই আপৎকালের পরম বন্ধু। ভাবিলাম ভগবান্ রামচন্দ্র বনবাসকালে বনের পশু ও চণ্ডালাদির সহিতও প্রেমালিঙ্গন করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র জীব আমি, তবে এ অবস্থায় উচ্চ-নীচ সকলের সহিত মিত্রতা করিতে কুণ্ঠিত হইব কেন? মনে উল্লাস ও উৎসাহ হইল, সকলে যেমন আমাকে অনুরাগ করিত, আমিও তাহাদের সহিত মিত্রতা করিতে লাগিলাম। এক এক বার আমার এই দুরবস্থার কথা মনে করিয়া দুঃখ হইত, কিন্তু যখন বিচার করিয়া দেখিলাম যে মা'র আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী আমি, তখন আমার এ দুর্দ্দশা অতি সামান্য মাত্র। যখন ভগবান্ রামচন্দ্রের অরণ্যবাস মনে করিতাম, যখন বীর-ধুরন্ধর পঞ্চপাণ্ডবের সুদীর্ঘ বনবাসের কথা স্মরণ করিতাম, যখন মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের দুর্বিপত্তি বার্ত্তার বিচার করিতাম, যখন সত্যসন্ধ মহারাজ নলের চরিত-কথা ভাবনা করিতাম, যখন বসুদেব-দেবকীর কংস কারাবাস, মাণ্ডব্যমুনির শূলদণ্ড, ও মুসলমান সম্রাটের অধিকারে সহস্র সহস্র সন্ন্যাসীর* কারাবাসের কথা চিন্তা করিতাম, তখন আমার এ কারানিবাস তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত। মনে উৎসাহ হইল, তিন পলকে তিন বৎসর কাটিয়া যাইবে। একদিন ভাবিলাম, কারাবাস কার আবাস? হৃদয়ভেদী স্বরে কে যেন বলিল—"মার আবাস!" মন প্রাণ নাচিয়া উঠিল, চিন্তা দূর হইল, ভাবিলাম, যেখানে থাকি না কেন, মা'র কাছেই থাকিব।"

---

* মহাত্মা তুলসী দাসজীও সাজাহান বাদসাহ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—বেরিলি সেণ্ট্রাল জেলে—

অল্পদিন পরেই আপীল হইবার পূর্ব্বেই স্বামীজী কাশী হইতে বেরিলি সেণ্ট্রাল জেলে প্রেরিত হন। তিনি বেরিলি জেলে পৌঁছিলে কয়েদীদিগের মধ্যে রব উঠিল, "ইংরাজের রাজত্ব থাকিবে না—এই কথা বলায়, একজন সাধুকে কাশী হইতে ধরিয়া আনিয়াছে।" সকলেই তাঁহাকে স্বামীজী বলিয়া সম্বোধন করিত। সাধুর সম্মান করা হিন্দুস্থান-বাসীদিগের প্রকৃতিগত, সুতরাং জেলের কয়েদীরাও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে বিরত হয় নাই। স্বামীজী জেলার সাহেবের ইংরাজী লেখাপড়া কার্য্যের সাহায্য জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেন। এই বিপদের পূর্ব্বেও স্বামীজী কয়েকবার ধর্ম্ম-প্রচারার্থ বেরিলি গিয়াছিলেন। সে আন্দোলনে তাঁহার প্রতি পশ্চিমোত্তর পঞ্জাববাসিগণের ভক্তি ও অনুরাগ বিশেষ রূপে বৃদ্ধি হইয়াছিল। জেলের দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের অনেকেই তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন; তাঁহারা বাঙ্গালী নহেন, সুতরাং অমূলক অপবাদে স্বামীজীর এইরূপ অবস্থান্তর উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্ববৎই ছিল। এখানে আসিয়া স্বামীজী শান্তিই পাইয়াছিলেন। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে শত্রুপুরী হইতে স্থানান্তরিত করিয়া তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। স্থানীয় ভদ্রলোকও সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। আমাদের বন্ধুগণও কয়েকবার দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বেদ-বিদ্যালয়, সভা ও ধর্ম্ম-প্রচারকের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ নাগ, এম. এ., মহোদয় *

* এই আপৎকালে শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ নাগ মহাশয় আত্মীয় স্বজনের বাধা না মানিয়া, বৈষয়িক উন্নতির আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া, যেরূপ উৎসাহের সহিত দীর্ঘকাল যোগাশ্রমাদির কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও 'ধর্ম্ম-প্রচারক' পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার স্বার্থ-ত্যাগের বিষয় যতই কেন লিখিত হউক না, তাহা যথেষ্ট হইবে না। ইনি বর্ত্তমানে বাগেরহাট (খুলনা) 'প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের' অধ্যক্ষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামীজীকে সুস্থ-শরীর এবং শান্তি ও আনন্দপূর্ণ-হৃদয় দেখিয়া বেরিলি হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন :—

"Stone walls do not a prison make,
Nor iron bars a cage ;

আমরা স্বামীজীর 'ভক্তি ও ভক্ত' গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম—ভগবদ্ভক্ত যবন সাধু হরিদাস কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে কয়েদিগণও ভক্তসঙ্গে ভগবানের নামোচ্চারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ষে বেরিলিতে গিয়া আমরা স্বামীজীর জীবনে জলন্তভাবে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। দ্বিসহস্রাধিক বন্দিগণ তাঁহার মধুর উপদেশের প্রভাবে সচেতন হইয়া পবিত্রতার পথে চলিতে শিখিয়াছে—তাহাদের অনুতপ্ত হৃদয় ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হইয়াছে। আমরা স্বামীজীর সহিত দেখা করিবার পূর্ব্বদিন জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে আমাদের আগমন সংবাদ দিতে গিয়া—কোন কোন বিষয়ে তিনি পূর্ব্বে স্থির করিয়া আমাদিগকে উত্তর দেন—মনে হইল ; কিন্তু কেই বা তাঁহাকে একথা বলিবে ভাবিতেছি, এমন সময় একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান উকীল (তখন বন্দী) অফিসে আসিয়া আমাদিগকে দেখিয়াই (পূর্ব্বে কখনও সাক্ষাৎ ছিল না) চিনিতে পারিলেন, এবং আগ্রহের সহিত স্বামীজীকে কি সংবাদ দিতে হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন. আমরাও তাঁহার অনুগ্রহে কৃতার্থ হইলাম ; তিনি দ্রুতপদে গিয়া স্বামীজীকে আমাদের বক্তব্য জানাইয়া আবার আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরদিন যথাসময়ে শ্রীমৎ স্বামীজীর সহিত আমাদের দেখা হইল। তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও দুরারোগ্য বহুমূত্র পীড়া-মুক্ত দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সভা ও আশ্রমাদি সম্বন্ধে কথা শেষ হইলেই তিনি জেলখানার কর্ত্তৃপক্ষ ও রক্ষকগণের সদ্ব্যবহার, কয়েদিগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন ও ধর্ম্মালোচনা বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। সেই সুদূর কারাগারেও তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম দেবতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা যোগেশ্বরীর কৃপার কথা শুনিতে শুনিতে আমরা যে জেলখানায় তাঁহার সহিত কথা কহিতেছি, তাহা যেন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমরা বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা কহিলেও কত কত কয়েদি-রক্ষী ও সেই মুসলমান উকীল মহাশয় অনুরাগ বশতঃ তথায় উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর সম্বন্ধ লইয়া সকলেই আমাদিগের প্রতিও আপনার লোকের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। "স্বামীজী এক বৎসরের মধ্যেই পুনরায় কাশীতে যাইবেন, কোন চিন্তা করিবেন না, স্বামীজী আমাদিগের পিতা, আমরা সর্ব্বদাই তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেছি"—ইত্যাদি কত কথাই পরম আত্মীয়ের মত তাঁহারা আমাদিগকে বলিলেন। বিদায় কালে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক বাহিরে আসিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জেলার সাহেবের সহিতও আমাদের কথাবার্ত্তা হইল। তিনি স্বামীজীর সদ্ব্যবহারের অনেক প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি কি একজন গ্রাজুয়েট?" আমরা উত্তর করিলাম, "উনি তদপেক্ষাও অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ও সুশিক্ষিত।" কথোপকথন কালে তিনি আবার বলিলেন, "স্বামীজী প্রথমতঃ জেলখানার নিয়ম না জানিয়া একটী দোষ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে দণ্ড পাইতে হইয়াছিল।" আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাপারটী জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "উনি কাশী সেণ্ট্রাল জেলে অবস্থিতি কালে একজন রক্ষকের একখানি ইংরাজী দরখাস্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে একমাস একটা নির্জ্জন গৃহে একাকী থাকিতে হইয়াছিল (He was kept in solitary confinement for a month)". আমরা শুনিয়া একটু হাসিয়া সাহেবকে বলিলাম, "ইহা তাঁহার পক্ষে বড়ই সুখের হইয়াছিল (It was a blessing for him)." সাহেব ধ্যান-পরায়ণ সাধুর নির্জ্জন নিবাসে কিরূপ আনন্দ হয়, তাহা অবশ্য জানিতেন না, সুতরাং আমাদের কথায় একটু বিস্মিত হইলেন। এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবিধ শিষ্টালাপের পর তাঁহার ন্যায় সাধু-হৃদয় খৃষ্টীয় অধ্যক্ষের আশ্রয়ে স্বামীজী শান্তিতেই আছেন দেখিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ও মা যোগেশ্বরীর অপার করুণার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম।"

ইহার কয়েক মাস পরে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের ছোটলাট সার এণ্টনি ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব বেরিলি সেণ্ট্রাল জেল পরিদর্শনে আসিলেন। তখন স্বামীজী কয়েদিগণের একজন তত্ত্বাবধারক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ সাহেব ছোটলাট বাহাদুরকে স্বামীজীর পরিচয় দিলে, তিনি স্বামীজীকে সান্ত্বাষণ পূর্ব্বক তাঁহার কোনরূপ কষ্টের কারণ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে শ্রীমৎ স্বামীজী বলিলেন, "আমার কোনই কষ্ট নাই, সকলেই আমার প্রতি বিশেষ সদ্ব্যবহার করেন; কিন্তু আমার এই দুঃখ যে, আমার সম্বন্ধে বিচার-কালে মহারাণীর আদালতেও ভ্রম হইল; সেইজন্য আপনার নিকট আবেদন করিয়াছিলাম।" ছোটলাট তাঁহার কথা শুনিয়া মিষ্টভাষায় বুঝাইয়া বলিলেন—"যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় নাই, সময়ও শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমি মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া গিয়া কাগজপত্র দেখিয়া আদেশ দিতেও বিলম্ব হইবে, সুতরাং এ কয়েক মাস যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি।" * স্বামীজী পুনরায় বলিলেন, "আমার এখানে কোন কষ্ট নাই, সকলেই আমাকে যত্ন করেন।"

এই সময়ে কাশীর জজ ইলিস্ সাহেব বেরিলিতে বদলী হইলেন। তথায় একদিন কাছারীতে স্বামীজীর মোকদ্দমার কথা তুলিয়া তত্রত্য উকীলদিগের কিরূপ ধারণা হইয়াছিল জানিতে চাহিলেন; উপস্থিত উকীল

---

* শ্রীমৎ স্বামীজীর সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া নির্দ্দিষ্ট কারাদণ্ডের কাল অতীত হওয়ার ৭॥ মাস পূর্ব্বেই সরকার বাহাদুর তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন—এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্রেই বলিলেন—উহা যে মিথ্যা মোকদ্দমা তাহা তঁহারা প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এইরূপে ভারতের পরম উপকারী বন্ধু স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজী লোকের ঈর্ষ্যা-সমুদ্ভূত প্রজ্বলিত অগ্নিতে আপনার শরীর, মন, অর্থ ও সম্মান সমস্তই হোম করিলেন। যিনি জীবনের সমস্ত ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশবাসীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিলেন, সেই স্বদেশবাসিগণের কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সামান্য ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইয়া মিথ্যা ষড়্‌যন্ত্র করিয়া, তাঁহার গাত্রে কলঙ্কের কর্দ্দম লেপন পূর্ব্বক আনন্দিত হইল—ইহা মনে করিলেও গাত্র শিহরিয়া উঠে, দেশের ও দেশের-লোকের চরিত্র-কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। অবশ্য স্বামীজী সন্ন্যাসী, নিষ্কাম যোগী, তিনি কেবল দেশের পানে ও ধর্ম্মের পানে চাহিয়াই এই বিশাল কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এই সাধু চেষ্টার পুরস্কার স্বরূপ দেশবাসী অপমানের কণ্টক-বহুল বোঝা যখন তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে একটুও পশ্চাৎপদ হইল না, তখনও তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতার আনন্দোৎফুল্ল মুখারবিন্দ স্মরণ করিয়া, এই অপমানের বিপুল ভার আনন্দেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহার হৃদয়-দেবতাকে আর্দ্রনেত্রে কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিলেন—'মাগো! আমাকে দণ্ডিত করিয়া, আমাকে অপমানিত করিয়া যদি দেশের ও দেশবাসীর কিছুও কল্যাণ হয়, তাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মোৎসাহ কিছু পরিমাণেও বর্দ্ধিত হয়, দেশের আপদ বালাই যদি আমার স্কন্ধে ভর করিয়া দেশ পরিত্যাগ করে—তবে আসুক কষ্ট, আসুক দুঃখ, আসুক দণ্ড, আসুক অপমান—আমি প্রসন্নচিত্তে তৎসমুদয় বহন করিতে পারিব।' সাধুর এই কারাবাসে সজ্জনেরা বিমর্ষ ও লজ্জিত হইলেন; সাধুরা নির্জ্জনে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার এই কারাদণ্ডের কথা শুনিয়া শ্রীমতী যোগমায়া নাম্নী জনৈকা ধর্ম্মশীলা হিন্দু মহিলা সাধুহৃদয় জনগণের তৎকালীন মনঃ ক্লেশ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় "পারিজাত" পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সেই আবেগপূর্ণ কবিতার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

"এরূপ অভাব পূর্ণ দুর্দ্দিনে সকলে
মিলিত হইবে আর সতর্ক থাকিবে।
কোথা বা মিলন আর কোথা সতর্কতা!
ভুলিয়াছে বঙ্গবাসী আপন কল্যাণ।
যেই ধর্ম্মবীর হ'তে আর্য্যধর্ম্ম প্রভা
উদিয়া ক'রেছে পুনঃ বিশ্ব আলোকিত,
ভুলেছ ভগিনীগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ কিবা
ভুলিয়াছ সেই বীরে অকৃতজ্ঞ হৃদে?
গঙ্গার তরঙ্গ-ধৌত মুঙ্গের নগরে
রণভূমি করি' যেই বীর-শিরোমণি
যুঝেছিল ভিন্ন-ধর্ম্মী সনে অবিরত,
অশ্রান্ত অভ্রান্তভাবে, আক্রান্ত ধরায়
ভিন্নধর্ম্মি-হস্ত হ'তে নিজে উদ্ধারিয়া
স্থানে স্থানে স্থাপিয়াছে ধর্ম্মসভা-রূপ
জয়স্তম্ভ সারি সারি, চিন কি উঁহারে?
* * * * *
চিন কি উঁহারে? প্রিয় ভ্রাতঃ বঙ্গবাসি,
কে শিখাল দুর্গা নাম লিখিবার রীতি
পত্রিকার আগে, ভাই, ভুলিলে তাঁহারে?
আপনার পদে কেন কুঠার হানিছ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহার পীযূষ-বর্ষি-বক্তৃতার স্রোতে
ভাসিল ভারতবর্ষ, হাসিল প্রতিমা
প্রতিগৃহে পুনঃ শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি,
যাঁ'র জয়ধ্বনি বিশ্বব্যাপী সেই ছলে।
এ সব ভুলিয়া কেন এত চপলতা!
বরঞ্চ হইবে মর্ম্মাহত প্রপীড়িত,
বাক্যস্ফূর্ত্তিশূন্য হ'য়ে রহিবে স্তম্ভিত;
কি হ'ল তোমার দশা দেখ না ভাবিয়া।
ধার্ম্মিক বলিয়া আর করিবে কি ভাণ?
আর কি করিবে বিশ্ব বিশ্বাস কখন
তোমার বক্তৃতা শুনি', কিংবা পত্রিকায়?
আর্য্য-ধর্ম্ম-তত্ত্ব শুনি', বুঝিলে না বুঝি
সেই মহাজনে যেই মহারত্ন দিল,
হারাইলে তাঁ'রে বুঝি নিজ কর্ম্মদোষে!

* * * * *

কি আশ্চর্য্য! এ কি দৃশ্য সম্মুখে ভীষণ!
দেখিয়া শিহরে তনু একি আর্য্য জাতি!!
আরোপিয়া মিথ্যা-দোষ ষড়্‌যন্ত্র করি'
পাতিত করিছে সেই ধর্ম্মবীরবরে,
রাজদ্বারে বিচারার্থে শূলে আরোপিতে
যথা ম্লেচ্ছভূমে ম্লেচ্ছগণ ক'রেছিল
অটল বিশ্বাসী যীশুখৃষ্টে দুষ্টভাবে;
নির্ভয় অটলপ্রায় বিপত্তি-ঝঞ্ঝায়
নিন্দুকের নিন্দাবাদ-শিলাবৃষ্টিরাশি
নীরবে বহিছে সেই বীর-চূড়ামণি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্ব দেশেই সাধুদিগকে সময়ে সময়ে উৎপীড়িত হইতে হয়, ইতিহাসই তাঁহার সাক্ষ্য দিতেছে ; সুতরাং পরিব্রাজক স্বামীজীর প্রতি এরূপ ব্যবহার কিছুই বিচিত্র বা নূতন নহে। বিশেষতঃ কয়েক বর্ষ ধরিয়া বিদ্বেষ্টৃগণ যেরূপ ভূমিকা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে স্বামীজী যে তাঁহার সাধুচিত সরল ব্যবহার ও উদার ভাব বশতঃ অবিলম্বেই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িবেন, তাহা অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন। সাধুর স্বাভাবিক সহিষ্ণুতায় তিনি সংসারের বিবিধ উপদ্রব সহ্য করিতে লাগিলেন, কখনও এই আক্রোশের প্রতিবাদ করার চিন্তাও তাঁহার সাধনপূত হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সুতরাং সময় পাইয়া কালের কুটিলচক্র ক্রমশঃ আপনার অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। অবশ্য স্বামীজীর সাধুতার পরিচয় আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতে চাহি না ; কারণ, সাধুর প্রকৃতির পরিচয় সমাজে দিবার প্রয়োজনও নাই। লোক যখন আত্মকল্যাণের জন্য সাধুর শরণাগত হয়, তখনই তাঁহাকে প্রকৃত পক্ষে চেনা যায়। সাধুর প্রকৃত মূর্ত্তিটী ততদিন ভস্মাচ্ছাদিতই থাকে, যতক্ষণ শুশ্রূষা-বুদ্ধিতে কেহ তাঁহার নিকট গিয়া না পৌছে। আত্ম-কল্যাণের প্রবল ইচ্ছাই হৃদয়ে সাধু-সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় ; তা'রপর যে যেরূপ অকপট হৃদয় লইয়া সাধুর নিকট আত্ম-নিবেদন করে, সেই সেইরূপ সাধু-সঙ্গের ফল লাভ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া যাহারা স্বার্থবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সাধু-সেবা করে, তাহারা সাধুর মহিমা কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহারা তাহাদের অভীষ্ট পূরণ না হইলে সাধুর সর্ব্বনাশ করিতেও ত্রুটী করে না। নিজের স্বার্থানুসন্ধানই যাহার মূল উদ্দেশ্য, তাহাদের উদ্দেশ্য সফল না হইলে, সাধুর অজস্র গ্লানি করিতেও তাহাদের হৃদয়ে সঙ্কোচ বোধ হয় না। সুতরাং এরূপ দুর্ব্বল-চিত্ত জনসাধারণের মতামত সাধুকে উন্নত বা অবনত করিতে পারে না। সাধুকে যাঁহারা চিনিয়াছেন তাঁহারা সাধুকে সমাজে নিন্দিত ও নির্য্যাতিত হইতে দেখিলেও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন না। মূর্খেরা অবিরত ভগবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণকে শঠ, লম্পট বলিয়া তাঁহার দেবচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সে অনধিকার-চর্চ্চাতে অথবা সমালোচনাতে ভক্ত-হৃদয়কে কোন কালেই বিকৃত করিতে পারে নাই। কেবল ভগবন্নিন্দা-জনিত মহাপাপে মূঢ় জনের মন চিরদিনই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে--তাহাদের শুষ্ক-হৃদয় ইহজীবনে আর ভগবৎ-প্রেম-সিন্ধুতে সিক্ত ও সরস হইতে পারে না, চিরদিনই তাহাদের বিরস হৃদয় নীরসই থাকিয়া যায়।

সংবাদপত্রের সমালোচনা।

সুপ্রসিদ্ধ "বসুমতীর" সম্পাদক মহাশয় ষড়্‌যন্ত্রের যথাযথ সংবাদ প্রকাশিত করিয়া যথেষ্ট নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং সাধারণেও এরূপ ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রের অনেক তত্ত্ব অবগত হইয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। একজন নিরপরাধ সাধুর বিপদে এইরূপ সাহায্য করিয়া "বসুমতী" বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

স্বামীজী পরমহংস সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করার পূর্ব্বে যখন কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন নামে ঢাকা, কলিকাতা ও বহরমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এবং ভারতের অন্যত্র বক্তৃতা দিতেন, তখন "বঙ্গবাসী" পত্রিকা পঞ্চমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়া নিজ পত্রিকায় তাঁহার জয়ধ্বনি ঘোষণা করিতেন। অবশ্য সেই সমস্ত মন্তব্য কেহ সংগ্রহ করিয়া রাখে নাই। কিন্তু, আমরা দেখিতে পাই—পরিব্রাজক মহাশয়ের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর "বঙ্গবাসীর" সুর বদলাইয়া গেল। অন্যান্য পত্রিকা এজন্য "বঙ্গবাসী"কে যে নিন্দা করিয়াছেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য গুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

"বঙ্গবাসী" যেরূপ কুৎসিত ভাষায় পরিব্রাজকের নামে মিথ্যা অপযশ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। তিনি স্বতঃ পরতঃ যে ভাবে পরিব্রাজকের বিপৎ কালে তাঁহার গ্লানি রটনা করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই অমানুষোচিত। আমরা স্বয়ং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর এ বিষয়ে কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি না, কেবল অতীব সংক্ষেপে সংবাদপত্র হইতে দুই একটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি † :—

"২৩এ জানুয়ারীর 'বঙ্গবাসী'তে বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের চরিত্র সমালোচনা করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। লেখক কেন এ হেন দুর্গন্ধময় প্রবন্ধের প্রচার করিলেন, তাঁহার লেখনীর মুখ হইতে এ হেন তীব্র গরলরাশি কেন উদ্গীর্ণ হইল * * *? মূল কারণ এবং তাঁহার হৃদ্গত অভিপ্রায় কি, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু কোনও ভদ্র-নামধারী জীব অন্য কোন ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে এরূপ গ্লানি রটনা করিতে পারে, নিতান্ত অনুপদ্রুত ব্যক্তি এতদূর করিয়া থাকে, সুশিষ্টভাষী কোনও পয়ঃমুখ হিন্দু সন্তান যে এতদূর বৈর-নির্য্যাতন তীব্র গরল ঢালিতে পারে, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। কবিওয়ালাদের খেউড় গান ইহা হইতে সুশ্রাব্য, সুনীতি ও ভদ্রতাপূর্ণ।"—"বসুমতী"

"যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজকের মধুময়ী বক্তৃতায় সমগ্র ভারত বিমোহিত হইয়াছে, যাঁহার সদুপদেশে বিপথগামী সহস্র সহস্র হিন্দু-সন্তানের মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া হাইকোর্টের জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিতগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন —আমরা বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ বক্তৃতা আর কখনও শুনি নাই, সে সময় 'বঙ্গবাসী'ও তাঁহার (পরিব্রাজকের) গুণগানে বহুদিন পর্য্যন্ত নিজের স্তম্ভ পূরণ করিয়াছিলেন। এখন সেই 'বঙ্গবাসী' সময় পাইয়া তাঁহার শত শত দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন। এক মুখে দুই কথা কতদূর সত্যবাদীর লক্ষণ, তাহা আর শিক্ষিত লোকের বুঝিতে অধিক সময় লাগিবে না।"—"বসুমতী"

---

† গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে "বসুমতী", "সময়", "সুলভ দৈনিক", "নবযুগ" প্রভৃতি পত্রিকার আরও অনেক মন্তব্য প্রকাশযোগ্য হইলেও প্রকাশিত হইল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উদার ধর্ম্মভাবে মোহিত হইয়া, হে বঙ্গবাসি! তাঁহাকে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছিলে, আজ কিনা, জনরবের উপর বিশ্বাস করিয়া, অসম্ভবকে সম্ভব ভাবিয়া, মুখে মিষ্ট মাখিয়া, অপ্রকাশ্য ভাবে মিঠে কড়া বোলে সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কুৎসা রটনায় ব্রতী হইয়াছ? তোমরা যে কখন কি ভাবে আবির্ভাব হও, তাহা ঠিক করা যায় না।"—"বসুমতী"

"এই দুঃসময়ে তাঁহাকে শ্রুতি-কটু ভাষায় সম্পাকদীয় স্তম্ভে বিদ্রূপ করিয়া 'বঙ্গবাসী' হিন্দু মাত্রেরই মনঃপীড়া জন্মাইয়াছেন; ইহা হিন্দুর পক্ষে, বিশেষতঃ হিন্দুহিতৈষী 'বঙ্গবাসীর' পক্ষে বড়ই অকৃতজ্ঞার পরিচয় হইয়াছে। প্রবন্ধটী আগাগোড়া পাঠ করিলেই সম্পূর্ণরূপ বিদ্বেষভাবই পরিলক্ষিত হয়। 'বঙ্গবাসী' যে সহসা কি কর্ম্ম করিয়াছেন, নিজেই একবার মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখুন!"—জনৈক পত্র-প্রেরকের এতৎ উক্তিতে "সময়" সম্পাদক শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, এম. এ., বি. এল., মহাশয় নিজ মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন—"বঙ্গবাসীর ব্যবহার বঙ্গবাসীর হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছে।"

"বঙ্গবাসী প্রথম দিনে—'প্রভো তুমি কে? বলিয়া দাও তুমি কে?' ধূয়া ধরিয়া, শ্লেষাত্মক বিদ্রূপ রসে কৃষ্ণপ্রসন্নের পূর্ব্বরাগ পালা শেষ করিয়াছেন। ইহাতে যেন বুঝা যায়, 'বঙ্গবাসী'র প্রতি বিচারভার অর্পিত হইলে অগ্রে ফাঁসির ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বিচারে বসিতেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন বাল্যকালে ভালরূপ লেখা পড়া শিখে নাই, ১২ (?) টাকার কেরাণী ছিল, পিতার বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও বিবাহ করে নাই—ইহা কি এতই অস্বাভাবিক যে লোকটাকে চিনিতে পারা যায় না? তারপর সেই কৃষ্ণপ্রসন্ন মধুর বক্তৃতায় লক্ষ লক্ষ লোককে মুগ্ধ করিয়াছে, উপযুক্ত সদ্‌গুরুর নিকটে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছে; প্রথমে যাহার কর্কশ স্বরে লোক বিরক্ত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পলাইত, তাঁহারই কথায় এক্ষণে লোকে রাশি রাশি অর্থ ঢালিয়া দিতেছে, ইহা কখনও অল্প তপস্যায় হয় নাই। অবশ্যই কঠোর সাধনার ফল। কৃষ্ণপ্রসন্নের সৌভাগ্য দেখিয়া যদি অনেকের মনে ঈর্ষ্যা-দ্বেষ না হইত, তবে ইঁহাকে বড় লোকের মধ্যে পরিগণিত করিতাম না। 'বঙ্গবাসী' কি দ্বাদশবর্ষ-গর্ভবাসী জ্ঞানরাশি শুকদেব গোস্বামীর দলকে হাটে ঘাটে ছড়াইতে চাহেন? কেন না, বিনা শিক্ষায় কেহই ত মানুষ হয় নাই।"—"সময়"

এই উপলক্ষেই "বসুমতী"তে 'উইধর্ম্মী বঙ্গবাসী' প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল:—"কৃষ্ণ বাবু কাক ছিলেন কোকিল হইয়াছেন, ইহাই বা গুণ ভিন্ন দোষের কথা কি? কালে ভুলো ভোলানাথ ও জগা জগন্নাথ হইয়া থাকে। থিয়েটারের কেশব কালে মহাত্মা কেশব হইয়াছিলেন, কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু যদি ঘসিয়া মাজিয়া ও স্বর-মাধুরী লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে নিন্দার বিষয় কি? তাঁহারই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রকৃত জ্ঞানী ও যথার্থ হিন্দুরা সহস্র কণ্ঠে বক্তার স্তুতিগান করিয়াছিলেন, স্বয়ং 'বঙ্গবাসী'ও তখন সেই বক্তৃতার স্তবকে আপনার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। আজি দু'দিনের মধ্যেই সে ভক্তি-গদ্‌গদভাবের তিরোধান কেন ঘটিল? তিনি কোন্ প্রাণে একজন বিপন্ন ব্যক্তির প্রতিকূলে ঘোরতর বিপৎকালে এ হেন বিদ্বেষ-বহ্নি উদ্গীর্ণ করিলেন, ইহাই ভয়ানক কথা। অন্যকে গালি দিলে, অন্যের হৃদয়ে বজ্রাঘাত করিলে মহিমা বাড়ে, লোকে তাহাকে পূজা করে, ইহা আমাদের সর্ব্বথা অজ্ঞাত। হৃদয় নিতান্ত বজ্রলেপময় না হইলে কেহ মরার উপর খাঁড়ার ঘা মারে না।"

'কে কি বলেন' শীর্ষক প্রবন্ধে "বসুমতী" লিখিয়াছিলেন:—"বঙ্গবাসী প্রেসের অধ্যক্ষ প্রভৃতি যখন রাজদ্বারে বড় মোকদ্দমায় পতিত হয়েন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন বহু স্বপক্ষ বিপক্ষ লোক, পৃষ্ঠ-পোষক হইয়া মঙ্গল কামনা করেন। অনেকে আর্থিক সাহায্যও করিয়াছিলেন, কিন্তু বিপদ সময় বলিয়া কেহই কোন প্রকার বিরুদ্ধভাবে মুখব্যাদান করেন নাই; যাঁহাদের বিরুদ্ধ বলিবার শক্তি ছিল, পরস্পর দ্বেষভাব ছিল, তাঁহারাও সেই সময় নির্ব্বাক্ থাকিয়া নিজ নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

কুমার কৃষ্ণপ্রসন্ন একজন সুবক্তা ও ক্ষমতাশালী লোক, তাঁহার দ্বারা বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজের বিস্তর উপকার হইয়াছে, সুতরাং হিন্দু মাত্রই তাঁহার নিকট ঋণী।"

উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া 'বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা' শীর্ষক প্রবন্ধে "সময়" লিখিয়াছিলেন ঃ—

"তাঁহারই বিপদের কালে তাঁহাকে অপদস্থ করিবার প্রাণপণে চেষ্টা কতদূর অভদ্রতা! * * * আমরা জানি, সেবার (লর্ড ডাফরিণের নিন্দা করিয়া) 'বঙ্গবাসী'র হাজতবাস কালে এই শ্রীকৃষ্ণানন্দ সেই সংবাদ শুনিবামাত্র কাশীর বিশ্বনাথের মস্তক স্পর্শ করিয়া 'বঙ্গবাসী'র কারামুক্তি প্রার্থনা করেন; এবং মনি অর্ডার দ্বারা ১৯৲ টাকা পাঠাইয়া আর্থিক সাহায্যও করেন। * উপকর্ত্তার বিপদে উপকৃতের উপকার-চেষ্টাই বিধি। তিনি অকার্য্য করিলেও বড় জোর দুঃখিত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবারই কথা। বিপদের সময় কাটিয়া গেলে তবে সামাজিক শাসনের সময়; তখন আক্ষেপ করিলেও ভাল দেখায়। তৎপরিবর্ত্তে অতি কুৎসিত ভাষায় খেউড়ের অবতারণা অতি অমানুষোচিত। বিপন্নের প্রতি তাহার বিপত্তি-সুযোগে অস্ত্রাঘাত করা কতদূর হেয়!

---

* তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজ মাধবগিরি মহোদয়ের সহিত "বঙ্গবাসী" বিবাদ করিতে গিয়া মোকদ্দমার উপক্রম হইলে "বঙ্গবাসীর" শুভাকাঙ্ক্ষী স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দই বিশেষ চেষ্টা করিয়া মোহান্ত মহারাজকে সান্ত্বনা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধন্য 'বঙ্গবাসী'র কৃতজ্ঞতা !! ইহা 'বঙ্গবাসী'কেই সাজে, অথচ 'বঙ্গবাসী' হিন্দু-সমাজের নেতা হইতে চাহেন !"

এই উপলক্ষে "ধর্ম্ম-প্রচারক" সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

"ভারতীয় ধর্ম্মজগতে এই শুভ পরিবর্ত্তন সময়ে আর্য্য-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও আলোচনার প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত পরিব্রাজক স্বামীজীর প্রতি ঈর্ষ্যা-পরতন্ত্র লোকের অযথা দোষারোপে আমরা নিতান্তই মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমরা স্বচক্ষে যে ঘটনা আনুপূর্ব্বিক দেখিয়াছি, সংবাদ পত্রের অনেক স্থানে তাহার অন্যরূপ চিত্র দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। কিন্তু সেই সকল বিষয়ের সমালোচনা করিবার আমাদের এক্ষণে ইচ্ছা নাই। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, স্বার্থান্ধ হইয়া যাঁহারা পরিব্রাজক মহাশয়কে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতই জাতীয় গৌরব ও দেশীয় ধর্ম্মভাবের অবনতির পথ উন্মুক্ত করতঃ হিন্দু-সমাজের ভাবী উন্নতির অশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(জীবন যজ্ঞ)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পরিব্রাজকের

কারামুক্তি ও যোগাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন।

দেখিতে দেখিতে মায়ের কৃপায় শ্রীমৎ স্বামীজীর কারাবাসকাল শান্তিতেই কাটিয়া গেল। তাঁহার কারাবাসকালে কত পাপী তাপীর যে কল্যাণ হইল, কত সংসার-ক্লিষ্ট জীবের হৃদয়ে যে শান্তি আসিল তাহা বলা যায় না।

ভগবান্ এই ভীষণ ব্যাপারের ভিতর দিয়া কি গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করিলেন, তাহা নিশ্চয় করা দুরূহ। কিন্তু কি সুকৃতি ফলেই বিভিন্ন প্রদেশের দুই সহস্রেরও অধিক লোক বাহ্যিক দুষ্কর্ম্মের ফলে জেলে আসিয়া সাধু-সঙ্গ লাভ করিল, ইহা ভাবিলে বিষাদেও শান্তি পাওয়া যায়। ভগবান্ কৃপা করিয়া ঐ দুষ্কৃতিশালী পুরুষদিগকে সুপথে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই, সাধু-মুখে ভগবৎ-কথা শুনিয়া তাহাদের ঘৃণিত জীবনকে সংশোধিত ও পবিত্র করিবার জন্যই যেন পরিব্রাজকের কারাবাস ঘটাইয়া তাঁহার পতিত-পাবন নামের পরিচয় প্রদান করিলেন। সেই সকল কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা কারামুক্ত হইয়া আসিয়া আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছে যে, তাহারা সাধু-সঙ্গে কারাবাস স্বর্গবাস মনে করিয়াছিল। অবশেষে ৮ই আগষ্ট, ১৮৯৯ খৃঃ (মঙ্গলবার ২৪এ শ্রাবণ, ১৩০৬) প্রভাতে স্বামীজীর কারামুক্তি সংবাদ নগরে প্রচারিত হইয়া পড়িলে, অতি প্রত্যুষে বেরিলিস্থিত ইংরাজ-রাজের ভারতীয় সেনাদল স্বামীজীর দর্শনার্থ জেলখানার ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইল; বেরিলির ভদ্রমণ্ডলী এবং তৎকালে তথায় উপস্থিত সাধু-সন্ন্যাসিগণও যথাসময়ে সেখানে আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌঁছিলেন। জেলের বন্দিগণ স্বামীজীর বিরহ বেদনায় রোদন করিতে করিতে দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীজী বহির্দেশে আসিবা মাত্রই সুবেদার প্রমুখ ভারতীয় সেনাদল সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। তদনন্তর সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অতঃপর উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী স্বামীজীকে সসম্মানে ও সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ফটোগ্রাফ গৃহীত হইলে, বেরিলির সুপ্রতিষ্ঠিত উকীল বাবু বলদেব সহায়ের পুত্র স্বামীজীকে নিজ নিকেতনে লইয়া গেলেন। স্বামীজী সে দিন তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক সমাগত সম্ভ্রান্ত জনগণের সহিত সদালাপ করিয়া রাত্রিতে হরিদ্বার দর্শনে গমন করিলেন। এই সময়ে দুইবার "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, পাঠকগণের অবগতি নিমিত্ত তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

THE INDIAN MIRROR.

Friday, September 1, 1899.

In the morning of the 8th August Sri Krishnananda Swami was released from the Bareilly Jail.

During his incarceration, the Swami received good treatment from the officers of the jail, European and Indian, who failed not to show him every mark of respect for his meekness and good conduct. When he came out of the jail, troops, stationed at Bareilly, headed by the Subadar, gave him a reception, after which the Sannyasis of the place congratulated him on his release.

It should not be forgotten that the Swami whilst at Monghyr, did much by his soul-stirring lectures,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

to lead his countrymen to the true religion from which they had estranged themselves, and by the establishment of *Suniti Sancharini Sabhas* throughout Bengal and Behar, gave a religious and moral training to our young men. Considering that he would be able to do more good from Benares, the religious capital of the Hindus, he made that sacred city his head-quarters, and took steps to establish a religious school for teaching the *Shastras* (Vedas) to his countrymen.

Opinion is divided with regard to the guilt that carried Sri Krishnananda Swami to the jail; some hold that it was the result of a Brahman clique that was formed against him, which could not brook the ascendancy of a *Vaidya* over the Brahmans.

Allahabad.

Yours etc.

Dino nath Ganguli.

THE INDIAN MIRROR.

Thursday, September 21, 1899.

Sir,

In spite of the ugly crime he was charged with, we hear that the authorities, guards and other associates of the Swami in the Bareilly jail took good care of him, and lastly, on the day of his release gave him a hearty tribute and affectionate farewell as much as is due to a *Guru*.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

As for the Brahman clique alluded to, we are aware that the intelligent and educated portion had no hand in the matter, but the mischeif emanated from the illiterate and bigoted, which is natural under such circumstances.

MONGHYR. Yours etc.
B. C. GHOSE.

শ্রীমৎ স্বামীজী যোগাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে "ধর্ম্ম-প্রচারক" সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

"বিগত ৩২এ শ্রাবণ, ১৩০৬, অপরাহ্ণে পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী হরিদ্বার হইয়া যোগাশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ভগবান্ কোন্ সূত্রে কি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা নির্ণয় করা ক্ষুদ্র মানব বুদ্ধির অতীত। সন্ন্যাসীর কারাবাস লইয়া বহু লোকের বহু প্রকার সমালোচনা বিবিধ প্রকারে প্রকাশিত হইলেও এক্ষণে বুঝা গেল উহা জগদম্বার স্বাস্থ্য-নিবাস। যে বহুমূত্রের তীব্র প্রকোপে শরীর শীর্ণ, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল ও মূত্রযন্ত্র শিথিল হইয়া গিয়াছিল, যাহার নিকটে সুদক্ষ পাশ্চাত্ত্য ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ হার মানিয়াছিলেন, স্বামীজী কারাবাসে সেই উৎকট ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, ইহাই ভগবৎ-কৃপার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি। যোগাশ্রমে আসিবামাত্র অনেক সন্ন্যাসী, সাধু, পণ্ডিত ও অন্যান্য শিক্ষিত মহাত্মা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে আসিয়াছিলেন কাশীস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-স্বামী শ্রীযুক্ত রামমিশ্র শাস্ত্রী। শাস্ত্রী মহোদয় অতীব আনন্দ সহকারে পুষ্পমাল্য প্রদানে স্বামীজীর সম্বর্দ্ধনা করিয়া আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। সে আলাপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই মুগ্ধ। কথায় কথায় শাস্ত্রীজী বলিলেন, "না জানি বাঙ্গালীদিগের আপনি কি অপকার করিয়াছেন; নতুবা সকলেই আপনার মৃত্যু কামনা করে কেন? আপনার কারাবাস কালে আমি অন্ততঃ তিন চারি বার বাঙ্গালীদিগকে আপনার দেহ-ত্যাগের কথা রটনা করিতে শুনিয়াছি। আপনার কারাবাসে তাহারা বড়ই আনন্দিত।" স্বামীজী বলিলেন, "আমিও এই কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।" শাস্ত্রীজী অবাক্। স্বামীজী এক গল্প আরম্ভ করিলেন—"ভাগলপুরে এক সাধু বাস করিতেন। লোকের প্রতি কটূক্তি করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। যাহারা তাঁহাকে ভালরূপে জানিত, তাহারা তাহাতে বিরক্ত হইত না। একদিন কি প্রকারে সেই সহরের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; তাঁহার প্রতিও তিনি কটূক্তি প্রয়োগ করেন। ধনাভিমানী নাগরিক বড় বিরক্ত হইয়া চলিয়া যান। তদনন্তর যতবারই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সাধু কটূক্তিই করেন। একদিন ভদ্রলোকটীর মাতৃ বা পিতৃ-শ্রাদ্ধে কাঙ্গালী বিদায় হইতেছে। সাধুও কি প্রকারে তাহাদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। সেখানেও সেই ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। যেমন সাক্ষাৎ অমনি পূর্ব্ববৎ গালিবর্ষণ। ভদ্রলোক বহু দিনের সঞ্চিত ক্রোধের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সবলে সাধুর বামগণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন; সাধুর অধর বাহিয়া দরবিগলিত ধারায় রুধির স্রাব হইতে লাগিল। সাধু নিজ বস্ত্রে শোণিত মুছিতে মুছিতে 'হো' 'হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সমবেত লোকমণ্ডলী এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখিয়া ভীত, স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া সাধুকে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সাধু বলিলেন—লোকটা আমার জন্য এ পর্য্যন্ত বড়ই কষ্ট পাইয়া আসিয়াছে। ও আজ আমায় সাধ মিটাইয়া মারিয়া বড় খুসী হইয়াছে, তাই আহ্লাদে হাসিতেছি।" স্বামীজী গল্প শেষ করিয়া বলিলেন—"লোকে আমাকে যথেষ্ট গালাগালি দিয়াছিল, তাহাতেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদের মনের কষ্টের শান্তি হয় নাই; শেষে আমায় যমাগার তুল্য কারাগারে পাঠাইয়া যে তাহারা মনের আগুন নিবাইতে পারিয়াছে, ইহাই আমার সুখের বিষয়।" অনন্তর শাস্ত্রীজী বলিলেন—পূর্ব্বকালে লোকে আক্রোশ করিয়া ইট পাথর ছুড়িয়া মারিত; গায়ে ধূলা, নিষ্ঠীবন, বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিত; এখন আইনের ভয়ে সেইরূপ করিবার সুযোগ পায় না। অগত্যা নানা কৌশলে জেলখানায় পাঠাইয়া শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে। *

অতঃপর "ধর্ম্ম-প্রচারকের" অনুগ্রাহক, গ্রাহক মহোদয়গণকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ওঁ নমো নারায়ণায়।

সচ্চিদানন্দ-নিকেতনেষু—

অনেক দিনের পর আবার মায়ের কৃপায় আপনাদিগকে পত্র লিখিবার অবসর পাইলাম। লীলাময়ী মা আমায় প্রচণ্ড মায়ায় যে ঘোর বিভীষিকা দেখাইলেন, তাহার মূল নিহিত গুহ্য প্রহেলিকার মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া এখনও স্বয়ং বুঝিতে পারি নাই, এবং অন্য কাহাকেও বুঝাইতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না।

আমি আমারও নহি, জগতেরও নহি, আমি মা'র; সুতরাং মা আমাকে যখন যে ভাবে রাখিবেন, আমাকে তখন সেই ভাবেই থাকিতে

* আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি—মোকদ্দমার পূর্ব্বে শত্রু-পক্ষীয়েরা স্বামীজীর প্রাণনাশের চেষ্টায় বিফল-মনোরথ হইয়া শেষে এইরূপ ষড়্‌যন্ত্রের দ্বারা মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছিল। মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেলে তাহারা দিন কতক রাত্রিতে ইট পাথর ফেলিয়া যোগাশ্রমস্থ ব্যক্তিগণকে নানারূপ ভয় দেখাইতেও ত্রুটী করে নাই।

এইরূপ শত্রু-হস্তেই যীশুখ্রীষ্ট প্রাণ দিয়াছিলেন। মহম্মদ এইরূপ শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিলেন। এইরূপে কাপালিক-হস্তে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রাণ সংশয় হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের প্রাণ বিনাশের জন্য শত্রুরা অশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সুতরাং ধর্ম্ম-প্রচারক দিগের উপর অত্যাচার করা ইতিহাস-সিদ্ধ চিরন্তন ব্যাপার বলিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে ; তাহাতে ভাল-মন্দ বা সুখ-দুঃখের কথা বলিবার আমার অধিকার নাই। মা আমাকে সন্ন্যাসী সাজাইয়াছেন, সুতরাং আমার কাশীবাস ও কারাবাস উভয়ই সমান বলিয়া জ্ঞান করিতে হইয়াছে। কারাবাসে বসিয়া একদিন মনে মনে হইল, এ কারাবাস—কার আবাস ? মর্ম্ম ভেদ করিয়া কে যেন উত্তর দিল, "ইহাও মায়ের আবাস।" হৃদয় শীতল হইল, মনঃ প্রাণ গলিয়া গেল, মায়ের কৃপায় দেখিতে দেখিতে আপদের দিন নিরাপদে কাটিয়া গেল।

বিভীষিকাপূর্ণ মায়ের আবাসে নিবাস-কালে মায়ের অপরিসীম কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলাম। কাল-কিঙ্করোপম যে কারাধ্যক্ষগণের হুঙ্কারে, তর্জ্জন-গর্জ্জনে ও নিষ্ঠুরাচরণে সহস্র সহস্র কারাবাসী কাঁপিয়া উঠিত, তাঁহারা সকলেই আমার প্রতি শিষ্টাচারপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে একদিনও ত্রুটী করেন নাই। যে কয়েদিগণের অশিষ্ট ব্যবহারে কারাধ্যক্ষগণকেও সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত, সেই কয়েদিগণ যে আমাকে কত অনুরাগ করিত, আমার কত শুশ্রূষা করিত, তাহা মনে করিলে এখনও আমার মন তাহাদিগকে দেখিবার জন্য, তাহাদিগকে সদুপদেশপূর্ণ প্রবোধ-বচনে সান্ত্বনা করিবার জন্য ধাবিত হয়। আমার কারামোচন-কালে তাহাদের সোৎসুকচিত্তে সম্মিলন, অভিবাদন ও বিয়োগবিধুরতা জন্য অশ্রুমোচন মনে হইলে, প্রীতির উচ্ছ্বাসে আমার মর্ম্মস্থান ভাসিয়া যায়।

দৈব-দুর্ব্বিপাকে ও লোক-চক্রান্তে আমি যখন মিথ্যা মোকদ্দমার জন্য রাজদ্বারে অভিযুক্ত ও উপনীত হই, তখন হইতেই আমার কথা লইয়া কত লোকে কত কি বলিতে লাগিল, ও কত কি ভাবিতে লাগিল, আমার তাহা বলিবার বা ভাবিবার, বুঝিবার বা বুঝাইবার সামর্থ্য নাই। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মা ঘটে ঘটে বিরাজ করিয়া যাহাকে যেমন বুঝাইলেন সে তেমনি বুঝিল। আমি যে কার্য্যক্ষেত্রের সেবা করিতেছিলাম, তাহাতে আমার অদৃষ্টে এরূপ একটা উৎপাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্য মনে করি নাই। যুগে যুগে দেশে দেশে কত সাধু কত মহাত্মা বিনা অপরাধে ইহা হইতেও কত কঠোর ভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে মাদৃশ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের এ দুর্ঘটনা গণনীয়ই নহে।

এই দুর্ব্বিপত্তি-কালে ভবাদৃশ অনুরাগিবর্গ দূর দূর দেশ হইতে কত সহানুভূতি দেখাইয়া, কত আর্থিক সহায়তা করিয়া, কত আশ্বাস ও সাহস দিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন; আমি তখন মহাগোলযোগে পড়িয়া কাহাকেও কোন পত্রের উত্তর দানে বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অবকাশ পাই নাই, এজন্য বড়ই কুণ্ঠিত আছি। নিজ নিজ গুণে আমার সে সকল ত্রুটী ভুলিয়া যান। এক্ষণে এই শারদীয়া পূজার উপলক্ষে একবার কাশীধামে সমাগত হউন, আমি ভবাদৃশ ভক্ত সহিত সম্মিলিত হইয়া একবার মা যোগেশ্বরী অন্নপূর্ণার চরণে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হই। ইত্যলম্—

বিশ্ববিনিন্দিত—শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

পরিব্রাজকের সঙ্গীত। *

(সুর—"হরিনামামৃত পান সবে কর ভাই")

দীন দয়াময়ি মা ও দীন-তারিণী! তুমি দৈন্যদুখ্-নিবারিণী।

১। মা তোর লীলা বিচারে, আমায় রাখ্‌লি আঁধারে,
তথা লোক চলাচল, নাই কোলাহল, কে দেখে কারে ;—
দেখি, কুস্বপ্নে কাল-কিঙ্কর সব হুঙ্কারে দিন-যামিনী ॥

২। হ'লো করুণা মা তোর, ভাঙ্গলো কুস্বপ্নের ঘোর,
কাট্‌লো বিষম বিভীষিকা, হ'ল কাল রজনী ভোর ;—
হেঁসে দুর্গমে যে দিলে দেখা দুর্গতি-বিনাশিনী ॥

---

* পরিব্রাজক মহাশয়ের রচিত সঙ্গীত পুস্তকের ৯৮, ৯৯, ১০০ সংখ্যক সঙ্গীতে পরিব্রাজক স্বামি-মহোদয়ের বিরুদ্ধে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদিগের ষড়্‌যন্ত্রাদি ও মা যোগেশ্বরীর প্রত্যাদেশ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। আমি ছেলে যে অবোধ, কর ঘরে অবরোধ,
ও মা, পথে পথে আর খেলিতে হয় না সুখ বোধ ;—
রাঙ্গা চরণ তলে দাও মা শরণ মরণভয় বারিণি ॥
৪। স্বপ্নে কি জাগরণে, সুষুপ্তি কিবা ধ্যানে,
আমার জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, জন্মে কিংবা মরণে ;—
পরিব্রাজক বলে দেখি যেন মা রাঙ্গা চরণ দু'খানি ॥ ১০০॥

বেরিলি জেল হইতে মুক্ত হইয়া কয়েকজন ভদ্র ও সাধারণ লোক শ্রীমৎ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাশীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখে ও পত্রাদিতে শ্রীমৎ স্বামীজীর কারাবাসকালের বিবরণ যতদূর জানিতে পারিয়াছিলাম তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। পরিব্রাজক মহোদয়ের স্বভাবসিদ্ধ ভক্তি-বিগলিত-চিত্ত কারাগারে থাকিয়াও তথাকার লোকদিগকে ভগবদ্ভক্তির দ্বারা আনন্দ দান করিত। তাহাদের ভীষণ চরিত্র তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া সংশোধিত ও সৎসঙ্গলোলুপ হইয়াছিল, পাঠকবর্গ তাহারই ইতিবৃত্ত নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারিবেন।

"আমার নাম মনসেরু, নিবাস চকরৌতি পাহাড়, দুরদৃষ্ট ক্রমে আমি কিছুদিন বেরিলি কারাগারে আবদ্ধ ছিলাম। আমার বিদ্যমান কালে শ্রীস্বামীজী মহারাজ এই কারাগারে সমাগত হয়েন। তিনি আসিবামাত্র কারাবাসিবর্গের মধ্যে একটী মহারোল পড়িয়া গেল; তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ভাল মন্দ সকল কয়েদীই এক একবার দৌড়িল। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া অবধি মনে মনে তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিলাম, এবং যতদিন কারাগারে তাঁহার সহিত একত্রে ছিলাম, ততদিন তাঁহার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এরূপ সদাশয় মহাপুরুষকে পাইয়া আমরা কারাগারে বসিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিয়াছি। তাঁহার স্নানে, শয়নে, উপবেশনে, বহুজন তাঁহার সেবায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিযুক্ত থাকিত; তাঁহার সৎপরামর্শে ও সুপারিশে কত কয়েদী যে কত বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহা বলা যায় না। একদিন জেলখানায় বসিয়া কয়েকজন কয়েদী বলিল, 'স্বামীজী আপনি মহাপুরুষ, আপনার তো কোন ক্লেশই এখানে হইবে না; কিন্তু পরিশ্রম করিতে করিতে আমাদের অস্থি-চর্ম্ম-সার হইল, আমাদের প্রতি একটু দয়া প্রকাশ করুন।' তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'অচিরেই তোমাদের শ্রম লাঘব হইবে।' বলিতে কি, এক মাসের মধ্যেই বেরিলি জেলখানায় এত কাজ কমিয়া গেল, যে একচতুর্থাংশ কয়েদী দ্বারা সমস্ত কাজ সম্পন্ন হইতে লাগিল; বহুলোক আরাম, অবকাশ পাইল।

স্বামীজীর বেরিলি জেলে আসিবার পূর্ব্বে কয়েদিবর্গের প্রতি অতিশয় ও অসহ্য অত্যাচার হইত; কিন্তু তাঁহার সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে যেন কে সেই মহা অত্যাচারের প্রবল অনল নিবাইয়া দিল—কয়েদীর ভোজন, আচ্ছাদন ও আরামের বিশেষ ব্যবস্থা হইতে লাগিল। তাঁহার পবিত্র বাতাসে মঙ্গলের সৌগন্ধ বহিতে আরম্ভ হইল।

তাঁহার চাল-চলনে, কথোপকথনে সাহেব ও দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন; কয়েদিগণ তো তাঁহাকে প্রাণের পুত্তলি বলিয়া জানিত। কত লোকে কত মনের দুঃখ তাঁহাকে জানাইত ও তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ চাহিত; তাহাদের কামনা পূর্ণ হইলে তাহারা স্বামীজীকে তাহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিত, ও তাঁহার সেবা করিয়া সুখী হইত। হিন্দু-মুসলমানের বিচার নাই, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। একদিন একজন মুসলমান কয়েদী বলিল, 'কি কঠিন হৃদয় তাহাদের, যাহারা স্বামীজীকে কয়েদ করাইয়াছে; যদি বড় সাহেব অমত না করেন, তাহা হইলে স্বামীজীর হইয়া আমি কয়েদ খাটিতে স্বীকৃত আছি। স্বামীজীকে কারামুক্ত করিয়া দিন।' ইহা শুনিয়া অন্যান্য সকল কয়েদীই বলিয়া উঠিল যে, 'আমরা সকলেই স্বামীজীর কয়েদের ভাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইতে প্রস্তুত আছি; স্বামীজী এখনই জেলখানা হইতে নিজস্থানে যাউন।' এই সকল প্রীতিপূর্ণ কথা শুনিতে শুনিতে স্বামীজীর প্রফুল্ল-নেত্র বাষ্পাকুল হইয়া আসিল; তিনি বলিলেন, 'তোমাদের প্রীতি ও সহানুভূতিতে আমি সুখী হইলাম; তোমরা আমার স্নেহের সামগ্রী, তোমাদের ভাব দেখিয়া আমার জেলখানার সকল দুঃখের শান্তি হইল। আমি যে স্বদেশীয়বর্গের এমন মিষ্ট কথা শুনিতে পাইলাম, ইহাতেই আমার জীবন তৃপ্ত হইল।' জেলখানায় স্বামীজী নিজগুণে কর্ত্তৃপক্ষীয়-গণের প্রিয়পাত্র হওয়ায়, গুরুতর কার্য্যের ভার তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের অধীন হইয়াছিল। কত কয়েদী অসাবধানতা পূর্ব্বক কারাদণ্ড বিধির ব্যবস্থায় কঠিন দণ্ডাধীন হইলে, স্বামীজী এরূপ ভাবে সাহেব ও দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অব্যাহতি পাইত। অধিক বলিব কি, স্বামীজীর গুণে কারাগার আমাদের ক্লেশ ভূমি বলিয়া বোধ হইত না। তাঁহার কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীরা ভাবিতে লাগিল, যেন তাহারা আশ্রয়-শূন্য হইল। আমি তাঁহার চরদাস; তাঁহার কৃপায় আমার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হইয়াছে।

শ্রীমৎ স্বামীজীর কারামুক্তি হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি একদিন শেষ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বক্ষণে একটী বিচিত্র স্বপ্ন দেখি; সে স্বপ্ন যখনই মনে পড়ে, তখনই শরীর রোমাঞ্চ হয় ও হৃদয় পুলকে পূর্ণ হয়। সে স্বপ্নটী এই:—'আমি যেন বসিয়া আছি; দেখিলাম যেন আকাশ হইতে জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মধ্যচারী কতকগুলি কি আমা হইতে কিঞ্চিদ্দূরে নামিল, ক্রমে আমার দিকে আসিতে লাগিল। গৃহের দ্বারদেশ উন্মুক্ত ছিল; ঐ দ্বারের নিকটে তাহারা আসিলে আমি দেখিলাম, প্রথমে একজন শ্যামবর্ণ বিকট মূর্ত্তি, দীর্ঘাবয়ব, পুরুষ কি স্ত্রী তাহা বুঝিতে পারিলাম না, তাহার দিকে একবার তাকাইয়া দ্বিতীয়বার তাকাইতে আর ভরসা হইল না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী রূপবতী যুবতী পরিবেষ্টিতা কে এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরসুন্দরী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার রূপের তুলনা নাই; কেশের বেশের তেমন শোভা আমি আর কখনও দেখি নাই; মায়ের মত স্নেহমাখা মুখখানি। শ্যামবর্ণ লোকটীকে ঐ সুরসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ? কোথায়?" সেই লোকটী, আমি দেখিলাম, একখানি দিব্য পর্য্যঙ্কের উপরি উপবিষ্ট স্বামীজীর দিকে (স্বামীজী প্রতিদিন আমার অদূরেই শয়ন করিতেন) অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এই যে!" মা স্বামীজীর প্রতি তাকাইয়াই একটু অপূর্ব্ব হাঁসি হাঁসিলেন; সে হাঁসি আমার এখনও এক একবার মনে পড়ে; তখন জগতের সব ঐশ্বর্য্যও যেন তুচ্ছ বোধ হয়। জানি না, এই হাঁসি যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা উন্মাদগ্রস্ত না হইয়া কেমন করিয়া স্থির থাকিতে পারেন। অন্যান্য সুন্দরীগণ ভিন্ন ভিন্ন দিব্যাভরণ ভূষিত উচ্চ উচ্চ আসনে বসিলেন, ঐ লোকটী দাঁড়াইয়া থাকিল; আর ঐ ত্রিজগন্মোহিনী মা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্বামীজীর সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আর দেখিলাম ঐ লোকটীর কাছে যেন অনেক খাদ্য সামগ্রী রহিয়াছে; সেই ব্যক্তি মাকে বলিল, "উহাকে (আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া) কিছু খাইবার সামগ্রী দেওয়া যাউক, ও ব্যক্তি স্বামীজীর অনেক সেবা করিয়া থাকে।" মা বলিলেন, "হাঁ, দাও।" আমি মনে মনে ভাবিলাম, উহার হাত হইতে আমি তো কিছুতেই লইব না। মা অমনি ঈষৎ হাঁসিলেন, স্বয়ং হাতে করিয়া তিনখানি পাতলা পাতলা রুটীর মত কি আমার হাতে দিলেন।' আর আমাকে কে জাগাইয়া দিল; চক্ষু মেলিয়া দেখি, আমি কারাগারে শুইয়া আছি, আমার নিকটে স্বামীজী আপনার আসনে বসিয়া তাঁহার নিয়মানুসারে ইষ্টসাধনায় নিরত। সে দিন আমার হৃদয় যে কি স্বর্গীয় আনন্দে ভরা ছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমি স্বামীজীর সেবক ছিলাম, এখন শিষ্য হইলাম; আমার জন্ম সফল হইল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেরিলি কারাগারে অবস্থিতি-কালে শ্রীমৎ স্বামীজী যে সমস্ত সঙ্গীত ও দোঁহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার দুই একটী মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

নাম-মাহাত্ম্য।

(সুর—"বিরাজো মা হৃদ্ কমলাসনে")

আছে নিগূঢ় তত্ত্ব নাম-মাহাত্ম্য শাস্ত্র-বিচারে।
ও মা, তুই বড় কি নাম বড় তোর, দেখবো তা মা এইবারে॥

১। তব তত্ত্ব কে জানে, যোগী মত্ত যোগধ্যানে,
রজঃ সত্ত্ব তমোগুণ অনুসার, পূজে সবজনে ;—
জ্ঞানী জ্ঞান-বিচারে গায় তোমারে, সত্তারূপ সব আধারে॥

২। তোমার মায়ার কারখানা, নানা মুনির মত নানা,
তুমি অস্তি নাস্তির বহিঃস্থ মা কেউ তা জানে না ;—
তুমি যা হও তা হও, হও বা না হও, নাম তোমার ত্রিসংসারে॥

৩। ও মা কতই তোমার নাম, কালী কৃষ্ণ শিব রাম,
তোমায়, যে ডাকে যে নাম ধ'রে, তার পূরাও মনস্কাম ;—
তোমার নামের গুণে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শ্রীমন্ত পায় তোমারে॥

৪। নামে কি শক্তি আছে, ভক্তি ফিরে তার পাছে,
জ্ঞান, যুক্তি, ভুক্তি, মুক্তি রয় কাছে কাছে ;—
হয় ভয় বিমোচন, পলায় শমন, তোমার নামের হুঙ্কারে॥

৫। নামের মহিমা ভারি, কিছুই বুঝিতে নারি,
নিলে নামের শরণ, দাও মা চরণ, যাই বলিহারি ;—
পরিব্রাজকে দিলে দরশন কঠিন কারাগারে॥

(ও দীন-দয়াময়ী মা) (বিষম) ॥১০১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোঁহা।

অভিমান মহিমা লোক-প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠা বরাবর জান।
খৈর নহী হৈ খুশনামী বৈর বাঢ়াওনী খান॥
জবলো মীঠাই লিয়ে ফিরে চীল তবলো হৈ মুশকিল।
চোঁচসে মারে পঞ্জে ডারে লালচী কউয়া চীল॥
সমঝ লিয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ দুঃখদায়ী খুশনাম।
বেচৈন চীল গের দে মীঠা তবহী মিলে আরাম॥

নিজের অভিমান, মাহাত্ম্য, লোক-প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠার তুল্য বলিয়া জানিবে; যদি প্রতিষ্ঠাতে অভিমান নাও হয়, তাহা হইলেও প্রতিষ্ঠায় শত্রুতা বৃদ্ধি হইবেই। চিল যতক্ষণ মিঠাই মুখে করিয়া ঘুরিতে ফিরিতে থাকে, ততক্ষণই তাহার বিপদ ঘটে, কারণ অন্যান্য লোভী কাক ও চিলগুলি তাহার নিকট হইতে মিঠাই কাড়িয়া লইবার জন্য তাহাকে ঠোঁট দিয়া, পায়ের নখ দিয়া আঘাত করিতে থাকে; অতএব শ্রীকৃষ্ণানন্দ বুঝিতে পারিলেন যে, নাম প্রতিষ্ঠা এ সমস্তই দুঃখদায়ী; যতক্ষণ চিল মিঠাই ফেলিয়া না দেয়, ততক্ষণ অন্যান্য কাক চিলের উৎপাতে তাহাকে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়,; সে তখন আরাম পায়, যখন মিঠাই ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ খণ্ড।

—*—

—পূর্ণাহুতি—

শকাব্দ ১৮২১—১৮২৪

বঙ্গাব্দ ১৩০৬—১৩০৯

খৃষ্টাব্দ ১৮৯৯—১৯০২

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম অধ্যায়।

প্রচারক্ষেত্রে আবার পরিব্রাজক।

"ধরণী" পত্রের সম্পাদক মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি "ধর্ম্ম প্রচারক" কার্য্যধ্যক্ষ মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন ঃ—

ধর্ম্ম-প্রচারকের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় মান্যবরেষু—

প্রিয় মহাশয়, প্রীতিপূর্ণ সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। * * * ভক্তিভাজন স্বামীজী এখন কোথায়? স্বামীজীকে আমরা পূর্ব্ববৎ ভক্তির চক্ষেই দেখি। তাঁহাকে কু-লোকের চক্রান্তে অযথা ক্লেশ পাইতে হইয়াছে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অবশ্য ইহা হিন্দু-সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্যের বিষয়। * * * স্বামীজী অধঃপতিত হিন্দু সমাজকে বুক দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। যৎকালে দেশের অধিকাংশ স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া পরধর্ম্মের আশ্রয় লইতেছিল, সেইকালে স্বামীজী উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে সম্পূর্ণ ভাবে পথে আনিয়াছিলেন। স্বামীজী প্রকৃত মনুষ্যের নিকট চিরজীবনই আদর, সম্মান ও ভক্তি পাইবেন।

আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়াও একটা পরামর্শ দিতেছি। আবার স্বামীজীর দেশে দেশে সমাজকে আর একবার জাগ্রৎ করিবার জন্য বাহির হওয়া কর্ত্তব্য। সাধুর মান অপমান সমান। যিনি ধর্ম্মের জন্য একদিন প্রাণপণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নীরবে থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, একথা নিশ্চয়, তাঁহাদের অন্তঃকরণ সেই ভাবেই রহিয়াছে। লোকে বুঝুক, শিক্ষা করুক, ধর্ম্মবীর আপদে বিপদে কোন অবস্থাতেই বিচলিত হয়েন না। এ বিষয়ে আপনাদের অভিপ্রায় কি জানিতে ইচ্ছা করি।

প্রীতি বশংবদ—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়,
"ধরণী" (পত্রিকার) সম্পাদক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পত্রোত্তর।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "ধরণী" সম্পাদক মহাশয় ধর্ম্ম-পরায়ণেষু—

মহাশয়, লোক-ষড়্‌যন্ত্রজনিত বিষম বিভ্রাট হইতে মুক্ত হইয়া পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামীজী মহোদয় এক্ষণে কাশী যোগাশ্রমেই অবস্থান করিতেছেন। লোকের চটুল চক্রান্তে ও তাঁহার বক্তৃতা-ব্যাখ্যানাদি জন্য লোক-সংগ্রহে বিপুল শক্তি দেখিয়া বহুদিন হইতে প্রবল শক্তিমদ্‌বর্গের যে তীব্র দৃষ্টি পড়িয়াছিল, তাহারই কূট-কৌশল-জাল-জড়িত বিসদৃশ ব্যবস্থার ফলে শ্রীমৎ স্বামীজীকে এই লৌকিক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। স্বামীজী যে ধর্ম্ম-প্রচারের কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাহাতে তাঁহার যে বহু শত্রু হইবে, ইহা জানা কথা। এরূপ বিরুদ্ধাচরণ ও বিপত্তি তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মবীরের জীবনে সংঘটিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। যুগে যুগে, দেশে দেশে, ধর্ম্ম-প্রচারক ও সংস্কারক মহাত্মগণের প্রতি এরূপ অত্যাচার অনেক হইয়া গিয়াছে। এখনও কত লোকের যে কূটদৃষ্টির বহ্নিকণাকীর্ণ কিরণ-জাল তাঁহার প্রতি পতিত হইতেছে, তাহার সীমা নাই। স্বামীজীর নির্ম্মল প্রতিষ্ঠা ও প্রতিভাই চক্রান্ত-কারিগণের চক্ষুশূল হইয়াছিল। তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিভার হানি করিবার জন্যই এই ষড়্‌যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার প্রশংসায় মান ও নিন্দায় অপমান নাই। তিনি সদ্‌গুরুর সেবক, সদ্‌গুরু আদেশে ও ত্রিজগন্মাতার কৃপাশীর্ব্বাদে ভারতে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পুনঃ সঞ্চার করিয়া আসিতেছেন। লোক-জগতের কল্যাণ করা তাঁহার পবিত্র-ব্রত, জীবনান্ত পর্য্যন্ত সে ব্রত হইতে স্খলিত হইবেন না। তিনি বক্তৃতা করুন বা নাই করুন, তিনি যেখানেই বসেন বা বসিবেন, সেইখানেই লোকে বেষ্টন করিয়া বসে ও বসিবে এবং তাঁহার মুখের সৎকথামৃতধারা প্রেমবিগলিত হৃদয়ে পান করে ও করিবে। যে জগৎ-পালয়িত্রী নিজ জগতের কার্য্য-সেবার্থ শ্রীমৎ স্বামীজীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়োগ করিয়াছেন, তিনি যদি আবার স্বামীজীকে দেশে দেশে যাইবার প্রেরণা করেন, স্বামীজী তাহাই করিবেন; অথবা যেরূপ তাঁহার ব্যবস্থা, স্বামীজী তাহাই করিতে বাধ্য হইবেন। কার্য্যসাধনক্ষেত্রে তাঁহার ব্যবস্থা ব্যতীত স্বামীজীর নিজের কোন স্বাধীনতা আছে, ইহা তাঁহার ধারণা নাই। যাঁহার সেবক তিনি, সেই জগৎপ্রভুর ব্যবস্থানুবর্ত্তী থাকাই তাঁহার কার্য্য। তিনি লোক-হিতার্থ প্রভুপদ-সেবনে নিরন্তরই নিযুক্ত আছেন। ইতি—ধঃ প্রঃ কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রচারক্ষেত্রে পরিব্রাজক।

পুনরায় স্বধর্ম্ম-প্রচারের জন্য একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া, ১৩০৬ শালে (ইং১৮৯৯) ৺শ্যামাপূজার পর শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজী কলিকাতা যাত্রা কালীন শ্রীমদ্ বৈদ্যনাথধামে দেব-দর্শনার্থ গমন করিলে, তথায় স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিশেষ অনুরোধে একদিন বাবার মন্দির-প্রাঙ্গণে ও আর একদিন অপর একস্থানে তাঁহার দুইটী বক্তৃতা হইয়াছিল। এই স্থানে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের অন্যতম সহযোগী বিখ্যাত বক্তা ও পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিদ্যার্ণব মহাশয় বহুদিন পরে স্বামীজীকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং তিনি যে অকারণ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, এই কথা বলিতে বলিতে বিদ্যার্ণব মহাশয়ের অশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি স্বামীজীকে বহু সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া দেশের লোকের কৃতঘ্নতার জন্য বহু খেদ প্রকাশ করিলেন। অতঃপর তথা হইতে ভদ্রমণ্ডলী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া স্বামীজী জামতাড়ায় গমন করেন; তথায় চারিদিন বক্তৃতা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা ও নগরকীর্ত্তনাদি হওয়ায় সজ্জন শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে মহোৎসাহ ও ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। এখান হইতে স্বামীজী কলিকাতা যান, এবং কলিকাতা হইতে কাশী আসিয়া মাঘের অর্দ্ধকুম্ভ-যোগে প্রয়াগ গমন করেন।

অর্দ্ধকুম্ভে প্রয়াগে গমন। ১৮২১ শঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথায় তিনি যে কয়েকদিন ছিলেন, প্রত্যহ তাঁহাকে সাধুমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মার্থ ব্যাখ্যান ও উপদেশ দিতে হইত। সাধুগণ আবার তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন *। প্রয়াগধাম হইতে আসিয়া পরিব্রাজক মহাশয়কে ফাল্গুন মাসে আবার একবার কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল। এবার কাশী প্রত্যাগমনকালে বিহারের অন্তর্গত শেখপুরা-বাসিবর্গের অত্যন্ত আগ্রহ ও প্রীতিপূর্ণ প্রার্থনায় তথায় হিন্দী ভাষায় তিনি একটী সুদীর্ঘ মনোহারিণী বক্তৃতা করেন।

---

* প্রয়াগ কুম্ভমেলায় আমি স্বামীজীর সঙ্গে ছিলাম। তথায় দেখিলাম, আমরা গঙ্গা পার হইয়া পরপারে উপনীত হইবামাত্রই দুন্দুভি ও শঙ্খ নিনাদে স্বামীজীর আগমনবার্ত্তা সাধুমণ্ডলীর মধ্যে বিঘোষিত হইল। আর সমস্ত (গরীবদাসী সম্প্রদায়-ভুক্ত) সাধুরা "আরে হমারে সবসে বড়ে গুরু ভাই শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগয়ে"—বলিয়া সকলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার থাকিবার জন্য দিব্য বস্ত্রাবাসে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহার সুমধুর ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা সেখানে আবার শুনিলাম। সহস্র সহস্র গৃহস্থ ও নানা সম্প্রদায়ের সাধুগণ তাঁহার ব্যাখ্যান শুনিতে সমাগত হইলেন; ক্ষণ মধ্যে ভাগীরথীর সমগ্র সৈকত ভূমি (ঝুঁসির দিক্‌টা) গৈরিক বস্ত্রাচ্ছাদিত সাধুমণ্ডলী ও সজ্জন গৃহস্থবর্গের দ্বারা সুশোভিত হইয়া গেল। স্বামীজীর উচ্চ মধুর কণ্ঠস্বরের নিনাদে সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় পঞ্চ সহস্র শ্রোতার কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ হইয়া গেল। বহু লোকের সমাগম হইলেও, স্বামীজীর কণ্ঠধ্বনি সকলেই স্পষ্টতর রূপে শুনিতে পাইতেছিলেন। বক্তৃতাবসানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুরা আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় বস্ত্রাবাসে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য স্বামী কেশবানন্দজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও ভক্তি-সহকারে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দানুভব করিলাম, এবং বুঝিলাম কৃতজ্ঞ ভারত সন্তানগণ তাঁহার কৃত সদনুষ্ঠান ও মহোপকার ভুলিতে পারেন নাই।— স্বামীজীর জনৈক অনুরাগী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতঃপর বঙ্গের অন্যান্য অনেক সভা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে তাঁহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ও তাঁহার মুখের অমৃতময়ী ভাগবতী কথা শুনিবার জন্য অনেক অনুরোধ পত্র আসিলেও, পঞ্জাব রাউলপিণ্ডী হরিসভার বিশেষ আমন্ত্রণে বাধ্য হইয়া তিনি তখন আর কোথাও যাইতে পারিলেন না। আমরা নিম্নে স্বামীজীর একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহাতে তাঁহার প্রচারকার্য্যের প্রকৃতির ও তাঁহার এতৎ সম্বন্ধে উদ্দেশ্য বিষয়ের কিছু কিছু বিবরণ জানা যাইবে। পত্রখানি শ্রীমৎ স্বামীজী ১৩ই ফাল্গুন, ১৩০৬ শালে কলিকাতা হইতে মুঙ্গেরের শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ ঘোষ মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন :—

সচ্চিদানন্দ নিকেতনেষু—

আপনি ৺ পূজার পর কাশী হইতে চলিয়া আসিলে, আমি ৺ শ্যামাপূজা পর্য্যন্ত তথায় ছিলাম। তৎপরে বৈদ্যনাথ দর্শনে যাই; তথায় চারি দিন ছিলাম। "অমৃত-বাজারের" শিশির বাবু, রঙ্গপুরের কয়েকজন জমীদার ও অনেকগুলি ভদ্রলোকের অনুরোধে তথায় দুইটী বক্তৃতা করিতে বাধ্য হই। তথা হইতে জামতাড়ার ভদ্রমণ্ডলী কর্ত্তৃক অত্যন্ত অনুরুদ্ধ ও আহূত হওয়ায়, তথায় ৩।৪টী বক্তৃতা করি। তৎপর কলিকাতা, বরাহনগর আদি হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে ভক্তিমদ্বর্গের অনুরোধে, কুণ্ডলা, রামপুরহাট, চাতরা, পাকুড়, কাজরা, লক্ষ্মীসরাই, শেখপুরা, বাঁকীপুর হইয়া কাশী উপস্থিত হই।

তথায় কিছুদিন থাকার পর মাঘমাসে প্রয়াগ অর্দ্ধকুম্ভ-যোগে গমন করিয়াছিলাম। প্রয়াগের ত্রিবেণীতটে কয়েক দিন থাকিয়া সাধুমণ্ডলীর সম্মিলনে তৃপ্তি লাভ করি। মুঙ্গের সভার আহ্বানেও যাইবার অবকাশ পাই নাই। ছাপরা ও শিরাজগঞ্জ সভায় যাইবার জন্য বিশেষ অনুরুদ্ধ হইলেও যাইবার ইচ্ছা হইল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার ব্যাখ্যান ও বক্তৃতায় গভর্ণমেণ্টের এখনও অতি তীব্র দৃষ্টি রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট আমার সম্বন্ধে অতি ভ্রমে পড়িয়াছেন; আমি কখন রাজনৈতিক আন্দোলন করি নাই, করিতে কখনও ইচ্ছাও হয় নাই; কেবল ব্যাখ্যান কালে লোক-সংগ্রহের আতিশয্য দেখিয়াই গভর্ণমেণ্টের এই বিষদৃষ্টি! আমি জামতাড়া হইতে আসিলে তথাকার ডেপুটী কমিশনারের কাছে Inspector of General of Detective Police এর এক পত্র যায় যে,—স্বামীজীকে এখানে আনিল কে, কোথায় তাঁহার বাসা হইয়াছিল, কি কি বক্তৃতা করিলেন ইতি ইতি। সভা সমিতিতে ব্যাখ্যান দিতে আর প্রবৃত্তি নাই; তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ভক্তিমদ্বর্গ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসু হইলে, তাঁহাদিগকে উপদেশ দিব মাত্র, আর আমার নিজ সাধনাদি করিব। এ জগতে আর কয়েক বর্ষ মাত্রই আমাকে থাকিতে হইবে *; সুতরাং নিজধামে যাত্রার আয়োজনেই ব্যস্ত থাকিব। লোকের গণ্ডগোলে আর থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না; কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া এক্ষণে নীরবে থাকিতেই ইচ্ছা। লোক-সেবার কার্য্য আমার যতটুকু করিবার হুকুম ছিল, তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন মা'র সেবাই করিব।

কয়েক দিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছি; অনেক লোকেই প্রত্যহ সৎ-কথা শুনিতে আসিতেছে। ৪।৫ দিন পরেই এখান হইতে কাশী যাত্রা করিব।

শ্রীমান্ সদানন্দের † উন্নতিতে বড় সুখী হইলাম। আপনি সরল প্রকৃতি ও সাধুচিত্ত, বিপদ্ আপদে ব্যাকুল হইবেন না। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে বিপদ্‌ও সম্পদ্ হইয়া দাঁড়ায়।

মুঙ্গেরে শ্রীমান্ রমেশ, গুরুজী ও অন্যান্য প্রেমিক জিজ্ঞাসুগণকে এ দেহের কুশলাদি জানাইবেন। শুভমস্তু—শুভার্থী—শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

* ইহা দ্বারা তিনি কয়েক বৎসর মধ্যেই যে মহাসমাধি লাভ করিবেন তাহার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

† শ্রীযুক্ত সদানন্দ ঘোষ মহাশয় অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের "চীফ্ অডিটর" পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়া ৺কাশীধামে বাস করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামীজীর পঞ্জাব ভ্রমণ।

রাউলপিণ্ডী হরিসভার নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া শ্রীমৎ স্বামীজী মহোদয় পঞ্জাব যাত্রা করেন। বারাণসী হইতে রাউলপিণ্ডী যাইবার পথে তিনি অমৃতসরে নামিয়া তথায় "দরবার-সাহেব" দর্শন করিয়া ষ্টেশনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সন্ধ্যায় পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল; পর দিন অতি প্রত্যুষে "লালামুসা" ষ্টেশনে রাউলপিণ্ডী যাইবার জন্য গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইল। পথে বিতস্তা, বিপাশা ও চন্দ্রভাগা আদি পুণ্যতোয়া নদীগুলি দর্শন করিয়া স্বামীজী বড়ই প্রীতি লাভ করিলেন। ঝিলামের তহশীলদার মহাশয় শ্রীমৎ স্বামীজীকে তথায় ৩।৪ দিন বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবকাশাভাবে স্বামীজী তাঁহার আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। পথে কত মৃন্ময় পাহাড়. শিলাময় পার্ব্বত্যপথ, সুরঙ্গ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তাপে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে স্বামীজী বেলা দুইপ্রহরের সময় রাউলপিণ্ডী ষ্টেশনে পৌছিলেন। একটী কুলী আসিয়া তাঁহার সঙ্গের সামগ্রীগুলি গাড়ী হইতে নামাইয়া বাহিরে লইয়া গেল; তখন হরিসভার সভাপতি ও স্বামীজীর বাল্য-সখা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (কণ্ট্রোলার জেনারেল আফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী) প্রমুখ কয়েকজন ভদ্রলোক ও কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া স্বামীজীকে সাদরে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ফিটনে করিয়া বাসা বাটীতে লইয়া গেলেন। বহুদিনের পর স্বামীজী সহ সম্মিলিত হইয়া শশিবাবুর প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল। স্বামীজী যে কয়দিন রাউলপিণ্ডীতে ছিলেন, তথাকার ভদ্রোমহোদয়গণ শিষ্টাচারপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা তাঁহাকে যত্ন করিয়াছিলেন।

কয়েক দিন রাউলপিণ্ডীর হরিসভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক মহোৎসব অতি সমারোহ পূর্ব্বক সুসম্পন্ন হইয়া গেল। কয়েক দিন প্রত্যহ প্রাতঃকালে সভা-গৃহে শ্রীমন্নারায়ণের বিহিত উপচার সহ পূজা, চণ্ডীপাঠ, বেদ পাঠ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে সাধু ও ব্রাহ্মণ ভোজন হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরাহ্ণে স্বামীজী মহোদয়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অমৃতময়ী বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলী মনঃপ্রাণ সুশীতল করিতেন। সুবিস্তীর্ণ সভা-মণ্ডপ বাঙ্গালী ও পঞ্জাব-নিবাসী হিন্দু ও শিখসম্প্রদায়ভুক্ত এবং "আর্য্য-সমাজী"বর্গের দ্বারা পরিপূর্ণ হইত। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই অধিক থাকিতেন। শ্রীমৎ স্বামীজীর সুললিত হিন্দী বক্তৃতার মধুর রসোল্লাসে এ প্রদেশে প্রেমের প্রবল লহরী বহিয়া গেল, সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার প্রতি সম্মান ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব মধুর ভাষায় ব্যাখ্যাত হওয়াতে, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মানুরাগের সঞ্চার হইল। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের মধুর নিনাদে সকলের হৃদয়ই তৃপ্তিলাভ করিল। হরিসভা রাউলপিণ্ডী ক্যাণ্টনমেণ্টে প্রতিষ্ঠিত; এজন্য সহরনিবাসী সকলের পক্ষে বক্তৃতা শ্রবণ করিবার বিশেষ অসুবিধা হইত। তন্নিমিত্ত সহরবাসিবর্গের অনুরোধে সহরের প্রসিদ্ধ ধনী-ভক্ত শ্রীমান্ বুটা সিং রায় বাহাদুর নামক একজন প্রধান শিখ স্বামীজীকে আহ্বান করিয়া লইয়া যান, এবং তাঁহার গ্রন্থ-সাহেবের দরবার-ভবনে স্বামীজীকে সম্মান সহ অভ্যর্থনা করেন। তথায় স্বামীজী (যেখানে শিখ আচার্য্যগণ ভিন্ন অন্যের উপদেশ দিবার অধিকার নাই) একটী ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন ; প্রেমাশ্রু-ধারায় শ্রোতৃবর্গের প্রাণমন শীতল হইয়া গেল। আর একদিন শ্রীযুক্ত বুটা সিংহের বৃহৎ বিদ্যালয়ে সভার সমাবেশ হয়। সে সভায় বিদ্বান্ সন্ন্যাসিগণ, শিখগুরু ও আচার্য্যগণ, ব্যারিষ্টার, উকীল ও অন্যান্য শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্তগণের সমাগমে বিপুল জনতা হইয়াছিল। শ্রীমৎ স্বামীজী মহোদয় "ভারতীয়-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় একটী সুললিত, সুদীর্ঘ ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। শ্রোতা মাত্রেই আনন্দিত ও মোহিত হইলেন। ভারতীয় ধর্ম্মের বীর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ প্রতিভা প্রত্যেকের হৃদয়েই প্রতিবিম্বিত হইল। বক্তৃতাবসানে সুযোগ্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জানকীনাথজী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অতি উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্বামীজীর বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামীজী রাউলপিণ্ডী সভার মহোৎসব সম্পন্ন হওয়ার পর পবিত্র সিন্ধুনদে স্নান করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তথাকার ধর্ম্মশীল বাঙ্গালী বাবুদের মধ্যেও অনেকের স্বামীজীর সঙ্গে যাইবার জন্য উৎসাহ জন্মিল; কিন্তু ঐ সময় চীন মহা-সংগ্রামের উদ্যোগ, আয়োজন, ব্যবস্থা অধিকাংশই রাউলপিণ্ডী হইতে হইতেছে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কর্ম্মচারিবর্গকে ছাড়িতে পারিলেন না, কেবল স্বামীজীর বাল্যসখা ও সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত শশিবাবু কোন প্রকারে দুই দিনের অবকাশ গ্রহণ করিয়া স্বামীজীর সহযাত্রী হইলেন। ২৭এ আষাঢ় রাত্রির ট্রেণে যাত্রা করিয়া তাঁহারা পরদিন প্রাতে "আটকে" আসিয়া পৌছিলেন। পূর্ব্বের সূচনানুসারে আটকের কমিশেরিয়েটের বাবু নেহালচাঁদ ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা শকটারোহণে সিন্ধু তীরে আসিয়া পৌছিলেন। সিন্ধুনদ মহা-গর্জ্জনে পর্ব্বত মালার মধ্য দিয়া অতিবেগে প্রবাহিত। ষ্টেশনের নিকটেই সিন্ধুর উপর রেলওয়ে সেতু বিনির্ম্মিত হইয়াছে। সেতুর উপর দিয়া রেলগাড়ী ও নিম্নতলে পাদচারী পথিকগণের গমনাগমনের রাস্তা আছে।

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, কাবেরী আদি যেমন পবিত্র নদী, সিন্ধুও তেমনি শাস্ত্রোক্ত পবিত্র নদ। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিমদিকে সিন্ধুনদ; এই মহা বেগশালী নদীদ্বয় যথাক্রমে বঙ্গোপসাগরে ও আরবসাগরে পতিত হইতেছে। এই নদদ্বয়ের মধ্যভূমিতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী আদি নির্ম্মল-নীরময়ী নদীগুলি ক্রীড়া করিয়া আর্য্য-ভূমিকে পুণ্যভূমি করিয়া রাখিয়াছে।

২৮এ আষাঢ় পূর্ণিমা তিথিতে পবিত্র সিন্ধু নদের তটে দুর্গের নিকটে স্নানের ঘাটে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সিন্ধুর খরতর স্রোতময় অতি শীতল সলিলে স্নান করিয়া স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গিগণ পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। সিন্ধুর জল এত শীতল যে, গ্রীষ্মকালেও দুই-চার মিনিট জলমগ্ন থাকা দুঃসাধ্য, ক্ষণমধ্যে হস্তপদ হিমে অবশ হইয়া আসে। ঘাটের ধারে একটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিষ্কার শিবালয় আছে; কিন্তু তথায় মহাদেবের পূজার কোন ব্যবস্থা নাই। যাত্রিগণ সময় সময় আসিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। ভোজনের ব্যবস্থা সমস্ত ঠিকই ছিল; সেইখানেই তাঁহারা ভোজন সমাপ্ত করিয়া লইলেন। আটকের পর-পারেই যবনদেশ; আটকের পর-পারে হিন্দুর যাইবার কথা নহে; গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তবে আজকাল পেটের দায়ে সেই অগম্য দেশেও সহস্র সহস্র হিন্দু চাকুরী করিতে গিয়াছেন। সিন্ধুনদ দেখিয়া সিন্ধু-কূলে বসিয়া স্বামীজী যে সঙ্গীতটী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

রাগিণী লগ্নী—তাল জৎ

("চঞ্চল মানস বিনাশ আশাপাশ"—গানের সুর)

অবনত শিরে, শীতল নীরে,
কল্লোলিত সিন্ধু ধাবিত হে।
১। অগাধ সলিলে, প্রচণ্ড প্রবাহ,
গভীর গর্জ্জন নাদিত হে—
পুণ্যতোয় তুমি, সমাগত আমি,
তব তটে, সুর সেবিত হে॥
২। অভ্র ভেদি গিরি পর্ব্বতমালা,
তটে তটে তব সজ্জিত হে—
তব নীর নাদে, মিশাইয়াছিল,
ভারতবীর জয়-সঙ্গীত হে॥
৩। পাঠান মোগল, আফগান কাবুল,
করিল ভারত লুণ্ঠিত হে—
লয়ে বীর সেনা, ধাইল বেগে,
বিজয় লভিল বীর রণজিত হে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। লক্ষ লক্ষ বীর, শির সারি সারি,
আছিল তব তটে পতিত হে—
রুধির ধারা, তোমারি বারি
করিয়াছিল রঞ্জিত হে ॥
৫। তব তটে আটকে দুর্জ্জয় দুর্গ,
সম্রাট সেনা ছিল পূরিত হে—
পরে পরে যারা, কোথা গেল তারা,
কেহ নাই, কেহ নাই জীবিত হে ॥
৬। কত জয় পতাকা, উঠিতে পড়িতে,
দেখিলে সিন্ধু তুমি তে হে—
রাজা রাজ্যেশ্বর কে কোথা লুকাইল,
কিন্তু এখনও তুমি প্রবাহিত হে ॥
৭। যে পদ পরশে, চিরঞ্জীবী তুমি,
সে পদ তবোদকে প্রার্থিত হে—
তোমারই প্রসাদে, দীন পরিব্রাজক
থাকে যেন চির-চরণাশ্রিত হে ॥ ১০৩ ॥

সিন্ধু-স্নান করিয়া স্বামীজী অপরাহ্ণের ট্রেণে ব্রিটিশ-সিংহের ভারত সাম্রাজ্যের সীমান্ত সহর পেশোয়ার দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। পূর্ব্ব সূচনানুযায়ী দামোদর দাস নামক জনৈক ভদ্রলোক গাড়ী লইয়া তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তখন আষাঢ় মাস শেষ হইতেছিল; কিন্তু তখনও সে দেশে বৃষ্টির নাম গন্ধও নাই। পেশোয়ারের পথঘাট বেশ পরিষ্কার, দোকানপাট পরিপাটী; ফলমূল মেওয়া তথায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য আফগানিস্থান-বাসিবর্গের পেশোয়ার-ই প্রধান হাট। এদেশে পরাক্রান্ত পাঠান জাতিরই বাস অধিক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দু অতি বিরল। স্বামীজী পেশোয়ারের প্রধান প্রধান স্থানগুলি, গোরক্ষ সম্প্রদায়ের পুষ্পবাটিকা সহ সুপ্রসিদ্ধ শিবালয়, আশামারীর মন্দির, সনাতন ধর্ম্মসভা, আর্য্যসভা দেখিলেন। আশামারীর মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামীজীর সৎকার করিলেন। স্বামীজী এই স্থান হইতে "জামরুদ দুর্গ" ও "খাইবার পাশ" আদি দেখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সব পথ তখন নিরুপদ্রব ছিল না. সুতরাং সেই দুর্গম পথে আর যাওয়া ঘটিল না।

এই সকল স্থান দেখিয়া স্বামীজী শকটারোহণে পেশোয়ার ক্যাণ্টনমেণ্টে আসিয়া পৌছিলেন; তথাকার বড়বাবু শ্রীযুক্ত পূর্ণবাবুর ভবনে তাঁহাদের আতিথ্যের ব্যবস্থা ছিল। পূর্ণবাবু স্বামীজীকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। স্বামীজী সেখানে একদিন থাকিয়া তত্রস্থ ধর্ম্মপিপাসু-বর্গকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সেই দিনই রাত্রি ১১টার ট্রেণে উঠিয়া রাত্রি ৩টার সময় "হাসান আবদাল" নামক ষ্টেশনে আসিয়া নামিলেন। তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল; চারিদিক অন্ধকারাবৃত। শিখদিগের মহাতীর্থ "পাঞ্জাসর" দর্শনার্থ স্বামীজীকে এই স্থানে নামিতে হইল। ষ্টেশন হইতে "পাঞ্জাসর" এক মাইলের অধিক হইবে না। বৃষ্টির জন্য পথ কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হইয়াছিল, কিন্তু তবুও অনেক যাত্রীই সেই পথ ধরিয়া যাইতেছিল। ধীরে ধীরে তাঁহারা পথ অতিক্রম করিয়া "পাঞ্জাসরে" পৌছিয়াই দূর হইতে বালকণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত ও মৃদঙ্গ মন্দিরার ঝঙ্কার শুনিতে পাইলেন। ধর্ম্মশালাতে তাঁহারা বাসা লইলেন। এ স্থানটীকে শিখেরা তীর্থ বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে। এ স্থানটীর যে ইতিবৃত্ত আছে, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :—

শিখদের প্রথম ধর্ম্মগুরু মহাত্মা নানক ভগবদ্-প্রেমোন্মাদে বিভোর হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এই জনশূন্য ভূভাগে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন পথক্লান্তি বশতঃ দারুণ জল পিপাসায় তিনি কাতর হইয়াছিলেন। অথচ চতুর্দ্দিকেই বিশুষ্ক ভূমি, কোথাও জলাশয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম গন্ধ নাই। তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠে ভ্রমণ করিতে করিতে নানকজী পাহাড়ে একটী সাধুর আশ্রম দেখিতে পাইলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি সেখানে সাধুর নিকট জল প্রার্থনা করিলেন। সাধু মুসলমান, তিনি তাঁহাকে সন্ন্যাসী জানিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি তুমি তো সন্ন্যাসী তোমাকেও জলের জন্য পরের দ্বারে আসিয়া ভিক্ষা করিতে হয়; নিজশক্তি বলে "কেরামত" (বিভূতি) দেখাইয়া জল সৃষ্টি করিতে পার না?" ভক্ত নানক তদুত্তরে বলিলেন, "আমার তো নিজ-শক্তি কিছুই নাই, আমার চলিবার, বলিবার, দেখিবার, খাইবার শক্তিও সেই প্রভুর নিকট পাইতেছি। তাঁহার শক্তিতেই এই সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্র ও সাগর-শৈল পরিবেষ্টিত ধরণীর বিকাশ; তাঁহার আজ্ঞা না হইলে একটী গাছের পাতাও নড়িতে পারে না!" তখন ফকির তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "তোমার কোন কেরামত নাই, তবে তুমি কিরূপ ফকির?" তখন নানক বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি সাধুও নহি, সিদ্ধও নহি, আমি প্রভুর দাস মাত্র। আমার কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই বটে, তবে প্রভু ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারেন। যদি তুমি জল নাই দাও, তবে আমি দীন দয়াল প্রভুর কাছে জল চাহিয়া লই।" অতঃপর নানক একখানি শিলাখণ্ডের উপর কর পল্লবের আঘাত করিয়া বাপের কাছে ছেলে যেমন আবদার করিয়া চায় সেইরূপ বলিলেন, প্রভো! পিপাসু আমি, আমাকে জল দাও। ভক্তের এই কাতরধ্বনি কেবল উপত্যকা আকাশকে শব্দায়িত করিল না, ত্রিজগৎ গগন ভেদ করিয়া অনাদ্যা শক্তিকে স্পন্দিত করিল! "অসম্ভব যাঁহাতে সম্ভব" সেই মহা শক্তির প্রবাহ বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল, শিলাখণ্ড ভেদ করিয়া, জলধারা ফুটিয়া বাহির হইল; তৃষ্ণার্ত্ত নানক প্রভুর কৃপা বারিধারা প্রবাহিত সুশীতল জল পানে তৃপ্ত হইলেন। মুসলমান ফকির ভক্তের এই অদ্ভুত বিভূতি দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। এই জলধারা আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধ হইল না, ভগীরথের গঙ্গার ধারার ন্যায় নানক-নির্ঝরিণীও চিরপ্রবাহিণী থাকিল! নানকের দেহ ধরাধাম হইতে কত কাল হইল লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল ভক্তির নীর-প্রবাহ এখনও তাঁহার সৎকীর্ত্তি কথা কীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে! "পাঞ্জা" (করপল্লব) "সর" (জলাশয়); নানকের এই "পাঞ্জাসর" একটী কূণ্ডের আকারে এক্ষণে প্রতিষ্ঠিত; সেইখানে একখানি বৃহৎ শিলাখণ্ডে নানকের করপল্লব অঙ্কিত আছে। তথাকার শীতল জল পানে ও স্নানে শরীর জুড়াইয়া যায়, মন প্রাণ প্রফুল্ল হয়। "পাঞ্জাসরের" উপর একটী ছোট খাটো "দরবার সাহেব"; তথায় গ্রন্থ-সাহেবের প্রতিষ্ঠা আছে। শিখ-গুরুগণ নিত্য গ্রন্থ-সাহেবের পূজা, পাঠ ও ভোগরাগাদির দ্বারা সেবা করিয়া থাকেন। রাত্রি শেষে এই গুরু-দরবার হইতেই গীত-বাদ্যের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থ-সাহেবের সেবায়েতগণ শ্রীমৎ স্বামীজীকে অতিশয় সৎকারসহ অভ্যর্থনা করিলেন এবং বিনীতভাবে তাঁহাদের দীনতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনার ন্যায় মহাত্মাকে যথোচিত সৎকার করিতে পারিলাম না।" স্বামীজীও শিষ্টাচারপূর্ণ বাক্যে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। তথায় প্রসাদাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বেলা দু'টার পর হাসান-আবদাল হইতে রেলপথে যাত্রা করিয়া ৪টার পর তাঁহারা রাউলপিণ্ডীতে পুনরাগত হইলেন। তথাকার ভদ্রমণ্ডলীর নিতান্ত আগ্রহে শ্রীমৎ স্বামীজীকে তথায় আরও ২।৩ দিন থাকিতে হইল। বাঙ্গালী পরিবারবর্গের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামীজী সেখানে বাঙ্গলা ভাষায় "গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী অতি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন; সেইদিন রাত্রিতেই তাঁহারা রাউলপিণ্ডী ত্যাগ করিলেন। অনেক সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনার্থ ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত রাত্রি ও তৎপরদিন গাড়ীতে বসিয়া আম্বালা ও পরে দিল্লী আসিয়া পৌছিলেন। গাড়ীতে আসিতে আসিতে অনেক আরোহী তাঁহাদের গাড়ীতে উঠিল। এই অবকাশে একজন দেশীয় রাজার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সেই গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন; তিনি স্বামীজীকে চাক্ষুষ কখনও দেখেন নাই; তবে তাহার নাম ও প্রতিষ্ঠা সংবাদপত্রে ও লোকমুখে শুনিয়াছেন। তাঁহারা কাশীতে থাকেন শুনিয়া তিনি স্বামীজীর সংবাদ ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারই সম্মুখে যে স্বামীজী উপবিষ্ট, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি তাঁহার নিকটেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং দুষ্ট লোকের চক্রান্তে তাঁহার ন্যায় একজন দেশহিতৈষী পুরুষ বৃথা ক্লেশ পাইলেন, এবং তিনি আবদ্ধ থাকায় ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মক্ষেত্রের ও সমাজের যে কত ক্ষতি হইল, এই সকল সমালোচনা করিয়া অনেক আক্ষেপ করিলেন। এখন লোকের মন বিদ্বেষ-ঈর্ষ্যাদিতে যে কত সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, তাহার নানা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতঃপর সেই ভদ্রলোক যখন স্বামীজীর পরিচয় পাইলেন, তখন অতিশয় হর্ষপ্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া অনেক ধর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি শাহারাণপুর পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় লইলেন। স্বামীজী মুরাদনগরে নামিয়া মুরাদনগর হইতে গাজীয়াবাদ ষ্টেশনে আসিয়া নামিলেন। তথায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া স্বামীজী পুনরায় ট্রেণে চড়িয়া হাত্রাস ষ্টেশনে মথুরামণ্ডল দর্শনের জন্য গাড়ী পরিবর্ত্তন করিলেন। মথুরায় পৌছিয়া স্বামীজী দ্বারকাধীশকে দর্শন করিলেন, এবং তথা হইতে একদিন শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে গমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যমুনাতটে অপূর্ব্ব মধুর লীলা স্মরণ করিয়া স্বামীজী বিমুগ্ধ নেত্রে বার বার শ্রীবৃন্দাবনের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন ভাবিতে লাগিলেন, „ব্রহ্মাদি-জয়-সংরূঢ়-দর্প-কন্দর্প-দর্পহা" ভগবান্ এই খানেই গোলকলীলার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতারণা করিয়া সংসার পবিত্র করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত দর্শনীয় কুঞ্জ, মন্দিরাদি দর্শন করিয়া তাঁহারা পুনরায় মথুরায় প্রত্যাগত হইলেন। তৎপরদিন স্বামীজী তথা হইতে যাত্রা করিয়া যথাসময়ে বিশ্বনাথপুরী শ্রীকাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। *

(পূর্ণাহুতি)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীমৎ স্বামীজীর শেষ প্রচার।

১৮২২ শকাব্দের ২২এ অগ্রহায়ণ হইতে ১১ই মাঘ পর্য্যন্ত শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহোদয় প্রচার কার্য্য ও তীর্থ-দর্শন জন্য বহুস্থান

ডিসেম্বর, ১৯০০ হইতে জানুয়ারী, ১৯০১ পর্য্যন্ত।

ভ্রমণ করিয়া আবার কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতায় তিনি যে স্থানে থাকিতেন, তথায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের সমাগম হইত। তাঁহাদের উত্থাপিত নানা জটিল সংশয়পূর্ণ প্রশ্নরাশির মীমাংসা পূর্ব্বক তিনি সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন। তাঁহার সুমধুর শাস্ত্রানুকূল ধর্ম্মব্যাখ্যা-শ্রবণে সকলেই তৃপ্তি লাভ করিতেন। ইতঃমধ্যে তিনি অনুরুদ্ধ ও আমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতা হইতে বীরভূম জেলার কুণ্ডলায় আগমন করেন। তথায় তাঁহার পরম ভক্ত জমীদার ৺দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমারোহপূর্ণ

---

* এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শ্রীমৎ স্বামীজীর সহযাত্রী একজন সন্ন্যাসীর লেখ হইতে সঙ্কলিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দানসাগর শ্রাদ্ধ কালে সমাগত বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সভায় "মানবের শেষদিন" সম্বন্ধে স্বামীজী একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বাগ্মাধুর্য্যে কি পণ্ডিত কি অপণ্ডিত সকলেরই হৃদয় বিগলিত ও নেত্র প্রেমাশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারই বিরচিত দুইটী সঙ্গীতের সুরসাল তানে বহু জনাকীর্ণ সভা কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়াছিল।

ঘুঘুমারীর উৎসবে আগমন।

কুণ্ডলা হইতে নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামীজী কুচবিহার ঘুঘুমারীর হরি-সভার দ্বাদশ-বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে তথায় গমন করেন। তাঁহার অভ্যর্থনায় কুচবিহার রেলওয়ে ষ্টেশন অতিশয় লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। তোয়রসা নদীর তটবর্ত্তিনী সুসজ্জিতা উৎসব সভায় স্বামীজী ক্রমান্বয়ে তিন দিন বক্তৃতা করেন। প্রতিদিন শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীতে বিশাল-সভামণ্ডপ পরিপূর্ণ হইত। উৎসাহ ও ভক্তি সমাবিষ্ট চিত্তে সকলেই বক্তার মুখনিঃসৃত অপূর্ব্ব মধুর ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। উৎসবে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের অনেক গুলি দল ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে জনসাধারণের হৃদয় পবিত্র করিতেছিল। কুচবিহার ব্রাহ্ম-প্রধান স্থান; স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে বিশেষতঃ ছাত্রেরা না যায়, এ জন্য ব্রাহ্মসমাজের ও কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের প্রয়াসের অভাব ছিল না; কিন্তু কুচবিহার সহরবাসী ভদ্রলোকের ও কলেজের ছাত্রবর্গের উৎসাহ ও আগ্রহে তথাকার কালীবাড়ীর সম্মুখে বিশাল চন্দ্রাতপের ছায়ায় স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত মধুর বাণী শ্রোতারা আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে শ্রবণ করিলেন। বৃষ্টিতে সেদিন চারিদিক জলে থৈ থৈ করিতেছিল; তথাপি সহস্রাধিক শ্রোতা স্বামীজীর মুখে ধর্ম্মের কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া সেই জলের মধ্যে কেহ বা দাঁড়াইয়া কেহ বা বসিয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছিলেন। সেই দিন ব্রাহ্ম-সমাজেরও বার্ষিকোৎসব; তাঁহাদের উৎসব-গৃহ সুন্দর সজ্জিত ও তাহা শ্রোতৃবর্গের সুখে শুনিবার উপযোগী আবাস হইলেও সেখানে ব্যাখ্যান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিতে কতিপয় মাত্র লোকেরই সমাগম হইয়াছিল। তাঁহারা স্বামীজীর নিন্দাবাদ প্রচারেও ক্ষান্ত থাকেন নাই; কিন্তু স্বামীজী নিজ নিন্দাবাদে দুঃখিত বা নিস্তেজ হ'ন নাই।

কুচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত মাথাভাঙ্গা, ফুলবাড়ী, দিনহাটা—প্রভৃতি স্থান সমূহের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ স্বামীজীর উপদেশ শ্রবণার্থ আগ্রহ ও তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অবকাশাভাবে স্বামীজী তাঁহাদের আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই; কেবল আসিবার পথে তিনি দিনহাটায় একদিন থাকিয়া তথাকার স্কুল-গৃহে একটী বক্তৃতা করেন; তাহাতে তথাকার সবডিভিশনাল অফিসার হইতে বালকগণ পর্য্যন্ত সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে যাত্রা।

দিনহাটা হইতে স্বামীজী কলিকাতায় আসিয়া কয়েক দিন অবস্থিতি করেন। সে কয়েক দিনও তিনি পূর্ব্ববারের মত ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া বহু লোকের হৃদয় মার্জ্জিত করিয়াছিলেন; কত অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন এবং কত জিজ্ঞাসু ধর্ম্ম-পিপাসুর প্রাণকে ধর্ম্মের পীযূষধারায় সুশীতল করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ২৮এ পৌষ স্বামীজী গঙ্গাসাগর যাত্রা করেন। তথায় তীর্থ-স্নান ও দর্শনাদির জন্য তিনি তিন দিন ছিলেন। প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের ও তীর্থাগত বহুল ব্যক্তির আগ্রহাতিশয্যে স্বামীজী "গঙ্গাসাগর-সঙ্গম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। চারিদিকে সহস্রাধিক সাধু সন্ন্যাসী নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট; নানা দেশ হইতে সমাগত গৃহস্থ স্ত্রী ও পুরুষ পরিবেষ্টিত হইয়া স্বামীজী ভগবৎ-প্রেমাকুলিত আবেগে কত মধুর কথাই বলিলেন! শ্রোতৃগণের নেত্রে অনবরত প্রেমের-ধারা বহিতে লাগিল, সকলের সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইল। বক্তৃতাবসানে শত শত মস্তক ভক্তিভরে ব্যাখ্যাতার চরণে লুটাইল, মহাতীর্থের মহামেলায় প্রবল প্রেমের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লহরী ছুটিল, 'হরি' 'হরি' ধ্বনিতে সাগর ও মহাকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

গঙ্গাসাগর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া ৩।৪ দিন পরেই স্বামীজী কাশী যাত্রা করেন। পথি মধ্যে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মহড়া গ্রামের ভদ্রমণ্ডলীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি তথায় ২।৩ দিন থাকিতে বাধ্য হ'ন, এবং তথায় "শরণাগতি ভক্তির" সম্বন্ধে উপদেশ করেন। একে ভক্তির বিষয়, তাহাতে স্বামীজীর ভক্তিভরা ভাব ও ভাষা—শুনিয়া লোকের প্রাণ মন গলিয়া গেল! আরও ২।১ দিন থাকিয়া তথায় উপদেশ দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেও, তিনি আর থাকিবার অবকাশ পাইলেন না। ইং ১৯০১ সনে শ্রীপঞ্চমীর দিন প্রাতঃকালে শ্রীমৎ স্বামীজী কুশলে কাশী-যোগাশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন।

বর্দ্ধমান—মহড়া গ্রাম
শরণাগতি ভক্তির উপদেশ।

এই বৎসর ৺অন্নপূর্ণা পূজার দিন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী 'ফণোগ্রাফ' যন্ত্র সহ কাশী-যোগাশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন। তিনি এই যন্ত্র সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। হরিনাথ বাবু বিশেষ আগ্রহপূর্ব্বক শ্রীমৎ স্বামীজীর ওজস্বিনী বাণী প্রচারোদ্দেশ্যে তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত "ফণোগ্রাফের আত্ম-পরিচয়" ও "ভক্তি-বিষয়িণী একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা" যন্ত্রযোগে গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর সমবেত ভদ্রমণ্ডলী স্বামীজীর সুমধুর স্বরে তাঁহার যথাযথ পুনরাবৃত্তি শুনিয়া অতীব আনন্দিত ও চমৎকৃত হইলেন। আমরা নিম্নে স্বামীজীর উভয় উক্তিই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

ফণোগ্রাফের আত্ম-পরিচয়।

"ওঁ সর্ব্বাত্মনে পরমাত্মনে নমঃ।

যে মহাশক্তির সহিত উপহিত হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তা "ঈশ্বর" বা "সগুণ-ব্রহ্ম" নামে অভিহিত হয়েন, যে মহাশক্তির ক্ষণিক স্পন্দনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড রচিত, রক্ষিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়, সেই সর্ব্ব-কারণের মূলস্বরূপা মহাশক্তিকে বার বার নমস্কার করি। মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলের ময়ূখমালার ন্যায় যে মহামূল-শক্তি হইতে গুণময়ী শক্তিরাশি অনন্তধারায় বিকীর্ণ হইয়া ভূতলে, রসাতলে ও গগনমণ্ডলে অবিচ্ছেদে লীলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভদ্রমহোদয়-মণ্ডলি! বৃথা ক্রীড়া-কৌতুক পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই তত্ত্বলাভে জন্ম-জীবন সার্থক করুন। ত্রিগুণময়ী মহাশক্তির সংশ্লেষণে ও বিশ্লেষণে, সাম্যে ও বৈষম্যে কত ব্যাপার সংঘটিত হয়, সেই মহাশক্তির আকর্ষণে, বিকর্ষণে ও সংঘর্ষণে সংসারে কত অদ্ভুত ও অলৌকিক লীলার অভিনয় হইয়া থাকে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া চিত্তকে চরিতার্থ করুন। ভারতের আর্য্য ঋষি তপস্বী মনস্বি-মণ্ডল যোগবলে এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহাশক্তিকে উন্মেষিত করিয়া জড় ও চৈতন্যের বিচিত্র প্রভাবে কত সিদ্ধি সাধন করিতেন! অহো! আজ সেই পবিত্র আর্য্য-ভূমির সন্তানগণ ক্রিয়াহীন, বীর্য্যহীন ও শক্তিহীন হইয়া মৃতকল্প; আর পাশ্চাত্য ভূমির উদ্যমশীল ও উৎসাহিত-চিত্ত বিজ্ঞান-বিদ্যা-বিশারদবর্গ সাধু-প্রযত্নে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক তত্ত্ব আদির গবেষণা করিয়া কত জগদ্ হিতকারী কার্য্য সাধন পূর্ব্বক সংসারে প্রভুতা স্থাপন করিতেছেন, তাহার সীমা করা যায় না।

মহোদয়গণ! মাইক্রস্কোপ, বায়স্কোপ, টেলিফোঁ, টেলিগ্রাফ, ও ফটোগ্রাফ আদি সকলেই অবগত আছেন; আবার দেখুন, আজ আমি প্রকৃতির গুহ্যগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া "ফণোগ্রাফ" নাম ধারণ পূর্ব্বক আপনাদিগের কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। মহাত্মা এডিসনের বিচিত্র বিজ্ঞানপূর্ণ অপূর্ব্ব কৌশলে আমি মানব-জগতে আসিতে পারিয়াছি। ধন্য তাঁহাদের বুদ্ধি-শক্তি!

"মহাশক্তির্মহাবিদ্যা ধীমতাং বুদ্ধিরূপিণী"—সেই মহাশক্তিময়ী মহাবিদ্যাই ধীমদ্‌বর্গের হৃদয়ে বিচিত্র বুদ্ধিরূপে উদিত হয়েন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফটোগ্রাফে রূপের প্রতিবিম্ব ধরিয়া লওয়া যায়; না জানি তাহাতেই কত লোক চমৎকৃত হয়। মনুষ্য মরিয়া গেলেও তাহার প্রতিরূপ থাকিয়া যায়। ফটোগ্রাফ অপেক্ষা আমার শক্তি আরও আশ্চর্য্য। ফটোগ্রাফ "রূপ" ধরিয়া রাখে, আর আমি "শব্দ" ধরিয়া রাখি। "রূপ" তেজস্তত্ত্ব, কিন্তু শব্দ আকাশতত্ত্ব; সুতরাং "রূপ" অপেক্ষা "শব্দ" অধিক হইতে অধিকতর সূক্ষ্ম।

কেহ স্বয়ং কথা কহিয়া বা অন্যের কথা একবার শুনিয়া দ্বিতীয়বার তাহার যথাযথ ও অভ্রান্ত আবৃত্তি করিতে পারে না; কিন্তু আমি যাহার কথা যে কোন ভাষাতেই হউক না কেন, ও যে কোন শব্দ একবার শুনিব, তাহা অবিকল সেই ভাবে চিরদিনের জন্য হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিব, তাহার বিন্দু-বিসর্গও বিস্মৃত হইব না। আমার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আপনারা কত যে সুফল লাভ করিবেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। হে গুণগ্রাহী দেশ-হিতৈষিগণ! আশা করি, আপনারা সকলেই আমাকে মা অনাদ্যা প্রকৃতির শিশু সন্তান বোধে স্নেহ ও যত্ন করিবেন, এবং যাহাতে আমার পুষ্টি-সাধন হয়, তাহাই করিবেন। জয় মা যোগেশ্বরী জী জয়॥"

বক্তৃতা।

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া মনঃপ্রাণ যখন অস্থির হইয়া উঠে, যখন বিষয়-সুখে মনে পিপাসার শান্তি না হয়, যখন না জানি কোথা হইতে সন্তাপরাশি আসিয়া হৃদয়কে উদ্বেজিত করিতে থাকে, সংযোগ, ভোগ, বিয়োগ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ যখন কাঁদিয়া আকুল হয়, তখন কি জানি কোথায় গেলে হৃদয় শীতল হইবে, যেন সংসার ছাড়িয়া কোথায় পলাইলে—লুকাইলে, কোন্ স্বচ্ছ সরোবরে অবগাহন করিলে প্রাণ জুড়াইবে, এই ভাবিয়া মন মাতিয়া উঠে। যাহা দেখি নাই, শুনি নাই, ভাবি নাই, তাহার জন্য মনের এত টান কেন? কষ্টের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়, বিপদের সময়, মনঃপ্রাণ যাঁহার কোলে গিয়া বসিতে চায়, শোকে রোগে অবসন্ন হইয়া যাঁহাকে ডাকিলে মনে পবিত্র বলের সঞ্চার হয়; অজ্ঞান বাল্যকালে যিনি হৃদয়-সখা, বিপৎকালে যিনি কাঙ্গালের বন্ধু, ক্ষুধার সময় যিনি মা অন্নপূর্ণা, রোগ-শয্যায় যিনি বাবা বৈদ্যনাথ, তাঁহাকে না দেখিলে, তাঁহাকে না পাইলে, আমি কাহাকে লইয়া জীবন সার্থক করিব? যদি তাঁহারই সুচারু-চরণে জীবন-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ না করিলাম তবে সংসারে আসিয়া করিলাম কি? (শ্রূয়তাং, শ্রূয়তাং ধ্বনি)।

মায়ায় মজিলাম, সংসারে ডুবিলাম, আপনাকে ভুলিলাম, যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইলাম; কিন্তু যাহার জন্য আসিলাম, তাহার করিলাম কি? হাঁসিতে, খেলিতে, বৃথা কার্য্যে ঘুরিতে ফিরিতে দিন কাটাইলাম, কিন্তু যে কার্য্যের জন্য নানা জন্মে নানা বেশ ধরিলাম, তাহার করিলাম কি? হে জগদ্‌গুরো! তুমিই আমার বল ও ভরসা, তুমি আমাকে এই অকূল পাথারে ঘোরান্ধকারে ধ্রুবতারা দেখাইয়া দাও, আমি সংসার-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া যাই। (করতালি ধ্বনি)

অপরাধ-সহস্র-সঙ্কুলস্পতিতস্তীম-ভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে! কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥
নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে।
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্! পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্॥
এতৎ প্রার্থ্যম্মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি।
ত্বৎ পাদাম্ভোরুহ-যুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

হে সর্ব্বদুঃখ নিবারণ! আমি সহস্র সহস্র অপরাধ করিয়া এই ভয়ানক সংসার-সাগরগর্ভে পতিত হইয়াছি; আমি নিতান্ত নিরাশ্রয়, তোমার শরণাগত হইলাম; তুমি কৃপা করিয়া আমাকে নিজ আশ্রিতগণ মধ্যে গ্রহণ কর। হে ভগবন্! ধর্ম্মে বা ধন-ধান্যে অথবা বিষয়-ভোগে আমার আস্থা নাই; এ সকল আমার পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলানুরূপ যাহা হইতেছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাই হউক। তোমার নিকট আমার এই একমাত্র প্রার্থনা যে, আমার যেখানে যেরূপই জন্ম হউক না কেন, তোমার চরণারবিন্দে যেন আমার অবিচলিত ভক্তি থাকে। (সাধু, সাধু ধ্বনি)

হে দীনবন্ধো! শ্রীমন্ত বধ্য-ভূমিতে নীত হইলে যেরূপ কাতরস্বরে তোমাকে মাতৃভাবে ডাকিয়াছিল, সেইরূপ কাতরস্বরে ডাকিতে একবার আমাতে শক্তি সঞ্চার কর। যে কোমল হৃদয়ে ধ্রুব তোমাকে 'হে পদ্মপলাশলোচন'! বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়াছিল, প্রভো! দয়া করিয়া আমার সেইরূপ হৃদয় গঠন করিয়া দাও। হস্তীর পদতলে, প্রজ্বলিত অনলে, গরল-ভোজনকালে তোমার পরম ভক্ত প্রহ্লাদ যেরূপ ভক্তিভরে প্রাণের স্বরে তোমাকে ডাকিয়াছিল, হে অনাথনাথ! একবার সেই অটল বিশ্বাস-জড়িত নির্ম্মলা ভক্তি এই দুঃখী দুর্ব্বল-হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া দাও; আমি কাতরে, প্রাণের স্বরে, প্রেমের ভরে, হরি হরি ধ্বনি করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাই।

হরিবোল! হরিবোল!! জয় স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজী কী জয় !!!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(পূর্ণাহুতি)

তৃতীয় অধ্যায়।

শেষ জীবন ও সমাধি।

"ফলিয়াছে বহু আশা ফলে নাই বহু আর,
বহিয়াছে এ জীবন আশার ও নিরাশার ॥
গীতশেষ অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে
বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রভাস-তীরে,
সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু ভাসে কৃষ্ণপদ-তরী,
অন্যদিকে আসে উষা হৃদি-প্রাণ মুগ্ধ করি' ॥"

কবিবর নবীনচন্দ্রের "প্রভাস" হইতে।

দেখিতে দেখিতে স্বামীজীর কর্ম্মময় জীবনের মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িল, ধীরে ধীরে সায়াহ্নের অন্ধকার-ছায়া ঘন হইতে ঘনতর হইয়া চারিদিক আবৃত ও অস্পষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল। এইবার খেলা ভাঙ্গিবার সময়, বাঁধন ছিঁড়িবার সময়, ঘরে আসিবার সময় আসিয়া পড়িল। যাঁহার আদেশে শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেশ বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশবাসীকে কত কথাই শুনাইতেছিলেন, ভগবানের অমৃত কথা শুনাইয়া দেশবাসীর অচেতন প্রাণে চেতনার সঞ্চার করিতেছিলেন, এইবার তাঁহার নিজ নিকেতনের দিকে ডাক পড়িল। বীর সাধক নির্ভীকচিত্তে নিজ নিকেতনের যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপর ন্যস্ত গুরুভার—সভা, বেদ-বিদ্যালয়, যোগাশ্রমের কার্য্য পরিচালনার ভার একে একে সকলকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন এবং যাহাদিগের উপর যে ভার দিবার তাহা দিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সমস্ত কার্য্য যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিয়া তিনি সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তখনও কেহ জানিত না তিনি তাঁহার শেষ যাত্রার জন্য এই সব আয়োজন করিয়া রাখিতেছেন।

১৮২৩ শকাব্দের প্রারম্ভে (এপ্রিল, ১৯০১) শ্রীমৎ স্বামীজী যশোহরের অন্তর্গত 'নওপাড়া হরিসভা' কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। সেখানে কয়েকদিন "পুনর্জন্ম", "আশ্রমধর্ম্ম" সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তি বিষয়িণী বক্তৃতা দ্বারা লোকের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি উদ্দীপিত করিয়া সূর্য্যগ্রহণ সময়ে তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এইবার অনেক দূরদূরান্তরবাসীও গঙ্গাস্নান উপলক্ষে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ এবং তাঁহার সহিত নানা সৎপ্রসঙ্গ ও সদালাপ করিয়া নিজ নিজ জীবনকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীমৎ স্বামীজী কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিয়া সজ্জনগণের সহিত সদালাপ ও জিজ্ঞাসু-বর্গের সন্দেহ-ভঞ্জন ও তাঁহাদিগের চিত্তে ভগবদ্ভক্তি সঞ্চার করিয়া, জীবনের চরম লক্ষ্যের প্রতি সকলের আগ্রহ পরিবর্দ্ধিত করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সভা ও বেদ-বিদ্যালয়াদির ভবিষ্যৎ সুব্যবস্থার পরামর্শ করিয়া, পথিমধ্যে বর্দ্ধমান, রামপুরহাট আদি স্থানে ২।১ দিন অবস্থিতি পূর্ব্বক কাশীধামে প্রত্যাগত হইলেন।

প্রায় দুই বৎসর কাল ব্যাপিয়া সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিতে করিতে মস্তিষ্কের অতিরিক্ত পরিশ্রমে কিছুদিন হইতে স্বামীজীর দেহে আবার বহুমূত্র পীড়ার লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। তিনি আষাঢ়ের প্রথমেই অমরনাথ দর্শনে যাত্রা করিবেন জানিয়া, পঞ্জাবের ভক্তগণ তাঁহার পাথেয় পাঠাইলেন এবং কাশ্মীর রাজ সরকারে জানাইয়া তাঁহার তথায় অবস্থিতি আদির সুব্যবস্থা করিয়া সংবাদ দিলেন। যাত্রার সমস্ত আয়োজনই ঠিক হইয়াছে, আর ২।৪ দিনের মধ্যেই যাত্রা করিবেন; এমন সময়ে পৃষ্ঠে একটী দুষ্টব্রণের সূত্রপাত বুঝা গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমবার কাশীর প্রবীণ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার গিরীশচন্দ্র অস্ত্র করিলেন। ডাক্তার বাবু ক্লোরোফর্ম্ করিতে চাহিলে স্বামীজী বলিলেন, আমি বসিয়া আছি, আপনি অস্ত্র করুন। ডাক্তার বাবু কয়েকবার গভীর ও দীর্ঘ করিয়া অস্ত্র চালনা করিবার সময় স্বামীজীকে সমভাবে স্থিরতার সহিত তাহা সহ্য করিতে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। কাশীতে পৃষ্ঠব্রণরোগ কিছু অধিক পরিমাণে হয়; কিন্তু এরূপ ধৈর্য্যের সহিত অস্ত্রোপচার সহ্য করিতে তিনি কাহাকেও দেখেন নাই।

দুই দিন পরেই দেখা গেল, ব্রণ আরও বিস্তারিত হইয়া শরীরের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। আবার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইল। এবার সিভিল সার্জ্জন সুইনী সাহেব অস্ত্র করিলেন। রোগীর অবস্থা বিশেষ গুরুতর দেখিয়া অতি যন্ত্রণা সম্ভাবনায় তিনি ক্লোরোফর্ম্ প্রয়োগ পূর্ব্বক অস্ত্র করিলেন। এক ইঞ্চ গভীর ও প্রায় তিন বর্গ ইঞ্চ মাংস কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সুব্যবস্থায় আশঙ্কার কয়েকদিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল, প্রবল জ্বর বা অন্য কোন উপসর্গ প্রকাশিত হইল না। দুই তিন মাস ঔষধাদি ব্যবহারে ক্ষত ক্রমে শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল, এবং শারদীয়া পূজার সময় স্বামীজী প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

অনেকে মনে করিলেন, এই ফাঁড়াতেই বহুমূত্রের দুর্লক্ষণ কাটিয়া গেল। কিন্তু আবার দুই মাস পরেই স্বামীজী জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। ইহাতেও মাসাবধি ভুগিয়া সুস্থ হইলেন বটে; কিন্তু উপর্য্যুপরি দুইবার প্রবল পীড়ার আক্রমণে তাহার শরীর অতিরিক্ত শিথিল হইয়া পড়িল—স্নায়ু, শিরা, অস্থি সন্ধির দৃঢ়তা প্রায় নষ্ট হইয়া গেল। কয়েক বর্ষ হইতে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছিল। তবুও লোকে তাঁহাকে ছাড়ে না; তিনি যে দিন দিন জীর্ণ হইয়া পড়িতেছেন, শরীরের শক্তি-সামর্থ্য হীন হইতে হীনতর হইয়া আসিতেছে, জীবন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীপের তৈল নিঃশেষিতপ্রায়, কিন্তু তবুও লোকে কাতর হইয়া ধর্ম্মার্থ বিষয়ক কথা শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাহিলে তাঁহার উদার প্রাণ কাতর শুশ্রূষুবর্গের ব্যাকুল আহ্বানকে উপেক্ষা করিতে পারিত না; তাই শরীরে একটু বলাধান হইলেই স্বামীজী এইরূপ রুগ্ন অবস্থাতে অনুরুদ্ধ হইয়া একবার মজঃফরপুর গমন করেন (ইং ১৯০২)। তথায় তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত বাবু বাঁকে বিহারী লালের কন্যার বিবাহের পরদিন তিনি "ইহ ও পারলৌকিক বিবাহ" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তদনন্তর শিবরাত্রির সময় স্বামীজী কাশীতে প্রত্যাগমন করেন।

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার শরীর ও বল দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে দেখিয়া তাঁহার অনুরাগী ও ভক্তমণ্ডলী খুবই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই এই সময় তাঁহাকে বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করিয়া বিশ্রাম করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। দুইমাস কাল বক্তৃতাদি না দিয়া ও কোন স্থানান্তরে না গিয়া যোগাশ্রমেই স্থির ভাবে থাকায় স্বামীজীর শরীর ক্রমশঃ যেন সুস্থ বোধ হইতে লাগিল ; বহুমূত্রের উপদ্রবও যেন কমিয়া আসিল।

এদিকে পুনঃ পুনঃ পীড়ার আক্রমণে অধিক দিন শয্যাগত হইয়া থাকায় সভার কার্য্যাদিতে ও "ধর্ম্ম-প্রচারকের" কার্য্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিল; অথচ যেরূপে ইহার শৃঙ্খলা সম্পাদন হইতে পারিত সেরূপ কার্য্যাদির তত্ত্বাবধায়ক একজন যোগ্যব্যক্তি কাহাকেও পাওয়া গেল না। যে দুই চারিজন যোগ্যব্যক্তি ছিলেন, তখন তাঁহারা স্বামীজীর শুশ্রূষা লইয়া ব্যাপৃত। সুতরাং যে "ধর্ম্ম-প্রচারক" ক্রমাগত পঞ্চবিংশতি বর্ষ কাল ধর্ম্মোপদেশ দান ও ধর্ম্ম-প্রচার দ্বারা ভারতের সেবা করিয়া আসিতেছিল, স্বামীজীর সমাধি-গ্রহণের এক বৎসর পূর্ব্বেই সেই "ধর্ম্ম-প্রচারক" পত্রিকাকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইল। স্বামীজী নিজদেহের আর অধিক দিন স্থায়িত্ব নাই দেখিয়া, সভার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভিন্ন স্থানীয় সভ্যগণকে যে পত্রখানি প্রেরণ জন্য লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ওঁ নমো নারায়ণায়।

সদ্ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত.....

সচ্চিদানন্দ-নিকেতনেষু—

১। মহোদয়! যে সময় ভারতের বাঙ্গলা বিভাগে উপধর্ম্মরাশির প্রখরতর স্রোতে—অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, দ্বিজাতির যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ, জাতি-বিচার বর্জ্জন, সনাতন-ধর্ম্ম প্রচারে অবজ্ঞা, শাস্ত্রবিধি-বোধিত উপাসনায় উপেক্ষা আদি ঢেউ উঠিয়া হিন্দু-সমাজকে ডুবাইবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময়, আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব হইলেও, আমার হৃদয়ে বড় বেদনা বোধ হইয়াছিল। আকুল প্রাণে, ভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সনাতন ধর্ম্মভাবের পুনরুদ্দীপনা ও শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের পুনঃ প্রচারে আমার বেগবতী প্রবৃত্তি জন্মিল। হিন্দু-সমাজ তখন নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম, কাহারও ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে আগ্রহ ছিল না। সুতরাং প্রথমে কাহারও সাহায্য না লইয়াই আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিতে হইল। ক্রমে জেলায় জেলায়, সহরে, নগরে ও গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের সারবত্তা লোকসকলকে যথাসাধ্য বুঝাইতে লাগিলাম, শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসকল উদ্ঘাটন পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্ম মতের পোষণ ও সেবা করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ এই প্রচার কার্য্য "হিন্দু ধর্ম্মের মহা আন্দোলন" বলিয়া জন-সমাজে পরিগণিত হইল; লোক সকলের হৃদয় উৎসাহযুক্ত হইতে লাগিল, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাচারে সাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রবৃত্তি বেগবতী হইয়া উঠিল।

২। যখন দেখিলাম, এই গুরুতর কার্য্যভার পরিচালনা করা একাকী মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অতি কঠিন, তখন বিশেষ প্রযত্নসহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবন্ধের ব্যবস্থা পূর্ব্বক সজ্জন-মণ্ডলীকে সদস্য করিয়া "ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার" প্রতিষ্ঠা করিলাম। সভার মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ধন সংগ্রহার্থ দেশে দেশে ও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলাম। সজ্জনগণ সাহায্য করিতে লাগিলেন। দেশে দেশে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য সভা হইতে ধর্ম্মাচার্য্য নিযুক্ত হইলেন, অন্যান্য সুপণ্ডিতগণও এই পবিত্র কার্য্যে যোগদান করিলেন। সভার অধীন "ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়" স্থাপিত হইল; "ধর্ম্ম-প্রচারক" মাসিক পত্রখানি, প্রথমতঃ আমি নিজ ব্যয়ে কয়েক বর্ষ চালাইয়া পরে সভার মুখপত্র স্বরূপ করিয়া দিলাম, এবং ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতে লাগিল। সনাতন ধর্ম্মের এই মহান্দোলনে সহস্র সহস্র লোক প্রবুদ্ধ হইল, কত অপথ কুপথগামী লোক সুপথে আসিল; উপধর্ম্মরাশির স্রোত মন্দীভূত হইয়া পড়িল।

৩। এই "ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা"র উৎসাহে ও প্রযত্নে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সদাচার, জ্ঞান, ভক্তি আদি সৎশিক্ষা দিবার জন্য অনেক "ধর্ম্ম-সভা", "হরি-সভা", "সদ্ধর্ম্ম-সভা", "হরিজ্ঞান মন্দির", "সুনীতি-সভা", "বাল্যাশ্রম" আদি বিবিধ নামে সভা সমূহ ও শাস্ত্র-শিক্ষার উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপিত হইল। পথে, ঘাটে, মাঠে, দরবারে, অন্তঃপুরে, বিদ্যালয়ে, নাট্যাভিনয়ে, সংবাদপত্রে, পুস্তকে—সনাতন ধর্ম্মের সুমধুর চর্চ্চা হইতে লাগিল, সন্তপ্ত ভারতে যেন বসন্তের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল।

৪। বেদশিক্ষা ব্যতীত সনাতন ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অবগত হওয়া কঠিন, এবং যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান সমস্তই বেদমূলক বিবেচনায়, কাশীধামে "বেদ-বিদ্যালয়" সংস্থাপিত হইল। তথায় পঠন-পাঠনও উত্তমরূপে চলিতেছিল, দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ আমার আকস্মিক বিপৎপাতে ও কার্য্য-সম্পাদক ৺তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সেই সময়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশীলাভ হওয়ায়, উপযুক্ত লোকাভাবে, যন্ত্রাভাবে ও ধনাভাবে সভার কার্য্যপ্রবাহ বিশেষরূপ মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে।

৫। সভার পূর্ব্বোক্ত শুভঙ্কর কার্য্যকলাপের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলাম তন্মধ্যে কতক টাকা মূলধনরূপে সঞ্চিত আছে। তাহার সুদ হইতে এবং এককালীন-প্রাপ্ত দান, মুষ্টিভিক্ষা-লব্ধ ধন, মাসিক বৃত্তি আদি হইতে ধর্ম্মাচার্য্যগণের ব্যয় নির্ব্বাহ, সভার কার্য্যালয় ও ধর্ম্মামৃত-যন্ত্রালয়ের জন্য ভূমি ক্রীত ও গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বেদ-বিদ্যালয়ের জন্যও সুবিস্তৃত ভূমি ক্রীত ও নিকেতনের অনেকাংশ গঠিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে যন্ত্রালয়ের জন্য অক্ষর, নূতন যন্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইয়াছে।

৬। "বেদ-বিদ্যালয়ের", "যন্ত্রালয়ের" ও "ধর্ম্মপ্রচারক-কার্য্যালয়ের" আবশ্যক কার্য্যার্থ ধনের অকুলান পড়ায় সভার কতক টাকা সময় সময় ঋণও হইয়াছে, ইহা এখনও পরিশোধিত হয় নাই।

৭। দৈব-দুর্ব্বিপাক-ঘটিত সভার শুভানুষ্ঠানরাশির সঙ্কুচিতাবস্থা দেখিয়া তাহা অপসারণ পূর্ব্বক উন্নতি সাধন করিবার জন্য বেদ-বিদ্যালয়ের সম্ভ্রান্ত সভাপতি ও কতিপয় সম্মানিত সদস্য এখানকার আরও কতকগুলি গণ্যমান্য ধর্ম্মশীল লোককে লইয়া পুনরুদ্যত হইয়াছেন। আমারও শরীর, মন এ অবস্থায় এই বিশাল কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগী নাই। এই জন্য এই সময়ে এই সকল মহাত্মাকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর দেখিয়া বড় আশান্বিত ও আহ্লাদিত হইলাম। আমার বিশ্বাস যে, ইঁহাদের যত্নে এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ সভার কার্য্যক্ষেত্র পুনরুন্নত হইবে।

৮। সভার ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা জন্য সভা হইতে নিয়মাবলী আদি আপনার নিকট প্রেরিত হইল; আপনি সভার একজন সদস্য, সনাতন ধর্ম্মের অনুরাগী ও স্বদেশ হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনি সানুকম্পহৃদয়ে একটু ক্লেশ স্বীকার করতঃ যথাবিহিত বিবেচনা ও বিচার পূর্ব্বক সভার উদ্দেশ্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়মাবলী ও প্রস্তাবগুলির সমালোচনা করিয়া এবং নিজ মন্তব্য ও অভিমত শীঘ্র লিখিয়া পাঠাইয়া সকলকে সুখী ও সভাকে উপকৃত করিবেন।

বিস্তরেণালম্—

কাশী-ধর্ম্মনিকেতন।
তাং শঃ

দীনাতিদীন—
ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার
সংস্থাপক-সম্পাদক।

উপরি উক্ত কয়েকটী কার্য্যের সূচনা করিয়া শ্রীমৎ স্বামীজী ১৮২৪ শকের (বাং ১৩০৯ শালের) জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই ফরিদপুর* জেলান্তর্গত খালিয়া নিবাসী ভদ্রমহোদয়দিগের বিশেষ আগ্রহে একবার তথায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে একটী ঘটনায় পরিব্রাজক মহোদয় কিরূপ উচ্চ উদার ভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করা আমরা আবশ্যক মনে করি। তাঁহার কাশী-ত্যাগের পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার পর স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য যোগাশ্রমে আসিলেন। এই উকীল সতীশ বাবুই স্বামীজীর ফৌজদারী মোকদ্দমার সময় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে স্বামীজীর বিরুদ্ধ-পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং স্বামীজীর পক্ষীয় উকীলরূপে স্বাক্ষর করিয়া স্বামীজীর প্রতিকূলে নানা কথা হিন্দুরঞ্জিকা-পত্রে প্রকাশ করিয়া-

---

* এই গ্রন্থের ৫৭২-৫৭৮ পৃষ্ঠায় বিবৃত ঢাকায় ধর্ম্মপ্রচারান্তে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপথে ১৩০০ শালের (শঃ ১৮১৫,) জ্যৈষ্ঠ মাসে কতিপয় ভদ্রলোকের একান্ত আগ্রহে শ্রীমৎ স্বামীজী ইতঃপূর্ব্বে একবার ফরিদপুর সহরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় অভয়চরণ লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় (যেখানে এখন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে) অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং পুরাতন কালীবাড়ীতে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তখন ঐ কালীবাড়ীতে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি ছিল; ফরিদপুরস্থ ভদ্রমহোদয়গণের অনুরোধে তিনি তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থদ্বারা ৺কাশীধাম হইতে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পাঠাইয়া দেন—সেই মূর্ত্তিখানিই অদ্যাপি তথায় পূজিতা হইতেছেন। (ফরিদপুর গৌরগোপাল-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সুধন্যকুমার মিত্র মহাশয় হইতে সম্প্রতি সংগৃহীত)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি তখন নানা কারণে পারিবারিক দুর্ঘটনাদি জন্য মনোক্লেশের উল্লেখ করিলেন, এবং স্বামীজীর বিরুদ্ধ-পক্ষ সমর্থন করিয়া যে অতীব অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা নিজ মুখেই স্বীকার করিলেন। সতীশ বাবু আরও বলিলেন যে, স্বামীজীর পক্ষীয় উকীল বাবু রামমোহন দে মহাশয়ের * প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা কয়েকজন স্বামীজীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন; স্বামীজীর প্রতি তাঁহাদের বাস্তবিক কোনই শত্রুতা-বুদ্ধি ছিল না, তবে কার্য্যতঃ তাঁহারা স্বামীজীর ক্লেশের কারণ হইয়াছিলেন বটে। স্বামীজী নিজ স্বভাব-সিদ্ধ সুমধুর ভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "আমার জন্মান্তরীণ কোন দুষ্কর্ম্ম-ফলেই এরূপ ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। ইহাতে আর কাহারও দোষ নাই †; সুতরাং তজ্জন্য আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না।" অতঃপর উকীল বাবু স্বামীজীর নিকট নিজে পাঠ করিবার জন্য স্বামীজীর ব্যাখ্যা গীতার্থসন্দীপনীযুক্ত একখানি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রার্থনা করিলেন, এবং স্বামীজীও অবিলম্বে তাহা আনাইয়া তাঁহাকে দিলেন। তখন তিনি আবার স্বামীজীকে অনুরোধ করিলেন, "আপনি যে আমাকে গীতাখানি উপহার দিলেন, এইটুকু আপনি স্বহস্তে স্বাক্ষর পূর্ব্বক লিখিয়া দিন।" এই প্রস্তাবে উপস্থিত আমাদের কাহারও কাহারও

---

* উকীল রামমোহন দে মহাশয় কাশীর মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠিত প্রধান উকীল ছিলেন। কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী বড় বড় মোকদ্দমা গুলি তাঁহার হাতে গিয়া পড়িত। তাঁহার অর্থভাগ্য ও যশোভাগ্য দুই-ই ছিল। অন্যদিকে তিনি সাধু-প্রকৃতির লোক ছিলেন, দেবতা ও সাধুর প্রতি তাহার অটল বিশ্বাস ছিল। তাঁহার বিশেষ যশঃ ও বিপুল পশার হেতু তিনি কোন ২ উকীলের ঈর্ষ্যার ভাজন হইয়াছিলেন।

† "সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা, পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ, স্বকর্ম্ম-সূত্র-গ্রথিতো হি লোকঃ॥"
—অধ্যাত্ম রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অঃ. ৬ষ্ঠ শ্লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে কিরূপ বিজাতীয় ভাবের উদয় হইল তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাষায় বলা কঠিন। কিন্তু স্বামীজী যখন স্বহস্তে লিখিয়া তাঁহাকে উপহার দিলেন দেখিলাম, তখন আমরা 'সেই আর এই'—আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই মনে করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

তৎপর দিনই শ্রীমৎ স্বামীজী খালিয়ায় যাত্রা করিলেন।

খালিয়ায় পরিব্রাজক।

ফরিদপুর জেলাস্থ মাদারীপুর মহকুমান্তর্বর্ত্তী খালিয়া একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম; এখানে বহু প্রতিষ্ঠিত দেবালয় বর্ত্তমান এবং গ্রামটী বহুতর ব্রাহ্মণ জমিদারের এবং উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গের আবাসস্থল। গ্রামস্থ লোকদের মধ্যে ধর্ম্মভাবের উদ্বোধন উদ্দেশ্যে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (অধুনা বারাণসী শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ-মঠ স্থাপয়িতা শ্রীমৎ কিরণচাঁদ দরবেশজী)—পরিব্রাজক স্বামীজীর শিষ্য কবিরাজ শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন কবিভূষণ (অধুনা কাশী-যোগাশ্রম নিবাসী শ্রীমৎ পবিত্রানন্দ স্বামীজী), পাঁচআনীর জমিদার ৺রেবতীকান্ত রায় চৌধুরী, আড়াইআনীর জমিদার ৺জ্যোতিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, সিকির জমিদার ৺নিকুঞ্জলাল রায় চৌধুরী, খালিয়া হাই-স্কুলের হেডমাষ্টার ৺বগলাচরণ সেন, বি. এ., শিক্ষক ৺যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কীর্ত্তনগায়ক কবিরাজ ৺বিপিনবিহারী সেন, সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীযুক্ত কামনাকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহযোগিতায় এই গ্রামে "শ্রীশ্রীভগবৎ-কীর্ত্তন সমাজ" নামে একটী সভা স্থাপন করেন। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহোপলক্ষে ইঁহারা হরিনামের জয়-পতাকা সহ নগর-কীর্ত্তনে বাহির হইয়া সমস্ত গ্রামটী প্রদক্ষিণ করিতেন। পরিব্রাজকের সঙ্গীতাবলী সর্ব্বদা বিশেষভাবে এই সমাজে গীত হইত। এই সমাজের আগ্রহাতিশয়ে শারীরিক দুর্ব্বলতাসত্ত্বেও *

---

*খালিয়াস্থ ভক্তমণ্ডলীর একান্ত আগ্রহেই যে স্বামীজী শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কাশীধাম হইতে সুদূর খালিয়া আসিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভক্ত শিষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

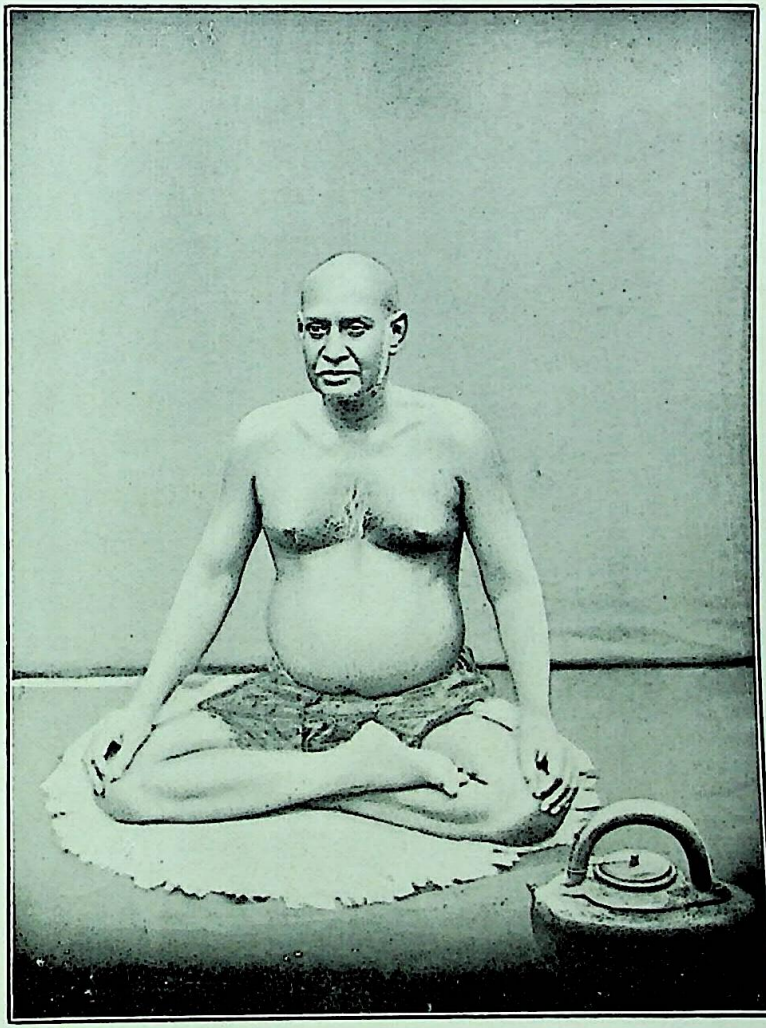

খালিয়ায় শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী

(শেষ জীবনে) [পৃঃ ৮৯২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩০৯ শালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃ ৮টার সময় পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহোদয় তদীয় শিষ্য শ্রীমৎ সেবানন্দ স্বামীজী সহ খালিয়ায় শুভাগমন করেন। সমাজের সভ্যবৃন্দ ও গ্রামস্থ বিশিষ্ট জনগণ অবতরণের নির্দ্দিষ্ট ঘাটে তাঁহাকে অভ্যর্থনার্থ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। স্বামীজীর আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বেই প্রচারিত হওয়ায় শত শত লোক তাঁহার দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঘাট হইতে সভাধিষ্ঠান-স্থান পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সমুদয় পথটী পল্লবপত্র-সমাকীর্ণ তোরণদ্বার, পূর্ণকলসযুক্ত কদলীবৃক্ষাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। পরিব্রাজক মহোদয়ের নৌকা ঘাটে পৌছামাত্র জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক করযোরে অতি সুমধুর স্বরে একটী অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হইলে পর—শ্রীমৎ স্বামীজীকে ভগবন্নাম-কীর্ত্তন সহকারে প্রথমে অগ্নিহোত্রী মহাত্মা ৺কালীকিঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক স্থাপিতা

কবিরাজ শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন কবিভূষণ মহাশয়ের নিকট লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্র দুইখানি হইতেই প্রতীয়মান হইবে :—

১ম পত্র (১৯এ বৈশাখ, ১৮২৪ শঃ)—"আমার তথায় যাইবার জন্য তোমাদের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছাসত্ত্বেও তোমাদের নিরূপিত সময়ে আমার যাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না। শরীর এখনও উত্তমরূপে সবল হয় নাই। সুদূর যাত্রায় এখনও সামর্থ্য জন্মে নাই। কলিকাতায় যাইবার জন্য তথাকার নীলরত্ন বাবু ও নন্দবাবু দ্বারা নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু যাইতে পারিলাম না। শ্রদ্ধাস্পদ গোস্বামী মহোদয়ের অনুগামিবর্গ যে আমার গমনোপলক্ষে প্রতীক্ষা করিতেছেন, এজন্য নিতান্ত আহ্লাদিত হইলাম সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইবার সুবিধা হইল না দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।"

২য় পত্র (২৪এ বৈশাখ, ১৮২৪ শঃ)—"আমার শরীরের অবস্থা যেরূপ তাহাতে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতে গেলে সামর্থ্যে কুলাইয়া উঠে না। এ জন্য সে পত্রে যাইতে পারিব না বলিয়া লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর তোমার যে দুই তিনখানি পত্র পাইলাম তাহাতে তোমার ব্যাকুলতা, ব্যগ্রতা ও আগ্রহ দেখিয়া নিতান্ত চিন্তিত হইলাম। শারীরিক বিড়ম্বনার আশঙ্কাসত্ত্বেও তোমার মনোভীষ্টসাধনে স্বীকৃত হইলাম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরে নিয়া যাওয়া হয়, এবং ৺মায়ের প্রসাদী পুষ্পমাল্য ও চন্দন দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করা হয়। তখন স্বামীজী কর্তৃক গম্ভীর উদাত্তস্বরে মা অন্নপূর্ণার স্তবপাঠ শ্রবণ করিয়া জনমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া যান। পরে পরিব্রাজকের "বিরাজ মা হৃদ্-কমলাসনে" গানটী গাহিতে গাহিতে ভক্তবৃন্দ স্বামীজীকে তাঁহার পরমভক্ত শিষ্য ৺নিকুঞ্জলাল রায় চৌধুরী মহাশয়দের সুবৃহৎ আটচালায় লইয়া যান। ঐ বাড়ীতেই স্বামীজীর অবস্থিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ স্থানে কীর্ত্তন-সময়ে স্বামীজী ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া যেরূপ উদ্দণ্ড মধুর নৃত্য করিয়াছিলেন তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না; উহা এক স্বর্গীয় দৃশ্য। এই নৃত্য দর্শন করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলী ভাবাবেশে বিগলিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, 'আমরা মহাপ্রভুর জীবনীতে যে নৃত্যের কথা পাঠ করিয়াছি, আজ তাহাই প্রত্যক্ষ করিলাম'। চতুর্দ্দিকে রব উঠিল – খালিয়াকে পবিত্র করিবার জন্য প্রকৃত ভক্তের আগমন হইয়াছে।

পরদিন ঐ বাড়ীতে একটী বৃহৎ সভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রথমেই শ্রীশ্রীভগবৎ-কীর্ত্তন সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে স্বরচিত আবাহন কবিতাটী দ্বারা শ্রীমৎ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"অবিশ্বাসী উচ্ছৃঙ্খল ভারত-নিবাসী,
অপমানে শাস্ত্র যত মুখ লুকাইল ;
তাই কি দেখিয়া দেব ! সাজিলে সন্ন্যাসী,
তাই কি মায়ের দুঃখে পরাণ কাঁদিল ?
মলিন ভারতাকাশে জ্বলন্ত তারকা,
তুমি দেব ! জননীর প্রিয় সুসন্তান ;
তুমি পূতোজ্জ্বল রত্ন রত্নাকর-ছাকা,
তারস্বরে প্রচারিলে আনন্দের গান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয়-দুন্দুভি ঐ বাজিল সঘনে,
আবার উঠিল জাগি' ভারত-সন্তান ;
আবার ফুটিল জ্যোতিঃ ভারত-গগনে,
চেতিল মাতিল ঐ অবশ পরাণ।
কে বল করিবে নিন্দা নরাধম ছাড়া,
চিনেছে জেনেছে তোমা' অনুরাগী যা'রা।"

অতঃপর স্বামীজী তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর ও মধুর স্বরে ও ওজস্বিনী ভাষায় "মনুষ্যত্ব" বিষয়ে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। জনমণ্ডলী বিস্ময়াকুলচিত্তে উহা শ্রবণ করেন ; এমন বক্তৃতা তাঁহাদের জীবনে কখনও শ্রবণের সৌভাগ্য ঘটে নাই। অতঃপর শ্রীমৎ স্বামীজী ৮ই, ১০ই ও ১১ই তারিখে, যথাক্রমে, "গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম" "শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা" ও "কাঙ্গালেরধন" এই তিনটী বিষয়ে আরও তিনটী মনোহারিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীমৎ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য গ্রামের অনেক ভদ্রমহিলাও নিত্য নিয়মিতরূপে যোগদান করিতেন। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে —এমন কি সুদূর মাদারীপুর ও ভাঙ্গা মহকুমা হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে আগমন করিয়াছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতায় গ্রামের হাবভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল ; অনেকের বহুদিনের সংশয় ও মোহান্ধকার দূরীভূত হইল, অনেকের মনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ সুমধুর উপদেশে সমস্ত নরনারীর চিত্ত-মুগ্ধ ও ধর্ম্মোন্মুখী হইয়া উঠিল। এক কথায় স্বামীজীর শুভাগমনে গ্রামে অপূর্ব্ব জাগরণের সাড়া দেখা দিল।

জমিদার ৺রেবতীকান্ত রায় চৌধুরী, জমিদার ৺জ্যোতিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, ডাক্তার ৺ভগবতীচরণ সেন, প্রবীণ ৺হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন প্রভৃতি গ্রামস্থ বিশিষ্ট জনগণ স্বামীজীকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া নিজ নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবনকে পবিত্র করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে তাহার পৈত্রিক বাটী হইতে শক্তি-পূজোপলক্ষে ছাগ-বলিদান প্রথা রহিত করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রামে একটী বিরুদ্ধ আন্দোলন চলিয়াছিল। উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে স্বামীজী পদার্পণ করিলে পর, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবেশী ও গ্রামের অন্যতম দলপতি ৺অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শক্তিপূজায় পশু-বলির বৈধতা সম্বন্ধে স্বামীজীর নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, তিনি তদুত্তরে শাস্ত্রীয় বচন ও সুযুক্তি দ্বারা পশু-বলিদানের অবৈধত্ব অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দেন। স্বামীজীর বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই মুখোপাধ্যায় মহাশয় তথা হইতে প্রস্থান করেন, এবং পরে নিজ মুখে প্রকাশ করেন—"স্বামীজীর অকাট্য যুক্তি শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইল, আর বুঝি বলিদানের যৌক্তিকতা রক্ষা পায় না। পাছে আমার এতকালের বিশ্বাস নষ্ট হয় এবং কিরণের মত আমাকেও বলিদান-প্রথা বন্ধ করিতে হয় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম।"

শ্রীমৎ স্বামীজী সপ্তাহাধিককাল খালিয়ায় থাকিয়া গ্রামের যে কি কল্যাণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। তাঁহার সুমধুর ব্যবহারে, সুমিষ্ট সদালাপে, যুক্তি ও আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ ও কৃতকৃতার্থ হইয়া গিয়াছিলেন। শেষ "কাঙ্গালের ধন" বক্তৃতাটী প্রদানান্তে শ্রীমৎ স্বামীজী যখন খালিয়াবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট এবং মহিলাবর্গকে 'মা অন্নপূর্ণার জাগ্রৎ প্রতিমূর্ত্তি'-রূপে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন তখন কেহই অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই—মহিলা শ্রোতৃবর্গের দিক হইতে ক্রন্দনধ্বনিও শ্রুত হইয়াছিল; সে পবিত্র করুণ দৃশ্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তৎপর দিনই তাঁহার কাশী প্রত্যাবর্ত্তনের কথা ছিল—কিন্তু ভক্তগণের একান্ত অনুরোধে তাঁহাকে আরও দুইদিন তথায় থাকিতে হইল। এই সময়ে বৃদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

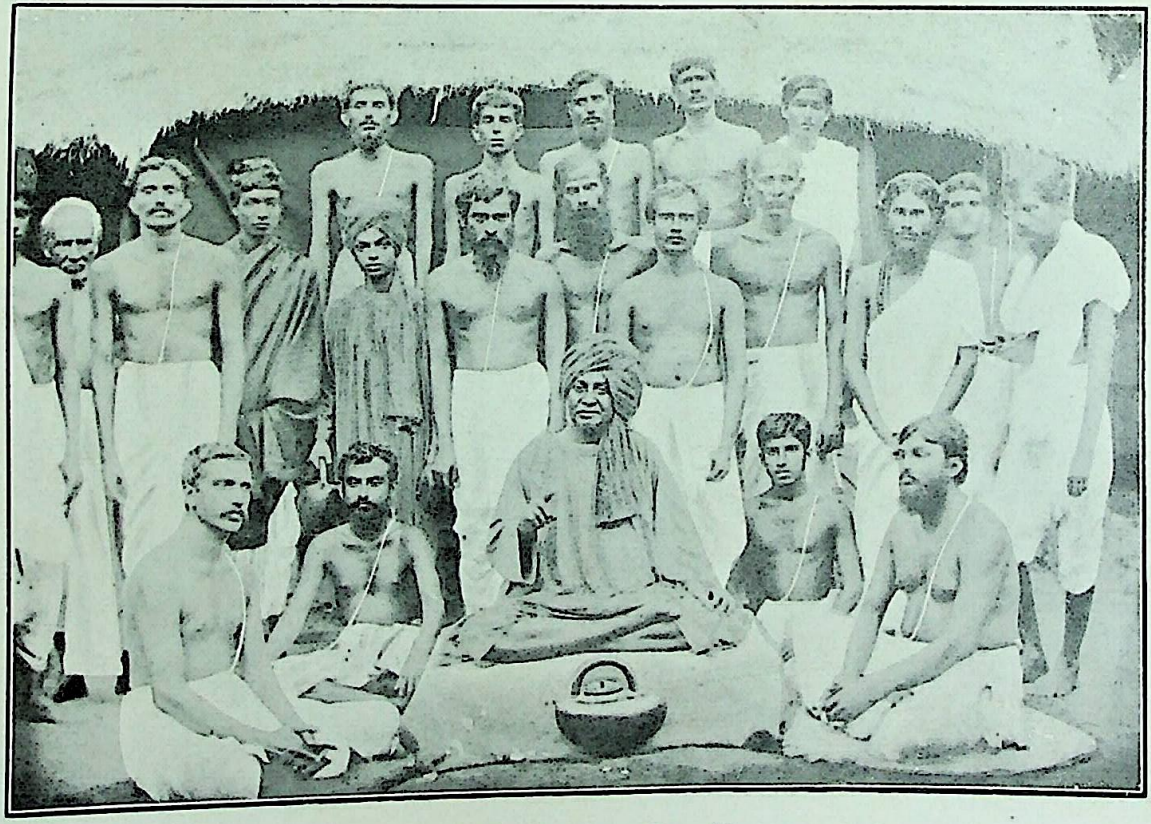

খালিয়ায় ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী [পৃঃ ৮৯৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জমিদার ৺উমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন—"প্রভো, আপনি মানুষ নহেন, দেবতা। আপনার কয়েকদিনের বক্তৃতা শুনিয়া আপনাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই মনে করি। আপনি আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই বুঝি খালিয়ায় পদার্পণ করিয়াছেন। আপনার শুভাগমনে আমরা ধন্য হইলাম—দেশ পবিত্র হইল।"

শ্রীমৎ স্বামীজী তথাকার ভক্তমণ্ডলীকে এই শেষ উপদেশ দিয়া আসিয়াছিলেন :—

"লোক-নিন্দা বা লোক-নির্য্যাতন ভয়ে ভগবৎ-সাধন-ভজন পরিত্যাগ করিও না।"

শেষ বিদায়ের দিন সমগ্র গ্রামখানি যেন বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া গেল। এই উপলক্ষে প্রবীণ ও সুকবি ৺হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-রচিত বিদায়-সঙ্গীতটীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"স্বামিন্ কেমন ক'রে দিব বিদায়—
ভাবি তাই অন্তরে, যাবে দেশান্তরে ;
দু'দিনের তরে মজালে সবায়॥
ছিলে দূরদেশে সেও ছিল ভাল,
ধাঁধিল নয়ন কাছে এসে আলো,
হয়েছি বিহ্বল, কি বলিব বল,
অঙ্গে নাই বল, ঠেকেছি হে দায়॥
* * * *
সৌম্য মূর্ত্তি তব প্রিয় দরশন,
প্রেম-মাখা তব মধুর সম্ভাষণ,
সুকুমার দেহে কৌপীন বসন,
স্মরিব যখন কি হবে উপায়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিব কেমনে বিরহ তোমার,
কেন দেখা দিয়ে যাবে হে কুমার!
মনে কি প'ড়েছে যোগেশ্বরী মা'য়
রাঙ্গা পা দু'খানি রক্ত জবা তায়॥
তুমি হে শ্রীকৃষ্ণ আমা' সবাকার,
বৃন্দাবনে যথা কৃষ্ণ গোপীকার—
এই কথা মনে রেখ, অধিক আর
বল্‌ব কি তোমায়, কাজ কি হে কথায়॥

* * * *

এই ভিক্ষা মোরা করি অবশেষ—
ঘরে এনে তোমায় দিলাম বহুক্লেশ,
মনে যেন তা'র নাহি থাকে লেশ,
ক্ষমিও সে দোষ আপন মহিমায়॥"

১৪ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে স্বামীজী খালিয়া হইতে যাত্রা করেন। অনেক ভক্ত তাঁহার সঙ্গে মাদারীপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। পরদিন স্বামীজী মাদারীপুর পৌঁছিলে তত্রত্য হাকিম, উকীল প্রভৃতি বিশিষ্ট জনগণের একান্ত অনুরোধে সন্ধ্যার সময় কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে "মূর্ত্তি পূজা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়া সকলকে মোহিত করেন। তৎপর তথাকার মুন্সেফ শ্রীযুত দুর্গাকান্ত রায় মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে সঙ্গীয় ভক্তগণসহ তথায় ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া—রাত্রি ২টার সময় ষ্টীমারযোগে তিনি কাশী যাত্রা করেন। স্বামীজীর শিষ্য ৺নিকুঞ্জলাল রায় চৌধুরী ও ৺বগলাচরণ সেন মহাশয়দ্বয় স্বামীজীকে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন।

বরিশাল আদি যাইবার অনুরোধ থাকিলেও সময়াভাবে স্বামীজী আর সেই সব স্থানে যাইতে পারিলেন না। গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া পরিব্রাজক মহাশয় তাঁহার নিন্দাকারী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি পত্র পাইলেন। পত্রে লেখা ছিল—পরিব্রাজক মহাশয়ের পূর্ব্ববন্ধু ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গঙ্গালাভ করিয়াছেন এবং পাঁচকড়ি বাবু তাঁহার পীড়ার সময় তাঁহার নিকট থাকিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। স্বামীজী পত্র পাইয়া ধর্ম্মাত্মা পূর্ণবাবুর বিয়োগ-সংবাদে দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক অবশেষে পাঁচকড়ি বাবুকে লিখিলেন—"আমার আনন্দযাত্রার দিনও তুমি নিকটে থাকিলে সুখী হইব।" এই পাঁচকড়ি বাবুই স্বামীজীর মোকদ্দমার সময় 'বঙ্গবাসীর' সম্পাদক ছিলেন, এবং স্বামীজীর যথেষ্ট কুৎসা লিখিয়া বঙ্গবাসীর স্তম্ভসকল অকথ্য ভাষায় কলঙ্কিত করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বামীজী তাঁহার এতাদৃশ নিন্দাকারীকেও কত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন! বিস্ময়ের বিষয়—এই সকল শিক্ষিত ব্যক্তি বহুকাল তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার বিপদের সময় তাঁহার বিরুদ্ধে কত বিদ্রূপের লোষ্ট্রই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেও আমাদের শরীর দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং স্বামীজীর ক্ষমাগুণ স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিতে চিত্ত আর্দ্র হইয়া পড়ে।

কলিকাতায় অবস্থিতিকালে অনেকের অনুরোধে 'খেলাতচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউশন' গৃহে স্বামীজী একটি বক্তৃতা করিলেন। এই স্থানেও পাঁচকড়ি বাবু আবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীমৎ স্বামীজীও তাঁহাকে সাধুজনোচিত প্রীতির সহিত আপ্যায়িত করিলেন। অব্যবস্থিত-চিত্ত পাঁচকড়ি বাবু নিজ স্বভাব-দোষেই হউক, বা পরিব্রাজক মহাশয়ের বিরুদ্ধবাদিগণের প্ররোচনা বশতঃই হউক, বঙ্গবাসীতে বিদ্রূপাত্মক কথাসকল প্রচার করিয়া যে কুৎসিত কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন তজ্জন্য তিনি যে খুব অনুতপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন পরবর্ত্তীকালে তাঁহার ব্যবহারে তাহা বেশই বুঝা যায়। কয়েক বর্ষ পরে পাঁচকড়ি বাবু যখন 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক তখন তিনি একদিন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশয়ের সহিত কাশী-যোগাশ্রমে আগমন করিয়া ৺মা যোগেশ্বরীকে দর্শন ও ৺মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গিয়াছিলেন, এবং কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া হিতবাদীর স্তম্ভে যোগাশ্রমের বিশেষ সুখ্যাতি প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামীজী কলিকাতায় অবস্থান করতঃ সজ্জনগণের সহিত সদালাপে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া কাশী প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কাঁইজুলি হরিসভায় একটী বক্তৃতা দেন। তদনন্তর ঘোঘায় নিবারণ বাবুর বাসায়, ও ভাগলপুরের সুপারভাইজার কেদারনাথ রায় মহাশয়ের বাসায় ২।১ দিন বিশ্রাম করিয়া আষাঢ়ের শেষভাগে কাশী আসিয়া পৌঁছিলেন। বর্ষার প্রারম্ভে বঙ্গদেশে প্রায় দুইমাসকাল পরিভ্রমণ করায় এবং দুর্ব্বল শরীরে নানাস্থানে বক্তৃতাদি জন্য মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ স্বামীজীর দেহে পুনরায় বহুমূত্রপীড়ার বৃদ্ধি দেখা যাইতে লাগিল। কাশীতে আসিয়া স্বামীজী একদিন মাত্র কাকিনা-রাজার সত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের * পীড়াজন্য তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই স্বামীজীর শরীরেও জ্বর প্রকাশ পাইল। প্রথমতঃ উহা বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। ঔষধাদি যথানিয়মে ব্যবহার করায় জ্বর যেন কমিয়া যাইতেছে মনে হইল। কিন্তু দুর্ব্বলতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সম্মুখে পূজা—স্বামীজী মায়ের আগমনী-সঙ্গীত রচনা করিলেন, এবং মা যোগেশ্বরীর প্রতিষ্ঠার সময় হইতে রচিত সমুদয় আগমনী গানগুলি একত্রে মুদ্রিত করাইলেন; ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারের শেষ কার্য্য এবং শেষ আগমনীই পরিব্রাজকের শেষ সঙ্গীত। শেষ আগমনীতে নিজধাম যাত্রার যে ইঙ্গিত করিলেন, তাহা আমরা তখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। এ পীড়া যে এত শীঘ্র সাংঘাতিক হইয়া উঠিবে তাহা আমাদের একবারও মনে উদয় হয় নাই। এই সময় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সভা ও বেদ-বিদ্যালয়ের কোন

---

* হরিনারায়ণ বাবু স্বামীজীর একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন, এবং পরে তিনি যোগাশ্রমের অন্যতম ট্রাষ্টী রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ ব্যবস্থা হইয়া উঠিল না দেখিয়া যোগাশ্রমের ট্রাষ্টীদিগের উপর উহার ব্যবস্থার ভার দিয়া স্বামীজী উইল করিলেন।

উইলের প্রতিলিপি।

লিপিরং শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী গুরুর নাম ৺দয়ালদাস স্বামী সাং ৺কাশীধাম, হাউজকটোরা কস্য উইল পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, যেহেতু আমি গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া ৺কাশীধামে আমার স্বোপার্জ্জিত যোগাশ্রম নামক বাটীতে মা যোগেশ্বরী নাম্নী অন্নপূর্ণা দেবী মূর্ত্তি স্থাপন করতঃ তাঁহার সেবা পূজা করিয়া অত্র পুণ্যক্ষেত্রে কালযাপন করিতেছি; শরীর অনিত্য কখন কি হয় বলা যায় না, বিশেষতঃ এক্ষণে আমি পীড়িত থাকায় আমার দেহান্তে—তাঁহার সেবাদি কার্য্য চিরস্থায়ী রূপে চলার জন্য একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক বিবেচনায় আমার স্থাবরাস্থবর সম্পত্তি সম্বন্ধে এই উইলপত্র দ্বারা নিম্নলিখিত নিয়ম ও ব্যবস্থা করিলাম। আমার অভাবে এই উইলের কার্য্য আমলে আসিবে।

১। এই উইলের একজিকিউটর ও ট্রাষ্টী পদে সাং বীরভূম জেলার কুণ্ডলাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার ও সাং কলিকাতা বাগবাজার ষ্ট্রীট ৬৫।১নং বাটী নিবাসী রায় নন্দলাল বসু জমিদার ও উক্ত কলিকাতা কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট ১৪নং বাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্র ও সাং জেলা হুগলী গুপ্তীপাড়া নিবাসী আমার পূর্ব্বাশ্রমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ সেন, এবং হাং সাং কাশীধাম কাকিনাসত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ চৌধুরীকে নিযুক্ত করিলাম। আমার দেহান্তে আমার পরিত্যক্ত যাবতীয় স্থাবরাস্তাবর সম্পত্তি কিংবা যাহাতে আমার কোনরূপ স্বত্ব কিংবা অধিকার থাকিবেক তৎসমুদয় উক্ত মা যোগেশ্বরীকে অর্পণ করিলাম। একজিকউটর ও ট্রাষ্টীগণ তৎসমুদয় রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং মা যোগেশ্বরীর সেবাদির কার্য্য নিম্নলিখিত নিয়মে চালাইতে থাকিবেন. এবং এই উইলের প্রবেট একজিকিউটরগণ কিংবা তন্মধ্যে কেহ একযোগে কিংবা ভিন্নভিন্ন সময়ে আদালত হইতে লইবেন এবং প্রবেট লইতে যাহা ব্যয় হইবেক তাহা আমার এষ্টেট হইতে দিবেন।

২। আমার যাহা কিছু পাওনা থাকিবেক তাহা একজিকিউটরগণ কিংবা কোন একজিকিউটর উসুল করিবেন এবং আমার দেনা যাহা কিছু থাকিবেক তাহা পরিশোধ করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। আমার সন্ন্যাস আশ্রম মতে আমার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি যাহা সম্ভব আমার এষ্টেট হইতে হইবেক।

৪। আমার উপরোক্ত ব্যয়াদি বাদে যাহা কিছু সম্পত্তি থাকিবেক তাহার উপস্বত্বের দ্বারায় একজিকিউটর ও ট্রাষ্টীগণ যথানিয়মে মা যোগেশ্বরীর সেবা কার্য্য আবহমানকাল চালাইতে থাকিবেন, তৎপর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে তদ্দ্বারায় বেদ-বিদ্যালয় যাহা আমি স্থাপন করিয়াছি তাহার কার্য্য চালাইতে থাকিবেন।

৫। একজিকিউটর ও ট্রাষ্টীগণ এই উইলের কার্য্য চালাইবার জন্য প্রত্যেকে আবশ্যকমতে নিজের পরিবর্ত্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন।

৬। যদি উইলের একজিকিউটর বা ট্রাষ্টীগণ বা তাঁহাদের নিয়োজিত অপর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ এই উইলের মর্ম্মের বিরুদ্ধে আচরণ করেন কিংবা উক্ত দেবীর সেবার কোনরূপ ত্রুটী করেন তাহা হইলে তাহা সংশোধন করিবার জন্য আমার গৃহস্থ শিষ্যগণ ও তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ ও যাবৎ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ যত্ন করিতে পারিবেন। এতদর্থে স্বেচ্ছায় ও জ্ঞানপূর্ব্বক এই উইল লিখিয়া দিলাম। ইতি—সন ১৩০৯ শাল, তাং ২৯এ ভাদ্র, ইং ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯০২।

(দঃ) শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

একদিন তাঁহার পূর্ব্ব-জীবনের কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আমরা বলিলাম, "যদি আপনি এত দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে প্রচারকার্য্য জন্য পণ্ডশ্রম না করিয়া পাঞ্জাব ও রাজপুতনায় ইহার কিয়দংশ সময় ব্যয় করিতেন, তবে আপনার আরব্ধ কার্য্যগুলির অতি সুন্দর সুব্যবস্থা হইতে পারিত। আপনার স্থাপিত বেদ-বিদ্যালয়ের জন্য বাঙ্গালীদের নিকট বৃথা গঞ্জনা ভোগ করিতে হইত না। উহা কাশীতে স্থায়িভাবে থাকিয়া যাইত। একজন ভক্তই এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। বাঙ্গালীর জন্য জীবন দিয়া তাঁহার ফল ত এই ঈর্ষ্যা-নিন্দা-লাঞ্ছনা?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "অতি অল্প সংখ্যক ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন লোক স্বার্থান্ধ হইয়া আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ লোকই ত আমার প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ অনুরাগ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশেই ধর্ম্মাভাব হইয়াছিল, সেই জন্য বাঙ্গালা দেশেই ধর্ম্ম-ভাবের উদ্দীপনা করা ভগবানের অভিপ্রেত ছিল। তবে বাঙ্গালা দেশের লোকের টাকা নাই, তাই এইরূপ মহৎকার্য্যে আবশ্যকানুরূপ অর্থ সাহায্য না হওয়ায় ইহার স্থায়িত্ব-সাধনের সুবিধা হইল না।"

বাঙ্গালীদিগের ষড়যন্ত্রে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও স্বামীজী শেষদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর কল্যাণ কামনা করিয়া গিয়াছেন। কারামুক্ত হইয়া আসার পর বাঙ্গালা দেশেই ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন। বিকারগ্রস্ত রোগী চিকিৎসককে পদাঘাত করিলেও তিনি যেমন তাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইয়া তাহারই শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, পরিব্রাজক স্বামীজীও বাঙ্গালীর বিরূপ ব্যবহারে বিরক্ত না হইয়া তাহারই শুভ কামনায় ও সেবায় জীবনের শেষ কয়েকদিনও অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

শ্রাবণ মাসের শেষে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের অগ্রজ শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন মহাশয় নিউমোনিয়া রোগে সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিলেন।* শ্রীমৎস্বামীজীর পূর্ব্বেই তিনি যে ইহ জগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পুণ্যেরই পরিচায়ক।

ইহারই একমাস পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পরিব্রাজক মহোদয় শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর সমাধি-বার্ত্তা পাঠ করিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাহার কর্ম্ম-জীবনের অবসান হওয়ায় স্বামীজী বড়ই আক্ষেপ

---

* মৃত্যুদিন ইনি গ্রামস্থ অনুরাগী লোকদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক সকলের নিকট বিদায় লইলেন; পুত্রকে সৎপথে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য শেষ উপদেশ দিলেন। যথানিয়মিত নিজ ইষ্টমন্ত্রের জপ করিয়া ভক্তিভরে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইল। ইনি সুচিকিৎসক, সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ ও সুকবি ছিলেন। প্রাচীন আদর্শে কয়েকখানি কাব্যও বাঙ্গলাভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিলেন। উভয়ের সাক্ষাতের সুযোগ না হইলেও তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহের বিষয় অবগত হইয়া পরিব্রাজক স্বামীজী তাঁহার দ্বারা ভারতের অনেক কল্যাণ সাধন হইবে ভাবিয়াছিলেন। তাঁহার নিজধাম যাত্রার প্রাক্কালে এরূপ মহাত্মার তিরোভাব ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের বিশেষ দুঃসময়ের সূচক বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছিল।

বহুদিন হইতেই পুরুষোত্তম, রামেশ্বর ও দ্বারকার পথে উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে অনেকে শ্রীমৎ স্বামীজীর ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন; অনেকেই পূজার পর তাঁহার শুভাগমনের আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহার একমাত্র প্রেরণায় স্বামীজী এত নির্য্যাতনেও প্রচার-কার্য্যে পরাঙ্মুখ হন নাই, এইবার সেইখান হইতে তাঁহার ডাক আসিল যখন, তখন সে আহ্বানকে কেই বা উপেক্ষা করিতে পারে? তাই ভগবদিচ্ছানুরূপই ব্যবস্থা হইল। সুতরাং দক্ষিণ-ভারত-প্রান্তে আর তাঁহার যাওয়া ঘটিল না, তদ্দেশবাসীরা আর তাঁহার মুখনিঃসৃত অমৃতময় উপদেশ শুনিবার অবসর পাইলেন না, দক্ষিণ-ভারতবাসীদিগের সহিত আর তাহার সাক্ষাৎ হইল না। যে ধর্ম্মবীর ত্রিংশৎ বর্ষকাল প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া ভারতের পবিত্র সনাতন ধর্ম্মস্রোতে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত সুশীতল ও বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন, যাঁহার আজীবন ধর্ম্মানুষ্ঠান ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভারত-সন্তানদিগকে মনুষ্যত্বলাভের সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদিগকে কল্যাণপথে আনিবার প্রয়াস করিয়াছিল, স্বদেশের সেবা কিরূপে করিতে হয় সে বিষয়ে যাঁহার জীবনের মত এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর নাই, স্বদেশীয়দিগের ষড়্‌যন্ত্রে নির্য্যাতিত হইলেও জীবনের সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত যাঁহাকে সে ব্রত হইতে কেহ স্খলিত করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই ধর্ম্মবীরের, সেই স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ-প্রেমিকের জীবন-যজ্ঞের এইবার শেষ আহুতি দিবার সময় উপস্থিত হইল। যিনি তাঁহার জীবনের আনন্দ, প্রাণের বিশ্রাম সেই ভগবচ্চরণে তাঁহার তপঃপূত জীবন-হবিঃকে এইবার সমর্পণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার সময় উপস্থিত হইল। এ যে নিজের ঘরের ডাক, নিজের দিব্যান্তঃপুরের মহিমোজ্জ্বল মাতৃমূর্ত্তির নিজ সন্তানকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার ডাক। বহুশ্রমক্লান্ত, নির্য্যাতনদগ্ধ শরীর-মনকে এইবার বিশ্রাম দিবার সময় আসিল।

আজ স্বদেশবাসী সকলে দেখ, কে তোমাদের নয়ন-সম্মুখ হইতে পটান্তরালে মায়ের কোলে নিত্য বিশ্রাম লাভের জন্য অদর্শন হইতে চলিলেন। তোমাদের চিরপ্রেমিক, তোমাদের চিরসেবক, তোমাদিগকে ধর্ম্মপীযূষ পান করাইবার জন্য প্রাণ দান করিয়া—তোমাদের অকৃত্রিম সুহৃদ্ আজ বিশ্রাম-লাভার্থ মাতৃ-ভবনের পানে পদক্ষেপ করিতেছেন।

সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল—সেই আনন্দের, সেই চিরবিষাদের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাদ্রমাসের শেষভাগে পীড়া ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দূরদূরান্তর হইতে সেবকবর্গ সমাধি-শয্যায় সাধুর শুশ্রূষা করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য ক্রমশঃ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। স্বামীজীর সহোদর ভ্রাতা কুঁচিয়াকোল হাই-স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ সেন, এম. এ. (পরবর্ত্তীকালে সন্ন্যাস-জীবনে শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ), এবং শিষ্য শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ নাগ ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেন পীড়ার সংবাদ পাইয়া অগ্রেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ প্রথমে তাঁহার চিকিৎসা করেন। অনন্তর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন, নাটোর-রাজের প্রবীণ চিকিৎসক ঈশ্বরচন্দ্র সেন ও কাশীর প্রসিদ্ধ কবিরাজ উমাচরণ ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন মহাশয় আদি সকলেই কাশীতে থাকিয়া যথাযথ ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন। কলিকাতা হইতে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গোপীমোহন রায় ও বহরমপুর হইতে কবিরাজ শ্রীচরণ রায় মহাশয়দ্বয়ও রোগের বহুবিধ উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এততেও রোগের অবস্থার বিশেষ কিছু হ্রাস দেখা গেল না; বরং তৈলহীন

ভাদ্রমাস, ১৩০৯ শাল
ইং ১৯০২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীপের ন্যায় তাঁহার জীবনী-শক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল।

স্বামীজীর সন্ন্যাসি-সতীর্থগণ যোগাশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভগবদ্বাণী ও "সদ্‌গুরুবাণী" আবৃত্তি করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের গম্ভীর কণ্ঠস্বর আকাশে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ব্যোমমার্গকে আরও শুদ্ধ ও নির্ম্মল করিয়া দিয়া স্বামীজীর আনন্দযাত্রার উদ্বোধন সূচনা করিয়া দিল। সমস্ত দর্শকবৃন্দ, তাঁহার অনুরাগী ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ যেন হৃদয়ে কি একটা অননুভূত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। ভাবী বিষাদের মেঘমালা যেন সকলের হৃদয়াকাশে পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল।

এমন সময়ে গৃহাভ্যন্তরের গম্ভীরতা বিদূরিত করিয়া দিয়া স্বামীজীর শ্রীমুখ হইতে শেষ উপদেশ বিনির্গত হইয়া আকাশে মিশিয়া গেল। স্বামীজী ভক্তিমদ্বর্গকে লক্ষ্য করিয়া এই উপদেশ দিলেন—**"মায়ের সেবা করিও, ভগবান্‌কে ভুলিও না।"** এই শেষ কথা উচ্চারণ করিয়া অনন্তের পথে যাত্রা করার জন্য যেন তদ্দিকেই তিনি উন্মুখ হইয়া রহিলেন, বুঝি কাহারও জন্য ব্যস্তচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল ৺মা যোগেশ্বরী ও যোগেশ্বর-নাথের নাম অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে যেন কাহার সন্দর্শন লাভ করিয়া আনন্দে মুখখানি উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল। নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপ যেন হাঁসিয়া উঠিল। কেহ তাঁহার শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে, শরীরের অত্যন্ত যাতনা সত্ত্বেও, স্মিতমুখে অল্প কথায় "আনন্দ" ও "উত্তম"—এইমাত্র উত্তরই দিতেন।

শেষ সময়

শেষদিন প্রাতে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরাজ মহাশয় দেখিয়া গেলেন, তখনও নাড়ীর অবস্থা মন্দ নহে। মা যোগেশ্বরীর মধ্যাহ্ন ভোগ ও আরতি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। কলিকাতা হইতে নবাগত শ্রীযুক্ত দয়ালনাথ ভট্টাচার্য্য, পাঁচকড়ি রায়, মতিলাল সেন প্রভৃতি ভক্তগণকে এবং

মহাসমাধির দিন
শুক্রবার,
৩রা আশ্বিন, ১৩০৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর আর উপস্থিত ভক্ত ও সাধুবৃন্দকে প্রসাদ গ্রহণ জন্য শ্রীমৎ স্বামীজী আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং সকলেই স্বামীজীর আদেশমত যথাসময়ে ৺মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আবার স্বামীজীর নিকটে আসিয়া বসিলেন। ডাক্তার আসিয়া আবার তাঁহাকে দেখিয়া গেলেন, রাত্রি দশটার পূর্ব্বে কোন আশঙ্কা নাই—এইরূপ অনুমান করিয়া গেলেন। তাহার অল্পক্ষণ পরেই নাড়ীর গতি আর মণিবন্ধে অনুভূত হইল না; অমনি যোগেশ্বরী ও যোগেশ্বরনাথের শ্রীমূর্ত্তি স্বামীজীর সম্মুখে আনীত হইল। অপর কোন বাহ্য লক্ষণই প্রকাশ পাইল না; দেখিতে দেখিতে কিয়ৎক্ষণের মধ্যে—অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময়—শ্রীমৎ স্বামীজী অন্তরে পরমাত্মসত্তায় মহাসমাধি গ্রহণ করিলেন। ভারতের ঘনাচ্ছন্ন ধর্ম্মাকাশের সমুজ্জ্বল দীপ্ত নক্ষত্রটী অস্তমিত হইল। ভারতের ভাগ্যদোষে তিনি কিঞ্চিদধিক ৫৩ বর্ষ * বয়ঃক্রমকালেই ৺মায়ের মহাপূজায় "মেরুমূলাধারে বোধন ক'রে পূজ সহস্রদলে (আনন্দরূপিণী মায়ের)" † নিবিষ্ট হইলেন। সন্ন্যাসি-জীবনের এই শুভক্ষণে সাধু নিজ মায়ের স্বরূপসত্তায় বিলীন হইলেন দেখিয়া হরি-সংকীর্ত্তন ও শঙ্খ-ঘণ্টাদির মঙ্গল বাদ্যধ্বনিতে যোগাশ্রম প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। স্বামীজী স্ব-প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণ রত্নাবলী"তে লিখিয়া গিয়াছেন—

"আবাগমন শ্রীকৃষ্ণানন্দ্ দুখ পাওয়ে সব রোয়।
জানা হৈ তো ইস্ বিধি যাও ফির না আনা হোয়॥"

অর্থাৎ, যাতায়াতের (মরণ ও জন্মের) ক্লেশ পাইয়া সকলেই রোদন করিতেছে, ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ বলিতেছেন—যখন জন্মিয়াছ, তখন মরিতেই হইবে, কিন্তু এবার এবংবিধ কার্য্য করিয়া যাও, যেন পুনর্ব্বার আর না আসিতে হয়; পুনরাবৃত্তির মূল সংসার-বাসনারাশি বিসর্জ্জন দিয়া

* তাঁহার আয়ুর পরিমাণ ৫৩ বৎসর ১ মাস কয়েকদিন মাত্র হইয়াছিল।

† পরিব্রাজকের সঙ্গীত—সংখ্যা ৮৫।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈরাগ্য ও ভক্তিপূর্ব্বক ভগবদ্-ভজন করিতে থাক, তাহা হইলে মায়িক জগতে আর আসিতে হইবে না।

সমবেত সাধুগণ শ্রীমৎ স্বামীজীর সমাধিস্থ শিবদেহ পঞ্চামৃতসহ জাহ্নবী-জলে স্নানপূত, চন্দনাক্ত এবং কাষায়বাস ও পুষ্পমালায় সুশোভিত করিয়া সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট করাইলেন। তদন্তর হরিনাম সংকীর্ত্তন ও শঙ্খ-ঘণ্টাদির বাদ্যোদ্যম সহ সেই পবিত্র পার্থিব দেহ সুসজ্জিত চতুর্দ্দোলে সাধু ও সজ্জনবর্গ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া মহাতীর্থ মণিকর্ণিকা-তটে নীত হইল।

অতঃপর—চন্দ্রোদয় হইলে—স্বামীজীর সমাধিস্থ দেহ জহ্নুতনয়ার সুশীতল ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যোগাশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন; তখন মায়ের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল। আরত্রিকের পর মায়ের সম্মুখে তাঁহার প্রিয়তম পুত্র পরিব্রাজকের এই শেষ আগমনী সঙ্গীতটী গান করিয়া সকলে নিজ হৃদয়কে কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেন।*

---

* স্বামীজীর সমাধির ২।১ দিন পরে কলিকাতার কয়েকজন ভদ্রলোক যোগাশ্রম দর্শনে আসিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামীজীর স্মৃতিরক্ষার কোন চেষ্টা হইবে কিনা? আমরা বলিলাম, "জগতে কাহারও নামই অনন্ত কাল স্থায়ী হইতে পারে না। কয়েক সহস্র বর্ষ সে গণনায় কিছুই নয়। তবে তিনি ভারতবাসীর হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রবাহরূপে (তাঁহার মায়িক নামের লোপ হইলেও) তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। আর এক্ষণে এই যোগাশ্রমই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ; এখানে মা যোগেশ্বরীর সেবার সুব্যবস্থা করিলেই তাঁহার কীর্ত্তি রক্ষা করা হইবে। তাঁহারই উপদেশানুসারে এই মঠের সন্ন্যাসিগণ নিজ নিজ জীবন গঠন করিয়া মুমুক্ষুগণের আদর্শস্বরূপ হইবেন। আর তাঁহার ব্যাখ্যাত গীতা ও ভক্তিসূত্র এবং তাঁহার রচিত বক্তৃতা, পুষ্পাঞ্জলি আদি পুস্তক ও পরিব্রাজকের সঙ্গীত চিরদিন বঙ্গভাষার পাঠকগণের হৃদয়ে তাঁহাকে জাগরূক রাখিবে। তাঁহার সাধনসিদ্ধ উপদেশের ভাব ও ভাষা বাঙ্গালী-হৃদয়ে সঞ্জীবনী-শক্তিদানে সমর্থ; সুতরাং কালে আবার কত লোক তাঁহার জীবন অনুসরণপূর্ব্বক স্বদেশ ও স্বধর্ম্মসেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অমর কীর্ত্তি ভারতের প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজীর শেষ সঙ্গীত।

—শকাব্দ ১৮২৪ (বাং ১৩০৯ শাল) শারদীয়া পূজার আগমনী—

(সমাধির পূর্ব্বে রচিত)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

ঘোর আঁধারে নিশি নিরাধারে,[১]
নিরখিলাম এ কি আঁখির মাঝারে[২]।
কোটী শশী প্রভা, মুনি মনোলোভা,
বর্ণিতে সে শোভা বচন হারে॥
১। মায়া নিদ্রাবশে অঘোরে ঘুমায়ে,
ছিলাম অচেতন জ্ঞান হারাইয়ে।
কে যেন আসিয়ে শিয়রে বসিয়ে[৩]
হাঁসিয়ে হাঁসিয়ে[৪] জাগায় আমারে॥

সজ্জনতোষিণী ব্যাখ্যা।

এই সঙ্গীতে ব্রহ্মের সগুণ বিকাশের বর্ণনা দ্বারা তাঁহার চিদ্ঘন স্বরূপের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

১। ঘোর আঁধারে নিশি নিরাধারে—অজ্ঞানাভিভূত মনের আশ্রয়শূন্য বা লক্ষ্যহীন অবস্থায় (রাত্রির অন্ধকারে যেরূপ ভ্রমবশতঃ সমস্ত দিক্ শূন্য বোধে লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থান স্থির হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানতায় মনের একমাত্র আধার আত্মস্বরূপে লক্ষ্য স্থির হয় না)।

২। আঁখির মাঝারে—ভ্রূমধ্যে (আজ্ঞাচক্রের দ্বিদলে); (দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্র বলিয়া এখানে ব্রহ্মের সগুণ বিকাশ দৃষ্ট হয়)।

৩। শিয়রে বসিয়ে—সহস্র কমলে আবির্ভূত হইয়া।

৪। হাঁসিয়ে হাঁসিয়ে—আত্মজ্ঞানের বিকাশ করিয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। নয়নের ঝলকে জগজ্জ্যোতির্ম্ময়,[৫]
পলকে পলকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ;
আহা মরি মরি কি বচন মাধুরী,[৬]
শুনিলে যে ভুলে যাই আপনারে[৭] ॥

৩। কোমল কর তায়[৮] পরশিলে গায়
আমি-তুমি-তিনি ভেদ মিটে যায়[৯] ;
শ্রীপদ-পঙ্কজে ভুক্তি মুক্তি ভজে,
ভক্তজন মজে প্রেমের পাথারে ॥

৪। আঁধার ঘরের আলো এটী কার মেয়ে,[১০]
অচল চঞ্চল পথ পানে চেয়ে[১১] ;
পরিব্রাজক ঊর্দ্ধশ্বাসে* এস ধেয়ে,
দেখবে যদি প্রাণের উমারে[১২] ॥

৫। নয়নের ঝলকে জগজ্জ্যোতির্ম্ময়—ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তি জড়-জগতে জ্যোতিরূপে প্রকাশিত।

৬। কি বচন মাধুরী—উপাসনাকালে অপূর্ব্ব প্রত্যাদেশ বাণী ; (নিরুদ্ধচিত্তে স্ব-স্বরূপোপলব্ধি)।

৭। শুনিলে যে ভুলে যাই আপনারে—প্রত্যাদেশ শুনিতে শুনিতে, অথবা চিদ্রূপে চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে নিজের পৃথক্ জ্ঞান থাকে না।

৮। কোমল কর তায় ইত্যাদি—চৈতন্য-স্বরূপে মন নিরুদ্ধ হইলে।

৯। আমি-তুমি-তিনি ভেদ মিটে যায়—ব্রহ্মস্বরূপতায় ভেদবুদ্ধি থাকে না ; আত্মসমাধিকালে তুরীয় অবস্থায় মনের নিরোধ হয় বলিয়া একমাত্র অখণ্ড চৈতন্যই প্রকাশিত থাকেন।

১০। এটী কার মেয়ে—সগুণব্রহ্মের কুমারী কন্যারূপ (কেনোপনিষৎ—৩য় খণ্ড, ১২ শ্রুতি দ্রষ্টব্য)।

১১। অচল চঞ্চল পথ পানে চেয়ে—গুণাতীত অবস্থায় শান্তিময় চিৎস্বরূপে স্থিত হইয়া, অথবা (সগুণ পক্ষে) কুমারী কন্যারূপে লক্ষ্যপথে চঞ্চল দৃষ্টিতে স্থিত হইয়া।

১২। উমারে—কুমারী কন্যারূপে আবির্ভূতা ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মময়ী মাকে। (উমা = উ + ম + অ — স্ত্রীং আ = ওঁ = ব্রহ্ম)।

* মূলাধার হইতে সহস্রারবিন্দে গতি—এই অবস্থায় স্থিতিই সমাধি। স্বামীজী ইহাতেই তাঁহার মহাসমাধির ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন-গ্রন্থের পুনরালোচনা ও উপসংহার।

দৈবী-সম্পৎ ও তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকার।

"অভয়ং সত্ত্ব সংশুদ্ধির্জ্ঞান-যোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতি শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥" গীতা, ১৬।১-৩

ভগবান্ উক্ত শ্লোকগুলিতে ষড়্‌বিংশতি প্রকার দৈবী-সম্পদের কথা বলিয়াছেন। জগতে ত্রিগুণের অনুকূল তিন প্রকারের মানুষই জন্মগ্রহণ করে—(১) দৈবী-সম্পৎ-সম্পন্ন, (২) আসুর-প্রকৃতি এবং (৩) এই দুইয়ের মিশ্রণ। যাঁহাদের জীবন ভাবী কল্যাণময় পন্থার অনুবর্ত্তন করে, তাঁহারাই দৈবী-সম্পৎ লাভ করেন, তাঁহাদের জীবন উচ্চতর লক্ষ্যের জন্য ব্যবস্থিত, এবং সমগ্র দৈবী-সম্পৎ আয়ত্ত করিবার সৌভাগ্য তাঁহাদেরই হইয়া থাকে। তাঁহাদের কৃতকার্য্যতার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তই ভবিষ্যৎ পথযাত্রীদের পথ দেখাইয়া দেয়।

আমরা যে মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিলাম, তাঁহার জীবনও দৈবী-সম্পৎ-সম্পন্ন ছিল। আমরা কুমার পরিব্রাজক মহোদয়ের বাল্যজীবনেই এই দৈবী-সম্পদের অঙ্কুরোদ্গমের আভাস পাই। ক্রমে কৈশোর কাল হইতেই সেই দৈবী-প্রকৃতি কিরূপ বিকশিত হইতে থাকে, আশা করি, তাহাও পাঠক লক্ষ্য করিয়াছেন। এই দৈবী-প্রতিভার কথা বহরমপুর-ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি স্বয়ংও কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মুঙ্গেরেই তাঁহার যৌবনের প্রথমার্দ্ধ অতিবাহিত হয়। এইখানেই তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্‌গুরুকৃপা লাভ করেন এবং এইখানেই তিনি ভগবৎ-নির্ভরতাযুক্ত পুরুষার্থ আশ্রয় পূর্ব্বক সাধন তপস্যা দ্বারা সাধন বল সঞ্চয় করেন। রেলওয়ের নগণ্য কেরাণী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যৌবনের আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ-বিলাস উপেক্ষা করিয়া এইরূপে চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল সংগোপনে নীরবে সাধন ও স্বাধ্যায়-রত ছিলেন। চারিদিকে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-স্রোত ও ব্রাহ্মসমাজের উন্মত্ত চেষ্টায় প্রাচীন সমাজের মধ্যে যে ঘোর সামাজ-বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন অটল ভাবে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানে তৎপর থাকিলেন; পিতা মাতার প্রতি অটল শ্রদ্ধা এবং তাঁহাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়া তিনি প্রভূত সংযম সাধনের অবসর পাইলেন; তাহার সহিত ঋষি-সেবিত সাধনাদি সংযুক্ত হওয়ায় তাঁহার মধ্যে দৈবী-সম্পৎসমূহ বিকশিত হইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার মধ্যে দিব্য ভাগবতী বুদ্ধির উদয় হইতে লাগিল। উপাসনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। এতদিনে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন স্বদেশের সেবা করিবার উপযোগী হইলেন। তদবধি কাশীকে কার্য্যক্ষেত্র করিয়া স্বেষ্ট সাধনে ও ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত থাকিয়া নিজ জীবনের অপরার্দ্ধ কাল লোক-হিতার্থ উৎসর্গ করিলেন। প্রায় বিংশতি বর্ষ এইরূপেই অতিবাহিত হয়। তিনি শাস্ত্রীয় বিধির অনুসরণ করিয়াই নিজ জীবনে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, সেইজন্য শাস্ত্রানুকূল উপায়েই সমাজ-সংস্কার করা তাঁহার প্রচারের প্রধান লক্ষ্য ছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন—"ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং, ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকো ধর্ম্মঃ। তদধীনত্বাদ্বর্ণাশ্রম ভেদানাম্॥"—ব্রাহ্মণত্বের রক্ষণ দ্বারাই বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষিত হয়; কেননা, বর্ণাশ্রম বিভাগাদি উহারই আশ্রিত। ব্রাহ্মণ জাতি উন্নত হইলে সমাজ সুরক্ষিত হইবে—এই ধারণা পরিব্রাজকের মনেও বলবতী ছিল। তদনুসারে তিনি অধিকাংশ ধর্ম্মসভাতেই শাস্ত্র ও সদাচার শিক্ষার জন্য সংস্কৃত পাঠশালা-স্থাপনে উৎসাহ দিতেন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ জাতির যথাযথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে সামাজিক নিয়ম-নিষেধের বহির্ভূত হইয়াও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটী করিতেন না। অধঃপতনের সময় কিন্তু উচ্চ-জাতিরই অধিক অধঃপতন হইয়া থাকে। যতগুলি দোষে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই এখন ব্রাহ্মণ জাতিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ-জাতি সম্বন্ধে পরিব্রাজক মহাশয় একবার একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"মহানুভবগণ ব্যতীত সাধারণ ব্রাহ্মণ-শ্রেণী কেবল অভিমান সার করিয়া বসিয়া আছে; ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সত্য, নিষ্ঠা, গুণগ্রাহিতা, ভক্তি আদি—যেমন বৃক্ষ শুকাইয়া গেলে পত্রগুলি ঝড়িয়া পড়ে তেমনি—যেন ব্রাহ্মণ-জাতি হইতে চলিয়া যাইতেছে। যাহা হউক, হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে ব্রাহ্মণ পুনঃ প্রস্তুত করা চাই। বেদ-শিক্ষা, কর্ম্মানুষ্ঠান ও ভগবদ্ভক্তিই তাহার উপযুক্ত উপাদান।" কতিপয় অতি মাত্রায় বিষয়াসক্ত ব্রাহ্মণেরাই পরিব্রাজকের অলৌকিক প্রতিভা ও উচ্চ প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহার অযথা নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত ভিন্ন হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই তাঁহার প্রচারকার্য্যের উপকারিতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ সমাজে কোন নূতন ধর্ম্মমত প্রচার বা কোন নূতন সম্প্রদায় স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার যেরূপ অসামান্য প্রতিভা ছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে একটা নূতন সম্প্রদায় অনায়াসেই গঠন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য সে দিকে ছিল না; তিনি বিশ্বাসী ভৃত্যের মত নিজ সনাতন সমাজেরই শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য, নিজ জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, তিনি ইচ্ছা করিলে লোক-হিতার্থ বহু প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করিয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার মনে এই ধারণা তিনি পোষণ করিতেন যে, সমাজের বহুলোক ধর্ম্মপালন দ্বারা স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইলেই গৃহস্থের স্বাভাবিক সদাচার, লোকহিতৈষণা প্রভৃতি প্রত্যেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধার্ম্মিক হিন্দু গৃহেই আপনাপনি অনুষ্ঠিত হইবে—যেমন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ছিল। যে সমাজের ব্রাহ্মণকে নিত্য সন্ধ্যোপাসনার সময় স্মরণ করিতে হয়—"তচ্ছংযোরাবৃণীমহে, স্বস্তির্ম্মানুষেভ্যঃ। শন্নো অস্তু দ্বিপদে, শং চতুষ্পদে"—(উপস্থিত রোগাদির উপশম-কারণ এবং ভবিষ্যৎ রোগাদির বিয়োগের কারণ যে কর্ম্ম তাহা আমরা প্রার্থনা করি; মনুষ্য মাত্রের মঙ্গল হউক, দ্বিপদ, চতুষ্পদ সমস্ত প্রাণীরই সুখ হউক); "অতিথি-দেবো ভব, পিতৃ-দেবো ভব, মাতৃ-দেবো ভব, আচার্য্য-দেবো ভব"—যে সমাজের এমন সুন্দর নিয়ম, সকলেই সকলের জন্য—সে সমাজে দাতব্য-চিকিৎসালয় বা ধর্ম্মশালার কোন প্রয়োজন ছিল না; তবে কালবশে যখন এই সমাজের মানুষ ধর্ম্মহীন হইয়া ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিতে লজ্জা বোধ করিল না, তখন সে সমাজস্থ লোককে একটা লৌকিক কর্ম্মের মধ্যে টানিয়া না আনিয়া, আবার যাহাতে তাহারা ধর্ম্ম ও সদাচার প্রতিপালনে সচেষ্ট হয়, ভগবদ্ভক্তি ও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সমস্ত মনুষ্যত্ব ও সুচরিত্র ফিরিয়া পাইয়া তাহারা মানুষ হইবে—এই আশায় সকলের মূল যে ভাগবতী ধর্ম্ম, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তাহারই প্রচারার্থ প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন।

নূতন সমাজ গঠনে প্রয়োজন নাই; সনাতন ধর্ম্ম-সমাজ চিরদিন এক ভাবেই প্রচলিত রহিয়াছে, কেবল কালক্রমে শাস্ত্র ও সদনুষ্ঠানের অভাবে তাহাতে যে মলিনতা পড়িয়াছিল, তিনি তাহাই দূর করিয়া ভারতীয় ধর্ম্মের মুখ পুনরুজ্জ্বল করিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সনাতন ধর্ম্মের কোন অঙ্গহানি না করিয়া, তাহা যথাযথ রক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইংরাজী-শিক্ষিতদিগের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কারের আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, এবং লোকে নিজের ঘরের দিকে না তাকাইয়া যেরূপ অন্ধভাবে আপনাদের সুপ্রাচীন শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও সাধন-পদ্ধতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদের সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য, এবং যাঁহারা নিজ ধর্ম্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও বিশ্বাস রাখিয়াও ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শকে ভুলিয়া যাইতেছিলেন, ধর্ম্মের সেই বিলুপ্তপ্রায় উচ্চ আদর্শকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ভারতের প্রায় অধিকাংশ প্রদেশের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ধর্ম্ম-সভা ও বালকদের জন্য সুনীতি-সভা স্থাপনের দ্বারা তাহাদিগকে নৈতিক বলে ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু সংস্কৃত-শিক্ষা ব্যতীত ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না, এবং তজ্জন্য সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত-শিক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বত্র দেশবাসীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি সহস্র সহস্র বক্তৃতায় শাস্ত্রের আদর্শে সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম্ম-সাধন জন্য সকলকে সৎপরামর্শ দিতেন। হিন্দু-সমাজকে প্রথমতঃ সুদৃঢ় রাখিয়া সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুকূল উন্নতি-সাধনের দিকে তিনি শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার "ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার" শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার মহদুদ্দেশ্য অবগত হইয়াছেন ও হইবেন।

স্বামীজী "ভারতের আর্য্যভাব" ব্যাখ্যা কালে বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা এখানে তাহারই কয়েকটী কথার উল্লেখ করিব মাত্র। "বেদ-কথিত ও বেদানুমোদিত কর্ম্ম ও জ্ঞানের ও বেদানুকূল স্মৃতির উপদিষ্ট অনুষ্ঠানরাশির লোক-পরম্পরা-মান্য, চিরপ্রচলিত সদাচার-সম্মত ব্যবস্থা এবং এতাবত্তানুকূল অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক নিজ মার্জ্জিত-বুদ্ধি-বিনোদকর কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের লক্ষণ; যে দিন শাস্ত্রসিদ্ধ এই কথার যথাযথ সম্মাননা-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইব, সেই দিনই বুঝিব, বর্ত্তমান ভারতে আর্য্য-তেজের পুনরভ্যুদয় হইল।

"আর্য্য-জাতি স্বকপোল-কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্য করিতেন না। ভগবদ্বাক্য বেদের অনুমোদিত না হইলে, অথবা তপঃসিদ্ধ-বুদ্ধি মহাপুরুষগণের উপদেশ বা আদেশ না পাইলে, ভারতীয় আর্য্য-জাতি কোন কার্য্যই করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। পবিত্রতাই তাঁহাদের কার্য্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেরয়িতা ছিল। দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধির ব্যাঘাতক কোন কার্য্যই তাঁহাদের প্রিয় বলিয়া বোধ হইত না। আদ্যাশক্তি-স্বরূপিণী বিশুদ্ধা প্রকৃতির সুসন্তান তাঁহারা, যাহাতে প্রকৃতি মলিন হয়, এমন কোন কার্য্যেই তাঁহাদের মতি ধাবিত হইত না। যে কার্য্য জীবকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ না করে, যে কার্য্য জীব-হৃদয়ে ভগবানের চারু চরণ-চন্দ্রিকা বিস্তারে বাধা প্রদান করে, সে কার্য্যে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হইত না। তাঁহারা সকল কার্য্যকেই ঈশ্বরানুকূল করিয়া অনুষ্ঠান করিতেন। *** তাঁহারা ভগবদ্ভাব-বর্জ্জিত কেবল পার্থিব উন্নতি-সাধনে পরিশ্রম করিতেন না। *** তাঁহারা সদাচারকে পরমধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। সদাচার-বর্জ্জিত হইলে পরলোকে আত্মার অসদ্‌গতি হয়; তপস্যা, ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, অগ্নিহোত্রাদি কোন উপায়েই অনাচারী বা কদাচারীর কল্যাণ হয় না—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ছিল। সদাচারে শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টা আদি বিশুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইলেই বাক্যের দ্বারা হউক, শরীরের দ্বারা হউক বা মনের দ্বারা হউক, নিজ নিজ অভীষ্টানুরূপ ভগবদারাধনা করাই তাঁহাদের জীবনের যথাসর্ব্বস্ব মনে করিতেন।"

ব্রাহ্মগণ জাতিভেদ ও বাহ্যপূজা উঠাইতে গিয়া সমাজে যে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, স্বামী দয়ানন্দের আর্য্যসমাজ সাকার উপাসনা উঠাইয়া দিয়া অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম-কাণ্ডের যে প্রশ্রয় দিতেছিলেন, সাধারণ শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ ভক্তি ও সাধন ভুলিয়া সমাজে যে ব্যভিচার ও অনাচার-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন এবং সাধনাশূন্য জ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, হিন্দু-সমাজকে সেই সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য কার্য্য খুব কঠিন ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণানন্দের প্রতিভা তদুপযুক্ত বলিয়াই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে ওরূপ সফলতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি জাতিভেদের শাস্ত্রীয়তা কিরূপ যুক্তিসহ তাহা সকলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট সপ্রমাণ করিয়া, আবার লোকের মন হইতে জাত্যভিমান দূর করিবার প্রযত্ন করিয়াছিলেন; সাকার উপাসনার মধ্যে যে কিছুমাত্র হীনতা নাই, বরং তাহা জগতের জীবের পক্ষে কিরূপ মঙ্গলজনক এবং তন্মধ্যে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ঈশ্বরারাধনার সদ্‌যুক্তি কিরূপ নিহিত রহিয়াছে, তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এবং ভক্তির সহিত আশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই যে জ্ঞান-নিষ্ঠার উদয় হয়, তাহাই সর্ব্বত্র প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজ জীবনও এইভাবে গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা-শক্তি ও তাঁহার জ্ঞান-ভক্তির অত্যুচ্চ আদর্শই বঙ্গ, বিহার, পশ্চিমোত্তর ও পাঞ্জাববাসীর হৃদয়ের অনেক মলিনতা দূর করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল; তাঁহার প্রণীত পুস্তকপুঞ্জের পত্রে পত্রে এখনও সেই এক ভাবেই "শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া" সাধন-পথে প্রবেশাধিকার-লাভের উপদেশ লিখিত রহিয়াছে।

তিনি সমাজে স্মৃতির শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া লোকের মন হইতে সঙ্কীর্ণতা দূর করাই আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আশ্রম-ধর্ম্মের উপদেশগুলি ও তাহার উদ্দেশ্য যে কি—তাহা জনসাধারণের মনো-মধ্যে অঙ্কিত করিয়া দিবারই বিশেষ প্রয়াস করিয়াছিলেন। তাঁহার এ প্রয়াস যে ব্যর্থ হইয়াছিল তাহাও বলা যায় না। সাধন-ধর্ম্ম শুনিতে সুমধুর হইলেও তাহার অনুষ্ঠান অনায়াস-সাধ্য নহে। সমাজে লক্ষের মধ্যে দুই-একজন বাস্তবিক সাধনের উচ্চাধিকার লাভের চেষ্টা করেন, সুতরাং সে জন্য কোন ধর্ম্ম-প্রচারককে পরিশ্রম করিতে হইবে না। লক্ষ লক্ষ লোক যে ব্যবস্থায় পরিচালিত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণেও জীবনের পবিত্রতা ও সার্থকতা সাধন করিতে পারে, সেই আশ্রম-ধর্ম্মই সমাজে পালনীয়। সেইজন্য ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"

বিষয়াসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়া বিচলিত করিবেনা;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন না, উপদেশ শুনিতে ভাল লাগিলেও তদনুরূপ কার্য্য করিবার মনের বল তাহাদের নাই। আজকাল শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কাহাকেও বেদান্তোক্ত অষ্টবিধ সাধনের আলোচনায়, কাহাকেও অষ্ট-যোগাঙ্গের ব্যাখ্যায়, কাহাকেও বৌদ্ধধর্ম্মের অষ্ট আর্য্যমার্গের গবেষণায়, কাহাকেও আবার ভক্তির নবধা লক্ষণ-নির্ণয়ে বিব্রত দেখিতে পাই; কিন্তু মনু-কথিত দশলক্ষণযুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনেকেরই রুচি হয় না। তাঁহাদের মতে পূর্ব্বোক্ত কোন একটী সাধন-ধর্ম্মানুসারে হিন্দু-সমাজ পরিচালিত নহে বলিয়া ভারতের যত দুর্দ্দশা হইয়াছে; হিন্দুসমাজের জাতিভেদ, হিন্দু সমাজের মূর্ত্তিপূজা, ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমরা বলি, তাঁহারা সাধন-ধর্ম্মের—নিবৃত্তিমার্গের উপদেশগুলি মুখে আবৃত্তি করেন মাত্র; অনুষ্ঠান করেন না। তাঁহাদের মতে হিন্দু-সমাজের ঐ দোষগুলি পরিহার করিয়া তাঁহারা নিজে কোন্ বুদ্ধ বা চৈতন্য হইতে পারিয়াছেন, বা নিজ নিজ আর্থিক উন্নতি ভিন্ন জনসাধারণের কি বিশেষ উপকার করিয়াছেন? তাঁহারা যদি মনুর উপদেশানুসারে গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্যও পালন করিতেন, তাহা হইলেও সমাজে অনেক সৎপুরুষ দেখিতে পাইতাম। আর তাঁহাদের আদেশে অনেক লোক অন্নদায় ও কন্যাদায় হইতে রক্ষা পাইত; দেশের অনেক অভাব অভিযোগ কমিয়া যাইত। যে সাধন-ধর্ম্ম তাঁহারা নিজে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহেন, তাহা সর্ব্বসাধারণে কিরূপে পালন করিতে পারিবে? বাস্তবিক জাতিভেদ বা মূর্ত্তিপূজা ভারতের দুর্দ্দশার হেতু নহে, তাহা হইলে ইউরোপে স্পেন ও তুরস্কের অবনতি কেন? জাপানও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণমার্গের সাধনা করিয়া সভ্য-জগতে সম্মানের পাত্র হন নাই। জাতিভেদ ও মূর্ত্তিপূজা কোন না কোন ভাবে সর্ব্ব দেশেই বর্ত্তমান আছে। এখনও সমাজে একজন অশিক্ষিত হিন্দুরও ধর্ম্মভাব তদবস্থাপন্ন অন্য দেশীয় নিরাকার-বাদীর ধারণা হইতে উচ্চ বই ন্যূন নহে। সকলেরই নিরাকার ঈশ্বর ধারণার শক্তি নাই। আবার এই ভারতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন লোকে ভক্তির আবেগে জাতিভেদ ভুলিয়া হরিদাসের পদরজ মাথায় লইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল যখন ক্যাপটেন রেমিঙ্‌টন্ (ভূতপূর্ব্ব পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) সন্ন্যাসী হইয়া কাশীতে আসিয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মণাদি সকলেই ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামীজী তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি"তে ব্রাহ্মণ-জীবনের মহোচ্চ আদর্শ দেখাইয়া লিখিয়াছেন :—

"তপঃ সাধনশীল নির্ম্মলচেতা ব্রাহ্মণগণ স্বার্থ-সিদ্ধির কুৎসিৎ অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া জাতিভেদের প্রথা প্রচলন করেন নাই, বা অনর্থক আধুনিক অসবর্ণ বিবাহের নিন্দা করেন নাই। যাহাতে সমাজের পরম মঙ্গল হয়, যাহাতে সমাজ কুৎসিৎ ও কুচরিত্র লোকে পরিপূর্ণ না হয়, সেই জন্যই তাহারা সবর্ণ বিবাহের প্রশংসা ও অসবর্ণ বিবাহের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সাধন-গুণে, আচার-ব্যবহার-গুণে জ্ঞানী ও মুক্তকাম ছিলেন। শাস্ত্রের কোন বিধি প্রণয়ন কালেই তাঁহাদিগের বুদ্ধি কদর্য্য অভিপ্রায়ের দ্বারা প্রণোদিত হইত না। যাঁহারা আপনার সুখ, সংসারের ভোগ-সুখ তুচ্ছ করিতেন, যাঁহারা বৈরাগ্যাবলম্বন-পূর্ব্বক সংসারে জলাঞ্জলি দিতেন, তাঁহারা কি নিজ নিজ পুত্র পৌত্রাদির সুখের জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কালে পক্ষপাতিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন? ইহা স্বপ্নেও স্মরণ করিলে পাপ হয়। আজকাল ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে ভূরি ভূরি অসচ্চরিত্র ও নিন্দিত প্রকৃতির লোক দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য মনু আদি শাস্ত্রকর্ত্তা মহাত্মাদিগের মতকে ভ্রান্তিপূর্ণ ও অসঙ্গত বলিও না। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ যে পবিত্র রীতিতে জীবন যাপন করিতেন, এক্ষণে আর তাহা দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের যেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল, আচারের প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ছিল, গুরু-বাক্যের প্রতি যেরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের প্রতি যেরূপ আস্থা ও আগ্রহ ছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজকাল আর সেরূপ কিছুই নাই। সুতরাং বর্ত্তমান উচ্চবর্ণগণের ঈদৃশ হীন-চরিত্র হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? যে বর্ণের যেরূপ আচার-ব্যবহার তদনুরূপ অনুষ্ঠিত না হইলে সে বর্ণ নিশ্চয়ই অপকৃষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। তজ্জন্য সদ্বিধিবক্তা শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ ভ্রান্ত বা স্বার্থপর বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারেন না।" (নিজস্ব—পৃঃ ৪২-৪৩)।

"আর্য্যধর্ম্ম কেবল বাক্যে বুঝিবার ধর্ম্ম নহে। আর্য্যধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব কিছু জানিতে হইলেই তদনুকুল সাধন না করিলে কিছুই জানিতে পারা যায় না। শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে বিশেষ বিশেষ ব্রত ও সংযম করা বিধি আছে। তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে সে শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা যায় না। তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন কালে মস্তিষ্কের যে অংশ স্ফুরণ করিবার জন্য যে যে ব্রতের আচরণ ও যে যে বৃত্তির সংযমন করা আবশ্যক, যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন কালে তাহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যাপার করিতে হয়। এই সকল নিয়ম-নিষেধ আজকাল লক্ষ্য করা হয় না বলিয়াই ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপক ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াও লোকে ঘোর কদাচারী হইয়া পড়ে। আজকালকার রাজকীয় বিদ্যালয়ের ইংরাজী-শিক্ষা-প্রণালীর ন্যায় শাস্ত্র-শিক্ষা-প্রণালী বিধিবদ্ধ হয় নাই। যথোচিত ধারণা-শক্তি ভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করা বিড়ম্বনা মাত্র। এরূপ শাস্ত্রাধ্যয়নে ব্যভিচারী ফল ভিন্ন কখনও সুফল প্রসব করে না। যাঁহারা ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে চাহেন, যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের মুখ উজ্জ্বল করিতে চাহেন, যাঁহারা আর্য্যধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজ নিজ কল্পনা-প্রসূত লিপি-চাতুরীতে যেন ভারতকে আর অন্ধতামিস্র-কূপে নিক্ষেপ না করেন, ইহাই বার বার প্রার্থনা। তাঁহারা সকলে কৃতবিদ্য, একটু অভিমান ত্যাগ এবং একটু পরিশ্রম স্বীকার করিলে তাঁহারা ভারতের নিতান্ত উপকারী বন্ধু বলিয়া পূজিত হইবেন। আর্য্য-সমাজ অনেক কষ্টে অনেক বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া অগাধ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে কম্পিত-কলেবরে সিক্তপদে কূলের পিচ্ছিল ভূমিতে দণ্ডায়মান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। যেন কেহ আর ধাক্কা দিয়া আবার প্রবল স্রোতে ফেলিয়া না দেন!" (আর্য্য-ধর্ম্মের বিষম বিপদ্—পৃঃ ৩০-৩১)।

"যে সভ্যতা কেবল বিষয়-স্পৃহাকেই বলবতী করিতেছে, যে সভ্যতা ধর্ম্মকে হৃদয় হইতে টানিয়া রসনার বিলাস-বস্তু করিয়া দিয়াছে, যে সভ্যতা বিকট হাস্য-বিকাশে সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকেও উড়াইতে চায়, আমরা তাদৃশী সভ্যতার পক্ষপাতী নহি। আমরা বিরাটের উত্তর গো-গৃহে অর্জ্জুনকে শূন্যমার্গে রথ চালাইতে দেখিয়াছি, আমরা মহারাজ নলকে ষ্টীম এঞ্জিন অপেক্ষাও দ্রুতবেগে রথ-সঞ্চালনে সমর্থ দেখিয়াছি। আমরা সেইরূপ তড়িদ্বার্ত্তাবহ দেখিতে চাই, যাহা দুর্ব্বাসার আগমনে বনবাসিনী দ্রুপদ-নন্দিনীর ব্যাকুল চিন্তাস্বর শ্রীকৃষ্ণের কর্ণকুহরে কহিয়াছিল। এরূপ বিলাস-দ্রব্যে আমাদের প্রয়োজন কি, যাহাতে হৃদয়ের পবিত্রতা বিনষ্ট করে; এমন ধনে প্রয়োজন কি, যাহাতে আমাদিগকে মদান্ধ করিয়া দেয়। আমরা পর্ণকুটীরে বাস করিতেও প্রস্তুত, যদি আর্য্যগণের ন্যায় সুখ পাই। * * * হায়! সিংহের শিশু হইয়া শৃগালের বেশ কেন হইল! অভ্যন্তর হইতে জীবন্ত ফণী চলিয়া গিয়াছে, কেবল ফণীর অনুকৃতি জীর্ণ ত্বক্ পড়িয়া আছে। গলদেশে পবিত্র যজ্ঞোপবীত থাকিতে থাকিতেই কি ব্রহ্মতেজ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল! আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিলাম, কুলনারীগণের কলহ ভিন্ন আর বেদধ্বনি শ্রুত হইল না। ভারতীয় গগন আর যজ্ঞধূমে পবিত্র হয় না। গৃহাদি আর দেবপূজা ও হোমের সৌগন্ধে আমোদিত হয় না। অর্থের লালসা, বিষয়ে মত্ততা ও ধর্ম্মে ঔদাসীন্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে সমুচিত দক্ষিণা দিতে পারিলে, স্মৃতির নূতন ব্যবস্থা ক্রয় করিতে পারা যায়। অধ্যাপক আর পুত্রকে সংস্কৃত শিখাইতে চান না. সন্তান আর সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে ইচ্ছুক নহে। যাঁহারা পবিত্রতার জ্বলন্ত মূর্ত্তি ও ভূদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, হায়! ম্লেচ্ছাচার তাঁহাদিগকেও অন্ধ করিয়া দিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচর্য্য গিয়াছে, ব্রাহ্মণ্য যাইতে বসিয়াছে, ব্রহ্মসূত্র গাছটীও যায় যায় হইয়াছে। কি ঘোর বিপদ্! আর্য্যজাতির পবিত্রালোক ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। ভীষণ নারকী অন্ধকার মুখ ব্যাদান করিয়া আসিতেছে, আর কিছু পরে যেন সকলই অন্ধকার হইবে। আশা ভরসা সমস্ত ফুরাইবে। আর্য্যদিগের পবিত্র নাম বুঝি বিলুপ্ত হইবে। মহত্ত্ব যে ভারত-ভূমির সুচারু-চরণের চির-সেবক ছিল, সেই চির-গৌরব বুঝি পৃথিবী হইতে ধৌত হইয়া যাইবে।" (ভারতের ধর্ম্ম-বিপ্লব—পৃঃ ১৪-১৬)।

"ভারতীয় সমাজ ধর্ম্মে গঠিত। ধর্ম্ম-সূত্রকে অবলম্বন না করিয়া অত্রস্থ দৈনন্দিন কার্য্যের একটীও সংরচিত হয় নাই। আজ সেই পুণ্যভূমি আর্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্ম অনাদৃত, পদ-বিদলিত ও তিরস্কৃত হইতেছে। * * * আর্য্যশাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যার অভাব, বালককাল হইতে আর্য্য-ধর্ম্মানুকূল রীতি-নীতি শিক্ষা-দানে ত্রুটী, সময়ে সময়ে আর্য্য-ধর্ম্মের প্রচুর প্রচারাভাব, গুরু-পুরোহিতবর্গের অকৃতবিদ্যতা, চিত্তের অপ্রশস্ততা, স্বার্থপরতা ও ধর্ম্মজ্ঞান-বিহীনতা, সংস্কৃতভাষার প্রতি অযথা বিরাগ আদি বিবিধ কারণে ভারতের ধর্ম্ম-জীবনে ঘোর বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। * * * আবার মিশনারীগণ শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া আর্য্য-ধর্ম্মের বৃথা নিন্দাবাদ করিয়া অশিক্ষিত লোকের মন আরও কলুষিত করিলেন, শাস্ত্রজ্ঞান-বর্জ্জিত বালকের কপালে আগুন লাগিল। তৎপরে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ বক্তৃতার বেগে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিলেন। বক্তৃতার আশু মনোমোহিনী শক্তি হৃদয় অধিকার করিল। কিছু দিন পরে যখন দেখিল যে, সমাজে কেবলমাত্র বচন-সাধনায় ব্রহ্মোপলব্ধি হইবার আশা নাই, উহাও রূপান্তরিত খৃষ্টধর্ম্ম, তখন যুবা ভাবিল ধর্ম্ম-কর্ম্ম মিথ্যা। নাস্তিকতা তাহার স্কন্ধে আশ্রয় করিল। কুকর্ম্ম-কণ্টকমালা তাহার কণ্ঠমালা হইল। মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য কেবল ভোগেচ্ছায় পরিসমাপ্ত হইল। যুবা দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হইল। বারুণী-বারাঙ্গনার সেবাই তাহার প্রধান কার্য্য হইল। রাক্ষসাচার, পশ্বাচার, ব্যভিচার,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথেচ্ছাচার আর তাহার চক্ষে দূষণীয় নহে। সহধর্ম্মিণীও তাহার সহগামিনী হইল। ভারত পাপ-স্রোতে ভাসিতে লাগিল। ভয়ানক বিপ্লব আসিয়া পবিত্র ভারতকে কলঙ্কিত করিল।" (ভারতের ধর্ম্ম-বিপ্লব—পৃঃ ১৬-১৮)।

"দুঃখী ভারত! তোমার গতি কি? * * * বিজাতীয় ও বিদেশীয় প্রকৃতির প্রতাপে তুমি বিপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছ, এ প্রকৃতি পরিত্যাগ না করিলে তোমার কল্যাণ নাই। বিজাতীয় প্রতাপে তোমার বুদ্ধি বিকল, ভাব কলুষিত, মতি ছিন্ন ভিন্ন ও চিত্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তোমার প্রকৃতি অতি মলিন হইয়া উঠিয়াছে। তুমি যথেচ্ছ আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া বৈধ আহার-ব্যবহারের অনুকরণ কর। কখন বিলাতী, কখন মুসলমানী পরিচ্ছদ না পরিয়া, ভারতের স্ব স্ব প্রদেশানুরূপ পরিচ্ছদ ধারণ কর। ভাষা কতক ইংরাজী, কতক পার্শী, কতক স্বদেশী না বলিয়া, কেবল স্বদেশী ভাষার অনুশীলন বা ব্যবহার করিতে থাক। কতক খৃষ্টানী, কতক মুসলমানী, কতক বৌদ্ধ, ঈদৃশ বিরূপ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম সত্য সনাতন স্বদেশীয় (বৈদিক) ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর। ভারতে জাতীয় প্রকৃতির যথোচিত উন্নতি হইবে। * * * ভারত! সচেতন হও, আপনার পরিচয়ে আপনি সুখী হও। আপনার ধনে ধনী হইয়া, সভ্যতা ও জ্ঞানের উচ্চ সিংহাসনে অধিরোহণ কর।" (জাতীয় প্রকৃতি—পৃঃ ২৩-২৪)।

"ভারত! তুমি বিদেশাচার, কদাচার ও ধর্ম্ম-বিপ্লবরূপ ভয়ানক তরঙ্গে ভাসিয়া চলিলে, একটু সাবধান হও, নতুবা পরিত্রাণ নাই। * * * ভারত-বন্ধুগণ! সকলে প্রশস্ত হৃদয়ে ভারতের হিতকার্য্যে যত্ন করুন। শিশুগণ! তোমরা এই সময় হইতেই আর্য্য-শাস্ত্রীয় সুনীতি শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের সরল পথে অগ্রসর হও। অবলাবর্গ! তোমরা সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী আদির পদানুসরণে বদ্ধপরিকর হও। ভারত! তোমাকে পুনর্ব্বার বলি, তুমি পদে পদে ভগবৎ-পদের আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি ধর্ম্মাত্মা আর্য্যগণকে ক্রোড়ে লইয়াছিলে, আবার বর্ত্তমান সন্তানগণকে আর্য্য-আচারে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর্য্য-ধর্ম্মে ও আর্য্য-ভাবে দীক্ষিত কর। আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি-সাধন ও পুনরুদ্দীপনা করিতে কায়িক, মানসিক, বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা কর, নির্ম্মল আর্য্যধর্ম্ম-পালন-পরায়ণ হও, সদাচারে সর্ব্বদা দিনপাত কর। মুক্তিই প্রকৃত স্বাধীনতা। ভারত! যদি তুমি স্বাধীনতা চাও, তবে এই বেলা স্ব-স্বরূপ ভগবানের অধীনতা (স্ব+অধীনতা) স্বীকার কর। আপনাকে (অহং ভাবকে) তাঁহার সেবায় নিযুক্ত কর। বল, বীর্য্য, তেজ, ঐশ্বর্য্য আদি তোমাকে আশ্রয় করিবে।" (ভারত, তুমি স্বাধীনতা চাও?—পৃঃ ১০-১১)।

আমরা উপরে শ্রীমৎ স্বামীজীর "শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি" হইতে যাহা যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে পাঠক স্পষ্টই দেখিয়াছেন যে আমাদের উন্নতির মূলে দোষ জন্মিয়াছে। আমাদের জাতিগত সদ্ভাব ও স্বধর্ম্মানুরাগ বাহিরের অনুষ্ঠানে নষ্ট হইয়া যায় নাই। অন্য দেশের লোক বৈষয়িক সুখ লাভের আশায় উন্নতি পথে ধাবিত, সুতরাং রজোগুণের প্রাধান্যেই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু ভারত ধর্ম্ম-বলেই উন্নত হইয়াছিল, ধর্ম্মানুকূল চেষ্টাই ভারতের প্রকৃতিগত। ভারতের বর্ত্তমান জড়তা—সার্ব্বজনিক উন্নতি বিধানে নিশ্চেষ্টতা, ধর্ম্মহীন জীবনের তামসিক ভাবপ্রসূত। ভারতে আবার সাত্ত্বিক ভাবের উদ্রেক হইলে সকলেই প্রকৃতিগত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। আমরাও পরিব্রাজকের ভাষায় বলিতেছি—"সত্য বটে, প্রথমতঃ অর্জ্জন-স্পৃহা রোমকে মহৎ করিয়াছিল ও ইংলণ্ডকে মহৎ করিয়াছে। মাতৃ-ভূমির প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ গ্রীস্‌কে মহৎ করিয়াছিল; কিন্তু কে না স্বীকার করিবে যে, আমাদের ভারতবর্ষ এক সময়ে গ্রীস্, রোম ও ইংলণ্ড অপেক্ষা উন্নতির অধিকতর উচ্চ-সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। * * * প্রকৃত চক্ষু, কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, ভারতের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহা আর কোন দেশে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কেবল পরমাত্ম-পরিচিন্তনাই ভারতকে উন্নতির উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়াছিল। ভাষা, শিল্প,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞান, দর্শন আদি তাবদ্বিষয়িণী উন্নতিই তাঁহাদের চরণ সেবা করিয়াছিল।" (ভারতের ধর্ম্ম-বিপ্লব—পৃঃ ১৬)।

তিনি বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া স্বদেশের পূর্ব্ব-কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সেই কথা বলিতে বলিতে নিজে কাঁদিয়াছেন, শ্রোতৃ মণ্ডলীকেও কাঁদাইয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে একটু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি, ধন্যাস্তু তে ভারত ভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদ মার্গভূতে, ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ২।৩।২৪।

স্বর্গের দেবত্ব অপেক্ষাও ভারতে মনুষ্যদেহ লাভ করা শ্রেয়ঃ ; কেন না, সুকৃতিগণই এইখানে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বর্গাপবর্গ লাভ করিয়া থাকেন।"

"আপনার কথা বিস্মৃত হইয়া, আপনার তত্ত্ব বিচার না করিয়া, আপনার কল্যাণের পথ ভুলিয়া গিয়া, যে ব্যক্তি অন্য নানা বিষয়ের পর্য্যালোচনা করে, বিবিধ বিচিত্র বিষয়ের গবেষণায় তৎপর হয়, এবং অন্যের কথা লইয়া কাল কাটায় তাহার জন্ম-জীবন অনর্থক ব্যয়িত হইয়া যায়। * * * অন্যত্র অন্বেষণ না করিয়া নিজ নিকেতনেই যাহার সমস্ত আশা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তাহার অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন কি ? তাহার পর-পদ-পরিষেবণে লাভ কি ? যে আপনার গৃহে বসিয়া জীবনের অভীষ্ট সাধনের সমস্ত উপাদান, সমস্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, তাহার অপেক্ষা ভাগ্যবান্ আর কে আছে ? যে ভারতের উত্তর ভাগে গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া, হৃদয়-কন্দরে অমূল্য-রত্নমালা ধারণ করিয়া, নির্ম্মল নীর প্রবাহে নদ নদী নিঃসারিত করিয়া হিমাচল দণ্ডায়মান ; যে ভারতের পূর্ব্ব-পশ্চিমে মহারোল-কল্লোল-তরঙ্গ-ভঙ্গ-মালায় আস্ফালন পূর্ব্বক পার্ষদরূপে উপসাগরদ্বয় বিরাজমান ; রত্নাকর মহাসাগর যে ভারতের নামে স্বয়ং নাম ধারণ করিয়াছে ও দক্ষিণ ভাগে উত্তাল তরঙ্গে নৃত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে করিতে যে ভারতের পদ প্রক্ষালন করিয়া দিতেছে ; স্বাভাবিক 'শৃঙ্গারমালা' যে ভারতকে সৃষ্টির আদি কাল হইতে এ পর্য্যন্ত লোক-চিত্ত-বিনোদ-বিহার ভূমি করিয়া রাখিয়াছে ; শিক্ষা ও সভ্যতার কিরণমালা যে ভারতের মুখমণ্ডলকে প্রথম উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করিয়াছে, শক্তি ও সামর্থ্যবলে যে ভারত জগদ্‌গুরু বলিয়া ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে, আজ সেই ভারতবাসী আপনার তত্ত্ব ভুলিয়া, আপনার দেশ. আপনার জাতীয়তা, আপনার কুল-মান-মর্য্যাদাকে তাচ্ছল্য করিয়া আপনার শিক্ষা ও দীক্ষা, আপনার অভ্যুদয় ও মহত্ত্ব, আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য, আপনার অতুল বলবীর্য্য. আপনার স্বর্গীয় ধৈর্য্য ও শৌর্য্য. আপনার তপোবীর্য-সম্ভূত জ্ঞান গাম্ভীর্য্য বিস্মৃত হইয়া, পরের কথায় আপনাকে কাঙ্গাল জানিয়া, পরের কথায় আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনবীর্য্য জানিয়া, পরের কথায় আপনাকে অমানুষ বোধ করিয়া, পরের কথায় আপনাকে অসভ্য ও অশিক্ষিত জ্ঞান করিয়া, পরের কথায় আপনাকে ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, বনের পশু অপেক্ষাও জ্ঞানহীন বিশ্বাস করিয়া, নিজ উন্নতির জন্য সমুদ্র-পারে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতছে ! আপনাকে না জানিয়া, হতভাগ্য ভারত আজ দুঃখের পরাকাষ্ঠার পরিসেবা করিতেছে ! নিজের ঘর থাকিতে বাবুই পক্ষীর ন্যায় বর্ষার ধারায় ভিজিয়া মরিতেছে ! না জানি, বিধাতার কোন্ বজ্রতাড়নায় হতচেতন হইয়া ভারত এই বিভীষিকা দেখিতেছে !" (ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ—পৃঃ ১-৩)।

সাধুসঙ্গের মহিমা স্বামীজী জনসমূহকে এইরূপ বুঝাইয়াছেন ঃ—

"সাধু যে স্থানে বাস করেন, তথাকার স্থানীয় প্রকৃতি অতীব নির্ম্মল, আকাশ-মণ্ডল দিব্যতেজে পরিপূর্ণ, সেখানকার মৃদুমন্দ মারুত-হিল্লোলে মন সুশীতল হয়, প্রাণ জুড়াইয়া যায়। সাধুর কাছে উপদেশ না লইলেও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার নিকটে থাকিলেই তাঁহার তপস্তেজের রত্নরেণু-রাশি হৃদয় মধ্যে মুক্তা-মালার ন্যায় আপনি গ্রথিত হইয়া যায়। মাধাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপাষণ্ড হইলেও কেবল সাধুর সঙ্গগুণে সে স্বর্গীয় শক্তি লাভ করিয়াছিল।

* * * জলীয় বাতাসে যেমন জল-কণিকা প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সাধুর গায়ের বাতাসে ভাগবতী শক্তি ও ভগবদ্ভক্তিরূপ সুধা-সিন্ধুর বিন্দুরাশি প্রবাহিত থাকে। যখন নিদাঘের নিদারুণ সন্তাপে বৃক্ষগুলি জীবন্মৃতবৎ হইয়া যায়, এমন সময়ে বর্ষার বিপুল বারিধারা তাহাদিগকে নাহাইয়া ধোয়াইয়া নির্ম্মল ও সবল করে, ও মূলদেশে রসের সঞ্চার করিয়া থাকে। ত্রিতাপতপ্ত জীব, তুমিও মস্তক অবনত করিয়া সাধুসঙ্গরূপ নিস্তরঙ্গ-নির্ম্মল-নীর-সরোবরে অবগাহন করিয়া লও, তোমার হৃদয়-তরুর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, সন্ধিতে সন্ধিতে, নবীন সুধারসের সঞ্চার হইবে, সাধুসঙ্গের অমৃতময় ফল লাভ করিবে।" (অন্ধের যষ্টি—পৃঃ ১৬০-১৬১)।

ভগবৎ-নামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন :—

"'হরিনামের এমনি শক্তি, জন্মে ভক্তি,
মুক্তি দেয় সে জোর করে।'

নামের গুণেই সুতীব্র তৃষ্ণা বেগবতী হইবে, তৃষ্ণার আবেগ উদ্বেলিত হইলে কোন্ অভ্র ভেদ করিয়া যে তৃষ্ণার জল আপনা আপনি আসিয়া হৃদয় ভাসাইয়া দিবে তাহা বুদ্ধি-বিচারে বুঝিয়া উঠা যায় না। গো-বৎস যখন দুগ্ধ পান করিবার জন্য আকুলিত প্রাণে গাভীর স্তনে মুখ দেয়, স্নেহের আবেশে গাভী যখন বৎসের গাত্র লেহন করিতে থাকে, গাভীর স্তনে অমনি দুগ্ধ-ভার আসিয়া উপস্থিত হয়, বৎস আনন্দে তাহা পান করিতে থাকে। গো-বৎস বস্তুতঃ তৃষিত বলিয়াই গাভীর স্তনে দুগ্ধধারা আসিয়া থাকে। জগতের যিনি মাতা, যাঁহার দয়ায় আমরা জীবিত আছি, যাই তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িব, অমনি প্রেমভক্তি দুগ্ধধারা ঢালিয়া দিয়া মা আমাদের তৃষিত কণ্ঠ শীতল করিবেন। তৃষ্ণায় কাতর হইলে মরুভূমেও বান ডাকিয়া থাকে।" (তৃষ্ণার জল – পৃঃ ২১৯-২২০)।

স্বদেশের এই ধর্ম্মানুকূল প্রকৃতিগত উন্নতির দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজক স্বামীজী সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই জন্যই সমাজের ব্রাহ্মণদিগের, গুরু-পুরোহিতদিগের আদর্শ-জীবন গঠনের জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-সমাজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সমাজের মঙ্গল-কামিগণকে চিরদিনই সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। আপনাকে সাধন-সম্পন্ন করিয়া তিনি শেষে স্বধর্ম্মের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন, এবং সর্ব্ববিধ আপদ্ বিপদ্ তিনি উপেক্ষা করিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই মহদ্‌ব্রত উদ্‌যাপনে আপনার শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা যেরূপ অলৌকিক ছিল, তাঁহার কার্য্য-প্রণালীরও সেইরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল, এবং শাস্ত্রানুকূল নিজ চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করাইবারও তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ভগবান্ তাঁহাকে যে দিব্য শক্তির দ্বারা ভূষিত করিয়া যে কার্য্যের জন্য জগতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে। তিনি যাহা করিতে আসিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন করিয়াই মরধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই দেখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবন-ব্যাপী পরিশ্রম সফল হইয়াছে—সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হইয়াছে, ভারতের মহাকাশ ধর্ম্মের বিজয়নাদে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, ভারত ব্যাপিয়া লোকের মনে ধর্ম্মনিষ্ঠা ও হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত হইয়াছে।

তিনি একা যে ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই ভাবে সেই কার্য্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। মধ্য পথে যাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহারা সকলে শেষ পর্য্যন্ত দেশের জন্য তাঁহার মত আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। পিছটান থাকিলে কেহই স্ব স্ব শুভ-সঙ্কল্প শেষ পর্য্যন্ত উদ্‌যাপন করিতে পারেন না। তিনি আজীবন সন্ন্যাসী ছিলেন, ত্যাগ তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, দেশের ও লোকের হিতসাধনই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ দেশবাসীরা তাঁহার সেই জীবনের মহদ্‌ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে দেখিয়া আশান্বিত ও প্রফুল্লিত হইবেন। তাঁহার কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্যের চতুর্থাংশও নহে। তিনি একাই একশত ছিলেন। তিনি একাই একদিনে বহু স্থানে বক্তৃতা করিয়া লোকের ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়াছেন, আবার কিছুক্ষণ পরেই মহতী সভার মধ্যে অগণ্য লোকের প্রশ্ন ও সংশয়ের মীমাংসা ও সদুত্তর প্রদান করিয়াছেন। আবার সঙ্কীর্ত্তনের মহারোলে গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া বহুজনসমাকীর্ণ দীর্ঘ রাজপথ অতিক্রম করিয়াছেন। পথে দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া তাহা দেখিয়াছে, বিস্ময়ের সহিত তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যের সমালোচনা করিয়াছে, আবার সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার বিহ্বলনৃত্যে মুগ্ধ হইয়া, অশ্রুপ্লাবিত-নেত্রে সেই সঙ্কীর্ত্তনে আসিয়া যোগ দিয়াছে। যে তাঁহার শত্রুতা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল সেও তাঁহার ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠের হরিধ্বনিতে এবং তাঁহার নেত্র-নীরে মুগ্ধ হইয়া বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণ জড়াইয়া ধরিয়াছে!! এইরূপ দুই এক পক্ষ বা দুই এক মাস নহে, দীর্ঘ শতাব্দীর চতুর্থাংশ এইরূপে দেশের লোককে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া, ভগবদ্‌ভাবে জনসাধারণকে মাতোয়ারা করিয়া, তাঁহার জীবন-পুষ্প সাধারণে অঞ্জলি দিতে দিতে তিনি এই মহদ্‌ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য একটী স্থানে, একটী জেলায় বা প্রদেশে আবদ্ধ ছিল না; তিনি বঙ্গ, বিহার, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্চনদ প্রদেশ একাই ধর্ম্মভাবে মাতাইয়া দিয়াছিলেন। দেশের কাজের জন্য কখনও বিশ্রাম সুখ অনুভব করেন নাই, কখনও অর্দ্ধ প্রহর কাল সময়ও বৃথা অতিবাহিত করেন নাই। আমরা তাঁহাকে নিশীথ রাত্রে যোগমগ্ন হইতে দেখিয়াছি; প্রাতঃকালে মা যোগেশ্বরীর আরতিকালে ভক্তি-বিহ্বল কণ্ঠে স্তব পাঠ করিতে করিতে অশ্রুধারায় বক্ষস্থল ভাসাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়াছি। আবার মা'র ভোগরাগের পর সকলের সহিত মিলিয়া সমভাবে সন্ন্যাসি-জনোচিত ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছি। আহারের পর মাসিক পত্র 'ধর্ম্ম-প্রচারকের' জন্য সুচিন্তিত গভীর ভাবপূর্ণ প্রবন্ধমালা লিখিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন দেখিয়াছি; আবার বিদেশ-স্থিত কত ভক্ত অনুরাগীর কত সন্দেহ, কত প্রশ্নের সমাধান করিয়া রাশি রাশি পত্র লিখিতে দেখিয়াছি। অপরাহ্ণে সমাগত জনমণ্ডলীর মনের কত গভীর প্রশ্নের সদুত্তর কত অবোধ কুবোধকে, কত পণ্ডিত সজ্জন সাধুকে কত মধুর ভাষায় উপদেশ দিতে দেখিয়াছি। আবার সন্ধ্যার সময় বা কিছু পরে অনুরুদ্ধ হইয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেও শুনিয়াছি!!

তাঁহার পরিশ্রম, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার বলিবার অলৌকিক শক্তি, তাঁহার স্বদেশ-প্রেম দেখিলে মনে হয় যেন চৈতন্য বা রামানুজ, কবীর বা দাদু দেশের দুঃখে ব্যথিত হইয়া আবার ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন এবং যথার্থতঃ মনে-প্রাণেই সন্ন্যাসী ছিলেন। তাই তিনি এত অদম্য উৎসাহে দেশের জন্য এত পরিশ্রম করিয়াও কখন ক্লান্তি অনুভব করেন নাই, কখন নিজ স্বাস্থ্য বা শরীরের দিকে তাকান নাই! এ শক্তি সন্ন্যাসী ব্যতীত, ত্যাগী ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। রাজা, মহারাজা, ধনী ও পণ্ডিত সহায়তা করিতে পারেন সত্য, কিন্তু সাধন-সম্পন্ন সন্ন্যাসী ব্যতীত কেহ ধর্ম্ম-পথের নেতা হইতে পারেন না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যদেব ও গুরু নানক আদির সন্ন্যাসী শিষ্যগণই ভারতে ধর্ম্মভাব বিস্তারের সহায়তা করিয়াছিলেন। সর্ব্ব দেশেই এই একই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। স্বার্থপর লোকের শত্রুতায় শ্রীমৎ স্বামীজীকে যে বৃথা ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল, তাহাতেও তাঁহার উদ্যম তিরোহিত হয় নাই। যুগে যুগে ও দেশে দেশে প্রতিভাশালী ধর্ম্ম-প্রচারকগণের জীবনে যে দুর্ব্বিপত্তি ঘটিয়া থাকে, উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ ভারতে তাঁহার জীবনেও সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐতিহাসিক সত্যের পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল মাত্র। চিরকালই কংস ও শিশুপাল প্রকৃতির লোক জগতে জন্মিয়া থাকে ; পরপীড়ন করিয়া, সজ্জন সাধুবর্গের জীবন কণ্টকিত করিয়া তাহারা সুখ লাভ করে করুক, কিন্তু তাহাদের নিন্দা, তাহাদের উৎপীড়ন সাধু-হৃদয়কে কখনও বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহারা চিরদিন তাঁহাদের স্বভাব-সিদ্ধ সহিষ্ণুতা গুণে অসাধুদের শত নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করেন, এবং বিদ্বেষিবর্গেরও কখন অশুভ কামনা করেন না, তাহাদের অহিতাচরণের কথা কখন মনেও রাখেন না। সাধুর কার্য্য সাধু করেন, অসাধুর কার্য্যের পরিণাম অসাধু জানে এবং তাহার অন্তর্য্যামী জানেন। স্বামীজী এখন নিন্দা-প্রশংসার অপর পারে, নিন্দাকারিগণের অধিকারের অতীত, অনেক নিন্দুকও এখন গত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মভোগে রত ; মিথ্যা মোকদ্দমার বিষয় বুঝিতে এখন আর কাহারও বাকী নাই।

শ্রীমৎ স্বামীজী জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বেরই ন্যায় স্বদেশ-সেবায় রত হইলে, আবার সিন্ধুনদ হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত ভক্তিস্রোত বহিতে লাগিল, কিছুদিনের রুদ্ধভাব আবার মুক্ত হইল, হরি-হরি-ধ্বনিতে ভারত-আকাশ আবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আবার সাধুর মুখে সকলে ভগবানের মধুর কথা শুনিয়া প্রেমাকুলিত হৃদয়ে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। স্বামীজীর সাধনলব্ধ ঐশ্বর্য্য বিভূতির বিষয় আমরা আর বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে চাহি না. সমাজে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুশিক্ষিত মহোদয়গণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সহস্র সহস্র লোক এখনও বর্ত্তমান, যাঁহারা তাঁহার উপদেশ শুনিয়াছেন, সহস্র সহস্র লোক তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া জীবন কৃতার্থ করিয়াছেন। বঙ্গের অনেক সুশিক্ষিত ও পদস্থ ব্রাহ্মণগণও তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার অনুরাগিগণ নিজ নিজ জীবনকে তাঁহার আদর্শে গঠিত করিয়া স্বধর্ম্মের সেবায় রত থাকিবেন--মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিবেন, তিনি স্বধর্ম্মের রক্ষার জন্যই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কেবল কতকগুলি স্বার্থান্ধ বঙ্গবাসী সন্ন্যাসীর সম্মান নাশ করিতে গিয়া প্রকৃত পক্ষে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজেরই অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। বাঙ্গালী চরিত্রের এ কলঙ্ক কিরূপে অপসারিত হইবে তাহা বিধাতা পুরুষই বলিতে পারেন। পরিব্রাজক স্বামীজী তো নিজের সাধন শেষ করিয়া গাহিয়া গিয়াছেন—

"শত্রু মিত্র আর পর আপনার
বিবেক বিচারে হবে একাকার—
হরিনাম সার হবে কণ্ঠহার॥"

তিনি তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া, মুখে যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ জগৎকে দেখাইয়া, নিজ নিত্য ধামে চলিয়া গিয়াছেন; জগৎকে বুঝাইবার বা বলিবার আর কিছুই বাকী রাখিয়া যান নাই। কিন্তু চিরদিনই এ দেশের লোককে কাঁদিতে কাঁদিতে এ কথা বলিতেই হইবে যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মে ভক্তির পবিত্র ভাব মিশ্রিত করিয়া লোকের শুষ্ক হৃদয়ে শান্তি-সুধা সিঞ্চন করিয়াছিলেন স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ।

পরিব্রাজকের অসাধারণ বাগ্মিতার কথা উল্লেখ করিয়া জাষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান পুরুষগণ বিমুগ্ধ হইয়া শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার অতুল বাগ্‌বিভবের কথা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু সে ঐশ্বর্য্য যে কতখানি তাঁহার মধ্যে পরিস্ফুট ছিল তাহা যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনেন নাই, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই বুঝানো কঠিন হইবে। বর্ষাকালের অজস্র বারিপাতের ন্যায়, সে অবিশ্রান্ত বাক্যামৃত-ধারা, সে মেঘগম্ভীর হৃদয়স্পর্শী ব্যাখ্যানের বোধ হয় তুলনা নাই। অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিখ্যাত বাগ্মীরও বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর বক্তৃতার মধ্যে কেমন একটী গাম্ভীর্য্য, ওজস্বিতা ও অবাধ বেগ প্রবাহিত হইত, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার হৃদয়-যন্ত্রে একটী ঐক্যতান স্পন্দিত হইয়া উঠিত, অন্য কাহারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তৃতায় আজ পর্য্যন্ত হৃদয়কে তেমন করিয়া পরিপ্লাবিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।*

---

* গৌহাটী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম-এ, মহাশয় জামশেদপুরের "বাণী" নামক পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩৩২) পরিব্রাজকের বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"তখন আমি ঢাকা কলেজে পড়ি। ইং ১৮৮৮ সন, বর্ষাকাল। শুনিলাম পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ঢাকায় আসিয়াছেন, বক্তৃতা হইবে, বিষয়—'অচেতন ভারতের চেতনা সঞ্চার'। বক্তৃতার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই সভাস্থলে হাজির হইয়া দেখিলাম 'ন স্থানং তিলধারণে'। জায়গাটা ছিল সুপ্রসিদ্ধ রাজাবাবুর বাড়ীর এক প্রশস্ত হলে; কাঠের পাটাতন ছিল, অনেকের ভয় হইল বুঝি বা লোকের ভরে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সে দিন অবশ্য কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই. কিন্তু পরদিন হইতে এই বাড়ীর সংলগ্ন খোলা মাঠে সভা হইত।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইলেন—মূর্ত্তিটী দেহের স্থূলতা বশতঃ ঈষৎ খর্ব্ব বলিয়া প্রতীত হইল। রং তেমন ফর্সা নয়, কিন্তু চেহারায় লাবণ্য ছিল। স্বর মৃদঙ্গের ন্যায় মধুর গম্ভীর। বক্তৃতা আরম্ভ হইল। বিশাল জনতা চিত্রার্পিতবৎ নীরব-নিস্তব্ধ; এক একটী করিয়া শব্দ গ্রহণেই যেন সভাস্থ সকলের মনঃপ্রাণ নিয়োজিত; অতি দূরবর্ত্তী শ্রোতাও বলিতে পারিবেন না, আমি বক্তৃতা শুনিতে পাই নাই'। এই বক্তৃতায় কোনরূপ অঙ্গভঙ্গি ছিল না; বিস্ফারিত নেত্র, স্ফীত নাসারন্ধ্র, উৎক্ষিপ্ত মুষ্টিবদ্ধ বাহু, গগনভেদী চীৎকার স্বর—এ সব তাঁহার ছিল না। ধীর গম্ভীর স্বরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেন। 'ন রম্যমাহার্য্যমপেক্ষতে গুণম্'—তাঁহার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে, বাক্‌চাতুর্য্যে, যুক্তিতর্কের প্রাথর্য্যে শ্রোতার মন মোহিত হইত; সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার হাসির কথায় হো হো করিয়া হাসিতেন, আবার ভক্তিরসাপ্লুত বাক্যে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেন; তাই ঐ সকল ইদনীন্তন বক্তৃতাসুলভ অঙ্গ-ভঙ্গি বা চীৎকারের প্রয়োজনই ছিল না। দুই ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা হইল—সময় যে কি ভাবে অতিবাহিত হইল, বলিতে পারিলাম না। ইহার পূর্ব্বে এবং পরেও বহুলোকের বক্তৃতা শুনিয়াছি কিন্তু এমন মনোমদ প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা আর শুনি নাই। যাঁহারা ৺কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনিয়াছেন তাঁহারাও বলিয়াছেন, পরিব্রাজকের বক্তৃতা তদপেক্ষাও হৃদয়গ্রাহী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বাক্য-মাধুরী যে তাঁহার ব্যাখ্যান-কালেই প্রকটিত হইত তাহা

প্রকৃতই সেই বক্তৃতা 'অচেতন' ব্যক্তিরও চেতনা সঞ্চার করিয়াছিল। ঢাকার লোক যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। রাস্তা ঘাট স্কুল কাছারিতে, হাটে বাজারে ঐ আলাপ—আহা কি বক্তৃতা! তদবধি আর বিজ্ঞাপন দিতে হইত না—প্রত্যহ বৈকালে জনস্রোত সেই রাজাবাবুর বাটীর সংলগ্ন খোলা মাঠে আসিয়া ভিড় করিত।

বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উন্মার্গপ্রস্থিত লোকদিগকে সনাতন ধর্ম্মের পথে ফিরাইয়া আনা। বিধর্ম্মীদের আপাতমনোহর যুক্তিতর্কে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যে সকল হিন্দুসন্তান পৈতৃক পন্থা—যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ—পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বা তদর্থে উন্মুখ হইয়াছিলেন—তাঁহাদের অনেকেই নিজের ভ্রম বুঝিয়া স্বধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিলেন। যাঁহারা উদাসীন ছিলেন—ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিলেও হিন্দুধর্ম্ম অসার, ইহা মনে করিয়া আচার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ছিলেন, এমন সব লোক পরিব্রাজকের বক্তৃতা শুনিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছিলেন। ঐরূপ শত শত দৃষ্টান্ত আমরা অবগত আছি। তাই তাঁহার উদ্দেশ্য খুবই সিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি যেখানে যাইতেন দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় বিধর্ম্মীর দুর্গ জয় করিয়া হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উড়াইয়া আসিতেন।

তাঁহার বক্তৃতায় দার্শনিক বিচার কম থাকিত। মধ্যে মধ্যে হয়তো গীতা বা ভাগবতের দু'একটা বচন উদ্ধৃত হইত। কিন্তু প্রায়শঃ সামাজিক ও ভক্তিবিষয়ক বক্তৃতা হওয়াতে পুরাণ ও ভক্তমাল প্রভৃতি পুস্তক হইতেই গল্পাদি উদাহৃত হইত।

বর্ষাকালে ঢাকায় বেশ বৃষ্টি হয়; কিন্তু পরিব্রাজকের বক্তৃতা খোলা মাঠে হইলেও কোনদিন বৃষ্টির জন্য বন্ধ হয় নাই; লোকের ধারণা ছিল তাঁহার বক্তৃতার সময়ে বৃষ্টি হইবে না, বাস্তবিকই হয়ও নাই।

সমাজ-সংস্কারাদির অভিনব রীতি-পদ্ধতি তিনি এমন পরিহাসের সহিত উপস্থাপিত করিতেন, যে শ্রোতৃবর্গ ঐ সকলের অসারতা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। আবার খুব জটিল বিষয়ও তাঁহার উপস্থাপনার গুণে সরল ও সরস হইয়া সাধারণের বোধগম্য হইত। একটি উদাহরণ দিতেছি। বিষয় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা; শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'আজ সভাসদ্‌বর্গকে—বিচারকের—জুরীর—আসনে বসাইব; আসামী একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক, অভিযোগ অতি গুরুতর—পরদারিকতা। যে প্রসঙ্গ হইতে এমন অভিযোগ করা হইতেছে তাহার বক্তা একজন আজন্ম-মুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে, সজ্জন শ্রোতৃবর্গের প্রশ্নোত্তরচ্ছলেও যাহা তিনি বলিতেন ও বুঝাইতেন, তাহাও এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। ভারত-বিশ্রুত অসামান্য ধীসম্পন্ন

পুরুষ; শ্রোতা এমন ব্যক্তি যাহার উপর মৃত্যুদণ্ড ঝুলিতেছে, ইত্যাদি।' (আমি দু'একটা কথাও যথাযথ লিখিতে পারিয়াছি, বোধ হয় না—তবে এইরূপই উপক্রমণিকা ছিল)। শ্রোতৃবর্গ অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিলেন—বক্তৃতা শেষে স্পষ্ট ধারণা লইয়া গেলেন যে, রাসলীলা পরদারাভিগমন নহে, একটা মস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতার একদিন প্রতিযোগিতার পরীক্ষা হইয়াছিল। ঢাকার বিখ্যাত সাহিত্যমহারথ কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন একই মঞ্চে, এবং বোধ হয়, একই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় বক্তা হিসাবেও একজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু সে দিন তাঁহার সেই অসামান্য বাগ্মিতাও নিষ্প্রভপ্রায় প্রতীয়মান হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে কেবল বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতেন, তাহা নহে, হিন্দী ভাষায়ও তেমনি ভাবে লোক মাতাইতে পারিতেন। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারের ফলে উপকৃত হইয়াছিল। ফলতঃ বিদেশীয় শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে উদ্‌ভ্রান্ত শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আপন ধর্ম্ম, সমাজ ও দেশের প্রতি আকৃষ্ট করিতে তিনি সর্ব্বাদৌ না হইলেও, সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে সমর্থ হইয়াছিলেন।

'ধর্ম্ম-প্রচারক' নামে একখানি মাসিক পত্র বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইত। উভয় ভাষার উপরই তাঁহার সমান অধিকার ছিল, ইহাতেও তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতার চরম উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়াছিল ইং ১৮৯১ অব্দে, যখন 'সম্মতি আইন' নিয়া দেশময় প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। কলিকাতা গড়ের মাঠে সমবেত বিশাল জনতা পরিব্রাজকের বক্তৃতায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া লাট সাহেবের প্রাসাদের চারিদিক্ ঘেরিয়া "আইন চাই না" বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়াছিল।

তখন কলিকাতায় অপরবিধ, এমন কি চৈতন্য লাইব্রেরীতে সাহিত্য বিষয়েও, বক্তৃতা তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র, সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মুক্তকণ্ঠে পরিব্রাজকের বক্তৃতার জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈয়ায়িক ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় একদিন কয়েকটী নিজ কৃত সংস্কৃত কবিতা স্বামীজীকে শুনাইয়া পরে বলিলেন, "আপনিও একজন সুকবি, সেইজন্য এই কবিতাগুলি আপনাকে শুনাইতে আসিয়াছি।" এ কথা খুবই সত্য, তিনি একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীত গুলি এখনও সে কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছে। কবি-প্রতিভার মতই তাঁহার বাক্য-রচনার এমন একটী মাধুর্য্য ছিল, যাহা লোক সমূহের হৃদয়কে সঙ্গীতের স্বর-লহরীর ন্যায় স্পর্শ করিয়া সুখ দান করিত। তাঁহার কাছে বসিয়াও যাহার হৃদয় ভগবদ্‌ভাব মদিরায় বিহ্বল হয় নাই, এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল হইবে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ যে শুধু সজ্জন সাধুকেই পুলকিত করিত তাহা নহে, তাঁহার বাক্য-বিন্যাসে নিরক্ষর পুরুষ, অজ্ঞ বালক এবং অল্প শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা মহিলাকুলও সংশয়-শূন্য হইয়া যাইত।

ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া তিনি যে সর্ব্বদাই গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বসিয়া থাকিতেন তাহা নহে। তাঁহার সরস বাক্যালাপে এত অজস্র নির্দ্দোষ হাস্যরসের সংমিশ্রণ থাকিত, যাহাতে তাঁহার সহিত দীর্ঘকালব্যাপী বাক্যালাপেও কাহারও হৃদয়কে অধৈর্য্য করিয়া তুলিত না। তাঁহার কাছে বসিয়া দুই দণ্ড তাঁহার সহিত আলাপ করিলে পুত্র-শোকাতুরের হৃদয়ও তৎকালের জন্য যেন জুড়াইয়া যাইত।

সাধারণ লোককে বুঝাইবার মত এত চমৎকার শিক্ষাপ্রদ সরস গল্প ও দৃষ্টান্ত তাঁহার অধিগত ছিল, যাহা সংগৃহীত হইলে একখানি উপাদেয় শিক্ষাপূর্ণ বৃহৎ পুস্তক রচিত হইতে পারিত।

উচ্চ জ্ঞানের বড় বড় কথা, কিংবা ভাবুক ভক্তের হৃদয়-রাজ্যের অতি সূক্ষ্ম মাধুরী বা তাহার লীলা-লহরী—সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দের রোচক অনেক সময়ে না হইতেও পারে, কিন্তু হাস্যরসপূর্ণ অথচ গভীর উপদেশপূর্ণ ভাবরাশি কথাচ্ছলে সাধারণ শ্রোতাদিগকে তিনি যাহা শুনাইতেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা তাহাদের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত না থাকিয়া পারিত না। দেশের দুর্ভাগ্য, দেশবাসীর দুর্ভাগ্য যে, সেই সকল অমূল্য বাক্য-রত্নমালা বা তাঁহার উপাদেয় অমৃতবর্ষিণী বক্তৃতাগুলি ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের জন্য সঞ্চিত হইতে পারে নাই। যৎকিঞ্চিৎ আছে—তাহাও ভাবে, ভাষায় ও ভাবব্যঞ্জনার পারিপাট্যে বঙ্গবাণীর পূজা-মণ্ডপে অপূর্ব্ব নৈবেদ্যরূপে এখনও গৃহীত হইতেছে এবং চিরকাল গৃহীত হইবে।

তাঁহার গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক মুখখানি মনে পড়িলে অনেক সময় সঙ্কোচ হইত যে, কি করিয়া এই মলিন হৃদয় লইয়া তাঁহার সন্নিধানে গিয়া দাঁড়াইব? এই কথা ভাবিয়া তাঁহার নিকট চলিতে চরণ যেন অক্ষমতা জানাইত, কিন্তু দেখিয়াছি সমস্ত সঙ্কোচ পরিহার করতঃ একটু সাহস করিয়া তাঁহার সন্নিকটে সমুপস্থিত হইতে পারিলে যেন অন্তর-গ্লানি সমস্ত মুছিয়া যাইত, এবং মনে হইত আমরা যেন এক ভিন্ন লোকে, এক চিরপরিচিত হৃদয়ের, নিতান্ত নিকট বন্ধুর সমীপেই সমুপস্থিত হইয়াছি। এতই তাঁহার আকর্ষণ ছিল, এবং এত সহজেই তাঁহার পুণ্য হৃদয়ের পবিত্র কিরণ আমাদের মনের মলিন তমঃকে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারিত!! তিনি কত অনায়াসে, কত সমাদরে তাঁহার স্নেহ-ক্রোড়ে আমাদিগকে টানিয়া লইতেন, কত সহজে এ দুর্দ্দম হৃদয়কে জয় করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিতেন—সে কথা মনে করিলে এখনও অশ্রু-সংবরণ করা কঠিন হয়।

একদিকে যেমন অসাধারণ প্রতিভা ও পৌরুষ-প্রভায় তাঁহার হৃদয় বিমণ্ডিত ছিল, অন্য দিকে মাতৃ-হৃদয়ের চিররুচির স্নিগ্ধ কোমল করুণায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। তাই স্ত্রীলোকেরা এবং বালকেরা অতি অনায়াসে সঙ্কোচ-বিহীন হইয়া তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে সমর্থ হইত। তাঁহার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী চিরহাস্যময়ী জগন্মাতা দেবীর সুচারু চরণ-কমল দু'টী ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়খানিও যেন নবনীত-সুকোমল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা প্রভাত-শিশির-স্নাত ফুল্ল মল্লিকার মত মনোজ্ঞ ছিল, ও মানব-চিত্ত-হরণে তাহা যেন তাই এত অধিক পটুতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে হৃদয়ের সন্ধান যাহারা একবারও পাইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পারে নাই। এই করুণার্দ্র হৃদয়ের বিমল ধারা অনেক সময় ধূর্ত্ত কপট লোকদিগেরও হৃদয় শীতল করিয়া দিত; সে সব লোকদিগকে আশ্রয়দানে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না, এবং তাঁহার জীবনের সুবৃহৎ বিড়ম্বনা যে—এইরূপ দুষ্ট লোকদিগের প্রতি করুণা-প্রদর্শন এবং তাহাদিগকে আশ্রয়-দানেরই ফল—তাহা আমাদের অনেক সময় মনে হইয়াছে। কিন্তু ইহার কোন প্রতিকার করিবার উপায় ছিল না। তিনি যে অনভিজ্ঞের মত প্রতারিত হইতেন তাহা নহে, দুষ্ট লোকদিগকে আশ্রয়-দান করিলে বা কোলে টানিয়া আনিলে যদি তাহাদের ভীষণ দুষ্ট স্বভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হয়—যদি তাহারা ভগবৎ-কথা শুনিয়া সেই মধুর রসাস্বাদনে পূর্ব্ব অভ্যাস ও সংস্কার কিছু বিস্মৃত হইতে পারে—এই আশায় মহাপুরুষের এই আত্ম-বলিদান! এ যে কি অনির্ব্বচনীয় উদারতা, কি অহৈতুকী জীবে প্রেম, তাহা বুঝিয়া লইতে সজ্জন পুরুষের আশা করি একটুও বিলম্ব হইবে না। যে তাঁহাকে দেখিয়াছে, যে তাঁহার সেই করুণারুণদীপ্ত প্রতিভামণ্ডিত মুখখানি দেখিয়াছে, যে তাঁহার সহিত একবারও আলাপ করিয়াছে, যে তাঁহার সেই ভক্তিবিহ্বল অশ্রুধারা অবলোকন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে—সে কখনও তাঁহাকে কোন অপরাধেই অপরাধী মনে করিতে পারিবে না। ভগবদ্ভক্ত, জীবের এরূপ পরম বন্ধুকে বিনা দোষে দোষী মনে করা, ঘোর অপরাধ। 'কুমার-সম্ভবে' মহাকবি কালিদাস পার্ব্বতীর শ্রীমুখ হইতে এই কথাই বলাইয়াছেন—

"ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে,
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ পাপভাক্॥" ৫।৮৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার জীবনের মধ্যে যদি কিছু অপরাধ থাকে—সে তাঁহার করুণ হৃদয়। তিনি মানুষকে কখনও ঘৃণ্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিতেন না, কখনও ক্ষুদ্র বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতে পারিতেন না, এমন কি মানুষের কৃত অপরাধ স্মরণ করিয়াও তাহাকে অবহেলার চক্ষে দেখিতে জানিতেন না। মনুষ্যত্বের প্রতি কি অগাধ শ্রদ্ধা, বিশ্ব-প্রীতি কিরূপ অসামান্য তাঁহার ছিল, ইহা হইতেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

তাঁহার সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা পাঠককে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার সে অদ্ভুত সংযমের কথা। এখন পথে, ঘাটে, মাঠে কত সাধু-সন্ন্যাসীই দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের বেশভূষার পারিপাট্য, ভোগে ও ভোজনাদিতে কত অসংযম—যাহা দেখিলে আমাদের লজ্জায় মাথা নামিয়া পড়ে—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর এ সব কোন বিড়ম্বনাই ছিল না। সর্ব্ব বিষয়েই তিনি সংযম ও সাধু পরিচ্ছদের মর্য্যাদা সুরক্ষিত করিয়া চলিতেন। অথচ তিনি মলিন বেশ বা মলিন পরিচ্ছদও ঠিক সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু যাহাতে সাধু-সমাজের মর্য্যাদার হানি হয় এরূপ অশন, বসন, ভূষণকে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। আপনি সেই নিয়ম আচরণ করিয়া চলিতেন, তাহাতেই তাঁহার অনুগত-মণ্ডলী যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিত। তাঁহার সৌন্দর্য্য-বোধ বড় তীক্ষ্ণ ছিল, ঠিক কবি-প্রতিভার অনুভবের মত অসামান্য বলিলেই হয়। অথচ সে অনুভবের মধ্যে কুরুচি লেশমাত্র ছিল না। তিনি প্রকৃতই একজন কবি ছিলেন, এবং সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন, অথচ তাহা সংযম-পূত শুদ্ধ অন্তঃকরণের অনাবিল আনন্দ মাত্র। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যোগাশ্রম ও তাহার অভ্যন্তরস্থ বিচিত্র শোভন সজ্জা, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মা যোগেশ্বরীর হাস্য-বিমণ্ডিত অপরূপ মূর্ত্তিখানি তাঁহার সৌন্দর্য্য-বোধের সুন্দর নিদর্শন। যাহা কিছু শোভন, যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু উদার, যাহা কিছু উন্নত ও পবিত্র, এ সমস্তই তাঁহার চিত্তকে প্রভূত পরিমাণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকর্ষণ করিত। তাই তিনি জননীর স্নেহভরা সুকোমল হৃদয়ও যেমন পছন্দ করিতেন, বীরের অপূর্ব্ব বীরত্ব, সাধুর সুমহান্ ত্যাগ ও তপস্যাও তাঁহাকে সমভাবে আকর্ষণ করিত।

দেবতার, শাস্ত্রের, এমন কি মানুষের মর্য্যাদারও হানিকারক কোন কার্য্য তিনি অনুমোদন করিতেন না। ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় কোন প্রতিবাদের সময়ও তিনি বিপক্ষ পক্ষকে কখনও গালি বা কটুকথা বলিতেন না, যথাযোগ্য সকলের মর্য্যাদা রাখিয়া খুব যুক্তির সহিত অথচ তীব্রভাবেই প্রতিবাদ করিতেন। সময়ে সময়ে যাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিতেন, তাঁহারাও তাঁহার শীলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। বিস্ময়ের বিষয়, তিনি স্বয়ং কিন্তু স্বার্থান্ধ স্বপক্ষীয় লোকদিগের অযথা নিন্দাবাদ হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারেন নাই!

তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন, সন্ন্যাসীর মর্য্যাদা-বিগর্হিত অশন, বসন, শয়ন, ভোজনের কখনও পক্ষপাতী ছিলেন না; এরূপ আচরণ কেহ করিলেও তাহাকে তিনি ভৎর্সনা করিতেন এবং তাহার আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিতেন। অথচ তিনি এরূপ সমদৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন যে, কোন গৃহস্থ বিপন্ন হইলে তিনি স্বয়ং সন্ন্যাসী হইলেও সেই বিপন্নের বিপদুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেন এবং প্রয়োজন মত ও নিজের সাধ্যমত তাহাকে অর্থ সাহায্যও করিতেন। সামান্য একটু মিষ্ট বা ফল কেহ তাঁহাকে দিলে তিনি সকলের সহিত সমান ভাগে বণ্টন করিয়া খাইতেন, আশ্রমের ভৃত্য পর্য্যন্ত বাদ পড়িত না।

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীকে যাঁহারা বিশেষ ভাবে জানিতেন, তাঁহাদের অনেকে এখনও বিদ্যমান আছেন। আমরাও তাঁহাকে যৌবনে উপাসনায়—যোগসাধনায় ব্রতী দেখিয়াছি; আবার স্বধর্ম্মের সেবায় মত্ত মাতোয়ারা হইয়া মহাসভায় জলদ-গম্ভীর ভাষায় শ্রোতৃ-হৃদয়ে সনাতন ধর্ম্মভাবের তুফান তুলিতেও দেখিয়াছি। তাঁহাকে রাজা-প্রজা ও ধনী-দরিদ্রের সহিত সমভাবেই ধর্ম্মালোচনা করিতে দেখিয়াছি। তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাসংকীর্ত্তনের সময় উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে দেখিয়াছি, সাধুমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত জনসমূহকে মুগ্ধ করিতেও দেখিয়াছি, সাধু-মহাত্মা ও সজ্জনমণ্ডলী ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন তাহাও দেখিয়াছি, আবার নিন্দুকগণ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়া নীরবে সে সমস্ত দুর্ভোগ সহ্য করিতেছেন—সে অবস্থাও তাঁহার দেখিয়াছি। সহস্র সহস্র লোকপূর্ণ অভ্যর্থনা-সভায় তাঁহাকে সম্মানিত হইতে দেখিয়াছি, আবার সমাধি-শয্যায় তাঁহার সেই শেষ অপূর্ব্ব শান্তিময় ভাবও দেখিয়াছি। সকল সময়েই তাঁহার হৃদয় ভগবদ্ভাবে ভরা থাকিত, ভাষায় মধুধারা ক্ষরিত হইত। তিনি ভগবৎ-সাধনার যে সুধাস্বাদ পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিকট আর কোন অশান্তি বা আসক্তি আসিতে পারিত না। ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্রতা, যোগের একাগ্রতা, কর্ম্মনিষ্ঠার দৃঢ়তা এবং জ্ঞানের সমদর্শিতার একত্র সমাবেশে যে জীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহা ভগবদ্ভক্তির ভাবরসে আপ্লুত হইয়া দেশকে ভাসাইয়াছিল, লোককে মাতাইয়াছিল এবং নিস্পন্দ নিশ্চেষ্ট জীবে জীবনী-শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল; এবং ভারতীয় ভাষার মধ্যে তিনি বঙ্গ ও হিন্দী ভাষায় সহস্র সহস্র ব্যাখ্যান দ্বারা হিন্দী ও বঙ্গ সাহিত্যকে সম্পদ্বান্ করিয়া শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। জগতে আসিয়া মনুষ্যত্ব লাভে জন্ম সার্থক করিতে হইলে, এইরূপ মহাপুরুষের জীবনই আমাদের আদর্শ।

আমরা শ্রীমৎ স্বামীজীর ভাব ও ভাষা, উদ্দেশ্য ও উপদেশ বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য অনেকস্থলে তাঁহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার সাধু জীবনের মহত্ত্ব যথাযথ বিবৃত করিতে আমাদের কোন ভ্রম হইয়া থাকিলেও অনেকস্থলে তাঁহারই ভাষায় তাঁহার হৃদয়ের ভাব স্বরূপতঃ অবগত হইয়া তাঁহার আদর্শ জীবন সকলেই অনায়াসে অনুসরণ করিতে সমর্থ হইবেন।

আজকাল দেশময় স্বদেশানুরাগ পরিলক্ষিত হইতেছে। আজকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশের কথা ভাবিবার অনেক হিতৈষী বন্ধুরও আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু যে সময় দেশের কথা, দেশের ধর্ম্ম, দেশবাসীকে শুনাইবার লোক অতি বিরল মাত্রাতেই ছিলেন, সেই সময় যিনি বিপুল পরিশ্রম করিয়া, তাঁহার তপঃলব্ধ শক্তিদ্বারা দেশকে মাতাইয়া দিয়াছিলেন, গৃহের লোককে স্বগৃহে ফিরিবার সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন, "ভারতে লয়েছি জন্ম ভারতেরই থাকিব" এই কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, আজ সেই মহাপুরুষের চরিত্র আলোচনা করিয়া আমরা ধন্য হইলাম। সেই বিরাট প্রতিভা আজ কোন্ মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, আজ কতদিন হইল সেই দেবদেহের অবসান হইয়াছে, কিন্তু সেই দিব্য প্রতিভা-প্রসূত অমৃত ফলের যে আজ আমরা অধিকারী হইয়াছি, আজ আমরা যে আমাদের গৃহ ও গৃহদেবতা সকলকে চিনিতে পারিয়াছি, সে যে তাঁহারই প্রসাদ, তাঁহার কঠোর তপস্যা-লব্ধ বিশাল প্রতিভা ও পুণ্যপুঞ্জের ফল, আজ তাহা যেন আমরা বিনম্র অন্তঃকরণে স্বীকার করিতে পারি। আজও ভারতের আকাশে বাতাসে তাঁহার সে সুমহান্ ত্যাগের, তাঁহার সুমহতী তপস্যা ও ভাব নিচয়ের কিরণ-কণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাহারই ফলে আজ আমরা জাগিয়া উঠিয়াছি, আমরা আপনাকে আপনি বুঝিবার জন্য উদ্যম প্রকাশ করিতেছি, আমরা অমৃত-পথের যাত্রী হইতে পারিয়াছি। বন্ধুগণ! আজ যে দেশময় নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, ইহা যে অনেকাংশে তাঁহারই বিপুল পরিশ্রমের ফল, আজ যে দেশের আঁধারময়ী রজনীর অবসান হইতে চলিয়াছে, এ যে তাঁহারই প্রদীপ্ত প্রতিভার অরুণালোক—তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। আমাদের জন্য, দেশের জন্য ও ধর্ম্মের জন্য যিনি শত লাঞ্ছিত হইয়াও, এবং রোগজীর্ণ দেহ লইয়া জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশবাসীকে ধর্ম্মের কথা, ভগবানের কথা শুনাইয়া দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ ও স্বধর্ম্ম-নিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যিনি দেহের প্রতি রক্ত-বিন্দু দেশ-সেবার জন্য অকাতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অক্ষুব্ধ চিত্তে ব্যয় করিয়া এই জীবন-যজ্ঞে তাঁহার নিজের সব সুখ, সব শান্তি যজ্ঞ-সমাপ্তির পূর্ণাহুতিরূপে প্রদান করিয়াছিলেন, আজ বিনম্র-হৃদয়ে সেই মহাপুরুষের চরণ বন্দনা করি। এখনও যদি আমরা বিমূঢ়ের ন্যায় দেশের এমন হিতৈষী বন্ধুকে স্মরণ করিয়া তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাইতে না পারি, যদি এখনও মোহভরে এই মহাপুরুষের জীবনব্যাপী শিক্ষা ও উপদেশ সমূহকে মান্য করিয়া চলিতে না পারি, তবে আমাদের মত এত বড় অন্ধ, এত বড় দীন, এত বড় দুর্ভাগ্য আর কেহ থাকিতে পারে না।

তাঁহার মহাজীবনের যে আভাস সংপ্রতি স্বধর্ম্ম, স্বদেশ, শাস্ত্র, সাহিত্য ও সমাজ-সেবক মহাত্মগণের চরিত্র-গাথায় কীর্ত্তিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি. এ., প্রণীত 'তর্পণ' নামক পুস্তকের সেই কবিতাটী (সনেট্) নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন
(শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী)

"সুদূর অতীত হ'তে এখনো শ্রবণে
ধ্বনিছে সে অগ্নিবাণী, প্রোজ্জ্বল উচ্ছ্বাস—
মেঘের গর্জ্জনে মিশি, ঝটিকার শ্বাস—
ভাষার রাগিণী—যুক্তি আবেগ মিশ্রণে
তড়িৎ-প্রবাহ যাহা ছুটাইত মনে।
ধর্ম্মের সুষুপ্তি-ভঙ্গে অদম্য প্রয়াস,
হিন্দুধর্ম্ম-অভ্যুত্থানে প্রশান্ত আশ্বাস,
এখনো মিশিয়া আছে বঙ্গের পবনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার সে মোহকরী বাণী উন্মাদনা,
পাশ্চাত্য-আদর্শ-পূজা, ক'রেছিল রোধ ;
স্বধর্ম্মে, স্বজাতি-প্রেমে, তব উদ্দীপনা,
জাগ্রত ক'রেছে আর্য্য-মহত্ত্বের বোধ।
বাগ্মিতায় বঙ্গে তব ছিল না তুলনা,
নারিবে করিতে বাণী, তব ঋণ শোধ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম পরিশিষ্ট

পরিব্রাজকের গ্রন্থাবলী।

মূল গ্রন্থের মধ্যে পরিব্রাজক মহাশয়ের রচিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় তেমন ভাবে কিছুই দেওয়া হয় নাই; অথচ গ্রন্থের ভাব ও ভাষার মধ্যেই গ্রন্থকর্ত্তার হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়—ইহাই চিন্তাশীল সুধীবর্গের অভিমত। এইজন্য আমরা 'পরিশিষ্টে' তাঁহার গ্রন্থমালার কিছু কিছু পরিচয় দিতেছি।

শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজী ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে পঞ্চবিংশতি বৎসর ব্যয়িত করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে যেটুকু অবকাশ পাইয়াছেন সেই সময়টুকুও বৃথা নষ্ট করেন নাই। এই অবসর সময়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়া যান। তন্মধ্যে তাঁহার প্রণীত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সুললিত "**গীতার্থ-সন্দীপনী**" ব্যাখ্যা, নারদ ও শাণ্ডিল্য সূত্রের বিশদ ব্যাখ্যা সহ মধুর ও ভক্তিভাবোদ্দীপক ভক্তচরিত-সম্বলিত "**ভক্তি ও ভক্ত**", তাঁহার অপূর্ব্ব ওজস্বিনী ভাষায় রচিত ধর্ম্মানুরাগ-রঞ্জিত বিবিধবিষয়-সম্বলিত "**পরিব্রাজকের বক্তৃতা**" ও "**শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি**" এবং জ্ঞান ও ভক্তিভাবের উৎস—সাধক জীবনের সার সর্ব্বস্ব "**পরিব্রাজকের সঙ্গীত**" প্রভৃতিই প্রধান। ধর্ম্মজীবন গঠনের উপযোগী আরও অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ তিনি রচনা করিয়াছিলেন; সেগুলির সম্যক্ আলোচনা করিতে গেলে বৃহৎ জীবনীগ্রন্থ আরও সুবৃহৎ হইয়া উঠিবে; এই আশঙ্কায় আমরা তাহার এখানে সংক্ষিপ্ত সমালোচনামাত্র করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। এই গ্রন্থমালার মধ্যে স্বামীজীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচিত্র ভাষা ও ভাবের ভঙ্গী দেখিয়া বিস্ময়ে—পুলকে অভিভূত হইয়া যাইতে হয়। তাঁহাকে লেখক হিসাবে বিচার করিলেও বঙ্গভাষায় তাঁহার স্থান কত উচ্চে তাহা বুধমণ্ডলী বিচার করিয়া দেখিবেন। ভাষার উপর তাঁহার যে অদ্ভুত আধিপত্য হইয়াছিল তাহার সূচনা আমরা তাঁহার কিশোরবয়সে রচিত "সঙ্গীত-মুঞ্জরী"তে পাই। যৌবনে নিজ দেহেন্দ্রিয়কে কিরূপ সংযত ও সুশিক্ষিত করিতে হয় এবং আপনাকে তিনি যে ভাবে গঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দ্বাবিংশবর্ষ বয়ক্রমকালে রচিত "প্রবোধ কৌমুদী" হইতে পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীমৎ স্বামীজী, স্বীয় জন্মভূমি সম্বন্ধীয় বিচিত্র দৈবলীলা "শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন; এই পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তন্মধ্যে যে ভগবচ্চরণে ভক্তের জীবনোৎসর্গ রহিয়াছে তাহা পাঠ করিলে মনঃপ্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে।

শ্রীমৎ স্বামীজী তাঁহার প্রচার-কার্য্যের সূত্রপাত করার কয়েক বৎসর পরেই উহাকে প্রণালীবদ্ধ ও সুদূরপ্রসারী করিবার জন্য "ধর্ম্ম প্রচারক" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকাতে—১৭৯৯ শকাব্দ হইতে তাঁহার দেহাবসানের পূর্ব্ব (১৮২৪ শকাব্দ) পর্য্যন্ত শিক্ষিতগণের উপযোগী ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বহু দার্শনিক গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিব্রাজক স্বামীজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ধর্ম্ম-প্রচারক" পত্রিকাসমূহ আমূল পাঠ করিলে ভারতের সনাতন ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অধিকাংশ সন্দেহেরই নিরসন হইতে পারে। "ধর্ম্ম-প্রচারকে"র মনোহারিণী ও তেজস্বিনী ভাষাই সর্ব্বপ্রথমে লোকের মনে স্বধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এবং ইংরাজী শিক্ষিত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সনাতন আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিগূঢ় রহস্যসমুদয়ের সূক্ষ্মানুসন্ধান "ধর্ম্ম-প্রচারকে"র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলেবর সুশোভিত করিত। পরিব্রাজকের ভারতব্যাপী বিরাট প্রচার কার্য্যের বিশেষ বিবরণ "ধর্ম্ম-প্রচারকে"ই নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইত। "রামগীতা", "রামহৃদয়", "মণিরত্নমালা" আদি প্রথমে "ধর্ম্ম-প্রচারকে" ব্যাখ্যাত হইয়া পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিচিত্র উপদেশপূর্ণ "নীতিরত্নমালা"র অধিকাংশ উপদেশ, হিন্দুর অবশ্য জ্ঞাতব্য "শ্রাদ্ধতত্ত্ব" ও স্বপ্নরাজ্যের অলৌকিক সত্য "স্বপ্নতত্ত্ব" প্রবন্ধাকারে "ধর্ম্ম-প্রচারকে"ই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। "ধর্ম্ম-প্রচারকে" পরিব্রাজক মহাশয়ের লিখিত সন্ন্যাস ও উপাসনা বিষয়ক প্রস্তাব সকল শেষে পুস্তকাকারে "সন্ন্যাসী" ও "পঞ্চামৃত" নামে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণু, অত্রি, আপস্তম্ব, যম, হারীত, উশনস্ ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার সমূল বঙ্গানুবাদ পরিব্রাজক স্বামীজী "ধর্ম্ম-প্রচারকে"ই করিয়াছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা, গোধন-রক্ষা, বিধবা-বিবাহের অবৈধতা, প্রতিমা-পূজার প্রতিষ্ঠা, জাতি-ভেদের উপকারিতা, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও মানবের কর্ত্তব্য-নিরূপণ বিষয়ক জীবনের অতীব আবশ্যক পুঞ্জায়মান প্রবন্ধরাশি "ধর্ম্ম-প্রচারকে" মাসে মাসে প্রকাশিত হইত। আবার ভারতের সিদ্ধ সাধক সাধু ও সন্ন্যাসিগণের পুণ্যচরিতে "ধর্ম্ম-প্রচারকে"র অঙ্গ সমলঙ্কৃত থাকিত। সেই সমুদয় গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে বঙ্গভাষায় ধর্ম্ম-সাহিত্য বিশেষ পরিপুষ্ট হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

তখনকার দিনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উদ্যমশীল ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মের জন্য একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সুযোগ এই "ধর্ম্ম-প্রচারক" পত্রিকাই প্রথম প্রদান করে। তদ্দ্বারা জাতীয় ধর্ম্মজীবনকে অবিশ্বাস ও কলুষতার পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার যে প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। তাঁহার পুস্তকমালা হইতে কিছু কিছু লেখা এখানে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১। বিজ্ঞাপনী।

"বিজ্ঞাপনী" একখানি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পুস্তিকা। তাহাতে লিখিত বিষয়গুলি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন যেরূপ ভাবে দেওয়া হয় তাহারই অনুরূপ অনুকরণে লিখিত। পাঠক, একখানি বিজ্ঞাপনের বাণীভঙ্গী দেখুন—

—কাল-কুঞ্জর-কেশরী (আশ্চর্য্য মহামহৌষধ)—

যাহারা অনেকদিন হইতে রোগ, শোক, জন্ম, জরা, মরণাদি দুরারোগ্য আধি-ব্যাধির যাতনায় ক্লেশ পাইতেছে, তাহারা "কাল-কুঞ্জর-কেশরী" সেবন করিলে অতি শীঘ্রই তাহাদের পীড়ার শান্তি হইবে। ঔষধের মূল্য = গুরুভক্তি ও ব্রহ্মনিষ্ঠা। প্যাকিং ব্যয় = বিশুদ্ধ বিশ্বাস, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। ডাক মাশুল = সৎসঙ্গ, বিবেক ও বিচারণা। অনুপান = ষড়্‌বৈরি-চূর্ণ ও প্রেমরস।

পথ্যাদির নিয়ম—যথা, বিধি = বেদবিহিতকর্ম্ম, বৈরাগ্যাভ্যাস, আত্মানুভূতি ও অদ্বৈতবোধ; নিষেধ = বিষয়াশাবৃদ্ধি, জড়াত্মবুদ্ধি ও ভেদজ্ঞান।

বিশেষ বিবরণ সাক্ষাৎকারে জানিতে পারিবেন।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা—

মণিকাঞ্চনপুর (১), কমলগঞ্জ (২), ৭ নং ভবন (৩)।

শ্রীমদ্ গুরুস্বামী।

---

(১) শরীর। (২) মূলাধারাদি কমলাবলী। (৩) সহস্রারারবিন্দ (ষট্‌চক্রের উপরিস্থিত মস্তিষ্ক মধ্যে সপ্তম স্থান)।

ইহাতে মুমুক্ষু সাধকের আবশ্যক সকল কথার সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। যোগ ও যোগী।

—অজপা সাধন (মানস জপের সহজ সঙ্কেত)—

"ঘোর নিদ্রা অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে একবার নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসে ৪ সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়। এই গণনায় প্রতি মিনিটে আমাদের ১৫ বার, প্রতি ঘণ্টায় ৯০০ বার, ২৪ ঘণ্টায় দিবা-রাত্রিতে ২১৬০০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে ও ফেলিতে হয়। যোগাভ্যাসী প্রতি নিঃশ্বাসে ও প্রতি প্রশ্বাসে গুরুদত্ত আত্মমন্ত্র অভ্যাসের প্রতি বিশেষ অভিনিবিষ্ট হইবেন। এইরূপ মানসিক জপকে "অজপা" কহে। যদি কাহারও এরূপ সংশয় হয় যে, আমরা ত দিবা-রাত্রির মধ্যে ২১৬০০ বার নিঃশ্বাস গ্রহণ করি; কিন্তু সুষুপ্তিকালে যখন আমরা অচেতন ও ঘোর নিদ্রিত থাকিব, তখন কিরূপে প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে মন্ত্রের ধ্যান সম্ভব? সত্য বটে, সুষুপ্তিকালে মন নিজ কারণে বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু জাগ্রদবস্থার বাসনা নিদ্রাকালেও কার্য্য করিতে থাকে; নতুবা জাগ্রৎ হইলে নিদ্রার পূর্ব্বের কথাসকল আমরা বিস্মৃত হইয়া যাইতাম। জাগ্রদ্দশায় মন্ত্র সাধন অভ্যস্ত হইয়া গেলে, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতেও সেইরূপ প্রবাহ চলিতে থাকে।"

৩। স্বপ্নতত্ত্ব।

"আমরা স্বপ্নে যাহা দেখিয়া থাকি, তাহা কি মনের কল্পনা অথবা চিন্তিত-পূর্ব্ব বিষয়রাশির উচ্ছ্বাস? এই কথাটী একটু বিচার্য্য। মনে কর, আমি একটা বৃক্ষ দেখিতেছি, দর্শনশক্তিগুণে চক্ষু উহাকে দেখিতেছে, না, বৃক্ষটীর প্রতিবিম্ব চক্ষুর গোলকে পতিত হওয়ায়, দ্রষ্টার উহা অনুভূত হইতেছে? যদি বস্তুর আকৃতি-দর্শন চক্ষুর গুণ হইত, তাহা হইলে চক্ষু নিজ নিহিত শক্তি বলে যেখানে বৃক্ষ নাই সেখানেও বৃক্ষ দেখিতে পাইত। বস্তুতঃ চক্ষু দর্শনকারী নহে, উহা প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে পারে মাত্র; এবং প্রতিবিম্ব পতনেই দর্শন-শক্তির সাফল্য হইয়া থাকে। চক্ষু নীরোগ থাকিলে বস্তুর প্রকৃত প্রতিবিম্ব গ্রহণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্থ হয়; অন্যথা, প্রতিবিম্ব গ্রহণে অসমর্থ হইলে বস্তু চিনিতে বা দেখিতে পারে না। চক্ষুর সম্মুখ দিয়া লক্ষ লক্ষ বস্তু চলিয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে যাহার প্রতিবিম্ব চক্ষু ধারণ করিয়া লয়, মনুষ্য সেই বস্তুটীই দেখিতে পায়, অন্যগুলি দেখিয়াছি বলিয়া প্রতীতি হয় না। ব্যাধি-বিকৃত চক্ষুতে স্বরূপ-প্রতিবিম্ব পড়িলেও চক্ষুর দোষে উহা বিকৃত বলিয়া মনুষ্যের উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয়গণ যখন বিশ্রাম লইতেছে, অথচ অন্তঃকরণবৃত্তি তখনও বিশ্রান্ত হয় নাই, সেই সময়ে স্বপ্নের আবেশ হয়। স্বপ্নগুলি মনঃকল্পনার উচ্ছ্বাস নহে; কিন্তু তত্তাবৎ অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের, ভূলোকের বা অন্যলোকের, আমার বা অন্যের, কৃত বা কর্ত্তব্য, ভূত বা ভবিতব্য ব্যাপার বিশেষের যথাযথ বা বিকৃত প্রতিবিম্ব মাত্র।

চক্ষু যেমন নির্ম্মল থাকিলে তাহাতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তৎসহ যেমন মূল বস্তুটীর কিছুমাত্র অসাদৃশ্য থাকে না, সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তি যদি এই অবস্থায় প্রকৃতির কৌশলে স্বচ্ছ থাকে, তখন যে সকল ব্যাপারের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই সকল স্বপ্ন জাগ্রত হইয়াও দেখিবে সত্য এবং সমূলক। আর প্রকৃতি বৈগুণ্যে মনের মলিনাবস্থায় যে সকল ঘটনা প্রতিবিম্বিত হয়, তত্তাবৎ মূল ঘটনার সৌসাদৃশ্য বহন করিতে পারে না, তজ্জন্য মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। জিতেন্দ্রিয় বীরেন্দ্র-কেশরী মহামনা কর্ণ স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার জনক সূর্য্য আসিয়া বলিতেছেন, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তোমার নিকট হইতে অক্ষয় কবচাদি প্রার্থনা করিবেন; সাবধান তাঁহাদিগের প্রার্থিত পূরণ করিও না, তাহা হইলে তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। কর্ণও স্বপ্নাবেশে উত্তর দিলেন যে, জীবন-সত্ত্বেও প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিব না। রাত্রিতে কর্ণ যাহা স্বপ্নে দেখিলেন, তৎপর দিন তিনি তাহাই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া দেখিতে পাইলেন। সাধুতা ও নির্ম্মলতার দ্বারা কর্ণের মনোবৃত্তিসমূহ অবিকৃত থাকায় ভবিতব্য ঘটনার স্বরূপ-প্রতিবিম্ব তাঁহার অন্তঃকরণে পতিত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনা সমস্তই স্বচ্ছ বিজ্ঞানময় আকাশে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। যখনই চিত্ত বিকার-বর্জ্জিত হইবে, তখনই মনুষ্য তাহা সাধারণ পুস্তক পাঠের ন্যায় পাঠ করিতে পারিবে। এই সূত্রানুসারেই যোগিগণ সর্ব্বজ্ঞ ও ত্রিলোকদর্শী হইয়া থাকেন। যোগীর অন্তঃকরণের যে অবস্থায় তাবৎ ব্যাপারের প্রকৃত প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে, যদি স্বপ্নকালীন আমাদিগের অন্তঃকরণবৃত্তি দৈবাৎ স্বাভাবিক স্রোতের বেগে অথবা প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা তদবস্থাপন্ন হইয়া যায়, তবে তৎকালীন দৃষ্ট ব্যাপারমাত্রই যোগীর অনুভবের ন্যায় সত্য ও সমূলক হইবে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।"

৪। শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

"মরিবামাত্রই যে জীব অন্য মর্ত্ত্যদেহ ধারণ করে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কর্ম্মানুসারে বহুদিন হয়ত স্বর্গবাস করিয়া তৎপরে ("ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি") মর্ত্ত্য দেহ ধারণ করে। মৃতাত্মা স্বর্গেই থাকুন বা মর্ত্ত্যদেহই ধারণ করুন, শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার তাহা চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যে পিণ্ডোদকাদি দান করিবেন, তাহা সেই আত্মার তৃপ্তি কামনায় বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিবেন। "ব্রিটিশ" রাজ্যের মধ্যে তোমার যে কোন দেশ বা প্রদেশস্থিত যে কোন আত্মীয়কে "মণি অর্ডার" করিয়া তুমি যে কোন ডাকঘর হইতেই টাকা পাঠাইয়া দাও না কেন, রাজকীয় ডাকবিভাগ তোমার সেই আত্মীয়কে সেই মূল্যের তত্তদেশ-প্রচলিত মুদ্রা যেমন পৌঁছাইয়া দেন, সেইরূপ পরলোকবাসী আত্মার উদ্দেশ্যে যে দ্রব্য নিবেদিত হইবে, তাহা, মৃতাত্মা যেভাবে যেখানেই থাকুন না কেন, বিষ্ণু-মহিমায় তদবস্থার অনুকূল ভাবে—গুণে বা শক্তিতত্ত্বে পরিণত হইয়া তাঁহার আত্মার তৃপ্তি-সাধন করিবে। মনে কর, তোমার পিতামহ স্বর্গবাসী দেবতা হইয়াছেন; দেবতাগণ সুধাপায়ী; তুমি এখানে তাঁহার তৃপ্ত্যর্থে জল নিবেদন করিলে, তোমার এই শ্রদ্ধাদত্ত জলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্যশক্তি দৈবশক্তির আশ্চর্য্য মহিমায় অমৃতত্বে পরিণত হইয়া তোমার দেবরূপ পিতামহের তৃপ্তি-সাধন করিবে। আবার মনে কর, যদি তাঁহার সদ্‌গতি না হইয়া থাকে, বিশুদ্ধ সত্ত্বশক্তি-প্রভাবযুক্ত পিণ্ডাদি দান দ্বারা তাঁহার উদ্ধার-কামনা করিতে হয়। যথা বায়ুপুরাণে —

অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ড্যং দদাম্যহম্॥
অরণ্যে বর্ত্মনি বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
পশুযোনি-গতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থা স্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা॥ ইত্যাদি।

যদি মৃতাত্মা ঔর্দ্ধদৈহিক উত্তমা গতি লাভ করায় তাঁহার পিণ্ডোদকাদির প্রয়োজন নাও থাকে, তথাচ শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয় না; কেন না, তাহাতে আদি পিতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদিও তৃপ্ত হইয়া থাকেন।"

এই পুস্তকে শ্রাদ্ধকালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার শাস্ত্রীয় বিধি লিখিত থাকায় বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের মধ্যেও ইহার সমাদর হইয়াছিল।

৫। নীতিরত্নমালা।

"নীতিরত্নমালা" পরিব্রাজক মহাশয়ের আর একখানি গ্রন্থ। স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের চরিত্র-গঠনের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থখানি তিনি প্রণয়ন করেন। ছাত্রদিগের কল্যাণের জন্য পরিব্রাজক মহাশয় বঙ্গের সর্ব্বত্র এবং বিহারের কতিপয় স্থানে "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা"র প্রতিষ্ঠা করেন। বালকেরাই বড় হইয়া গৃহস্থালী করিবে, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য তাঁহাদের চরিত্র-গঠনই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের এ বিষয়ে তখন বিশেষ লক্ষ্য ছিল না; পরিব্রাজক মহাশয় ইহার ভাবী কুফল চিন্তা করিয়া বালকদিগের চরিত্র-গঠন ও ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য একটী ব্যবস্থা করিতে সমুৎসুক হ'ন; তাহারই ফলে গ্রামে গ্রামে "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়; আমরা মূল গ্রন্থের মধ্যে এ সকল কথা আলোচনা করিয়াছি। পরিব্রাজক মহাশয়ের এই উদ্যোগের কি শুভ ফল হইয়াছিল তাহা বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ বোধ হয় এখনও বিস্মৃত হ'ন নাই। তৎকালীন "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" সমূহের সভ্যগণের সুশিক্ষার জন্য পরিব্রাজক মহাশয় "সুনীতি" নাম্নী একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে যে সমস্ত সদুপদেশ, সঙ্কেত, কবিতা ও প্রবন্ধাদি তিনি স্বয়ং লিখিতেন, তাহারই অধিকাংশ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। বালক-বালিকাগণ কি ভাবে জীবন যাপন করিলে তাহারা ভবিষ্যতে ধার্ম্মিক ও সুখী হইবে, তাহারই প্রণালী ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্‌গ্রন্থের সদুপদেশরাশি বালক-বালিকা কেন, যুবা, বৃদ্ধ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই উপযোগী হইয়াছে। আমরা কতিপয় উপদেশ ও ২।১টী কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি:—

"(৬) পাঠশালা ও বিদ্যালয় তোমাকে বাচনিক শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; তোমার প্রকৃতির উন্নতি-সাধন করাই তত্তাবতের উদ্দেশ্য। যদি পুঞ্জীভূত পুস্তকপাঠ করিয়া তোমার প্রকৃতি পবিত্র না হয়, তবে পঠন-পরিশ্রম পণ্ড হইয়াছে জানিবে।

(২৩) যৌবনকাল অতিশয় সঙ্কটাকুল, কিন্তু এই সময় পুরুষার্থ সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী। তাঁহাকেই পূজ্য, তাঁহাকেই মহাত্মা ও তাঁহাকেই পুরুষ-পুঙ্গব বলিয়া জানিবে, যিনি যৌবনের বিপুল বিঘ্নরাশিকে ধৈর্য্য ও সংযম দ্বারা অতিক্রমপূর্ব্বক সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২৯) যখন কোন মাননীয় পুরুষ কোন কথা বলিতেছেন, শুনিবে; তাহা তুমি পূর্ব্বে বিদিত থাকিলেও তাঁহার কথায় বাধা দিও না। কেননা, তুমি তাহা জানিলেও অন্য শ্রোতা না জানিতে পারেন, অথবা তুমি যাহা জান, হয়তো তিনি তদপেক্ষা আরও বিচিত্র ব্যাখ্যাও করিতে পারেন।

(৩৭) প্রত্যহ প্রাতঃকালে সমস্ত দিনের কর্ত্তব্য মনন করিয়া লইবে, ও রাত্রিতে শয়নকালে সমস্ত দিন যাহা যাহা করিলে তত্তাবতের সদসৎ প্রকৃতি ও শুভাশুভ ফলের বিচার করিবে।

(৬২) যাহারা শাস্ত্র শিখিয়া অন্যকে উপদেশ দিবার সময় বড় পণ্ডিত, কিন্তু স্বয়ং উপদিষ্ট মতের আচরণ না করে, তাহাদিগকে প্রদীপ-হস্ত অন্ধের ন্যায় জানিবে।

(৬৩) যে তোমার সম্মুখে অন্যের নিন্দা করে, সে অন্যের সম্মুখে তোমারও নিন্দা করিতে পারে। তাহার নিকট সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে।

(৬৬) মূর্খতা ও পরাধীনতা সত্ত্বে আপনাকে সুখী মনে করিও না।

(৬৭) যে পুস্তক পাঠ করিলে হৃদয় নির্ম্মল হয়, উৎসাহ ও সৎসাহস বৃদ্ধি হয়, মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বর-জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, লোকোপকারার্থ চিত্তের প্রবৃত্তি ও সত্যপথে রতি হয়, সেই পুস্তকই পাঠ করিবে।

(৭৫) যাহার সহিত বিশেষ প্রণয় আছে, তাহার নিকট ঋণ লইও না। অর্থের সম্বন্ধ থাকিলে অনেকস্থলে মনোভঙ্গের বিশেষ কারণ হইয়া উঠে।

(৭৮) অন্যে অপরাধ করিলে তুমি ক্ষমা করিবে, কিন্তু তুমি স্বয়ং অপরাধ করিলে আপনাকে ভৎর্সনা করিও।

(৮৫) লোককে শিখাইবার জন্য যত যত্ন করিবে, নিজে শিখিবার জন্য তদপেক্ষা অধিক যত্ন করিবে।

(৮৮) সাধ করিয়া বা গৃহ-শোভার জন্য কখনও পক্ষী আদি কোন জীবকে পিঞ্জরে বদ্ধ রাখিও না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৯৬) চরণদ্বয় সদা উষ্ণ, মস্তিষ্ক শীতল ও উদর নির্ম্মল রাখিবে, তাহা হইলে শরীর অসুস্থ হইবে না।

(৯৮) যদি কোন গুরুতর কার্য্য সাধনার্থ প্রবৃত্ত হও, তবে ধর্ম্মের উপাদানে তাহার ভিত্তি স্থাপন করিবে।

(৯৯) যদি দেবতুল্য পরাক্রমী নীরোগ হইতে চাও, তবে জিতেন্দ্রিয় ও মিতাচারী হইতে শিক্ষা কর।

(১০১) যিনি সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ সমাজের কোন গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহার নিন্দাবাদ ঘোষণা করিও না।

(১০৪) যিনি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন তিনি পণ্ডিত নহেন, কিন্তু যিনি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ভগবান্‌কে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন তিনিই পণ্ডিত।

—পিতার নিকট সন্তানের প্রার্থনা—

প্রণমি গো পিতা তব পদে বার বার।
মনের পরম সাধ পূরাও আমার॥

* * *

ভারতে জন্মিয়াছি আমি আর্য্যের কুমার।
আর্য্যের পবিত্র পদ প্রার্থনা আমার॥
শীলতা-বসন দাও করি পরিধান।
দাও জ্ঞানামৃত দাও করি সুখে পান॥

* * *

স্বধর্ম্ম-উষ্ণীষ দাও শিরে সাজাইয়া।
নীতিরত্ন মালা গলে দাও পরাইয়া॥

* * *

দাও করে আর্য্যশাস্ত্র বিজয় নিশান।
দাও শিখাইয়া আর্য্যধর্ম্ম-গুণগান॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর্য্যের পবিত্রবল, বুদ্ধি, বীরভাব।
দাও, দাও আর্য্য-বিদ্যা বিশুদ্ধ প্রভাব॥
করযোড়ে নতশিরে বলি বার বার।
শিখাও আর্য্যের রীতি-নীতি-ব্যবহার॥

—বালকগণের সৎসঙ্কল্প—

সুবোধ সুশীল শান্ত নম্র হ'য়ে রহিব।
পিতামাতা গুরুজনে সদা ভক্তি করিব॥

* * *

সুবোধ শিশুর সঙ্গে সাধু বিদ্যা শিখিব।
ভাল উপদেশ যত সব মনে রাখিব॥
পবিত্র-চরিত্র হব সত্য কথা বলিব।
সনাতন আর্য্যধর্ম্ম-পথে সদা চলিব॥
ভারতের ভাবরসে মগ্ন হ'য়ে যাইব।
ভারতের জয়ধ্বনি উচ্চস্বরে গাইব।
ভারতীয় ভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব শিখিব।
ভারতে লয়েছি জন্ম ভারতেই থাকিব॥"

৬। পঞ্চামৃত।

এই পুস্তকে পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের বৃথা বিবাদ মীমাংসিত হইয়াছে। শিক্ষার দোষে ও সদ্‌গুরুর অভাবে শাস্ত্রের গূঢ়ার্থসকল কিরূপ বিকৃতভাবে হইতেছে তাহা অতি বিস্তারপূর্ব্বক ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকভাব ও উপাসনা সম্বন্ধীয় অনেক ভ্রম-সংস্কার বিদূরিত হয়। শাক্তের বলিদান ও বৈষ্ণবের লীলানুকরণ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত প্রস্তাবাংশ হইতেই পাঠকগণ আমাদের কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

"যদি তুমি আর্য্যধর্ম্মী হও, তবে তোমার তন্ত্র ও পুরাণকে একই শ্রদ্ধার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্ষে দেখিতে হইবে। যিনি যে সাধনের অধিকারী, তিনি তদনুরূপ শাস্ত্রের আজ্ঞাই শিরোধার্য্য করিবেন। তুমি (শাক্ত) হয়ত বলিবে যে, আমি তাহাকে (বৈষ্ণবকে) বৃথা মাংস খাইতে বলিতেছি না, বৈষ্ণব মহাদেবীর মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে না কেন? আমরা বলি, যাহা 'মহাপ্রসাদ' তাহা সকলেরই সেব্য; কিন্তু, তুমি যাহাকে 'মহাপ্রসাদ' মনে করিয়াছ তাহা যে প্রকৃতই 'মহাপ্রসাদ', ইহা প্রথমতঃ লোককে বুঝিবার অবকাশ দাও; তাহার পর মহাপ্রসাদের জয় ঘোষণা করিও। তুমি ভাবিলে, মহামায়াকে মন্ত্রপূত করিয়া ছাগ বলিদান করিলাম, সুখসেব্য মুখরুচিকর উপকরণে তাহা পাক করিয়া তাঁহার ভোগোৎসর্গ করিলাম, সুতরাং উহা মহাপ্রসাদ হইয়া গেল। সাধকের নিবেদিত পদার্থ দেবতা গ্রহণ করিলে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাই মহাপ্রসাদ। তুমি যাহা মহামায়াকে নিবেদন বা উৎসর্গ করিলে, তাহা তিনি গ্রহণ করিলেন কিনা, তাহার কি সাক্ষ্য পাইয়াছ? কেবল মন্ত্র পড়িলেই কি তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন? বিধিপূর্ব্বক সাধন দ্বারা মন্ত্রকে চৈতন্যযুক্ত না করিতে পারিলে, সেই মন্ত্র কি কেবলমাত্র উচ্চারণ করিলেই চৈতন্যরূপিণী ভগবতী তোমার কথা শুনিবেন? একজন অসিদ্ধ নিষ্ঠাবিহীন মলিনচিত পুরোহিত কেবলমাত্র বাক্যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবতীকে দালানভরা সামগ্রী নিবেদন করিল, তুমি ভাবিলে, অবোধ লোক ভাবিল, অসাধকেরা বুঝিল, ভগবতী উহা গ্রহণ করিলেন। * * * ভগবতী তোমার 'কথার' ভুলিবার দেবতা নহেন, আড়ম্বরে ভুলিবার দেবতা নহেন, মনোময়ী মা তিনি, সাধকের প্রাণ-তন্ত্রীতে যখন সিদ্ধমন্ত্রের দিব্যধ্বনি শুনিতে পাইবেন, তখনই ভক্তবৎসলা তোমার নিবেদিত সামগ্রী গ্রহণ করিবেন। সেই কৃপাদৃষ্টি-পূত সামগ্রীই প্রকৃত 'মহাপ্রসাদ'। সেই 'মহাপ্রসাদ' সেবনে অসাধ্য ব্যাধির শান্তি হয়, শরীর পবিত্র হয়, মন নির্ম্মল হয় ও আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। প্রহ্লাদ অন্তঃকরণের বৃত্তিপ্রবাহের যে আবেগে ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষকে অমৃত করিয়াছিলেন, যে আবেগে শাক্ত সাধকগণ মাকে মদ্য নিবেদন করিয়া দুগ্ধরূপে তাহা পান করেন, তাহাই প্রকৃত মন্ত্রোচ্চারণ; এবং সেই মন্ত্রপূত নিবেদিত সামগ্রীই 'মহাপ্রসাদ'। যদি তুমি মন্ত্র-চৈতন্য করিয়া মায়ের মৃণ্ময়ী বা পাষাণময়ী মূর্ত্তিকে চৈতন্যময়ী না করিতে পার, তবে তুমি জানিও তোমার নিবেদিত কোন দ্রব্যই তিনি গ্রহণ করেন নাই। তীব্রাতিতীব্র ভক্তির আবেগ বা মন্ত্র-চৈতন্য ব্যতীত কোন শব্দ বা সামগ্রীই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না।"

৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

পরিব্রাজক মহাশয় বঙ্গবাণী-মন্দিরে যে সমস্ত পূজোপকরণ আহরণ করিয়া জননী বিদ্যাদেবীর চরণকমলে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তাঁহার 'গীতার্থ-সন্দীপনী' নামক গীতার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা। ইহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ, পরিব্রাজক স্বামীজীর সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত আটটী সংস্করণে প্রায় বিশ সহস্র সংখ্যা গীতা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।* এইরূপ সুবৃহৎ সংস্করণের এত অধিক সংখ্যক গীতা আর কাহারও প্রকাশিত সংস্করণের বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। ইহাতেই বুঝা যায়, দেশের লোক স্বামীজীর সংস্করণটীকে কিরূপ সমাদর ও শ্রদ্ধা করিয়াছেন। স্বামীজী যখন প্রথম গীতার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন, তখন 'গীতার্থ-সন্দীপনী' নাম্নী সেই সুললিত ব্যাখ্যা পড়িয়া তদানীন্তন বঙ্গ সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বি-হীন সম্রাট্ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন—"ইহার ভাব ও রচনা চিরদিন বাঙ্গলা ভাষায় অপূর্ব্ব রত্নরূপে বিরাজিত থাকিবে"। পরিব্রাজক স্বামীজীর 'গীতার্থ-সন্দীপনী'র অবতরণিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "গীতা" যে কি বস্তু এবং কেন তিনি তাহার ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিলেন উহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

---

* বর্ত্তমানে ইহার "নবম সংস্করণ" মুদ্রিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তপঃশুদ্ধবুদ্ধি সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা ত্রিকালদর্শী মহামনা ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস কলিকলুষ-দূষিত মলিনচিত্ত ত্রিবিধ শাস্ত্রাধিকারীর কল্যাণ কামনায় কৃপাপরবশ হইয়া ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ উপদেশের নিমিত্ত সমস্ত তত্ত্বের বীজ-স্বরূপ বেদরাশিকে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব – এই চারিভাগে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই তিনই প্রধান। অত্যন্ত সূক্ষ্ম, নিতান্ত নিগূঢ় এবং দুর্জ্ঞেয় এই বেদত্রয়ের কেবলমাত্র পঠন অপেক্ষা মর্ম্মার্থের উপলব্ধি করা শ্রেষ্ঠ। যে সকল দুর্ব্বল অধিকারী এই গম্ভীর বেদার্থ-বোধে অসমর্থ, মহর্ষি তাহাদের জন্য ত্রিগুণানুসারী সর্ব্বপুরুষার্থ সাধনোপযোগী মহাভারত ত্রিষট্ (অষ্টাদশ) পর্ব্বে রচনা করেন। নক্ষত্র-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমার ন্যায় সেই মহাভারতে কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদরূপ গীতা সংস্থাপিত করিয়াছেন। কার্য্য-প্রপঞ্চের সহিত অনাদি অবিদ্যার পূর্ণ-নিবৃত্তিপুরঃসর বিদেহকৈবল্য রূপ জীব-ব্রহ্মের অভেদভাব অদ্বৈততত্ত্বামৃত এই গীতারূপ সুচারু চন্দ্রমা হইতে ক্ষরিত হইতেছে। সপ্তশতশ্লোকময়ী গীতায় ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনে অজ্ঞান-প্রপঞ্চের অভাব, সৎ+চিৎ+আনন্দ স্বরূপের উপলব্ধি ও জীবব্রহ্মৈকতার সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাত্মজ্ঞানই বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই অদ্বৈতভাব লাভের জন্যই সৃষ্টিকালে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান—এতত্ত্রিকাণ্ডযুক্ত ঋগাদি বেদ উৎপাদন করেন। তজ্জন্যই বেদের নামান্তর "ত্রয়ী"। ভগবদুক্ত এই অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ গীতাও ঋগাদি বেদস্বরূপ। ইহার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্ম-নিষ্ঠা, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে উপাসনারূপ ভগবদ্ভক্তি-নিষ্ঠা ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান-নিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। "ভক্তি" মধ্যস্থল-স্থায়িনী হইয়া কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধনের বিঘ্নরাশি-স্বরূপ দুষ্ক্রিয়া ও অহঙ্কারাদির বিনাশ করিয়া থাকে। সাত্ত্বিকী ভক্তি—কর্ম্ম ও জ্ঞান এতদুভয়ের সম্পূর্ণ অনুকূল। এই জন্য ভক্তি—কর্ম্মাশ্রিতা, শুদ্ধা ও জ্ঞানাশ্রিতা—এই ত্রিবিধরূপে কথিত হইয়াছে।

সাধক গুরুমুখে জ্ঞানবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক একান্তস্থানে তাহার মনন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদনন্তর নিদিধ্যাসন করিয়া যোগশিক্ষার উপযোগী হইবেন। নিদিধ্যাসন দ্বারা দেহাত্মবুদ্ধিরূপ বিপরীত ভাবনার সমাপ্তি হইলেই, গুরুর কৃপায় ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির উদয় হইলেই অবিদ্যার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই সাধকের ভ্রম, সংশয় ও জন্মান্তর-প্রাপ্তির হেতুভূত পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মরাশি অপগত ও আত্মসাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইবে। কিন্তু প্রারব্ধ বাসনা সহজে ক্ষয় হয় না, এ জন্য আত্মসংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধির নিতান্ত প্রয়োজন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটাই এই মহাসংযম-সাধনের প্রধান অঙ্গ। ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারাও এই সমাধি যিনি শীঘ্র লাভ করিতে পারেন, তাঁহারও মনের নাশ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাসনারও ক্ষয় হইয়া থাকে।

শোকে, মোহে চিত্ত বিচলিত হইলে যখন নিজ বর্ণাশ্রম ও অধিকারের বহির্ভূত ধর্ম্মাচারে প্রবৃত্তি উদিত হইয়া মানবকে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে, গীতার গম্ভীর উপদেশই তখন তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। পুত্র, মিত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য আদিতে মমত্ব বুদ্ধি হইলেই, তদ্বিয়োগে অতিশয় আক্ষেপ হইয়া থাকে। সংযোগ-বিয়োগ-ধর্ম্মশীল মানবের চিত্ত এই মহাবিক্ষেপকালে কিরূপে প্রবুদ্ধ হইবে এবং শান্তিলাভ করিবে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদিও অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়াই উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু মায়া-মোহ-বিমুগ্ধ মনুষ্য মাত্রেরই প্রতি করুণানিধান লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। আত্মহিত-কামনা যাঁহার লক্ষ্য, গীতা তাঁহার প্রধান সম্পত্তি ও সম্বল। শোক-মোহ আদি যাঁহার পীড়া, গীতা তাঁহার মহৌষধ। ভবসাগর পার হওয়া যাঁহার অভিলাষ, গীতা তাঁহার অটল পোত। বহুতে এক দৃষ্টি করা যাঁহার ইচ্ছা, গীতাই তাঁহার একমাত্র ঈক্ষণ যন্ত্র; গীতা দুর্ব্বলকে বলবান্ করে, ভীতকে সাহসী করে, নিস্তেজকে মহাতেজীয়ান্ করিয়া দেয়। গীতা নিদ্রিতকে জাগরিত ও মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সকল দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের উপদেশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ মুমুক্ষুগণের জন্য সংস্কৃত ভাষায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী, রামানুজস্বামী, মধুসূদনসরস্বতী, নীলকণ্ঠপণ্ডিত আদি ব্যাখ্যা করিতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃতের গূঢ়গর্ভস্থ দিব্য আলোক অস্ফুটমাত্র দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না, ভাষানুবাদও এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে সে আলোক যাঁহাদিগের সম্মুখে উত্তমরূপে প্রকাশ করিতে পারে নাই, তাঁহাদেরই সেবার জন্য 'গীতার্থ-সন্দীপনী'র প্রণয়ণ ও প্রকাশ।"

৮। পরিব্রাজকের বক্তৃতা।

যাঁহারা পরিব্রাজকের বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁহারা তদ্‌রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁহার জ্ঞান, ভক্তি, ভাবুকতা ও সদ্‌যুক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। যখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্‌ভ্রান্ত যুবকগণ ভারতের জ্ঞান ধর্ম্ম, নীতি সমস্তই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছিল, এবং ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র গ্রন্থাদির বিদেশী ও বিধর্ম্মী শিক্ষকগণের অযথা ও ভ্রান্ত সমালোচনায় শিক্ষিত যুবকগণের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতেছিল, তাহারা তাহাদের পাশ্চাত্য গুরুদের উপদেশসমূহের প্রতিবাদ না করিয়া কেবল তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছিল—ভারতের ধর্ম্ম, জ্ঞান, নীতিশিক্ষা সমস্তই হেয়, এবং ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয় সমস্তই তাঁহাদের অবিদিত ছিল, ভারতের সেই দুর্দ্দিনে পরিব্রাজক মহাশয়ই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন, যিনি এই অদ্ভুত মিথ্যা ধারণার সুতীব্র প্রতিবাদ করিয়া স্বদেশবাসীর ভ্রম অপনোদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যাঁহার অমৃতময়ী সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া কত নাস্তিক অবিশ্বাসী ও কত কুপথ-বিপথগামী যে নিজ গৃহমুখে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই, তাঁহার সেই পরমোপকারিণী অমৃতময়ী বাণীর কয়েকটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার অবিশ্রামবর্ষিণী বক্তৃতার সে ওজস্বিনী ভাষা অননুকরণীয়, এবং সে সকল বক্তৃতা সম্পূর্ণ রূপে লিপিবদ্ধ করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার; তথাপি "পরিব্রাজকের বক্তৃতা" গ্রন্থে বক্তার নিজ ভাষা ও ভাব যতদূর-সম্ভব সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহাকে বঙ্গ-সাহিত্যের একটী অমূল্য সম্পদ্ বলিয়াই সাহিত্যরসজ্ঞ ব্যক্তিরা উল্লেখ করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গ! এই বক্তৃতার কিছু অংশ আপনাদিগকে শুনাইব।

পরিব্রাজক মহাশয় "ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ" বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন :—"এক সময়ে ভারতবর্ষ সভ্যতা, শিক্ষা ও সমুন্নতির উচ্চ রত্নসিংহাসনে বসিয়া সমস্ত পৃথিবীর উপর একাধিপত্য করিয়াছিল। তখন সকল জাতির মস্তক ভারতের চারু চরণতলে অবনত হইয়াছিল। তখন ভারতের পদরেণু পরিলেহন করিয়া জগদ্বাসী কৃতার্থ হইয়াছিল। ভারতের সহিত যাহার কিঞ্চিন্মাত্র সংশ্রব থাকিত, সেও পুণ্যপূত বলিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিত। তখন ভারতের সহিত কোন বিষয়েই প্রতিযোগিতা করিবার উপযুক্ত দেশ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু চিরদিন ত কাহারও সমান যায় না, তবে ভারতের সে শুভদিনই বা চিরদিন থাকিবে কেন? তখন ভারতের কথা শুনিয়া লোকে পুণ্যোপার্জ্জন করিত, এখন সেই ভারতের কথায় অবিশ্বাস ও সংশয় জন্মিয়াছে। ভারতে অনেক দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়া পরস্পর তর্কবিতর্কে অনেক নিগূঢ় কথার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন মতের বিরোধ-শান্তির জন্য সকলেই শ্রুতিকে মধ্যস্থ মানিয়াছিলেন। অধ্যাত্ম-বিদ্যার আকরভূমি শ্রুতিকে এক্ষণে লোকে লৌকিক যুক্তিযন্ত্রে নিষ্পেষিত করিয়া অপ্রামাণিক বোধে উপেক্ষা করিতেছে। মানব-মন-নিহিত গুপ্ত ও প্রসুপ্ত শক্তিরাশি অজ্ঞানতা ও অসাধনার আবর্জ্জনায় ঢাকিয়া পড়িয়াছে। বাহ্য জগতের মোহনভাব লোকচিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। ভারতের প্রাচীন কথা এখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপকথা মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। যে দিন ভারত জগদ্‌গুরু হইয়া একাধিপত্য করিতেছিল, সে দিন বিগত হইয়াছে। যে দিন ভারত বৃদ্ধ পিতামহের ন্যায় শিশুবর্গকে পার্শ্বে বসাইয়া রাখিতেন, স্নেহভরে সকলকে খাওয়াইয়া, পরাইয়া, শিক্ষা সভ্যতায় সাজাইয়া মানুষ করিতেন, সে দিন এক্ষণে অতীত কালগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছে। এখন শিশুগণ সবল ও প্রবল হইয়া, নিজ নিজ ভাবে উন্মত্ত হইয়া বৃদ্ধ পিতামহকে পদাহত, পদচ্যুত করিবার জন্য নানাবিধ প্রহরণ সহিত সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হইয়াছে। * * * আজই ভারতের পরীক্ষার দিন। এই মহাসমরে বিজয়লাভ করিতে পারিলেই ভারতের প্রতিষ্ঠা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। * * * শত শত বর্ষ মহাবিক্রম ও পরাক্রম সহিত একাকী ভারতবর্ষ বহু জাতির সহিত বিপুল সংগ্রাম করিয়া এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে অতি প্রতাপান্বিত বীরাগ্রগণ্য পিতামহ ভীষ্মের ন্যায় বাণবিদ্ধাঙ্গ রক্তাক্ত কলেবরে শরশয্যাশায়ী হইয়াছে। হতচেতন হইয়াও কাতরকণ্ঠে পুনর্জীবন লাভের জন্য ভারতবর্ষ পিপাসার জল চাহিতেছে। দুর্যোধনাদির ন্যায় অনেক অবোধ কুল-পাংশুবর্গ কর্পূরবাসিত সুশীতল জল বলিয়া, বিজাতীয় প্রকৃতির বিজাতীয় রস আনিয়া পান করিতে দিতেছে। ভারতভূষণ ভীষ্ম মহাবীর সে জল পান করিবেন কেন? আক্ষেপের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সঙ্কেতে গাণ্ডীব-ধনুর্ধারী বীরকেশরী অর্জ্জুনের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। কৃষ্ণসখা কুন্তীনন্দন মহাবীর ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তূণ হইতে বাণ গ্রহণ করিলেন, এবং মহাশরাসন গাণ্ডীবের সহায়তায় সেই বাণের তীব্রবেগে ধরিত্রী-গর্ভ ভেদ করিয়া গঙ্গার নির্ম্মল-নীরধারা ভীষ্মের মুখবিবরে প্রবাহিত করিলেন। কুরুবৃদ্ধ-পিতামহ জলপানে কৃতকৃত্য হইলেন ও অর্জ্জুনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আজ মুমূর্ষু ভারতকে ধরাশয্যায় পতিত, পরপদ-বিদলিত, মূর্চ্ছিত ও অভিভূত দেখিয়া কত অবোধ ভারতসন্তান দুর্য্যোধনের ন্যায় দুর্ব্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কত কুল-কুঠার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ত বলিতেছে, ভারতের শক্তি-সামর্থ্য তিরোহিত হইয়াছে, স্বতন্ত্র সত্তা নির্ম্মূল হইয়াছে, ভারতের জীবন চিরদিনের জন্য অপগত হইয়াছে, ইহার মায়া-মমতা জন্মের মত বিসর্জ্জন দাও; কেহ বা ভারতের এই মহামূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার জন্য কুক্কুর-শৃগালের ন্যায় তাহার পবিত্র অঙ্গ দংশন করিতেছে। অহো! ভারতকুল-সম্ভূত শিক্ষিত সভ্য মহোদয়গণ! বর্ত্তমান ভারতে কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের ন্যায় হৃদয়ের বলে বলীয়ান্, ধর্ম্মার্থজ্ঞানে গরীয়ান্, কেহ কি পিপাসু বৃদ্ধ ভারতকে নির্ম্মল জল দানের জন্য অগ্রসর হইবেন না? * * * আজ এই মহামূর্চ্ছিত ভারতকে হাত ধরিয়া উত্তোলন করিতে হইবে না, মূর্চ্ছিত ভারতের প্রাণ বাহির হয় নাই, শরীর অবসন্ন হইয়াছে মাত্র। ভারতের কর্ণকুহরে, মহাশক্তিপূর্ণ সঞ্জীবন মন্ত্র উপদেশ করিতে হইবে। ধর্ম্মের ধ্বনিতে, ভগবানের অমৃতময় নাম-গুণ-সংকীর্ত্তনে, ভাগবতী শক্তির বিজয়-ভেরী নিনাদে একবার রণভূমি পরিপূর্ণ করিয়া দাও। মূর্চ্ছিত ভারত আপনিই জাগরিত হইবে।"

পরিব্রাজক মহাশয় এই বক্তৃতা-প্রসঙ্গে নিজগৃহ-কথা-বিস্মৃত ভারতকে সচেতন করিয়া তাহার গৃহের সংবাদ শুনাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, আজ এই পাশ্চাত্য জাতিগণ যে বিজ্ঞানের দুন্দুভি বাজাইয়া কর্ণ বধির করিয়া দিতেছে. সেই সকল বিজ্ঞানশাস্ত্রের, অঙ্কশাস্ত্রের, জ্যোতিষশাস্ত্রের বহু কথা হিন্দুরা বহুপূর্ব্বেই জানিতেন। তিনি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ ও বিজ্ঞানগ্রন্থ হইতে প্রমাণ দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যরাই জগতের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পৃথিবীর গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে ও তাহাদের গতি সম্বন্ধে যাহা নিরূপণ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তদপেক্ষা উন্নততর কোন তথ্যই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। পরিব্রাজক মহাশয় ভারতের জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান গ্রন্থ হইতে পৃথিবীর আকৃতি প্রকৃতির বিষয় যাহা দেখাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত তাহার কোন অমিল নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজক মহাশয় এই বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে, প্রাচীন আর্য্যজাতি পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলিয়া জানিতেন। আজ ইংরাজ জাতির কৃপাতেই আমরা পৃথিবীকে কমলালেবুর ন্যায় গোলাকার জানিয়াছি। কিন্তু ভারতে বিলাতী আলোক আসিবার বহুদিন পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত-শিরোমণি বলিয়া গিয়াছেন :—

"সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারামগ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্বকেশরগ্রন্থিঃ কেশরপ্রসবৈরিব॥"

কদম্ব যেমন কেশরসমূহে পরিবেষ্টিত, সেইরূপ পৃথিবীপিণ্ড সর্ব্বদিকেই গ্রাম, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদনদী, সমুদ্র আদির দ্বারা বেষ্টিত। কমলালেবুর দৃষ্টান্ত অপেক্ষা কি কেশর-বেষ্টিত কদম্বের দৃষ্টান্তটী ভূগোলত্বের অধিক পরিচায়ক নহে? নক্ষত্রকল্পে লিখিত আছে—

"কপিত্থফলবদ্বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়ো সমম্।"

পৃথিবী কপিত্থ ফলের ন্যায় গোলাকার এবং উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। এই ভূগোলতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য আজকাল যে গোলক (Globe) নিদর্শন দ্বারা বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাও প্রাচীন আর্য্যপদ্ধতির অনুকরণমাত্র। আচার্য্য সূর্য্যসিদ্ধান্ত পদার্থ দীপিকাতে লিখিয়াছেন :—

"অভীষ্টং পৃথিবীগোলং কারয়িত্বা তু দারুবম্।
তদ্বৎ খগোলকং কৃত্বা গুরুঃ শিষ্যান্ প্রবোধয়েৎ॥"

দারুময় ভূগোল ও খগোল রচনা করিয়া গুরু শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবেন।

গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত পিথাগোরাসের বহুপূর্ব্বে, ইটালীদেশীয় পণ্ডিত কোপর্ণিকসের বুদ্ধি-বিকাশের অতিপূর্ব্বে আর্য্যভট্ট বলিয়া গিয়াছেন :—

"চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি।"

পৃথিবী চলিতেছে, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন স্থির রহিয়াছে।

"ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্ত্যাবৃত্ত্যা প্রতিদৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র-গ্রহাণাম্॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভপঞ্জর অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডল রাশিচক্র স্থির রহিয়াছে, পৃথিবী বারংবার আবৃত্তি বা পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহ ও নক্ষত্রদিগের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত সম্পাদন করিতেছে।

এই গতি-বিচার দিয়া সূর্য্যের উদয়াস্ত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সময়ের তারতম্য হইয়া থাকে, তাহাও আমাদের ইংরাজীতে শিখিবার পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত-শিরোমণির গোলাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, যথা :—

"লঙ্কাপুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ, তদা দিনার্দ্ধং যমকোটিপুর্য্যাম্।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ, স্যাদ্রোমকে রাত্রিদলং তদৈব॥"

লঙ্কায় যখন সূর্য্যের উদয় হয়, তখন যমকোটিপুরীতে দ্বিপ্রহর বেলা, লঙ্কার অধোভাগে সিদ্ধপুরে সূর্য্যের অস্তকাল, ও রোমদেশে রাত্রি।

"ভদ্রাশ্বোপরিগঃ সূর্য্যো ভারতেঽত্রোদয়ো রবেঃ।
রাত্র্যর্দ্ধং কেতুমালাখ্যে কুরবেঽস্তমনং তদা॥"

সূর্য্য যখন ভদ্রাশ্ববর্ষে ঊর্দ্ধস্থ হন, তখন ভারতবর্ষে উদয়কালমাত্র আরম্ভ হয়। কেতুমালবর্ষে যখন অর্দ্ধরাত্রি, কুরুবর্ষে তখন সূর্য্য অস্তমিত হন।

আজকালের শিক্ষিত জগৎ বক্ষবিস্ফারণ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, সার্ আইজাক নিউটন জন্মগ্রহণ করিয়াই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গূঢ় প্রহেলিকা উদ্ভেদনপূর্ব্বক জগৎকে প্রথম জাগ্রৎ করিয়াছেন। বলিতে হাসি পায় যে, আর্য্যজাতি এ তত্ত্ব নিউটনের বিনা শিক্ষায় স্বয়মেব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য-কৃত গোলাধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ, খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি, সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে॥"

পৃথ্বী আকর্ষণশক্তি-বিশিষ্টা, কারণ কোন গুরুভার বস্তু আকাশে নিক্ষেপ করিলে পৃথিবী স্বীয় শক্তির দ্বারা তাহাকে নিজাভিমুখে আকর্ষণ করে; কিন্তু পতন হয়, এরূপ অনুমান হয়; চারিদিকেই সমান আকাশ, অতএব পৃথিবী ভিন্ন কোথায় পড়িবে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠকবর্গ উল্লিখিত বক্তৃতাংশ পাঠ করিয়া পরিব্রাজক মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রানুশীলন ও অনুসন্ধিৎসা কিরূপ প্রবল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। পরিব্রাজকের এই সমস্ত গম্ভীর আলোচনা ও তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ অমৃতময়ী বাণী শুনিয়া একদিন পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ধর্ম্মভাবে মাতিয়া উঠিয়াছিল; এই বক্তৃতা গ্রন্থখানি পড়িলে ইহার যুক্তি ও ভাষা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। সনাতনধর্ম্মী বঙ্গের সুসন্তান কলিকাতা হাইকোর্টের জজ্ সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিব্রাজকের বক্তৃতা শুনিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া সভামধ্যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ওজস্বিনী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা হয় তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। বঙ্গভাষার শত্রুগণের নিকট এ ভাষার এই শক্তির পরিচয় করিয়া দিয়া তিনি মাতৃভাষাকে কৃতার্থ করিলেন। তিনি সার্থক জন্মা।" কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান জজ্ সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বক্তৃতা শুনিয়া বক্তার সহিত কথোপকথন কালে বলিয়াছিলেন, এইরূপ বক্তৃতা যে বাঙ্গালা ভাষায় হয় তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

৯। শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি।

"শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি" পরিব্রাজক মহাশয়ের আর একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। বঙ্গে আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারের উদ্বোধন কালে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক যে সকল গবেষণাপূর্ণ উত্তম প্রবন্ধাদি "ধর্ম্ম-প্রচারক" পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে লিখিতেন, সেই সকল প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার ভাব ও ভাষা এত সুন্দর যে, যে কেহ এই গ্রন্থখানি পড়িবেন তিনিই আনন্দ পাইবেন। "মানব-গ্রন্থ", "জাতীয় প্রকৃতি", "নীতি-শিক্ষা" "ধর্ম্মসাধনের প্রয়োজন", "দুর্গোৎসব", "রাম-লীলা", "জীবের নিদ্রাভঙ্গ" প্রভৃতি বহু প্রবন্ধ সমাজে সুখ ও শান্তি আনয়নের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। কিরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হয়, কিরূপে ধর্ম্মের সেবা দ্বারা শান্তিতে সমাজের উন্নতি করিতে হয়, তাহা এই পুস্তকে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০। ভক্তি ও ভক্ত।

স্বামীজীর আর একখানি গ্রন্থ "ভক্তি ও ভক্ত"। স্বামীজীর অন্তঃকরণের মধ্যে ভক্তির স্নিগ্ধ শীতল ধারা সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইত; যাঁহারা তাঁহার নিকটে থাকিতেন তাঁহারা স্বামীজীর সেই অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া যাইতেন। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে, তাঁহার কথোপকথনের মধ্যে যে একটী ভক্তির উচ্ছসিত অপূর্ব্ব স্নিগ্ধভাব দেখা যাইত তাহারই নিদর্শন পাওয়া যাইবে—এই গ্রন্থখানি পড়িলে। প্রাচীন কালে ভারতীয় আর্য্যশাস্ত্রের মধ্যে নারদ ও শাণ্ডিল্য ঋষিই ভক্তি ব্যাখ্যা করেন; উহা সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়া নারদ-ভক্তিসূত্র ও শাণ্ডিল্য-সূত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত ঋষিদ্বয়ের প্রণীত ভক্তিসূত্রের অতি সুমধুর ব্যাখ্যা ও কতিপয় ভক্তের জীবন-কথা এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গভাষায় ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যায় পরিব্রাজক মহাশয়ের এই গ্রন্থখানিই সর্ব্বপ্রথম। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া জনৈক ভক্ত সাধক বলিয়াছিলেন—"ভক্তি ও ভক্ত পাঠ করিতে করিতে পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। ভক্ত-হৃদয় নাচিয়া উঠে, সাধকের হৃদয় আনন্দে মাতিয়া যায়, প্রাণ প্রফুল্ল কমলের ন্যায় হাসিতে থাকে এবং নয়নে প্রেমের ধারা বহিয়া তাপত্রয়ের তেজ উপশমিত করে।" ইহার একটী কথাও অতিরঞ্জিত নহে।

বঙ্গভাষায় "চৈতন্য চরিতামৃত", "চৈতন্য ভাগবত", "বৈষ্ণব পদাবলী" প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্তিগ্রন্থ আছে; যদিও প্রাচীন বঙ্গভাষায় ঐ সকল গ্রন্থ লিখিত, তথাপি ভাবসমৃদ্ধিতে উহারা অতুলনীয়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট ঐ সকল পুস্তক তাদৃশ সমাদৃত নহে। তাই আধুনিক শিক্ষিত লোকদিগের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিব্রাজক মহাশয় তাঁহাদের মর্ম্মস্থানটীকে স্পর্শ করিয়া যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। কেন তিনি এ গ্রন্থখানি রচনায় হস্তক্ষেপ করেন তাহা তিনি গ্রন্থের অবতরণিকায় প্রকাশ করিয়াছেন; আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে তাহার কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"তর্ক-বিতর্কের নিদারুণ উষ্ণ রশ্মিতে ও ইউরোপীয় নব্য দর্শনের সমুষ্ণ বায়ুপ্রবাহে বঙ্গ-ভূমির কোমল হৃদয় আবার বিশুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া বহুদিন হইতে মনে হইতেছিল যে, বঙ্গে এখন একটু ভক্তির শীতল বাতাস বহিলে ভাল হয়।" যাঁহারা পরিব্রাজক মহাশয়ের এই "ভক্তি ও ভক্ত" গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন, তাঁহারাও যে স্ব স্ব হৃদয়ে ভক্তির শীতল স্পর্শ অনুভব করিবেন, এ বিষয়ে আমাদের অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহাদের হৃদয় বিচারপ্রবণ তাঁহারাও তাঁহাদের বিচারানুকূল ভাব এই শাণ্ডিল্য-সূত্রে ও তাঁহার ব্যাখ্যায় দেখিয়া আনন্দিত হইবেন। যোগাভ্যাসের ন্যায় ভক্তি ভাবের সাধনাতে যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয় ও তৎসহ আত্মবোধ প্রস্ফুটিত হয়, তাহা আমরা শাণ্ডিল্য-সূত্রের "অনন্যভক্ত্যা তদ্‌বুদ্ধির্বুদ্ধিলয়াদত্যন্তম্" ॥৯৬॥ —সূত্রটীতে দেখিতে পাই। পরিব্রাজক মহাশয় এই সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গ একবার প্রণিধান করুন—"কাচপোকা যেমন তৈলপায়িকা (তেলাপোকা) কে ধরিলে উক্ত তৈলপায়িকা কাচপোকার রূপ চিন্তা করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ মধ্যে নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া কাচপোকার রূপ পরিগ্রহ করে, সেইরূপ ভ্রমরকীটবৎ জীব অনন্য ভক্তিতে তাঁহার আরাধনা করিলে সুখদুঃখাদি-বিবর্জ্জিত হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। দ্বৈতবুদ্ধি বিদূরিত হইলেই প্রেমের অপূর্ব্ব মিলন সাধিত হইয়া থাকে। ইহাই পরাভক্তি বা কৈবল্য মুক্তির কারণ। একমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়—'পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া' গীতা—১৮।২২।

"ধর্ম্ম-প্রচারক" পত্রিকায় "শ্রীকৃষ্ণসৎকথামৃতে" পরিব্রাজক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তদ্দ্বারাই এই ভক্তিসূত্রের সম্যক্ সমালোচনা হইবে, সেইজন্য এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"প্রেম—ভালবাসা জীবপ্রবাহের মূল উপাদান। এই ভালবাসাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবকে ভোগবিলাসে অনুরক্ত করে, এই ভালবাসাই জীবকে সংসার-ত্যাগী বিষয়-বিরাগী অনুরাগী ভক্ত করে। প্রেম-তরঙ্গিনীর আঘাটায় পড়িলে মানব বিলাসাবর্ত্তে ডুবিয়া মারা যায়, আবার অনুরাগের বাঁধা ঘাটে নামিয়া নাহিলে বৈরাগ্যের সুশীতল জলপ্রবাহে ত্রিতাপ-তপ্ত হৃদয়ে শান্তি লাভ করে। সুচতুর ব্যক্তিগণ ভালবাসার—সৌন্দর্য্যানুরাগরূপ কল্পতরুর—শীতল ছায়ায় বসিয়া বৈরাগ্যের বাতাস ভোগ করেন, আর বিষয়-বিমূঢ় মানবগণ সেই ভালবাসা-তরুতলে বিলাস-বিভ্রমরূপ পিপীলিকার দংশনে জ্বালাতন হয়। শোভা-সৌন্দর্য্যের ত দোষ নাই, অনধিকারী জীবের হৃদয়ই সকল দোষের আকর। ঔষধ সমস্তই উপকারী বটে, কিন্তু অযথা রীতিতে প্রযুক্ত হইলে তাহা অপকারী বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ প্রেম—ভালবাসা—আসক্তি—অনুরাগ পদার্থটী ভাল; কিন্তু অযথা স্থানে, অযোগ্য পাত্রে, অনধিকারে ব্যবহৃত হইলে কুফল প্রসব করে। তুমি গুরুকে ভালবাস, শাস্ত্র ভালবাস, বিদ্যা-জ্ঞান-সৎকর্ম্ম ভালবাস, মা অন্নপূর্ণাকে ভালবাস, শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে ভালবাস—ভালবাসা এখানে সুফল প্রদান করিবে। আর তুমি মদ খাইতে, বেশ্যালয়ে যাইতে, অন্যের ধন লইতে, সাধু-নিন্দা করিতে বা অপথে-কুপথে চলিতে ভালবাস, ভালবাসা তোমাকে কুফল দান করিবে। অতএব ভালবাসা বা অনুরাগের দোষ নাই, দোষ লোকের, ভালবাসা প্রয়োগের। রূপ ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, ভালবাস—প্রাণ ভরিয়া, সাধ মিটাইয়া ভালবাস। সুরূপকে ভালবাস, কুরূপকে ভালবাসিও না। যেমন ঝিকীমিকী বেলায় সিন্দূরে মেঘের আভায় দাঁড়াইলে শ্যামবর্ণ মুখও একটু উজ্জ্বল দেখায়, সেইরূপ যে রূপ দেখিলে— যে রূপের দিকে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলে—নয়ন, প্রাণ, মন শীতল হয়, আমি কু হইয়াও যে রূপ দেখিলে সু হইয়া দাঁড়াই, তাহাই সুরূপ। আর যাহা দেখিলে আমি সু থাকিলেও কু হইয়া দাঁড়াই, অথবা যাহা দেখিলে কু আমি আরও অধিক কু হইয়া দাঁড়াই, তাহাকে লোকে সুরূপ বলিলেও আমি তাহাকে কুরূপ বলি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহাতে হাত দিলে আমার হাত মলিন হইয়া যায়, তাহা যে স্বতঃ মলিন তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি রূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে মা অন্নপূর্ণার রূপ দেখ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ দেখ, শ্রীরাম-জানকীর রূপ দেখ। "এই রূপসাগরে ডুবলে পরে মিটে 'নামরূপের' ঢেউ আপনি"। নায়িকা বুদ্ধিতে যুবতীর রূপে, মমতা বুদ্ধিতে পুত্র-কন্যার রূপে মুগ্ধ হইও না, তাহাতে তোমার মন মলিন হইয়া যাইবে। এইজন্য এ সকল রূপ "কুরূপ", আর ভগবানের রূপই "সুরূপ"। যাঁহাকে ভালবাসিলে আর কাহাকেও ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় না, তাঁহাকে ভালবাস। তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিলেই সংসারে বৈরাগ্য-বুদ্ধির উদয় হয়। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত জানিও যে, বিষয়ে ভালবাসার নাম "বিলাস" ও ভগবানে ভালবাসার নামই "বৈরাগ্য"। লোক-দেখান সাজসজ্জা ত্যাগের নাম বৈরাগ্য নহে।"

এই জন্য মনো-নিরোধের আবশ্যকতা আছে। দেবর্ষি নারদ তাঁহার ভক্তিসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুবাকে ভক্তির মধুরতা ও তল্লাভার্থ মনো-নিরোধের আবশ্যকতাই দেখাইয়াছেন। এই মনো-নিরোধ ব্যতীত প্রকৃত ভক্তি লাভ করা যায় না। আধুনিক তথাকথিত ভক্তগণ সাজ করিতেই ব্যস্ত, মনো-নিরোধের দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং তাহা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন; কিন্তু নারদ-কৃত ভক্তিসূত্রের নিম্নলিখিত সূত্র দেখিলে তাঁহাদের সন্দেহ নিরসন হইবে। নারদ সূত্রটী এই—"ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ"—নিরোধ-স্বরূপ বলিয়া ভক্তি মনস্কামনা পূরণ করিবার উপযোগিনী নহে। স্বামীজীর এই সূত্রের ব্যাখ্যা দেখুন। "কামনা পূরণের জন্য ভক্তি করা বণিগ্‌বৃত্তি মাত্র। ভগবান্ নৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন, 'বৎস! বর প্রার্থনা কর।' তাহাতে প্রহ্লাদ করযোড়ে বলিলেন, 'প্রভো! আমি তো ব্যাপারী নহি, আমি আপনার ভক্ত।' যে ব্যক্তি সেবার পরিবর্ত্তে ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করে, সে সেবক নহে, সে ব্যবসায়ী। ইন্দ্রিয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন, প্রাণাদি নিরুদ্ধ অর্থাৎ বহির্ব্যবসায় হইতে বিনিবৃত্ত না হইলে প্রকৃত ভক্তির উদয় হয় না। চিত্তাদির বৃত্তি নিজ নিজ স্থানে নিরুদ্ধ থাকিলে ভোগ-বাসনার স্ফূর্ত্তি হয় না; এই নিষ্কাম অবস্থাতেই অন্তঃকরণে ভক্তির প্রবাহ বিষ্ণুপাদ-প্রসূতা গঙ্গার ন্যায় তর তর বেগে বহিতে থাকে।"

"ভক্তি ও ভক্তে" ভক্তিসূত্রগুলি কিরূপ ভাবে ব্যাখ্যাত ইহাতেই তাহার পরিচয় পাইবেন।

১১। পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

পরিব্রাজক মহোদয়ের আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ "পরিব্রাজকের সঙ্গীত"। এই গ্রন্থখানি পড়িলে তাঁহার ভক্তিভাবের ও অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যে ভাবে "রামপ্রসাদ", "দাশরথী", "কমলাকান্ত", "গোবিন্দ অধিকারী", "গোবিন্দ চৌধুরী" প্রভৃতি মহানুভব সাধকগণ আপন আপন হৃদয়-বেগ সঙ্গীতাকারে প্রকটিত করিয়াছেন, ভক্ত সাধক পরিব্রাজকও সেই ভগবদ্‌ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহা ভক্ত, যোগী, জ্ঞানী, সাধকবৃন্দের চিরদিন হৃদয়ের পরম উপাদেয় সামগ্রী হইয়া থাকিবে। লোকে কালক্রমে পরিব্রাজক মহোদয়কে ও তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থাদির কথা বিস্মৃত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার এই সুমধুর সঙ্গীতগুলি চিরদিন সাধক-অসাধক সকলকেই তৃপ্তিদান করিবে। পরিব্রাজকের হৃদয়খানি যে সুন্দর কবিত্বরসে পূর্ণ ছিল, তাহা তাঁহার এই সঙ্গীতের মধ্যেই যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আর অন্যত্র সুলভ নহে। এই সাধন-সঙ্গীতগুলি এখনও সাধকের হৃদয়ে ভক্তি ও জ্ঞান বিকাশের সহায়তা করিতেছে, সুদূর ভবিষ্যতেও করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। তাঁহার সঙ্গীতগুলি শাক্ত, বৈষ্ণবাদি সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগের পক্ষেই রুচিকর ও শিক্ষাপ্রদ। জ্ঞান ও ভক্তির গভীর তত্ত্বসমূহ এত সরলভাবে সঙ্গীতাবলীর মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এগুলি তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনবৃক্ষের ফলস্বরূপ, ইহাতে তাঁহার সাধনার ক্রমবিকাশের ধারাটীর ও বেশ একটী সুস্পষ্ট পরিচয় অঙ্কিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করি।

তাঁহার সঙ্গীতগুলিতে সুর আছে, ভাব আছে, কবিত্ব আছে। সুতরাং তাহা যে ভক্ত-হৃদয়ের উপাদেয় দ্রব্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা তাঁহার কয়েকটী সঙ্গীতের কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

—কুচবিহারের পথে সূর্যোদয়-দর্শনে রচিত—

কে হে তুমি পূরব আকাশ বিনোদ বিকাশকারী।
তিমির-বারণ অরুণ বরণ, তরুণ কিরণধারী॥
ময়ূখমালা প্রসারিলে,
নিশি-তমঃ রাশি বিনাশিলে,
জয় জয় তোমারি॥
ধরিবার ধারা প্রেমানুরাগে,
দেখে উষা তাই ধাইছে বেগে,
মুখে হাঁসি জাগে, লাজে যায় আগে
তোমারি কুমারী॥
অপরূপ রবি, ছবির ছটা,
প্রকৃতি মা'র মুখে হাঁসির ঘটা,
যেন মা'র ভালে সিন্দুর ফোঁটা
ভূষিত বলিহারী॥
তুমি হে পতিত-পাবন-পতি,
তুমিই জগৎ জীবের গতি,
পরিব্রাজক তাই করিছে প্রণতি
সরসিজ মনোহারী॥১০৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—পরিব্রাজক যমুনা দর্শন করিয়া যে গীতটী রচনা করিয়াছিলেন, উহা অতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ; বঙ্গদেশে বিভিন্ন লোক কর্ত্তৃক, নানা সুরে ও গ্রামোফোনেও ইহা গীত হইয়া থাকে—

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।
ও যা'র বিমল তটে রূপেরহাটে বিকাতো নীলকান্তমণি ॥
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ'তেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবোল সুদাম ;—
কোথা সে সুনীল তনুর ধেনু বেনু মা যশোদা রোহিণী ॥

* * * * *

পরিব্রাজক বলে চরণতলে লুটাই শির দিন যামিনী ॥৬৪॥

—নাম মাহাত্ম্য—

(সুর—বিরাজো মা হৃদ্‌কমলাসনে)

আছে নিগূঢ় তত্ত্ব নাম-মাহাত্ম্য শাস্ত্রবিচারে।
ও মা, তুই বড় কি নাম বড় তোর, দেখ্‌বো তা মা এইবারে ॥
তোমার মায়ার কারখানা, নানা মুনির মত নানা,
তুমি অস্তি নাস্তির বহিস্থ মা, কেউ তা জানে না ;
তুমি যা হও তা হও, হও বা না হও, নাম তোমার ত্রিসংসারে ॥
ও মা কতই তোমার নাম, কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম,
তোমায়, যে ডাকে যে নাম ধ'রে, তা'র পুরাও মনস্কাম ;—
তোমার নামের গুণে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শ্রীমন্ত পায় তোমারে ॥
নামে কি শক্তি আছে, ভক্তি ফিরে তা'র পাছে,
জ্ঞান, যুক্তি, ভুক্তি, মুক্তি রয় কাছে কাছে ;—
হয় ভয় বিমোচন, পলায় শমন, তোমার নামের হুঙ্কারে ॥

* * * * *

পরিব্রাজকে দিলে দরশন বিপদ অন্ধকারে ॥১০১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—বঙ্গের গ্রামে গ্রামে গীত—

(কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর)

নামামৃত পান সবে কর ভাই। (হরি)
এমন নাম কখনও শুনি নাই॥
হরি নাম যে করে সার ভবে ভাবনা কিবা তা'র,
নামে যায় মহাপাপ রোগ শোক তাপ সংসার বিকার ;—
নামে জগাই মাধাই তরে দু'ভাই
নাম শুনায় গৌর নিতাই॥ (হরি)
ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ, নাশ করিবার বিধান,
হিরণ্যকশিপু দিল বিষ করিতে পান,
নামে গরল অমৃত হ'ল প্রহ্লাদ বাঁচিল তাই॥

* * * * *

পরিব্রাজক বলে সার, নামে নাইকো জাত-বিচার
নামে মূর্খ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার ;—
তুলে নামের নিশান নাম কর গান,
হরিবোল বল সবাই॥ (হরি)॥ ৩৭ ॥

(রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা)

দীনবন্ধু কৃপা-সিন্ধু কৃপা-বিন্দু বিতর।
হৃদি-বৃন্দাবনে কমল-আসনে প্রাণ-মন সনে বিহর॥

* * * * *

ঐ পদে পরিব্রাজকের গতি,
যেন ভাগীরথীর সাগর সঙ্গতি,
জীব শিব দোঁহে অভেদ মূরতি,
জীব নদী তুমি সাগর॥ ২৩॥

৬২ (ক)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা)

কে মা ত্রিনয়নি !
হাসির বিকাশে, আকাশে প্রকাশে,
শশী, দিবাকর, দহন, দামিনী ॥
(খাদ) ছিলে কি আসিলে, জানিবারে নারি,
আছ কি না আছ, বুঝিতে না পারি,
কে তুমি, কে আমি, কেমনে বিচারি—জ্ঞানদায়িনি !
(চড়া) অপাঙ্গ ভঙ্গিতে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
একাকিনী তবু বহুরূপ হয়,
বিচিত্র বিভূতি নাহি ক্ষয়োদয়,
এ তত্ত্ব কে জানে অরূপ-রূপিণী ॥
(খাদ) করুণা-নয়নে চাহো মা একবার,
ঘুচাইয়া দাও মনের বিকার,
ঘুচে যা'ক বোধ পর আপনার—জয় জননী ॥

* * * *

(চড়া) অই পদতলে দেহ মা আশ্রয়,
আর যেন ভবে আসিতে না হয়,
পরিব্রাজকের কি ভাবনা ভয়,
"মা" বলিয়া ডাকি দিবা রজনী ॥ ৯২ ॥

(রাগিণী লগ্ন—তাল জৎ)

চঞ্চল মানস, বিনাশ আশা পাশ,
বিরস বিলাস বাসনা রে ॥
বিষয় বিভবে, মত্ত কি হইলে,
ভুলিলে ভুলিলে আপনারে ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া জগতে, আরোহি' মনোরথে,
ভ্রমিছ কি ভাবে ভাবনা রে ॥

* * * * *

গাও পরিব্রাজক, প্রেমময় নাম,
প্রেম-বাতাসে প্রাণ জুড়াবে রে ;
প্রেম-সুধা পানে হ'য়ে মাতোয়ারা
রবে না তনু মন চেতনা রে ॥ ৭ ॥

(কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর—তাল খয়রা)

কুঞ্জ-কাননে কে ও কামিনী (হৃদি)।
চিদ্‌ঘন-কৃষ্ণ-কাদম্বিনী কোলে খেলিছে সৌদামিনী ॥

* * * * *

পরিব্রাজক বলে মন, হও এই বেলা চেতন,
ওরে, চৈতন্যে চৈতন্যময়ী কর দরশন,—
ও যে চেতন জলের ফুটন্ত ফুল,
লোকে তাই বলে "কমলিনী" ॥ ৮৯ ॥

(বাউলের সুর—তাল গড়খেমটা)

কে বা জানে "মা" আমার মাতা কি পিতা।
চিন্‌তে পারি না মা যে চিন্তাতীতা।
(চৈতনরূপিণী মা যে চিন্তাতীতা) ॥
পুরাণ দর্শন তন্ত্র, শ্রুতি স্মৃতি বেদমন্ত্র,
যাগ যজ্ঞ যোগ যন্ত্র, স্তম্ভিত গীতা ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতি কেউ বলে মাকে, কেউ পুরুষ ব'লে ডাকে।
কেউ মায়াতে ভাবে তাঁ'কে, শিব-বনিতা॥
কেউ বলে মা রণকালী, কেউ বলে মা বনমালী,
কেউ বলে মা দশভুজা, গিরি-দুহিতা॥
এ সকলই মায়ের মায়া, যত রূপ সব মায়ের ছায়া,
মায়ের স্বরূপ অরূপ কায়া, বুঝিবে কে তা॥
মা নহে পুরুষ মেয়ে, নাহি জন্ম মরণ বিয়ে,
সৃষ্টি স্থিতি লয় মায়ে, এই সার কথা॥
পরিব্রাজকের মা যে, বিরাজে আদ্যন্ত-মাঝে,
"মা" বিনা মা কা'রও নহে, সুতা বনিতা॥ ৯১॥

১২। শ্রীকৃষ্ণ-রত্নাবলী।

এইখানিই শ্রীমৎ স্বামীজীর রচিত শেষ পুস্তক। এতৎ পুস্তকের প্রকাশক লিখিয়াছেন—"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ স্বামীজী মহোদয়ের শরীর যখন অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিল, চিকিৎসকগণ তখন তাঁহার মস্তিষ্কের কার্য্য অল্প করিতে ও পাদচারে কিয়দ্দূর প্রত্যহ ভ্রমণ করিতে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃ চিন্তাশীল মস্তিষ্ককে না খাটাইলও সে যে স্বয়ং খাটে, তাহার উপায় কি? স্বামীজী যখন বেড়াইতে যাইতেন, সেই অবকাশে পথে পথে অনেক হিন্দী কবিতা রচনা করিতেন; তাহারই কতকগুলি একত্র করিয়া বাঙ্গালাভাষায় তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যাসহ প্রথম খণ্ড "শ্রীকৃষ্ণ-রত্নাবলী" নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম। মহাত্মা কবীর, গরীবদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি হিন্দী-কবি-গুরুগণের আদর্শেই 'শ্রীকৃষ্ণ-রত্নাবলী' রচিত। এই রত্নাবলী যে জ্ঞান ও ভক্তি পিপাসু সজ্জনমাত্রেরই কণ্ঠে কণ্ঠে শোভা পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" আমরা পাঠকগণের চিত্তবিনোদনার্থ অর্থসহ দুইটী দোঁহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) নিন্দুক ভালা বড়ে কৃপালা পরহিতকারী ভারি।
বিন্‌মোল ভাঙ্গি কাম উঠায়া শিরপর পরমল ধারী॥
নিজ নরককো কবুল কিয়া হ্যায় পরহিত চাহনে হারা।
কহে গরীব শ্রীকৃষ্ণানন্দ্‌ নিন্দুক মিত্র মেরা॥ ৫॥

নিন্দুককে ভাল বলিতে হইবে, নিন্দুক অতি কপালু এবং অতিশয় পরোপকারী; কেননা, যদিও মেথর বা মলপরিষ্কারকগণ পরের বিষ্ঠা মাথায় করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু তজ্জন্য তাহারা মূল্য বা বেতন লইয়া থাকে; কিন্তু নিন্দুকগণ এমন পরোপকারী যে পরের মালিন্য বিনা বেতনে মস্তকে—মস্তিষ্কে বহন করিয়া থাকে। যদি বল, কৃপালু ব্যক্তি অন্যের দুঃখ দূর করিতে গিয়া স্বয়ং অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন, নিন্দুক ব্যক্তি পরহিতার্থ কি ক্লেশ স্বীকার করে? তাই বলিতেছি যে, সকল ব্যক্তিই নিজ স্বর্গাদি কল্যাণলাভের জন্য পরোপকারার্থ ইহলোকে ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু পরনিন্দায় নিরয়-নিবাস করিতে হয়, ইহা জানিয়াও নিন্দুক পরহিতের জন্য নরক-যন্ত্রণাও স্বীকার করিয়াছে; অতএব এমন ক্লেশ-সহিষ্ণু, পরহিতকারী আর কে হইতে পারে? এইজন্য দীনাতিদীন শ্রীকৃষ্ণানন্দ বলিতেছেন যে, নিন্দুক আমার পরম মিত্র।

(২) নারী মাতা সবিতা নারী কেঁ্যা নারী নরকমূল।
নারী পিশাচী কহনা তেরা মলিন মনকা ভুল॥
জগন্মাতা নারী ভয়ী জনক দুহিতা রূপ।
ভূধর ভবন মেঁ পার্ব্বতী পদ পূজে ত্রিভুবন ভূপ॥
নারী ভয়ী অন্নপূর্ণা অন্ন দেনেওয়ালী।
কুঞ্জ্‌ কানন মেঁ নারী রূপ ধর্‌, ভয়ে কৃষ্ণ কালী॥
নর নারী সব রূপ আধারা ঘট্‌ ঘট্‌ নিবাসে রাম।
নিহারো শ্রীকৃষ্ণানন্দ্‌ সব কায়া হরিধাম॥ ১৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক বেদান্তবাদী জ্ঞানী যতি ও গৃহস্থ লোকে "নারী নরকের দ্বারস্বরূপ", নারী পিশাচী, রাক্ষসী, "কামিনী বাঘিনী" ইত্যাদি ভাষায় স্ত্রীজাতিকে নিন্দা করিয়া থাকেন; এইজন্য এই কবিতায় কথিত হইতেছে, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী সকলেরই পূজিতা গর্ভধারিণী নারী, জগৎপ্রসবিত্রী ও নারী শক্তি, তবে নারী জাতিকে নরকের দ্বার বলিতেছ কেন? নারী পিশাচী ইত্যাদি দুর্ব্বাক্য বলা তোমার ভ্রম; কেননা, তোমার নিজ মনোমালিন্য জন্যই স্ত্রীরূপে মোহিত হইয়া নরকে যাইতেছ, স্ত্রী নরকের মূল নহে, তোমার মলিন মনই নরকের মূল। ত্রিজগজ্জননী ভগবতী জনকরাজ-ভবনে নারীরূপ ধারণ পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; ভগবতী যে রূপ ধারণ করেন, তাহা কি মন্দ! গিরিরাজ-নিকেতনে পার্ব্বতী নারী-রূপে জন্মগ্রহণ করিলে ব্রহ্মাদি ত্রিজগদীশ ও দেবতাগণ তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়াছিলেন; স্ত্রীজাতি যদি মন্দ হইত, তবে পার্ব্বতী ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক বন্দিতা হইতেন না। ত্রিজগতের অন্নদাত্রী—প্রতিপালয়িত্রী অন্নপূর্ণা স্বয়ং নারী-রূপধারিণী, তবে এই নারীরূপ মন্দ বলিলে কিরূপে? চিৎ-শক্তি পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তরাশিতে প্রথম হইতেই স্ত্রী-অবয়ব ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণাবতারে পুরুষ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াও আয়ানের মন ভুলাইতে কালীরূপে নারী হইলেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরুর ভক্ত-রঞ্জনে পুং-মূর্ত্তি প্রচুর বলিয়া বোধ হইল না, তাই নারী সাজিলেন; নারী নিন্দিত হইলে ভগবান্ সে বেশ ধারণ করিবেন কেন? বস্তুতঃ নরই বল, আর নারীই বল, উভয়ই এক, কেবল আকার ভিন্ন ভিন্ন মাত্র; প্রতি ঘটেই ভগবান্ বিরাজ করিয়া থাকেন; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ বলিতেছেন, তুমি নর ও নারী পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ না দেখিয়া, সকল কায়াই ভগবানের নিবাস-মন্দির, এইরূপ দর্শন কর, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ-বুদ্ধি ত্যাগ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজক মহোদয় "প্রবোধ কৌমুদী", "শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র", "রামগীতা", "রামহৃদয়", "মণিরত্নমালা", "পরমার্থসার", "হরের্নামৈব কেবলম্", "সন্ন্যাসী" —প্রভৃতি আরও কয়েকখানি সারগর্ভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকলের এবং প্রাগুক্ত গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া আর গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। আশা করি, পরিব্রাজকের লিখিত গ্রন্থসমূহের আর পরিচয় দিবার কোন আবশ্যকতা নাই; বঙ্গের ঘরে ঘরে তাঁহার গ্রন্থাবলী সমাদরের সহিত পঠিত হইতেছে, গ্রন্থসমূহের সংস্করণের উপর সংস্করণই তাহার প্রমাণ। তবে তাঁহার জীবনী-গ্রন্থে তাহার পুস্তকাদির কিছু পরিচয় না থাকিলে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ হয়, সেই জন্য আমরা কথঞ্চিৎ তাহার আলোচনা করিলাম। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার দিক দিয়াও আমরা আশা করিতে পারি, তাঁহার রচনার দিকে বঙ্গীয় সাহিত্য-রথিগণের দৃষ্টি পতিত হইবে। তিনি যে বঙ্গের কেবল মাত্র ধর্ম্মবক্তাই ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার রচিত সঙ্গীত, তাঁহার অন্যান্য রচনা প্রভৃতি, তাঁহার চিন্তার ধারা সমস্তই বঙ্গবাসীর নিজস্ব জিনিষ, সুতরাং বঙ্গবাসীর স্মরণীয়। আশা করি, বঙ্গের উদীয়মান যুবকগণ ও চিন্তাশীল লেখকগণ অতঃপর বঙ্গসাহিত্যে—বিশেষতঃ ধর্ম্মসাহিত্যে তাঁহার স্থান নিরূপণ করিতে উদ্বুদ্ধ হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

এই গ্রন্থের তৃতীয়খণ্ড, একাদশ অধ্যায়ের শেষে (৮২৪ পৃষ্ঠার) পাদটীকায় —পরিব্রাজকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মোকদ্দমার পরিচায়ক যে কয়েকখানি পত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এই স্থলে প্রকাশিত হইল।

—১ম পত্র—

প্রেরক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গাঙ্গুলী, এম. এ., বি. এল.
মুন্সেফ, ভাঙ্গা (ফরিদপুর)।

[কলিকাতা হাইকোর্টের জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গাঙ্গুলী, এম, এ, বি, এল, মহাশয় উড়িষ্যা প্রদেশে মুন্সেফ থাকা কালে সৌদামিনী দেবী সম্বন্ধে কিছু তথ্য অবগত হইয়াছেন—পরস্পর ইহা জানিতে পারিয়া, এই জীবনীর জন্য তথ্য-সংগ্রহে ব্যাপৃত পরিব্রাজক স্বামীজীর শিষ্য স্বামী পবিত্রানন্দজী উক্ত মুন্সেফ বাবু সহ ডায়মণ্ড-হারবারে সাক্ষাৎ করিলে পর তিনি নিম্নোদ্ধৃত লিখিত বিবৃতি দেন :—]

"কটকে জনৈকা সন্ন্যাসিনী ছিলেন। আমি লোক-পরম্পরায় কটকে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিতেন যে তিনি পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর নামে যে Criminal case (ফৌজদারী মোকদ্দমা) করিয়াছিলেন, তাহার সত্যতা নাই।"

[উল্লিখিত বিবৃতি অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট বিধায় তৎপর তিনি নিম্নলিখিত পত্রও উক্ত স্বামীজীর নিকট প্রেরণ করেন :—]

ভাঙ্গা, জেলা—ফরিদপুর।
৭-৩-৩৭

শ্রীচরণেষু—

আমি অনেক দিন থেকে খোঁজ করিতেছিলাম। এবার পূজার বন্ধে পরিব্রাজকের গীতা পড়ার পর থেকে আপনার সান্নিধ্যের ইচ্ছা আরও তীব্র হইয়াছিল। কারণ তাড়াতাড়ি আপনাকে ডায়মণ্ড-হারবারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে বিবৃতি দিয়াছিলাম স্মৃতিভাণ্ডার তাল্লাস ক'রে আরও কিছু পাইয়াছি। আমার বিবৃতি নিম্নে দিলাম; ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকের জীবনীতে সন্নিবেশিত করিতে পারেন।

"জনৈকা বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী শেষ বয়সে কটকে আসিয়া সেখানে ছিলেন। রোগ-যন্ত্রণায় একদিন তিনি যখন ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন ও মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তখন তিনি কটকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট ৺ বাবু বিশ্বনাথ সিংহ মহাশয়কে বলে'ছিলেন—'আমি বড় পাপী। এ দারুণ রোগ-যন্ত্রণায় আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে না। আমি লোকের প্ররোচনায় পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর নামে মিথ্যা ফৌজদারী মামলা দায়ের করিয়া পরিব্রাজককে মিথ্যা মিথ্যা জেল দিয়াছিলাম।'

৺বিশ্বনাথ বাবুর নিকট আমি এই সমস্ত শুনিয়াছিলাম।"

[স্বামীজীর জীবনী মুদ্রিত হইতেছে জানিতে পারিয়া—কাশী-যোগাশ্রমবাসী পণ্ডিত ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়, কটকের পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের সব-ডিভিসনাল অফিসার (S. D. O.) থাকা অবস্থায়, পরবর্ত্তী ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ—এই তিনখানি পত্র সংগ্রহ করিয়া পবিত্রানন্দ স্বামীজীর নিকট প্রেরণ করেন:—]

—২য় পত্র—

প্রেরক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু—এডভোকেট,

কটক, বি. এন. আর., ৭-৪-৩৭

"জীবনবালার মাতা † মধ্যে মধ্যে এখানে আসিতেন ও ৺ব্রজরাজ চৌধুরী উকীল মহাশয়ের বাটীতে থাকিতেন। আমি জীবনবালার মাতাকে দেখিয়াছি। তিনি আমার শশুর মহাশয় ৺বিশ্বনাথ সিংহ উকীল মহাশয়ের বাড়ীতে একটী সভা আহ্বান করেন এবং

† সৌদামিনী দেবী—জীবনবালা ইহার কনিষ্ঠা কন্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সভায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের (শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর) নামে যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা। সভাসময়ে আমি আমার শ্বশুরবাড়ীতে উপস্থিত ছিলাম, যদিও ঐ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। আমার স্ত্রী ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন ও ঐ মিথ্যা অভিযোগের বিষয় আমার স্ত্রী নিজে শুনিয়াছিলেন ও তিনি আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। * * * আবশ্যক হইলে এই বিবৃতি স্বামীজীর জীবনীতে সন্নিবেশিত করিতে পারেন।"

—৩য় পত্র—

প্রেরক শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—এডভোকেট,

কটক, ৮-৪-৩৭

"আমি পরিব্রাজক ৺শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বিরুদ্ধে মোকদ্দমা-বিষয় বিশেষ করিয়া খোঁজ নিতাম। আমার বরাবরই বিশ্বাস ছিল তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ৺বিশ্বনাথ সিংহ এডভোকেট মহাশয়ের কথা প্রসঙ্গে মোকদ্দমার ঘটনা সম্পূর্ণ সাজান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যে সন্ন্যাসিনীর অভিযোগ, উক্ত সন্ন্যাসিনী পুরীধামে কষ্ট পাইয়া দেহ রক্ষা করেন; এবং তিনিই মৃত্যুপূর্ব্বে ৺বিশ্বনাথ বাবুর নিকট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বকৃত নিজ কন্যাদ্বারা পরিব্রাজক-বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমার দুষ্কৃতি ফলেই কষ্ট-ভোগ। আমি বিশ্বনাথ বাবুর নিকট তাহা শুনিয়া মনে অনেক শান্তি পাইয়াছি।"

—৪র্থ পত্র—

প্রেরক শ্রীযুক্ত বনবিহারী পালিত—উকিল,

কটক, ৮-৪-৩৭

"পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বিরুদ্ধে কাশীধামে যে মোকদ্দমা আগত হয় তাহার বিবরণ খবর-কাগজে যাহা প্রকাশিত হইত তাহা আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতাম। মোকদ্দমাটী যে মিথ্যা এবং পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রতি ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত তাহাই আমার ধারণা হয়। যে স্ত্রীলোকটী দ্বারা মোকদ্দমা দাঁড় করান যায়, তিনি কটকে আসিয়াছিলেন এবং আমার বন্ধু বাবু ৺বিশ্বনাথ সিংহ উকিল মহাশয়ের বাটীতে স্ত্রী-লোকদিগের নিকট বক্তৃতা দেন, এবং মোকদ্দমাটী যে পরের প্ররোচনায় তিনি করিয়াছিলেন এরূপ স্বীকার করিয়া থাকার বিষয় শুনিয়াছি।"

[নিম্নলিখিত পত্রখানি জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিব্রাজক স্বামীজীর শিষ্য স্বামী পবিত্রানন্দজীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন :—]

—৫ম পত্র—

প্রেরক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

সাং কায়েম্বা, পোঃ বাহু, সবডিভিসন বারাসত, জেলা ২৪ পরগণা,

৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৪ শাল।

সচ্চিদানন্দ-নিকেতনেষু —

নমোনারায়ণান্তে নিবেদন—মহাশয়, বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, কাশী-যোগাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর বিস্তৃত জীবনী আপনারা শীঘ্রই বাহির করিবার সংকল্প করিয়াছেন এবং পূর্ব্বার্দ্ধ ছাপা হইয়া গিয়াছে ও উত্তরার্দ্ধ মুদ্রিত হইতেছে। এই কথা জানিতে পারিয়া বহুদিনের একটী বিষয় আমার স্মৃতিপথে জাগরূক হইল, এবং "To conceal Truth is a Sin"—সত্য গোপন করা পাপ— এই কথাটী মনে হওয়ামাত্র আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইলাম। আমার নিকট তখনকার iary না থাকাতে প্রত্যেক দিনের ঘটনা জানাইতে পারিলাম না, তবে সেই সময়কার পঞ্জিকা আমার নিকট ছিল, তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করা আছে, তাহা দেখিয়া যতদূর সম্ভব এবং আমার স্মৃতিপথে যাহা আরূঢ় হইয়াছে, সেই সত্য ঘটনাগুলি আপনাকে জানাইতেছি। ঘটনাটী এইরূপ-- সন ১৩১৯ শালে আমি বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য যখন মধুপুরে ছিলাম সেই সময়ে সদানন্দ সরস্বতী নাম্নী জনৈকা সন্ন্যাসিনীর সহিত আমার পরিচয় হয়; তিনি তখন মধুপুর বাজারের নিকট আশুবাবুর ভাড়া-বাড়ীতে একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষাদান করিতেছিলেন: লোকের মুখে শুনিলাম যে, তিনি নাকি অনেক রোগের ঔষধাদি জানেন। আমি তখন ম্যালেরিয়া ও সর্দ্দি-কাশি প্রভৃতি অসুখে ভুগিতেছিলাম। যদি কোন প্রকার ঔষধ তাঁহার নিকট পাই, এই জন্য তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। আমি যাইবামাত্র তিনি আমাকে সস্নেহে বসিতে বলিলেন। বেশীক্ষণ আমার বসিয়া থাকিতে হইল না, কারণ সে দিন শনিবার (২০শে পৌষ হইবে) সকাল ৮।৩০ মিঃ আন্দাজ সময় ছুটী হইয়া গেল; যদিও শীতকাল, কিন্তু সকালে স্কুল বসিত। যাহা হউক তিনি আমার শারীরিক অবস্থা জ্ঞাত হইয়া পরদিন অর্থাৎ ২১শে পৌষ রবিবার দিন যাইতে বলিলেন; আমি পরদিন অর্থাৎ ২১শে পৌষ রবিবার দিন খুব সকালে তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, তখনও সূর্য্য উদিত হয় নাই। আমি যাইয়া দেখিলাম যে, তখন তিনি পূজায় বসিয়া আছেন; কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর তিনি বাহিরে আসিয়া বসিলেন ও আমার হাত দেখিয়া করকোষ্ঠী বিচার করিতে লাগিলেন ও কতদিন অসুখের ভোগ আছে তাহা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার গণনা পরীক্ষা করিবার জন্য আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "আমার বড় ছেলেটীর পেটের পীড়া সারিবে কিনা? ও আমার স্ত্রীর চক্ষুর পীড়া কবে আরোগ্য হইবে?" তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন যে, "তোমার শনির দশা চলিতেছে, হাতে একটী ভাল হীরক ধারণ করিলে তোমার অসুখ

CC0. In Public Domain. Sri Srj Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও তোমার স্ত্রী-পুত্রাদি সকলেই সারিয়া উঠিবে।" আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম যে, "ভাল হীরক কোথায় পাওয়া যাইবে?" তিনি বলিলেন যে, "তাঁহার সন্ধানে আছে, কিছু বেশী টাকা দিলেই পাওয়া যাইবে, ১০০৲ টাকার মধ্যেই হইবে।" ইহাতে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি আমার শনিগ্রহ প্রবল হয়, তবে হীরক ধারণ করিব কেন? কারণ শুক্র বিরূপ হইলে হীরক ধারণ করা প্রশস্ত, শনি বিরূপ হইলে নীলা ধারণ করা বিধি। আরও বলিলেন যে, ঐ হীরা ধারণ করিলে আমার স্ত্রী-পুত্রাদি সকলেরই মঙ্গল হইবে—কিন্তু আমি বিবাহই করি নাই।" তখন তিনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন ও বলিলেন যে, "তুমি কি জ্যোতিষশাস্ত্র জান?" আমি তদুত্তরে বলিলাম, "কিছু কিছু জানি।" তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন যে,—"বলত লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থানে রাহু থাকিলে, শনি থাকিলে বা অন্য কোন পাপগ্রহ থাকিলে কি ফল হয়?" ইহার উত্তরে আমি বলিলাম যে, "সাধারণতঃ মানসিক অশান্তি, মনস্তাপ বুঝায়।" তাহাতে তিনি বলিলেন যে, "আর কি বুঝায়?" আমি পুনরায় বলিলাম, "ক্রূরঃ কুমূর্ত্তিঃ কুমতিঃ কুকর্ম্মা পরাপকারী পরভাগ্যভোগী। গদাভিভূতো ব্যসনানুরাগী রাহুস্তু কেন্দ্রী পরদানশীলঃ॥ অর্থাৎ রাহু কেন্দ্রে অবস্থান করিলে জাতক ক্রূর, কুদেহবিশিষ্ট, কুবুদ্ধি, মন্দকর্ম্মকারী, পরের অনিষ্টকারী, পরভাগ্যভোগী, রোগযুক্ত, ব্যাসনপ্রিয় এবং পরকার্য্যে দানশীল হয়। ইতি কোষ্ঠীপ্রদীপে কেন্দ্রস্থ গ্রহফলম্। হৃদয়ে পাপসংযুক্তে পাপদৃষ্টে তদীশ্বরে। পাপান্তরে বা হৃদয়ে হৃৎকাপট্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥ অর্থাৎ চতুর্থে পাপগ্রহ, তদধিপতি পাপদৃষ্ট অথবা চতুর্থভবন পাপগ্রহের মধ্যবর্ত্তী হইলে মানবের হৃদয়ের কপটতা প্রকাশ করে। চতুর্থে শনৌ পৈতৃকং যাতি দূরম্। ধনং মন্দিরং বন্ধুবর্গাপবাদঃ॥ অর্থাৎ শনি চতুর্থভবনস্থ হইলে, মনুষ্যের পৈতৃক সম্পত্তি এবং আবাস-স্থান বিনষ্ট হইয়া যায়; আত্মীয়-স্বজন হইতে জাতক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিন্দাপ্রাপ্ত হয়। চতুর্থে কথং মাতৃনৈরুজ্যদেহো হৃদিজ্বালয়া শীতলং কিং বহিঃ স্যাৎ—(চমৎকার-চিন্তামণি)। অর্থাৎ রাহু চতুর্থ ভাবগত হইলে জাতকের মাতৃদেহ নীরোগ থাকে না ও জাতকের হৃদয়ের জ্বালায় তাহার শরীরের বহির্ভাগ কি কখন শীতল হয়?" ঐ সকল কথা শুনিবার পর তিনি একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল যে ইহার ভিতরে কিছু রহস্য আছে; সে দিন আর বেশী কথা হইল না। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "তুমি যে কয়দিন এখানে থাকিবে প্রত্যহ একবার করিয়া সকালে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিও। আমি কতকগুলি সদনুষ্ঠান করিব, তাহাতে তোমার সাহায্য চাই।" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "আপনি কি কি সদনুষ্ঠান করিবেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন যে, "বিধবা-আশ্রম, গো-শালা, বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি।" যাহা হউক আমি তাঁহার কথামত প্রত্যহ তাঁহার নিকট যাইতাম ও তিনি দুই একখানি করিয়া কোষ্ঠী দেখাইতেন (বোধ হয় তাঁহার কোন ভক্তদের কোষ্ঠী হইবে)। একদিন একজনের কোষ্ঠীতে গুরুচণ্ডালী-যোগ দেখাতে, তাঁহাকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "উক্ত যোগের বিশেষ ফল কি?" আমি বলিলাম যে, "উক্ত যোগের বিশেষ ফল—অপবাদ; উক্ত বৃহঃ ও রাহু যদি ৮ম স্থানে থাকে তবে মৃত্যুবৎ ঘটনাও হইতে পারে।" তাহাতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "নিধন স্থানে গুরু-রাহু-যোগ কাহারও দেখিয়াছ কি?" আমি বলিলাম যে, "২।৪ জনের দেখিয়াছি। সকলের কোষ্ঠীর ছক্ ত আমার নিকট নাই। তবে কৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর গীতায় যে তাঁহার জন্মকুণ্ডলী দেওয়া আছে, সেই কুণ্ডলীতে দেখা যায় যে, তাঁহার নিধন স্থানে গুরুচণ্ডালী-যোগ আছে, ইহার ফল তাঁহার অপবাদ ও এই অপবাদটী তাঁহার মৃত্যুবৎ।" এই কথা শুনিয়া তিনি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন ও তাঁহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। অনেকক্ষণ চুপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকিবার পরে আমাকে বলিলেন যে, "দেখ ৪র্থ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে যে মানসিক অশান্তি হয় তাহা ঠিক। আমি একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়াছি। আমার জীবনে এমন একটী ঘটনা আছে যে, যাহাতে আমাকে আজীবন অশান্তি ভোগ করিতে হইবে।" তদুত্তরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "সে অশান্তি কি? আমি কি জানিতে পারি?" তাহাতে তিনি বলিলেন যে, "একদিন তোমাকে আমার জীবনের অনেক ঘটনা শুনাইব, এখন বেলা হইয়া গিয়াছে, স্নানাহার করগে; তাঁহার মুখে ঐ কথা শুনিয়া আমার মনে নানা প্রকার সন্দেহ হইতে লাগিল, ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমি যখন তাহার নিকট যাইতাম, তাঁহাকে প্রায়ই অন্যমনস্ক দেখিতাম. যেদিন আমি মধুপুর হইতে চলিয়া আসিব তাহার পূর্ব্ব দিন, ৭ই মাঘ সোমবার, যখন তাঁহার নিকট বিদায় লইতে যাইলাম, তখন আমার সঙ্গে তাঁহার অনেক বিষয়ের কথা হইল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আমার নিকট তোমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি?" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "আপনি একদিন আমাকে বলিলেন যে, আপনার দ্বারা কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তি কষ্ট পাইয়াছে, সেইজন্য আপনার মনে শান্তি নাই। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, সে ব্যক্তি কে? ও কি জন্য কষ্ট পাইলেন? যেহেতু আপনি সন্ন্যাসিনী হইয়া কিরূপে অপরের কষ্টের কারণ হইলেন?" তখন তিনি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন যে, "প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি— কতকগুলি লোকের প্ররোচনায় আমি একজনের নির্য্যাতনের কারণ হইয়াছিলাম; তাঁহার নাম কৃষ্ণানন্দ স্বামী, যিনি কাশী-যোগাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।" আমি তাহাকে বলিলাম যে, "শুনা যায় যে, সৌদামিনী নাম্নী কোন স্ত্রীলোক তাঁহার নির্য্যাতনের কারণ হইয়াছিল, আপনি কেন হইবেন?" তখন পুনরায় গভীর শ্বাস ত্যাগ করিয়া মাতাজী বলিলেন যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমারই পূর্ব্বাশ্রমের নাম সৌদামিনী।" ঐ কথা শুনিয়াই আমি কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইলাম. তাহার পর তাঁহাকে আমি বলিলাম যে, "যদি আপনি যথার্থই অনুতপ্ত হইয়া থাকেন, তবে সংবাদপত্রে সত্য ঘটনা প্রকাশ করেন না কেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন যে, "সে সকল জটিল বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার উপায় নাই, উপায় থাকিলে এতদিন প্রকাশ করিতাম, কাহারও অপেক্ষা করিতাম না। যতদিন জগতে থাকিব, ততদিন হৃদয়ের অনুতাপানলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব ও বুঝিব যে, পাপ-পরিণাম শুধু নিষ্ফল রোদন।"

অতঃপর "ক্ষান্তকালীর শেষ দুর্গতি" সম্বন্ধে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের হোম পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের হেড্ এসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ পাল মহাশয়ের নিকট হইতে একটী লিখিত বিবৃতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁহার বন্ধু দিনাজপুরান্তর্গত হেমতাবাদ থানার দারোগা যে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে বহুদিন পূর্ব্বে উক্ত বিষয় অবগত হইয়া এই বিবৃতি দিয়াছেন—সেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় বর্ত্তমানে জীবিত নাই সংবাদ পাওয়ায় উক্ত বিবৃতি প্রকাশ করা সঙ্গত বিবেচিত হইল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় পরিশিষ্ট

কুমার পরিব্রাজক ও মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী।

এই গ্রন্থের ৩৬০—৩৬৭ পৃষ্ঠায় মহাত্মা শ্রীমৎ ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর সমাধি প্রসঙ্গে—৺কাশীধাম হইতে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ রুদ্রাক্ষ-বিক্রেতা শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস সংকলিত "মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর জীবন-চরিত" হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে মহাত্মাজীর শিষ্য বাবু উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শকাব্দ ১৮০৯ (বঙ্গাব্দ ১২৯৪) সনে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী সমাধি লাভ করেন—তাহার কিছুকাল পরেই নিবারণ বাবু উক্ত জীবন-চরিত প্রকাশ করেন। ইহার বহু বর্ষ পরে বঙ্গাব্দ ১৩২৩ সনে উমাচরণ বাবু ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর একখানি বড় জীবন-চরিত প্রকাশিত করিয়াছেন। এই জীবন-চরিতে বর্ণিত ঘটনা ও উক্তির সহিত বহু স্থানে পূর্ব্বোক্ত নিবারণ বাবু সংকলিত জীবন-চরিতে বর্ণিত ঘটনা ও উক্তির বিস্তর পার্থক্য রহিয়াছে—এমন কি কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যে কোন কৌতূহলী পাঠক উভয় পুস্তক মিলাইয়া পড়িলে অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। সে সব আমাদের আলোচ্য নহে। তবে উমাচরণ বাবু পরিব্রাজক স্বামীজীর সহিত ত্রৈলিঙ্গ স্বামীজীর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে তাঁহার গ্রন্থে যে একটী সম্পূর্ণ মিথ্যা বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ দুই একটী কথা এস্থলে বলা প্রয়োজন মনে করি। উমাচরণ বাবু নিজ পুস্তকে এই বিষয়ে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা যে তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত ও বিদ্বেষ-প্রসূত তাহা নিরপেক্ষ পাঠকবৃন্দকে বুঝিতে অধিক প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রৈলিঙ্গ স্বামী প্রথিতনামা মহাপুরুষ; তিনি যে অপর একজন মহাপুরুষের সম্বন্ধে অযথা গ্লানিকর বাক্য প্রয়োগ করিবেন ইহা বিশ্বাস করাই শক্ত, এবং তাহা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকরূপে তাঁহার মুখ দিয়া বলানো হইয়াছে; তাহাতে যে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর মহিমাকে খর্ব্ব করা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় উমাচরণ বাবু বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখেন নাই। পরিব্রাজক স্বামীজী উমাচরণ বাবুর বিশেষ সুপরিচিত বন্ধু; বহুদিন তাঁহারা এক জায়গায় (মুঙ্গেরে) ছিলেন; পরিব্রাজক স্বামীজীর অনেক উপদেশই উমাচরণ বাবু শুনিয়া থাকিবেন, কারণ পরিব্রাজক স্বামীজীর সহিত পরিচয়ের বহু পরে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর সহিত উমাচরণ বাবুর সাক্ষাৎ হয়, এবং বহু উপদেশ যাহা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর উক্তি বলিয়া তিনি নিজ পুস্তকে প্রচার করিয়াছেন তাহার অনেকাংশই যে পরিব্রাজক স্বামীজীর "শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি" হইতে সংগৃহীত তাহা তিনি স্বীকার না করিলেও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম. এ., মহাশয় কর্ত্তৃক "উৎসব" পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ † হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। যে উমাচরণ বাবু মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর নির্দ্দেশ মত কাশী হইতে মুঙ্গেরে ফিরিয়া গিয়া কুমার পরিব্রাজক মহাশয়ের নিকট উপদেশাদি প্রাপ্ত হইয়া উপকৃত হইয়াছিলেন—সেই উমাচরণ বাবু মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী ও কুমার পরিব্রাজক—উভয়ের তিরোধানের বহুবর্ষ পরে পরিব্রাজক মহোদয়ের প্রতি অযথা আক্রমণ করিয়া, অধিকন্তু পরিব্রাজক মহোদয়ের রচনা আত্মসাৎ পূর্ব্বক নিজ নামে প্রচারণের চেষ্টা করিয়া যে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন—তাহা অত্যন্ত বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয়।

উমাচরণ বাবুও আর ইহলোকে নাই; এখন তাঁহার সম্বন্ধে বেশী কথা আলোচনা করা নীতি-সঙ্গত মনে করি না। আমরা এ বিষয়ে

† কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার, এম. এ, মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত মাসিক পত্র; ২৩শ বর্ষ—৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন কথাই বলিতাম না, কিন্তু পাছে তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী সম্বন্ধে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর তিরস্কার কেহ সত্য মনে করেন—এই জন্য "উৎসব" পত্রিকায় প্রকাশিত নিরপেক্ষ পণ্ডিতবরেণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ., মহাশয়ের সমালোচনা হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"উমাচরণ বাবু গ্রন্থের (৭২—৭৩ পৃষ্ঠায় †) লিখিয়াছেন যে দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় একখানি খাতা নিয়া আসিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি সেইরূপে আসিলে স্বামীজি তাঁহাকে নিয়া এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বলিলেন * * * 'অদ্য হইতে আমি তোমাকে দ্বাদশটি বিষয় বুঝাইব, তুমি তাহা লিখিয়া লইবে।' এই বলিয়া ১৩ রাত্রিতে ১২টি বিষয় লিখাইয়াছিলেন—এই গুলিই তদীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে "মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর তত্ত্বোপদেশ" নামে (১২১—৩০৪ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে। এ ছাড়া দেবতত্ত্ব সম্বন্ধেও আর একখানি খাতায় ছয় রাত্রিতে ১২টি বিষয় লিখাইয়া দিয়াছিলেন—ঐ গুলি এই গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশিত হয় নাই।

পরন্তু নিবারণ বাবুর পুস্তকে ঐ সকল কথার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই। তাঁহার গ্রন্থে (৬০—৬১ পৃষ্ঠায়। আছে, "স্বামীজী উমাচরণ বাবুকে দীক্ষার (জপমন্ত্র উপদেশের ও যথাবিধি ক্রিয়া করিবার ব্যবস্থার) পরে ‡ কতক গুলি মৌখিক উপদেশ দিলেন এবং তাহা ছাড়া কতকগুলি

---

† এই সমালোচনায় উমাচরণবাবুর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ ও পৃষ্ঠাঙ্ক সমুদায় উক্ত গ্রন্থের "তৃতীয় সংস্করণ" হইতে গৃহীত।

‡ উমাচরণ বাবু যে বলিয়াছেন দীক্ষালাভের পূর্ব্বেই তিনি ঐ সব উপদেশ পাইয়াছিলেন—ইহাও যেন একটু অস্বাভাবিক বোধ হয়। দীক্ষাদান করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কৃত শ্লোক ও হিন্দী ভাষায় উপদেশ লিখিয়া দিলেন। উমাচরণ বাবু ঐ গুলির কিছু অর্থ বুঝিতে পারিলেন না বলিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজি বলিলেন, বুঝাইয়া দিবার লোক তুমি যেখানে থাক তাহার নিকটেই আছেন †। সেই সময় উমাচরণ বাবুর মনে হইল যে বুঝাইয়া দিবার লোকটী কে, মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণবাবুই বা হবেন। উমাচরণ বাবুর এই বাক্য স্মরণ হইবামাত্র স্বামীজি কটাক্ষ সঙ্কেতে বুঝাইয়া দিলেন তিনিই।" ইহার পর নিবারণ বাবু লিখিয়াছেন (৬১ পৃষ্ঠা) "(পাঠক মহাশয়গণ! যিনি সনাতন ধর্ম্মার্থবক্তা গুরুদত্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে এক্ষণে বিখ্যাত।) উমাচরণ বাবু যখন মুঙ্গেরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, তখন উক্ত মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর নিকট হইতে ঐ শ্লোকগুলির (পঞ্চদশীর ও যোগবাশিষ্ঠের) অর্থ বুঝাইয়া লয়েন এবং অন্যান্য নানা উপদেশ গ্রহণ করেন।"

পরন্তু উমাচরণ বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কথা কি লিখিয়াছেন, একটু উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—"মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এবং শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বাগ্‌চী মহাশয়কে ও পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়কে (মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা) আমি স্বামীজীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা সমস্ত বলিলাম ও আমার বিষয়ও কিছু কিছু বলিলাম এবং দুইখানি খাতায় কিছু উপদেশ লিখাইয়া দিয়াছেন তাহাও দেখাইলাম। এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া

পূর্ব্বে এতটা আয়াস করিয়া (১৮ রাত্রি ব্যাপিয়া) স্বামীজি যে ঐ সব লিখাইয়া দিয়াছিলেন ইহা কতটা সম্ভাবনার বিষয় তাহা সুধীভির্বিভাব্যম্।—(মহামহোপাধ্যায় কৃত পাদটীকা)

† উমাচরণ বাবু তখন মুঙ্গেরে এক ডাক্তারখানায় কাজ করিতেন।—(মহা-মহোপাধ্যায় কৃত পাদটীকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় ও বাগ্‌চী মহাশয় অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহারা উভয়ে আমার সহিত ৺কাশীধামে যাইয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে বিশেষ জিদ করিয়া ধরেন। এই সকল কথা প্রকাশ করিতে স্বামীজী আমাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও ইঁহাদিগকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ ইঁহারা আমাকে বড় ভালবাসিতেন ও স্নেহ করিতেন। ক্রমে ক্রমে কথাটা একটু প্রচার হইয়া পড়িল, তাহাতে আমি ভীত হইলাম। এক বৎসর পরে আমি এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় উভয়ে ৺কাশীধামে গমন করিলাম। আমার জানা ছিল সন্ধ্যার পর নির্জ্জন না হইলে স্বামীজীর সহিত কোন কথা হইবে না, সেই জন্য আমরা সন্ধ্যার পর আশ্রমে যাইয়া দেবতাগণকে ও গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজী আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'দেখ শ্রীকৃষ্ণ! তোমার মনে মনে বড় অহঙ্কার হইয়াছে। তুমি মনে স্থির করিয়াছ পূর্ব্বকালে যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এক্ষণে তুমিও সেই শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। সকলে পূজা করে এই তোমার ইচ্ছা। তোমার পায়ের ধূলা লইতে ব্রাহ্মণতনয়কেও পা বাড়াইয়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ হয় না। তোমার ভবিষ্যৎ ফল বড় শোচনীয়। তুমি একজন সামান্য মনুষ্য মাত্র তবে কিছু বক্তৃতা শক্তি আছে। দেখ যখন লোকে লুচি ভাজে প্রথমে লুচি বেলিয়া ঘৃতে ছাড়িয়া দেয়, যতক্ষণ কাঁচা থাকে কল কল করিয়া শব্দ হইতে থাকে; তাহার পর যখন পাকে তখন স্থির হইয়া ঘৃতের উপর ভাসিতে থাকে। এক্ষণে তোমার অতিশয় কল-কলানি হইয়াছে; অগ্রে তোমার কল-কলানি থামুক, তারপর যদি ধর্ম্মের নিকট যাইতে পার। উপস্থিত ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে আছ।' এই সকল কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় কোন উত্তর দিলেন না অথবা কিছু জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজী আমাদিগকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করায় আমরা উভয়ে চলিয়া আসিলাম। শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় মিশির পোকরাতে একটি আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করিয়া তথায় থাকিলেন। * * * শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় কিছুদিন ৺কাশীধামে মিশির পোকরাতে থাকিয়া হাউজ কাটরাতে একখানি বাড়ী খরিদ করিয়া তথায় অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং উক্ত বাটীর যোগাশ্রম নাম দিয়া তথায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে অভিহিত হইলেন।" (৯৮—১১০ পৃষ্ঠা)।

শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সম্বন্ধীয় এই বিষয়টা না লিখিলেই ভাল হইত। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের গভীর সন্দেহ হইতেছে। প্রথমতঃ ত্রৈলিঙ্গ স্বামী পারতপক্ষে কাহারও সহিত কথাই বলিতেন না; একজন নবাগত ব্যক্তিকে এভাবে অভিযোগ করা তো তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব, কেননা কাহারও মনঃপীড়া দেওয়া সামান্য সাধুজনের পক্ষেই গর্হণীয়, স্বামীজী তো আদর্শ সাধু মহাত্মা ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ [ত্রৈলিঙ্গ] স্বামীজী. অব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণকে পদধূলি দিবার জন্য পা' বাড়াইয়া দেওয়াটা নিতান্তই গর্হিত ব্যাপার মনে করিয়া এই হেতুতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে একজন "অহঙ্কারী" "ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে" অবস্থিত এ কথা বলিয়াছিলেন। উমাচরণ বাবু কি জানেন না যে, স্বামী বিবেকানন্দ কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণ শিষ্য করিয়া উহার দ্বারা, "পদসেবা" করাইয়াছিলেন? অথচ তিনি ঐ বিবেকানন্দকে "মহাপুরুষ" পর্য্যায় ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর সঙ্গে উল্লেখিত করিয়াছেন। (২ পৃষ্ঠা)।

তৃতীয়তঃ তিনি ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মুঙ্গের হইতে প্রথম ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর নিকট আগমন করেন। আট মাস পরে মুঙ্গেরে (১২৮৮ সালের প্রথমে—সম্ভবতঃ আষাঢ় মাসে) ফিরিয়া যান—পর বৎসর (১২৮৯ সালে) শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সহ দ্বিতীয় বার আইসেন। তাঁহার লেখার ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তখন "কিছু দিনের" মধ্যেই হাউজ কাটরায় বাড়ী করিয়া অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি স্থাপন করেন ও ঐ বাড়ী যোগাশ্রম নামে সংজ্ঞিত করেন, এবং "এই সময় হইতেই শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে অভিহিত" হন। ইহাতে বোধ হয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রকৃত বিবরণ অবগত নহেন। †

তিনি আরও এক বিষয়ে তাঁহার গুরু মহাপুরুষ ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছেন। প্রকৃত সাধু মহাত্মারা কদাপি শাস্ত্র ও সদাচারের বিরোধী কোনও কথা বলিতেই পারেন না, কেন না তাঁহাদের সাধনা ব্যাপারে তাঁহারা শাস্ত্রোপদিষ্ট পথ সুষ্ঠু অবলম্বন করিয়া সদাচার সম্যক্ প্রতিপালন করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু উমাচরণ বাবু ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর দ্বারা এমন সব কথা বলাইয়াছেন—যাহা শাস্ত্র ও সদাচার বিরুদ্ধ। ‡

* * * *

† পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের ঐ সকল বিষয়ক প্রকৃত বিবরণের যতটা জানিতে পারিয়াছি তাহা এই। ১৮০৪ শকের (১২৮৯ সালের) অগ্রহায়ণ মাসে স্থির হয় তিনি মুঙ্গের হইতে কাশীতে আসিয়া বাস করিবেন। ১৮০৫ শকের (১২৯০ সালের) বৈশাখ মাস হইতে তাঁহার মুখপত্র 'ধর্ম্ম-প্রচারক' কাশী মিসির পোখরা হইতে প্রচারিত হইতে থাকে। ১৮১১ শকে (১২৯৬ সালে) যোগাশ্রম নির্ম্মিত হয়। ১৮১২ শকে (১২৯৭ সালে) যোগেশ্বরী প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮১৩ শকে, ১২৯৮ সালে) তিনি কুম্ভমেলা স্থানে তদীয় গুরু ৺দয়ালদাস স্বামী হইতে সন্ন্যাস গ্রহণান্তর শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে অভিহিত হন। [মুঙ্গেরে অবস্থান সময়ে তিনি কাহাকেও 'শিষ্য' করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ, 'ব্রাহ্মণ শিষ্য' সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই দু'একজন হইয়াছিলেন এবং শিষ্য সম্পর্কিত ব্যতীত কোন ব্রাহ্মণকে পা বাড়াইয়া দেওয়াও অসম্ভাব্য বিষয়।]—(মহামহোপাধ্যায় কৃত পাদটীকা)

‡ নিবারণ দাস লিখিত জীবন-চরিতে তাদৃশ কোনও কথা মোটেই পাওয়া যায় না।—(মহামহোপাধ্যায় কৃত পাদটীকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রৈলিঙ্গ স্বামীজির "তত্ত্বোপদেশ" বলিয়া উমাচরণ বাবু যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা যে তিনি স্বামীজির বলা অনুসারে খাতায় লিখিয়া লইয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। স্বামীজি বাঙ্গালা ভাষা জানিতেন কিনা স্পষ্ট উল্লেখ নাই। বোধ হয় তিনি যাহা হিন্দীতে বলিয়াছেন, উমাচরণ বাবু তৎক্ষণাৎ তাহা আপন মাতৃভাষায় (বাঙ্গালায়) লিখিয়া লইয়াছিলেন। সে যাহা হউক না কেন, "ভাষা"টি (বাঙ্গালা অনুবাদ) উমাচরণ বাবুর নিজস্ব হইলেও ঐ সকল প্রবন্ধের মূল ও ভাব স্বামীজির নিজস্ব হইবে, ইহাই প্রত্যাশিত। "ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল (অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রের সংস্কার আবশ্যক) তাহাতে স্বামীজির ভাবগুলি যথাযথ ঐ সব প্রবন্ধে প্রচারিত হইয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। এই ("ধর্ম্ম") প্রবন্ধেরই প্রথম অংশটী পড়িলে ঐ সন্দেহ আবার দৃঢ়ীভূত হয়।

* * * *

এ ছাড়া আর একটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় উমাচরণ বাবুর গ্রন্থে দৃষ্ট হইতেছে। যে পরিমাণ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রতি নিরর্থক গ্লানিকর কথা স্বামীজির মুখে বলাইয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাঁহার (অর্থাৎ পরিব্রাজকের) রচিত "শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি" গ্রন্থের কয়েকটী প্রবন্ধের বহু বাক্যের প্রতিলিপি এই "তৈলঙ্গ স্বামীর তত্ত্বোপদেশ" পুস্তকের (?) অন্ততঃ দুইটি ("সংসার" ও "গুরু ও শিষ্য") প্রবন্ধে পাওয়া যাইতেছে; ক্রমশঃ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) "সংসার" প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলির "তুমি কে?", "আমার", "মানব গ্রন্থ" ও "জীবের নিদ্রাভঙ্গ" এই চারিটী প্রবন্ধের ছায়াপাত হইয়াছে। এক এক প্রবন্ধ হইতে এক একটি মাত্র বাক্য উদাহরণ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল :—

(ক) "যাঁহার সমক্ষে পৃথিবী একটি ধূলিকণা, সূর্য্যমণ্ডল একটি ক্ষুদ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তুল, অগাধ সলিলরাশি গোষ্পদ জল, সেখানে কি তোমার ক্ষুদ্র দেহ, ক্ষুদ্র প্রাণ গণনীয় হইতে পারে?"—(শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি, ৩য় সংস্করণ—"তুমি কে?"—২৮২ পৃষ্ঠা)।

উমাচরণ বাবুর গ্রন্থে ১৫০ পৃষ্ঠা ৪—৬ পংক্তিতে অবিকল ইহাই রহিয়াছে, কেবল "অগাধ সলিলরাশি"কে "মহাসমুদ্র" করা হইয়াছে।

এ স্থলে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রবন্ধের নাম "তুমি কে?" এবং ইহার সর্ব্বপ্রথমেই আছে "মানব" এই সম্বোধন পদ, এবং ইহা খুবই সমীচীন। উমাচরণ বাবুর প্রবন্ধের নাম "সংসার"; যে প্যারায় উদ্ধৃত বাক্যের অবিকল প্রতিলিপি আছে, তাহারও আরম্ভে "মানব" এই সম্বোধন পদ রহিয়াছে। এই প্রবন্ধ (অর্থাৎ "সংসার") মহাত্মা স্বামীজির উপদেশের অনুবাদ মাত্র; স্বামীজি উমাচরণ বাবুকে উপদেশ দিতে দিতে হঠাৎ "মানব"কে সম্বোধন করিবেনই বা কেন? ইহা খাপছাড়া নহে কি?

(খ) "কোন দ্রব্য 'তোমার' অধিকারে থাকিলে যদি তাহার অপচয় হয়, তবে কিছুমাত্র দুঃখ নাই, কিন্তু যখন সেই দ্রব্য 'আমার' বলিবার অধিকার পাই, তখন যত্ন আদরের সীমা থাকে না।"—(শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি—"আমার"—২৮৮ পৃষ্ঠা)।

উমাচরণ বাবুর পুস্তকে আছে—"কোন দ্রব্য তোমার অধিকারে না (এই 'না' টি ছাপার ভুল) থাকিলে যদি তাহার অপচয় হয় তবে তাহার জন্য কিছুমাত্র দুঃখ হয় না, কিন্তু যখন সেই দ্রব্য আমার বলিবার অধিকার পাই, তখন যত্ন ও আদরের সীমা থাকে না।"—(১৫০—১৫১ পৃষ্ঠা)।

(গ) "এক একটী মনুষ্য এক একখানি পুস্তক বিশেষ; গর্ভবাস এই পুস্তকের মলাট, জন্মজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ইহার সূচীপত্র, দীক্ষাগ্রহণ ইহার উৎসর্গ পত্র, শৈশব, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি ইহার এক একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচ্ছেদ, জীবনের ভাল-মন্দ কার্য্য ইহার পাঠ্য বিষয়। যাহারা দরিদ্র, সামান্য বস্ত্রাদি পরিয়া থাকে, তাহারা যেন সাদা মলাট মোড়া সামান্য পুস্তক; যাহারা ধনাঢ্য রাজা বা মাহারাজা, তাহারা যেন ভাল বাঁধাই করা সোণার জলে কাজ করা মলাটে মোড়া এক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ।"—(শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি—"মানব গ্রন্থ"—৫ পৃষ্ঠা)।

উমাচরণ বাবুর গ্রন্থে ঠিক এই সকলই আছে, তবে কর্ম্মফলের পূর্ব্বে "জন্মজন্মার্জ্জিত" শব্দ, শৈশব ও কৈশোরের মধ্যে "পৌগণ্ড" শব্দটী এবং "তাহারা" শব্দের পরে "যেন" নাই; "উৎসর্গ পত্র" স্থলে "বিজ্ঞান" (অর্থাৎ বিজ্ঞাপন), "ধনাঢ্য" স্থলে "বড়লোক" আছে। এবং পরবর্ত্তী "যাহারা" "তাহারা" তে "মন্ত্রমার্থক" "৬" যোজিত হইয়াছে।—(১৫২ পৃষ্ঠা)।

একজনকে উপদেশ দিতে গিয়া এইরূপ অলঙ্কারের অবতারণা গুরুগম্ভীর মহাত্মা স্বামীজির পক্ষে শোভন কিনা বিবেচ্য। এই প্রকরণ আরম্ভ করিবার সময়ে উমাচরণ বাবু "মানব! তুমি বিদ্যাবান্ হইবার জন্য কত পুস্তক পাঠ করিতেছ" এইরূপ লিখিয়াছেন, অর্থাৎ 'মানব' এই সম্বোধন পদ এখানেও ব্যবহার করিয়াছেন – যদিও শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলিতে এই বাক্যটি থাকিলেও ঐ সম্বোধন পদটি নাই।—(১৫১ পৃষ্ঠা—১৭ পংক্তি)।

(ঘ) "সংসার! আর তোমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইব না, যে দেশে সন্ধ্যা নাই, শর্ব্বরী নাই, যেখানে নিদ্রা নাই, স্বপ্ন নাই, যেখানে তাপ নাই, বিক্ষেপ নাই, আমি সেই দেশের লোক পাইয়াছি।"—(শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি—"জীবের নিদ্রাভঙ্গ"—২৮৭ পৃষ্ঠা)।

উমাচরণ বাবুর গ্রন্থে পূর্ব্বার্দ্ধ অবিকল আছে, পশ্চাদর্দ্ধ ("যেখানে তাপ নাই, বিক্ষেপ নাই" ইত্যাদি স্থলে) "শোক নাই, দুঃখ নাই, আমি সেই দেশে যাইয়া সেই দেশের লোকের সঙ্গে থাকিব" এই আছে। পূর্ব্বার্দ্ধের 'নিদ্রা নাই'এর পূর্ব্বে "যেখানে" শব্দটি নাই।—(১৫৩ পৃষ্ঠা—১—৪ পংক্তি)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) তত্ত্বোপদেশে "গুরু ও শিষ্য" প্রবন্ধের যে সব স্থলে শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলির "গুরু ও শিষ্য" প্রবন্ধের ছায়া দেখা যায় তন্মধ্যে একটী মাত্র স্থল উদাহৃত হইতেছে ঃ—

"পৈতৃক বাগবাগিচা গৃহসম্পত্তির ন্যায় তুমি শিষ্যঘরটা অধিকার করিয়া বসিয়াছ। একবারও কি মনে ভাব না যে, মন্ত্র-দীক্ষা তামাসা নহে, ক্রীড়া নহে, শিষ্যকে সংসার-সিন্ধু পার করিবার গুরুভার তোমার উপর ন্যস্ত, ভগবানের সম্মুখে তুমি শিষ্যের জন্য দায়ী।"—(শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি —১৪২ পৃষ্ঠা)।

উমাচরণ বাবুর প্রবন্ধে ইহাই একটু রকম ফের গোচের রহিয়াছে—'তুমি' 'তোমার' স্থলে 'তাঁহারা' 'তাঁহাদিগের' (শেষের বাক্যে 'তিনি') আছে ও ক্রিয়াপদও মধ্যম [প্রথম ?] পুরুষেই রহিয়াছে। 'পৈতৃক' স্থলে 'পৈত্রিক', 'মন্ত্রদীক্ষা' স্থলে 'দীক্ষা দেওয়া' এবং 'ন্যস্ত' স্থলে 'নির্ভর করিতেছে'—এইরূপ সামান্য বিভেদ আছে। এখানেও বিবেচ্য, মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী উপদেশ প্রদানের সময় এরূপ নিন্দাবাদের অবতারণা কেন করিবেন ?

এস্থলে বক্তব্য এই যে, "শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি" ১৮১৩ শকে মাঘ মাসে (১৮৯২ ইং, জানুয়ারীতে) সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তখন বাঙ্গালা ১২৯৮ সাল। (প্রথম সংস্করণের অবতরণিকা দ্রষ্টব্য)। ইহারও বহু পূর্ব্বে 'ধর্ম্ম-প্রচারক' পত্রে ঐ সব প্রবন্ধ ছাপান হয়। এই গ্রন্থের বর্ত্তমানে তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে—তাহাও ১৩২১ সালে। †

উমাচরণ বাবুর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ইহার পরে ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

---

† এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর—১৩৩৯ সনে শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলির "চতুর্থ সংস্করণ"ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত উক্ত পুস্তকের পৃষ্ঠাঙ্কাদি "তৃতীয় সংস্করণ" হইতেই গৃহীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে উমাচরণ বাবুর পক্ষ হইতে একটী কথা বলা যাইতে পারে—তাহা এই প্রবন্ধেও ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে; উমাচরণ বাবু মুঙ্গেরে গিয়া (১২৮৮ সালে) তাঁহার প্রবন্ধের খাতা পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্নকে দেখাইয়াছিলেন। শ্রুতিধর পরিব্রাজক হয়তো তাহাতেই ঐ সব তত্ত্বোপদেশের ভাবগুলি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বেশ কথা; কিন্তু পরিব্রাজকের তো ভাষায় দৈন্য ছিল না যে, তিনি উমাচরণ বাবুর লিখিত বিষয়গুলির ভাষাও সযত্নে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়া যথাযথ স্বীয় প্রবন্ধে লিখিয়া যাইবেন।

ফল কথা, উমাচরণ বাবুই পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রবন্ধ হইতে তত্ত্বোপদেশের অনেক কথা আহরণ করিয়াছেন—তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উমাচরণ বাবু ১২৮৭ সালে মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হন। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ১৮০০ শকের (১২৮৫ সালের) 'ধর্ম্ম-প্রচারক' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "তুমি কে?" এই প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন (ঐ সংখ্যার ১১৬—১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

অবশ্য পরিব্রাজকের অন্যান্য প্রবন্ধ ১২৮৭ সালে † বা তারও পরে 'ধর্ম্ম-প্রচারকে' প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু হাঁড়ির একটা ভাত হইতেই যেমন সমস্ত ভাতের খবর পাওয়া যায়, তেমনই উমাচরণ বাবুর এই তত্ত্বোপদেশের প্রবন্ধগুলি কিরূপে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার তথ্য এই একটি হইতেই অবগত হওয়া গেল।

---

† "জীবের নিদ্রাভঙ্গ" প্রবন্ধটি ১২৮৭ সালে (১৮০২ শকে) কার্ত্তিক পূর্ণিমায় 'ধর্ম্ম-প্রচারকে' প্রকাশিত হয়। উমাচরণ বাবু ঐ সনের অগ্রহায়ণ মাসে মুঙ্গের হইতে কাশী অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং তারও আট মাস পরে মুঙ্গেরে ফিরিয়া যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে তত্ত্বোপদেশের খাতা দেখাইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। —(মহামহোপাধ্যায় কৃত পাদটীকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপসংহারে বক্তব্য যে, মহাপুরুষ ত্রৈলিঙ্গ স্বামীজির জীবন আখ্যায়িকা বিষয়ে ৺নিবারণচন্দ্র দাস মহাশয়ের পুস্তকখানিই অধিকতর প্রামাণিক, এবং উমাচরণ বাবুর সম্পর্কিত যে সব ঘটনা নিবারণ বাবুর পুস্তকে আছে তাহা অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য; কেননা, তখন উমাচরণ বাবু লোকের নিকট যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে ভেজাল কিছু না থাকিবারই কথা—তখন মহাত্মা স্বামীজির প্রদত্ত মন্ত্রদীক্ষার ফলে উমাচরণ বাবুর রজোভাব অনেকটা নির্জ্জিত ছিল।"

উল্লিখিত সমালোচনা উমাচরণ বাবুর জীবিত-কালে—১৩৩৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে "উৎসব" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সমালোচক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়—সমালোচনার প্রথম সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন—"আলোচ্যমান বিষয়ে অনেক কথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুভাবে গ্রন্থকার উমাচরণ বাবুর নিকট (গ্রন্থের প্রকাশকের ঠিকানায়) একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।"—(১৮৩ পৃঃ)। আবার প্রবন্ধ-শেষে লিখিয়াছিলেন—"শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া সাড়া পাই নাই, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই প্রবন্ধ যদি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় তবে এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার কি বক্তব্য আছে আশা করি তাহা তিনি সাধারণের গোচরীভূত করিবেন।"—(৩০০ পৃঃ)। কিন্তু উমাচরণ বাবু উহার কোন প্রতিবাদ সাধারণের গোচরীভূত করেন নাই বা কোন সদুত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। ইহার উপর আর মন্তব্য অনাবশ্যক।

—ওঁ তৎসৎ ওঁ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমার পরিব্রাজক প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—মূল, অন্বয়-বাঙ্গালা, বঙ্গানুবাদ, শাঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা, পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি কৃত সুপ্রসিদ্ধ "গীতার্থ-সন্দীপনী" নাম্নী বিস্তৃত ব্যাখ্যা, সঙ্গতি-বাদ গীতা মাহাত্ম্য, গীতা-সার, আভাস, বিষয়সূচী, শ্লোকসূচী, শব্দসূচী (Index), ছন্দোবিবরণ, শ্লোক-সংখ্যা-নির্ণয়, গীতোক্ত-ব্যক্তি-পরিচয়, পাঠভেদ প্রভৃতি আবশ্যক যাবতীয় বিষয় সংবলিত—রয়েল ৮ পেজী নয় শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। নূতন নবম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই বিরাট গ্রন্থের মূল্য মাত্র ১৲ টাকা—কাপড়ে বাঁধা ৮৲ টাকা।

২। পরিব্রাজকের বক্তৃতা—(৩য় সংস্করণ) অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তার উদ্দীপনা, ভাব ও ভাষার অপূর্ব্ব সমাবেশে মনোমুগ্ধকর ১৩টী বক্তৃতা—২৷৷০

৩। শ্রীগুরু-পুষ্পাঞ্জলি—(৪র্থ সংস্করণ)—পরিব্রাজকাচার্য্য প্রণীত ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক গবেষণাপূর্ণ ৫১টী প্রবন্ধ—১৷০

৪। ভক্তি ও ভক্ত—(৮ম সংস্করণ) নারদ এবং শাণ্ডিল্য ভক্তি সূত্রের পরিব্রাজক-কৃত বিশদ ব্যাখ্যা ও ভক্তগণের জীবন-মালা—১৷০

৫। পরিব্রাজকের সঙ্গীত—(৬ষ্ঠ সংস্করণ)—পরিব্রাজকের জীবনব্যাপী সাধন-সঙ্গীত সমূহ একত্র সমাবেশ—৲ টাকা।

৬। শ্রীকৃষ্ণ-রত্নাবলী—(৪র্থ সংস্করণ)—পরিব্রাজক-প্রণীত—বালক-বালিকাবর্গের চরিত্র গঠনের অমূল্য গ্রন্থ—৷৷০ আনা।

৭। প্রবোধ-মুদী ও শ্রীকৃষ্ণ-রত্নাবলী—পরিব্রাজক কর্ত্তৃক প্রথম ও শেষ বয়সে রচিত দুইখানি পুস্তিকার একত্র সমাবেশ—৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—১। যোগাশ্রম, হাউজকটেরা, কাশী।

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi